বাঙলা সাহিত্যে
গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া
সম্পাদিত

সারস্বতকুঞ্জ
১১বি, নবীনকুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

বন্ধুবর প্রয়াত অধ্যাপক
আহমদ শরীফের স্মরণে

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙলায় ইসলাম প্রচার

ক. মুসলিম অধিকৃত ভারতে তথা বাঙলায় ইসলাম প্রচারে পীর-দরবেশদের ভূমিকা

বাঙলা তথা উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পিছনে এদেশে তুর্কি-আফগান-মোঘল প্রভৃতি মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা যে একটি প্রধান কারণ ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা না হলে, এদেশে ইসলাম প্রচার এত ব্যাপকভাবে হতো কিনা, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে মুসলিম রাজশক্তি ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে সরাসরি বিশেষ কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল বলেও কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুসলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবেই এদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সাফল্যকে ধরা যেতে পারে, এর বেশি কিছু নয়। সিন্ধুবিজয়ী প্রথম মুসলিম মোহাম্মদ বিন কাসিম থেকে আরম্ভ করে বাঙলার শেষ স্বাধীন মুসলিম নৃপতি নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা পর্যন্ত মুসলিম রাজা-বাদশাহ্দের সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, তাঁদের মধ্যে কেউ ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে সরাসরি কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, এমন কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অতি সামান্য ব্যতিক্রম অবশ্য দু'একটি ক্ষেত্রে দেখা যায়। প্রথম বাঙলাবিজয়ী তুর্কি মুসলিম ইখতিয়ার-উদ্-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর হস্তে একজন 'মেচ' সামন্ত ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়ে 'আলীমেচ' নামধারণ করেছিলেন বলে সমসাময়িক ইতিহাসে দেখা যায়।[১] রাজা গণেশের পুত্র যদু রাজনৈতিক চাপে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং জালাল-উদ্-দীন মোহাম্মদ শাহ্ নাম ধারণ করে গৌড়ের অধিপতি হয়েছিলেন (১৪১৭—৩২ খ্রি:)। সংখ্যায় খুব সীমাবদ্ধ হলেও এ ধরনের আরও কিছু দৃষ্টান্ত আছে।

তবে মুসলিম রাজশক্তির সরাসরি প্রচেষ্টায় কোনো অমুসলিমকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার দৃষ্টান্তগুলিকে নেহায়েত ব্যতিক্রম বলেই ধরা যেতে পারে। ইখতিয়ার-উদ্-দীন আর কোনো অমুসলিমকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর আলীমেচকেও যে জোর করে মুসলিম করা হয়নি, সে বিষয়েও নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাব নেই।[২] ব্যর্থ তিব্বত অভিযানের পরে, কামরূপ বাহিনীর কাছে প্রায় সমুদয় সৈন্য হারিয়ে, তাঁর চরম দুর্দিনে, মাত্র শ' খানেক সৈন্যসহ মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন আলীমেচের এলাকায় কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পৌঁছেছিলেন, তখন আলীমেচের লোকেরাই তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য করে নিরাপদে দেবকোটে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা ইচ্ছা করলে অতি সহজেই তাঁর বিনাশসাধন করতে পারতেন। এতে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে, আলীমেচের ইসলাম গ্রহণের পিছনে আর যা-ই থাক না কেন, কোনো জোর-জবরদস্তি হয়তো ছিল না।

রাজা গণেশ তাঁর পুত্রকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন গৌড়ের সিংহাসনের লোভে। তাঁর বা তাঁর পুত্রের সে লোভ না থাকলে, জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কী, গৌড়ের পীর নূর-ই-কুতব-ই-আলম বা সেখানকার আমির-ওমরা যদুকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতেন, এমন প্রমাণ কোথাও নেই। এই

---

১. ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে মীনহাজ-ই-সিরাজ রচিত 'তবকাত-ই-নাসিরী' মূল ফারসি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ (অনুবাদ ও সম্পাদনা আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া); ৩১ পৃ: দ্র:।

২. প্রাগুক্ত, ৪১ পৃ:।

ধর্মান্তরিত জালাল-উদ্-দীন অনেক ব্রাহ্মণকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি তা করেছিলেন, একান্তভাবে ব্যক্তিগত আক্রোশে। কারণ, তাঁর পিতার প্ররোচনায় এসব ব্রাহ্মণ একবার সুযোগ বুঝে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে হিন্দু করেছিলেন। এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারকে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মুসলিম রাজশক্তির নীতি ধরলে সত্যের অপলাপ করা হবে।

তুর্কি, আফগান, মোঘল প্রভৃতি যেসব মুসলিম অভিযানকারী এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যজয় ও রাজত্ব করা, ধর্মপ্রচার নয়। তাঁদের উত্তরসূরীরা প্রধানত রাজ্য-অধিকার ও রাজ্য-শাসনেই নিয়োজিত ছিলেন, ধর্মপ্রচারের নয়।

তবে ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে মুসলিম রাজশক্তির সহানুভূতি ছিল না, এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। যাঁরা এদেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই মুসলিম রাজা-বাদশাহ ও আমির-ওমরার সাহায্য ও সহানুভূতিপুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁদের রাজ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক, এটা যেমন মুসলিম শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় সবারই কাম্য ছিল, তেমনি রাজশক্তি ধর্মপ্রচারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ুক সেটাও তাঁদের অভিপ্রায় ছিল না। "তুর্কী মুসলিমরা রাজত্ব করতেই এসেছিলেন, ধর্মপ্রচার করতে নয়।"

একহাতে কোরান ও অন্যহাতে কৃপাণ নিয়ে মুসলিম রাজশক্তি এদেশে ইসলামপ্রচার করেছিলেন, এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন অনেক উক্তি দেখা যায়। যদি এমনটিই হতো তবে উত্তর ও মধ্যভারতে মুসলমানের সংখ্যা থাকত সর্বাধিক। কারণ, সে সব অঞ্চলেই মুসলিম রাজশক্তি অধিক কাল ধরে এবং অধিক দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছিল। অথচ সে সব অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা বরাবরই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আর উপমহাদেশের পূর্বপ্রত্যন্ত অঞ্চল বাঙলায়, যেখানকার প্রায় সব মুসলিম শাসনকর্তাকে সাধারণভাবে 'বিদ্রোহী' বলা চলে, সেখানেই মুসলমানের সংখ্যা সর্বাধিক।

মুসলিম রাজশক্তি যদি এদেশে প্রত্যক্ষভাবে ইসলামপ্রচার না করে থাকে, তবে এ কাজটির পিছনে কে বা কারা নিয়োজিত ছিলেন? বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার পর পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইসলামপ্রচারের সাফল্যের পিছনে ছিল মুসলিম পীর-দরবেশদের নিরলস সাধনা। আফ্রিকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ইউরোপের বিভিন্ন রাজশক্তি বহুকাল ধরে আফ্রিকায় রাজত্ব করেছিল। ফলে সেই মহাদেশের অগণিত অধিবাসী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের কাজটি করেছিলেন খ্রিস্টান মিশনারী দল, খ্রিস্টান রাজশক্তি নয়। অনুরূপভাবে ভারত উপমহাদেশে ইসলামে যেটুকু প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তার পিছনে ছিল মুসলিম পীর-দরবেশদের অক্লান্ত ও নীরব সাধনা, কোনো মুসলিম রাজশক্তির প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা নয়। এ সম্বন্ধে ডক্টর আহমদ শরীফ যথার্থই বলেছেন, "... রাজশক্তি ইসলামপ্রচারের সহায়ক হয়নি। ইসলাম প্রচার করেছেন সূফী দরবেশেরা। খ্রিস্টান মিশনারীদের মতো তাঁদের সেবাব্রত ও অধ্যবসায় এবং প্রীতি, করুণা আর কেরামতী।"[১]

বাঙলায় ইসলামপ্রচার সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ইংরেজি বক্তব্যের বাঙলা অনুবাদ নিম্নরূপ :[২]

---

১. ডক্টর আহমদ শরীফ : বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, ১২২ পৃ:।

২. History of Bengal, vol. II. Dacca University, pp. 69-70. The English text :
"The Balbani regime in Bengal was not only a period of expansion but one of consolidation as well. It was during this time that the saints of Islam who excelled the Hindu priesthood and monks in active piety, energy and foresight, began proselytising on a wide scale not so much by force as by the fervour of their faith and their exemplary character. They lived and preached among the low class Hindus then as ever in the grip of superstition and social repression ... About a century after the military and political conquest of Bengal. there began the moral and spiritual conquest of the land through the efforts of the Muslim religious fraternities that now arose in every corner ... The 'saints' of Islam completed the process of conquest, moral and

"বাঙলায় বলবনী রাজত্ব শুধু রাজ্যবিস্তারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, রাজ্যে সংহতি স্থাপনেও নিয়োজিত ছিল। এ সময়েই মুসলিম সাধু ব্যক্তিরা, যাঁরা হিন্দু সাধু, সন্ত ও সন্ন্যাসীদের চেয়ে সক্রিয় ধর্মানুরাগ, কর্মপ্রেরণা ও দূরদর্শিতায় অধিক অগ্রগামী ছিলেন, ব্যাপকভাবে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এ কাজে বলপ্রয়োগের চেয়ে নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের প্রেরণা ও আদর্শ চরিত্রকেই তাঁরা বেশি করে তুলে ধরেন। চিরকালের মতো তখনও নির্যাতিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বসবাস করে তাঁরা ধর্মপ্রচার করতে থাকেন। ... সামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রায় শত বছর পরে শুরু হল এদেশের [মানুষের] উপর নৈতিক ও আত্মিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ এবং মুসলিম পীর-দরবেশগণ সে কাজ শুরু করলেন দেশের আনাচে-কানাচে। ... মুসলিম পীর-দরবেশগণ ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রগুলিতে দরগাহ্ ও খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সুসংহত করেন। ... শত শত বছর ধরে হিন্দুরা এসব স্থানে শ্রদ্ধা নিবেদনে অভ্যস্ত ছিলেন। তারা ধীরে ধীরে নিজেদের অতীতকে ভুলে গেলেন এবং সহজেই পীর ও গাযীদের প্রতি অনুগত হয়ে পড়লেন। ফলে ধর্মবিষয়ক ক্ষেত্রে এই আপোস একটি অধিক সহনশীল অবস্থার সৃষ্টি করল এবং তাতে হিন্দুরা তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়লেন। এটি হিন্দু, বিশেষ করে অনুন্নত হিন্দু সমাজে ইসলামধর্ম প্রবেশের পথকে সুগম করে দিল এবং মুসলিম পীর-দরবেশদের কেরামতি সম্পর্কে অনর্গল ও বিরামহীন প্রচার তাদের মন জয় করে নিল।"

ডক্টর কানুনগোর মন্তব্যে কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু তাতে যে যথেষ্ট সত্য আছে, তা অনস্বীকার্য। গোটা উপমহাদেশের মধ্যে শুধু বাঙলায়ই কেন পীর-দরবেশগণ ইসলামপ্রচারে এত সাফল্য লাভ করেছিলেন, সেই বিশেষ কারণটিরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। এই ধর্ম গ্রহণের জন্য যে ক্ষেত্রটির প্রয়োজন ছিল, তা যে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল, তা বিশেস উল্লেখের দাবি রাখে এবং সেটিকেই বলা যেতে পারে তদানীন্তন বাঙালির মন ও মানসিকতা।

অস্ট্রিক-ভেড্ডিড, আলপাইন-ভূমধ্যসাগরীয়, আদি নর্ডিক (আর্য), মোঙ্গলীয়, নিগ্রো প্রভৃতি বিভিন্ন রক্তধারার সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছিল বাঙালি নামে পরিচিত এক সংকর জাতি। আর্য অধিকার প্রতিষ্ঠার বহুকাল পূর্ব থেকেই খুব সম্ভব এদের মধ্যে বৃত্তিভিত্তিক বর্ণভেদ প্রথা বিদ্যমান ছিল এবং পরবর্তীকালের মতো সেটিও ছিল খুব সম্ভব অনেকটা নৃতত্ত্বভিত্তিক। তবে আর্য অধিকারের পরবর্তীকালের মতো তা অস্পৃশ্যতা দোষে দুষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। আর্য অধিকারের পরে সেই প্রাচীন বৃত্তিভিত্তিক বর্ণভেদের উপরই নতুন করে গড়ে ওঠে অস্পৃশ্যতা দোষে দুষ্ট এক ভয়াবহ বর্ণভেদ প্রথা। ফলে পরবর্তীকালে হিন্দু বলে পরিচিত সেই সমাজে গড়ে ওঠে উঁচু ও নিচু এই দুই শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব।

উঁচু বর্ণের কাছে নিচু বর্ণের মানুষ সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারসহ সর্বপ্রকার মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে অস্পৃশ্য নামে পরিচিত হয়। তাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি বিদ্রোহরূপে বৌদ্ধধর্ম আত্মপ্রকাশ করলে, সে সব অস্পৃশ্য ও নির্যাতিত মানুষের মধ্যে অনেকেই সেই ধর্মকে আগ্রহভরে গ্রহণ করেন। কিন্তু বাঙলায় বৌদ্ধ পাল রাজত্বের অবসানে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, বৌদ্ধধর্মের প্রতি পরবর্তী রাজশক্তির বৈরিতা ও অন্যান্য কারণে এদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম ও লোকায়ত ধ্যানধারণার সমন্বয়ে গঠিত 'নাথ ধর্ম' নামক এক নতুন ধর্মের আশ্রয় নেন।

---

spiritual, by establishing *Dargahs* and *Khanqas* deliberately on the sites of these ruined places of Hindu and Buddhist worship ... Hindus who had been accustomed for centuries to venerate these places gradually forgot their past history and easily transferred their allegiance to the *pirs* and *ghazis.* The result of these *rapprochement* in the domain of faith ultimately created a more tolerant atmosphere which kept the Hindus indifferent to their political destiny. It prepared the ground for further inroad of Islam into Hindu society, particularly among the lower classes who were gradually won over by an assiduous and persistent propaganda regarding the miracles of these saints and *gazis.*"

কিন্তু তাতেও তারা খুব একটা নিস্তার পায়নি। নিচুবর্ণের হিন্দুরা উঁচুবর্ণের হিন্দুদের কাছে ছিলেন অবজ্ঞেয় ও অস্পৃশ্য, প্রায় সকল মানবিক অধিকার থেকে তারা ছিলেন বঞ্চিত। তাদের চেয়েও অধিক অসহায় অবস্থায় ছিলেন নাথ ধর্মাবলম্বীরা। তারা শুধু ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারেই গোটা হিন্দু সমাজের কাছে অপাঙক্তেয় ও অস্পৃশ্য ছিলেন না, তাদের আর্থিক অবস্থাও ছিল শোচনীয়। কাপড় বোনা ও চুন বিক্রি করা ছাড়া আর বিশেষ কোনো পেশাও তাদের ছিল না।

সেন রাজত্বের শেষ দিকে নিচুবর্ণের হিন্দু ও নাথদের যখন এহেন করুণ অবস্থা, তখন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শুরুতে বাঙলার উত্তরাঞ্চলে মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর অধিনায়কত্বে তুর্কী মুসলিম রাজশক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে তা সমগ্র বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অগণিত মুসলিম পীর-দরবেশের আগমণ শুরু হয় বাঙলার মাটিতে। তখন ইরান, তুরান, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরাক, তুরস্ক, খোরাসান, সমরখন্দ, বোখারা প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানের রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে এবং অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হয়ে অসংখ্য মুসলিমকে সে সব স্থান ছেড়ে ভারতে চলে আসতে হয়। তাদের সঙ্গে আসেন অসংখ্য আলিম-ওলেমা ও পীর-দরবেশ। এঁদের মধ্যে অনেকেই উত্তর ভারত হয়ে বাঙলায় চলে আসেন এবং এদেশে বসতি স্থাপন করে ইসলামপ্রচারে ব্রতী হন।

অসাধারণ চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী এসব আলিম-ওলেমা ও পীর-দরবেশ যখন ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন তখন মানুষের অতি সাধারণ অধিকারে চিরদিনের মতো তখনও বঞ্চিত বাঙলার নিপীড়িত ও নির্যাতিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও নাথদের অনেকেই সাম্য, মৈত্রী ও সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বাণী বহনকারী এই নতুন ধর্ম গ্রহণে খুব একটা দ্বিধা করেছিলেন বলে মনে হয় না।

এই নবধর্ম গ্রহণ করার পিছনে প্রধান কারণ ছিল সম্ভবত দুটি—ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল। প্রথমটিই ছিল খুব সম্ভব অধিক আকর্ষণীয়। মনে হয় প্রবল রাজশক্তির আনুকূল্যে ঐহিক মঙ্গল লাভ অর্থাৎ অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধার জন্যই খুব সম্ভব এসব নিপীড়িত মানুষ অধিক সংখ্যায় ইসলামধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন।

খ. বাঙলার বিভিন্ন পীর-দরবেশের শাখা ও খান্দান

আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থমতে ভারত উপমহাদেশের পীর-দরবেশগণ মোটামুটিভাবে ১৪টি খান্দান বা শাখায় বিভক্ত ছিলেন বলে জানা যায়।[১] এগুলি হচ্ছে, ১. হাবিবী, ২. জায়েদী, ৩. আধামী, ৪. আয়াদী, ৫. কারখী, ৬. সক্‌তি, ৭. তাইফুরী, ৮. হোবাইরী, ৯. জোনাইদী, ১০. চিশ্‌তী, ১১. কাজরুনী, ১২. সোহ্‌রওয়ার্দী, ১৩. ফিরদৌসী ও ১৪. তুসী।

ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে এগুলি ছাড়া আরও ৫টি খান্দান বা শাখার অস্তিত্ব ছিল। এসব খান্দান অনেক আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও অনেক পরবর্তীকালে এগুলি পরিচিত লাভ করে। এগুলি ছিল, ১. শাত্তারী, ২. ক্বাদিরী, ৩. কলন্দরী, ৪. নক্‌শ্‌ বন্দী ও ৫. ওয়ায়েসী।[২]

উপরে উল্লিখিত খান্দানগুলির মধ্যে ৭টি ছিল উত্তর ভারতে অধিক পরিচিত এবং এগুলি হচ্ছে, ১. চিশ্‌তী, ২. সোহ্‌রাওয়াদী, ৩. জোনাইদী, ৪. শাত্তারী, ৫. ক্বাদিরী, ৬. ওয়ায়েসী বা মাদারী ও ৭ নক্‌শবন্দী। এসব খান্দানের অধীনে আবার নানা শাখা-প্রশাখা ছিল এবং বিভিন্ন পীর-দরবেশের নামে সেগুলি পরিচিত ছিল।[৩]

বাঙলার পীর-দরবেশদের খান্দান বা শাখা সম্বন্ধে কিছু বলার আগে এদেশে এঁদের আগমন কাল সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। মুসলমানের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাঙলায় কোনো মুসলিম পীর-দরবেশের আগমন ঘটেছিল কিনা, সে সম্বন্ধে প্রচুর কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি

---

১. Dr. Md. Enamul Huq. : A History of Sufi-ism in Bengal. pp. 37-38.
২. প্রাগুক্ত, ৩৯ পৃ:।
৩. প্রাগুক্ত, ৪০-৪১ পৃ:।

থাকলেও কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। ১০৮২ হিজরী (১৬৭১ খ্রি:) সনের সম্রাট অওরঙ্গযেবের আমলের একটি দুষ্প্রাপ্য দলিলের দোহাই দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, ৪৪৫ হিজরী (১০৫৩ খ্রি:) সনে শাহ্ সুলতানে রুমী নামক একজন দরবেশ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরে ইসলামপ্রচারে এসে স্থানীয় কোচ নৃপতি কর্তৃক প্রদত্ত বিষপান করেও বেঁচে থাকেন এবং রাজা ও সেই অঞ্চলের অমুসলমানকে মুসলিম করেন।[১] একই সম্রাটের আমলে ১০৯৬ হিজরী (১৬৮৫ খ্রি:) সনে প্রদত্ত একটি ফারসি সনদ ও প্রবল জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে বলা হয়ে থাকে যে, মীর সৈয়দ সুলতান মাহী সওয়ার বলখী একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মহাস্থানের রাজা পরশুরামকে কেরামতির সাহায্যে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে এ স্থান অধিকার করে ইসলামপ্রচার করেন। বাবা আদম শহীদ নামক একজন দরবেশ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে রাজা বল্লাল সেনের হাতে ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে (?) শহীদ হলেও এ স্থানে ইসলাম প্রচারিত হয়। পাবনা জেলার শাহজাদপুরের দরবেশ মখদুম শাহ্ দৌলা শহীদ ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দে সেখানে এসে ধর্মপ্রচার কালে শহীদ হয়েছিলেন বলে প্রবল জনশ্রুতি আছে। এ ধরনের আরও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আছে।

শাহ সুলতান রুমী সম্পর্কে যে দলিলের কথা বলা হয়ে থাকে, তা প্রকৃত ঘটনার ৬১৮ বছর পরে লিপিকৃত। এর আগের কোনো দলিল নেই। প্রকৃত ঘটনার ৬১৮ বছর পরে লিপিকৃত একটি দলিলের ঐতিহাসিক মূল্য যে হাল-আমলের জনশ্রুতি থেকে বেশি নয়, যে সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মোহাম্মদ বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়ের ১৫২ বছর পূর্বে অসংখ্য নদীনালা, খালবিল ও হাওর পরিবৃত মদনপুরের মতো অখ্যাত ভাঁটি অঞ্চলে একজন মুসলিম পীরের আগমন ও ধর্মপ্রচারের কাহিনীকে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে না। ডক্টর আবুদল করিমের মতে তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীরও অনেক পরের লোক।[২] তাঁর অভিমত গ্রহণযোগ্য।

শাহ বলখী মাহী সওয়ার সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। তাঁর পাকা মাযারটি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু মন্দিরের উপরে অবস্থিত। পালযুগের শেষ দিকে অথবা সেন যুগে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। একাদশ শতাব্দীর এই মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে কবরের উপযোগী মাটির স্তূপে পরিণত হতে বেশ কয়েকশ বছর সময় লাগার কথা। শুধু এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলেও শাহ বলখী চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর আগের লোক হতে পারেন না। তদুপরি মোহাম্মদ বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়ের প্রায় দেড়শ বছর আগে কোনো মুসলিম কর্তৃক মহাস্থান বিজিত হয়েছিল, সে প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

মহারাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮——৭৯ খ্রি:) বাবা আদম শহীদের আগমন ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে ঘটতে পারে না। তাঁর রাজত্বকালে কোনো মুসলিম ধর্ম প্রচারক-অভিযানকারী এদেশে এসেছিলেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। বাবা আদম শহীদের স্মৃতির সঙ্গে জনপ্রবাদ মতে বিজড়িত রামপাল মসজিদটি ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে দ্বিতীয় বল্লাল সেন নামক এক নৃপতির রাজত্বকালে বাবা আদম রামপালে এসেছিলেন বলেও বলা হয়ে থাকে। এটিও কাল্পনিক। কারণ, দ্বিতীয় বল্লাল সেনের অস্তিত্ব ইতিহাসে নেই।

শাহ্ দৌলা মখদুম ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক কিছুতেই হতে পারেন না। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দ:) সময়ে কোনো মুসলিম ধর্মপ্রচারকের বাঙলার পাবনা অঞ্চলে আগমনের কাহিনীকে অলীক ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। পণ্ডিতদের মতে তিনি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। তাঁর মাযারের পাশে যে প্রাচীন মসজিদটি (শাহ্জাদপুর মসজিদ) আছে, তা পঞ্চদশ শতাব্দীর আগের নয় বলে পণ্ডিতদের অভিমত।

চট্টগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করে আরব বণিকেরা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্যরত ছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। কুমিল্লার শালবন বিহার, কোটিলা মুড়া ও রাজশাহীর

---

১. Dr. A. Kalim. : Social History of the Muslims in Bengal, p. 88.
২. Dr. A. Kalim. : Social History of the Muslims in Bengal, p. 88.

পাহাড়পুর বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত আরবদেশীয় মুদ্রাগুলি এর পিছনে প্রবল সমর্থন যোগায়। কিন্তু কোনো মুসলিম পীর-দরবেশ মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশে ধর্মপ্রচার করতে এসেছিলেন এবং তাতে আংশিকভাবে হলেও সাফল্য লাভ করেছিলেন, এ ধারণা একান্তভাবে জনপ্রবাদের উপরই নির্ভরশীল, কোনো প্রমাণ্য ইতিহাসের উপর নয়।

তবে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে ইসলাম প্রচারকদের আগমন এদেশে ঘটেছিল, এ সম্পর্কে প্রমাণের অভাব নেই। সমগ্র উত্তর ভারতের মতো বাঙলায়ও ইসলাম প্রচারের পিছনে বহিরাগত ধর্মপ্রচারকদের ভূমিকাই যে মুখ্য ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। গযনীর সুলতান মাহমুদের উত্তর ভারতে অভিযানের পরপরই সেখানে শেখ ইসমাইল (১০০৯ খ্রি:) ও দাতা গঞ্জবখ্‌শ লাহোরীর (মৃত্যু ১০৭২ খ্রি:) মতো দরবেশদের আগমন ঘটেছিল। আর মোহাম্মদ ঘোরীর উত্তর ভারতে অভিযান ও সেখানে অধিকার প্রতিষ্ঠার পরপরই সেই অঞ্চলে এসেছিলেন খাজা মুইন-উদ্‌-দীন চিশতী (মৃত্যু ১২৩৬ খ্রী:), খাজা কুতব-উদ-দীন বখতিয়ার কাকী (১১৪২—১২৩৬ খ্রি:) প্রমুখ সূফীগণ। আর মোহাম্মদ বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়ের পর পরেই গৌড়-পাণ্ডুয়াতে এসেছিলেন শেখ জালাল-উদ্‌-দীন তবরিজী।

এই জালাল-উদ্‌-দীন-তবরিজীর (মৃত্যু ১২২৫ মতান্তরে ১২৪৪ খ্রি:) বাঙলায় আগমন কাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। 'শেখ শুভদয়া' নামক একটি গ্রন্থই এদেশে তাঁর আগমন কাল নিরূপক একমাত্র দলিল। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে এ গ্রন্থ ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত। আর ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্যদের মতে এটি মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের (১১৭৯—১২০৬ খ্রি:) সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র কর্তৃক ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত। এই বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে প্রামাণ্য ইতিহাসের উপর নির্ভর করে যদি কিছু বলতে হয় তবে তাতে দেখা যায় যে, খুব সম্ভব তবরিজীই ছিলেন বাঙলায় বহিরাগত পীর-দরবেশের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি অথবা সর্বপ্রথম আগমনকারী পীর-দরবেশদের মধ্যে অন্যতম। পাণ্ডুয়ার (মালদহ, ভারত) বড় দরগায় তিনি সমাহিত আছেন।

তারপর অসংখ্য পীর-দরবেশ ও ধর্মপ্রচারকের আগমন ঘটেছে বাঙলার মাটিতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর একদম গোড়া থেকে শুরু করে অষ্টাদশ এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারত, মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে অসংখ্য ইসলামপ্রচারক পীর-দরবেশ এসেছিলেন বাঙলায়। এঁদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

এসব পীর-দরবেশদের অধিকাংশই ছিলেন তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরাক, আরব প্রভৃতি দেশের অধিবাসী। তবে তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই উত্তর ভারতে এসে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে বাঙলা মুল্লুকে এসেছিলেন। এ কারণে উত্তর ভারতের পীর-দরবেশদের মধ্যে যে সব খান্দান বা শাখা ছিল, সেগুলিই মোটামুটিভাবে বাঙলার পীর-দরবেশদের মধ্যেও ছিল। এ সম্বন্ধে ডক্টর মুহাম্মদ এনামূল হক যথার্থই বলেছেন, "বাঙলার সুফিবাদ উত্তর ভারতের সুফিবাদেরই ক্রমবিকাশ। উত্তর ভারত ও বাঙলার সুফিদের মধ্যে এত ঘনিষ্ট সম্পর্ক যে, একদলকে অন্যদল থেকে বিশেষ করে নীতির ক্ষেত্রে পৃথক করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত বাঙলার সুফিদের নীতির মধ্যে উত্তর ভারতের সুফিদের নীতির প্রতিফলন ছিল।"[১]

তবে প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যাতে পারে যে, বাঙলার পীর-দরবেশদের অধিকাংশ বহিরাগত হলেও বেশ কিছুসংখ্যক স্থানীয় পীর-দরবেশদের সন্ধানও পাওয়া যায়। শেষোক্ত দলের অধিকাংশই ছিলেন অবশ্য প্রথমোক্ত দলের বংশধরগণ। স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলিমদের মধ্যেও কেউ কেউ আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি লাভ করে পীর-দরবেশের পর্যায়ে উন্নত হয়েছিলেন। এ ট্র্যাডিশন এখনও চলছে।

বাঙলার পীর-দরবেশদের মধ্যে প্রচলিত খান্দান বা শাখার মধ্যে নিম্নলিখিত ৭টি ছিল সমধিক উল্লেখযোগ্য। এগুলি ছিল :

১. সোহ্‌রাওয়ার্দী : মখদুম শেখ জালাল-উদ্‌-দীন-তবরিজী (পূর্বে উল্লিখিত) বাঙলায় এ খান্দানের প্রবর্তক ছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। মালদহ জেলার পাণ্ডুয়াতে (ভারত) তিনি ১২২৫ (মতান্তরে

১. Dr. Md. Enamul Huq. : A History of Sufi-ism in Bangal, p. 1.

১২৪৪) খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। পাণ্ডুয়ার বাইশ হাযারী বা বড় দরগা নামে পরিচিত তাঁর মাযারে প্রতিদিন শত শত লোকের ভিড় জমে। বোখারার বিখ্যাত দরবেশ মখদুম জাহানিয়া জাহান গশ্ত্ যিনি বাঙলায় এসেছিলেন তিনি এবং শ্রীহট্টের সুবিখ্যাত দরবেশ হযরত শাহ্ জালাল এই খান্দানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২. চিশ্তী : শেখ ফরিদ-উদ্-দীন শকুরগঞ্জকে (মৃত্যু ১২৬৯ খ্রি:) বাঙলায় চিশতীয়া খান্দানের প্রবর্তক বলা হয়ে থাকে। উত্তর ভারতের এই বিখ্যাত দরবেশ বাঙলায় এসেছিলেন বলে প্রবল জনশ্রুতি আছে কিন্তু কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। আজমীরের সুবিখ্যাত দরবেশ খোওয়াজা মুঈন-উদ-দীন চিশ্তী ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে উত্তর ভারতে এ খান্দানের প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রখ্যাত শিষ্য বীরভূমের আবদুল্লা কিরমানী বাঙালি (মৃত্যু ১২৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে) ও পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত দরবেশ আখি সিরাজ-উদ্-দীন-বদাউনী (মৃত্যু ১৩৫৭ খ্রি:) এই খান্দানভুক্ত ছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন দিল্লীর সুবিখ্যাত দরবেশ খোওয়াজা নিযাম-উদ্-দীন আউলিয়ার (১২৩৬—১৩২৫ খ্রি:) শিষ্য এবং তিনিই তাঁকে বাঙলায় ইসলাম প্রচারে পাঠিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তিনি মৃত্যুকালে শেখ আলা-উল-হক ও তাঁর পুত্র নূর-ই-কুতব-ই-আলম এবং হোসাম-উদ্-দীন-মানিকপুরীর মতো অনেক যোগ্য শিষ্য রেখে গিয়েছিলেন।

৩. আধামী : ইবরাহীম বিন আধাম (মৃত্যু ৭৪৩ খ্রি:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই খান্দান ভারত ও বাঙলায় সর্বপ্রথম কবে প্রচলিত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এর অস্তিত্ব ভারতে ছিল এবং খিযিরীয়া নামক একটি উপসম্প্রদায় এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে পণ্ডিতেরা বলেন এবং তাঁদের মতে এই উপসম্প্রদায়ের প্রভাবই বাঙলায় বেশি ছিল।

৪. নক্শ্বন্দী : বাহা-উদ্-দীন নক্শ্বন্দী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ খান্দান ভারতে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয় প্রখ্যাত পীর ও ধর্মসংস্কার মোজাদ্দেদ-ই-আলফ্-ই-সানির সময়ে (১৫৬৩—১৬২৪ খ্রি:)। বাঙলায় এ খান্দানের প্রবর্তন করেছিলেন আলফ-ই-সানির শিষ্য ও সম্রাট শাহজাহানের পীরভাই বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের (ভারত) বিখ্যাত দরবেশ আবদুল হামিদ দানিশমন্দ (মৃত্যু আনুমানিক ১৬৫২—৫৩ খ্রি:)। এর আগে এ খান্দানের কোন প্রভাব বাঙলার ছিল বলে জানা যায় না।

৫. ক্বাদিরী : আবদুল ক্বাদিরী জিলানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই খান্দানের প্রবর্তন বাঙলায় করেছিলেন তাঁরই বংশধর শাহ্ কাসিম (মৃত্যু ১৫৮৪ খ্রি:)। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার সালার (ভারত) নামক স্থানে বসতি স্থাপন ও প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য-খলিফা আবদুর রায্যাক 'কামিসিয়া' নামক এক মতবাদ প্রবর্তন ও প্রচার করেন।

৬. কলন্দরী ও

৭. মাদারিয়া।

শেষোক্ত দুটি খান্দান সম্পর্কে পরবর্তী নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই ৭টি প্রধান খান্দান ছাড়া আরও কিছু কিছু খান্দানের অস্তিত্ব বাঙলায় ছিল বলে পণ্ডিতেরা বলেন। কিন্তু সেগুলি সম্বন্ধে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

গ. বাঙলায় কেরামত প্রদর্শনকারী কলন্দরিয়া ও মাদারিয়াদের প্রভাব

কলন্দরিয়া : দিল্লীর বো' আলী শাহ্ কলন্দর (মৃত্যু ১৩২৪ খ্রি:) কর্তৃক ভারতে প্রবর্তিত এ খান্দান বাঙলায় কবে প্রবেশ করেছিল এবং কে এর প্রবর্তক ছিলেন, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে যে কলন্দরিয়া খান্দানের অসংখ্য পীর বাঙলায় ছিলেন, সে সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নেই।

ফারসি 'কলন্দর' শব্দ এক অর্থে সংসারত্যাগী ফকিরকে বোঝায়।[১] উত্তর ভারতে কলন্দর বলতে যারা বানর বা ভালুকের নাচ দেখিয়ে অথবা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ

---

১. "*Qalander.* A kind of itinerating Muhammadan monk, with shaven head and beard, who abandons everything, wife friends and possessions and wanders in the world" Persian, English Dictionary By F. Steingas.

করেন তাদেরকে বোঝায়। কলন্দরদের এই অবমাননাকর পরিচিত সত্যিই বিস্ময়কর। কারণ, সৃষ্টিকর্তার প্রেমে মত্ত এই খান্দানের দরবেশগণ ছিলেন বরাবরই সংসারত্যাগী ফকির। পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, আদব-কায়দা, চলাফেরা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি পার্থিব যাবতীয় কার্যের প্রতি তাঁরা বিরূপ ছিলেন এবং সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র ধ্যানে মশগুল থাকতেন।

শেখ শরফ-উদ্-দীন বো'আলী শাহ্ কলন্দর সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন এক মহাপণ্ডিত ব্যক্তি এবং দিল্লীর কুতব মিনারের আঙ্গিনায় অবস্থিত কুওত-ই-ইসলাম মসজিদে তিনি ইসলামধর্ম শিক্ষা দিতেন। একদিন তিনি সমুদয় বই-পুস্তক যমুনার জলে নিক্ষেপ করে সংসার ত্যাগী ফকির হয়ে যান। তাঁর রচিত একটি ফারসি কবিতার বাঙলা অনুবাদ দাঁড়ায় নিম্নরূপ[১] :

ইহ জগত ও পরজগত কি এক সঙ্গে পাওয়া যায়!
হে আত্মপূজারী, এসব অনাবশ্যক কাজ করো না।
সৃষ্টিকর্তা ও নিকৃষ্ট পৃথিবীকে এক সঙ্গে পেতে চাও?
এ যে নিছক কল্পনা, অসম্ভব ব্যাপার ও বাতুলতা!

ওলি অর্থাৎ দরবেশদেরকে সাধারণত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যাঁরা শরিয়ত অর্থাৎ ইসলামের প্রকাশ্যে প্রচলিত নির্দেশাবলি পালন করে মারফত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনায় অগ্রসর হন, তাঁদেরকে 'ওলি-ই-সালেক' এবং যাঁরা শরিয়তের তোয়াক্কা না করে মত্ত অবস্থায় শুধু আল্লাহ্‌র সাধনায় দিবারাত্রি নিমগ্ন থাকেন, তাঁদেরকে 'ওলি-ই-মজ্জুব' বলা হয়ে থাকে। কলন্দর পন্থীরা ছিলেন অনেকটা মজ্জুবদের মতোই। সংসারত্যাগী এই দরবেশগণ অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে দৈহিক নির্যাতন ভোগ করতেন নানা রকম কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে। তাঁদের মতে, এই পৃথিবী একটি মায়া মাত্র এবং সেই মায়ার প্রলোভনে পড়ে মানুষ নিজেকে অতি সহজেই ধ্বংস করতে পারে।

বাঙলার কলন্দর পন্থী দরবেশদের নীতি ছিল প্রায় একই রকমের। তাঁদের রীতি ছিল দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো এবং সেই সঙ্গে ইসলামপ্রচার করা। কেরামতি প্রদর্শনের ব্যাপারে তাঁদের দুর্বলতা ছিল বলে জানা যায়। তবে এটি কতখানি ইচ্ছাকৃত এবং কতখানি ঘটনাক্রমিকতা, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। কারণ, প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে রটনার সংমিশ্রণ হয়ে প্রকৃত সত্যরূপ বস্তুটা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে যে, এতকাল পরে সেটির স্বরূপ উদঘাটন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

'তাজকিরাহ-ই-আউলিয়া-ই-হিন্দ' নামক গ্রন্থে কলন্দরীয়াদের কেরামতির প্রতি আসক্তির একটি কাহিনী পাওয়া যায়।[২] পাণ্ডুয়ার সুবিখ্যাত দরবেশ শেখ আলাউল হকের (মৃত্যু ১৩৯৮ খ্রি:) দরবারে উত্তর ভারত থেকে আগত কয়েকজন কলন্দরিয়া দরবেশকে নিয়ে এ কাহিনী। এ কাহিনীর সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেও এটুকু বলা যেতে পারে যে, অন্তত চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই খুব সম্ভব এদের আগমন বাঙলায় ঘটেছিল। এরপরে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে এ খান্দানের অসংখ্য দরবেশের আগমন বাঙলায় ঘটে এবং তাঁদের সংস্পর্শে এদেশের এত লোক এ খান্দানভুক্ত হয় যে, তাঁদের অসাধারণ প্রভাবে অন্যান্য খান্দান প্রায় নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। সে সময়ে এদেশের হিন্দু-মুসলিম সকল মানুষের মুখে মুখে এঁদের নাম প্রচারিত হতে থাকে। এ সম্বন্ধে ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক বলেন,[৩] "তাঁদের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি, তাঁদের অদম্য উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণা দেশে এত পরিচিতি লাভ করে যে, তখন সব খান্দানের দরবেশদের পক্ষে সহজেই 'কলন্দর' নামে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর ছিল।"

সে যুগে তাঁদের অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্য থেকেও জানা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবি কঙ্কনের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে তাঁদের সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায়। যথা :

১. Dr. Md. Enamul Huq. : A History of Sufi-ism in Bengal, p. 48.
দীন ওয়া দুনিয়া হার দু কায় আয়াদ বরদস্ত, ইন্ নয়ু লিহা মকুন্ আয় খোদ পরস্ত।
হম্ খোদা খোওয়াহি হম্ দুনিয়া দুন, ইন্ খেয়াল আসৃত্ ওয়া সজাল আস্ত্ ওয়া জনুন।
২. প্রাগুক্ত, ১৪৯-৫০ পৃ:।
৩. প্রাগুক্ত, ১৫০ পৃ:।

কাগজী ধরিলা নাম কাগজ করিয়া। নানাস্থানে বুলে কেহ কলন্দর হৈয়া ॥[১]
অন্যত্র, ইনামবাড়ি তোলা ঘরে তুমি কর ঘর। ধান কড়ি নাহি দাও নহ কলন্দর ॥[২]
অন্যত্র, কলন্দর হৈয়া কেহ ফিরে দিবারাতি।[৩]

একজন হিন্দু কবির রচনায়ও কলন্দরিয়াদের সম্পর্কে যে উল্লেখ দেখা যাচ্ছে তাতে সহজেই ধারণা করা যায় যে, সে যুগে এই খান্দানের দরবেশগণ দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উপর তাঁদের অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁদেরকে কোনো প্রকার কর দিতে হতো না এবং সাধারণত মুসলিম পীর-দরবেশ বলতে কলন্দরিয়াদেরকেই বোঝাত।

ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁদের তত্ত্ব নিয়ে অনেক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল। হিন্দু-বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামের সুফিতত্ত্বের এক অভিনব ও বিচিত্র সমন্বয়ের প্রচেষ্টায় রচিত হয়েছিল এসব গ্রন্থ। 'যোগ কলন্দর' নামক একটি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৪] হিন্দু-বৌদ্ধতন্ত্র ও ইসলামের সুফি-তত্ত্বের সংমিশ্রণে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বকথা এতে স্থান পেয়েছে। 'তনের বিচার' অর্থাৎ দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বলেছেন,[৫]

তনের বিচার কিছু কহি এবে সার। এক তনে চারি তন শুন এবে আর ॥
তন কসিফু, তন লতিফু, তন বকাউ, তন খানি। গুরু মুখে শুনি বুঝ তার পরিমাণি ॥
সপ্তগোটা পর্বত আছএ অনুপাম। বৈসএ শরীর মধ্যে শুন তার নাম ॥
উদএগিরি, অস্তগিরি, মনিগিরি সার। কুটগিরি, মলয়গিরি, হেমগিরি আর ॥
পাতাল কহিল শুন সুমেরু সমে। দশমি দ্বারের কথা শুন একাক্রমে ॥

হিন্দু-বৌদ্ধ সুফিতত্ত্বের এ ধরনের বিচিত্র সংমিশ্রণ সমগ্র গ্রন্থেই দেখা যায়।

এই যোগ কলন্দর গ্রন্থে যে বিষয়বস্তু আছে, প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু নিয়ে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে কবি সৈয়দ সুলতান রচিত 'জ্ঞান প্রদীপ', আলী রেজা ওরফে কানু ফকির রচিত 'আগম ও জ্ঞান সাগর', হাজীমুহম্মদ রচিত 'সুরতনামা' ও কাযী শেখ মনসুর রচিত 'সির্নামা' ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এসব ও এ ধরনের অন্যান্য গ্রন্থে যেসব তত্ত্ব বা দর্শনের উল্লেখ দেখা যায়, সেগুলি কলন্দরিয়াদের তত্ত্ব বা দর্শন বলে সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও এগুলি যে তাঁদেরই ভাবধারায় বিশেষভাবে পরিপুষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। তদুপরি হিন্দু-বৌদ্ধ তন্ত্রের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ইসলামের সুফিতত্ত্ব যে এক বিচিত্র জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছিল, সে পরিচয়ও এগুলিতে পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কলন্দরিয়াদের প্রভাব খুব সম্ভব অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। তাই যোগ কলন্দর রচনার পর প্রায় একই ভাবধারায় অন্যান্য গ্রন্থ রচিত হলেও কলন্দর নামের সরাসরি উল্লেখ আর সে সব গ্রন্থে স্থান পায়নি।

মাদারিয়া : সিরিয়ায় অধিবাসী আবু ইসহাকের পুত্র বদি-উদ্দ-দীন শাহ্ মাদার (১৩১৫-১৪৩৬ খ্রি:) এই উপমহাদেশে মাদারিয়া খান্দানের প্রবর্তক ছিলেন। তিনি বাঙলায় আদৌ এসেছিলেন কিনা, এলেও কবে এসেছিলেন, সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের একান্ত অভাব। তবে শাহ্ আল্লাহ নামক তাঁর এক শিষ্য বাঙলায় মাদারিয়া ধর্মমত প্রচার করেছিলেন বলে জানা যায়।

এরপর সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত মাদারিয়াদের ভূমিকা সম্বন্ধে ইতিহাস প্রায় নীরব। তবে খুব প্রাচীন রচনা বলে কথিত 'শূন্য পুরাণের' জালালী কলেমা বা 'নিরঞ্জনের উষ্মায়' মাদারের উল্লেখ দেয়া যায়। সেখানে আছে,

নিরাঞ্জন নিরাকার হৈল ভেস্ত অবতার
মুখেত বলায়ে দম মাদার।[৬]

১. চণ্ডীমঙ্গল, কালকেতু উপাখ্যান, ১০৫ পৃ:। আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত।
২. প্রাগুক্ত, ১১৯ পৃ:।
৩. A History of Sufi-ism in Bengal, p. 150. Dr. Md. Enamul Huq.
৪. বাঙলার সূফী সাহিত্য, ৯৪-১১৩ পৃ:। সংকলন ও সম্পাদনা : ডক্টর আহমদ শরীফ।
৫. প্রাগুক্ত, ১০২ পৃ:। ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে ইনি হচ্ছেন সপ্তদশ শতাব্দীর কবি সৈয়দ মর্তুজা।
৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, ১৩৩-৩৪ পৃ:। ডক্টর সুকুমার সেন।

এ কাব্যের রচনাকাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেউ কেউ 'দম মাদার' শব্দটিকে 'দম্মদার' বা 'দফদার' বলে মনে করেন। এটি যদি 'দমমাদার' হয় তবে অতিসঙ্গত কারণেই ধরা যেতে পারে যে, শূন্য পুরাণের অন্তত এ অংশটি প্রক্ষিপ্ত অথবা তা পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয়নি এবং তা এর পরেও রচিত হতে পারে।

শূন্য পুরাণে দম মাদারের উল্লেখ থাকলেও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে মাদারিয়া খান্দানের পীর-দরবেশদের বিশেষ কোনো প্রভাব বাঙলায় ছিল বলে দেখা যায় না। তবে এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এঁদের অসাধাবণ প্রভাব যে বাঙলায় ছিল, সে-প্রমাণ পাওয়া যায় বাঙলার সুবাদার সুলতান শাহ শুজা' কর্তৃক ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে পীর শাহ সুলতান হাসান মোরিয়া বরহিনা নামক উত্তর দিনাজপুর জেলার (ভারত) বালিয়াদিঘির এই খান্দানের একজন পীরকে একটি সনদের মাধ্যমে যে অসাধারণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে। ফারসি ভাষায় রচিত এই সনদের সারমর্ম নিম্নরূপ :[১]

১. জনগণকে (ধর্মীয়) পথ প্রদর্শন অথবা তাঁব নিজের ইচ্ছায় নগর, গ্রাম, বিভাগ প্রভৃতি যেকোনো স্থানে ভ্রমণকালে এই পীর 'জুলুস' (দরবার)-এর জন্য যাবতীয় সরঞ্জাম যথা, পতাকা, নিজ বৈশিষ্ট্যসূচক পতাকা, নিশান, দণ্ড, লাঠি, বাদ্য, মাহি ও মোরাতিব সঙ্গে নিতে পারবেন।
২. তাঁর মৃত্যুর পর জুলুসের যাবতীয় সরঞ্জাম ও 'পীর-মুরিদীর' অধিকার তাঁর উত্তরাধিকারীদের হবে।
৩. জনগণের কল্যাণ ও ইসলামের মঙ্গলের জন্য আলেমদের নিকট থেকে উপদেশ নিবার অধিকার তাঁর থাকবে।
৪. বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যায় অবস্থিত যেকোনো 'লাওয়ারিস' (উত্তরাধিকারহীন) সম্পত্তি, পীরপাল বা লাখেরাজ (নিষ্কর) সম্পত্তি তিনি নিজের ইচ্ছামতো হস্তগত করতে পারবেন।
৫. তিনি দেশের যেকোনো স্থান দিয়ে ভ্রমণ করার কালে জমিদার ও প্রজাগণ তাঁকে রসদ প্রদানে বাধ্য থাকবেন।
৬. হজরত চেতান লাহু লঙ্কর লঙ্কাপতি পাণ্ডুয়ার হযরত মখদুম সৈয়দ শাহ্ জালাল তবরিজীর নিকট থেকে (উত্তরাধিকার সূত্রে?) বাইশ হাযারী পরগনা, ওয়াকফ্ সম্পত্তি, দুগ্ধমহল ও সরকারের অন্যান্য সম্পত্তি যা পেয়েছিলেন, তা সুবাদারের দফতর কর্তৃক এই পীরকে দেওয়া হল।
৭. তাঁর সম্পত্তির উপর কোন খাজানা বা কোনো প্রকার কর ধার্য করা যাবে না।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে খান সাহেব আবদুল ওয়ালী বালিয়াদিঘির তদানীন্তন 'গদ্দিনাশীন' পীরের (হাসান মোরিয়ার অধস্তন দশম পুরুষ) নিকট থেকে এই ফারসি দলিলের প্রতিলিপি উদ্ধার করেন। তখন পর্যন্ত সেই অঞ্চলে তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তিনি এদের সম্পর্কে বলেন,[২]

"এই ফকিরদের ধর্মবিশ্বাস ও কর্মপন্থা বহুলাংশে ইসলামের নীতি বহির্ভূত। তাঁরা মাথায় লম্বা চুল রাখেন। সেগুলিকে তাঁরা 'ভিক' বা 'জটা' বলেন। তাঁরা রঙিন বস্ত্র পরিধান করেন এবং পায়জামার পরিবর্তে 'কফ্‌নি' নামক এক খণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করেন। তাঁরা লোহার বেড়ি পরিধান এবং লোহার তৈরি লম্বা চিমটা ব্যবহার করেন। মোটা কাঠের টুকরা বগলের নিচে অবলম্বনরূপে রেখে তাঁরা আসন গ্রহণ করেন। অন্যের ছোঁয়া খাদ্য তাঁরা কোনোদিন গ্রহণ করেন না এবং প্রধানত আতপ চাল, ঘি ও লবণ খেয়ে তাঁরা জীবনধারণ করেন। তাঁরা কোনোদিন মাছ-মাংস স্পর্শ করেন না। তাঁদের উপাধি হল 'বরহনা' বা উলঙ্গ ফকির। হাল আমলে তাঁরা একখণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করেন এবং সম্ভবত এর আগে তাঁরা এটিও ব্যবহার করতেন না।"

১. Notes on the Faqirs of Baliya-Dilhi in Dinajpur by Maulvi Abdul Wali. 3rd June. 1903—J.A.S.B. vol. Lxxll. Part III, No. 7. 1903.
২. প্রাগুক্ত। মূল ইংরেজির বাঙলা অনুবাদ গ্রন্থকার কর্তৃক প্রদত্ত।

এঁরা ছিলেন মাদারিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ইসলাম ও হিন্দু-বৌদ্ধ যোগশাস্ত্রের সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক বিচিত্র ও বিকৃত সুফিবাদের ধারক ও বাহক। শাহ্ মাদার বা জিন্দা শাহ্ মাদারের এই খান্দানটি ১. প্রেমিক, ২. বিচারক, ৩. উন্মাদ ও ৪. সত্যান্বেষী নামক ৪টি শাখায় বিভক্ত ছিল বলে জনাব আবদুল ওয়ালী বলেছেন। আবার মাদারিয়া সম্প্রদায়ের ভিতরে ১. 'ইমাম শাহী' ২. 'হাজী কাসিমী' ও ৩. 'খানওয়াদা-ই-তবকাতিয়া' নামক তিনটি উপবিভাগ ছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।[১]

সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মাদারিয়াদের বিশেষ প্রভাব বাঙলার উত্তরাঞ্চলে ছিল। দিনাজপুর জেলায় এক বিচিত্র ধরনের উপাসনালয় ছিল এঁদের জন্য। আনুমানিক ১২ ফুট × ১২ ফুট আয়তনের মসজিদাকারে নির্মিত এসব ইবাদতখানার পশ্চিম দেয়ালে ছিল একটি মিহরাব এবং উত্তর দেয়ালের সামনে ছিল একটি বেদী। পূর্ব দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে মুসলমানেরা সামনে টুক্ করে সেজদা দিয়ে চলে যেতেন এবং দক্ষিণ দরজা দিয়ে ঢুকে হিন্দুরা (অনেক সময় মুসলমানও) সামনের বেদীতে মাটির তৈরি ছোট ঘোড়া রেখে যেতেন মানত দ্রব্য হিসাবে। এই বিচিত্র ধরনের ইমারতে নামাজ পড়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের অসংখ্য ইমারত দিনাজপুর জেলার নির্মিত হয়েছিল এবং এগুলি ছিল মাদারিয়াদের উপাসনালয়।

বগুড়া জেলায় মাদারিয়াদের প্রভাব বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত টিকে ছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে গাযী মিয়ার বিয়ের উৎসব মহা সমারোহের সঙ্গে পালন করা হতো এবং তখন মাদার পীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হতো। এ সম্পর্কে শ্রী প্রভাসচন্দ্র সেন বলেন,[১]

"গাযী মিঞার বাঁশ নিশান ব্যতীত 'হটিলার নিশান', 'বিবির নিশান', 'বুড়া মাদারের নিশান' 'লেপামাদারের নিশান' ও 'সা মাদারের 'নিশান' যথাস্থানে চাদরাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকারের সাজ-সজ্জা দ্বারা ইহাদিগকে সহজেই চিনিতে পারা যায়।"

বর্তমান কালে গাযী মিঞার বিবাহোৎসবসহ মাদারের উৎসবটিও বন্ধ হয়ে গেছে। মাদারিয়াদের বিশেষ কোনো প্রভাব উত্তরবঙ্গে বা বাঙলার অন্যত্র কোথাও আছে বলে জানা যায় না।

উপসংহার বলা যেতে পারে যে, অন্তত ষোড়শ শতাব্দীর দিকে কলন্দরিয়াদের সম্পর্কে যেসব প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় যে, মুসলিম পীর-দরবেশ বলতে তখন সাধারণত তাঁদেরকেই বোঝাত। এক সময়ে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা ছিল মুখ্য। পরে ধর্মান্তরিতকরনের প্রক্রিয়াটি যখন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে তখন এঁরা নিজেদের এবং তাদের ভক্তদের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারেই অধিক সচেষ্ট হন।

ধর্মান্তরিতকরনের ব্যাপারে মাদারিয়াদের ভূমিকা খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁদের প্রভাব যখন এদেশে অসাধারণ ছিল তখন খুব বেশি অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে হিন্দু-বৌদ্ধ তন্ত্র ও ইসলামের সুফিবাদের জগাখিচুড়িতে যে বিকৃত ইসলামধর্ম মাদারিয়াদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাতে কোনো হিন্দুর পক্ষে নিজ ধর্ম পরিত্যাগ না করেও তাঁদের ভক্ত হওয়া কঠিন ব্যাপার ছিল না। এ কারণেই খুব সম্ভব হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই এঁদের ভক্ত ছিল।

হাল আমলে মাদারিয়াদের অতি সামান্য প্রভাব কোথাও কোথাও অতি সীমাবদ্ধভাবে থাকলেও কলন্দরিয়াদের কোনো প্রভাব নেই বললেও চলে।

ঘ. বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের পীর-দরবেশ ও দরগাহ্র তালিকা

আগের কথা সঠিকভাবে বলা না গেলেও ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ, এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম দেশীয় অসংখ্য পীর-দরবেশ যে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রচারে এসেছিলেন, সে কথা একরূপ স্থির নিশ্চিত। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এদেশে দেহত্যাগ করেন এবং তাঁদের কবরগুলিকে কেন্দ্র করে অসংখ্য দরগাহ্ গড়ে ওঠে, সেই সঙ্গে এদেশের কোনো পীর-দরবেশের কবরকে কেন্দ্র করেও অনেক দরগাহ্ গড়ে ওঠে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন পীর-দরবেশ ও তাঁদের দরগাহ্র তালিকা তুলে ধরা হল।

১. শ্রী প্রভাস চন্দ্র সেন : বগুড়ার ইতিহাস, ৮৮ পৃ:।

পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)

১. মখদুম শেখ জালাল উদ-দীন তবরিজী (মৃত্যু ১২২৫ মতান্তরে ১২৪৪ খ্রি:), পাণ্ডুয়ার বড় দরগাহ, মালদহ (ভারত)।

২. শেখ আখি সিরাজ-উদ-দীন ওসমান বদাউনী (মৃত্যু ১৩৫৭ খ্রি:) গৌড়, মালদহ (ভারত)।

৩. শেখ রাজা বিয়াবানী, (মৃত্যু ১৩৫৩ খ্রি:), পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)।

৪. মওলানা আতা-উদ্-দীন বা মোল্লা আতা (মৃত্যু ১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে), গঙ্গারামপুর, পশ্চিম দিনাজপুর (ভারত)।

৫. শেখ আলা-উল হক (মৃত্যু ১৩৯৮ খ্রি:), পাণ্ডুয়া, মালদহ (ভারত)।

৬. শেখ নূর-ই-কুতব-ই-আলম (মৃত্যু ১৪১৫ খ্রি:), ছোট দরগাহ, পাণ্ডুয়া, মালদহ (ভারত)।

৭. শেখ জাহিদ (১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে জীবিত), পাণ্ডুয়ার ছোট দরগাহ্‌র পার্শ্বে তাঁর মাযার।

৮. শাহ্‌গদা (মৃত্যু ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে), মোঘলটুলি, মালদহ (ভারত)।

৯. শাহ্ লক্ষাপতি (শাহ্ শুজার সনদের লক্ষাপতি?), পুরাতন মালদহ শহর (ভারত)।

১০. পীর বদর-উদ-দীন (হোসেন শাহ্‌র সমসাময়িক), হেমতাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর (ভারত)।

১১. মখদুম শাহ্ মোহাম্মদ গজনভী ওরফে রাহীপীর (ত্রয়োদশ শতাব্দী?) মঙ্গলকোট, বর্ধমান (ভারত)।

১২. হাজী বাহ্‌রাম সাক্কা (মৃত্যু ১৫৬১ খ্রি:), বর্ধমান শহর (ভারত)।

১৩. মওলানা শেখ আবদুল হামিদ দার্নিশমন্দ বাঙালি (মৃত্যু ১৬৫৩ খ্রি:) মঙ্গল কোট, বর্ধমান (ভারত)।

১৪. শাহ্ আবদুল্লাহ, কিরমানী বাঙালি (সময় জানা যায়নি), খুস্তিগিরি, বর্ধমান (ভারত)।

১৫. একদিল শাহ্ (সময় জানা যায়নি), আনোয়ারপুর, চব্বিশ পরগনা (ভারত)।

১৬. পীর গোরাচাঁদ (সঠিক সময় জানা যায় নি), হাড়োয়া, ২৪ পরগনা (ভারত)।

১৭. মোবারক গাযী (সপ্তদশ শতাব্দী?) ঘুটিয়ারী শরীফ, ২৪ পরগনা (ভারত)।

রাজশাহী বিভাগ

১. মীর সৈয়দ শাহ্ সুলতান মাহী সওয়ার বলখী (চতুর্দশ—পঞ্চদশ শতাব্দী?) মহাস্থানগড়, বগুড়া।

২. মখদুম শাহ্‌দৌলা শহীদ (চতুর্দশ শতাব্দী?) শাহজাদপুর, পাবনা।

৩. শাহ্ মখদুম (চতুর্দশ শতাব্দী?) রাজশাহী শহর।

৪. চিহিল গাযীর মাযার (চতুর্দশ শতাব্দী), দিনাজপুর শহর।

৫. নেকমরদের মাযার (শেখ নাসির উদ-দীন নেক মরদ বলে পরিচিত-এঁর সময় জানা যায়নি), নেকমরদ, দিনাজপুর।

৬. দরিয়া বোখারী (সময় জানা যায়নি), ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

৭. শাহ্ ইসমাইল গাযী (মৃত্যু ১৪৭৪ খ্রি:) ইসমাইলপুর ও কাটাদুয়ার, রংপুর।

৮. শাহজালাল বোখারী (সময় জানা যায়নি), মাহীগঞ্জ, রংপুর।

৯. মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (মৃত্যু ১৮৭৪ খ্রি:), রংপুর শহর।

১০. শাহ তুর্কান শহীদ (চতুর্দশ শতাব্দী?), শেরপুর, বগুড়া।

১১. বন্দেগী শাহ্ (মোঘল আমল), শেরপুর, বগুড়া।

১২. হযরত মওলানা শাহ্‌দৌলা (পঞ্চদশ শতাব্দী), বাঘা, রাজশাহী।

১৩. শাহ নিয়ামত উল্লা (মৃত্যু ১৬৬৪ খ্রি:) ফিরোজপুর, গৌড়, রাজশাহী।

খুলনা ও বরিশাল বিভাগদ্বয়

১. উলুঘ খান-ই-জাহান (মৃত্যু ১৪৫৯ খ্রি:), বাগেরহাট, খুলনা।
২. পীর আলী মোহাম্মদ তাহের (মৃত্যু ১৪৫৯ খ্রি:), বাগেরহাট, খুলনা।
৩. বুড়া খাঁ (খান-ই-জাহানের সমসাময়িক), সুন্দরবন, খুলনা।
৪. গরীব শাহ (খান-ই-জাহানের সমসাময়িক), মুড়লী কসবা, যশোহর।
৫. বাহ্‌রাম শাহ (খান-ই-জাহানের সমসাময়িক), যশোহর শহর।
৬. সৈয়দ উল-আরেফীন (সপ্তদশ শতাব্দীর?) কালীশুঁড়ি, বাউফল, পটুয়াখালী।
৭. শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ (মোঘল আমল), নিয়ামতি, বাখরগঞ্জ, বরিশাল।

ঢাকা বিভাগ

১. শাহ্ সুলতান রুমী (পঞ্চদশ শতাব্দী?) মদনপুর, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।
২. বাবা আদম শহীদ (চতুর্দশ শতাব্দী?) রামপাল, ঢাকা।
৩. শাহ্‌লঙ্গর (চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দী), মজমপুর, ঢাকা।
৪. মীর সৈয়দ আলী তবরিজী (চতুর্দশ শতাব্দী?) ধামরাই, ঢাকা।
৫. শাহ নিযাম-উদ্-দীন (পঞ্চদশ শতাব্দী?), বোকাইনগর, ময়মনসিংহ।
৬. শাহ্ বাবা কাশ্মিরী (মৃত্যু ১৫০৬ খ্রি:) আটিয়া, টাঙ্গাইল।
৭. শাহ্ জালাল (শাহ্ বাবা কাশ্মিরীর ভাগিনা ও শিষ্য), কাগমারী, টাঙ্গাইল।
৮. শাহ্ জালাল দখিনী (পঞ্চদশ শতাব্দী?), বঙ্গভবন, ঢাকা।
৯. শাহ্ আলী বাগদাদী (মৃত্যু ১৫১৭, মতান্তরে ১৫৭৭ খ্রি:) মীরপুর, ঢাকা।
১০. শাহ্ আবদুর রহীম শহীদ ওরফে মিঞা শাহ্ সাহেব (১৬৬৩—১৭৪৪ খ্রি:), মিঞাশাহ্ সাহেব ময়দান, ঢাকা।
১১. শাহ্‌কামাল (ষোড়শ শতাব্দী?) দুর্মুঠ, জামালপুর।
১২. কুতব শাহ্ (ষোড়শ শতাব্দী?) অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।
১৩. শাহ্ মজলিস কুতুব (পঞ্চদশ—ষোড়শ শতাব্দী), পাতরাইল, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।

চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট বিভাগদ্বয়

১. মখদুম শেখ শাহ্ জালাল মোজার্‌রদ বিন মোহাম্মদ (মৃত্যু ১৩৪৬ খ্রি:), শ্রীহট্ট।
২. শাহ্ পরান (শাহ জালালের ভাগিনা ও শিষ্য), শ্রীহট্ট।
৩. শাহ গেসু দরাজ ওরফে কেল্লাশহীদ (চতুর্দশ শতাব্দী?) খড়মপুর, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৪. শাহ্ রাস্তী (চতুর্দশ শতাব্দী?) শ্রীপুর, শাহ্ রাস্তী, চাঁদপুর।
৫. সৈয়দ হাফিয মওলানা আহমদ তন্নরী ওরফে সৈয়দ মীরন শাহ্ (চতুর্দশ শতাব্দী?), কাঞ্চনপুর, নোয়াখালী।
৬. মহসীন আউলিয়া (মৃত্যু ১৩৯৭ খ্রি:), আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
৭. বদর শাহ্ (চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী?), চট্টগ্রাম শহর।
৮. শাহ বায়েজীদ বোস্তামী (সময় জানা যায়নি), চট্টগ্রাম।

৬. ইসলাম প্রচারে কয়েকজন সেনানী-শাসকের ভূমিকা

পীর-দরবেশদের পাশাপাশি কয়েকজন সেনানী-শাসকও ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন, ১. জাফর খান গাযী, ২. সূফী খান, ৩. খান-ই-জাহান ও ৪. শাহ্ ইসমাইল গাযী।

১. জাফর খান গাযী : হুগলী জেলার ত্রিবেণীর (ভারত) জা'ফর খান গাযীকে দরাফ খাঁ, দফর খাঁ, দারাব খাঁ প্রভৃতি নামেও পরিচিত করা হয়। মধ্যযুগের বহুকাব্যে এই বিখ্যাত ব্যক্তির উল্লেখ আছে। মূল 'জাফর খাঁ' নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত ৩টি শিলালিপি পাওয়া গেছে। প্রথমটি পাওয়া যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার (ভারত) দেবকোট নামক স্থানে। এর পাঠ থেকে জানা যায় যে, সুলতান কায়-কাওয়াসের রাজত্বকালে (১২৯১—১৩০১ খ্রি:) 'খসরু-ই-জামান শিহাব-উল-হক্ক, ওয়াদ-দীন, সিকান্দর-ই-সানি, উলুঘ-ই-'আযম হুমায়ুন জা'ফর খান এইতগীন আস্-সুলতানীর (রাজকীয় ভৃত্য)" আদেশে ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।[১]

দ্বিতীয় শিলালিপিটি পাওয়া গেছে হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে। একই সুলতানের রাজত্বকালে ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'সিংহপুরুষ' জা'ফর খান একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন।[২]

তৃতীয় শিলালিপিটি পাওয়া গেছে ত্রিবিণীতেই। সুলতান ফিরোজ শাহর রাজত্বকাল (১৩০১—২২ খ্রি:)। "... শিহাব-উল-হক্ক ওয়াদ-দীন-মুইন-উল-মুল্‌ক-ওয়াস্ সালাতীন, খান-ই-জাহান জা'ফর খান" ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে 'দার-উল-খয়রাত' নামক একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন।[৩]

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এই তিন শিলালিপির জা'ফর খান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। ডক্টর কালিকা রঞ্জন কানুনগোর মতে প্রথম ও তৃতীয় শিলালিপির জা'ফর খান অভিন্ন এবং দ্বিতীয় শিলালিপির জা'ফর খান একজন ভিন্ন ব্যক্তি।[৪] যুক্তির দিক থেকে তাঁর এ অভিমত গ্রহণযোগ্য।

ত্রিবেণীর এই দু'জন জাফর খাঁর সম্মিলিত রূপের একক অভিব্যক্তির উপর ভিত্তি করে খুব সম্ভব ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অঞ্চলের জনমানসে জা'ফর খাঁ গাযীর ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল। তাঁরা উভয়েই ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও তাঁদের জীবনের প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে অনেক রটনা সংযোজিত হয়ে জা'ফর খাঁ একজন অলৌকিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি গঙ্গাস্তব রচনা করেছিলেন, এমন কথাও বেশ জোর দিয়ে বলা হয়ে থাকে। "গঙ্গা যারে দেখা দিত ডাক শুনি কানে" শুধু এ রকম কথাই নয়, তাঁর ডাকে গঙ্গা এসে তাঁর "ওজুর পানি করিত যোগান" এ রকম বিশ্বাসও এই অঞ্চলের জনমানসে স্থান পেয়েছিল।

ত্রিবেণীতে জা'ফর খানের মাযারে রক্ষিত এবং বহু পরবর্তীকালে রচিত 'কুরসীনামা' নামক একটি হস্তলিখিত গ্রন্থের পাঠ থেকে জানা যায় যে, জা'ফর খান হুগলী জেলার মান ও ভূদেব নামক দুই নৃপতির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উঘুয়ান খান রাজা ভূদেবকে যুদ্ধে পরাজিত ও ইসলামধর্মে দীক্ষিত করে তাঁর কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করেছিলেন। প্রকৃত ঘটনার বেশ কয়েকশ' বছর পর জনশ্রুতিকে ভিত্তি করে রচিত এ গ্রন্থের উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। সত্যের সঙ্গে অনেক অসত্যকে মিশিয়ে এখানে একটি অতিরঞ্জিত কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে।

তবে উভয় জা'ফর খানই যে রাঢ় অঞ্চলে তুর্কী অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ও সেই সঙ্গে সে অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন সে প্রমাণ আলোচ্য লিপিগুলিতেই আছে। দ্বিতীয় লিপির জা'ফর খান ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে যে মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন তার জন্য তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ থেকেও তিনি ধর্মীয় শিক্ষার্থীদের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। যুদ্ধে তিনি (সিংহপুরুষ' = 'হিযবুর-উল-'ইনাবস') ছিলেন, একথা যেমন লিপিতে আছে, তেমনি তিনি (উঁচু টুপি 'কুলানিস') অর্থাৎ দরবেশী পোশাক পরিধান করতেন, সে কথাও বলা আছে। এতে ধারণা করা যায় যে, একদিকে যেমন ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, অন্যদিকে তিনি ছিলেন একজন দরবেশ-সৈনিক ও ধর্মপ্রচারক। রাঢ় অঞ্চলে তুর্কী অধিকারকে সুসংহত করে তিনি সেখানে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১. Inscriptions of Bengal. vol. IV. p. 17. Mvi. Shamsddin ahmad.
২. প্রাগুক্ত, ১৯-২১ পৃ:।
৩. প্রাগুক্ত ২৮-২৯ পৃ:।
৪. History of Bengal. vol. II. p. 73.—Dacca. University.

তৃতীয় লিপির জা'ফর খানও যে ধর্ম প্রচারে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন, সে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাঁর 'দার-উল-খয়রাত' নামক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত থেকে। এর আগে তিনি দেবকোটে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন (প্রথম লিপি)। তিনিও ছিলেন একজন দরবেশ-সৈনিক ও ধর্মপ্রচারক।

তবে তিনটি লিপির তুলনামূলক পাঠ থেকে যতটুকু বোঝা যায়, তাতে ধারণা হয় যে, দ্বিতীয় লিপির জা'ফর খানই ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে অধিক উৎসাহী ছিলেন। খুব সম্ভব এই জা'ফর খানই ত্রিবেণীর বিখ্যাত মাযারে শায়িত এবং জনপ্রবাদ মুখরিত জা'ফর খান, দফর খান, দরাফ খান বা দারাব খান গাযী। খুব সম্ভব তৃতীয় লিপির কর্মকাণ্ডের অনেক কিছুই এই জা'ফর খানের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল এবং লোকমানসে তাঁর যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল, তা যে উভয় জা'ফর খানেরই সম্মিলিত রূপের একক অভিব্যক্তি সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় লিপির জা'ফর খান ছিলেন খুব সম্ভব একজন সূফী-সাধক। গঙ্গাস্তব রচনা ও গঙ্গাদেবীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের যেসব আজগুবি কাহিনী প্রচলিত আছে, তাতে মনে হয় যে, হিন্দু-বৌদ্ধ যোগশাস্ত্র ও সুফিতত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। এ কারণেই খুব সম্ভব এ ধরনের কাহিনী তাঁর সম্বন্ধে প্রচারিত হয়েছিল। তিনি খুব সম্ভব বহুসংখ্যক অমুসলিমকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কুরসী নামার উঘুয়ান খান যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তবে তিনি কোন্ জা'ফর খানের পুত্র ছিলেন, তা প্রমাণের অভাবে নিশ্চিত করে বলা কঠিন। রাজা ভূদেবের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ ইত্যাদির কাহিনী একান্তভাবে লোকশ্রুতিভিত্তিক, কোন প্রামাণ্য ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। রাঢ় অঞ্চলে সে সময়ে অর্থাৎ গৌড়ের সুলতান ফিরোয শাহ্‌র আমলে তেমন কোনো শক্তিশালী হিন্দু নৃপতি ছিলেন অথবা সে অঞ্চলে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল, এমন কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ত্রিবণী-সপ্তগ্রাম অঞ্চলে সে সময়ে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণের দৃষ্টান্ত দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, সে অঞ্চলে সে সময়ে মুসলিম অধিকার বেশ সুদৃঢ় ছিল।

তবে উঘুয়ান খানের কাহিনীতে যদি কোনো সত্য থাকে তবে তাঁর অভিযান ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে হয়েছিল, এ ধারণা অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। সে অঞ্চলটি তখনও তুর্কী অধিকারের বাইরে ছিল। খুব সম্ভব এ অঞ্চলে অভিযানের কালে রাজা ভূদেবের সঙ্গে উঘুয়ান খানের সংঘর্ষ বেঁধেছিল। চব্বিশ পরগনা অঞ্চল তথা দক্ষিণবঙ্গে বড় খাঁ গাযীর যে ট্র্যাডিশন দেখা যায় তাতে এই উঘুয়ান, বরখান বা বড়খান গাযীর এই কাহিনীর সঙ্গে তাঁর কিছু সম্পর্ক থাকা অসম্ভব বলে মনে হয় না।

২. সূফীখান : হুগলী জেলার (ভারত) ছোট পাণ্ডুয়াতে প্রাচীর বেষ্টিত একস্থানে শাহ্ শফিউদ্-দীন সংক্ষেপে শাহ্ শফি বা সূফী খানের মাযার আছে। একগম্বুজ বিশিষ্ট মাযার ইমারতটি মোঘল আমলে নির্মিত বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তবে ইমারতের অভ্যন্তরে যেসব প্রস্তর স্তম্ভ আছে, সেগুলি কবরের অনেক প্রাচীনত্বের নির্দেশক। মাযার আঙ্গিনায় ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত একটি মসজিদ আছে। মাযার থেকে কিছু দূরে একটি অতি বিরাট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ও ১২৫ ফুট উঁচু একটি মিনার আছে। এ দুটি কীর্তি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পাদে নির্মিত বলে পণ্ডিতদের অভিমত।

সূফী খাঁ সম্বন্ধে প্রচুর জনশ্রুতি আছে কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোনো ইতিহাস নেই। জনশ্রুতি মতে পাণ্ডুয়া নগরে ছিলেন পাণ্ডু নামক এক পরাক্রান্ত হিন্দু নৃপতি। তাঁর অন্দরমহলে ছিল 'জীয়ত কুণ্ড', তাতে ছিল তেত্রিশ কোটি দেবতার অধিষ্ঠান। সে জলের স্পর্শে মৃত ব্যক্তি প্রাণ ফিরে পেতেন। নগরের অধিবাসী সবই হিন্দু, শুধু পাঁচঘর মুসলমান। মুসলিম বিদ্বেষী রাজা গরু জবাইকে উপলক্ষ্য করে এক মুসলিম প্রজার শিশুপুত্রকে হত্যা করলে পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে পিতা গেলেন দিল্লীর সম্রাট ফিরোয শাহ্‌র দরবারে। সম্রাট তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ্ সূফীকে সসৈন্যে পাঠালেন পাণ্ডুয়াতে। প্রবল যুদ্ধ এবং জীয়তকুণ্ড অপবিত্র করে শাহ্ সূফী পাণ্ডুয়া অধিকার করলেন, রাজা পরিবারবর্গসহ গঙ্গার জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করলেন। শাহ্ সূফী পাণ্ডুয়াতে বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং সেখানে তিনি এক অতি বিরাট মসজিদ নির্মাণ করেন।

এ কাহিনীতে প্রচুর আজগুবি বিষয় থাকলেও কিছু ঐতিহাসিক সূত্র আছে বলে ধরা যায়। রাঢ় অঞ্চলে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম প্রচারের ইঙ্গিত এখানে আছে। সিংহপুরুষ জাফর খাঁ কর্তৃক ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার প্রায় সমসাময়িক ছিল পাণ্ডুয়ার বড় মসজিদটি। এতে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এর বেশ কিছুকাল আগেই নিকটবর্তী ত্রিবেণী তথা রাঢ় অঞ্চলে তুর্কী অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তা না হলে সেখানে মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উঠত না। খুব সম্ভব ত্রিবণীকে কেন্দ্র করে রাঢ় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তুর্কীদের অভিযান চলত এবং ত্রিবেণীতে অসংখ্য মুসলমানের বসতি থাকায় ধর্মীয় শিক্ষার জন্য একাধিক মাদ্রাসা স্থাপনের প্রয়োজন হয়েছিল।

এ কাহিনীর নায়ক দিল্লীশ্বর না হয়ে বঙ্গেশ্বর ফিরোযশাহ (১৩০১—২২ খ্রি:) হতে পারেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু এ পরিচয়েরও কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া অঞ্চলে যে এর অনেক পূর্বেই তুর্কী অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তা উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যায়। গৌড়ের সুলতান ফিরোয শাহ্‌র আমলে সেখানে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার কাজ চলতে পারে, এর বেশি কিছু নয়। কারণ, এ সময়ে এ স্থানের কোনো স্থানীয় হিন্দু নৃপতির সঙ্গে কোনো বড় রকমের যুদ্ধকে একান্ত অবান্তর ঘটনা বলেই ধরা যায়। কুরসিনামাতে যদি কোনো সত্য থাকে তবে জা'ফর খাঁ ত্রিবেণী অঞ্চলে রাজা মান ও ভূদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। আর সূফী খানের কাহিনীতে দেখা যায় যে, তিনি ত্রিবেণীর নিকটস্থ পাণ্ডুয়ার পাণ্ডু রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনজন প্রতাপশালী হিন্দু নরপতির প্রায় একই সময়ে এবং একই অঞ্চলে অবস্থানকে অবাস্তব ঘটনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

প্রকৃত ঘটনা ছিল খুব সম্ভব অন্যরকম। ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার-উদ্-দীন তোঘরীল ইউজবক উড়িষ্যার রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে রাঢ় অঞ্চলে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় পাওয়া যায়।[১] এই অধিকার কতকাল টিকে ছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও সুলতান মুঘীস-উদ্-দীন তোঘরীলের আমলে (১২৭৮—৮১ খ্রি:) রাঢ় অঞ্চল তুর্কীদের অধিকারে ছিল বলে দেখা যায়। কারণ, দিল্লীর সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন বলবনের ভয়ে তোঘরীল যখন (১২৮০—৮১ খ্রি:) জাজনগরের (উড়িষ্যার) দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি রাঢ় অঞ্চলেই ধৃত ও নিহত হয়েছিলেন। এর পরে রাঢ় অঞ্চলে তুর্কীদের অধিকারে ছেদ পড়েছিল বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুলতান নাসির-উদ্-দীন বোগরা খান, সুলতান কায়-কাউয়াস ও সুলতান ফিরোয শাহ্‌র আমলে রাঢ়ে তেমন কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এবং সে সময়ে সে অঞ্চলে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বলে দেখা যায়।

শাহ্ সূফীর সঙ্গে কোনো হিন্দু নৃপতির যুদ্ধ যদি প্রকৃতই কোন ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকে তবে সেটিকে জা'ফর খানের অনেক আগের ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে। উপরে উল্লিখিত পাণ্ডুয়ার বড় মসজিদটি খুবই প্রাচীন, খুব সম্ভব ত্রিবেণীর জা'ফর খানের মসজিদের চেয়েও প্রাচীন। এ মসজিদ খুব সম্ভব সূফী খানের।

সূফী খানকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পাদের একজন সেনানী-শাসক বলে ধরা যেতে পারে। তিনি রাঢ় অঞ্চলে তুর্কী সমরনায়ক ছিলেন বলে মনে হয়। সে অঞ্চলে তুর্কী অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তিনি পাণ্ডুয়াতেই থেকে যান এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এই দরবেশ-সৈনিক যে অতি পুত চরিত্রের লোক ছিলেন অতি প্রবল জনশ্রুতিই তা প্রমাণ করে। ফলে তিনি শুধু অসংখ্য অমুসলিমকেই ইসলামধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হননি, ধর্মান্তরিত হননি এমন অসংখ্য অমুসলমানের ভক্তি-শ্রদ্ধাও তিনি লাভ করেছিলেন।

৩. খান-ই-জাহান : বাগেরহাটের প্রখ্যাত সেনানী-শাসক উলুঘ খান-ই-জাহান ছিলেন একজন বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক ও সমাজসেবক। খুলনা-যশোর অঞ্চলে তিনি ৩৬০টি দিঘি খনন, ৩৬০টি মসজিদ ও

১. মীনহাজ-ই-সিরাজ রচিত তবকাত-ই-নাসিরী। অনুবাদ ও সম্পাদনা : আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া; ১৬৬ পৃ:।

অসংখ্য পাকা সড়ক নির্মাণ করেছিলেন বলে প্রবল জনশ্রুতি আছে। তাঁর কীর্তির সংখ্যা এত না হলেও এগুলি যে এ সংখ্যার কাছাকাছি ছিল, এ অঞ্চলে তাঁর নির্মিত অসংখ্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষই তা প্রমাণ করে। এক বাগেরহাট শহরেই ষাট গম্বুজসহ তাঁর আমলের যে সব কীর্তি টিকে আছে এবং যেসব কীর্তির চিহ্ন কিছু কাল আগেও টিকে ছিল, তাতে ধারণা করতে কষ্ট হয় না যে, তাঁর কীর্তি ছিল সত্যিই অসংখ্য। বাগেরহাটের সুবিশাল ঠাকুর দিঘির উত্তর পাড়ে অবস্থিত তাঁর বিরাট সমাধি সৌধের অভ্যন্তরে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

এ পর্যন্ত যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে ধারণা হয় যে, তিনিই সর্বপ্রথম দক্ষিণ বঙ্গের যশোহর-খুলনা অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি কোনো স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না। তবে তাঁর কীর্তিরাজি দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, তিনি প্রায় ৩০/৪০ বছর ধরে এই অঞ্চলে প্রায় স্বাধীনভাবে প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন খুব সম্ভব গৌড়ের সুলতানের বিশেষ প্রতিনিধি।

তিনি যশোহর-খুলনা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, কর্মনিষ্ঠা, সততা, মহানুভবতা, সংযম ও অন্যান্য চারিত্রিক গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। চিরকুমার এই দরবেশ-সৈনিক জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফলে অসংখ্য অমুসলিমকে তিনি ধর্মান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু নিম্নবর্ণের হিন্দুই নয়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উঁচু বর্ণ ও বিত্তের অসংখ্য হিন্দুও তাঁর হাতে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এ কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁরই বন্ধু ও শিষ্য পীর আলী মোহাম্মদ তাহের। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। খান-ই-জাহানের সংস্পর্শে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ ও ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ বঙ্গে বিশেষ করে খুলনা-যশোহর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও মুসলমানের সংখ্যা গরিষ্ঠতার পিছনে খান-ই-জাহানের অবদান যে বিরাট তা অনস্বীকার্য।

৪. শাহ্ ইসমাইল গাযী : ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত রিসালাৎ-উশ্-শুহাদা নামক একটি গ্রন্থ[১] থেকে জানা যায় যে, আরবের কোরায়েশ বংশীয় শাহ্ ইসমাইল গাযী ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তিনি একদল সঙ্গীসহ মক্কা শহর থেকে গৌড়ে আসেন এবং 'ছুটিয়া-পটিয়া' নামক একটি খরস্রোতা নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গৌড়ের সুলতান রুকন-উদ্-দীন বারবক শাহ্‌র (১৪৫৯-৭৬ খ্রি:) সুনযরে পড়েন। কিছুকাল পরে উড়িষ্যার নৃপতি গণপতির সঙ্গে সুলতানের যুদ্ধ বাঁধলে ইসমাইল গাযী মাত্র ১২০ জন 'আল্লাহ্‌র-সৈনিক' নিয়ে গণপতিকে পরাজিত, বন্দী ও নিহত করে মান্দারণ দুর্গ অধিকার করেন।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরে কামরূপের রাজা কামেশ্বরের সঙ্গে সুলতানের বিরোধ ঘটে এবং ইসমাইল গাযীর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয়। যুদ্ধে গাযী পরাজিত হন। কিন্তু কেরামতি প্রদর্শন করে কামেশ্বরকে অভিভূত করলে তিনি বশ্যতা স্বীকার ও ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন।

এর কিছুদিন পরে ঘোড়াঘাট দুর্গের অধিনায়ক রাজা ভান্দুসী রায় গাযীর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে সুলতানের নিকট অভিযোগ করেন যে, গাযী কামেশ্বরের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মেতে উঠেছেন। সুলতান গাযীর বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গাযী আত্মসমর্পণ করলে সুলতানের আদেশে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। তাঁর ছিন্ন মুণ্ড কাটাদুয়ারে এবং দেহ হুগলী জেলার গড় মান্দারণে সমাহিত করা হয়। ইসমাইলপুর সহ রংপুর জেলার আরও তিনটি স্থানে এবং দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট দুর্গে তাঁর মাযার আছে বলে দাবি করা হয়। রিসালতের বর্ণনা মতে, ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে গাযীকে হত্যা করা হয়েছিল।

---

১. রংপুর জেলার কাটাদুয়ারে ইসমাইল গাযীর মাযারের খাদিমদের নিকট থেকে মূল ফারসি ভাষায় পীর মোহাম্মদ শাত্তারী কর্তৃক রচিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি রংপুরের কালেক্টর মি: ডমন্ট (Mr. G.H. Damant) কর্তৃক উদ্ধারকৃত ও এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় (J.A.S.B., 1874. PP. 216-39)।

রিসালতের বর্ণনা ছাড়াও ইসমাইল গাযী সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শোনা যায় রংপুর ও দিনাজপুর জেলা ও গড় মান্দারণ অঞ্চলের জনশ্রুতি থেকে। রিসালাত ও এসব জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন দরবেশ-সৈনিক ও সেনানী-শাসক। তিনি রংপর-দিনাজপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করে অসংখ্য অমুসলিমকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন বলে জানা যায়।

চ. পীর-দেবতা সৃষ্টিতে লোকশ্রুতির যোদ্ধাপীর-দরবেশদের কেরামতির প্রসিদ্ধি ও কিংবদন্তীর প্রভাব।

লোকশ্রুতির যোদ্ধা পীর-দরবেশদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ১. মীর সৈয়দ শাহ্ সুলতান বলখী মাহি সাওয়ার, ২. বাবা আদম শহীদ, ৩. মখদুম শাহ্ মোহাম্মদ গজনভী ওরফে রাহীপীর, ৪. মখদুম শেখ শাহ্ জালাল প্রমুখ দরবেশগণ।

ইখতিয়ার-উদ্-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক এক রকম বিনা বাধায় গৌড় লক্ষ্মাণাবতীতে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠার পর তাঁর উত্তরসূরীরা এ রাজ্যের চতুষ্পার্শস্থ অঞ্চলে অর্থাৎ কামরূপ, পূর্ব বঙ্গ, উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়, দক্ষিণ বঙ্গ এবং জাজনগরে অধিকার প্রতিষ্ঠার সচেষ্ট হন। কিন্তু গৌড়-লক্ষ্মণাবতীর মতো এত সহজে সে সব রাজ্য বা অঞ্চল অধিকৃত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের বিপুল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

সে সব যুদ্ধে অনেক পীর-দরবেশ স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁরা ছিলেন দরবেশ-সৈনিক (saint-soldiers)। ইসলাম ধর্মরূপ যে সত্যকে তাঁরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কের ক্ষেত্রে একমাত্র সত্যপথ বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, সেই-সত্যের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারই তাঁদের কাছে আদৌ কঠিন কাজ ছিল না। তাঁরা ছিলেন মোজাহিদ বা ধর্মযোদ্ধা। কোনো বিধর্মীর রাজ্য জয় করে সেখানে ইসলাম প্রচারের কাজটি ছিল তাঁদের জীবনের এক মহান ব্রত। রাজা বা রাজপুরুষেরা যুদ্ধ করতেন রাজ্য জয় রূপ পার্থিব আকাঙ্ক্ষায়। আর মোজাহিদ পীর-দরবেশগণ যুদ্ধ করতেন ইসলাম ধর্মরূপ সত্যকে বিধর্মীর রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করার প্রবল আগ্রহে। সেই সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা হাসিমুখে প্রাণ দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

এসব যোদ্ধা পীর-দরবেশের তালিকাটি খুব ছোট নয়। তবে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়েই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। এঁদের মধ্যে মহাস্থানের সুলতান বলখী মাহি সওয়ার, রামপালের বাবা আদম শহীদ, বর্ধমানের রাহী পীর, শ্রীহট্টের শাহ্ জালাল, শাহ্জাদপুরের মখদুম শাহ্ দৌলা, বগুড়া জেলার শেরপুরের শাহ্ তুর্কান প্রমুখ যোদ্ধা পীরগণ এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এসব যোদ্ধা-পীরদের কেউ কেউ আবার কোনো রাজা বা রাজপুরুষের সহায়তা ছাড়া নিজেরাই তাঁদের যোদ্ধা শিষ্য-সাগরেদ নিয়ে কোনো অমুসলমানের রাজ্যে এসে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তাঁদের সম্বন্ধে কাহিনী বিস্তারে কোনো ক্রটি হয়নি। এসব পীর-দরবেশের সম্পর্কে অনেক আজগুবি কাহিনী প্রচারিত হয় এবং ক্রমে তা বাড়তেই থাকে।

জনশ্রুতির যোদ্ধা পীর-দরবেশদের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছেন শাহ্জাদপুরের মখদুম শাহ্ দৌলা শহীদ। তিনি ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দে একদল মোজাহিদকে নিয়ে শাহ্জাদপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে এসে স্থানীয় হিন্দু নৃপতির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধে প্রাণ হারান। কিন্তু সেখানে পীরের কেরামতিতে ইসলাম প্রচারিত হয়। নেত্রকোণার মদনপুরের শাহ্ সুলতান রুমী কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নীরব। তবে স্থানীয় কোচ রাজা কর্তৃক প্রদত্ত বিষ জেনেশুনে পান করেও তিনি সুস্থ থাকেন এবং অভিভূত কোচরাজা তখন স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন বলে বলা হয়ে থাকে।

মাহী সওয়ারের কেরামতি নিয়ে যে কাহিনী গড়ে উঠেছিল, তাতে দেখা যায় যে, একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মাছের পিঠে চড়ে তিনি মহাস্থানে এসেছিলেন এবং স্থানীয় নৃপতি পরশুরামের কাছ থেকে তিনি তাঁর সঙ্গে আনা আজিনটি যতটুকু স্থানে পড়ে, শুধু ততটুকু স্থান চেয়ে নিয়েছিলেন। দরবেশের কেরামতিতে সে আজিন সারা রাজ্যে বিস্তৃত হতে শুরু করলে তাঁর সঙ্গে রাজার যুদ্ধ বাঁধল।

দরবেশের সঙ্গে কোন সৈন্য সামন্ত ছিল কিনা, তা কাহিনীতে সুস্পষ্ট নয়। তবে তাঁর কেরামতির প্রভাবে রাজা যে সসৈন্যে নিহত হয়েছিলেন, তা কাহিনীতে বেশ জোর দিয়েই বলা হয়ে থাকে।

বাবা আদম শহীদের কেরামতির কাহিনীতে দেখা যায় যে, মহারাজা বল্লাল সেন পীর ও তাঁর অনুচরদেরকে হত্যা করতে সমর্থ হলেও পীরের কেরামতিতে পারিবার-পরিজন সবাইকে হারিয়ে রাজা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। বর্ধমানের মখদূম শাহ্ মোহাম্মদ রাহী পীরের সঙ্গে রাজা বিক্রমকেশরীর যুদ্ধ বাঁধলে পীর কেরামতির সাহায্যে রাজার 'জীয়তকুণ্ডের' পানি অপবিত্র করে রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন বলে কাহিনী গড়ে উঠেছিল। পাণ্ডুয়ার শাহ্ সূফী সম্বন্ধেও যে অনুরূপ কিংবদন্তি গড়ে উঠেছিল সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত শাহ্ জালালের কেরামতির প্রসিদ্ধি আরও বেশি। তিনি মাত্র ৩৬০ (মতান্তরে ৩১৩) জন দরবেশ-সৈনিক নিয়ে শ্রীহট্টের প্রবল প্রতাপান্বিত হিন্দু নৃপতি গৌড় গোবিন্দকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। পথে নৌকার অভাবে তিনি 'জায়নামাজ' বিছিয়ে সদলবলে নদী অতিক্রম করেন এবং তাঁর আজানের ধ্বনিতে রাজার সাততলা প্রাসাদ ধসে পড়ে। লোকশ্রুতির যোদ্ধাপীর-দরবেশদের কেরামতি সম্পর্কে এ ধরনের আরও বহু কিংবদন্তী সারা দেশেই প্রচারিত ছিল।

যাদুশক্তিতে মানুষের বিশ্বাস প্রায় চিরন্তন। কেরামতিও এক ধরনের যাদুশক্তি। এ ধরনের যাদু শক্তিভিত্তিক কেরামতির কাহিনীর উপর আগেকার দিনের মানুষের বিশ্বাস ছিল বেশ প্রবল, এখনও যে নেই, তা জোর করে বলা যায় না। সত্য-অসত্যের চুলচেরা বিচার না করে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, অতিরঞ্জনের কবলে পড়ে এসব কাহিনী ও কিংবদন্তির কলেবর অসম্ভব রকমে স্ফীত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে তিল তো তালে পরিণত হয়েছিলই, তদুপরি যা কোনো কালে ঘটেওনি, এমন সব ঘটনাও বিরাট কলেবর নিয়ে চাক্ষুষ ঘটনা বলে পরিচিত হয়ে সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

এসব কেরামতির প্রসিদ্ধি ও তাঁদের সম্পর্কে গড়ে উঠা বিভিন্ন কাহিনী ও কিংবদন্তি জনমানসে এসব পীর-দরবেশকে অতিমানবের পর্যায়ে রূপান্তরিত করেছিল এবং তাঁদের প্রতি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তি-বিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল শতগুণে এবং তাঁরা নিজেরা পীর-দেবতাতে রূপান্তরিত না হলেও তাঁদের কেরামতির প্রসিদ্ধি ও কিংবদন্তি পীর-দেবতা সৃষ্টির পথকে সুগম করে দিয়েছিল।

বিষয়টা আরও পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে। লোকশ্রুতির যোদ্ধা পীর শাহ্ দৌলা, শাহ্ সুলতান মাহী সওয়ার, বাবা আদম শহীদ, রাহীপীর, শাহ্ জালাল প্রমুখ পীর-দরবেশদের আগমন কাল ও কেরামতির সত্যতা নিয়ে যত মতভেদই থাক না কেন, তাঁরা যে রক্ত মাংসে গড়া ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁদের অসাধারণ ও অলৌকিক কেরামতি সম্পর্কে যত আজগুবি কাহিনীই গড়ে উঠুক না কেন এবং জনসাধারণের ভক্তি-বিশ্বাস তাঁদের প্রতি যত প্রবলই হোক না কেন, তাঁরা নিজেরা পীর-দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হননি।

পীর-দেবতারূপে যাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ কাল্পনিক সত্তার অধিকারী। সত্যপীর, মানিকপীর, বনবিবি প্রভৃতিরা পড়েন এই পীর-দেবতা পর্যায়ে। তাঁরা নিজেরা ঐতিহাসিক সত্তার অধিকারী না হলেও লোকশ্রুতির যোদ্ধা পীর-দরবেশদের কেরামতির প্রসিদ্ধি ও কিংবদন্তি তাঁদের উপর আরোপিত হয়েছিল।

এই পীর-দেবতা সৃষ্টির পিছনে কারণ ছিল একাধিক। পাশাপাশি অবস্থানরত হিন্দু কবিরা প্রাচীন-অর্বাচীন, পৌরাণিক-লৌকিক প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবীকে নিয়ে কাব্য রচনায় ব্রতী ছিলেন। তাঁদের অনুকরণে এবং সেই সঙ্গে মুসলিম জনসাধারণের ধর্মজিজ্ঞাসা ও সাহিত্যরস-পিপাসা মিটাবার উদ্দেশ্যে মুসলিম কবিরাও ধর্ম বিষয়ক কাব্য রচনায় হাত দেন। এ চেষ্টাকে ফলবর্তী করার জন্য নবী, ওলি, পীর-দরবেশ প্রভৃতির পাশাপাশি অলৌকিক শক্তি বিশিষ্ট কয়েকজন কাল্পনিক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করা হয়। এই কাল্পনিক চরিত্রগুলির মধ্যে লোকশ্রুতির পীর-দরবেশদের কেরামতির প্রসিদ্ধিকে আরোপিত করে তাঁদেরকে লৌকিক পীর-দেবতায় রূপান্তরিত করা হয়।

ইসলাম ধর্মে দেবতার স্থান নেই। তা সত্ত্বেও এদেরকে পীর-দেবতা বলা হয় এ জন্য যে, এসব কাল্পনিক চরিত্রের মধ্যে এমন সব অলৌকিকত্ব আরোপিত হয়েছে যে, সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে দেবতার মাহাত্ম্যকেও অতিক্রম করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক. পীর সাহিত্যের উদ্ভব—স্থানিক-কালিক কারণ বা প্রয়োজন

পীর-দেবতা সৃষ্টির সঙ্গে পীর-সাহিত্য যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। এ দুটির মধ্যে কোনটির সৃষ্টি আগে এবং কোনটির সৃষ্টি পরে, তার বিচার ধপ করে তাল পড়ল, না তাল পড়ে ধপ করল, তারই মত সূক্ষ্ম।

পীর-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল এই যে, যে-সব পীরকে নিয়ে এ সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন কাল্পনিক সত্তার অধিকারী। এসব কাল্পনিক পীর-দেবতার মূল রূপটি মুসলমানের হলেও এরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মধ্যে 'সাংস্কৃতিক সমন্বয় সঞ্জাত' সত্তার অধিকারী। পীর-সাহিত্যের নায়কদের এই পরিচয়টি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং দুই ধর্মের মধ্যে কেমন করে এবং কবে এই সমন্বয় গড়ে উঠেছিল, তা এক চিত্তাকর্ষক বিষয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে গৌড়-লক্ষ্মণাবর্তী রাজ্যে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে ইসলাম প্রচার শুরু হয় এবং ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে একজন মেচ সামন্ত (খুব সম্ভব দিনাজপুর অঞ্চলের) ইসলাম গ্রহণ করে আলীমেচ নামধারণ করেন। এ পর্যন্ত পাওয়া প্রামাণ্য ইতিহাস মতে, তিনিই বোধ হয় বাঙলার সর্বপ্রথম ধর্মান্তরিত মুসলিম। এর পরে এ দেশে ইসলাম প্রচারের কাজ অপ্রতিহত গতিতে চলে এবং এ দেশের অসংখ্য অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন কারণে পশ্চিম দেশসমূহ থেকে আগত অসংখ্য মুসলমানের বসতিও এ দেশে গড়ে ওঠে। প্রথম দিকে এদেশের মুসলমানের (বহিরাগত ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত) সংখ্যা স্থানীয় অমুসলমানের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে কী পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল, প্রকৃত তথ্যের অভাবে সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না। তবে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বিভিন্ন কাব্য, বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনা ও অন্যান্য সূত্র থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে সংখ্যার লঘু-গুরুর প্রশ্ন না তুলেও মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, তদানীন্তন বাঙলার জনসমাজে মুসলমানের অস্তিত্ব ছিল বিশেষ উপলব্ধির বিষয়।

সে যুগে রাজ্যে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সর্বোপরি প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার জন্য শাসকদের প্রয়োজন ছিল শাসিতদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও সহযোগিতা পাওয়া, শুধু ভীতিমিশ্রিত আনুগত্যই নয়। সে কারণে তুর্কি মুসলিম শাসকদের মধ্যে যাঁরা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা স্থানীয় অমুসলমানকে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত করেই ক্ষান্ত হননি, সেই সঙ্গে এদেশের সাহিত্য ও শিল্পকলাকে গড়ে তোলার কাজেও এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং কবি ও শিল্পীদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন আগ্রহভরে। ফলে সে সব শাসকদের উপর স্থানীয় সুধীসমাজের আস্থাও মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী ছিল ভাঙ্গা-গড়ার যুগ। এ শতকের কথা বাদ দিলেও পরবর্তী শতকেও হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মিলনের সেতুটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা, তা তথ্যের অভাবে সঠিকভাবে বলার উপায় নেই। তখনকার দিনে মোটামুটিভাবে বহিরাগত মুসলমান 'আশারাফ' ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান 'আতরাফ' নামে পরিচিত ছিলেন এবং উঁচু ও নিচু এ দুটি শ্রেণীতে মোটামুটিভাবে বিভক্ত ছিলেন। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিভেদের প্রচণ্ডতা খুব বেশি না থাকলেও বিভেদ যে ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

উঁচু ও নিচু এই দুই শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব যে হিন্দুসমাজে বেশ ভয়াবহরূপে ছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। উঁচু বর্ণের হিন্দুসমাজ মুসলিম রাজশক্তিকে রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে মেনে নিতে

বাধ্য হলেও ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে তাদের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে যতটা সম্ভব বিচ্ছিন্নভাবেই জীবন যাপনের প্রচেষ্টায় রত ছিল। তাই ব্রাহ্মণ শাসিত রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের উঁচু স্তরে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে ইসলামের ভাবধারাকে ঠাঁই দিবার মানসিকতা খুব সহজে গড়ে ওঠেনি।

তবে এই পরিস্থিতি দুই সমাজের উঁচু স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে বলা যেতে পারে। হিন্দুধর্মের উঁচু বর্ণের মানুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও সেই শ্রেণীর মানুষ ছিলেন একদিকে আর মুসলিম সমাজের উঁচু বৃত্তির মানুষ অর্থাৎ আশারাফরা ছিলেন অন্যদিকে। লোকে বলে, ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে। এখানে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে যবণ অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মুসলমানের বিরোধেরই ইঙ্গিত।

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানের বিশেষ কোনো বিরোধ থাকার কথাও নয়। মুসলিম রাজত্বের প্রথম দিকেই অসংখ্য নিম্নশ্রেণী ও নিম্ন বিত্তের হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যারা ধর্মান্তরিত হননি, তাদের মধ্যেও অনেকেই মুসলিম পীর-দরবেশদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এতকাল ধরে নির্যাতিত ও নিপীড়িত এবং মানুষের অতি সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত এসব নিম্নবিত্ত ও শ্রেণীর হিন্দুদের কাছে মুসলিম রাজশক্তি নতুন কোন ভীতি সঞ্চারের কারণ হয়ত ছিল না। কারণ, পূর্ববর্তী শাসনামলে তারা যে অবস্থায় ছিলেন, তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় তারা মুসলিম আমলে ছিলেন না। তাই মুসলমানের প্রতি তারা বিরূপ ছিলেন না, থাকার কথা নয়।

তদুপরি নিম্নবিত্ত বা শ্রেণীর মুসলমানের বেশির ভাগই স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলিম হিসাবে এক কালে তাদেরই আপনজন ছিলেন। আর ধর্মান্তরিত হবার পরেও এই দুই সমাজের এই দুই শ্রেণীর মানুষের সংস্কৃতির মধ্যে বহু বিষয়ের মিল ছিল অতি স্বাভাবিক কারণেই। তাছাড়া, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশই ছিল নিম্নবিত্তের মেহ্নতী মানুষ। সমাজের উঁচু শ্রেণী বা বিত্তের মানুষের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভেদ বা বিরোধের যে জটিলতা থাকে বা থাকার কথা, সাধারণত নিম্নবিত্তের মেহ্নতী মানুষের ক্ষেত্রে ততটা থাকে না এবং থাকার কথাও নয়। কারণ, মেহনতী মানুষের মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও অধিক সহিষ্ণুতা থাকে এবং আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই ছিল বলে মনে হয়।

এই দুই সমাজের উঁচু বর্ণ ও বিত্তের মানুষের বেলায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনের সেতুটি গড়ে উঠতে সময় লাগলেও এই প্রক্রিয়াটি চালু হয়েছিল মুসলিম অধিকারের প্রথম দিকেই এবং সেটি করেছিলেন মুসলিম পীর-দরবেশগণ। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বেশ উদারপন্থী এবং হিন্দু-বৌদ্ধ যোগশাস্ত্র ও ইসলামের সুফি ভাবধারার সমন্বয়ে তাঁরা যেসব মতবাদ প্রচার করতেন, তাতে হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথটি সুগম হয়েছিল বলে বলা যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সমন্বয়ের ভাব এসে গিয়েছিল এবং তা ষোড়শ শতাব্দীতে, এমনকি তার আগেই ঘটেছিল বলে মনে হয়। এ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'কালকেতু' উপাখ্যানে কবি হিন্দু ও মুসলিম সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও বিত্তের মানুষের যে রূপটি তুলে ধরেছেন, তাতে তখনকার দিনের বাঙালি সমাজের একটি অতি পরিচ্ছন্ন চিত্র ফুটে উঠেছে। সেখানে মধ্যবিত্তের মুসলমানের বর্ণনায় আছে,[১]

ফজর সময় উঠি বিছায়ে লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নামাজ।
* * *
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কেতাব কোরান।
* * *
বড়ই দানিস বন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।

১. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, কালকেতু উপাখ্যান; ১০৩-১০ পৃ:। আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত।

যারে দেখে খালি মাথা তার সনে নাহি কথা
সারিয়া মারয়ে ডাঁড়া বাড়ি ॥ ইত্যাদি।

নিম্নবিত্তের মুসলিমদের বর্ণনা আছে,

মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাল্য কাবাড়ি। নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি ॥
হিন্দু হইয়া মুছলমান হৈল গরসাল। কেহ রাত্রিকানা হৈয়া মাগে নিশাকাল ॥ ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে আছে,

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজা ঘরে ঘরে
চাউলের কোচড়া বান্ধে টান ॥ ইত্যাদি।

বৈদ্যদের সম্পর্কে আছে,

দেখি জ্বর শিরারোগ ঔষধ করয়ে যোগ
বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।
দেখিলে অসাধ্য রোগ পালাইতে করে যোগ
নানা ছলে মাগয়ে বিদায় ॥

উপরের এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো মিলন বা সমন্বয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়নি সত্য কিন্তু বিদ্বেষবর্জিত বিদ্রূপের মাধ্যমে হাস্যরস পরিবেশনের এই প্রচেষ্টায় কবির যে বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাত হয়েছে, সেটিই ছিল খুব সম্ভব পরস্পরের প্রতি উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি—একে অন্যের প্রতি সহিষ্ণু, সহানুভূতিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাশীল।

যদি এটিই তখনকার দিনের বাঙালির সামাজিক অবস্থা হয়ে থাকে (এবং খুব সম্ভব তা-ই ছিল), তবে বলা যেতে পারে যে, কয়েক শতাব্দী ধরে সহ-অবস্থানের ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রটি সুগম হয়েছিল। ফলে উভয়ের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে একটি সমঝোতার ভাব সৃষ্টি হয়েছিল।

কবীর, দাদু, নানক প্রমুখ ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক প্রবর্তিত উদার মতবাদ উত্তর ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমঝোতার সৃষ্টির সহায়ক হলেও বাঙলায় এঁদের কোনো প্রভাব পড়েনি। বাঙলায় এক্ষেত্রে যাঁরা অপরিসীম অবদান তিনি হচ্ছেন শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬—১৫৩৩ খ্রি:)। সমসাময়িক স্মার্ত রঘুনন্দন প্রমুখ সনাতন পন্থী হিন্দু পণ্ডিতদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তাঁর প্রেমের ধর্মবন্যা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার কাজে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল।

এই প্রসঙ্গে আবারও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়ে আসছিল তুর্কি অধিকারের প্রথম দিক থেকেই। এই দীর্ঘস্থায়ী ও নীরব সাধনার নায়ক ছিলেন এদেশে ইসলাম প্রচারে রত অগণিত পীর-দরবেশ। হিন্দুদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তারা ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলেও প্রথম থেকেই মুসলিম পীর-দরবেশদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন না। ব্যক্তি পূজা, গুরুবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতিতে বিশ্বাসী হিন্দুরা বরাবরই সাধু-সন্ন্যাসী ও পীর-দরবেশদের প্রতি বেশ শ্রদ্ধাশীল। ইসলাম ধর্মের প্রতি কোনো বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না থাকলেও হিন্দুরা বরাবরই অনেক মুসলিম পীর-দরবেশকে শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজাও করে আসছেন। এই প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গে আজও চলছে।[১]

সাধারণভাবে সূফী নামে পরিচিত পীর-দরবেশদের একটি বড় দলের অবদান হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ক্ষেত্রে অপরিসীম। তাঁরা ইসলাম, হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক অভিনব ও মিশ্র ভাবধারার প্রবর্তন করেছিলেন এবং তাতে স্বধর্ম ত্যাগ না করেও অনেক হিন্দুর পক্ষে তাঁদের ভক্ত হওয়া মোটেই অসুবিধাজনক ছিল না।

১. ডক্টর গিরীন্দ্র দাস রচিত 'বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা' ও গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু রচিত 'বাংলার লৌকিক দেবতা' দ্র:।

মুসলিম পীর-দরবেশদের প্রতি অমুসলিম জনসাধারণের এই ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা, বহুকাল সহ-অবস্থানের ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমের ধর্ম এই দুই সম্প্রদায়ের অনেক ভেদাভেদ অপসারিত করে ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। এ সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন,[১]

"সেই সঙ্গে কোন কোন মুসলিম সাধুর মাহাত্ম্য সেকালের জনসাধারণের মনে ভয়ভক্তি জাগাইতে শুরু করিয়া দিল। সূফী সম্প্রদায়ের গুরুনিষ্ঠা ও গুরুভক্তি সেকালের বাঙ্গালীর মনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ইহার পক্ষে অনুকূলতাও খানিকটা ছিল। সে হইল দৈব নির্ভরতা ও জ্যোতিষে বিশ্বাস।

"তাহার পর চৈতন্যের ধর্মবন্যা আসিয়া হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদের প্রাচীর ভাঙ্গিতে লাগিয়া গেল। সূফী মতের প্রভাব চৈতন্যের ধর্মে যেমন দৃঢ়তার সঞ্চার করিল তেমনি গুরুবাদেরও প্রতিষ্ঠা করিল। চৈতন্য হরিদাসের মর্যাদা স্বীকার করিয়া, সনাতন-রূপকে শাস্ত্রকার রূপে নির্দিষ্ট করিয়া এবং ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে ঈশ্বরভক্তি প্রচার করিয়া মুসলিম পীরের সঙ্গে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর জাতিগত বিভেদ ঘুচাইতে চেষ্টা করিলেন। মুসলিম সাধুর ('জীন্দাপীরের') কাছে দীক্ষা লইতে অথবা তাঁহাকে ভক্তি দেখাইতে হিন্দু শিষ্য-ভক্তের গুরুতর সামাজিক বাধা রহিল না। সেই হইতে জনসাধারণের মনে ব্যাপকভাবে পীরভক্তি সঞ্চারিত হইতে থাকে।"

স্বাভাবিক অবস্থায় ধর্মান্তরিতকরণের কাজটি সহজসাধ্য নয়। তার চেয়েও কঠিন কাজ হল—পরস্পর বিরোধী মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। এর জন্য সুদীর্ঘ সময় ও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সুষ্ঠু ও অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে হিন্দু ও মুসলিম পাশাপাশি বসবাসরত থাকলেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সমন্বয় সাধনে সুদীর্ঘ সময় লেগেছিল এ কারণেই।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে এই দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয় প্রকাশক কোনো সাহিত্যের নমুনা সঠিকভাবে আমরা পাই না। ধর্মমঙ্গলের জালালী কাব্যের 'শ্রীনিরাঞ্জনের রুষ্মা' কবিতায় ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের যে প্রচেষ্টা দেখা যায় নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি পঙ্ক্তিতে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,[২]

এই রূপে দ্বিজগন করে সৃষ্টি সংহারণ
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকণ্ঠে ডাকিয়া ধম্ম মনেত পাইল মম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার ॥
ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথাএত কালটুপি
হাতে ধরে ত্রিরূচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদার বলিয়া একনাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলেত দম্বদার।
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল সুলপানি।
গনেশ হইল গাযী কাত্তিক হইল কাজী
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইল সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদিদেবে পদাতিক হৈয়্যা সেবে

১. ডক্টর সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, ৪৪৮ পৃ:।
২. রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্য পুরাণ, ১৫৯-৬০ পৃ:। সম্পাদক ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়।

সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবী তিহুঁ হৈল্য হায়াবিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবি নূর।
জতেক দেবতাগণ হৈয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥

রামাই পণ্ডিতের ভণিতা যুক্ত হলেও এ রচনা তাঁর নয়। এ সম্বন্ধে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য যে সারগর্ভ অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন[১] "সম্ভবত খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মপূজারী ইহার বিভিন্ন অংশ স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিয়াছিলেন ...। সম্ভবত খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীরও পরবর্তী কাব্যে ইহা বর্তমান আকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল।" তাঁর এই অভিমত গ্রহণযোগ্য। যতদূর মনে হয়, হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় সমন্বয়ের যে ভাবধারা ষোড়শ শতাব্দীর দিকে রূপ পেয়েছিল, তারই একটি প্রকাশ দেখা যায় উপরের উদ্ধৃতিতে। খুব সম্ভব এটি ষোড়শ শতাব্দীর কি তার পরেরও রচনা।

আগেকার আলোচনার জের টেনে বলা যেতে পারে যে, ষোড়শ শতাব্দীর দিকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে একটি সমন্বয়ের প্রচেষ্টার ফলে সত্যপীর, মানিকপীর, গোরাচাঁদ প্রভৃতি বেশ কয়েকজন কাল্পনিক পীর-দেবতার সৃষ্টি হয় এবং তাঁদেরকে নিয়ে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তা পীর-সাহিত্য নামে পরিচিত হয়। এদের মধ্যে সত্যপীরকে নিয়ে রচিত সাহিত্য খুবই উল্লেখযোগ্য।

খ. সত্যপীর

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টার কথা উপরে আলোচিত হয়েছে, তার সফল অবদান হচ্ছে সত্য নারায়ণ বা সত্যপীর নামক এক মিশ্র লৌকিক পীর-দেবতার সৃষ্টি! সৃষ্টিকর্তা এক ও অভিন্ন কিন্তু তিনি বিভিন্ন নাম ও রূপে পরিচিত, এই মূল ভিত্তির উপর প্রচলিত মতবাদকে কেন্দ্র করে হিন্দু বিষ্ণুদেবতার একরূপ 'নারায়ণ' ও ইসলামের 'হক্ক্‌ মওলা' (সত্যপ্রভু) এই দুই ভাবধারাকে সমন্বিত করার প্রচেষ্টায় সত্যপীরের সৃষ্টি বলা যেতে পারে। কবি রামেশ্বর চক্রবর্তী এই পীর-দেবতার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে মোটামুটিভাবে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,

জয় জয় সত্যপীর সনাতন দস্তগীর
দেব দেব জগতের নাথ।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি রজঃ তুমি সত্ত্ব
তোমার চরণে প্রণিপাত ॥[২]

অন্যত্র, বিধি মোড় বড় ভাই মহেশ অনুজ। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ ॥
কংশ কেশী মথনে কেশব মোর নাম। মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম ॥[৩]
ফকির হইয়া আমি তোমার কারণ। কলিতে সম্প্রতি আমি সত্য নারায়ণ ॥[৪]

সত্যপীর সম্বন্ধে ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন,[৫] "সাধারণত হিন্দুর বাড়িতে ইনি সত্যনারায়ণ নামেই পূজা পাইয়া থাকেন—কোথাও বা ইঁহার নাম সত্যপীর। ... মুসলমানের গৃহে ইনি সত্যপীর নামেই গৃহীত হইয়াছেন। হিন্দুরা সত্যনারায়ণ বলিয়া ইঁহার পূজার্চনা করিলেও শীর্নি-বণ্টনে

১. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, ৬৯০ পৃ:।
২. গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু : বাংলার লৌকিক দেবতা, ২১৩ পৃ:।
৩. তুলনা হিন্দী প্রবচন : রাম রহিম না জুদা কর ভাই, দিল কো সাচ্চা রাখজি।
৪. ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, ৮৯৫ পৃ:।
৫. প্রাগুক্ত, ৯৪০ পৃ:।

পুরাপুরি মুসলিম রীতি বজায় রাখিয়াছেন।" এ সম্বন্ধে শ্রীগোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু বলেন, "মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কবিদের রচিত সত্যপীরের মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য পাঁচালীগুলির মধ্যে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর অভিন্ন বলে প্রচার থাকে। ... সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর আদিতে যাই থাকুন না কেন বর্তমানে গত কয়েক শতাব্দী বা মধ্যযুগ হতে হিন্দু ও মুসলমানের একটি সমন্বিত দেবতা।"[১]

এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন,[২] "নিষ্ঠাবান উচ্চ বর্ণের হিন্দু-সমাজে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা সত্যনারায়ণের (বিষ্ণুর) শালগ্রাম প্রতীকে এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধ্যানমন্ত্রে পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে; পুরোহিতরা প্রচার করেন—বিষ্ণু ও সত্যনারায়ণ অভিন্ন, কিন্তু পূজার নৈবেদ্যের মধ্যে শিরনি ও পাঁচটি মোকাম এবং প্রতীকের আসনের উপর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি লৌহ অস্ত্র রাখা আবশ্যিক রীতি বা বিধান দেখা যায়।

'হিন্দুদের কোনও শাস্ত্রীয় বা লৌকিক দেবতার পূজায় শিরনি বা মোকাম নৈবেদ্যরূপে থাকে না বা দেবতার মূর্তি প্রতীকের আসনের উপর কোন অস্ত্র রাখার রীতি নেই। উপাস্যের উদ্দেশ্যে শিরনি বা মোকাম উৎসর্গ করা সম্পূর্ণরূপে মুসলমানি প্রথা। 'শিরনি' ও 'মোকাম' দুটিই ফারসি শব্দ।

"সত্যনারায়ণ পূজা হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধানে ধ্যান-মন্ত্র-আবৃত্তি ও আরতি অন্তে পূজার অঙ্গ হিসেবে পুরোহিতগণ সত্যনারায়ণ দেবতার মাহাত্ম্য-প্রচারক কাব্য (পুঁথি) বা ব্রতকথা পাঠ করে থাকেন, তার মধ্যে মুসলিম ফকীরের বা পীরের উল্লেখ শুধু নয়, সত্যনারায়ণ যে পীরের রূপ ধরেছিলেন এবং সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ অভিন্ন রূপ এরূপ প্রকার থাকে।"

মুসলিম সমাজে সত্যপীরের পূজা সম্বন্ধে তিনি বলেন,[৩] 'নিষ্ঠাবান বা শাস্ত্রশাসিত মুসলিম সমাজে উপাস্যের মূর্তি এমন কি প্রতীকপূজা নিষিদ্ধ, তা হলেও পল্লীর লোকায়ত বিধান অনুসরণকারী কোন কোন মুসলিম সমাজে বা সত্যপীরের দরগায় প্রতীক দেখা যায়—একটি পিঁড়ির উপর বৃত্ত এঁকে তার মধ্যস্থলে মাটির একটি ক্ষুদ্র স্তূপ রাখা হয়, উহার উপর একটি ক্ষুদ্র লৌহ অস্ত্র বা ছোরা ও ফুলের মালা দেওয়া হয়। সত্যপীরের দরগায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের (বর্ণের) ব্যক্তি পূজা দিয়ে থাকেন।"

সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর যে নামেই তিনি পূজা-শিরনি পেয়ে থাকুন না কেন, তাঁর অস্তিত্ব যে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল, তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। "হিন্দু সমাজে যিনি সত্যনারায়ণ তিনিই মুসলিম সমাজে সত্যপীর।"[৪]

কেউ কেউ মনে করেন যে, বিজিতদের উপর বিজেতাদের অত্যাচারের ফলে এই মিশ্রদেবতার সৃষ্টি হয়েছিল। এ সম্বন্ধে ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন[৫] "... কিন্তু ধর্মীয় ঔদার্য অপেক্ষা বরং এই রূপ সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে, মুসলিম শাসকের চণ্ডনীতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হিন্দুরা এইরূপ একটি মিশ্রদেবতার উদ্ভব করিয়া প্রবল মুসলমানের হস্তক্ষেপ হইতে কোনও প্রকারে নিজ ধর্ম বাঁচাইতে চাহিয়াছিলেন।"

প্রবল শাসক সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কিছু না কিছু প্রভাব শাসিতের উপর পড়ে। তাতে ধর্মও একদম বাদ পড়ে না। এটিও সাংস্কৃতিক সমন্বয়েরই (culrural synthesis) অঙ্গ। সত্যনারায়ণ-সত্যপীরের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ভাবটিই পরিস্ফুট। অসিত বাবুর চণ্ডনীতির কথাটি যুক্তির দিক থেকে আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মুসলিম অধিকারের প্রথম দিকে যদি ধ্যান-ধারণা ও ধর্ম-কর্মের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে থাকত, তবে রাজশক্তির প্রভাবকে এর কারণ হিসাবে ধরার যুক্তিকে খণ্ডন করা সহজ হতো না। কিন্তু বাঙলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার তিন শতাব্দীরও অধিককাল পরের এই ঘটনার দায়িত্ব রাজশক্তির তথাকথিত চণ্ডনীতির উপর চাপিয়ে দেওয়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টায়ই যে এই মিশ্র লৌকিক পীর-দেবতার সৃষ্টি, তাতে দ্বিমতের অবকাশ

---

১. গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু : বাংলার লৌকিক দেবতা, ২১২ পৃ:।
২. প্রাগুক্ত, ২১২ পৃ:।
৩. প্রাগুক্ত, ২১৯ পৃ:।
৪. প্রাগুক্ত, ২১৫ পৃ:।
৫. ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, ৮৯৭ পৃ:।

নেই। এই সমন্বয় সাধনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রটি যে অধিক ফলপ্রসূ ছিল, সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহই তা প্রমাণ করে। এ কারণেই সত্যপীর কাহিনীর কবিরা বেশির ভাগই হিন্দু।

পরবর্তীকালে বিশেষ করে ইংরেজ আমলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উৎকট সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব বিরাজমান ছিল, যে অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও হিংসার মানসিকতা দানা বেঁধে উঠেছিল, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে সেটি ছিল না এবং উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসেছিল বলে ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রেও একটি সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চলে আসছিল। সত্যনারায়ণ-সত্যপীরের সৃষ্টি সেই সমন্বয়ের প্রচেষ্টারই অবদান।

সত্যপীর কাহিনীর রচয়িতা ও রচনাকাল

এ পর্যন্ত যে সব পুঁথি পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে, প্রায় শতাধিক কবি সত্যনারায়ণ-সত্য-পীর কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এদের মধ্যে সামান্য ক'জন মুসলিম কবি ছাড়া বাকি সবাই হিন্দু কবি। ডক্টর সুকুমার সেন যে ৬০ জন কবির তালিকা দিয়েছেন এঁরা হচ্ছেন :[১]

১. ভৈরব চন্দ্র ঘটক (১৭০০—১৭০১ খ্রি:), ২. ঘনরাম চক্রবর্তী (১৭১১ খ্রি:), ৩. রামেশ্বর (ভট্টাচার্য) চক্রবর্তী (১৭১১ খ্রি:), ৪. ফকির রামদাস কবিরাজ বা কবিভূষণ (১৭০১—০২ খ্রি:), ৫. বিকল চট্ট, (১৭১২ খ্রি:), ৬. দ্বিজ গিরিধর (১০৭০ মল্লাব্দ), ৭. মৌজিরাম ঘোষাল, ৮. কৃষ্ণকান্ত, ৯. শিবচরণ, ১০. রামশঙ্কর সেন, ১১. দ্বিজ কৃপারাম, ১২. কাশীনাথ ভট্টাচার্য সার্বভৌম, ১৩. দ্বিজ রামধন, ১৪. দ্বিজ নন্দরাম, ১৫. অযোধ্যারাম রায় কবিচন্দ্র, ১৬. দ্বিজ রামচন্দ্র, ১৭. দ্বিজ বিশ্বেশ্বর, ১৮. ভারতচন্দ্র রায়, (১৭৩৭ খ্রি:), ১৯. দ্বিজ জনার্দন, ২০. দ্বিজ অমর সিংহ, ২১. দ্বিজ রামচন্দ্র, ২১. দুর্গাপ্রসাদ ঘটক, ২৩. ঈশান গোস্বামী, ২৪. নরহরি, ২৫. মধুসূদন, ২৬. দ্বিজ কালিদাস, ২৭. দ্বিজ বিশ্বনাথ, ২৮. গোবিন্দ ভাগবত, ২৯. শিবচন্দ্র সেন, ৩০. বিপ্রনাথ সেন, ৩১. দ্বিজ রামকিশোর, ৩২.লালা জয়নারায়ণ সেন, ৩৩. দ্বিজ রামানন্দ, ৩৪. দ্বিজ রঘুনাথ, ৩৫. দ্বিজ রামকৃষ্ণ, ৩৬. ফকির চাঁদ, ৩৭. দ্বিজ দীনরাম, ৩৮. নয়নানন্দ, ৩৯. দ্বিজ রঘুরাম, ৪০. দ্বিজ হরিদাস, ৪১. বিজয় ঠাকুর, ৪২. শিবরাম রাজা, ৪৩. দেবকীনন্দন, ৪৪. গঙ্গারাম, ৪৫. শিবনারায়ণ, ৪৬. কুমুদানন্দ দত্ত, ৪৭. মুক্তারাম দাস, ৪৮. বিদ্যাপতি, ৪৯. শ্রী কবি বল্লভ, ৫০. কিঙ্কর, ৫১. ফকির রাম, ৫২. কৃষ্ণবিহারী, ৫৩. আরিফ, ৫৪. দ্বিজ গুণনিধি, ৫৫. লালমোহন, ৫৬. দয়াল, ৫৭. শঙ্করাচার্য, ৫৮. কৃষ্ণ হরিদাস, ৫৯. ফকিররাম কবিভূষণ ও ৬০. ফৈজল্লা।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ তালিকাটিই তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন বলে দেখা যায় এবং শাহ্ গরীবুল্লাহ্ ও জয়নাথ বিশির নাম যোগ করে কবির সংখ্যা ৬২ জন বলে উল্লেখ করেছেন।[২] আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের তালিকায় গরীবুল্লা ছাড়া আরও ৪ জন নতুন কবির নাম আছে।[৩] এরা হচ্ছেন, ১. ওয়াজেদ আলী, ২. লেংটা ফকির, ৩. শেখ তনু ও ৪. শেরবাজ। এঁরা সবাই মুসলিম কবি। ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল যে ১৪জন নতুন কবির কথা বলেছেন, তাঁদের মধ্যে ১১জনের নাম অজ্ঞাত এবং বাকি ৩জন হচ্ছেন, ১. খোকনরাম দাস (১০৮৭ বঙ্গাব্দ?), ২. দ্বিজ রামপ্রসাদ (১১৩৬ বঙ্গাব্দ?) ও ৩. হরেকৃষ্ণ চক্রবর্তী (১৩১২ বঙ্গাব্দ?)। ডক্টর গিরীন্দ্র নাথ দাস অন্যান্য সূত্র থেকে ২ জন অজ্ঞাত পরিচয় কবিসহ ১৪জন নতুন কবির তালিকা দিয়েছেন এবং এঁরা হচ্ছেন, ১. রঘুনাথ সার্বভৌম, ২. তারিণী শঙ্কর ঘোষ, ৩. নন্দরাম মিত্র, ৪. দ্বিজ শুকদেব, ৫. বেচারাম, ৬. কৌতুকরাম চট্টোপাধ্যায়, ৭. কালাচাঁদ, ৮. অজ্ঞাত, ৯. অজ্ঞাত, ১০. জৈমিনী, ১১. কালিচরণ, ১২. মথুরেশ, ১৩. নায়েক ময়াজ গাযী ও ১৪. রামানন্দ।[৪] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থ তালিকায় ২৪জন লেখকের নাম পাওয়া গেছে।

---

১. ডক্টর সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, ৪৫১-৬৪ পৃ:।
২. ডক্টর মুহম্মদ শহিদুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, ৪৪৮ পৃ:।
৩. ডক্টর গিরীন্দ্র নাথ দাস : বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, ৪৯৫ পৃ:।
৪. প্রাগুক্ত, ৪৯৫-৯৬ পৃ:।

এতে দেখা যাচ্ছে যে, এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক কবি সত্যপীরকে নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে কোনো হিন্দু কবি সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে এ কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ সূত্র ধরে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে এ কাহিনী রচিত হয়নি।

মধ্যযুগের প্রখ্যাত কবি শেখ ফয়জুল্লাহ্ সত্যপীর কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ তথ্যের আবিষ্কারক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মূল হস্তলিখিত পুঁথিটি হস্তগত করতে অক্ষম হয়ে নিম্নলিখিত ভণিতাটি নিজ হস্তে নকল করে এনেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১] তা নিম্নরূপ :

গোর্খ বিজয় আদ্যে মুনি সিদ্ধান্ত কত। কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত ॥
খোঁটাদুরের পীর ইছমাইল গাযী। গাযীর বিজএ সেহ মোক হইল রাজী ॥
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব্ব কখন। ধন বাড়ে শুনিলে পাতকী খণ্ডন ॥
মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন। শেখ ফয়জুল্লা ভনে ভাবি দেখ মন ॥

মুনি (৭), রস (৬), বেদ (৪) ও শশী (১) অঙ্কস্য বামগতিতে ১৪৬৭ শতাব্দ (১৫৪৫ খ্রি:)। রসকে ৬ না ধরে ৯ ধরলে তা হবে ১৪৯৭ শকাব্দ (১৫৭৫ খ্রি:)। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে, এ পাঠ হবে মুনি বেদ রস শশী অর্থাৎ ১৬৪৭ শকাব্দ (১৭২৫ খ্রি:)[২] ২. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে এ বিসয়ে গ্রন্থকারের সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তিনি পুঁথির পাণ্ডুলিপিটি ২৪ পরগনা জেলার (ভারত) এক ভদ্রলোকের বাড়িতে দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও তা হস্তগত করতে না পেরে ভণিতাটুকু লিখে এনেছিলেন। এ পাঠের নির্ভুলতা, তাঁর মতে, প্রশ্নাতীত। ডক্টর সেন পুঁথিটি স্বচক্ষে না দেখেও এটিকে 'মুনি বেদ রস শশী' পাঠ কেমন করে বলতে চেয়েছেন, তা আদৌ বোধগম্য নয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে কোনো হিন্দু কবি রচিত সত্যপীর কাহিনী পাওয়া যায়নি বলেই এ কথা বলা যায় না যে, এ কাহিনীর আদি রচয়িতাও হিন্দু ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র পীর-দেবতা হলেও সত্যপীরের মধ্যে ইসলামের প্রভাব বেশি। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে এ পীর-কাহিনীর সৃষ্টি একজন মুসলিম কবি দ্বারা সর্বপ্রথমে হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে এবং সেই কবিটি ছিলেন খুব সম্ভব উপরে উল্লিখিত শেখ ফয়জুল্লা।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যেতে পারে, এই ফয়জুল্লা ছাড়া এ নামের আরও একজন কবি সত্যপীরকে নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই কবি 'পাচনার কবি ফয়জুল্লা' নামে পরিচিত।

সত্যপীর জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার পীর-দেবতা

লৌকিক পীর-দেবতা হিসাবে সত্যপীর খুবই জনপ্রিয়। তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সমন্বিত পীর-দেবতা, এটি তাঁর জনপ্রিয়তার একটি কারণ হতে পারে। কিন্তু এর চেয়েও বড় কারণ ছিল বোধ হয় যে, তিনি ছিলেন বস্তুতান্ত্রিক জগতের লাভ-লোকসানের পীর-দেবতা।

সাধারণত মানুষের দেবতা পূজা বা পীর ভজনা করার পিছনে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমে পারলৌকিক মঙ্গল লাভের আশা। ঐহিক মঙ্গল লাভের আশা খুব গৌণ না হলেও সেটিই সেখানে একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নয়। বরং পারলৌকিক ও ঐহিক এই উভয়বিধ মঙ্গলই আসুক সেটিই হয় ভক্তের আরাধ্য বস্তু।

সত্যপীরের বেলায় দেখা যায় যে, পারলৌকিক বিষয়ের কোন বালাই সেখানে নেই। তিনি মানুষের কল্যাণের পীর-দেবতা, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই কল্যাণ বস্তুতান্ত্রিক জগতের চৌহদ্দি অতিক্রম করে এক পা-ও বাইরে যেতে নারাজ। তাঁকে নিয়ে যত কাহিনী রচিত হয়েছে তার কোনোটিতেই তিনি ভক্তের পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করে দিয়েছেন বা দিবেন, এ রকম ঘটনা তো দূরের কথা, এ রকম কোন ইঙ্গিতও কোনো কাহিনীতে নেই।

১. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ৮৮-৮৯ পৃ:।
২. অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রমে, ২৮৯ পৃ:।

ভক্তেরা তাঁকে পূজা বা শিরনি দেয় একান্তভাবে পার্থিব লাভের আশায় এবং বিপদের ভয়ে। পীর প্রসন্ন হলে অজস্র করুণাধারায় ভক্তের অশেষ মঙ্গল করবেন এ আশা যেমন ছিল, সেই সঙ্গে তিনি রুষ্ট হলে ভক্তের সমূহ বিপদ হবে এ আশঙ্কাও ছিল। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

রামেশ্বর চক্রবর্তী রচিত 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' উপাখ্যানের প্রথম গ্রন্থের কৃষ্ণভক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিষ্ণু শর্মা পীরের পূজা দিয়েছিলেন দারিদ্র্য ঘুচাবার অভিলাষে, কোনো পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য নয়। এবং তাতে তিনি সাফল্যও লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় কাহিনীর সন্তানহীন বণিক সদানন্দ পীরের পূজা দিয়েছিলেন সন্তান লাভের আশায়। পীরের প্রসাদে প্রাপ্তকন্যা চন্দ্রকলা পীরকে পূজা দিয়েছিলেন প্রবাসী পিতা ও স্বামীকে নিরাপদে ফিরে পাবার মানসে, কোনো পারলৌকিক কল্যাণের জন্য নয়। পীরের দয়ায় তাঁর অভিলাষ পূর্ণও হয়েছিল।

গরীবুল্লাহ্‌র 'সত্যপীরের পুঁথি' (মদন-কামদেবের পালা) উপাখ্যানে হুগলীর চন্দননগরের বণিক জয়ধর পীরের পূজা করেছিলেন তৃতীয় পুত্র লাভের আশায়। পীরের দয়ায় প্রাপ্ত সেই তৃতীয় পুত্র 'সুন্দর' বণিকের মৃত্যুর পর সর্বপ্রকার পার্থিব বিপদ থেকে রক্ষা পান। পারলৌকিক কোনো কল্যাণের ইঙ্গিতও এ কাহিনীতে নেই। শ্রীকবি বল্লভ রচিত 'মগন-সুন্দর' কাহিনীতেও একই ধরনের ঘটনা বর্ণিত আছে।

কবি আরিফ রচিত 'লালমোনের কেচ্ছাতে' দেখা যায় যে, সত্যপীরকে রুষ্ট করার ফলে পীরের অভিশাপে বাদশাহ্ হোসেন ও তাঁর স্ত্রী লালমোন অশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করেন। পরে পীরকে স্মরণ করলে তাঁর দয়ায় তাঁদের পুনর্মিলন ঘটে এবং তাঁরা-পীরের মানত শোধ করেন। এখানেও দেখা যাচ্ছে, ঐহিক কল্যাণ সাধন করেছিলেন বলেই পীর তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে শিরনি পেয়েছিলেন।

ফয়জুল্লা বা ফয়জুল্য নামক কবি রচিত 'কুঞ্জবিহারী পালা' নামক কাব্যে দেখা যায় যে, বণিক সুবর্ণের পত্নী রত্নমালা সত্যপীরের পূজা মানত করেছিলেন নিরুদ্দেশ ও বিদেশগামী পুত্র কুঞ্জবিহারীর নিরাপত্তার জন্য। আর কুঞ্জবিহারীও পীরকে পূজা দিয়েছিলেন পীরের দৌলতে বিস্তর বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে স্ত্রী মালতীসহ নিরাপদে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে পিতা ও মাতাকে ফিরে পাবার পরে। এখানেও পীর জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার বিধানকারী দেবতা, কোন পারলৌকিক মঙ্গলের নন।

কবি ভারতচন্দ্র রচিত 'সত্য নারায়ণের ব্রত কথা' নামক কাহিনীতে দেখা যায়, দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিষ্ণু, সাত কাঠুরিয়া প্রভৃতি সবাই পীরের পূজা দিয়ে বিস্তর ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন এবং নিঃসন্তান সদানন্দ বেনে পেলেন চন্দ্রকলা নামক এক কন্যা। পীরের পূজায় অবহেলার জন্য চন্দ্রকলা, তার পিতা ও স্বামী অশেষ দুর্গতি ভোগ করেন। কিন্তু পরে সঠিকভাবে পীরকে পূজা দিলে তারা সবাই পরম সুখে বাস করতে থাকেন।

কবি কৃষ্ণহরি দাস রচিত ও ১০পালা বা খণ্ডে বিভক্ত 'বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথি' নামক বিরাট কাব্যে মালঞ্চার পালা সমধিক উল্লেখযোগ্য। এতে সত্যপীরের জন্মবৃত্তান্ত ও তার অলৌকিক শক্তির পরিচয় আছে। মালঞ্চার রাজা মৈদলব (সত্যপীরের মাতা সন্ধ্যাবতীর পিতা) সত্যপীরকে শিরনি দিয়েছিলেন অথবা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন পীরের রোষে হারান স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য ও প্রজাবৃন্দকে তাঁরই দয়ায় ফিরে পেয়ে শান্তিতে বসবাস করার জন্য, মৃত্যুর পরে স্বর্গধামে ঠাঁই পাবার জন্য নয়। বাকি পালাগুলিতেও প্রায় অনুরূপ পার্থিব কল্যাণের কথাই আছে।

মোট কথা, সত্যপীরকে নিয়ে যত কাহিনী রচিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে এমন একটি নেই যেখানে পারলৌকিক কল্যাণের জন্য পীরকে পূজা বা শিরনি দেওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। পীর ভক্তদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার বিধান করে দিয়েছিলেন বলেই তাদের পূজা-শিরনি তিনি পেয়েছিলেন। এবং এ কারণেই এই পীর-দেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের এত সমারোহ ছিল এবং আজও কোনো কোনো স্থানে তার জের চলছে।

সত্যপীর কাহিনীর উদ্ভব স্থান

এ কাহিনীর প্রথম রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লাহ্ সম্বন্ধে কেউ বলেন যে, ইনি পূর্ববঙ্গের, আবার কেউ বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের (ভারত) রাঢ় অঞ্চলের লোক। তাঁর পরে এ কাহিনী নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের

অধিকাংশই রাঢ় অঞ্চলের লোক ছিলেন বলে দেখা যায়। কবি রামেশ্বর চক্রবর্তীর নিবাস রাঢ় অঞ্চলে, দেশড়ার নিকটবর্তী তাজপুরের অধিবাসী কবি আরিফ 'দক্ষিণ রাঢ়ের লোক'। কবি ভারতচন্দ্র 'বর্ধমানের অন্তঃপাতী ভুরসুট পরগনার মধ্যস্থিত পেড়ো গ্রাম অর্থাৎ রাঢ়ের অধিবাসী। পাচনার কবি ফয়জুল্লাহ্‌সহ এ কাহিনীর উল্লেখযোগ্য রচয়িতাদের মধ্যে আরও অনেকেই ছিলেন রাঢ়ের অধিবাসী। অনেক পরবর্তীকালের রচয়িতা কৃষ্ণহরিদাস ছাড়া উত্তর বঙ্গে আর বিশেষ কোনো কবির রচনা দেখা যায় না।

এ কাহিনীর উল্লেখযোগ্য রচয়িতাদের বেশিরভাগ রাঢ় অঞ্চলের হলেও কাহিনীর যথেষ্ট প্রভাব দক্ষিণবঙ্গের চব্বিশপরগনা জেলার দেখা যায়। এ অঞ্চলের চব্বিশপরগনা, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলাসমূহে এক কালে যথেষ্ট পীর-প্রভাব ছিল এবং সত্যপীর তাঁদেরই একজন ছিলেন। রাঢ় অঞ্চলে সত্যপীর কাহিনী উদ্ভব হলেও এর প্রভাব দক্ষিণবঙ্গেই বেশি ছিল বলে দেখা যায়। চব্বিশপরগনায় এই পীরের অসংখ্য থান ছিল এবং এ রকমটি আর কোথাও নেই।

গ. অন্যান্য পীরকাহিনী

মানিক পীর : এককালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ-পরগনা, হুগলি, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় এবং বাংলাদেশের যশোহর-খুলনা অঞ্চলে মানিক পীরের বিশেষ প্রভাব ছিল। এখনও তার কিছু রেশ দেখা যায়, তবে আগের সে জৌলুস আর নেই। বাঙলার অন্যত্র এ পীরের বিশেষ কোনো প্রভাব ছিল না, এখনও নেই।

এই পীর সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেন বলেন,[১] "সত্যপীর যেমন জোড়াতালি (Composite) দেবতা মানিক পীর ঠিক তেমন নয়। মানিক সূফীদের স্বীকৃত পীর। তিনি অনেকটা যীশুর স্থানীয়। কখনও কখনও তিনি যীশুর ('ঈশান বীর') সঙ্গে অভিন্ন। মানিক পীরের সঙ্গে মানিক (মাণিক্য) শব্দের কোন সংস্পর্শ নাই। ইহা আসিয়াছে মানিকী (Manichee, গ্রীক Manikhaios) হইতে। (ইনি ইরানের লোক ছিলেন এবং খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দে জয়থুশ্‌ত্রীয় ও খ্রিস্ট ধর্মের সংমিশ্রণে নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সূফীরা মানিককে পীর বলিয়া এবং যীশুর মতো দয়ালু ও ব্যাধি নিবারক বলিয়া—গ্রহণ করিয়াছিলেন)।"

এ সম্পর্কে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বলেন,[২] "... এই ব্যুৎপত্তি হাস্যজনক। ঈরান, আফগানিস্তান, হিন্দুস্তান কোথাও মানিক পীরের নামটি পর্যন্ত নাই। সুতরাং বাংলাদেশের এই পীরকে যে ঈরান হইতে আমদানি করা হইয়াছে, ইহা অবিশ্বাস্য। সূফীদের কাছে মানিক পীরের কোন স্থান নাই। মানিক পীর, বড় খাঁ গাযী, কালু গাযী ইত্যাদির ন্যায় বাংলাদেশের এক লৌকিক পীর।"

এ পীর সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন,[৩] "মানিক পীর হিন্দু-মুসলমানের মান্যপীর। মাঝিগণ বড় বড় নদীতে নৌকা ছাড়িয়া মানিক পীরের নাম স্মরণ করে। কোনও কোনও স্থলে হিন্দুগণ গবাদির অসুখ হইলে মানিক পীরের নামে মুরগি নেওয়াজ করে এবং গাভী প্রসব হইলে ২১ দিনের দিন মানিক পীরকে দুধ দিয়া পরে দুধ ব্যবহার করিয়া থাকে। ২৪ পরগনার যাদবপুরে মানিক পীরের বাৎসরিক মেলা বসে।"

এ পীরের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ডক্টর সেন বলেন,[৪] "অল্পকাল আগেও রামায়ণ গানের মত মানিক পীরের গান পথেঘাটে এবং পাঁচালী পীরের আস্তানায় শোনা যাইত। এ গানের গায়ক ও বাদক প্রায়ই মুসলিম। এখনকার দিনে যাহারা পীরের ছড়া গাহিয়া ভিক্ষা করে তাহারা হাতে চামর রাখে ...।"

মানিকপীর সম্বন্ধে ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস বলেন,[৫] "মানিকপীর সাধারণভাবেই গোসম্পদ বা পশু সম্পদ-রক্ষক দেবতা স্থানীয় বলে কল্পিত। মানিক পীরের দরগাহ্-স্থানে ভক্তগণ নিয়মিত ধূপ-বাতি

---

১. ডক্টর সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, ৬8৫ পৃ:।
২. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : বাংলা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, 8৬৭ পৃ:।
৩. প্রাগুক্ত।
8. ডক্টর সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, 8৬৮ পৃ:।
৫. ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস : বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, 8১৮-১৯ পৃ:।

প্রদান করেন, হাজত মানত ও শিরনি দেন। ... গাভীর প্রথম দুধ প্রায় ক্ষেত্রে প্রথমেই মানিক পীরের দরগাহে প্রদত্ত হয়। ... মানিকপীরের নামে অনেকে গরুও উৎসর্গ করে মাঠে ছেড়ে দেন।"

বেশ কয়েকজন কবি মানিক পীরকে নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এগুলির মধ্য, (১) ফকির মহম্মদের 'মানিক পীরের গীত', (২) মুন্সী মোহাম্মদ পিজিরদ্দীনের 'মানিক পীরের কেচ্ছা', (৩) জয়রদ্দিনের 'মানিক পীরের জহুরা নামা', (৪) নসর শহীদের 'মানিক পীরের গান,' (৫) বয়নদ্দীনের 'মানিক পীরের গান' ও (৬) খোদা নেওয়াজের 'মানিক পীরের গান' উল্লেখযোগ্য।

একদিল শাহ্

"চব্বিশ-পরগনা জেলার (ভারত) বারাসত মহকুমার অন্তর্গত আনোয়ারপুর পরগনার কাজীপাড়া নামক গ্রামে পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজীর পবিত্র মাযার শরীফ আছে। এখানে প্রতি পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব রাত্রে উরস উৎসবের সূত্রপাত হয় এবং সাধারণত আট দিন ধরে তা চলে।"[১]

"পীর হজরত একদিল শাহ্ রাজীর পুরা নাম পীর হজরত আহমদ উল্লা রাজী। জনসাধারণ তাঁকে 'একদিল শাহ্' খেতাবে ভূষিত করেছেন।

"সাহেবদিল শব্দটি অপভ্রংশে সাহ্ ইবদিল > সাহ্-এবদিল এবং তা থেকে সাহ্-একদিল শব্দে রূপান্তরিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একদিলের শব্দগত অর্থ এক বা অদ্বিতীয় হৃদয়। অর্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী। পরবর্তীকালে সাহ্ শব্দটি হয়ত উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে।

"Sahib-dil (clear thoughted stoic) which is often used to mean a Sufi; Lit. master of ones heart or passinons' (AKBANAMA)"[২]

ডক্টর দাসের এই ব্যুৎপত্তি হাস্যজনক। ফারসি 'সাহিব দিল' শব্দের অর্থ সাহসী, ধার্মিক ব্যক্তি ("courageous; a man of piety')[৩] আর একদিল শব্দের অর্থ, সর্বসম্মত, এক হৃদয়; সর্বসম্মতিক্রমে, একমতে ('unanimous; one hearted; unjform, unanimousty, with one accord')[৪] এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ।

ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে,[৫] "হুমায়ুন বাদশাহের সময় তিনি (একদিল শাহ্) আনোয়ারপুরে আসেন। তাঁহার পরে তাঁহার খাদিমগণের জন্য বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ২২৫২ বিঘা জমি লাখেরাজ রূপে দান করেন।" এই পীর ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কোনো কাল্পনিক পীর-দেবতা নন। তবে তাঁর সম্বন্ধে যেসব কাহিনী আছে এবং তাতে এতসব অলৌকিক উপাদান স্থান পেয়েছে যে, তাতে তিনি অনেক ক্ষেত্রে কাল্পনিক পীর-দেবতাকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

একদিল শাহ্‌কে নিয়ে এ পর্যন্ত দু-খানি হস্তলিখিত ও একখানি মুদ্রিত পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি হচ্ছে :

১. হেলু মীরার পুঁথি :[৬] পুঁথির লিপি কাল ১২০৩ বঙ্গাব্দ (১৭৯৫—৯৬ খ্রি:), রচনাকাল জানা যায়নি। তবে ভাষা দেখে ধারণা হয় যে, এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে রচনা হয়ত নয়। ৩৬৭ পৃষ্ঠার এই বিরাট কাহিনী, ১. খাকের পালা, ২. জনমের পালা, ৩. চুরির পালা, ৪. করুণার পালা, ৫. ডাকিনীর পালা, ৬. মুরিদের পালা, ৭. হরিণীর পালা, ৮. ছুটীখাঁর পালা, ৯. ধেনুচরাবার পালা, ১০. কুঞ্জের শাহ্‌র পালা, ১১. বৌড়ার বিড়ম্বনের পালা ও ১২. সুকুর-জনমের পালা। এই ১২ পালায় বিভক্ত।

১. প্রাগুর্ক্ত, ৪২ পৃ:।
২. প্রাগুক্ত, ৪০ পৃ:।
৩. Persian English Dictionary, p. 778.—F Steingass.
৪. Ibid. p, 1533.
৫. বাংলা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৮৫ পৃ: ।—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।
৬. এ দুটি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গেছে বন্ধুবর কবি মুফাখখারুল ইসলাম সাহেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহ-শালা থেকে। পুঁথি দুটি তিনি আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন বলে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।—গ্রন্থকার।

২. *আশেক মহম্মদ ওরফে হেলুমিঞা রচিত কাহিনী : ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ এ কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন একটি মুদ্রিত পুঁথি থেকে। পুঁথিটি শেষের দিকে খণ্ডিত। তিনি ৮টি পালা পেয়েছেন এবং* সেগুলি হচ্ছে, ১. জন্ম পালা, ২. শিক্ষা লাভ পালা, ৩. ডাকিনীর পালা, ৪. কাঞ্চন নগরের পালা ৫. মুর্শিদের পালা, ৬. হরিণীর পালা, ৭. ছুটির পালা ও ৮. বড়ুয়ার বিড়ম্বনের পালা। এই দুই পুঁথির মিল অসাধারণ।

৩. শাহ্ বক্‌শ উল্লার পুঁথি : লিপিকাল ১২৪২ সাল (১৮৩৮ খ্রি:)। ভাষা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বলে ধারণা। পুঁথির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৮। এতে কোনো পালা বিভাগ নেই। খাকের পালা, মুরিদের পালা ইত্যাদি কাহিনী এতে স্থান পায়নি। হেলু মীরার পুঁথির সঙ্গে এ পুঁথির কাহিনী ও ভাষাগত মিল যথেষ্ট আছে, কিন্তু ভাষাগত অন্ধ অনুকরণ নেই। এটিকে হেলু মীরের পুঁথির সংক্ষিপ্ত ভাষণ বলে ধারণা হয়।

পীর গোরাচাঁদ

ডক্টর সুকুমার সেন পীর গোরাচাঁদকে হিন্দুর ঠাকুর বলেছেন। তিনি বলেন, "কৃচিৎ হিন্দুর ঠাকুর সম্পূর্ণরূপে মুসলমানের পীর হয়ে গেছেন কিন্তু নাম বদলাননি। যেমন বর্ধমান ও চব্বিশ-পরগনা জেলার পীর গোরাচাঁদ।"[১] ডক্টর সেন তাঁর উক্তির সমর্থনে কোন প্রমাণ দেননি। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ এই পীরকে নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি যে একজন মুসলিম ও ঐতিহাসিক ব্যক্তি তা প্রমাণ করতে চেষ্টার ক্রুটি রাখেননি। তিনি বলেন,[২] "পীর গোরাচাঁদের আসন নাম সৈয়িদ 'আব্বাস' আলী। ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রামে তাঁহার মাযার আছে। প্রত্যেক বৎসর ১২ ফাল্গুন হাড়োয়ায় পীরের মেলা বসে। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ঐদিন হিন্দু গোয়লাগণ ১২ মন খাঁটি দুধ দিয়ে পীরের পাকা মাযার ধুইয়া দেয়। বাস্তবিক পীর গোরাচাঁদ নিকটবর্তী হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তির পাত্র। তাহারা পীরের নামে মানত করে। হাড়োয়া ও পেয়ারা গ্রামে পীরের খাদেমগণ বাস করেন। তাঁহারা ১৫০০ বিঘা লাখেরাজ সম্পত্তি বহুকাল ধরিয়া ভোগ করিতে থাকেন। ... পীর গোরাচাঁদের পুঁথি লেখক খাদিম বংশের পেয়ারা নিবাসী মুন্সী মোহাম্মদ এবাদুল্লাহ্ ভূমিকায় বলেন, "এই পুঁথি ফারসি ভাষায় লিখিত হইয়া বংশানুক্রমে আমরা দখল করিয়া আসিতেছি। ইহা সর্বপ্রথম কাহার দ্বারা এবং কোন সনে লিখিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। আমার পিতামহের খুল্লতাত ভ্রাতা মুন্সী বাশারত হুসেন ইহার বহুল প্রচার উদ্দেশ্যে (বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ অধিকার না থাকায়) শেখলাল ও শেখ জয়নদ্দিন নামক শায়েরদ্বয় দ্বারা ইহা বাঙ্গালা মুসলমানি ভাষায় পাঁচালী ছন্দে অনুবাদ করিয়া লয়েন। ... পরে আমি নানা অনুসন্ধানে ও পরিশ্রমে সেই অনুবাদের নকল পুস্তক সংগ্রহ করি। হিন্দু-মুসলমানের সহজে বোধগম্য ২৪ পরগনার চলতি বাঙ্গালা ভাষায় ইহার প্রচার করিলাম (২৪ ফাল্গুন ১৩১৭)।"

এই পীর সম্বন্ধে ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস বলেন, "তাঁর দীক্ষা গুরুর নাম পীর হজরত শাহ্ জালাল এয়মেনি। তিনি পীর শাহ্ জালালের নিকট কাদেরিয়া তরীকার সূফীমতে দীক্ষা নিয়েছিলেন।"[৩] কিন্তু তিনিও আরও অনেকের মতো তাঁর উক্তির সমর্থনে কোনো প্রমাণ দেননি। মুন্সী এবাদউল্লাহ্‌র পুঁথি ছাড়াও বিংশ শতাব্দীতে আরও তিনটি গ্রন্থ এ পীরকে নিয়ে রচিত হয়েছে। মুন্সী এবাদুল্লাহ্ কর্তৃক রচিত গ্রন্থের কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ :[৪]

আরবের মক্কানগরের সৈয়দ করিমুল্লাহ্‌র পুত্র সৈয়দ আব্বাস আলী ওরফে গোরাচাঁদ অল্প বয়সে ফকির হয়ে বার বছর সাধনার পর আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত স্বপ্নাদেশে বালাণ্ডায় ইসলাম প্রচারে আসেন 'ছোন্দল' নামক অনুচরকে সঙ্গে করে। পথে পাণ্ডুয়ার শাহ্ সূফী, ত্রিবেণীর দফর খান, আবাল পীর

১. ইসলামিক বাংলা সাহিত্য, ৮২ পৃ: ।—ডক্টর সুকুমার সেন।
২. বাংলা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৬৮ পৃ: ।—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।
৩. বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, ১১১ পৃ: ।—ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস।
৪. বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, ৪৬৯-৭৫ পৃ: ।—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

সিরসিনী, আনোয়ার পুরের একদিল শাহ্ প্রমুখ পীরদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। দেউলিয়া গ্রামে এসে তিনি ছোন্দলকে পাঠান স্থানীয় নৃপতি চন্দ্রকেতুর নিকট। রাজার কথায় লোহার কলাগাছে পাকা কলা ফলিয়ে এবং বেড়ায় চাঁপা ফুল ফুটিয়ে দিলেও রাজা গোরাচাঁদকে পীর বলে না মানলে তাঁর অভিশাপে রাজা নিকটবর্তী দহগঙ্গায় সপরিবারে ডুবে মরলেন। পীর এবার দামা-হামা নামক দুই বিধর্মীকে খতম করলেন। তাঁর ভয়ে আন্ধির ভদ্র নামক এক অত্যাচারী বীর পালিয়ে গেলেন। এরপর তিনি কঙ্কেশ্বর নামক এক দৈত্য রাজার বাড়ি দহডুবি করলেন। অতঃপর পীর গেলেন খাড়ি-জুড়ি রাজ্যের রাজা দক্ষিণ রায়ের কাছে। এর আগে দক্ষিণ রায় বড়খাঁ গাযীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। খাড়ি-জুড়ি দুই রাজ্যে উভয়ের অধিকার মেনে নিয়ে রায় সন্ধি করলেন।

সেখানে থেকে পীর গেলেন হাতিয়াগড়ে আকানন্দ ও বাকানন্দ নামক নরমাংস লোভী দুই দৈত্য ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। বাকানন্দ পরাজিত হলে আকানন্দ যুদ্ধে এসে চক্রবাণ নিক্ষেপ করলেন; এই বাণ থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় কলেমা। পীর তা ভুলে গেছেন, ভুলে গেছেন ছোন্দলও। বাণের আঘাতে পীরের বাম কাঁধ কাটা গেলে পীরের গুরু হজরত শাহ্ জালালের নির্দেশ মনে পড়লে পান চিবিয়ে কাটাস্থান জোড়া লাগাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলেন পান কোথাও নেই। আঘাত নিয়ে যুদ্ধ করেও তিনি আকানন্দকে পরাজিত করলে আকানন্দ পালিয়ে গেল। পীর এবার চললেন বালাণ্ডায়। পথে পড়ল খুনিয়া, বেহারী, কেশবপুর, হিরিঞ্জি ও রায়খা কিন্তু কোথাও পান পাওয়া গেল না। বালাণ্ডায় পীরের কেরামতিতে বেড়ু বাঁশ জন্মাল। এর পরে তিনি এলেন বিদ্যাধরীর তীরে অবস্থিত গোপপুরে, আহত পীর সেখানে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। এর পরেও পানের চেষ্টা চলল, কিন্তু কোথাও পান মিলল না। এর পরে পীরের নির্দেশে ছোন্দল ইটের গুড়া সংগ্রহ করতে গেলেন যাতে ইটের গুড়া লাগালে ক্ষত নিরাময় হয়। কিন্তু তা কোথাও পাওয়া গেল না। মৃত্যু নিকটবর্তী জেনে পীর ছোন্দলকে খেলাফত দিয়ে বর্ধমানে পাঠিয়ে দিলেন।

"মৃত্যুর পূর্বে আন্ধার মানিক গ্রামের দুই ভাই গোয়ালা কালু ঘোষ ও কিনু ঘোষ পীরের কথামত গোর খুঁড়িয়া পরে তাঁহাকে গোসল দিয়া দিল। পীর নিজেই ওজু করিয়া নিজের খিরকা ও ইজার কাফন বানাইয়া বিসমিল্লাহ বলিয়া গোরে" প্রবেশ করলে তাঁর মৃত্যু ঘটল। পীরের হাড় বড় গোপপুরে গাড়া হয়েছিল বলে এ স্থানের নাম হয় হাড়োয়া এবং সেখানেই পীরের মাযার আছে।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কর্তৃক উল্লিখিত এই কাহিনী এবং পীর গোরাচাঁদ সম্পর্কে প্রচলিত অন্যান্য কাহিনীর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। জনপ্রবাদ ভিত্তিক এই কাহিনী এদেশে বহুল প্রচলিত একটি রম্য কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তা হচ্ছে নিম্নরূপ : একদা এক মূষিক ও এক হস্তীর মধ্যে প্রবল বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে যুদ্ধ বাঁধে। মূষিকের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ঐরাবত প্রাণভয়ে পলায়নপর হয়ে আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় না দেখে বদনার ভিতরে প্রবেশ করে আত্মগোপন করে। কিন্তু ইঁদুর সেখানেও হাতিকে তাড়া করলে প্রাণভয়ে হাতি বদনার নল দিয়ে বের হবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার সারা দেহ নলের ভিতর দিয়ে বের হয়ে গেলেও লেজটা সংকীর্ণ নলের মধ্যে আটকা পড়ে যায় এবং তার ফলে সে ইঁদুরের হাতে প্রাণ হারায়। হিন্দিতে 'হাতি নিকাল্ গেয়া, মগর উস্‌কী দুম্ আটকগয়ী' এই প্রবাদ প্রচলিত আছে।

এখানেও প্রায় অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে বলে দেখা যাচ্ছে। পীর গোরাচাঁদের মুখের কথায় লোহার কলা গাছে কলা পেকে যায়, পাকা দেয়ালে চাঁপা ফুল ফোটে, রাজার বাড়ি হ্রদে পরিণত হলে রাজা তাতে সপরিবারে ডুবে মরেন ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ পীরের চরম দুঃসময়ে ইসলামের মূল মন্ত্র কলেমা পর্যন্ত তিনি একবারও মনে করতে পারেন না, এমনকি তাঁর সহচর ছোন্দলেরও তা মনে থাকে না। তার পর সুদীর্ঘ সতের দিনের অনবরত চেষ্টার পরও তারা একটা পানও সংগ্রহ করতে পারেন না, এমনকি একটা ভাঙ্গা ইট সংগ্রহেও তাঁরা অপরাগ হন। এ দুটি বস্তুর অভাবে পীরকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাই বটে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক. গাযীকাহিনীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ত্রিবেণীর জাফর খান গাযী (প্রথম পরিচ্ছেদে জা'ফর খান গাযী দ্র:) এবং তাঁর তথাকথিত পুত্র উঘুয়ান খানকে কেন্দ্র করে গাযীকাহিনীর প্রথম সূত্রপাত রাঢ় অঞ্চলে হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ, এর আগে বাঙলায় গাযীকাহিনীর আর কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। জা'ফর খান ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পাদ ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জীবিত ছিলেন বলে লিপিপ্রমাণে জানা গেছে। কুরসীনামাতে বর্ণিত আছে যে, তিনি স্থানীয় ভূদেব রাজা ও মান রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী উঘুয়ান খান রাজা ভূদেবকে পরাজিত ও ধর্মান্তরিত করে তাঁর কন্যানে বিয়ে করেছিলেন। এর কিছুকাল পরেই উঘুয়ান খানের মৃত্যু ঘটে। তিনিই পরবর্তীকালে বরখান বা বড় খাঁ নামে পরিচিত হন।

জা'ফর খান গাযী একজন নির্ভেজাল ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও পরবর্তীকালে তিনি দফর খাঁ, দরাব খাঁ প্রভৃতি নামে পরিচিত হন এবং তিনি এবং তাঁর তথাকথিত পুত্র উঘুয়ান বা বড়খান হন অনেক কিংবদন্তির নায়ক। তাঁদেরকে নিয়ে গাযীকাহিনীর যে ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে কোনো স্বতন্ত্র কাহিনী এ পর্যন্ত লিখিতরূপে পাওয়া যায়নি। তবে কুরসীনামার কাহিনী দেখে মনে হয় যে, এটি ছিল সেই ট্র্যাডিশন ভিত্তিকই। আর ফারসি ভাষায় রচিত কুরসীনামাকে ইতিহাস না বলে কাহিনী বলাই নিরাপদ। কারণ, এতে ঐতিহাসিক উপকরণ কিছু কিছু থাকলেও গালগল্পই বেশি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক 'দরাফ খান গাযী' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। হালআমলের এ গ্রন্থ সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

জা'ফর খাঁ ও তাঁর পুত্রের পরে যিনি গাযীকাহিনীর ট্র্যাডিশনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন ছোট পাণ্ডুয়ার (হুগলী, ভারত) শাহ্ সূফী সুলতান। খুব সম্ভব ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পাদে অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে দক্ষিণ রাঢ়ে তিনি ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন। তিনি জা'ফর খাঁ গাযীর প্রায় সমসাময়িক লোক ছিলেন বলে মনে হয়। 'সা শুফি সুলতান বা পাড়ুয়ার কেচ্ছা' নামক তাঁকে নিয়ে রচিত যে কাব্যটি পাওয়া গেছে সেটির রচয়িতা ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শান্তিপুর নিবাসী মহীউদ্দীন ওস্তাগার। কাব্যটি হাল আমলের হলেও এর উপজীব্য বিষয় খুবই প্রাচীন। মনে হয় শাহ্ সূফীকে নিয়ে এ ধরনের কাব্য আগেই রচিত হয়েছিল এবং সেই ট্র্যাডিশনের ধারক ও বাহক হিসাবে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের এই রচনার প্রকাশ।

গাযীকাহিনীর সঙ্গে এর পরে যাঁকে সংযুক্ত দেখা যায় তিনি হচ্ছেন কাটাদুয়ার-গড় মান্দারণের সুবিখ্যাত সেনানী-শাসক শাহ্ ইসমাইল গাযী (মৃত্যু ১৪৭৪ খ্রি:)। শেখ ফয়জুল্লা নামক এক প্রখ্যাত কবি তাঁকে নিয়ে 'গাযী বিজএ' নামক একটি কাব্য ষোড়শ শতাব্দীতে রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। এই কাব্যের রচনা কাল নিয়ে পূর্বে (সত্যপীর কাহিনী দ্র:) আলোচনা করা হয়েছে। এই বিতর্কিত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে এখানে এটুকু বলা যেতে পারে যে, ইসমাইল গাযী ছিলেন খুব সম্ভব তৃতীয় ব্যক্তি যিনি গাযীকাহিনীর ট্র্যাডিশনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন। কাহিনীটি পাওয়া যায়নি বলে এর উপজীব্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। তবে 'রিসালৎ-উশ-শুহাদাতে' বর্ণিত বা সে ধরনের ধর্মপ্রচার ও বিজয় অভিযান সংক্রান্ত কোনো কাহিনী সেখানে ছিল বলে অনুমান করা যায়।

জা'ফর খাঁ, শাহ সূফী ও ইসমাইল গাযী ছিলেন পুরাপুরি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। অতিরঞ্জনের পাল্লায় পড়ে তাঁরা অলৌকিক অস্তিত্বের অধিকারী হয়ে পড়লেও তাঁদেরকে নিয়ে রচিত কাহিনীগুলিতে যথেষ্ট

ঐতিহাসিক উপকরণ ছিল। তবে তাঁদেরকে নিয়ে গাযীকাহিনীর যে ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছিল এবং তাঁকে ভিত্তি করে যেসব উপাখ্যান রচিত হয়েছিল সেগুলির সঙ্গে পরবর্তীকালে রচিত বড়খাঁ গাযীব কাহিনী অর্থাৎ আলোচ্য গাযীকাহিনীর বিশেষ কোনো সম্পর্ক আছে বলে দেখা যায় না।

এই বড়খাঁ গাযী অর্থাৎ আলোচ্য গাযীকাহিনীর নায়ককে দেখা যায় চতুর্থ ব্যক্তি হিসাবে গাযীকাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত হতে। আগের তিনজনের মতো তাঁর ঐতিহাসিকতা প্রশ্নাতীত নয় মোটেই। তিনি আদৌ কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা রক্তমাংসের গড়া কোন মানুষ ছিলেন কিনা, তাতে প্রচুর সন্দেহ আছে। এ সম্পর্কে পরবর্তী নিবন্ধে (৩গ) আলোচনা করা হয়েছে।

এই বড়খাঁকে নিয়ে অন্তত সপ্তদশ শতাব্দীতেই যে গাযীকাহিনীর ট্র্যাডিশন প্রচলিত ছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, এই বড়খাঁ গাযীরই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উল্লেখ দেখা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের কবি কৃষ্ণরামদাসের রায়মঙ্গল কাব্যে (রচনা ১৬৮৪ খ্রি:)। এই গাযীকাহিনীর কোনো লিখিত রূপ সে সময়ে প্রচলিত ছিল কিনা, তা বলার উপায় নেই। কারণ, সে যুগের কোনো লিখিত কাহিনী এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তবে এই গাযী পীরের ট্র্যাডিশন যে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তা বোঝা যায়, কৃষ্ণরামের বর্ণনা থেকেই। কৃষ্ণরাম গাযীপীরের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই রায়মঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে তিনি গাযী পীরের কিছু মহিমার কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে যেভাবে তিনি গাযী পীর সংক্রান্ত কিছু কিছু ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও বহুল প্রচারিত কাহিনী থেকে তিনি গাযী বিষয়ক উপকরণগুলি সংগ্রহ করেছিলেন এবং এগুলি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি ছিল না। তিনি যে উপাখ্যানটি বর্ণনা করেছেন, তাতে দক্ষিণ রায় ও বড়খাঁ গাযী পীরের মধ্যে যুদ্ধের কথা আছে এবং সেই যুদ্ধে বড় খাঁ গাযী জয়লাভ করবেন এমত অবস্থায় সৃষ্টি হলে স্বয়ং ঈশ্বর এসে তাঁদের দু'জনের মধ্যে আপোসের ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে আছে :[১]

"কোপে কায় কম্পমান ছাড়িয়া কামান বাণ
খরশান খাঁড়া নিল ঝাকি ॥
দিয়াছিলেন পয়গাম্বর চোট বৃথা নাহি যার
হীরাধার নিবসয় যম।
মারিতে দক্ষিণ রায়ে ধায় গাযী অনিবারে
বলবন্ত সাহস অসম ॥
বেড়ি পাক দিয়া সাটে সাত হাজার বাঘ কাটে
ফুকারেতে অপর প্রলয়।
আকাশে দেখিল সবে সমুখে আসিয়া তবে
হানে কোপ রায়ের গলায় ॥
কিঞ্চিৎ না করে কার উখারিয়া তরআর
তথাচ মহিমা তার এই।
সেইক্ষণে ক্ষিতি পড়ি মায়ামুণ্ড গড়াগড়ি
যেমন দক্ষিণ রায় সেই ॥
আকাশে প্রলয় পড়ে ঢাল খাড়ায় দুহে নড়ে
সাঁজোয়ায় কোপ ঝনঝন।
ক্ষিতি করে টলমল হেন বুঝি যায় তল
বিকল সকল দেবগণ ॥
কবি কৃষ্ণরাম ভণে দুই সিংহ যেন রণে
কার না করিহ অল্পবোধ।
শুন অপরূপ কথা ঈশ্বর আসিয়া তথা
উত্তরিল ভাঙ্গিতে বিরোধ ॥

১. কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, ২০০-২০১ পৃ:।—সম্পাদক ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য।

২১

অৰ্দ্ধেক মাথায় কালা একভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি হাথে।
ধবল অৰ্দ্ধেক কায় অৰ্দ্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাথে ॥
এই রূপ দরশন পাইয়াছে দুই জন
ধরিয়া পড়িল দুই পায়।
তুলিয়া অখিল নাথে বুঝাইয়া হাথে হাথে
দুইজনে দোস্তানি পাতায় ॥
এই ভাটি অধিকার সকলি দক্ষিণ বাব
হুড়াহুড়ি কেন পীর।
কেবা তোমা নাই মানে বেকত সকল থানে
ডাক পাক দুনিয়া জাহির ॥
যেই তুমি সেই রায় বৰ্ব্বর লোকেতে তায়
ভেদ করে দুঃখ পায় নানা।
* * *
এখন দক্ষিণ রার সব ভাটি অধিকার
হিজুলীতে কালুরার থানা।
সৰ্ব্বত্রে সাহেব পীর সবে নোঞাইবে শির
কেহ তারে না করিবে মানা ॥"

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে একজন হিন্দু কবি কর্তৃক রচিত এই উপাখ্যানের বর্ণনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এটি সুপ্রচলিত কাহিনী ভিত্তিক ছিল এবং অন্তত সে সময়ে বড়খাঁ গাযীর ট্র্যাডিশন সুন্দরবন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একজন হিন্দু লৌকিক দেবতা দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য কীর্তনের উদ্দেশ্যে একজন হিন্দু কবি কর্তৃক রচিত এ কাব্যে সেই হিন্দু লৌকিক দেবতার উপর মুসলিম পীর বড়খাঁ গাযীর এই প্রাধান্য বিস্তারের ঘটনার পিছনে প্রবল শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি শাসিত সম্প্রদায়ের আত্মসমর্পণের মনোভাব সহজেই অনুমেয়। তবে নানা কারণে গাযী পীর যে সে সময়ে তাঁর প্রতিপক্ষ দক্ষিণ রায় থেকে সে অঞ্চলে কিঞ্চিৎ উঁচুতর আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তার কিছু ইঙ্গিত অবশ্য এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

কৃষ্ণরামের পরে যিনি দক্ষিণ রায় ও বড়খাঁ গাযীর উপাখ্যান নিয়ে রচনা করেন, তিনি হচ্ছেন কবি রুদ্রদেব। তাঁর কাব্যেও এই দুই জনের যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই মহাযুদ্ধে "অকালে প্রলয় হয় জানি দেবগণ। নারদকে পাঠাইলে করিয়া জতন ॥"[১] নারদ এসে—

"গাযীর নিকটে গিয়া মনিবর কহিল ইহা
না জানি রায়ের পরিচয়
ভাবহ রাজার দম বল বাবা আদম
তাহার কোন পুত্র হয়।
শুনি গাযী কহে ইহা রায় মোর বড় ভাআ
নিবেদন তোমার চরণে
নিবেদন করি আমি ভার্গে হৈতে আইলা তুমি
দোচতানি কহ দুই জনে।
শুনিআ গাযীর বাণী অগ্রিয়ে যায় মনি
ওপনীত রায়ের নিকটে
সমুখে দেখিয়া মনি রায় করে জোড়পাণি
প্রণাম করিল করও পটে।

১. সাহিত্য প্রকাশিকা, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৭ পৃ:।—সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল।

মনি বলে রায় শুন সন্দেহ না কর কোন
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে এই কথা
পাঠাইল তিনজনে বড়খাঁ গাযীর সনে
করাইতে তোমার বন্ধুতা।
শুনিআ দক্ষিণপতি আদর করিল অতি
মনিরে করিল পরিহার
ভুমি কলির সার[ক্ষ] আলাঙ্গ তোমা[র] বার্ক
কি মোর বিদিত [ত]বে আর।
মনিবর শুনি ইহা গাজির নিকটে গিআ
কহিল সব বিবরণ
সাক্ষেত হইল রায় সকল তোমার দায়
দোস্তালি করহ দুই (জন)।"[১]

কৃষ্ণরামের কাব্যের মতো রুদ্রদেবের রায়মঙ্গল কাব্যেও গাযী পীরের উল্লেখ, তাঁর সম্বন্ধে কোনো ধারাবাহিক কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে নয়, তা হচ্ছে দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে গাযীপীরেরও কিছু গুণ-কীর্তন করা। গাযীপীর সম্পর্কে এ বর্ণনা যে তাঁকে নিয়ে কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত কাহিনীভিত্তিক ছিল তা আবারও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সেই কাহিনীর সঠিক রূপরেখা কী ছিল, তা জানার কোনো উপায় নেই। কারণ, সে কাহিনী এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি, এমনকি গাযী পীরের সঠিক পরিচয় তাতে কী ছিল, তাও জানা যায়নি। কৃষ্ণরাম বা রুদ্রদেব গাযী পীরের কোনো পরিচয়ই দেননি। তবে মটুক রাজার কন্যাকে যে গাযীপীর একরকম জোর করে বিয়ে করেছিলেন প্রসঙ্গক্রমে সে উল্লেখ কৃষ্ণরামের কাব্যে আছে। যথা,

"কি কর বসিয়া গাজি কার মুখ চায়। মটুকের বেটি লয়া উঠিয়া পালায় ॥'[২]

অন্যত্র, "মটুক বামনের বেটি লইয়া আইলে কাড়্যা। ইমান এমনি বটে কর্ম্মা বাটপাড়্যা ॥[৩]

আর রুদ্রদেব দিয়েছেন গাযীপীরের সঙ্গীদের কিছু বর্ণনা। যথা,[৪]

"ছোট দায়ান সেজে আইল বড় দন্তবীর জাহা[র] সহিত চলে হাজার ফকির।
শলেমানা বদর সাজিল দুইজন দায়ানা গাজি গোরাচাঁদ করিল সাজন।
তানা বিবির হইতে আইল ফকি[র] অনেক পীর পেকম্বর সাজে বড় পরতেক।
মঘুরা মোকাম হইতে অনেক ফকির সাজিয়ে আইল তারা ধরে ধনুক তীর।
দফর খা সাজিয়ে আইল গাজির আদেশে আইল ফকির সব থাকি দেশে দেশে।
* * * * * *
ফকিরের দুর্গতি দেখে বলে ছুটী খাঁ শুনরে ফকির তোরা পালাইয়না।"

অন্যত্র,[৫] "পঞ্চপাত্র দেখি রণে আগুইয়ে দুইজনে
গোরাচাঁদ আর মানিক পীর।"

এঁদের মধ্যে ছোট দায়ান, শলেমানা (সোলায়মান?), দায়না গাযী ও তাজা বিবি খুব পরিচিত নন। এঁরা দক্ষিণ বঙ্গের স্থানীয় পীর হতে পারেন। বদর, গোঁরাচাঁদ, জা'ফর খাঁ (জা'ফর খান গাযী) ও মানিক পীর খুবই পরিচিত (অবশ্য মানিক পীর একজন কাল্পনিক পীর দেবতা)। ছুটী খাঁ ছিলেন সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহর (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রি:) একজন সেনানি-শাসক। এসব কাল্পনিক ব্যক্তিকে গাযী পীরের সঙ্গী হিসাবে দেখানর ব্যাপারে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি যে নেই, তা বলাই বাহুল্য। খুব সম্ভব রুদ্রদেব এঁদেরকে এলোপাতাড়িভাবে গাযীর সঙ্গী করেছিলেন।

---

১. প্রাগুক্ত, ১৩০ পৃ:।
২. কবি কৃষ্ণরামদাসের গ্রন্থাবলী, ১৯৬ পৃ:।—সম্পাদক ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য।
৩. প্রাগুক্ত, ১৯৭ পৃ:।
৪. সাহিত্য প্রকাশিকা, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৪ পৃ:।—সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল।
৫. প্রাগুক্ত, ১৩৫ পৃ:।

কৃষ্ণরাম দাস ও রুদ্রদেবের কাব্য রচনাকালে গাযীকাহিনীর সঠিক রূপ এবং গাযীপীরের সঠিক পরিচয় কী ছিল, তা জানা না গেলেও গাযী পীর যে সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাঘ্রকুলের অধিপতি ছিলেন এবং মটুক রাজার কন্যাকে যে তিনি একরকম জোর করে এনে বিয়ে করেছিলেন, তা কৃষ্ণরামের কাব্য থেকে জানা যায়। গাযী পীরের এ রূপটির সঙ্গে আলোচ্য গাযী কালু ও চম্পাবতী কাহিনীর নায়ক বড় খাঁ গাযীব যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

এরপরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বড় খাঁ গাযীর উল্লেখ দেখা যায় শাহ গরীবুল্লাহ (১৬৭৫—১৭৭৫ খ্রি:) রচিত 'ইউসুফ জেলেখা' কাব্যে। এ কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর বক্তা বদর পীর এবং শ্রোতা বড়খাঁ গাযী। গ্রন্থের প্রারম্ভেই আছে,[১]

"বদর বলেন শুন বড় খাঁ মেরা ভাই। আমার ছালাম মর্দ্দ তোমাকে সমজাই ॥
* * * * * *
বদর বলেন গাজি তোমাকে সমঝাই ইউসুফ নবির বাত্ত শুন মেরা ভাই ॥
* * * * * *
এ বাত শুনিয়া বর খা বলে হায় হায়। দু'হাত ধরিয়া পীর বদরের পায় ॥"

শাহ গরীবুল্লাহ রচিত ও শায়ের ইয়াকুব আলীর নামে প্রকাশিত 'জঙ্গনামা' কাব্যেও বড় খাঁ গাযীর উল্লেখ দেখা যায়। যথা,

"বাপ নাম সাহা দুন্দি ফকির আল্লার। ভাটির সুলতান গাজি বরখান পীব ॥"[২]
অন্যত্র, অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত। বড় শাহ গাজি যারে দিল মোলাকাত ॥[৩]
অন্যত্র, "বড়খান গাযীর পায় অধীন ফকির কয়
কেতাবের খবর পাইয়া।"[৪]
অন্যত্র, "বড় খাঁ হুকুম দিলে অধীন ফকিরে বলে
কেতাবের বয়ান সবায়।"[৫]

কবি গরীবুল্লাহ কর্তৃক আরদ্ধ ও তাঁর কবি-শিষ্য সৈয়দ হামজা (১৭৩৩-১৮১০ খ্রি:) কর্তৃক সমাপ্ত 'আমির হামজা' নামক কাব্যে সৈয়দ হামজা প্রসঙ্গক্রমে বড় খাঁ গাযীর উল্লেখ করেছেন। যথা :[৬]

"আল্লার মকবুল সাহা গরীবুল্লা নাম। বালিয়া হাফিজপুরে যাহার মোকাম ॥
আছিল রওশন দিল শায়েরি জবান। যাহাকে মদদ গাজি শাহা বড় খান ॥"

অষ্টাদশ শতাব্দীর পাচনার কবি ফৈজুল্লা তাঁর 'সত্যপীর' কাব্যের ভণিতায় বড় খাঁ গাযীর উল্লেখ করেছেন। যথা :[৭]

"বন্দিব .. জেন্দাপীর কামাইর কুনি। বড় খান মুরিদ মিঞা করিল আপনি ॥"

রাঢ় অঞ্চলের শাহ্ গরীবুল্লাহ্, সৈয়দ হামজা, পাচনার ফৈজুল্লা প্রমুখ কবি তাঁদের রচিত বিভিন্ন কাব্যে যে প্রসঙ্গক্রমে বড় খাঁ গাযীর কথা উল্লেখ করেছেন, তা উপরের উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই বড় খাঁ কোন্ বড় খাঁ? একদিকে রাঢ় অঞ্চলে যেমন জা'ফর খাঁ ও তাঁর পুত্র উঘুয়ান খাঁ ওরফে বরখান বা বড়খাঁকে নিয়ে গাযীকাহিনীর ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছিল, অন্যদিকে তেমনি সূফী খানও গাযীকাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে দেখা যায়। সূফী খান সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেন বলেন,[৮] "দক্ষিণ রাঢ়ের ভুরসুট-মান্দারণ খুব প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জনপদ। এখানে সূফী খাঁ বা ইসমাইল

১. ইউসুফ-জেলেখা—প্রণেতা শাহ্ গরীবুল্লাহ্ মরহুম সাহেব। আলিমি প্রেস, চকবাজার, ঢাকা, ১৩৭৯ সাল, ১ পৃ:।
২. মোক্তাল হোছেন সহি বড় জঙ্গনামা। শায়ের মুন্সী ইয়াকুব আলী। প্রকাশত মোহাম্মদী লাইব্রেরী চকবাজার, ঢাকা, সন ১৯৬৭ ইং, ১৬ পৃ:।
৩. প্রাগুক্ত, ৬ পৃ:।
৪. প্রাগুক্ত, ৭ পৃ:।
৫. প্রাগুক্ত, ১০ পৃ:।
৬. ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ১০৯-১০ পৃ:।—ডক্টর সুকুমার সেন।
৭. প্রাগুক্ত, ৮০ পৃ:।
৮. ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ১০৬ পৃ:।—ডক্টর সুকুমার সেন।

গাযীকে উপলক্ষ করে একটি পীরস্থান গড়ে উঠেছিল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা ধর্মমঙ্গল-মনসামঙ্গল প্রভৃতি পাঁচালী কাব্যের দিগ্‌বন্দনায় গায়ক-কবিরা সূফী খাঁকে নতি জানাতে ভুলেননি। পরবর্তীকালে সূফী খাঁ হয়েছেন, বড় খাঁ। এই সঙ্গে হিজলীর তাজখাঁ মসনদ আলীর ঐতিহ্যও মিশে গিয়েছিল। এই বড় খাঁ গাযীকে আশ্রয় করেই ভুরসুট-মান্দারণে ইসলামি সাহিত্যের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে।"

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন কাব্যে বড় খাঁ গাযীর উল্লেখ দেখে ধারণা হয় যে, সে সময়ে লোক মানসে তিনি ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশিষ্ট সত্তার অধিকারী। ডক্টর সেন সেটিকে সূফী খান-ইসমাইল গাযী-তাজখাঁর মিশ্রিত ঐতিহ্যের সত্তা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু সূফীখাঁর ঐতিহ্য ছিল হুগলীর পাণ্ডুয়া কেন্দ্রিক। মান্দারণে ইসমাইল গাযীর ঐতিহ্য আগেও ছিল এবং এখনও আছে। আর বড়খাঁর ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল ত্রিবেণী অঞ্চলে জা'ফর খাঁ ও তার তথাকথিত পুত্র উঘুয়ান বা বরখানকে কেন্দ্র করে। বড়খাঁর সেই ঐতিহ্য ত্রিবেণী অঞ্চল থেকে দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে প্রসারিত বা স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং সেটিকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য গাযীকাহিনীর ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছিল। গরীবুল্লাহ্‌র 'ভাটির সুলতান গাযী বরখান পীর' উক্তি দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, তিনি সূফী খাঁ-ইসমাইল গাযী-তাজ খাঁর ঐতিহ্য মিশ্রিত 'বরখান' গাযীর কথা বলেননি, তিনি বলেছেন, 'ভাটি' অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলের বরখান বা বড়খাঁ গাযীর কথা।

এই বরখান বা বড়খাঁই কৃষ্ণরাম-রুদ্রদেবের কাব্যে উল্লিখিত এবং একটি সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত কাহিনীর নায়ক বড়খাঁ গাযী। তাঁকে নিয়ে রচিত একটি সুপরিকল্পিত ও বিস্তারিত কাহিনী পাওয়া যাচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর একদম শেষ প্রান্তে। কবির নাম শেখ খোদা বখ্‌শ্ (বক্স)। তিনি ১২০৫ সালে (১৭৯৮—৯৯ খ্রি:) 'গাযীকালু ও চম্পাবতী' নামক এক বিরাট কাব্য রচনা করেন (চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্র:)।'

তাঁরই বিরাট কাহিনীর অপেক্ষাকৃত একটি সংক্ষিপ্ত রূপ পাওয়া যায় হালুমীর নামক এক গায়েন-কবির রচনায়। শেষোক্ত এই কাব্যের রচনা কাল পাওয়া যায়নি, প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল পাওয়া গেছে ১২৩১ সাল (১৮২৪—২৫ খ্রি:)। এ সম্পর্কে চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচনা আছে।

হালুমীরের চেয়েও কিছুটা সংক্ষিপ্ত রচনা পাওয়া গেছে গাযীকাহিনীর পরবর্তী রচয়িতা আবদুর রহিমের কাব্যে। তিনি ১২৬০ সালে (১৮৫৩ খ্রি:) 'গাযী কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুঁথি' নামক কাব্যটি রচনা করেছিলেন।

আবদুর রহিমের কাব্যের সঙ্গে চিন্তাধারা, ভাষা ও বর্ণনায় অসাধারণ সাদৃশ্যবিশিষ্ট একটি কাব্য পাওয়া যায় আবদুল গফুর নামক আর এক কবির রচনায় (এ সম্পর্কে চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্র:)।

আরও অনেক কবি ও সাহিত্যিক গাযীকাহিনী নিয়ে কাব্য, নাটক ইত্যাদি রচনা করেছেন। চব্বিশ-পরগনা জেলার খন্দকার মাহমুদ আলী (ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাসের মতে আহমদ আলী) ১২৮৫ সালে (১৮৭৮ খ্রি:) ও হুগলী জেলার মোহাম্মদ মুন্সী ১৩০২ সালে (১৮৯৫ খ্রি:) গাযীকাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আবদুল করিম নামক এক কবি 'কালু গাযী চম্পাবতী' নামক একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। এসব রচনা এখন দুষ্প্রাপ্য। সতীশ চন্দ্র চৌধুরী নামক এক নাট্যকার (মৃত্যু ১৯৬১ খ্রি:) 'কালু-গাযী চম্পাবতী' নামক একখানি নাটক ১৩২০ সালে রচনা করেছিলেন বলে ডক্টর দাস বলেছেন।[১] 'গাযী-কালু-চম্পাবতী' নামক একটি কাব্য গোলাম খয়বর ও আবদুর রহিম-কর্তৃক রচিত এবং ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বলে ডক্টর দাস বলেছেন।[২] আরও অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক গাযীকাহিনীর ভিত্তিক কাব্য নাটক ইত্যাদি রচনা করেছেন বলে জানা যায়। গাযী কালু ও চম্পাবতী কন্যাকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য কাহিনী রচিত হয়েছে। বস্তুত গাযীকে কেন্দ্র করে পুথি রচনা, গান বাঁধা ও ছড়া তৈরির এক বিরাট ও ব্যাপক ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছিল। এক সময়ে পূর্ব বাঙলার প্রায় সর্বত্র গ্রামের লোকের মুখে মুখে গাযীর গীতের প্রচলন ছিল।

১. বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, ২৫১ পৃ:। ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস।
২. প্রাগুক্ত, ২৭০-৭১ পৃ:।

খ. গাযীকাহিনীর উদ্ভব স্থান

কৃষ্ণরাম দাস রচিত রায়মঙ্গল কাব্যের প্রথম দিকেই আছে,

বড়খাঁ গাজির সাথে মহাযুদ্ধ খনিয়াতে
দোস্তানি হইল তারপর।[১]

এরপরে আছে,

আমি দক্ষিণের রায় সর্বলোকে গুণ গায়
আঠারো ভাটিতে পূজে সব।[২]

এরপরে পুষ্পদত্ত বণিকের বাণিজ্যে-যাত্রার বর্ণনায় আছে,[৩]

দেখিল ডাহিনে ভাগে নগর বসত। বৈকুণ্ঠ সমান ধাম গ্রাম বারাসত।
পূজিয়া অনাদ্য শিব চরণ তাহার। খনিয়ায় শুনিল দক্ষিণ রায়ের ঘর ॥
* * * * * *
তার কত দূরে দেখে পীরের মোকাম। ঘিরিয়া ফকির করে হাজত সেলাম ॥
* * * * * *
শুন্যাছ বড়খাঁ গাজি পরতেক পীর। ঠাকুর দক্ষিণ রায় আঠার ভাটির ॥

এরপর আছে,[৪]

এখন দক্ষিণ রার সব ভাটি অধিকার
হিজুলিতে কালুরাব থানা।

উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে খনিয়া, ভাটি, আঠার ভাটি, বারাসত, হিজুলী প্রভৃতি স্থানের নাম দেখা যাচ্ছে। যশোহর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যপক সতীশ চন্দ্র মিত্রের মতে, খনিয়া ছিল ব্রাহ্মণ নগবের নিকটবর্তী একটি স্থান এবং ব্রাহ্মণনগর ছিল যশোহর জেলার ঝিকরগাছা রেল স্টেশন থেকে কিছু উত্তব-পূর্বদিকে অবস্থিত লাউজানি নামক স্থানে। এখানে কিছুকাল আগে পর্যন্ত স্থানীয় মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ও রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত মাটির একটি ছোট টিবিকে গাযীর দরগা বলে মান্য করা হতো। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের হস্তক্ষেপের ফলে টিবিটি আজ (১৯৭৩ খ্রি:) থেকে বছর কয়েক আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই লাউজানি থেকে প্রায় ১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি সমতল মাঠকে খনিয়া বা কুজিয়া বলা, থাকে।[৫] সুন্দরবনের ইতিহাস নামক গ্রন্থে জনাব আবদুল জলিলও এ স্থানকে খনিয়া বলে চিহ্নিত করেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, খনিয়ার অবস্থান ছিল দক্ষিণ বঙ্গে। বারাসত যদি কোনো কাল্পনিক স্থানের নাম না হয়ে থাকে তবে তা হচ্ছে দক্ষিণ বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার একটি মহকুমা শহর। ভাটি, আঠার ভাটি, হিজুলী প্রভৃতি স্থান যে দক্ষিণ বঙ্গে, তা বলাই বাহুল্য।

হরিদেব রচিত রায়মঙ্গল কাব্যে (রচনা ১৬৪৫ শক = ১৭২৩ খ্রি:) দক্ষিণ রায়ের প্রতিপক্ষ হচ্ছেন 'জসর-ঈশ্বর'। এ কাহিনীর ঘটনাস্থলও দেখা যাচ্ছে 'জসর' নামক স্থানে অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গে। এস্থান বর্তমান যশোহর না হয়ে প্রতাপাদিত্যের যশোহর অর্থাৎ ঈশ্বরীপুর হলেও ঘটনাস্থল দক্ষিণবঙ্গেই থেকে যায়।

হরিদেব রচিত রায়মঙ্গল কাব্যের সম্পাদক শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল খনিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে ভূমিকায় বলেছেন :[৬]

১. কবি কৃষ্ণরামদাসের গ্রন্থাবলী, সম্পাদক ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, ১৬৬ পৃ:।
২. প্রাগুক্ত, ১৭১ পৃ:।
৩. প্রাগুক্ত, ১৭৯ পৃ:।
৪. প্রাগুক্ত, ২০২ পৃ:।
৫. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ৪৩০-৩১ পৃ: ও ১ পাদটীকা-অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র।
৬. হরিদেবের রায়মঙ্গল, সাহিত্য প্রকাশিকা, ৪র্থ খণ্ড, ৮১ পৃ:।—সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল। বিশ্ব ভারতী।

"খনিয়া আদিগঙ্গার মরা খাতের পার্শ্বে অবস্থিত। সেখানে এখনও 'মুকুটের দীঘি' ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। তাহা সেনযুগের পরিচয় বহন করে। খনিয়ার দেড় মাইল উত্তরে চণ্ডীপুর নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে বড় খাঁ গাযী ও চাঁপা-বিবির কবরের ভগ্নাবশেষ বর্তমান। তাহাতে পাঠান আমলের প্রারম্ভকালের নিদর্শন মিলে। কবরের সন্নিকটে ও খনিয়াতে পাঠান সম্রাট ইলতুতমিসের (আলতামাসের) ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দের রৌপ্য মুদ্রা মিলিয়াছে।

"খানিয়ার প্রায় দশমাইল দক্ষিণে খাড়িগ্রাম। প্রবাদ, সেখানে দক্ষিণ রায় থাকিতেন। সেখানকার পুরাকীর্তির মধ্যে প্রায় চারি শত বৎসরের পুরাতন মসজিদ সদৃশ একটি ভগ্নগৃহে বড়খাঁ গাযীর মনুষ্য প্রমাণ একটি দারু অশ্বারোহী মূর্তি আছে।"

এতেও দেখা যাচ্ছে যে, কাহিনীর ঘটনাস্থল দক্ষিণ বঙ্গেই।

রুদ্রদেব রচিত রায়মঙ্গল কাব্যের সম্পূর্ণ পাঠ পাওয়া যায়নি বলে কাহিনীর ঘটনাস্থল জানা যায়নি। তবে কাব্যটির খণ্ডিত পাঠের একটি পদে দক্ষিণ রায়ের যে অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে, তাতে বোঝা যায় যে, রায় দক্ষিণাঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। যথা,[১]

"বড় খাঁ দক্ষিণপতি দুই জনে দেয় যুদ্ধ অতি
ভঞ্জন কর আপন থাকি।"

এখানে দক্ষিণ পতি অর্থাৎ দক্ষিণ দেশের অধিপতি বলতে দক্ষিণ রায়কেই বলা হয়েছে।

এই উপাখ্যানভিত্তিক মুসলিম কবিগণ কর্তৃক রচিত বিভিন্ন কাব্যে গাযীর পিতা সেকান্দর বাদশাহকে বৈরাট নগরের অধিপতি বলা হয়েছে, এটি যে একটি কাল্পনিক নাম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই (এ সম্বন্ধে পরবর্তী নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে)।

ফকির হয়ে যাওয়ার পরে গাযী ও কালুর প্রথম সংঘর্ষ বাঁধে ছাপাই বা চাঁপাই নগরের অধিপতি ব্রাহ্মণ শ্রীরাম রাজার সঙ্গে। অধ্যাপক সতীশ মিত্র, জনাব আবলুল জলিল এবং আবও অনেকের মতে, এ স্থান হচ্ছে যশোহর জেলার বারবাজারের নিকটবর্তী বাদুড়গাছা মৌযায়। জনপ্রবাদ মতেও এ স্থানের নাম চাঁপাইনগর। এই পরিচিতির পিছনে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই এবং এটি যে কল্পনাপ্রসূত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এর পরে গাযী ও কালু সোনাপুরে গিয়েছিলেন বলে কাহিনীতে আছে। সতীশবাবুর মতে, এ স্থান চব্বিশ-পরগণা জেলার হাতিয়াগড়ের অন্তর্গত সোনারপুর।[২] এ স্থানও যে কল্পিত, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। তথাকথিত মটুক রাজার তথাকথিত রাজধানী ব্রাহ্মণনগর দক্ষিণ বঙ্গেই ছিল বলেই কাহিনীদৃষ্টে অনুমিত হয় (এ সম্পর্কে পরে চম্পাবতীর ঐতিহাসিকতা দ্র:)।

পাতালের অধিপতি জঙ্গরাজা ও বলিরাজার নিবাসস্থল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ স্থান যদি পৌরাণিক পাতাল হয়ে থাকে তবে তা খুঁজে বের করা মানুষের সাধ্যাতীত। আর যদি পাতাল অর্থে নিম্নবঙ্গকে বলা হয়ে থাকে তবে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখের অভাবে এ স্থানকে সঠিকভাবে চিহ্নিত না করে গেলেও দক্ষিণবঙ্গের কোথাও এ স্থানকে হয়ত ধরা যায়।

কাহিনীর মটুক রাজা আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে (চম্পাবতীর ঐতিহাসিকতা দ্র:)। একই প্রশ্ন দক্ষিণ রায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (পরে দক্ষিণ রায় দ্র:)। তবে তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি না হলেও ব্যাঘ্রদেবতা হিসাবে সুন্দরবন অঞ্চলে বহুকাল ধরে পূজিত এবং তাঁর ট্র্যাডিশন এ অঞ্চলে শত শত বছর ধরে সুপ্রচলিত। এ ট্র্যাডিশন একান্তভাবে সুন্দরবন অঞ্চলের, বাঙালার অন্য কোনো স্থানের নয়।

এ প্রসঙ্গে আঠার ভাটির উল্লেখও করা যেতে পারে। এ স্থানও যে দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে সতীকাবাবু যে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন তা গ্রহণযোগ্য।[৩]

১. প্রাগুক্ত, ১৫৩-৫৪ পৃ:।
২. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র, ৪২৫ পৃ:।
৩. প্রাগুক্ত, ৪৩১ পৃ:।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রায়মঙ্গল কাব্য থেকে শুরু করে হালআমল পর্যন্ত গাযী পীরের যে রূপটি বিভিন্ন কাব্যে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি ছিলেন দক্ষিণ বঙ্গ অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠালাভকারী একজন ধর্মযোদ্ধা এবং তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ও ছিলেন একই অঞ্চলের। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে গাযী পীর এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

এর আগে জা'ফর খান তনয় উঘুয়ান খান, বরখান বা বড় খানকে নিয়ে গাযীকাহিনীর যে ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছিল, তার উৎপত্তিস্থল ত্রিবেণী অঞ্চল হলেও ঘটনাস্থল ছিল খুব সম্ভব দক্ষিণবঙ্গের চব্বিশ-পরগনা জেলায় (প্রথম পরিচ্ছেদে জা'ফর খাঁ দ্র:)। খুব সম্ভব পরবর্তীকালে এই বড়খাঁর ট্র্যাডিশন যখন আলোচ্য গাযীপীরের ট্র্যাডিশনে রূপান্তরিত হয় তখন ঘটনাস্থল সুন্দরবন অঞ্চলে প্রসারিত হয়। মোটা কথা গাযীপীর ট্র্যাডিশনের প্রথম সৃষ্টি ত্রিবেণী অঞ্চলে হলেও এটি দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলেই স্থিতি লাভ করে।

গাযী ট্র্যাডিশনের সঙ্গে সংযুক্ত কাব্যগুলির মধ্যে (এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত) সর্বপ্রথম হচ্ছে কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্য। এটি রচিত হয়েছিল দক্ষিণ বঙ্গের চব্বিশ-পরগণা জেলায়। রুদ্রদেব কোথাকার লোক ছিলেন তা জানা যায়নি। তবে গাযীকাহিনীর বেশির ভাগ রচয়িতা দক্ষিণ বঙ্গেব লোক ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কবি খোদা বখশের নিবাস ছিল উত্তর বঙ্গের গাইবান্ধা অঞ্চলে। হালুমীরও খুব সম্ভব একই অঞ্চলের লোক ছিলেন। হালুমীর বগুড়া-দিনাজপুর অঞ্চলের লোকও হতে পারেন।

গাযীকাহিনীর ঘটনাস্থল দক্ষিণ বঙ্গে এবং এ কাহিনীর রচয়িতাদের বেশির ভাগ ঐ অঞ্চলের লোক হওয়াতে অতি সঙ্গত কারণেই অনুমান করা যায় যে, এ কাহিনীর উদ্ভবস্থান দক্ষিণ বঙ্গেই ছিল।

গ. গাযীকাহিনীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানস-প্রয়োজন বা কারণ

নিছক সাহিত্য-রস সৃষ্টির জন্য বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম কাব্য রচনা করেছিলেন মুসলিম কবিরা। এ সম্বন্ধে শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচী যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,[১] "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদিগকে এক নতুন সাহিত্যিক যুগের স্রষ্টা বলিয়া অভিহিত করিলে কিছু মাত্র অন্যায় হয় না; কেননা, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে পরবর্তীকালে আরও মুসলিম কবি এমনকি হিন্দু কবিও মুসলিম রোমান্টিক কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন তার প্রমাণ আছে।"

প্রণয়-কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম কবিরা যে তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির বেশ গোড়ার দিকেই ধর্মবিষয়ক কাব্য রচনায়ও ব্রতী হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। ডক্টর সুকুমার সেন অবশ্য বলতে চেয়েছেন যে, "এই ইসলামি পুরাণ পাঁচালীর ধারা নিঃসৃত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে সিলেট ও চাটগাঁয়ে।"[২] এই উক্তির পিছনে কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই। বিতর্কিত সময়ের কবি জয়নউদ্দীনের 'রসুল বিজয়' কাব্যকে বাদ দিলেও ষোড়শ শতাব্দীতে যে মুসলিম কবিরা ধর্মবিষয়ক কাব্য রচনা করেছিলেন, সে প্রমাণের অভাব নেই। 'বিদ্যাসুন্দর' রচয়িতা ষোড়শ শতাব্দীর কবি সাবিরিদ খান 'রসুল বিজয়' এবং 'মোহাম্মদ হানিফ ও কয়রাপরী' নামক ধর্মবিষয়ক দুটি কাব্য রচনা করেছিলেন। প্রায় একই শতাব্দির কবি শেখ ফয়জুল্লাহ 'গোরক্ষ বিজএ', 'গাযী বিজএ' 'জয়নালের চৌতিশা', 'সত্যপীর' প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি সৈয়দ সুলতান (আনুমানিক ১৫৫০—১৬৪৮ খ্রি:) 'রসুল বিজয়', 'ওফাৎ-ই-রসুল', 'নবী-বংশ', 'শব-ই-মিরাজ', 'ইবলিস নামা', 'জ্ঞান প্রদীপ' প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক কাব্য রচনা করেছিলেন। এ রকম আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে।

প্রথম দিকে রচিত ইসলামের মাহাত্ম্যসূচক কাব্যগুলির পটভূমি ছিল এই উপমহাদেশের বাইরে। পরে ক্রমে ক্রমে পটভূমির পরিবর্তন হয়ে ঘটনাস্থল বাঙলার মাটিতেই স্থান পায়। প্রথম দিকে রচিত

১. সাহিত্য প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, ১ পৃ: ।—সম্পাদক শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বিশ্বভারতী।
২. ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ৪২ পৃ: ।—ডক্টর সুকুমার সেন।

এসব কাব্যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো রকম বৈরী ভাবই দেখা যায় না। বরং দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের ভাব ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টাই এ শ্রেণীর কাব্যে দেখা যায়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এগুলিকে 'সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সঞ্জাতকাব্য' বলে অতি সুন্দর নামকরণ করেছেন। সত্যপীর, মানিকপীর, একদিল শাহ প্রভৃতিকে নিয়ে রচিত কাব্যগুলি এ শ্রেণীতে পড়ে। বহুকাল ধরে পাশাপাশি অবস্থানরত থাকার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম বেশ কাছাকাছি এসেছিল এবং "যুগধর্ম বলেই এই সময় ইসলাম ও হিন্দু-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত কতগুলি বিষয়ের পারস্পরিক সমঝোতার আবশ্যক হয় এবং মুসলিম সুফি ও হিন্দু সাধকদের উদার মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি রূপে তাঁহাদের মতবাদ প্রচার ও প্রসারের মধ্যস্থতায় হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার পথ দ্রুত পরিষ্কৃত হইতে থাকে।"[১]

দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের এই প্রচেষ্টার পাশাপাশি একটি ভিন্নমুখী ভাবধারার প্রকাশও দেখা যায় অনেক হিন্দু কবির রচনায়। বাঙলায় তুর্কি অধিকারের পরে যে সাহিত্যের নমুনা আমরা পাই, সেগুলিতে প্রায় আদি থেকে আরম্ভ করে হাল আমলের শুরু পর্যন্ত, বহু হিন্দু কবির রচনায় একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বেশ দৃষ্টিকটুভাবে চোখে পড়ে এবং তা হচ্ছে হিন্দু দেবদেবীর কাছে মুসলমানকে মাথা নত করানর প্রচেষ্টা। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে এ ভাবধারার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় 'তুড়ুগ' গোরামিঞা কর্তৃক মনসা পূজা করা এবং মুসলিম হাসান-হোসেনকে মনসার পূজা দিতে ও তাঁর জন্য পাষাণ মন্দির নির্মাণে বাধ্য করার দৃষ্টান্তগুলি থেকে। পরবর্তী কালের মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের অনেকেরই এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণরাম ও রুদ্রদেবের রায়মঙ্গল কাব্যে এ ধরনের দৃষ্টান্ত না থাকলেও হরিদেবের রায়মঙ্গল কাব্যে কবি 'গলায়ে কুঠার বাঁধি জসর রাজন'-কে দক্ষিণরায়ের নিকট আত্মসমর্পণ করতে এবং 'পুষ্পাঞ্জলী' দিয়ে তাঁকে পূজা করতে বাধ্য করেছেন।[২] বলা বাহুল্য এই জসর রাজন একজন মুসলিম। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে এ ভাবধারার প্রকাশ আরও দৃষ্টিকটু। সম্রাট জাহাঙ্গীরকে শুধু দেবী ভবানীর ভক্ত করেই কবি ক্ষান্ত হননি, তাঁকে দিয়ে ইসলাম ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়ে তবে ছেড়েছেন। কবি জাহাঙ্গীরের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :[৩]

অধম যবন আমি তপস্যার কি জানি। অধর্মরে ধর্ম বলি ধর্ম নাহি মানি ॥
* * * * * *
জাহাঙ্গীর ঢেড়ী দিল সকল শহরে। অন্নপূর্ণা পূজা সব কর ঘরে ঘরে ॥
* * * * * *
পাতশা অধ্যক্ষ দরবার পূজাস্থান। সদস্য কেবল দস্যু মোগল পাঠান ॥
* * * * * *
কাজী ছাড়ে কলমা কোরান ছাড়ে কারী। হুলাগুলি দেই যত যবনের নারী ॥

এ ধরনের উক্তির মধ্যে মুসলমানের প্রতি তখনকার দিনের হিন্দু সমাজের মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায় এবং তা বেশ দৃষ্টিকটু।

অথচ এর পাশাপাশি বাঙালি মুসলিম কবিদের রচিত সাহিত্য কর্মে দেখা যায় সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী একটি চিত্র। এদেশে তুর্কি অধিকার প্রতিষ্ঠার পরে ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়ায় জন্মযন্ত্রণার মতো আর্তনাদ ছিল কিনা, তা সবই অনুমান নির্ভর। এ সম্পর্কে সে যুগের কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই, নেই কোনো সাহিত্যে কোনো সুস্পষ্ট উক্তি, মুসলিম কবিদের রচনায় তো নয়ই। বরং এদেশের ধর্মের ব্যাপারে বাঙালি মুসলিম কবিদের রচনায় শুরু থেকেই পাওয়া যায় উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়।

ধর্মপ্রচার সংক্রান্ত অনেক উপাখ্যান তাঁরা রচনা করেছেন এবং সেগুলিতে মুসলিম বীরপুরুষদের বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদ এবং তাতে তাদের একতরফা বিজয় ও বিধর্মীদের ইসলাম গ্রহণের অসংখ্য

১. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ১১১ পৃ:।—ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক।
২. হরিদেবের 'রায়মঙ্গল', সাহিত্য প্রকাশিকা, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৩-৫৫ পৃ:।—সম্পাদক, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল। বিশ্বভারতী।
৩. ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল, মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান, ৬৮-৬৯ পৃ:।
—মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত।

দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু এ সমস্ত কাহিনীর ঘটনাস্থল উপমহাদেশের বাইরের কোনো কাল্পনিক রাজ্যে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইসলাম প্রচারের কার্য শুরু হয়েছিল এবং মোঘল আমলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তা টিকে ছিল বলে মোটামুটিভাবে ধরা যায়। অথচ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলার মুসলিম কবিদের রচিত সাহিত্যে এ সম্পর্কে কোনো অতিশয়োক্তি তো দূরের কথা, বিশেষ কোনো উল্লেখ নেই বললেও চলে।

জয়ন-উদ-দীনের 'রসুল বিজএ' কাব্যে হযরত মোহাম্মদ (দ:)-এর দিগ্বিজয় অভিযান এক কাল্পনিক রাজ্যের কাল্পনিক 'জয়কুম' রাজার বিরুদ্ধে এবং সাবিরিদ খানের 'রসুল বিজয়' বা 'জঙ্গনামা' কাব্যের ঘটনাস্থল আরবদেশে। শেষোক্ত কবির 'হানিফা ও কয়রাপরী' কাব্যের ঘটনাস্থল আরবদেশের নিকটবর্তী এক কল্পিত রাজ্যে। দোনাগাযীর 'সয়ফুল মুলুক ও বদিউজ্জামাল' কাব্যের পটভূমি এই উপমহাদেশের বাইরের দেও-দানবের বসতিপূর্ণ এক কল্পিত রাজ্য। সৈয়দ সুলতান রচিত ধর্মবিষয়ক চারখানা কাব্যেরই ঘটনাস্থল আরবদেশ বা সে দেশের নিকটবর্তী কোনো স্থান। কবি নসরুল্লাহ খান রচিত 'জঙ্গনামা' কাব্যের পটভূমি আরবভূমির নিকটবর্তী এক কল্পিত স্থান। কবি মোহাম্মদ খানের বিরাট গ্রন্থ 'মক্তুল হোসেন' কারবালার কাহিনী নিয়ে রচিত, ঘটনাস্থল আরব ভূমি। এ ধারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। গরীবুল্লাহ, মোহাম্মদ ইয়াকুব, সৈয়দ হামজা, হেয়াত মামুদ প্রমুখ কবি ইসলাম ধর্মবিষয়ক যেসব কাব্য রচনা করেছিলেন, সেগুলির পটভূমি উপমহাদেশের বাইরে। এতে মনে হয় যে, মুসলিম কবিরা ইচ্ছা করেই বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানের ধর্মযুদ্ধ ও বিজয়াভিযানের কোনো কাহিনী এদেশের পটভূমিতে রচনা করেননি।

কিন্তু গাযীকাহিনী ও এজাতীয় অন্যান্য কাহিনী দেখে ধারণা হয় যে, এ বিষয়ে কোনো কোনো মুসলিম কবির নিঃস্পৃহতার অবসান ঘটেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর দিকেই। এ সময়ে মুসলমানের আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে একটি নতুন রূপের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে ধর্মান্তরিতকরণের প্রক্রিয়াটি একদম থেমে না গেলেও তা যে বেশ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, তাতে কোনো সংশয় নেই। অথচ সে সময়েই কোনো কোনো মুসলিম কবির রচনায় এ বিষয়টি বেশ দৃষ্টিকটুকুভাবে বর্ণিত হতে দেখা যাচ্ছে। পীর-কাহিনীর কথা ছেড়ে দিলেও গাযীকাহিনী এবং সে সময়ে ও পরবর্তীকালে রচিত এ ধরনের অন্যান্য কাহিনীতে বিজয়ী মুসলিম সমর-নায়ক বা যোদ্ধা পীর-দরবেশ কর্তৃক এ দেশের বিজিত অমুসলমানকে নির্বিচারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার ঘটনাকে বেশ ফলাও করে দেখান হয়েছে।

এসব কাহিনীতে বর্ণিত ধর্মান্তরিতকবণের ঘটনাবলি সত্য হোক আর মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত হোক, এগুলি যে এসব কাহিনী-রচনার সমসাময়িক ঘটনা নয় এবং বহুকাল পূর্বের, তাতে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই। মোঘল আমলের একদম শেষপ্রান্তে এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি ঘটা সম্ভব ছিল না। মুসলিম আমলের প্রথম কয়েক শতকে এ ধরনের ঘটনা ঘটা হয়ত অসম্ভব ছিল না। অথচ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত রচিত বাঙলাসাহিত্যে এ ধরনের কোনো ঘটনার বর্ণনা তো দূরের কথা, কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে না। আর এসব কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত ঘটনাগুলিকে ফলাও করে রঙের উপর রঙের আঁচড় লাগিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে এমন এক সময়ে যখন মুসলমানের প্রশাসন-শিখা স্তিমিত হয়ে আসছে অথবা নির্বাপিতই হয়ে গেছে।

কেন এমনটি হয়েছিল, তা অনুসন্ধানের বিষয়। এতদিন পর্যন্ত মুসলিম কবিরা হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রকার সংঘর্ষের প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন বলে দেখা যাচ্ছে। এদেশের কোনো অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে অথবা আল্লাহ্, রসুল বা পীর-পয়গম্বরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করা হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম কবিদের রচনায় দেখা যায় না। অথচ অনেক হিন্দু কবি যে ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানের অবমাননার প্রশ্নে বেশ সক্রিয় ছিলেন, সে রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। খুব সম্ভব সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মুসলিম কবি তথা গোটা মুসলিম সমাজে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল এবং এর ফলে মুসলিম সমাজে এক নতুন আত্মসচেতনতার ভাব জেগে উঠেছিল।

এই অভিনব ও কৌতূহলোদ্দীপক আত্মসচেতনতার মূলে আরও একটি কারণ ছিল বলে মনে হয়। মুসলিম কবিরা সাহিত্য সৃষ্টির প্রায় গোড়া থেকেই প্রতিবেশী হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কাহিনী এবং তাদের বিভিন্ন দেবদেবীকে নিয়ে কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এর আগে তাঁরা হিন্দুদের ভাষা ও তাদের ধর্মসংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব ও উপাখ্যান বেশ যত্নের সঙ্গে শিখেছিলেন। এক কথায়, হিন্দুদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে মুসলিম বিশেষ করে মুসলিম কবিরা একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। অনেক মুসলিম কবি হিন্দুধর্মের অনেক তত্ত্বও ও উপাখ্যান নিয়ে কাব্যও রচনা করেছিলেন।

প্রতিদানে অমুসলিম জনসাধারণ বিশেষ করে অমুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের কাছ থেকে গোটা মুসলিম সমাজ এমন একটা কিছু সম্ভবত পায়নি যাকে বলা যেতে পারে মুসলিমদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আপন করে নেওয়ার মতো আন্তরিক প্রচেষ্টা। ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্যতার এক বিরাট অভাব দেখা দেয়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পীরকাহিনী বিশেষ করে সত্যপীর কাহিনী ব্যাপকভাবে রচনার ফলে এই ভারসাম্যতার অভাব দূরীভূত হবার কথা। উত্তরে বলা যেতে পারে যে, 'সংস্কৃতি সমন্বয়-সঞ্জাত' সত্তার অধিকারী এই কাল্পনিক পীর দেবতার ধ্যান-ধারণায় ইসলামের বেশ কিছু প্রভাব থাকলেও হিন্দুদের কাছে তিনি সত্যনারায়ণ রূপেই পূজিত হতেন এবং তাঁর এই পূজা পাওয়া এবং তাঁকে নিয়ে অসংখ্য হিন্দু কবি কর্তৃক কাব্য রচনার পিছনে বিশেষ কারণ ছিল এই যে, তিনি ছিলেন তাদের কাছে জীবন-জীবিকা নিরাপত্তা বিধানের পীরদবেতা। নিজেদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যই খুবই সম্ভব তাঁকে নিয়ে কাব্য রচনায় এত বাড়াবাড়ি দেখা দিয়েছিল, প্রতিবেশী মুসলমানের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আপন করে নিবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় নয়। তাই দুই সমাজের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্যতার অভাব থেকেই গিয়েছিল।

এই ভারসাম্যতার অভাব, একশ্রেণীর হিন্দু কবি কর্তৃক মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করার প্রবণতা এবং অন্যান্য কারণে মুসলিম সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেদেব ব্যাপারে বেশ আত্মসচেতন হয়ে উঠে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই আত্মসচেতনার ভাব বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল বলে ধারণা হয় এবং তখনই গাযীকাহিনীর বর্তমান রূপটি খুব সম্ভব আত্মপ্রকাশ করে। এ কারণেই খুব সম্ভব এ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যেও গাযীকাহিনীর বর্তমান রূপটির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তার পরে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর রণাঙ্গনে মুসলিম রাজশক্তির প্রশাসনিক সূর্য অস্তমিত হয়ে পড়লে মুসলমান রাতারাতি শাসকের জাতি থেকে শুধু শাসিতের জাতিতেই পরিণত হয়নি, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক দুরবস্থার কবলে পড়ে এবং সর্বপ্রকার সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি হারিয়ে এক নিঃস্ব জাতিতে পরিণত হয়। ফল যা দাঁড়ায় তাতে একটি ক্ষয়িত অভিজাত পরিবারের মতো অতীতের গৌরব কীর্তন ছাড়া বর্তমানকে নিয়ে গর্ব করার মতো তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। এ ধরনের অবস্থায় যে অক্ষমতা ও বন্ধ্যামনের সৃষ্টি হয় তাতে আত্মপ্রচার ও আত্মরক্ষার জন্য একমাত্র ঐতিহ্যই হয় পুঁজি ও শ্লাঘার অবলম্বন। এ কারণেই খুব সম্ভব সে সময়ে মুসলমানের অতীত শৌর্য-বীর্যের কাহিনী নিয়ে নানারকম অতিরঞ্জিত ও অলীক কাহিনী প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের প্রাধান্যকে তুলে ধরার প্রবণতা এক শ্রেণীর মুসলিম কবিদের পেয়ে বসে। আলোচ্য গাযীকাহিনীর সেই সব অলীক ও অতিরঞ্জিত কাহিনীর মধ্যেই একটি।

এ ধরনের উপাখ্যানগুলি যে মুসলমানের একতরফা বিজয় কাহিনী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য অমুসলিম প্রতিপক্ষের শৌর্য-বীর্যও অতুলনীয় বটে (তা থাকতেই হবে; নইলে বিজয়ী মুসলমানের বীরত্বের মহিমা বাড়বে কী করে!)। তবে তারা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, মুসলমানের কাছে তাদের পরাজয় অবধারিত। সেই সঙ্গে পরাজিত অমুসলিম প্রতিপক্ষের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া, এ ধরনের কাহিনীর অপরিহার্য অঙ্গ।

বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদ এবং সে সব যুদ্ধে মুসলমানের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং তার ফলে অমুসলমানকে নির্বিচারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার কাহিনী নিয়ে এর আগে মুসলিম কবিরা উপমহাদেশের বাইরের পটভূমিতে যে সব কাব্য রচনা করেছিলেন, সেগুলির কোনো কোনোটিতে অতিরঞ্জন যথেষ্ট থাকলেও কিছু কিছু সত্য ছিল। কিন্তু বাঙলার পটভূমিতে রচিত গাযীকাহিনী এবং এ ধরনের অন্যান্য কাহিনী যে অলীক কল্পনা, তাতে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অভাব নেই। অক্ষমের আত্মশ্লাঘার অভিব্যক্তি রূপেই এগুলির সৃষ্টি, এর বেশি কিছু নয়।

ঘ. গাযীকাহিনীর ঐতিহাসিকতা বা ঐতিহাসিক ভিত্তি

রূপকথা ও অলৌকিক ঘটনাবলির কথা বাদ দিলে গাযীকাহিনীতে যা থাকে, তা হচ্ছে এই যে, বৈরাট নগরের সেকান্দর বাদশার পুত্র বড়খাঁ গাযী কৈশোরে তাঁর পালিত ভাই কালুকে নিয়ে সংসার ত্যাগী ফকির হয়ে যান এবং বহুদেশ ভ্রমণ করে দক্ষিণ বঙ্গে এসে ব্রাহ্মণনগরের ব্রাহ্মণ মটুক রাজার কন্যা চম্পাবতীর প্রেমে পড়েন এবং রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে চম্পাকে পত্নীরূপে লাভ করেন। এর আগে গাযীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জুলহাউস শিকারে গিয়ে পাতাল নগরে প্রবেশ করে সেখানকার জঙ্গরাজার কন্যা পাঁচতোলাকে বিয়ে করে পাতালেই থেকে গিয়েছিলেন। গাযী-কালু তাঁকে উদ্ধার করেন এবং তাঁরা সবাই সস্ত্রীক বৈরাট নগরে ফিরে যান।

এ কাহিনীর সেকান্দর বাদশাহ্, গাযী, কালু, মটুক রাজা, চম্পাবতী, দক্ষিণরায় প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং বৈরাট নগর, ব্রাহ্মণ নগর প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থান বলে অনেক পণ্ডিতের ধারণা। সেই সঙ্গে কাহিনীটিও ঐতিহাসিক ঘটনা বলে অনেকে মনে করেন। আমরা এগুলির ঐতিহাসিকতা বিচার করতে চেষ্টা করব।

বৈরাট নগর

প্রথমেই বৈরাট নগরের কথা ধরা যাক। এই নামের কোনো স্থান বাঙলার ইতিহাস-ভূগোলে পাওয়া যায় না। বৈরাট নামক কোন অখ্যাত পল্লী এদেশে থাকা বিচিত্র নয়, তবে তা আমাদের জানার বাইরে। সে স্থান সেকান্দর বাদশাহ্ বা সে ধরনের কোনো সুলতানের রাজধানী যে হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। কৃষ্ণহরিদাস রচিত সত্যপীর কাহিনী ও হেলুমীরা-আশেক মোহাম্মদ রচিত একদিল শাহ্র কাহিনীতেও বৈরাট নগরের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সেই বৈরাট নগরও কাল্পনিক।

বৈরাট নগরকে কেউ কেউ বিরাট নগর বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয় না। বিরাট নামের সঙ্গে স্পৃক্ত অন্তত দুটি প্রাচীন স্থান উত্তর বঙ্গে দেখা যায়। উভয় স্থানেই অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। জনপ্রবাদ মতে এ দুটি স্থান মহাভারতে উল্লিখিত মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং একটি হচ্ছে পাবনা জেলার রায়গঞ্জ থানার নিমগাছি 'বিরাট শহর' এবং অপরটি হচ্ছে রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানায় অবস্থিত 'বিরাট নগর'।

পাবনা জেলার বিরাট শহরে যেসব প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে, সেগুলি যে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধযুগের তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মোঘল আমলের শেষ দিকে নির্মিত দেয়ালঘেরা একটি পাকা কবর ছাড়া মুসলিম আমলের আর কোনো কীর্তির চিহ্নই এখানে নেই। এ স্থান কোনো মুসলিম সুলতান বা শাসনকর্তার প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল বলে কল্পনাও করা যায় না। রংপুর জেলার বিরাট নগর সম্পর্কেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। সেখানে যেসব প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে, সেগুলি পাল-সেন যুগের পরের হতে পারে না। মুসলিম আমলের কোনো কীর্তির চিহ্ন সেখানে নেই। সুতরাং বিরাট নামের সঙ্গে সংযুক্ত এ দুটি স্থানে যে কোন মুসলিম নৃপতির রাজধানী বা শহর ছিল না, এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

গাযীকাহিনীতে উল্লিখিত বৈরাট বা বিরাট নগরের অস্তিত্ব বাঙলার কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব বাঙলার পটভূমিতে রচিত এ কাহিনীর বৈরাট বা বিরাট নগরকে কাল্পনিক ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না।[১]

সেকান্দর বাদশাহ ও বড় খাঁ গাযী

এখন কাহিনীতে উল্লিখিত সেকান্দার বাদশাহ ও বড় খাঁ গাযী সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। সেকান্দর নামের দু'জন নৃপতির সন্ধান বাঙলার ইতিহাসে পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় জন ছিলেন গৌড়ের সুলতান শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহর (১৪৭৬—৮১ খ্রি:) পুত্র সেকান্দর শাহ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মাত্র আড়াই মাস (মতান্তরে আড়াই দিন, একদিন বা আধ দিন) রাজত্ব করার পর মস্তিষ্ক বিকৃতির অজুহাতে সিংহাসনচ্যুত হন। তাঁর কোনো পুত্র ছিল বলে প্রমাণ নেই। অতএব অতি সঙ্গত কারণেই তাঁকে বর্তমান আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

সেকান্দর নামধারী প্রথম নৃপতি বাঙলার ইতিহাসে অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তি। গৌড়ের সুবিখ্যাত নৃপতি শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্‌র সুযোগ্য পুত্র এই সুলতান সেকান্দর শাহ সুদীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে (১৩৫৭—৯১ খ্রি:) অশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বাঙলায় রাজত্ব করেন। পাণ্ডুয়ার (মালদহ, ভারত) সুবিখ্যাত আদিনা মসজিদ ৫০৭ ফুট × ২৫৭ ফুট) ছিল তাঁরই কীর্তি।

তাঁর এক বিবির গর্ভজাত পুত্রের সংখ্যা ছিল সতের এবং অন্যবিবির গর্ভজাত একমাত্র পুত্র ছিলেন বাঙলার স্বনামধন্য সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন 'আযম শাহ্ (১৩৮৯—১৪১১ খ্রি:)। প্রশাসনিক যোগ্যতা ও অন্যান্য রাজকীয় গুণের অধিকারী বলে পিতা তাঁকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করবেন এ রকম ইচ্ছা সেকান্দর শাহ্‌র মনে ছিল বলে ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় পাওয়া যায়। কিন্তু বিমাতার প্ররোচনায় তিনি পিতৃসিংহাসন থেকে বঞ্চিত হবেন, এই আশঙ্কায় গিয়াস-উদ্-দীন বিদ্রোহী হন। ফলে পিতা-পুত্রের মধ্যে যে যুদ্ধ বাঁধে, তাতে এক সৈনিকের হাতে পিতা মারাত্মকভাবে আহত হন। অনুতপ্ত গিয়াস-উদ্-দীন মুমূর্ষু পিতার মস্তক কোলে ধারণ করেন। পিতা সেকান্দর শাহ্ পুত্রকে আশীর্বাদ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিজয়ী পুত্র গিয়াস-উদ-দীন 'আযম শাহ্ নাম ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সতের জন বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে অন্ধ করে দেন বলে 'রিয়াজ-উদ্-সালাতীন' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে।[২] আর বুকানন হ্যামিলটনের মতে সুলতান তাঁদেরকে হত্যা করেছিলেন।[৩] গিয়াস-উদ্-দীন 'আযম শাহ্ প্রায় ২০ বছর রাজত্ব করার পর আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছিলেন। সোনারগাঁয়ে তাঁর সমাধি চিহ্নিত করা হয়।

আলোচ্য কাহিনীর নায়ক বড় খাঁ গাযী যে সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন 'আযম শাহ নন এবং হতেও পারেন না, এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠে না। সেকান্দর শাহ্‌র বাকি সতের জন পুত্রের মধ্যে কোনও একজন এ কাহিনীর নায়ক ছিলেন কিনা, তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। 'আযম শাহ্‌র সিংহাসনে আরোহণ করার পর এই অন্ধ যুবকদের পক্ষে যে তা সম্ভব ছিল না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর আগে পিতার রাজত্বকালে এঁদের মধ্যে কেউ ফকির হয়ে গিয়েছিলেন, ইতিহাসে এমন কোনো উল্লেখ তো দূরের কথা, কোনো ইঙ্গিত এমনকি কোনো জনপ্রবাদেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর মতো পরাক্রমশালী ও এত বিরাট রাজ্যের অধিকারী সুলতানের পুত্র যদি সত্য সত্যই ফকির হয়ে যেতেন তবে ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকার কথা। আর জনশ্রুতিতে সে কাহিনী অতিরঞ্জিত হয়ে

১. 'সুন্দর বনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে জনাব আবদুল জলিল এ স্থানকে যশোহরের বারবাজারের নিকটস্থ বৈলাট নামক গ্রাম বলে সনাক্ত করেছেন। চাঁপাই নগর এবং সেই স্থানের রাজা শ্রীরামও তাঁর মতে যথাক্রমে ঐতিহাসিক স্থান ও ব্যক্তি। চাঁপাই নগর বৈলাট গ্রাম থেকে মাত্র ১ মাইল দূরে অবস্থিত। তাতে সমুদয় ব্যাপারটাই হাস্যকর হয়ে পড়ে।

২. অধ্যাপক সুখোময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, ৬৬ পৃ:।

৩. প্রাগুক্ত।

যুগ যুগ ধরে প্রচারিত হতো। অথচ সমসাময়িক কাল থেকে শুরু করে মুসলিম আমলের শেষ পর্যন্ত কোনো ইতিহাস এমনকি কোনো কিংবদন্তিতেও এর কোনও উল্লেখ নেই। এতে নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য কাহিনীর নায়ক আর যে-ই হোন না কেন, তিনি এই সেকান্দর শাহর পুত্র নন।

সেকান্দর লোদী নামক একজন সুলতান খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। তাঁর কোন পুত্রও এ কাহিনীর নায়ক হতে পারেন না। কারণ, সেকান্দর লোদী বা তাঁর কোনো পুত্র বাঙলায় রাজত্ব করা তো দূরের কথা, এখানে কোনদিন আসেনও নি।

ডক্টর গিরীন্দ্র নাথ দাস 'বাংলার পীর সাহিত্য' নামক গ্রন্থে (২৭১—৯১ পৃ:) বড়খাঁ গাযী সেকান্দর শাহ বা দিল্লীর চন্দন শাহ নামক এক সুলতানের পুত্র ছিলেন বলে পরিচয় দিয়েছেন। এটি মনগড়া অভিমত। কারণ চন্দন শাহ বলে কোনো মুসলিম নৃপতি এই উপমহাদেশে কোনোদিন রাজত্ব করেননি। ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন এ ধরনের মনগড়া অভিমত সম্বন্ধে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

বড় খাঁ গাযীর অন্য কোনো পরিচয়

সেকান্দর শাহ নামক কোনো নৃপতির পুত্র না হয়ে বড় খাঁ গাযী অন্য কোনো মুসলিম সুলতান, প্রভাবশালী আমির বা রাজপুরুষের পুত্র ছিলেন কিনা, এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "তবে একথা সত্য যে তিনি (বড় খাঁ গাযী) শুধু ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, কোনো সম্ভ্রান্ত পাঠান আমীর ওমরার বংশসম্ভূত হইবেন, কিন্তু আরবি সূফী দরবেশের সংস্পর্শে আসিয়া সংসাব ও রাজধর্মে তাঁহার বৈরাগ্য আসে।"[১] তিনি কোন্ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে একথা বলেছেন তা উল্লেখ করেননি। তাঁর এই প্রমাণহীন উক্তির কোনো মূল্যই দেওয়া যায় না। তাছাড়া, তিনি নিজেও অন্যত্র বলেছেন যে 'মানিক পীর, বড়খাঁ গাযী, কালু গাযী ইত্যাদির ন্যায় বাংলাদেশের এক লৌকিক পীর।'[২]

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভাগীরথীর তীরবর্তী ভূমি রাঢ় অর্থাৎ ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া অঞ্চলে যে তুর্কী অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আমরা দেখেছি। যশোহর-খুলনা অঞ্চলে খান-ই-জাহানের আমলে (মৃত্যু ১৪৫৯ খ্রি:) যে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই প্রমাণও পাওয়া গেছে। যশোর-খুলনার লাগোয়া পশ্চিমে ও ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত চব্বিশ-পরগনা অঞ্চলে কবে তুর্কি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতেই ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া অঞ্চল থেকে তুর্কী সমর-নায়কেরা পার্শ্ববর্তী চব্বিশ-পরগণা অঞ্চলে অভিযান চালিয়েছিলেন এই অনুমান যুক্তিসহ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমীশের (১২১০—৩৬ খ্রি:) একটি রৌপ্যমুদ্রা চব্বিশ-পরগনা জেলায় আবিষ্কৃত হয়েছে।[৩] ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা বাদ দিলেও অন্তত চতুর্দশ শতাব্দীতে চব্বিশ-পরগনা জেলায় তুর্কী অভিযান চলেছিল বলে ধরা যেতে পারে।

এসব অভিযান কালে মুসলিম পীর-দরবেশগণ ইসলামপ্রচারে অগ্রসর হলে প্রভাবশালী উঁচু বর্ণ ও বিত্তের হিন্দুদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ ঘটেছিল বলে ধারণা হয়। এ সম্বন্ধে প্রামাণ্য ইতিহাসে কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও স্থানীয় জনশ্রুতিভিত্তিক যেসব মৌখিক ও অনেক পরবর্তীকালের লিখিত কাহিনী পাওয়া যায়, সেগুলি থেকে এ অঞ্চলে সে সময়ের মুসলিম সমর-নায়ক ও ধর্মপ্রচারকদের কর্মকাণ্ডের বেশ কিছু আভাস পাওয়া যায়।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মোঘল আমল পর্যন্ত রাঢ় ও দক্ষিণ-বঙ্গের যেসব ধর্মপ্রচারক পীর-দরবেশের কথা প্রমাণ্য ইতিহাস ও অন্যান্য মোটামুটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, ১. জা'ফর খান গাযী, ২. শাহ সূফী

১. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : বাংলা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৯৭ পৃ:।
২. প্রাগুক্ত, ৪৬৭ পৃ:।
৩. সাহিত্য প্রকাশিকা, চতুর্থ খণ্ড, ভূমিকা, ৮১ পৃ:।—সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল।

সুলতান, ৩. পীর গোরাচাঁদ বা গোরাই গাযী, ৪. একদিল শাহ, ৫. খান-ই-জাহান, ৬. শাহ ইসমাইল গাযী, ৭. তাজ খাঁ মসনদ আলী ও ৮. মোবারক বা মোবরা গাযী।

জা'ফর খান গাযী (১৬ পরিচ্ছেদ দ্র:) নিজে চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে কোনো অভিযান পরিচালনা করেছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর তথাকথিত পুত্র উঘুয়ান বা বরখান যদি সত্য সত্যই ঐতিহাসিক ব্যক্তি হন এবং তিনি যদি এ অঞ্চলে কোনো অভিযান পরিচালনা করে থাকেন তবে তা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ঘটার কথা। একমাত্র বিতর্কিত কুরসীনামা ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। তবে বরখান কর্তৃক হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও ধর্মান্তরিত করে তাঁর কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করার জনশ্রুতিভিত্তিক যে কাহিনী কুরসী-নামায় স্থান পেয়েছে, তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে আলোচ্য গাযীকাহিনীতে। তাতে আপাতঃদৃষ্টিতে ধারণা হতে পারে যে, আলোচ্য গাযীকাহিনীর নায়ক বড়খাঁ গাযী ও জা'ফর খাঁর তথাকথিত পুত্র উঘুয়ান বা বরখান অভিন্ন। নাম সাদৃশ্যও এই অনুমানের পিছনে সমর্থন যোগায়।

তা-ই যদি হয় তবে কাহিনীর নায়ক বড়খাঁকে কাল্পনিক বৈরাট নগরের অধিপতি কাল্পনিক সেকান্দর বাদশাহ্‌র পুত্র বলে পরিচয় দিবার কোন হেতুই থাকতে পারে না। ত্রিবেণীর জা'ফর খান একজন সুবিখ্যাত সেনানী-শাসক এবং ত্রিবেণী একটি সুপ্রসিদ্ধ স্থান। কাহিনীর নায়ক যদি প্রকৃতই জা'ফর খানের পুত্র হতেন তবে তাঁকে বাদ দিয়ে কাল্পনিক সেকান্দর বাদশাহ্ ও সেই সঙ্গে কাল্পনিক বৈরাট নগরকে টেনে আনার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকতে পারে না। এতে অতি সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যেতে পারে যে, গাযীকাহিনীর নায়ক জা'ফর খাঁ তনয় বরখান নন। তবে তাঁর সম্বন্ধে প্রচারিত কাহিনী আলোচ্য গাযীকাহিনীকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে বলা যেতে পারে এবং এ-সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পাদে অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদের সেনানী-শাসক সূফী খানের কর্মস্থল যে রাঢ়ের পাণ্ডুয়া অঞ্চলে ছিল, সে সম্পর্কে পূর্বেই (১৬ পরিচ্ছেদ দ্রঃ) আলোচনা করা হয়েছে। তিনি দক্ষিণ বঙ্গের চব্বিশ-পরগনা অঞ্চলে এসেছিলেন, এমন কোনও ইতিহাস তো দূরের কথা, কোনো জনশ্রুতিও পাওয়া যায় না। তিনি আলোচ্য গাযীকাহিনীর নায়ক হতে পারেন না যদিও তাঁর কিছু প্রভাব কাহিনীতে আছে।

পীর গোরাচাঁদ (২য় পরিচ্ছেদ দ্রঃ) দক্ষিণ বঙ্গে অমুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ ও সেখানে ইসলাম প্রচার করেছিলেন বলে তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীতে আছে। দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে আপসের কথাও সেখানে আছে। এর আগে দক্ষিণ রায় গাযী পীরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন সেই উল্লেখও তাঁর কাহিনীতে দেখা যায়। তাতে স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে, গোরাচাঁদ ও বড়খাঁ গাযী সম্পূর্ণরূপে দুই ভিন্ন সত্তার অধিকারী। গাযীকাহিনীতে ধৃত ও ইসলাম প্রচার সম্পর্কিত কিছু কিছু উপাখ্যানের প্রভাব হয়ত পরবর্তীকালে রচিত গোরাচাঁদের কাহিনীতে পড়ে থাকবে। ধর্মযুদ্ধে শহীদ বলে কথিত গৌরাচাঁদ যে গাযীকাহিনীর নায়ক সমরবিজয়ী গাযী পীর হতে পারেন না, এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই।

একদিল শাহ্‌র কাহিনীর সঙ্গে গাযীকাহিনীর কোনো মিলই নেই। অতএব তাঁকে গাযীকাহিনীর নায়ক বলে ধরা যেতে পারে না।

খান-ই-জাহান ও ইসমাইল গাযী উভয়ই পুরাপুরি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইসমাইল গাযী তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে উড়িষ্যা ও কামরূপে যুদ্ধ করেছিলেন বলে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে। চব্বিশ-পরগনা অঞ্চল বা দক্ষিণ বঙ্গের সঙ্গে তাঁর কোনো সংশ্রব ছিল, এমন ইতিহাস তো দূরের কথা, এমন কোনো জনশ্রুতিও নেই। অতএব তিনি আলোচ্য গাযীকাহিনীর নায়ক হতে পারেন না। আর খান-ই-জাহান সম্বন্ধে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। তিনি কোনো অমুসলিম নৃপতির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাকে পরাজিত করে তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন এমন কোনো লোকশ্রুতিও তাঁর সম্পর্কে নেই। তিনি ছিলেন খুব সম্ভব চিরকুমার। কাজেই তাঁকে গাযীকাহিনীর নায়ক বলে ধরা যেতে পারে না।

তাজ খাঁ মসনদ আলী মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল হিজলীতে রাজত্ব করতেন বলে ডক্টর গিরীন্দ্র নাথ দাস বলেছেন। তাঁর মতে, তাজ খাঁর পিতামহ রহমত ওরফে ইখতিয়ার গৌড়ের সুলতান হোসেন

শাহ্‌র (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রিঃ) অধীনে হিজলীর জমিদার ছিলেন। মাত্র দুই পুরুষ পরে (১৬২৮—৪৯ খ্রিস্টাব্দে তাজ খাঁ, তাঁর মতে, হিজলীতে রাজত্ব করতেন।[১] ডক্টর দাসের এই বর্ণনা ঐতিহাসিক পারম্পর্যহীন, অতএব অগ্রহণযোগ্য।

মুসলমানের শুদ্ধিকৃত মসনদ আলীর আদি লৌকিক রূপ মছলন্দ পীর (মৎস্যেন্দ্রনাথ?) ছিল বলে ধারণা হয়। এই লৌকিক পীর-দেবতা সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাতে দেখা যায় যে, জনৈক হরিসাউ তাঁর অসামান্য সুন্দরী কন্যা রূপবতীকে নিয়ে মছন্দালীর বাজারে এলে পীর কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। হরিসাউয়ের স্বজাতীয় লোকেরা তাঁকে এ কারণে 'একঘরে' করলে পীর ৮০ হাজার বাঘ-সৈন্যের সাহায্যে তাদেরকে হরিসাউয়ের বাড়িতে পান্তাভাত খেতে বাধ্য করিয়ে তাঁকে জাতে তুলেন। পীরের দৌলতে তিনি অশেষ ধন-সম্পদের অধিকারী হন।

হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তির পাত্র এই লৌকিক পীর-দেবতা মছন্দালী আলোচ্য গাযী পীর নন, বরং তাঁর সম্বন্ধে কাহিনীগুলি গাযীকাহিনীর অনেক পরবর্তীকালে রচিত এবং গাযীকাহিনী দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত।

মোবারক গাযীকে ডক্টর দাস আলোচ্য গাযীকাহিনীর নায়ক বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন।[২] তাঁর মতে, মোবারক শাহ্ গাযী, বড়খাঁ গাযী, বরখান গাযী, মবরা গাযী, গাযী সাহেব, গাযী বাবা প্রভৃতি তাঁরই বিভিন্ন নাম। তাঁর মতে, গাযী পীরের কবর চব্বিশ-পরগনা জেলার ঘুটিয়ারী শরীফে অথবা শ্রীহট্ট জেলার বিষগাঁও বা গাযীপুরে। তাছাড়া, চব্বিশ-পরগনা জেলার পাথরা, উলা, ফতেপুর, লটনী নারায়ণপুর, শাহ্ পুর, সাঙ্গুর, নভাসন, বারুই প্রভৃতি গ্রামে নযরগাহ বা থান আছে বলে ডক্টর দাস উল্লেখ করেছেন।

কোনো প্রামাণ্য ইতিহাসের উপর নির্ভর না করে ডক্টর দাস কৃষ্ণরাম দাস রচিত 'রায়মঙ্গল' কাব্য, আবদুর রহিম রচিত 'গাযীকালু ও চম্পাবতী পুঁথি' (রচনা ১৮৫৩ খ্রিঃ), জনশ্রুতিভিত্তিক (কোনো প্রামাণ্য ইতিহাসভিত্তিক নয়) বিংশ শতাব্দীতে রচিত আরও অনেক কাব্য, নাটক ও জীবনী অবলম্বনে ও জন প্রবাদকে ভিত্তি করে মোবারক গাযীকে আলোচ্য গাযীকাহিনীর নায়ক বড়খাঁ গাযী বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর এই অভিমতের পিছনে তিনি যেসব যুক্তির অবতারণা করেছেন, সেগুলি নিম্নরূপ :[৩]

"অতএব আমরা এ পর্যন্ত কয়েকজন বড়খাঁ গাযীর নাম পাচ্ছি। প্রথমতঃ জাফর খার পুত্র বড়খাঁ গাযী। তাঁর কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ। দ্বিতীয়তঃ সেকেন্দর শাহের পুত্র বড়খাঁ গাযী। তাঁর কাল চতুর্দশ শতাব্দী এবং তৃতীয়তঃ আবদুল্লাহ ওরফে সোন্দলের পুত্র বড়খাঁ গাযী। তাঁর কাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

"আমাদের ধারণা, উক্ত তৃতীয় বড়খাঁ গাযীই আমাদের আলোচ্য বড়খাঁ গাযী। কারণ, তাঁর অবস্থিতিকাল আমাদের হিসাবে গৃহীত কালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ কোন কবির কাছে তিনি সেকেন্দর সাহের পুত্র, কোন ভক্তের কাছে তিনি চন্দন সাহার পুত্র। কারো মতে তিনি দিল্লীর সুলতানের পুত্র, কারো মতে তিনি বঙ্গের সুলতানের পুত্র। তাঁদের বক্তব্য ইতিহাসভিত্তিক নয়। তৃতীয়তঃ সেকেন্দর সাহের পুত্র বড়খাঁ গাযী যে সময়ে নিহত হন সোন্দলের পুত্র গাযী প্রায় সে সময়েই আবির্ভূত হন। সুতরাং সুলতান পুত্র বড়খাঁ গাযীরূপেই সাধক সোন্দল-পুত্র বড়খাঁ গাযীর পরিচিতি হবে এটাই স্বাভাবিক।"

অতীব সুন্দর যুক্তি! কিন্তু প্রামাণ্য ইতিহাসের সঙ্গে এসব যুক্তির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক আছে কি? জা'ফর খাঁ তনয় বড়খাঁ বা বরখান গাযীর কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আর বড়খাঁ নামে পরিচিতির কোনো পুত্র গৌড়ের সুলতান সেকান্দর শাহ্‌র যে ছিল না তাও প্রমাণিত হয়েছে। এঁদের সম্পর্কে আলোচনা না বাড়িয়ে তথাকথিত সোন্দল-পুত্র বড়খাঁ গাযীর কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

---

১. ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস : বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, ৩১৫ পৃঃ।
২. প্রাগুক্ত, ২২৪-৯৫ পৃঃ।
৩. প্রাগুক্ত, ২৮৭-৮৮ পৃঃ।

বিংশ শতাব্দীতে ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী রচিত একটি গ্রন্থের প্রমাণহীন উক্তির উপর ভিত্তি করে ডক্টর দাস তাঁর সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন। তিনি কোনো প্রামাণ্য ইতিহাসের ধারে কাছেও ঘেঁষেননি। তিনি বলেন, "আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে, পীর মোবারক গাযীর পিতা ছিলেন পীর গোরাচাঁদের শিষ্য পীর হজরত আবদুল্লাহ ওরফে সোন্দলের জ্যেষ্ঠপুত্র। এই বক্তব্যের পক্ষে কোন যুক্তি তিনি উত্থাপিত করেননি। পীর গোরাচাঁদের আগমনকাল চতুর্দশ শতাব্দী বলে গৃহীত হলে আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্যকে একেবারেই ভ্রান্ত বলা যায় না।"[১]

এতে দেখা যাচ্ছে যে, ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকীর এই প্রমাণহীন উক্তিই ডক্টর দাসের একমাত্র দলিল। বিতর্কিত পীর গোরাচাঁদের প্রসঙ্গ আবারও টেনে এনে বলা যেতে পারে যে, তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও হতে পারেন। কিন্তু তাঁর তথাকথিত একমাত্র সহচর আবদুল্লাহ ওরফে সোন্দল সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর কিছু কাব্য ও জনশ্রুতি ছাড়া আর কোনো প্রমাণই নেই। এমতাবস্থায় তাঁকে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে পরিচিত করা এবং সেই পরিচিতিকে একমাত্র প্রমাণ হিসাবে ধরে তাঁর পুত্র মোবারক গাযীকে আলোচ্য গাযীকাহিনীর নায়ক বড়খাঁ গাযী বলে চিহ্নিত করার পক্ষে কী যুক্তি থাকতে পারে তা মানব বুদ্ধির অগম্য!

মোবারক গাযীর আর এক নাম মোবরা পীর। হিন্দুদের 'অম্বুবাচী' মোচড়া বা মোবরা পীরে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব বলে মনে হয় না। অম্বুবাচীর দিনে মোবরা বা মোবড়া পীরের স্থানে মেলা বসে এবং সেখানে শত শত হিন্দুর ভিড় জমে। এতেও ধারণা হয় যে, হিন্দুদের অম্বুবাচীর সঙ্গে সম্পৃক্ত এই পীর পরবর্তীকালে মুসলমানের শুদ্ধিকৃত মোবারক গাযীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

তাঁকে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে ধরার প্রবণতাই বেশি দেখা যায়। এই মোবারক গাযী সম্বন্ধে (বড়খাঁ গাযী সম্বন্ধে নয়) চব্বিশ পরগনা জেলার জেলার প্রথম গেজিটিয়ারসহ বিভিন্ন সূত্র থেকে যে-সব তথ্য ও জনশ্রুতি পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন মোঘল সুবাদার নবাব শায়েস্তা খানের আমলের (১৬৬৪—৬৮ ও ১৬৭৯—৮৮ খ্রিঃ) লোক। তা-ই যদি হয় তবে কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচনা কালে (১৬৮৬ খ্রিঃ) না হলেও কবির জীবদ্দশাতেই মোবারক গাযীর সঙ্গে দক্ষিণ রায়-মটুক রাজার যুদ্ধ হয়েছিল বলে ধরে নিতে হয় অনিবার্য কারণে। তা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপারই বটে!

উপরের আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে, মোবারক গাযী আলোচ্য গাযীকাহিনীর নায়ক হতে পারেন না। শুধু মোবারক গাযী কেন, দক্ষিণ বঙ্গ, রাঢ় অঞ্চল বা অন্য কোনো স্থানের কোনো পীর-দরবেশ বা সেনানী-শাসকই এককভাবে এ কাহিনীর নায়ক হতে পারেন না।

তবে কি আলোচ্য কাহিনীর নায়ক বড়খাঁ গাযী একজন কাল্পনিক ব্যক্তি এবং কাহিনীটিও একটি কাল্পনিক উপাখ্যান? কথাটা যে আংশিকভাবে সত্য, তাতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। বড়খাঁ গাযীকে নিয়ে যেসব উপাখ্যান রচিত হয়েছে এবং সেসব উপাখ্যানে তাঁর যে রূপটি ফুটে উঠেছে, তা যে নিছক কল্পনার সৃষ্টি তা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

বড়খাঁ গাযী ও তাঁকে নিয়ে রচিত উপাখ্যানটি কাল্পনিক বলে গাযী পীরের পরিচয়ও কাল্পনিক ভাবেই দেওয়া হয়েছে। গাযীকাহিনীর বিভিন্ন রচয়িতার যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে গৌড়, পাণ্ডুয়া, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, দিল্লী, আগ্রা, ইরান, তুরান, আরব, বাগদাদ প্রভৃতি স্থানের নাম তাঁদের জানা ছিল না, তা মেনে নেওয়া কঠিন। অথচ তাঁরা এ সমস্ত স্থান বা অন্য কোনো ঐতিহ্যসিক স্থানের কোনো একটিকেও উল্লেখ না করে 'বৈরাট' নামক এক কাল্পনিক স্থানের নাম বেছে নিয়েছেন। কাহিনীর পিছনে সত্যই যদি কোনো ইতিহাস থাকত এবং কাহিনীর নায়ক যদি সত্যই কোনো শাহ্যাদা বা আমিরযাদা হতেন তবে এই কাল্পনিক নগরের নামের অবতারণা করার কোনো কারণই ছিল না।

কাহিনীর সেকান্দর শাহ্র বেলায়ও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। তিনি বাঙলা বা ভারত উপমহাদেশের কোনো সম্রাট, সুলতান বা আমির নন। তিনি হচ্ছেন বাঙলার ছেলে-বুড়া সকলের কাছে অতি পরিচিত

---

১. প্রাগুক্ত।

রূপকথার সেকান্দর বাদশাহ্। এই সেকান্দর বাদশাহ্র সঙ্গে দুটি ঐতিহ্য জড়িত আছে। একটি হচ্ছে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার (Alexander, ইস্কান্দার বা সেকান্দর) এবং অপরটি সেকান্দর নামক বিজয়ী মুসলিম সম্রাট।[১] বস্তুতঃ এদেশের রূপকথার যেকোনো মুসলিম বীর-পুরুষের কাহিনীতে সেকান্দর বাদশাহ ও সোলায়মানী অঙ্গুরি ছিল কাহিনীর প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ দুটি উপকরণকে বাদ দিলে কোনো কেচ্ছা-কাহিনী যেন জমেই উঠত না। গাযীকাহিনীর রচয়িতারা তাই কাল্পনিক সেকান্দর বাদশাহকে আমদানি করেছিলেন কাহিনীর জৌলুস বাড়াবার জন্য এবং সেই সঙ্গে বৈরাট অর্থাৎ বিরাট নামক একটি কাল্পনিক নগরের নামকে জুড়ে দিয়েছিলেন তাঁর রাজধানী হিসাবে।

বিভিন্ন পীর-দরবেশের সমষ্টিগত রূপের একক অভিব্যক্তি : উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গাযীকাহিনীর মূল কাঠামো এবং সেই কাঠামোকে কেন্দ্র করে যে উপাখ্যান বিস্তার লাভ করেছে, তা কোনো সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিসত্তাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেনি। তাই বলে এ কাহিনীর সবটাই কাল্পনিক নয় এবং কাহিনীর নায়ক ও অন্যান্য চরিত্র রূপায়ণে অনেক বাস্তব মানুষের ছোঁয়াচ আছে।

তুর্কি অধিকারের পর থেকেই বিভিন্ন পীর-দরবেশ যখন এদেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ কবেন তখন থেকেই সত্য-অসত্য অনেক কাহিনীই তাঁদের নামে প্রচারিত হতে থাকে। বিশেষ করে গাযীপীবদেব যুদ্ধাভিযান ও ধর্মপ্রচার সংক্রান্ত বুযুরগি ও কেরামতির অনেক কাহিনীই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সত্য-অসত্যের বিচার না করে এখানে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, যাদুশক্তিতে প্রবল আস্থাবান ও অতিশয়োক্তিপ্রবণ সে যুগের মানুষের কাছে এসব কাহিনী তিল থেকে তালে পরিণত হয়। ফলে প্রকৃত ঘটনাব সঙ্গে অলীক রটনার সংযোগ ঘটার ফলে কলেবর অনেকগুণে স্ফীত হয় ও জনমানসে অনেক অলীক কাহিনী গড়ে উঠে। পীর-সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে মনমানসিকতা কার্যকরী ছিল, গাযী-সাহিত্যের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে আলোচ্য গাযীকাহিনী যখন একটি স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে, তখন গাযী উপাধিধাবী বিভিন্ন ধর্মযোদ্ধা ও ধর্মপ্রচারক সম্পর্কে যেসব কাহিনী প্রচলিত ছিল, সেগুলির মাল-মসলাব ভিত্তিতে গাযীকাহিনীও পড়ে উঠেছিল। তবে এখানে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, প্রকৃত ঘটনার চেয়ে রটনাব প্রাধান্যই ছিল অনেক অনেক বেশি।

ত্রিবেণীর জা'ফর খান গাযীর ইতিহাস এখানে না থাকলেও তিনিও তাঁর তথাকথিত পুত্র বরখান গাযীকে নিয়ে জনমানসে যে কাহিনী গড়ে উঠেছিল এবং কুরসীনামায় যা প্রতিফলিত হয়েছিল, সে সব কাহিনীর যথেষ্ট প্রভাব আলোচ্য গাযীকাহিনীতে পড়েছে। বরখান স্থানীয় ভূদেব রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও ধর্মান্তরিত করে তাঁর কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করেছিলেন। আলোচ্য কাহিনীর গাযী পীর কর্তৃক ব্রাহ্মণ মটুক বাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও ধর্মান্তরিত করে তাঁর কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করার উপখ্যানকে বরখান গাযী সংক্রান্ত কাহিনীরই নব রূপায়ণ বলা যেতে পারে।

জা'ফর খাঁ গাযীর সঙ্গে গঙ্গাদেবীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা জনমানসে প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। তাঁর ডাকে গঙ্গাদেবী নিজে এসে তাঁকে দেখা দিতেন, তাঁর ওজুর পানির যোগান দিতেন এবং জা'ফর খান গাযী সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি গঙ্গাস্তব রচনা করেছিলেন, এ ধরনের অলৌকিক কাহিনীর প্রতি বিশ্বাস জনমানসে প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। আলোচ্য গাযীকাহিনীতেও দেখা যায় যে, গাযী পীরের সঙ্গে গঙ্গাদেবীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তিনি তাঁর 'মাসী' এবং গাযীর আহ্বানে গঙ্গাদেবী যেকোনো সময়ে এবং যে-কোন অবস্থায় শুধু সাড়াই দেন না, গাযীকে সর্বতোভাবে সাহায্যও করে থাকেন। তাঁদের দু'জনের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত জা'ফর খাঁ-গঙ্গাদেবীর সম্পর্কেরই প্রতিফলন, তা অতি সহজেই বোঝা যায়।

মুসলিমবিদ্বেষী হিন্দু পাণ্ডু রাজার বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়ার সূফী খান এবং তাতে সাফল্য লাভ করেছিলেন বলে প্রবল জনশ্রুতি ছিল এবং এখনও আছে। আলোচ্য

১. মীনহাস-ই-সিরাজ রচিত 'তবকাত-ই নাসিরী' গ্রন্থের মেজর রেভাটির ইংরেজি অনুবাদ, ৬৮০ পৃঃ ও ৭ পাদটীকা দ্র.।

গাযীকাহিনীতে মুসলিমবিদ্বেষী ব্রাহ্মণ মটুক রাজাকে ধর্মযুদ্ধে পরাজিত করার উপাখ্যান সূফী খানের কাহিনী ও এ ধরনের অন্যান্য কাহিনীর প্রভাবেই হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

সূফী খানের কাহিনীতে আরও দেখা যায় যে, যুদ্ধে নিহত সৈনিকদেরকে রাজা 'জীয়ত কুণ্ডের' পানি ছিটিয়ে পুনর্জীবিত করতেন এবং পীর তা জানতে পেরে একখণ্ড গোমাংস নিক্ষেপ করে সেই কুণ্ডের পবিত্রতা নষ্ট করে রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। একই ধরনের কাহিনী তথাকথিত মহাস্থান বিজয়ী শাহ্ সুলতান মাহী সওয়ার সম্বন্ধেও জনমানসে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আজও আছে। আবার বর্ধমান (ভারত) জেলার মঙ্গলকোটের শাহ্ মোহাম্মদ গজনভী ওরফে রাহীপীর সম্বন্ধেও অনুরূপ কাহিনী শোনা যায়। আলোচ্য গাযীকাহিনীর নায়ক বড়খাঁ গাযী মটুক রাজার 'জীয়ত কুণ্ড' অপবিত্র করার ব্যাপারে একই উপায় অবলম্বন করে কুণ্ডের পবিত্রতা নষ্ট করে রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। এ কাহিনী যে উপরে উল্লিখিত উপাখ্যানগুলির প্রভাবে রচিত তাতে সন্দেহ নেই।

হযরত শাহ্ জালাল শ্রীহট্ট অভিযান কালে কোনো নৌকা না পেয়ে 'জায়নামাজ' বিছিয়ে ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা নদী অতিক্রম করেছিলেন বলে জোর কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল এবং আজও আছে। সেই কাহিনীর সুর টেনেই আলোচ্য উপখ্যান গাযী ও কালুকে বংশ নদী অতিক্রম করানো হয়েছে কালুপীরের কাঁধের মৃগছালকে পানিতে বিছিয়ে।

শাহ্যাদা বড়খাঁ গাযীর রাজসিংহাসন ছেড়ে ফকির হয়ে যাওয়া উপাখ্যানের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় মহাস্থানগড়ের শাহ্ সুলতান মাহীসওয়ার বলখী ও চট্টগ্রামের দরবেশ শাহ্ বায়েজীদ বোস্তামীর সিংহাসন ত্যাগ করে ফকির হয়ে যাওয়ার কাহিনীর।

শাহ্ ইসমাইল গাযী কেরামতির সাহায্যে মাত্র ১২০ জন 'ইসলামের সৈনিক'-এর সাহায্যে প্রবল প্রতাপান্বিত উড়িষ্যারাজ গণপতিকে পরাজিত, বন্দি ও নিহত করেছিলেন এবং কামরূপরাজ কামেশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়েও শুধু কেরামতি প্রদর্শন করে তাঁকে অনুগত ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি বহুকাল ধরে প্রচলিত ছিল। আর তারই প্রতিধ্বনি দেখা যাচ্ছে গাযী পীরের অসংখ্য কেরামতির সাহায্যে চাঁপাই নগরের শ্রীরাম রাজা, ডিমসরা রাজা ও হিন্দু সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার দৃষ্টান্তগুলিতে।

পীর একদিল শাহ্র বিরোধ মূলতঃ বড়খাঁ নামক একজন গোঁয়ার মুসলমানের সঙ্গে হলেও পীর কেরামতির মাধ্যমে নসীরাম ও নিমাই নামক দু'জন হিন্দু রাজাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। গাযী পীরও অনুরূপ কেরামতির সাহায্যে অনেক অমুসলিমকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়েছিলেন।

পীর গোরাচাঁদ মূলতঃ একজন ধর্ম প্রচারক ও ধর্মযোদ্ধা। আলোচ্য কাহিনীতে গাযী পীরের সেই রূপটি সর্বত্র ব্যাপ্ত। চম্পাবতীকে লাভ করার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেও মুসলিমবিদ্বেষী মটুকরাজা, দক্ষিণ রায় প্রমুখদের ধর্মযুদ্ধে পরাজিত করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাই তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

হিজলীর মছন্দালী পীর ও চব্বিশ-পরগনার মোবরা গাযী উভয়কেই ব্যাঘ্রকুলের অধিপতি হিসাবে দেখা যাচ্ছে প্রবল জনশ্রুতি থেকে। গাযী পীরের অনুরূপ পরিচয়ের মূলে এ দু'জন লৌকিক পীর-দেবতার কাহিনীর যথেষ্ট অবদান আছে বলে ধরা যেতে পারে।

উপসংহারে বলা যেতে পরে যে, আলোচ্য গাযীকাহিনী ঐতিহাসিক সত্তাবিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি বিশেষের জীবনের ঘটনাবলিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে না। যুগ যুগ ধরে এদেশের বিভিন্ন পীর-দরবেশ ও ধর্মযোদ্ধার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ঘটনা ও রটনাকে আশ্রয় করে সত্য-মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত যেসব কাহিনী জনমানসে প্রচলিত ছিল, সেগুলি থেকেই উপকরণ সংগ্রহ করে আলোচ্য গাযীকাহিনী রচিত এবং কাহিনীর নায়ক বড়খাঁ গাযী ও অন্যান্য চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছিল। বড়খাঁ গাযী যে একজন কাল্পনিক ব্যক্তি, তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। কিন্তু বহুকাল ধরে বিভিন্ন পীর-দরবেশ, ইসলাম প্রচারক ও ধর্মযোদ্ধার কার্যকলাপের মাধ্যমে এবং ঘটনা ও রটনার সংমিশ্রণে একজন আদর্শ ইসলাম প্রচারক ও ধর্মযোদ্ধার যে রূপটি এদেশের মুসলমানের জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারই একক অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে বড়খাঁ গাযীর কাহিনী রচনায় ও চরিত্র রূপায়ণে।

সেই সঙ্গে আরও যেসব উপকরণের সংমিশ্রণ ঘটেছিল, সেগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট উপকরণ ছিল দক্ষিণ বঙ্গের একান্তভাবে স্থানীয় একটি প্রভাব বা ভাবধারা এবং তা ছিল দক্ষিণ বঙ্গ অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়।

৬. ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায় ও বড়খাঁ গাযী

সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণ রায়, বড়খাঁ গাযী, মোবারক বা মোবরা গাযী, কালুপীর, বনবিবি প্রভৃতি লৌকিক পীর-দেবতাকে ব্যাঘ্র-দেবতা রূপে পূজা করার প্রথা দেখা যায়। আগেকার দিনে বনাঞ্চলে মোম, মধু, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে যাওয়ার পূর্বে এঁদেরকে যথারীতি পূজা করে যাওয়ার প্রথা চালু ছিল। সে প্রথা এখনও কমবেশি প্রচলিত আছে বলে জানা যায়। এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ১৯০৩ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের[১] উপর ভিত্তি করে এ সম্বন্ধে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার বাংলা অনুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হল।[২]

"গাযীমিঞার বংশোদ্ভূত বলে দাবিকারী একদল ফকির এখনও সুন্দরবন অঞ্চলে বাস করেন। কাঠুরিয়ারা যখন ... দলে দলে বনের অভ্যন্তরে যান, তখন তারা এদের মধ্য থেকে একজন ফকিরকে সঙ্গে নিয়ে যান। সেই ফকির দলটিকে বনের ভিতরে কিছুদূরে নিয়ে যান এবং সেখানে গাযীমিঞার পূজার জন্য সঙ্গীদের সাহায্যে তিনি বেশ খানিকটা স্থান পরিষ্কার করে নেন। প্রথমেই তিনি মন্ত্র পড়ে পরিষ্কৃত স্থানটিতে বৃত্তাকারের একটি দাগ কেটে নেন এবং সেই বৃত্তের ভিতরে পূজার জন্য তিনি একটি স্থান বেছে নেন। সেই স্থানে তিনি এক সারিতে ৭টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির তৈরি করেন। ডান দিক থেকে শুরু করে প্রথম ৩টি কুটির যথাক্রমে জগবন্ধু (জগতের বন্ধু), মহাদেব (জগতের ধ্বংসকারী) ও মনসার (সর্পের দেবী) জন্য আলাদাভাবে রাখা হয়। তৃতীয় কুটিরের পর একটি ক্ষুদ্র স্থান রাখা হয় এবং সেখানে 'রূপপরী' নামক এক বনদেবীর জন্য একটি ক্ষুদ্র মঞ্চ তৈরি করা হয়। এই মঞ্চের পাশে দুই কক্ষবিশিষ্ট চতুর্থ কুটিরটি নির্মিত হয়। একটি কক্ষ দেবী কালী এবং অপরটি তাঁর কন্য কালীমায়ার জন্য। এরপরে আর একটি ক্ষুদ্র মঞ্চ তৈরি করা হয় আর এক বনদেবী ওরপরীর (হুরপরী?) জন্য। এরপরে দুই কক্ষবিশিষ্ট পঞ্চম কুটিরটি নির্মিত হয়। একটি কক্ষ কামেশ্বরীর (আসামের কামরূপের মন্দিরের দেবী?) জন্য এবং অপরটি বুড়ী ঠাকুরাণীর জন্য। তিনি খুব সম্ভব একজন স্থানীয় দেবী। পঞ্চম কুটিরের পরে সিন্দুর রঞ্জিত একটি বৃক্ষ রাখা হয় রক্ষাচণ্ডী অর্থাৎ কালীর বিশ্রামের জন্য। তারপরে প্রত্যেকটি ২ কক্ষবিশিষ্ট ষষ্ঠ ও সপ্তম কুটির দুটি নির্মিত হয়। ষষ্ঠ কুটিরটি গাযীমিঞা ও তাঁর ভাই কালু গাযীর নামে এবং সপ্তমটি গাযীমিঞার পুত্র ছাওয়াল গাযী ও কালু গাযীর পুত্র রামগাযীর নামে উৎসর্গকৃত। শেষ দুটি কুটিরের উপরে দুটি নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়। সপ্তম কুটিরের পরে বাস্তুদেবতার নামে একটি ছোট মঞ্চ তৈরি করা হয়।"

ব্যাঘ্রপূজা সম্বন্ধে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় বলেন[৩], "আদিম বাঙালির সর্প ও ব্যাঘ্রভীতি সুবিদিত এবং এই দুইটি প্রাণী ভয় দেখাইয়া কী করিয়া তাহাদের পূজা আদায় করিয়াছিল এখন আর অবিদিত নয়। মধ্যযুগে মনসাপূজা এবং দক্ষিণ রায় বা ব্যাঘ্রপূজার বিস্তৃত প্রচলন এই দুইটি প্রাণী হইতেই"। যার কাছ থেকে ভয়, বিপদ বা অকল্যাণের আশঙ্কা থাকত, তার কাছে নতি স্বীকার করে তাকে পূজা দ্বারা তুষ্ট করে ভয়, বিপদ বা অকল্যাণের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই ছিল এই প্রচেষ্টা। অরণ্য বা অরণ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষকে প্রতি নিয়তই হিংস্র প্রাণী বিশেষ করে বাঘের সংস্পর্শে আসতে হতো। এদেরকে ভয় দেখাবার, বশীভূত বা বধ করার তেমন কোনো শক্তি তখনকার দিনের মানুষের ছিল না। তাই নিরুপায় হয়ে প্রবলের নিকট পূজা দেওয়ার মাধ্যমে আত্মসমর্পণ ও তোষামোদ করে অনিষ্টের হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে ছিল এসব প্রচেষ্টা।

---

১. J. A. S. B., Vol. LXXII, Part III, No, 2, 1903, pp. 45-52.
২. Dr. Md. Enamul Huq. : A History of Sufi-ism in Bengal, pp. 338-39.
৩. বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ১৭৬ পৃঃ। ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়।

প্রাচীন আর্যসমাজের মানুষের কাছ থেকে পশুরা সরাসরি পূজা পেত কিনা, সে সম্বন্ধে বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আর্য ও অনার্য ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের ফলে বহু অনার্য দেবদেবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্থান করে নিলে তাঁদের সঙ্গে ইতর প্রাণীদের অনেকেই বিভিন্ন অনার্য এমনকি আর্য দেবদেবীর বাহনরূপে পূজার নৈবেদ্যের অংশীদার হয়ে পড়ে। ভক্তের মস্তক দেবদেবীব চবণতলে লুণ্ঠিত হবার কালে বাহনরূপে অধিষ্ঠিত ইতর প্রাণীরাও সেখানে সশরীরে বিদ্যমান থাকে।

পশুরাজ সিংহ থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র মূষিক এবং পক্ষীশ্রেষ্ঠ পৌরাণিক গরুড় থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র পেঁচক পর্যন্ত বিভিন্ন ইতর প্রাণী বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন হবার কৃতিত্ব লাভ করলেও অটবীর মহাপরাক্রমশালী শার্দূল এই গৌরব লাভের সৌভাগ্য থেকে ছিল বঞ্চিত। কিন্তু কোনো দেবদেবীর বাহন না হলেও ব্যাঘ্রপূজার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত বাঙলার কোনো কোনো অঞ্চলে বিশেষ করে কোনো কোনো অরণ্যাঞ্চলে দেখা যায়। তবে ভারতের কোনো কোনো স্থানে ব্যাঘ্রকে সরাসরি পূজা করার রীতি দেখা গেলেও বাঙলায় এর সরাসরি পূজার ব্যবস্থাটি ছিল না। এখানে এক একজন ব্যাঘ্রদেবতা সৃষ্টি করে তাঁর পূজা করা হতো।

সুন্দরবন অঞ্চলে এ ধরনের ব্যাঘ্রপূজার বিশেষ প্রচলন ছিল। সেই সঙ্গে উত্তর বঙ্গের পাবনা ও রংপুর জেলা এবং পূর্ব বঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় ব্যাঘ্রদেবতার পূজার প্রচলন ছিল। এ সম্বন্ধে ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য বলেন,[১]

"উত্তর বঙ্গের রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাঘ্রদেবতার নাম সোনারায়। পাবনা জেলার পীর সোনারায় ইহারই মুসলিম সংস্করণ। ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত ব্যাঘ্রদেবতা বাঘাই, গাযী সাহেব ও শালপীন পীর।

"অধিকাংশ ব্যাঘ্রদেবতারই পৌষসংক্রান্তির দিন পূজা হইয়া থাকে। প্রায় সকলেরই পূজার প্রধান উপকরণ ধান্য অথবা চাউল। ... চাউলের অর্ঘ্য ও পৌষসংক্রান্তির দিন পূজা হইতে মনে হয় ব্যাঘ্রদেবতা আদৌ ক্ষেত্রপাল বা কৃষিদেবতা ছিলেন। কৃষিপ্রধান দেশে বহু পূর্ব হইতে অনেক কৃষি বা শস্য দেবতা ছিলেন, তাঁদেরই কেহ হয়তো রূপান্তরিত হইয়া ব্যাঘ্রদেবতায় পরিণত হন। বনভূমির প্রান্তদেশে গোচারণে ও কৃষিক্ষেত্রে বাঘের উপদ্রব হইতে রাখাল ও কৃষকের নিকটই ব্যাঘ্রদেবতার সম্মান অনেক বেশি। বস্তুতঃ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে রাখালেরাই ব্যাঘ্রদেবতার পূজা করিয়া থাকে।"

তিনি আরও বলেন, " 'গাযী সাহেব' ও 'শালপীন' বাঘের পীর বলিয়া পূর্ব ময়মনসিংহের সর্বত্র পরিচিত। প্রবাদে আছে, গাযী কিংবা শালপীনের দোহাই দিলে যত বড় বাঘই হউক না কেন লেজ গুটাইয়া, মাথা নোয়াইয়া চলিয়া যায়। হিন্দু মুসলামন সকলেরই চাউল-পয়সা, দুধ, কলা দিয়া থাকেন। ময়মনসিংহ জেলা মুসলিমপ্রধান বলিয়া দক্ষিণ বঙ্গের বড়খাঁ গাযীই এখানে গাযী সাহেব নামে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। হিন্দু ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের পূজা শুধু দক্ষিণ বঙ্গেই সীমাবদ্ধ'।"

উত্তর বঙ্গের সোনারায়-সোনাপীর ও ময়মনসিংহ জেলার বাঘাই, গাযী সাহেব বা শালপীন পীরের প্রাচীনত্ব খুব বেশি দিনের নয়। কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গের ব্যাঘ্রদেবতার বেলায় অর্বাচীনতার অপবাদ মোটেই প্রযোজ্য নয় (এ সম্বন্ধে একটু পরেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। দক্ষিণবঙ্গের এই প্রাচীন দেবতা দক্ষিণ রায়ই খুব সম্ভব অনেক পরবর্তীকালে ও পরিবর্তিতরূপে উত্তরবঙ্গে ও ময়মনসিংহ জেলায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং বড়খাঁ গাযীর ঐতিহ্যও সেখানে মিশে গিয়েছিল। হিন্দুর লৌকিক দেবতা ও মুসলমানের পীর এই দুই-এর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল ব্যাঘ্রভীতি নিবারক এক মিশ্র লৌকিক পীর-দেবতার ট্র্যাডিশন। ব্যাঘ্রভীতি নিবারণের সঙ্গে কৃষি উৎপাদনের রূপটিও প্রচ্ছন্নভাবে জড়িত ছিল।

কৃষি-দেবতার রূপটিকে বেশ প্রাচীন বলা যেতে পারে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই কৃষিপ্রধান দেশে অনেক প্রকার কৃষি-দেবতার অস্তিত্ব ছিল। সেই সব কৃষি-দেবতার কোনো একজনের সঙ্গে ব্যাঘ্র-দেবতার মিশে যাওয়ার ফলে, পিঠা, চাল, কলা ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্যের অর্ঘ্য গ্রহণকারী এক মিশ্রদেবতার সৃষ্টি হয়েছিল। সোনারায়, সোনাপীর, বাঘাই, গাযী সাহেব, শালপীন প্রভৃতি বিভিন্ন নামে

১. কবি কৃষ্ণরামদাসের গ্রন্থাবলী, ভূমিকা দ্র.। সম্পাদক ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য।

পরিচিত হলেও মূলতঃ তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই ছিল এক মিশ্র ঐতিহ্যের অস্তিত্ব। ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপে বনভূমির ক্রমবিলুপ্তি ও তথায় বসবাসকারী ব্যাঘ্রকুলের অস্তিত্বহীনতার ফলে এসব লৌকিক ব্যাঘ্রদেবতার কোনো অস্তিত্ব এসব অঞ্চলে এখন আর দেখা যায় না। তবে সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায় এবং তাঁর পরবর্তীকালে ব্যাঘ্রকুলের অধিপতি বলে পরিচিত মুসলিম গাযীপীর এখনও এ অঞ্চলের জনমানসে মোটামুটি অস্তিত্বশীল।

দক্ষিণ বঙ্গের ব্যাঘ্রদেবতা খুবই প্রাচীন। কিন্তু তাঁর আদি নামটি কী ছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর দক্ষিণারায় নামকরণ যে অনেক পরবর্তীকালের অর্থাৎ মুসলিম আমলের, তাঁর নামের শেষের 'রায়' খেতাবই তা প্রমাণ করে। তিনি একান্তভাবে একজন স্থানীয় লৌকিক দেবতা। কারণ, বেদাদি গ্রন্থ তো দূরের কথা, কোনো পুরাণেও তাঁর উল্লেখ দেখা যায় না।

দক্ষিণ রায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর সম্পাদিত ও কবি হরিদেব রচিত 'রায়মঙ্গল' কাব্যের ভূমিকায়।[১] তাঁর মতে, দক্ষিণ রায়ের স্বরূপ বিশ্লেষণে যে পাঁচটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলি হচ্ছে—"১. রায় মল্লরূপী, ২. ব্যাঘ্র সম্পৃক্ত, ৩. মুণ্ড মূর্তিতে, ৪. কুম্ভ পুরুষ বারা প্রতীকে এবং ৫. ক্ষেত্রপাল শিবসুতরূপে"।

দক্ষিণ রায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে হরিদেব হিন্দুপুরাণকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছেন এবং অনেক নতুন উপকরণেরও আমদানি করেছেন। আর ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল নতুন তত্ত্বের আলোকে তাঁকে সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। এসব বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে দক্ষিণ রায়ের ব্যাপারে প্রকৃতই কোনো নির্ভরযোগ্য প্রাচীন তথ্য আছে কিনা তা বিচার করে দেখা যেতে পারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের নামকরণ ও পরিচিতি অনেক পরবর্তীকালের হলেও দক্ষিণ বঙ্গের এই জাতীয় একজন লৌকিক দেবতার ট্র্যাডিশন খুবই প্রাচীন। দক্ষিণ রায়ের প্রতীক 'বারা' বা দেহহীন মুণ্ড পূজার প্রচলন প্রস্তর যুগেও ছিল বলে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ সম্বন্ধে ডক্টর তুষারকান্তি চট্টোপাধ্যায় যে তথ্যভিত্তিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন, তা অতিশয় মূল্যবান। এ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ :

"রায়মঙ্গল কাব্য ও উঁচু বর্ণের সমাজের প্রভাবে দক্ষিণ রায়কে ব্যাঘ্রদেবতা রূপে প্রচারিত করা হলেও 'বারা'-র দেহহীন মুণ্ড ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, নরবলি বা কর্তিত নৃমুণ্ড সংগ্রহের সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতে নরবলি, কর্তিত নৃমুণ্ড সংগ্রহ বা কর্তিত নৃমুণ্ড পূজার প্রচলন আদিম উর্বরা শক্তির সঙ্গে প্রধানত জড়িত যাদুশক্তির উপর বিশ্বাস থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। দক্ষিণ রায়ের দেহহীন মুণ্ডের মনুষ্যরূপ দূর-অতীতের নরবলি, ছিন্নমুণ্ড সংগ্রহ বা কর্তিত নৃমুণ্ড পূজার প্রথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, উর্বরা শক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্তিত নৃমুণ্ডের অবশেষ হচ্ছে দক্ষিণরায় বারা সৃষ্টির সূত্র।

"সুন্দরবন ও চব্বিশ পরগনায় খনন কার্য থেকে ভূতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণার ফলে নিম্ন-বঙ্গের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়েছে। প্রাচীন নিদর্শনাদির আবিষ্কার ও তিমিরাচ্ছন্ন ইতিহাস-পূর্ব যুগের প্রেক্ষাপটে দক্ষিণরায় বারার পূজা প্রচলনের কথা ধারণা করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ডায়মন্ড হারবার মহকুমার হরিনারায়ণপুর গ্রামে নব্য প্রস্তর যুগের নিদর্শনাদি সদৃশ অস্থি ও প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে অদ্ভুত ধরনের দেহহীন মুণ্ডের যেসব পোড়ামাটির চিত্রফলক পাওয়া গেছে, সেগুলি দেখতে 'বারা' মুণ্ডের মতোই।

"এই অঞ্চলে নতুন বসতি স্থাপন এবং কৃষিকর্ম ও জীবন-সংগ্রামের ব্যাপারে অধিবাসীদের প্রধানত বাঘের বিক্ষিপ্ত আক্রমণের সম্মুখীন হতে হতো। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঘ্র-পূজার প্রচলন হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে এবং এটি কর্তিত নৃমুণ্ড পূজার সঙ্গে সম্পৃক্ত আদিম উর্বরা শক্তি পূজার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বলে ধারণা হয় এবং এর সমর্থনে কাহিনী ও কাব্য রচিত হয়েছিল বলে

---

১. সাহিত্য প্রকাশিকা, ৪র্থ খণ্ড, হরিদেবের রচনাবলী, ভূমিকা, ১২৯-৪৯ পৃঃ। সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল।

দেখা যায়। এই রূপান্তরের ভিতর দিয়ে বারা-র মুণ্ড প্রতীককে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের পূর্ণ মানবিক রূপ বলে বর্ণনা করা হয়।"[১]

ডক্টর চট্টোপাধ্যায় প্রত্ন প্রমাণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিভিত্তিক যে নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপিত করেছেন তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্তত নব্য প্রস্তর যুগে আদিম মানব-সমাজে প্রজনন ও উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নরবলি প্রদান ও ছিন্ন নৃমুণ্ড পূজার যে আদিম সংস্কার ছিল, তারই রেশ পাওয়া যাচ্ছে সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের 'ছিন্নমুণ্ড বারা' পূজার মাধ্যমে। ছিন্নমুণ্ড বারার অস্তিত্ব টিকে ছিল কিন্তু এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আদিম সংস্কারটি কালক্রমে হারিয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে যুগোপযোগী নতুন নতুন সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে এই বারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন একটি তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে, বড়খাঁ গাযীর অমোঘ অস্ত্রাঘাতে রায়ের মায়ামুণ্ড কাটা গেলে তাতেই বারা-পূজার প্রবর্তন হয়। আরও একটি নতুন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় বারা মুণ্ডকে পার্বতীতনয় গণেশের মুণ্ড বলে চিহ্নিত করার দৃষ্টান্ত থেকে। হরিদেব রচিত 'রায়মঙ্গল' কাব্যের ভূমিকায় (১২৫ পৃঃ) ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল 'মুণ্ডরূপ' বারার তত্ত্ব বিশ্লেষণে এটির উল্লেখ করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে যে, 'বারামুণ্ড'-র আদি সংস্কারটি হারিয়ে যাওয়ার ফলে নতুন সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে।

আবার মধ্যযুগীর কবিদের রচনায় বারামুণ্ড পূজার ঐতিহ্যকে পৌরাণিক যুগে টেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাওয়া যায় এবং তা হচ্ছে দক্ষিণরায়কে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে পরিচিত করে তাঁকে একজন দেবতাশ্রেণীর ব্যক্তিতে পরিণত করার প্রচেষ্টা। রহস্যাবৃত ও দুর্জ্ঞেয় অতি প্রাচীন একটি সংস্কারকে এ ধরনের রূপে পরিচয় দিবার পিছনে যে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই, সে সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিরর্থক। বিজ্ঞানসম্মত তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে ডক্টর তুষার চট্টপাধ্যায় দক্ষিণরায় সম্বন্ধে তথ্যনির্ভর ও যুক্তিপূর্ণ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য। এ সম্বন্ধে ডক্টর

১. "Dakshin Roy—A papular folk-god of 24 Parganas Dakshin Roy Cult—Proceedings of the Fifty Sixth Indian Science Congress, Part III—Anthropology and Archaeology, page 554-555.

"Though Dakshin Roy is propagated as Tiger-God througoh the influence of Roy Mangal Kabya and the higher caste society, it appears, from the analysis of the trunkless head form of Bara and its connected rituals, that it has some close relation to human sacrifice, head hunting or the custom of the worship of the trunkless head originated from the magic belief connected mainly with the primitive fertility cult. The trunkless human head form of Dakshin Roy Bara indicates the remote past of human sacrifice, head hunting or the custom of the worship of trunkless head It seems obviously that in origin Dakshin Roy Bara is remnant of trunkless head related to fertility cult.

"Out of the excavations of the Sundarbans and South 24 paraganas the research work of the geologists and archaeologists reveal the antiquity of lower Bengal. In the background of the discovery of antiquites and the pre-history shrouded in obscurity it seems the worship of the Bara head originates. Incidently it may be noted that the peculiar terra-cotta trunkless head which is discovered along with some bones and stone weapons similar to the relics of the Neolithic Age, in the village Harinarayanpur in Diamond Harbour Sub-division rosembles the Barahead.

"During the establishment of new habitations, cultivation and struggle for existence in this region the people had to confront mainly with the sporadic attacks of the tigers. Under the circumstances, it is assumed, that the tiger-cult evolved and it is blended with the primitive fertility cult of the worship of the Trunkless human head. And in support of these compositions of stories and poems are found. In this way of transformation the trunkless head symbol of Bara is described as Tiger-God Dakshin Roy with full human image."

আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "উপযুক্ত তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে বিস্তৃত আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করিয়া ডঃ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন দক্ষিণরায় বারাঠাকুর মৌলিক উৎস ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে আদিম উর্বরতা জাদু বিশ্বাস সঞ্জাত কর্তিত নৃমুণ্ড পূজার অবশেষ এবং মূলত কৃষিজাদু সহায়ক লৌকিক উপদেবতা।"[১]

এই আদিম 'কৃষিজাদু সহায়ক লৌকিক দেবতা'-র সংস্কার কখন ও কেমন করে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের সংস্কারে পরিণত হয়েছিল এ সম্বন্ধে অনুমান ছাড়া নিশ্চয় করে কিছুই বলার উপায় নেই। সুন্দরবন অঞ্চলে মোম, মধু, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ এবং অরণ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে মানুষের বসতি স্থাপনের কারণে বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যাঘ্রপূজার প্রচলন হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে। খুব সম্ভব আদিম মানুষের কালে প্রচলিত বারা মুণ্ডকেই ব্যাঘ্রদেবতার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল এককালে। পরবর্তীকালে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের ট্র্যাডিশন এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল এবং তিনি ব্যাঘ্রদেবতারূপে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিলেন।

এটি কখন ঘটেছিল, তা সঠিকভাবে বলার উপায় নেই। তবে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন নিম্নবঙ্গের বনাঞ্চলের কাছাকাছি স্থানে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হয়, তখন যে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের বারা বা মুণ্ডপূজার প্রচলন বেশ ভালভাবেই ছিল, তাতে বোধ হয় সন্দেহ নেই। তাতে মনে হয় তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠার বেশ আগে থেকেই বারা-মুণ্ড পূজার প্রচলন ছিল যদিও দক্ষিণ রায়ের 'রায়' অভিধাটুকু মুসলিম আমলে সংযোজিত হয়েছিল।

মোটকথা, বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্যই ব্যাঘ্র-পূজার প্রচলন হয়েছিল। সে কারণে যারা বাঘের সংস্পর্শে আসত তারাই বাঘের পূজা করত। সাধারণত মৌল্যা, মলঙ্গী, পোদ, বাগদী, কাঠুরিয়া, শিকারী, বুনো, পাটনি, জেলে প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু যারা কার্যোপলক্ষে সুন্দরবনে যাতায়াত করতেন অথবা বনাঞ্চলের কাছে বসবাস করতেন, তাদের মধ্যেই ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের পূজার প্রচলন প্রথম ঘটে। পরবর্তীকালে উঁচুবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও এ পূজার বিস্তার লাভ করে এবং শুধু সাধারণ মানুষ নয়, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁকে একজন দেবতাশ্রেণীর ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাসের জের আজও আছে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, মুসলমানের নিম্নবঙ্গ অধিকার ও পীর-দরবেশগণ কর্তৃক সেখানে ইসলাম প্রচারের সময়ে কোনো বিশিষ্ট অমুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে কোনো মুসলিম ধর্মযোদ্ধার প্রবল সংঘর্ষ হয় এবং সেই অমুসলিম নেতা যিনি স্থানীয় হিন্দুদেরকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করেন, তিনিই হচ্ছেন আলোচ্য দক্ষিণরায়। তাঁদের মতে, তিনি একজন পুরাপুরি ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং ত্যাগ ও বীরত্বের জন্য পরবর্তীকালে লৌকিক দেবতাতে পরিণত হন। আবার কেউ বলেন, "দক্ষিণরায় সুন্দরবনের একজন প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন, তিনি বহু ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর ধনুর্বাণে শিকার করেন, তাঁহার চরিত্র দেবত্বে পরিণত হয়।" তাঁকে যশোহর অঞ্চলের তথাকথিত ব্রাহ্মণ নগরের তথাকথিত মুকুট রায়ের সেনাপতি রূপেও পরিচিত করা হয়। এসব সম্পর্কে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "অবশ্য এ সকল কাহিনীর মূলে কোন সত্য নাই।"[২]

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের এই উক্তি বড়খাঁ গাযীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিম্নবঙ্গে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠার পর সেখানকার মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক বহিরাগত (পশ্চিম দেশসমূহ থেকে আগত) মুসলিম হলেও, অধিকাংশই ছিলেন এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলিম। ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা যে ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে তাদের অতীত সংস্কারকে একদম ধুয়ে-মুছে ফেলতে পেরেছিলেন, এ ধারণা যুক্তির দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য।

ব্যাঘ্র ও হিংস্রপ্রাণী পরিপূর্ণ সুন্দরবন ও নিকটবর্তী অঞ্চলের এ সমস্ত অধিবাসীর ব্যাঘ্র-ভীতি ধর্মান্তরিত হবার পরেও আগের মতই বিদ্যমান ছিল এবং সেই সঙ্গে ব্যাঘ্র-ভীতি নিবারক দক্ষিণরায়ের

১. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৮২৭ পৃ, পাদটীকা।
২. প্রাগুক্ত।

সংস্কারকেও তারা সহজে ভুলতে পারেনি। অথচ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার পরে হিন্দু ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়কে হিন্দুমতে পূজা করা বা তাঁকে দেবতারূপে মেনে নেওয়াটাও নবধর্ম (এক্ষেত্রে রাজার ধর্ম) ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব ছিল না। অথচ বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য যুগ যুগ ধরে তাবা যে পূজার্চনা করে আসছিলেন, নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে সেটিকে ছেড়ে দিবার মতো সাহসও তাদের ছিল না। অতএব শ্যাম ও কুল উভয়কে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে একটি বিকল্প ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই বিকল্প ব্যবস্থার নায়কই হচ্ছেন আলোচ্য গাযীকাহিনীর নায়ক বড়খাঁ গাযী বা গাযী পীর।

আরও পরিষ্কার করে বলা যায় যে, এই গাযী পীরই হচ্ছেন হিন্দুর লৌকিক ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের মুসলিম সংস্করণ। তিনি ব্যাঘ্রদেবতা নন, কারণ দেবতার ধারণা ইসলামের পরিপন্থী। সে কারণে তিনি ব্যঘ্রকুলের পীর এবং বনের বাঘ তাঁর একান্ত অনুগত সেবক। হিন্দু ব্যাঘ্রদেবতাকে পুজা দেওয়া হতো। কিন্তু মুসলিম গাযী পীরকে পূজা দেওয়া চলে না। অতএব তাঁর জন্য শিরনির ব্যবস্থা হল। এও একরকম পূজা। তবে ফারসি 'শিরনি' শব্দ প্রয়োগের পরে এতে পৌত্তলিকতার গন্ধ নেই বলে তা মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য।

এই গাযী পীরের সৃষ্টির সঠিক তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে রায়মঙ্গল কাব্য রচিত হবার বেশ আগে থেকেই যে গাযী পীরের ট্র্যাডিশন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং একটি সুপ্রচলিত কাহিনী থেকেই যে কৃষ্ণরাম গাযী পীর সম্পর্কিত বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে আমূল সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণরাম দক্ষিণারায়-গাযী পীরের সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন, সেই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হঠাৎ করে ঘটেনি। এতে মনে হয় যে, সুলতানি আমলে দক্ষিণ বঙ্গে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠার পরে গাযীপীরের ট্র্যাডিশন বা 'গাযী কাল্ট' গড়ে উঠতে শুরু করলেও মোঘল আমলের মাঝামাঝি সময়ে এটি স্থিতি লাভ করেছিল।

গাযীপীরকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে একটি ঐতিহাসিক রূপ দিবার প্রয়োজন ছিল এবং সেই ঐতিহাসিকতার সফল রূপায়ণের জন্য প্রচলিত হিন্দু লৌকিক দেবতা দক্ষিণরায় ও এই গাযী পীরের মধ্যে একটি সংঘর্ষেরও প্রয়োজন ছিল। প্রবল মুসলিম রাজশক্তির আমলে ঘটিত সেই সংঘর্ষের মুসলিম গাযী পীরেরই জয়লাভ করার কথা এবং তাই ঘটেছিল। প্রবল রাজশক্তির কাছে সর্ব যুগে প্রায় সর্ব মানুষই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক মাথা নত করে আসছেন। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই হিন্দু কবির রচনায়ও মুসলিম গাযীপীরেরই বিজয় দেখানো হয়েছে এবং স্বয়ং ঈশ্বর নিজে এসে অথবা নারদমুনিকে পাঠিয়ে গাযীপীরের প্রাধান্য বজায় রেখে দু'জনের মধ্যে সম্মানজনক মীমাংসা করে দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম কবি দ্বারা রচিত কাহিনীগুলিতে মুসলিম গাযীপীরের একতরফা বিজয় দেখানো হয়েছে বেশ ফলাও করে এবং সেই সঙ্গে দেখানো হয়েছে হিন্দু প্রতিপক্ষের শর্তহীন আত্মসমর্পণ।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এই হল হিন্দু ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায় ও মুসলিম ব্যাঘ্রপীর বড়খাঁ গাযীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। গাযীর চরিত্রে একজন আদর্শ ইসলাম প্রচারক ও ধর্মযোদ্ধার চিত্রটি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এদেশের বিভিন্ন পীর-দরবেশ ও ধর্মযোদ্ধার সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী ও কিংবদন্তি থেকে প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু সুন্দরবনের ব্যাঘ্রকুলের উপর তাঁর আধিপত্যের রূপটি ধার করা হয়েছিল সেখানকার হিন্দু ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের ট্র্যাডিশন থেকে। দু'জনের মধ্যে সংঘর্ষে মুসলিম গাযীপীরের নিরঙ্কুশ বিজয় ও ব্যাঘ্রকুলের উপর তাঁর আধিপত্য অধিক হলেও ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের ট্র্যাডিশন মুসলিম আমলেও শেষ হয়ে যায়নি। এবং নবদীক্ষিত মুসলমানের ধর্মজিজ্ঞাসার কিছু অংশ মিটাবার প্রয়াসে গাযীপীরের সৃষ্টি হলেও কালক্রমে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই সহঅবস্থানের মাধ্যমে গাযীপীর ও দক্ষিণরায় উভয়কেই মেনে নিয়েছিলেন। সুন্দরবনের অনেক স্থানে এই দুই লৌকিক পীর-দেবতার পীঠস্থান একই স্থানে দেখা যায় এ কারণেই।

চ. কালুপীর এবং গাযী ও কালুর স্বাতন্ত্র্য

গাযীকাহিনীগুলিতে বর্ণিত কালুপীরের চরিত্রের সঙ্গে কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল কাব্যের কালুরায়ের একমাত্র কালু নামের সাদৃশ্য ছাড়া আর কোনো মিলই নেই। রায়মঙ্গলের 'কালুরায়' দক্ষিণের একজন হিন্দুরায় হিসাবে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ব্যক্তি, নর কি হিন্দুর দেবতা তা সঠিকভাবে বোঝা না গেলেও হিজলী অঞ্চলের অধিকারী এ ব্যক্তি সকলের পূজ্য। কালুরায় সম্বন্ধে ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য বলেন, "কোন কোন স্থলে দক্ষিণরায়ের সহিত কুম্ভীরারোহী কালুরায়ের মুণ্ডেরও পূজা হয়। কোথাও কোথাও ইঁহাদিগকে ক্ষেত্রপাল রূপে পূজা করা হয়।"[১]

হরিদেবের রায়মঙ্গল কাব্যে কালুরায়ের পরিচয় বিচিত্র ধরনের। কালুরায় এখানে শুধু দেবতাই নন, শিবের পুত্রও বটে। তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব নিম্নরূপ : দেবতারা মধুবন সৃষ্টি করে সেখানে মক্ষিকাদের সৃষ্টি করলেন মধু সংগ্রহের জন্য। কিন্তু মধুদৈত্যের অত্যাচারে মৌমাছিরা সব বন ছেড়ে চলে গেল।

দেবতারা মধুদৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে পরাজিত হয়ে শিবের শরণাপন্ন হলেন। তখন—

"এতেক শুনিঞা হর ক্রোধে কাঁপে কলেবর
বিষাদ ভাবয়ে সর্বজন
অম্বিকার রূপ ধরি চল্লিল উর্বশী নারী
উপনীত যথা ত্রিলোচন।
তাঁরে দেখি বিশ্বনাথ ধরিবারে জান সাথ
শৃঙ্গারেতে হইয়া কাতর
বীর্য পড়িল ভূমে জেন নিশাকর সমে
জনমিলা দুই সহোদর।
দেখি তথা দুইজন হরষিত দেবগণ
নাম থুইল দক্ষিণ ঈশ্বর
দেখি তারে কৃষ্ণবর্ণ হরষিত দেবগণ
কালু নাম থুইল পুরন্দর।
অস্ত্র বস্ত্র দুইজনে দিল জত দেবগণে
হর দিলা শার্দূল বাহন
আমার বচন ধর শুনহে দক্ষিণেশ্বর
রক্ষ্যা কর দেবের ভুবন।
তবে কালুরায় বীরে কহে দেব পুরন্দরে
লও তুমি তুরঙ্গ বাহন।"[২]

দুই যমজ ভ্রাতা দক্ষিণরায় ও কালুরায় মধুদৈত্যকে নিধন করে পিতা শিবকে সংবাদ দিলে শিব খুশী হয়ে দক্ষিণের ভাটি অঞ্চল দক্ষিণরায়কে প্রদান করেন এবং দ্বিজরূপে দক্ষিণরায় ও কালুরায় 'অষ্টাদশ ভাটি দেশে' গমন করেন।[৩] তাঁরা সেখানে কালক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং পূজিত হতে থাকেন।

শুধু রায়মঙ্গলে নয়, ধর্মমঙ্গল কাব্যেও 'কালু'-র উল্লেখ দেখা যায়। ধর্মঠাকুরকে স্থানবিশেষে কালু নামে পরিচিত হতেও দেখা যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের লাউসেন উপাখ্যান কালু নামের ডোম জাতীয় এক পরাক্রান্ত ব্যক্তির সহায়তায়ই ধর্মের বরপুত্র অনেক যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন।

কালু কোনো পোশাকী নাম না হলেও বাংলার সংস্কৃতিতে এদেশে মুসলমানের আগমনের বহু আগে থেকেই তা সুপরিচিত। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামল অর্থাৎ কালো রঙের সঙ্গে এ নামের উৎপত্তিগত কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও সংস্কৃত কালো শব্দ আদরে 'কালু' হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। তবে শ্রীকৃষ্ণের ভাবগত ট্র্যাডিশনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কালো, কালা, কানু, কানাই প্রভৃতি নাম

---

১. কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, সম্পাদক ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, ১৬৬ পৃঃ।
২. হরিদেবের রায়মঙ্গল কাব্য, প্রকাশিকা, ৪র্থ খণ্ড, ৫৮ পৃঃ। সম্পাদক শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল।
৩. প্রাগুক্ত, ৬৪-৬৫ পৃঃ।

বাংলার সঙ্গীত ও কাব্যে যথেষ্ট ব্যবহৃত হলেও 'কালু' শব্দের উল্লেখ সেখানে নেই বললেও চলে। কিন্তু নাম, বিশেষ করে ডাকনাম হিসেবে কালু একটি অতি জনপ্রিয় নাম। হিন্দু-সমাজে কালু ডাকনামের প্রচলন যথেষ্ট, মুসলিম সমাজে তুলনামূলকভাবে বেশি বই কম নয়। শেষোক্ত সমাজে কালু একটি অতি জনপ্রিয় নাম।

গাযীপীরের চরিত্রে অমুসলিম প্রভাব যথেষ্ট থাকলেও মুসলিম প্রভাবই বেশি। গাযী উপাধিধারী বিভিন্ন পীর-দরবেশ ও সোনানী-শাসকের প্রভাব আছে গাযীপীরের চরিত্র রূপায়ণে। গাযী উপাধিধারী বহু মুসলমানের আগমন ঘটেছিল এদেশে। কিন্তু কালুপীরের ক্ষেত্রে একথা মোটেই প্রযোজ্য নয়। কালু নামধারী বা উপাধি বিশিষ্ট কোন পীর-দরবেশ বা খ্যাত ব্যক্তির আগমন এদেশে ঘটেছিল বলে প্রমাণ নেই। কালুর নামকরণ এদেশের সংস্কৃতির প্রভাবেই ঘটেছিল বলে মনে হয়। শুধু নামকরণ নয়, কালুর চরিত্রটিও স্থানীয় প্রভাবেই সৃষ্ট হয়েছিল বলে ধরা যায়।

এ বিষয়ে হরিদেবের রায়মঙ্গল কাব্যের প্রভাবই বেশি বলে দেখা যায়। হরিদেবের কাব্যে দক্ষিণরায় ও কালুরায় মহাদেবের দুই যমজ সন্তান। কালুরায়ের 'কৃষ্ণবর্ণ' দেখে 'হরষিত দেবগণ' তাঁর নাম রাখেন 'কালু'। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দক্ষিণরায়ের নিত্যসহচর ও সাহায্যকারী। রামানুজ লক্ষণের মতো তাঁর চরিত্র অনেকটা। নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই বললেও চলে। ছায়ার মতো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগামী হয়ে তাঁর সকল অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত।

আলোচ্য গাযীকাহিনীতেও কালুপীরের একই ধরনের পরিচয় পাওয়া যায়। পালিত ভাই হলেও তিনি গাযীর ভাই। হরিদেবের কাব্যের কালুর মতো এখানেও তাঁর কালু নামকরণ হয়েছিল তাঁর কাল রঙের জন্যই। সেকথা কবি খোদা বখ্‌শ একাধিকবার বলেছেন,

> কালা বর্ণ দেহা উহার কালু হৈল নাম।—১২ পালা।
> কালু জেনে কালা মেঘ গাযী জেন চান্দ।—৪৮ পালা।

এই কালুপীর যে গাযীপীরের সাহায্যকারী হিসেবে একান্তভাবে সৃষ্ট এবং তাঁর যে কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা নেই প্রথম দিকে রচিত গাযীকাহিনীগুলিতে তা সুস্পষ্ট। তাঁর কোনো ব্যক্তিগত সাধ-আহলাদ বা কামনা-বাসনা আছে বলে দেখা যায় না। গাযীপীরের সব কাজে সাহায্য করে তাঁকে সাফল্যমণ্ডিত করাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত।

গাযী ও কালর স্বাতন্ত্র্য

কেউ কেউ মনে করেন যে, গোড়ার দিকে গাযীকাহিনী যখন গড়ে উঠেছিল তখন কালুপীরই কালুগাযী নাম ধরে গাযীকাহিনীর নায়করূপে পরিচিত ছিলেন এবং সেই আদি কাহিনীর ক্রমবিবর্তনের ফলে 'কালু' ও 'গাযী' একই নামের দুটি শব্দ দুটি স্বতন্ত্র চরিত্রের পরিচায়ক হয়ে 'গাযী' বড়খাঁ গাযীতে এবং 'কালু' কালুপীরে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এ ধারণার পিছনে সম্ভাব্য যুক্তি যা থাকতে পারে তা হচ্ছে এই যে, দক্ষিণ বঙ্গের লৌকিক ব্যাঘ্রদেবতার কাহিনী হচ্ছে গাযীকাহিনীর মূল উৎস। দক্ষিণ বঙ্গে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম প্রচারের কালে স্থানীয় অমুসলমানের সঙ্গে প্রথম সংঘাত ঘটে এবং পরে অনিবার্য কারণে একটি সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়। এই সমন্বয়ের ফলে লৌকিক ব্যাঘ্রদেবতার দক্ষিণরায় ও কালুরায় নামক যে দুটি রূপ ছিল, তার একটি অর্থাৎ কালুরায় মুসলিম ব্যাঘপীর কালুগাযীতে পরিণত হন। এর পরেও যে বিবর্তন ঘটে তার ফলে হিন্দু ব্যাঘ্রপীর হিসাবে বড়খাঁ গাযীর অস্তিত্ব গড়ে উঠে এবং কালু এই দুই দুর্ধর্ষ নায়কের মধ্যে মীমাংসাকারী হিসাবে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে একটি সাধারণ সত্তার অধিকারী হন।

এ রকম ধারণার পিছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। দক্ষিণ বঙ্গে লৌকিক ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের বিরাট প্রভাবের কথা সুবিদিত এবং সেই প্রভাবের রেশ আজও টিকে আছে। তাঁর সঙ্গে ইতিহাসের কি সম্পর্ক আছে তা আগের নিবন্ধে (গাযীপীরের ঐতিহাসিকা ও দক্ষিণরায় দ্রঃ) আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে এটুকু বলা যেতে পারে যে সংঘাতের পরে সমন্বয়ের ফলে ব্যাঘ্রদেবতার নব ও মুসলিম রূপায়ণ হিসাবে ব্যাঘ্রপীর বড়খাঁ গাযীকে ধরা যেতে পারে।

প্রবল মুসলিম রাজশক্তির শাসনামলে নমনীয় মনোবৃত্তির বশবর্তী হয়ে হিন্দু কবিরা দক্ষিণরায় ও গাযীপীরের মধ্যে একটি আপসমূলক অবস্থার সৃষ্টি করে উভয়ের সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। কৃষ্ণরাম-রুদ্রদেবের কাব্যে সে চিত্রটিই ধরা পড়ে। তাই বলে রায়মঙ্গলে বা গাযীকাহিনীতে বর্ণিত গাযীপীর কালুরায় হতে পারেন না। কারণ রায়মঙ্গলের কালুরায়ও একজন ব্যাঘ্রদেবতা ও স্থানীয় ব্যক্তি। বড়খাঁ গাযীকে সেখানে দেখা যাচ্ছে একজন বহিরাগত অভিযানকারী হিসেবে, কালুর মতো একজন স্থানীয় ব্যক্তির পরিচয়ে নয়। গাযীকাহিনীতেও বড়খাঁ গাযীকে একজন বহিরাগত অভিযানকারী রূপেই দেখা যাচ্ছে।

আদিতে গাযীকাহিনী যখন সৃষ্টি হয়, তখন গাযীপীরের চেয়ে কালুপীরের প্রাধান্যই বেশি ছিল বলে বলা হয়ে থাকে। সে সব কাহিনী পাওয়া যায় না বলে এ সম্বন্ধে কিছুই বলা সঙ্গত নয়। তবে এমনটি ছিল বলে মেনে নিলেও দু'জনকে অভিন্ন বলা যায় না।

খুব সম্ভব হরিদেব রচিত রায়মঙ্গল কাব্যে দুই ভ্রাতারূপে সৃষ্ট দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরবর্তীকালে মুসলিম কবি কর্তৃক রচিত গাযীকাহিনীতে গাযী ও কালুকে দুই ভ্রাতারূপে সৃষ্টি করা হয়েছিল। রামের সহায়ক লক্ষ্মণ ও দক্ষিণরায়ের সহায়ক কালুরায়ের সৃষ্টির মতো বড়খাঁ গাযীর সহায়করূপে কালুপীরের সৃষ্টি হয়েছিল বলে ধারণা হয়।

ছ. চম্পাবতীর ঐতিহাসিকতা

সাতক্ষীরা শহরে থেকে মাইল তিনেক দূরে লাবসা নামক গ্রামে অবস্থিত একটি জীর্ণ মাযার ইমারতকে জনশ্রুতিমূলে 'মায়ি চম্পার' অর্থাৎ মা চম্পাবতীর মাযার বলে চিহ্নিত করা হয়। একটি জনপ্রবাদ মতে, তিনি ছিলেন বাগদাদের খলিফা বংশের এক কুমারী কন্যা। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণবঙ্গে এসে নৌখালী নদীর উপর দিয়ে যাবার কালে নৌকাডুবিতে পড়ে লাবসা গ্রামে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই আস্তানা গেড়ে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর শিষ্যসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। মৃত্যুর পর তাঁকে এখানেই দাফন করা হয়। অন্য আর একটি জনপ্রবাদ মতে, তিনি এক হিন্দু রাজার কন্যা। চব্বিশ পরগনা (ভারত) জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত ঘোলা গ্রামে চম্পাবতীর একটি 'নযরগাহ' বা আস্তানা আছে বলে ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস উল্লেখ করেছেন।[১] বৃহত্তর যশোহর জেলার বারবাজারে অবস্থিত (পাশাপাশি অবস্থিত) ৩টি প্রাচীন পাকা কবরকে গাযী, কালু ও চম্পাবতীর কবর বলে চিহ্নিত করা হয় জনশ্রুতিমূলে।

আলোচ্য গাযীকাহিনীতে চম্পাবতীকে ব্রাহ্মণনগরের রাজা মটুক রায়ের কন্যা ও কাহিনীর নায়ক বড়খাঁ গাযীর পত্নীরূপে দেখান হয়েছে। হুরপরীদের অলীক গল্প ও অন্যান্য আজগুবি কাহিনী বাদ দিলে মোটামুটিভাবে এই ধরা যায় যে, চম্পাবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে বড়খাঁ গাযী লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। গাযীকাহিনীর প্রত্যেকটি পুঁথিতে গাযী-চম্পার বিয়ের কথা প্রায় একইভাবে বর্ণিত আছে। কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যেও চম্পাবতীর পরিচয় এবং তাঁর বিয়ের কাহিনী প্রায় একই ধরনের।

স্থানীয় জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন'[২] "যাহা হউক, গাযীর সহিত চম্পাবতীর বিবাহান্তে বা বিবাহের পূর্বে, সেই রাজকুমারী কোন আত্মীয়ের সাহায্যে পলায়ন করিয়া সাতক্ষীরার গণরাজার আশ্রয় লন এবং অবশিষ্ট জীবন মনস্তাপে, স্বজন-শোকে, আত্মচিন্তায় ও ধর্মসাধনায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার যাহা কিছু ধন-রত্ন ছিল, তাহা সৎকার্যে ব্যয়িত করিয়া পরসেবায় এমনভাবে তাঁহার আদর্শ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বলোকে তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত, মায়ের মতো ভক্তি করিত—তাঁহার নাম হইয়াছিল 'মাই চম্পা বিবি'। তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে এবং ভাষার কিছু রদবদল করে 'সুন্দর বনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে জনাব এ, এফ, এম, আবদুল জলিল অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ করেছেন।

---

১. ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস : বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, ১০৫ পৃঃ।
২. শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৪৩৬ পৃঃ।

আর কোনো প্রমাণের তোয়াক্কা না করেই ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস, নির্দ্বিধায় বলেছেন,[১] "মুকুটরায়ের সহিত বড়খাঁ গাযীর যুদ্ধ, মুকুটরায়ের পরাজয়, বড়খাঁ গাযীর সহিত কন্যা চম্পাবতীর বিবাহ, পুত্র কামদেব রায় প্রমুখের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা।"

অধ্যাপক সতীশ মিত্র চম্পাবতীর ঐতিহাসিকতা প্রমাণের প্রয়াসে দক্ষিণ বঙ্গের চারজন মুকুটরায় সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কাহিনীর 'মটুক' নাম যে 'মুকুট'-এরই বিকৃত রূপ, তা ধরে নিয়ে তিনি যে চারজন মুকুটরায়ের কথা বলেছেন, তাঁরা হচ্ছেন :[২]

১. অমরকোষের টীকা প্রণয়নকারী নবদ্বীপ অঞ্চলের মুকুটরায় নামক একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাঁর উপাধি ছিল 'বৃহস্পতি'।
২. যশোর জেলার জয়দীয়া নামক স্থানের কাশ্যপগোত্রীয় ও চাটুতি গাঞি বংশীয় জমিদার মুকুটরায়। বিনোদরায় তাঁর ভ্রাতা।
৩. যশোর জেলার ঝিনাইদহ অঞ্চলের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার রায় মুকুট। "ইনি শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, শণ্ডিল্য গোত্র ও পরিহালি গাঞি"। তিনি ছিলেন মোঘল আমলের লোক।
৪. যশোর জেলার ঝিকরগাছা রেল স্টেশনের নিকটবর্তী ব্রাহ্মণ নগরের (বর্তমান লাউজানি গ্রাম) রাজা মুকুট রায়। ইনিও জাতিতে ব্রাহ্মণ।

এঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সতীশবাবু বলেছেন,[৩] "তন্মধ্যে প্রথম দুইজনের সহিত প্রস্তাবিত ইতিহাসের বিশেষ কিছু সম্বন্ধ নাই।" তৃতীয় জন নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হলেও নবাব তাঁর বীরত্ব-কাহিনী শুনে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন এবং সসম্মানে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর সঙ্গে নেওয়া কবুতর দৈবাৎ ছাড়া পেয়ে রাজধানীতে ফিরে এলে পরিবারবর্গ দুর্গের পরিখাতে ডুবে আত্মহত্যা করেন এবং রায় ফিরে এসে মনের দুঃখে নিজেও আত্মহত্যা করেন বলে সতীশ বাবু বলেছেন। তাঁর মতে তিনিও চম্পার পিতা নন।

এই তিনজন মুকুট নামধারী ব্যক্তিকে বাটখারার নানারকম হেরফের করে রেহাই দিলেও এ নামের চতুর্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সতীশবাবু নিক্তির কাঁটাটি রতি-মাশায় তৌলিয়ে অতীব সাবধানতার সঙ্গে ওজন করার কাজে লাগিয়েছেন, যাতে তুলাদণ্ডে একচুলও হেরফের না হতে পারে। করার প্রয়োজনও ছিল। তিনি চম্পাবতীসহ গাযীকাহিনীর প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্রকে নির্ভেজাল ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে ধরে নিয়ে তাঁর ইতিহাস (?) রচনা করেছন। অতএব একজন মুকুট রায়কে চম্পাবতীর পিতা বলে প্রমাণ করতেই হবে। সুন্দরবনের ইতিহাস নামক পরিধিবহুল গ্রন্থে জনাব আবদুল জলীলও সতীশ বাবুর অভিমতকেই সমর্থন করেছেন ভাষার একটু রদবদল করে।

তাঁদের মতে, এই মুকুট রায় ছিলেন ব্রাহ্মণ নগরের অধিবাসী এবং যশোহর জেলার ঝিকরগাছা রেল স্টেশনের কিছু পূর্ব-উত্তর দিকে অবস্থিত বর্তমান লাউজানি গ্রামের প্রাচীন নাম ছিল ব্রাহ্মণ নগর। এর পশ্চিম দিকে ছিল কপোতাক্ষ নদী, দক্ষিণে হরিহর নদী এবং উত্তরে বিল। এই এলাকাতে একটি পরিখাবেষ্টিত দুর্গে, তাঁদের মতে, বাস করতেন মুকুট রায়।

সমগ্র এলাকা এখন কৃষিভূমি। ব্রাহ্মণ নগর, মটুক রাজা, চম্পাবতী প্রভৃতি সম্পর্কে এই অঞ্চলে প্রচুর কিংবদন্তি আছে। কিন্তু প্রাচীন কীর্তি, সেগুলির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন বহনকারী কোন ঢিবি (mound) বা সে জাতীয় কোনো উপকরণের কোনো অস্তিত্ব নেই। থাকার মধ্যে লাউজানি মাদ্রাসার সামনে ছিল মাটির একটি ছোট ঢিবি। গাযীর দরগা নামে পরিচিত এই ঢিবিতে স্থানীয় লোকেরা এসে গাযীর নামে.মানত করতেন এবং ঢিবির প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা জানাতেন। এখন (১৯৭৪ খিঃ) ঢিবিটি আর সেখানে নেই। স্থানীয় মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক গ্রন্থকারকে জানান যে, এখানে ইসলামের নীতিবহির্ভূত

---

১. ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস : বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, ১৫৫ পৃঃ।
২. শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৪২৬-৩৭ পৃঃ।
৩. প্রাগুক্ত।

কাজ হতো বলে তিনি ক্ষুদ্র ঢিবিটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছেন কয়েক বছর আগে এবং এর ভিতরে মাটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

এই ঢিবি থেকে প্রায় এক মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল, সতীশ বাবুদের মতে, মুকুট রাজার তথাকথিত দুর্গ ও প্রাসাদ। সেখানে বা এই অঞ্চলের অন্য কোথাও কোনো প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ নেই। তবে বহু প্রাচীন কালে, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের প্রথম দিকে এসব স্থানে কিছু কিছু ইমারতাদি ছিল বলে মনে হয়—এখানে-ওখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃৎপাত্র ও ইষ্টকাদির ভগ্নাংশ দেখে। তবে সেগুলিও সংখ্যায় খুবই সীমিত। গাযী পীরের তথাকথিত দরগা থেকে মাইলখানেক দক্ষিণে একটি মাঠ আছে। সতীশবাবুদের মতে, এর নাম কুনিয়া বা খনিয়া। এখানেই নাকি গাযী ও মুটুক রাজার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। আবার ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল ও অন্যান্যদের মতে, এই যুদ্ধক্ষেত্র খনিয়া বা কুনিয়া ছিল চব্বিশ পরগনা জেলায় "আদিগঙ্গার মরাখাতের পার্শ্বে অবস্থিত। সেখানে 'মুকুটের দীঘি' ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান।"[১]

সতীশ বাবুদের মতে এই মুকুট রায়ের পত্নীর নাম লীলাবতী, সাত পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কামদেব এবং একমাত্র কন্যার নাম সুভদ্রা বা চম্পাবতী। মুসলিম বিদ্বেষী এই নৃপতির সেনাপতি ছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের রাজা প্রভাকরপুত্র মুসলিম বিদ্বেষী দক্ষিণরায়। তাঁদের মুসলিম-বিদ্বেষের কথা অবগত হয়ে 'বৈরাট নগরের'[২] প্রবল পরাক্রান্ত মুসলিম আমির সেকান্দর শাহ্‌র পুত্র বড়খাঁ গাযী প্রচুর সৈন্য-সামন্তসহ তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন এবং চম্পাবতীর সঙ্গে গাযীর বিয়ের প্রস্তাব দেন কালুর মাধ্যমে। রাজা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কালুকে বন্দী করে রাখেন।

তখন দুই পক্ষের মধ্যে বাঁধে যুদ্ধ। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বড়খাঁ গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ্‌র নিকট থেকে সৈন্য আনেন। তাতেও তিনি খুব সুবিধা করতে পারেননি। কারণ রাজবাড়ির ভিতরেই ছিল "মৃত্যুজীব কূপ। এই কূপের জল ছিটাইয়া দিলে মৃত ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠিত।" গাযী রাজবাড়ির মধ্যবর্তী কূপের জল গো-রক্ত ইত্যাদি নিক্ষেপ করে বিষাক্ত করেছিলেন এবং রাজা পরাজিত হলেন। 'মুকুটের পরিবারবর্গ অধিকাংশই' 'কূপে' পড়ে আত্মহত্যা করলেন। কেবল তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কামদেব ও একমাত্র কন্যা সুভদ্রা বা চম্পাবতী বন্দী ও ধর্মান্তরিত হন। গাযীর সঙ্গে চম্পার বিয়ে হয় অথবা চম্পা পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। কামদেবের নাম হয় ঠাকুরবর এবং তিনি প্রায় ১০০ বছর বেঁচে থাকেন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের সময়েও তিনি বেঁচে ছিলেন। এই হল মোটামুটি সতীশ বাবুর বক্তব্য। জনাব আবদুল জলীলও প্রায় একই কথা বলেছেন 'সুন্দরবনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে।

তাঁদের এই মত মেনে নিলে হোসেন শাহর রাজত্বকালে (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রিঃ) সুন্দরবন এলাকায় সর্বপ্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ধরে নিতে হয়। অথচ প্রামাণ্য ইতিহাস এবং তাঁদেরও বর্ণনামতে দেখা যায় যে, হোসেন শাহ্‌র রাজ্যপ্রাপ্তির অন্তত অর্ধশতাব্দী কাল আগেই খান-ই-জাহান যশোহর জেলার বারবাজার থেকে সুন্দরবনের গভীরে অবস্থিত আমাদি-মসজিদকুড়-বেদকাশী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থানে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খলিফাতাবাদ অর্থাৎ বাগেরহাট ছিল তাঁর শাসনকেন্দ্র ও আবাসস্থল। তাঁর পরে সুলতান রুকন উদ-দীন বারবক শাহ্‌র আমলে (১৪৫৯—১৪৭৬ খ্রিঃ) বরিশাল-পটুয়াখালী পর্যন্ত মুসলিম অধিকার প্রসারিত হয়েছিল। এর পরে সুলতান হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকাল পর্যন্ত দক্ষিণ বঙ্গে মুসলিম অধিকারে যে ছেদ পড়েনি এবং সেই অধিকার যে বরাবরই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নেই। এমনকি রাজা প্রতাপাদিত্যের সময় পর্যন্ত সেই অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, তিনি মুসলিম-বিদ্বেষী ছিলেন না, তাঁর বিরোধ ছিল মোঘল রাজশক্তির সঙ্গে। তাঁর পতনের পরে দক্ষিণ বঙ্গে মুসলিম অধিকার আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর

---

১. সাহিত্য প্রকাশিকা, ৪র্থ খণ্ড, হরিদেবের রচনাবলী, ভূমিকা ১২৮ পৃঃ। সম্পাদক শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল।

২. সতীশবাবু বৈরাট নগরের স্থান নির্দেশ করেননি, করেছেন আবদুল জলিল সাহেব। তার মতে এ স্থান বারবাজারের নিকটবর্তী বৈরাট নামক গ্রাম।

প্রতিষ্ঠিত ছিল। খান-ই-জাহান থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর সামন্তরাজা সীতারাম (তিনিও মুসলিম-বিদ্বেষী ছিলেন না, তাঁর বিরোধ ছিল মোঘল ফৌজদারের সঙ্গে) পর্যন্ত মুকুটরায় বা দক্ষিণরায়ের মতো কোনও মুসলিম বিদ্বেষী স্বাধীন হিন্দু নৃপতির দক্ষিণ বঙ্গে অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না। তাঁদেরকে খান-ই-জাহানের পূর্ববর্তী বলে ধরে নিলেও সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ, তার আগে সুন্দরবন অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে মুকুটরায়-গাযীপীরের যুদ্ধকে কাল্পনিক কাহিনী বলে ধরে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

জনাব আবদুল জলীলের মতে, বারবাজারের নিকটবর্তী বৈরাট-দৌলতপুরেই নাকি ছিল গাযীর পিতা সেকান্দর শাহ্ নামক এক পরাক্রান্ত আমিরের আবাসস্থল। তাঁর মতে, এ স্থানই বৈরাট নগর। এ স্থান থেকে লাউজানি অর্থাৎ তথাকথিত ব্রাহ্মণনগরের দূরত্ব মাত্র ২০/২২ মাইল। এত কাছাকাছি স্থানে তথাকথিত মুকুটরায়ের মতো এতবড় মুসলিমবিদ্বেষী একজন স্বাধীন হিন্দু নৃপতির অস্তিত্ব আদৌ সম্ভাব্য বা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলে মনে হয় না। খান-ই-জাহানের সময়ে এমন কেউ ছিলেন বলে কোনো জনশ্রুতিও নেই। তাঁর পরবর্তীকালে মুকুট নামে কোন হিন্দু ভূস্বামী থাকলেও তিনি ছিলেন জমিদার। তাঁর বিরুদ্ধে এতবড় যুদ্ধাভিযান এবং হোসেন শাহ্র নিকট থেকে সৈন্য এনে যুদ্ধ করার কাহিনীকে মোটেই সম্ভাব্য ঘটনা বলে ধরা যায় না।

সতীশবাবু ও জনাব আবদুল জলীলের মতে গাযীকাহিনীর শ্রীরাম রাজার নিবাসস্থল চাঁপাই নগর ছিল বারবাজার থেকে মাত্র এক মাইল দূরে অবস্থিত বাদুড়গাছা মৌজায়। বারবাজার-বৈরাট-দৌলতপুরে গাযীর পিতার নিবাসস্থল, মাত্র এক মাইল দূরে শ্রীরাম রাজার বাড়ি চাঁপাই নগর এবং মাত্র ২০/২২ মাইল দূরে ব্রাহ্মণনগরে চম্পাবতীর নিবাসস্থল ইত্যাদি ইত্যাদি বর্ণনা সমুদয় বিষয়টাকে একটি হাস্যকর পরিস্থিতির সূত্র করে তুলেছে বলে দেখা যাচ্ছে।

মুসলিম আমলে বা তার অব্যবহিত পূর্বে দক্ষিণবঙ্গে এক বা একাধিক মুকুট রায়ের অস্তিত্ব থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। শুধু কিংবদন্তিকে ভিত্তি করেই তাঁদের ঐতিহাসিকতা প্রমাণের চেষ্টা চলছে। জনশ্রুতিমূলেও তাদের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাতে তাঁদেরকে ক্ষুদ্র ভূস্বামী অর্থাৎ জমিদার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তিনি বা তাঁরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও তথাকথিত গাযীপীরের সঙ্গে তথাকথিত চম্পাবতীর বিয়ের কাহিনী কল্পনারই সৃষ্টি, এর বেশি কিছু নয়।

জনশ্রুতি ও কল্পনা যে একটি কাহিনীকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে নিচের আলোচনা থেকেই তা বোঝা যাবে। লাউজানিতে গাযী পীরের যে দরগা ছিল (সেখানে ছিল একটি মাটির ঢিবি, কোন কবর নয়) তার পাশেই ছিল 'জীয়তকুণ্ড' নামে পরিচিত একটি কুয়া এবং সেখান থেকে ৫০ গজ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আছে চম্পাবতীর দিঘি নামক একটি প্রাচীন জলাশয়। গাযীর দরগা ও চম্পাবতীর দিঘির অবস্থান থেকে ধরে নিতে হয় যে, এখানেই ছিল তাঁদের নিবাসস্থল। জীয়তকুণ্ড সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, এটি ছিল মটুক বা মুকুট রাজার কূপ। সে ক্ষেত্রে এখানেই মুকুট রায়ের রাজবাড়ি ও দুর্গ থাকার কথা। সবকিছু মিলিয়ে এমন একটা তালগোল পাকানো হয়েছে যে, তাতে এক বিরাট গোলকধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে এবং তার মধ্য থেকে কোন সত্য উদ্ধারের চেষ্টা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

মুকুট রায়ের কথাকথিত রাজধানী বলে চিহ্নিত স্থানে অতি সামান্য মৃৎপাত্র ও ইস্টকাদির ভগ্নাংশ ছাড়া প্রত্নকীর্তির আর কোনো চিহ্নই নেই। মুসলিম আমলে সেখানে যদি রাজবাড়ি বা দুর্গ থাকত তবে সামন্য কয়েক'শ বছরের ব্যবধানে সেগুলি এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত না। মাটির প্রাচীর, প্রাচীর সংলগ্ন পরিখা এবং ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ কিছু না কিছু পরিমাণে টিকে থাকত। সবকিছু এমনিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে এর চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগার কথা। এতে ধারণা হয় যে, লাউজানিতে যেসব প্রাচীন কীর্তির অতি অস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়, সেগুলি ছিল আরও অনেক অনেক প্রাচীন কালের—খুব সম্ভব প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগেরও প্রথম দিকের। মাত্র চার/পাঁচ'শ বছর আগের কীর্তি এগুলি ছিল না।

অবশ্য কোনো কীর্তিকে রাতারাতিই ধূলিস্মাৎ করে সেখানে চাষের জমি করা যায় ইচ্ছাকৃতভাবে। কিন্তু লাউজানিতে এমনটি ঘটেছিল বলে কোনো প্রমাণ তো দূরের কথা, এ ব্যাপারে কোনো কিংবদন্তি নেই। এতে সহজেই ধারণা করা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে এখানকার জনপদটি কালের অমোঘ বিধানে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে হতে বর্তমান অবস্থায় এসে পড়েছে। এ স্থানে মুসলিম আমলে কোনো রাজা বা সামন্ত নৃপতির রাজবাড়ি বা দুর্গ ছিল না। অতএব মুকুট রায়ের বাজবাড়ি এখানে ছিল এই অবান্তর প্রশ্ন নিয়ে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, গাযীপীর ও দক্ষিণরায়ের মতো চম্পাবতীও একজন কাল্পনিক ব্যক্তি। মুকুট বা মটুক নামক এক বা একাধিক ব্যক্তি ছিলেন বলে তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও তাঁর সঙ্গে কাল্পনিক চম্পাবতীর সম্পর্ক কাল্পনিকভাবেই করা হয়েছে—যেমনভাবে ঐতিহাসিক সুলতান সেকান্দর শাহ্‌র পুত্ররূপে বড়খাঁ গাযীকে কল্পনা করা হয়েছে। তবে কাল্পনিক গাযীপীরের মতো কাল্পনিক চম্পাবতীর মধ্যেও সামান্য কিছু ঐতিহাসিক উপাদান আছে বলে ধরা যেতে পারে। মুসলিম আমলে কোনো কোনো মুসলিম ধর্মযোদ্ধা অমুসলিম রমণীর পানিগ্রহণ করেছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরসীনামার বরখানগাযীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ রকম আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। খুব সম্ভব সে সব দৃষ্টান্ত অবলম্বন করেই কাল্পনিক গাযীকাহিনীর নায়ক বড়খাঁ গাযীর সঙ্গে কাল্পনিক নায়িকা চম্পাবতীর বিবাহ-কাহিনী সৃষ্টি হয়েছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক. গাযী কালু ও চম্পাবতী কাব্য-পরিচিতি

১. কবি খোদা বখ্‌শ রচিত কাব্য—পাণ্ডুলিপি ও কবি-পরিচিতি

এই পুঁথির একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে।[১] ১৮×১১ ইঞ্চি পরিমিত আধাআধি ভাঁজ করা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা পাণ্ডুলিপির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৬৪ এবং প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ থেকে ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা আছে। প্রায় সমুদয় পাণ্ডুলিপি একই ব্যক্তি অর্থাৎ লিপিকর খয়েরজ্জামান কর্তৃক লিপিকৃত। হস্তাক্ষর মোটামুটি ভাল ও বেশ স্পষ্ট। লিপিকাল ১৩৩১ সাল (বঙ্গাব্দ)।

কবির নাম শেখ খোদা বখ্‌শ্ (বক্স), পিতার নাম শেখ রফিক এবং পিতামহের নাম শেখ বাহাদুর। প্রত্যেক পয়ার ত্রিপদী ও পালাশেষে কবির নামযুক্ত ভণিতা আছে। সামান্য কয়েকটি ভণিতায় (১, ৩ ও ২৬ পালা ইত্যাদি) কবির পিতার নাম এবং মাত্র ৩টি ভণিতায় (৩১, ৪১ ও ৪৩ পালা) কবির পিতামহের নামযুক্ত ভণিতা আছে।

কবির জন্মস্থান পূর্ব খড়িয়াবাদা নামক গ্রামে। কিন্তু তিনি কিস্টপুর অর্থাৎ কচুয়-কিস্টপুর (কৃষ্ণপুর) নামক গ্রামে বাস করে আলোচ্য গ্রন্থটির প্রায় সব অংশ রচনা করেন। (১, ৩, ৪, ১২, ৩১, ৪০, ৪৮ ইত্যাদি পালা দ্রঃ)। গ্রন্থের শেষ পালাটি বোগদহ নামক স্থানে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। সেখানে আছে, "মনেত ভাবিয়া পুথি খোদ বক্স কহে। কিস্টপুর ছাড়িয়া বাস [হৈল] বোগদহে"। ৫৮ পালা।

খড়িয়াবাদা, কিস্টপুর, কচুয়া-কিস্টপুর, বোগদহ প্রভৃতি স্থান কোথায়, কোন্ জেলায় সেই উল্লেখ পুঁথিতে নেই। পাণ্ডুলিপির প্রাপ্তিস্থান চকনওয়া গ্রামকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী দিনাজপুর-রংপুর-বগুড়া জেলায় ব্যাপক অনুসন্ধানের পরে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, কবি বৃহত্তর রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার অধীনে এবং থানা থেকে প্রায় ৫মোইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে বাস করতেন। কিন্তু এই অঞ্চলে খড়িয়াবাদা বলে কোনো গ্রাম নেই। তবে এখন থেকে ১২ মাইল পূর্ব দিকে খড়িয়াবাদা নামক একটি গ্রাম আছে। এ গ্রামের বর্তমান পোশাকী নাম শ্রীপতিপুর, বর্তমান মহিমাগঞ্জ রেল স্টেশন এ গ্রামেই অবস্থিত। খুব সম্ভব কবির জন্মস্থান এই খড়িয়াবাদা গ্রামেই ছিল।

সাহেবগঞ্জে একটি সরকারি ইক্ষু-ফার্ম আছে। পোশাকী নাম সাহেবগঞ্জ ইক্ষু-ফার্ম হলেও বোগদহ বা বোগদা ফার্ম নামেই এ স্থান অধিক পরিচিত। এই ফার্মের অফিস থেকে প্রায় দেড়মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং ঘোড়াঘাট-সাহেবগঞ্জ রাস্তা থেকে আধমাইল পশ্চিমে অবস্থিত কচুয়া-কৃষ্ণপুর গ্রাম, স্থানীয় ভাষায় কচুয়া-কিস্টপুর। এখানেই কবি বাস করতেন। কিন্তু কোথায়, তা কেউ বলতে পারে না। কারণ, শেষ বয়সে তিনি এ স্থান ছেড়ে বোগদহতে চলে যান।

কচুয়া-কৃষ্ণপুরের পূর্বদিকে এবং ঘোড়াঘাট-সাহেবগঞ্জ রাস্তার লাগোয়া পূর্বদিক থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত যে প্রকাণ্ড গ্রাম আছে তার নাম বোগদহ। পলিপাড়া ও মেলাবাড়ি

---

১. দিনাজপুর জেলার প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত থাকাকালীন গ্রন্থকার কর্তৃক ১৯৬৭ সালে রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত চর নওয়া গ্রামের অধিবাসী জনাব সৈয়দ আলী-তৈয়বআলী সরকারের নিকট থেকে অন্যান্য আরও কয়েকটি পাণ্ডুলিপিসহ এটিও সংগৃহীত হয়। লিপিকর মরহুম খয়েরজ্জামন ছিলেন জনাব সৈয়দ আলী সরকার ও তৈয়ব আলী সরকারের পিতা। ঘোড়াঘাট ডাকবাংলার তদানীন্তন চৌকিদার ও সুপণ্ডিত মরহুম নইম-উদ্-দীন সরকার ছিলেন লিপিকরের ভাগিনা। তাঁরই সাহায্যে ও জনাব সৈয়দ আলী ও তৈয়ব আলীর বদান্যতায় পাণ্ডুলিপিগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল।

নামক দুটি অংশে এই গ্রাম বিভক্ত। ঘোড়াঘাট থেকে মাত্র ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এই প্রাচীন স্থানে এককালে প্রায় ১৫/২০ বর্গমাইল স্থান জুড়ে একটি বিরাট নগরীর অস্তিত্ব ছিল। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষামূলক খননকার্যের পর এখানে হিন্দু-বৌদ্ধযুগের অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। খুব সম্ভব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে এ স্থানের নাম হয় সাহেবগঞ্জ। কোম্পানীর আমলেও এ স্থানের কিছু প্রতিপত্তি ছিল। তারপর এ স্থান পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে।

কচুয়া-কৃষ্ণপুর ও বোগদহের অধিবাসীদের কাছ থেকে কবি খোদাবখ্‌শ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কয়েকজন অতি বৃদ্ধলোকের কাছ থেকে জানা গেছে যে, এ নামের একজন কবি এ দুটি স্থানে বাস করতেন বলে তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরিদের কাছে শুনেছেন। এর বেশি তাঁরা কিছু বলতে পারেন না। কবি কোথায় মারা গিয়েছিলেন এবং কোথায় তাঁর কবর এ সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারেন না।

কবি কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে আলোচ্য গ্রন্থটি ১২০৫ সালে (১৭৯৮—৯৯ খ্রিঃ) রচিত হয়েছিল (১পালা)। কবির পরিণত বয়সের রচনা ছিল এই কাব্য। তা গ্রন্থের বিভিন্ন উক্তি থেকেই বোঝা যায়। তাতে ধরে নেওয়া যায় যে, কবির বয়স তখন প্রায় ৫০ বছর ছিল। সেই হিসেবে কবির জন্ম হয়েছিল ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের কিছু আগে।

কবির জীবন খুব সুখের ছিল না। দুটি ভণিতায় (৩১ ও ৫১ পালা) কবি নিজের সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা সত্যিই করুণ। কবি ছিলেন সাধক ফকির এবং তাঁর একাধিক গুরু ছিলেন বলে মনে হয়। তিনি নিজেও গুরু ছিলেন এবং গ্রন্থ রচনার কারণ বলতে গিয়ে তিনি সে কথা বলেছেন :

কবির প্রচার আমি করিলাম জেমত। সুন সুন কহি আমি সেহি সব তত ॥
বুদ্ধিপতি সিষু তাহার ধন মোহাম্মদ নাম। সেহি বলে রচো গুরু গাযির কালাম ॥
পুস্তক প্রচার আমি করিলাম কতশত। কত বেশি কত কমি আছে নানান মত ॥
সে সব শুনিঞা মনে ধন্দ নাহি মিটে। লেখহ পুস্তক বুদ্ধি জোটাইয়া ঘটে ॥
এতেক শুনিঞা পদ করিলাম গাঁথনি। বিরচিয়া বলে [কবি] মধ্যপদে গণি।—বন্দনা

কাব্য-পরিচয়

কবি শেখ খোদা বখশ রচিত গাযী কালু ও চম্পাবতীর বিরাট কাহিনী ৫৮ পালায় বিভক্ত। 'পশ্চিম দেশেতে রাজ্য শহর বৈরাট'-এর অধিপতি ভুবনবিজয়ী বাদশাহ্ সেকান্দর পাতালরাজ বলি রাজার কন্যা ওসমাবিবিকে বিয়ে করেন এবং জুলহাউস নামক তাঁদের এক পুত্র হয়। প্রথম যৌবনে জুলহাউস জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে এক অজগরের মুখে পাতালরাজ জঙ্গরাজার কন্যা পাঁচতোলার রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে অজগরের সঙ্গে সেখানে চলে যান। জঙ্গরাজা কর্তৃক প্রস্তাবিত একের পর এক সাতটি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জুলহাউস সুন্দরী পাঁচতোলাকে পত্নীরূপে লাভ করেন এবং শ্বশুরের রাজ্য পেয়ে পিতামাতাকে ভুলে গিয়ে পাতালরাজ্যেই বসবাস করতে লাগলেন।

এদিকে পুত্রহারা জননী ওসমাবিবির ক্রন্দনে আল্লাহ্র আরশ কেঁপে উঠল। আল্লাহ্র আদেশে বড়খাঁ গাযী ওসমাবিবির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন এবং তাঁর নামকরণের দিন নামগোত্রহীন এক বালককে পেয়ে বাদশাহ তাকে পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর দেহের কালোবর্ণের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর নাম রাখলেন কালু। গাযী ও কালু ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন। কালু গাযীর প্রাণপ্রিয় সহচর।

গাযীর দশবছর বয়সকলে পিতা সেকান্দর বাদশাহ্ তাঁকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে আদেশ দিলেন। গাযী তাতে অসম্মত হয়ে ফকির হয়ে যাওয়ার সঙ্কল্পের কথা পিতাকে জানালে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। একের পর এক প্রচেষ্টা চলল গাযীকে হত্যা করার। কিন্তু বাদশাহ্র সব চেষ্টা ব্যর্থ হল, সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এক রাতে গাযী ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। প্রাণপ্রিয় সহচর কালু তাঁর সঙ্গী হলেন। পুত্রহারা জনক-জননীর ক্রন্দনে ধরণী কেঁপে উঠল।

গভীর অরণ্য পথ ধরে গাযী ও কালু চলতে লাগলেন। তাঁরা চাঁপাইনগরের শ্রীরাম রাজার বাড়িতে এসে আশ্রয় চাইলে রাজা তাঁদেরকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে গাযীর ইচ্ছায় রাজবাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল এবং অনুতপ্ত রাজা সদলবলে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে গাযীর ভক্ত হয়ে পড়লেন। সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করে গাযী ও কালু আবার পথে বের হয়ে পড়লেন। বনের বাঘ তাঁদেরকে আক্রমণ করলে গাযী তাঁদের বশ করে অনুগত দাসে পরিণত করলেন। তারপর তিনদিন তিনরাত্রি অনাহারে চলার পরে তারা সাতজন দরিদ্র কাঠুরিয়ার ঘরে এসে অন্ন চাইলে কাঠুরিয়াগণ তাঁদের শেষ সম্বল দা-কুড়াল বন্ধক রেখে অতিথি সৎকার করলেন।

কাঠুরিয়াদের দুরবস্থা দেখে গাযীপীর গঙ্গাদেবীর কাছে তাঁর পিতা কর্তৃক গচ্ছিত ধন থেকে পাঁচ লক্ষ ধন এনে কাঠুরিয়াদেরকে দিলেন এবং বিশ্বকর্মা তথা লোকমান হেকিমকে ডাকিয়ে এনে সাতভাই কাঠুরিয়ার জন্য সাতটি প্রাসাদ এবং নিজেদের জন্য একটি মসজিদ বানিয়ে নিলেন। গাযী সেখানে সোনাপুর নামে একটি নগর স্থাপন করে সেই মসজিদে কালুকে নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন।

একরাতে পরীরা এল সোনাপুরে এবং নিদ্রিত গাযীর রূপ দেখে তারা প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়ল। নিজেদের মধ্যে অনেক বাক-বিতণ্ডার পর তারা নিদ্রিত গাযীকে পালঙ্কসহ নিয়ে গেল ব্রাহ্মণনগরের মটুক রাজার অপরূপ সুন্দরী কন্যা চম্পাবতীর রূপ-লাবণ্যের সঙ্গে তুলনা করতে এবং নিদ্রিতা চম্পার খাটের পাশে গাযীর পালঙ্ক রেখে দুজনের মধ্যে কার সৌন্দর্য বেশি তা নির্ধারণে অক্ষম হয়ে তারা রাজার ফুলবনে চলে গেল মধুপান করতে। এদিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই গাযী ও চম্পাবতী জেগে উঠলেন এবং একে অন্যের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে কেউ কাউকে না জেনেও একে অন্যের প্রতি গভীর প্রেমে পড়ে গেলেন। পরিচয়ের পরেও তাঁদের সেই প্রেমে কোন জটিলতার সৃষ্টি হল না এবং তাঁদের প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ অঙ্গুরি ও পালঙ্ক বিনিময় করলেন এবং কিছুক্ষণ মধুর আলাপের পরে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। নিশাশেষে পরীরা এসে অঙ্গুরি ও পালঙ্ক বদলের দৃশ্য দেখে মনে মনে কৌতুক অনুভব করে চম্পার পালঙ্কে নিদ্রিত গাযীকে পালঙ্কসহ সোনাপুরে নিয়ে গেল।

পরদিন প্রভাতে গাযীকে পাশে দেখতে না পেয়ে চম্পাবতীর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ল। দেবী ভবানীর পূজা দিলে দেবী তাকে ভরসা দিলেন যে, গাযীর সঙ্গে চম্পার মিলন হবে।

ওদিকে সোনাপুরে নিদ্রাভঙ্গের পরে চম্পাকে পাশে না দেখে গাযী পাগলের মতো হয়ে গেলেন এবং কালুকে সব কথা খুলে বললেন। কালু তাঁকে ভর্ৎসনা করে এ পথ থেকে নিরস্ত করতে চাইলেন কিন্তু গাযী নাছোড়বান্দা। অতঃপর গাযী ও কালু ব্রাহ্মণনগরের পথে যাত্রা করলেন এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে কালু গেলেন রাজার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। প্রস্তাব শুনে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে কালুকে বন্দি করে রাখলেন। অচিরেই গাযী 'বাতেনিতে' সে খবর জানতে পারলেন এবং তাঁর হুঙ্কারে কালু শৃঙ্খলমুক্ত হলেন।

এবার গাযী তাঁর ব্যাঘ্রবাহিনী নিয়ে চললেন মটুকরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে রাজার সৈন্যদল নিহত হল কিন্তু রাজবাড়িতে অবস্থিত 'জীয়তকুণ্ডের' পানি ছিটিয়ে রাজা তাঁদেরকে পুনর্জীবিত করে আবারও যুদ্ধে পাঠালেন। গাযী সে সংবাদ পেয়ে চিলের সাহায্যে কুণ্ডের জলে গোমাংস নিক্ষেপ করে কুণ্ডের পানি অপবিত্র করে দিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজা তাঁর গুরু ও রক্ষক দক্ষিণরায়ের শরণাপন্ন হলে তিনি রণে অবতীর্ণ হলেন এবং দুর্গাদেবীর কাছ থেকে ভূতপ্রেত, গঙ্গদেবীর কাছ থেকে কুম্ভীর ও পদ্মা দেবীর কাছ থেকে সর্পবাহিনী এনে গাযীর বাঘসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হলে তাঁকে বন্দী করে গাযীর নিকট আনা হল। ইতোমধ্যে মটুক রাজা ও কালুকেও সেখানে উপস্থিত করা হল। দক্ষিণারায় ও মটুকরাজা চম্পাবতীকে গাযীর হাতে তুলে দিবার শর্তে নিজেদের প্রাণভিক্ষা চাইলেন এবং কালুর মধ্যস্থতায় গাযী সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। মহাসমারোহে গাযী-চম্পার বিয়ে হল। মান-অভিমানের পরে 'দুইতনু হৈয়া গেল একই শরীর। দুই চন্দ্র মিলন যেন চম্পা গাযীপীর।'

পরদিন গাযী, কালু ও চম্পাবতী চললেন বৈরাট নগরের পথে। চলতে চলতে তাঁরা এক উদ্যানে এসে উপস্থিত হলেন। গাযীর মনে পড়ল তাঁর বড় ভাই জুলহাউসের কথা। তিনি ধ্যানে জানতে

পারলেন তাঁর পাতালে অবস্থানের কথা। চম্পার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে উদ্যানের এক বৃক্ষে 'ছাপিয়ে' রেখে দুই ভাই চললেন পাতালপুরীর দিকে। পথে তাঁরা মুসলিম বিদ্বেষী ডিমক রাজাকে কেরামতির সাহায্যে পরাজিত করে মুসলিম করে আবার পথে বের হয়ে পড়লেন এবং বিক্রমপুরে এসে জানতে পারলেন যে, রাজা বিক্রম কেশরীর কন্যা ভানুমতী প্রতিরাতে একজন যুবককে প্রাণনাশ করেন তাঁর মধ্যে যে অজগর সর্প আছে তার সাহায্যে। গাযী ও কালু সেই সর্পকে মেরে কন্যাকে অজগরের হাত থেকে উদ্ধার করেন এবং কালুর সঙ্গে ভানুমতীর বিয়ে হয়। ভানুমতীকে বাপের বাড়িতে রেখে তাঁরা আবার বের হয়ে পড়েন।

পথে যেতে যেতে 'ছাতিনার বনে' গঙ্গার ধারে হাজার হাজার হিন্দু সন্ন্যাসীকে গঙ্গাদেবীকে দর্শন করিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং সেখান থেকে গাযী ও কালু পাতালে গিয়ে জুলহাউস ও পাঁচ-তোলাকে উদ্ধার করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁরা ভানুমতী ও চম্পাবতীকে সঙ্গে নিয়ে বৈরাটনগরের পথে যাত্রা করেন। পথে মেছের পাঠান তাঁদেরকে অপমান করলে গাযীপীর কেরামতির মাধ্যমে মেছের খাঁর কুমারী কন্যা তারাবিবির গর্ভসঞ্চার করলেন এবং দশমাস দশদিন পরে বটুপীর নামক এক পুত্রের জন্ম দিলেন। এতদিন গাযীরা মেছের খাঁর বাড়িতেই ছিলেন।

এবার গাযী, কালু ও জুলহাউস তাঁদের পত্নীদের নিয়ে বৈরাটনগরে ফিরে গেলেন। রানী ওসমা তিনপুত্র ও তাঁদের বধূদের বরণ করে নিলেন। বাদশাহ্ সেকান্দর রাজভাণ্ডার খুলে দিয়ে অজস্র ধন বিতরণ করলেন। অতঃপর

"মায়ের কোলে তিন ভাই আনন্দে রহিল। পুত্র পায়া দুঃখতাপ সব দূরে গেল ॥"

২. হালুমীর—কবি, পাণ্ডুলিপি ও কাব্য পরিচিতি

কবি পরিচিতি

কবি হালুমীর শুধু তার নামটি ছাড়া কোথাও তাঁর নিজের সম্বন্ধে কোন উক্তিই করেননি। অন্য কোনো সূত্র থেকেও এই কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। তাঁর গাযীকাহিনীর দুটি পাণ্ডুলিপি বগুড়া জেলায় পাওয়া গেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন যে, তিনি বগুড়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা না গেলেও বৃহত্তর বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার সন্ধিস্থল ঘোড়াঘাট অঞ্চলের কোথাও কবির নিবাসস্থল ছিল, এমনটিই হতে পারে।

কবির প্রকৃত নাম কী ছিল, তাও সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে তিনি হালুমীর বা হালুমিঞা নামেই অধিক পরিচিত। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে তাঁর যেসব ভণিতা আছে সেগুলিতে তাঁর নাম ও পদবির বিভিন্নতা দেখা যায়। 'মীরা সৈয়দ হালু', 'মীরা ছৈদ হেলু', 'মীরা হালু গাইন', মীরা হেলু গাইন' প্রভৃতি বিভিন্ন নাম ও পদবির ভণিতা দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, তাঁর প্রকৃতি নাম ছিল সৈয়দ বা মীর হেলালউদ্-দীন। হতেও পারে। তবে এ নামের কোনো ভণিতা কোথাও পাওয়া যায়নি। তিনি ছিলেন খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের একজন গায়েন-কবি। পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

'সৈয়দ হালুমিঞা' রচিত 'বড়খাঁ গাযীর কেরামতি' নামক একটি 'রচনা'র কথা ডক্টর সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন।[১] বহু অনুসন্ধান করেও সেই রচনার খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে হালুমীরের ভণিতাযুক্ত আলোচ্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে ধৃত কাহিনী যে সে রচনায়ও ছিল, ডক্টর সেনের অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে মোটামুটিভাবে ধারণা করা যায়।

১. ডক্টর সুকুমার সেন : ইসলামি বাংলা বাংলা সাহিত্য, ১০১ পৃঃ।

হালুমীরের ভণিতাযুক্ত চারখানা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হল :

প্রথম পাণ্ডলিপির (আদর্শ পুঁথি) লিপিকর শরীফ মাহ্‌মুদ, সাং বাহাদুরপুর, পরগনা বড়বিলা, থানা মিঠাপুকুর, জেলা রংপুর।[১] লিপিকাল ১২৩০ সাল। ১০$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি × ৯$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি পরিমিত আধাআধি ভাঁজ করা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা পুঁথির প্রতিটি পৃষ্ঠায় ৮ থেকে ৯ পঙ্‌ক্তি পাঠ আছে। হস্তাক্ষর মোটামুটি সুন্দর। এই পুঁথি শেষদিকে খণ্ডিত। ২৮ পালার কয়েক পৃষ্ঠা ও ২৯ (শেষ) পালা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত। প্রত্যেক পয়ার, ত্রিপদী, পদ ইত্যাদির শেষে গায়েন-কবির ভণিতা আছে।

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির (ক-পুঁথি) লিপিকর ছিলেন শেখ কবেজন, সাং তরফনারচী অন্তঃপাতী নিজনারচী, থানা সারিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া।[২] লিপিকাল ১২৫৯ সাল। ১৫ ইঞ্চি × ৯$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি পরিমিত আধাআধি ভাঁজ করা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা এই পাণ্ডুলিপির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৪। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সাধারণত ৮ পঙ্‌ক্তি করে পাঠ আছে। হস্তাক্ষর অতি সুন্দর। প্রত্যেক পয়ার, ত্রিপদী, পদ ইত্যাদির শেষে গায়েন-কবি হালু বা হেলুমীরের ভণিতা আছে। নূতন পয়ার, বা ত্রিপদী আরম্ভের আগে 'দিসা' আছে। অন্য পুঁথিগুলির তুলনায় এতে দিসার সংখ্যা অনেক বেশি।

তৃতীয় পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করেছেন বগুড়া জেলার কর্ণপুর গ্রামের অধিবাসী কবি এস, কে, এম রুস্তম আলী কর্ণপুরী তাঁর গ্রামের 'বিখ্যাত গাইন' মরহুম মালিক শেখের পুত্র মরহুম মোহন শেখের ঘর থেকে। লিপিকর মল্লিক প্রামাণিক। লিপিকাল ১২৯০ সাল। ১৫ ইঞ্চি × ৮$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি পরিমিত আধাআধি ভাঁজ করা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা পাণ্ডুলিপির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৯ থেকে ১০ পঙ্‌ক্তি পাঠ আছে। মাঝে মাঝে প্রধান লিপিকর মল্লিক প্রামাণিকের দস্তখতও আছে। ক-পুঁথির সাথে অর্থহীন ও অশুদ্ধ পাঠের হুবহু মিলসহ অনেক মিল দেখে মনে হয় যে, পাণ্ডুলিপি দুটি একই সূত্র থেকে লিপিকৃত হয়েছিল। এই পুঁথি আদ্যোন্ত ও মাঝে খণ্ডিত। হস্তাক্ষর সুন্দর।

চতুর্থ পাণ্ডুলিপির (বাংলা একাডেমীর সংগ্রহশালা থেকে প্রাপ্ত) মাত্র ৬ পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে। সেগুলিরও পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই।

আদর্শ, ক ও খ-পুঁথির পাঠ তুলনামূলকভাবে বিচার করে বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত পাঠ খাড়া করা হয়েছে। পাঠের প্রত্যেক ব্যতিক্রমই পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

কাব্য পরিচয়

গায়েন-কবি হালুমীরের ভণিতাযুক্ত আলোচ্য গাযীকাহিনীকে মোট ২৯ পালায় বিভক্ত করা হয়েছে। এই পালাবিভাগ কোনো পাণ্ডুলিপিতেই সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়নি বিধায় কাহিনী বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুমানভিত্তিক পালা বিভাগ করা হয়েছে। প্রথম পালায় ১ থেকে ১১৪ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত যে পাঠ আছে তা খ পুঁথি ভিত্তিক। অন্য কোনো পাণ্ডুলিপিতে এ পাঠ নেই। এর পর থেকে প্রায় সমগ্র পুঁথির পাঠ (মাঝের ও শেষের কিছু অংশ ছাড়া) আদর্শ পুঁথি থেকে গৃহীত। কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

বৈরাট নগরের ওমর বাদশাহ্‌র বালকপুত্র সেকান্দর পিতার কাছ থেকে বাদশাহি পেলেন কেরামতি দেখিয়ে। সিংহাসনে আরোহন করে পাতালের বলিরাজার কন্যা ওসমা বিবিকে বিয়ে করেন এবং জুলহাউস নামক তার এক পুত্র হয়। প্রথম যৌবনে জুলহাউস শিকারে গিয়ে পাতালের অধিপতি জঙ্গরাজার কন্যা পাঁচতোলার রূপলাবণ্যের কথা অজগরের মুখে শুনে তাঁকে লাভ করার জন্যে পাতালে চলে গেলেন এবং খোদবখশের কাহিনীর মতো অনেক কেরামতি দেখিয়ে পাঁচতোলাকে পত্নীরূপে পেয়ে পাতালেই বাস করতে লাগলেন পিতামাতাকে বেমালুম ভুলে গিয়ে।

---

১. এই পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে বন্ধুবর সুকবি মুফাখ্‌খারুল ইসলাম সাহেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে। তিনি এটি উদ্ধার করেছিলেন পূর্বোক্ত বড়বিলা পরগনার মিঠাপুকুর গ্রামের আবদুল কুদ্দুস ইবনে মোবারক আলী ফকির সাহেবের কাছ থেকে। এই পাণ্ডুলিপির প্রথম ২ পালার লিপিকর মোবারক আলী ফকির। লিপিকাল— ১২৯১ সাল।

২. এই পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে বগুড়া জেলার নারচী গ্রামের অধিবাসী ও সরকারের খাদ্য দফতরের অবসরপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার বন্ধুবর জনাব সিরাজুল হক খান সাহেবের সৌজন্যে।

পুত্রহারা জনক-জননীর ক্রন্দনে আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠলে আল্লাহ্ গাযীপীরকে পাঠালেন তাঁদের পুত্ররূপে জন্ম নিতে। গাযীর বয়স যখন ৯ বছর তখন পিতা সেকান্দর বাদশাহ্ তাঁকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে আদেশ দিলে গাযী তাতে অসম্মত হয়ে 'আল্লার ফকির' হয়ে যেতে চাইলে ক্রোধভরে বাদশাহ্ গাযীকে হত্যা করতে আদেশ দিলেন একের পর এক উপায়ে। গাযী প্রাণে বেঁচে রইলেন এবং একরাতে সংসার ছেড়ে ফকির হয়ে গেলেন। সঙ্গে গেলেন তার 'পালক ভাই' কালু (কালুর উল্লেখ এই কাহিনীতে এখানেই প্রথমবারের মতো আছে)।

তাঁরা দুই ভাই পথে বের হয়ে পড়লেন এবং খোদা বখশের কাহিনীর মতো শ্রীরাম রাজাকে তাঁর কৃতকার্যের জন্য শাস্তি দিয়ে তাঁকে মুসলিম বানিয়ে দরিদ্র কাঠুরিয়াদের আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁদেরকে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন এবং সেখানে সোনাপুর নামক নগর স্থাপন করে গাযী-কালু তাঁদের জন্য বিশ্বকর্মা-লোকমান হেকিম কর্তৃক নির্মিত মসজিদে বসবাস করতে থাকেন। খোদা বখশের কাহিনীর মতোই পরীদের মাধ্যমে গাযীপীর ও চম্পাবতীর সাক্ষাত ঘটে এবং গাযী কালুকে নিয়ে ব্রাহ্মণনগরের দিকে যাত্রা করেন। অনেক স্থান অতিক্রম করে 'ত্রিপণীগঙ্গার' তীরে এসে তাঁরা উপস্থিত হলেন। নদীর অপর তীরে ব্রাহ্মণ নগর। খোদাবখসের কাহিনীর মতোই কালু গাযী-চম্পার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলে মটুক রাজা কর্তৃক বন্দি হলেন। খোদাবখসের কাহিনীর মতোই গাযী তার ব্যাঘ্রবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে গেলেন এবং মটুক রাজা ও দক্ষিণরায়কে পরাজিত করে চম্পাবতীকে পত্নীরূপে লাভ করলেন।

বিয়ের পর 'নয়দিন' ব্রাহ্মণনগরে কাটিয়ে গাযী ও কালু চম্পাকে ফেলে পালিয়ে যেতে চাইলে চম্পাও তাঁদের সঙ্গী হলেন। তাঁরা পাতালে চললেন জুলহাউসের সন্ধানে। পথে গাযী চম্পাবতীকে 'সড়ের গাছ'-এ পরিণত করে তাঁকে আবার উদ্ধার করে নিবেন এই ভরসা দিয়ে চললেন পাতালের দিকে। পথে 'ত্রিপণীর সাগর কুলে' ষোলশ সিদ্ধাকে গঙ্গা দর্শন করিয়ে তাঁদেরকে মুসলিম করলেন।

তাঁরা পাতালে গিয়ে জুলহাউস ও পাঁচতোলাকে সঙ্গে করে বৈরাট নগরের পথে যাত্রা করলেন। পথে চম্পাবতীকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণনগর হয়ে সেখানে তিনদিন থেকে সোনাপুর হয়ে বৈরাট নগরে পিতামাতার কাছে ফিরে এলেন। বৈরাটনগরে আনন্দস্রোত বয়ে চলল।

৩. কবি আবদুর রহীম—কবি ও কাব্য পরিচিতি

কবি পরিচিতি

'গাযীকালু ও চম্পাবতী কন্যার পুঁথির' শেষ দিকে কবি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ :

আবদুর রহিম আমি হীনের বচন। পরিচয় শুন মোর কোথায় ভবন ॥
ময়মনসিংহ জেলা বীচে গলাচিপা গ্রামে। আশুত্যার বাজারের উত্তর-পশ্চিমে ॥
বাটির দক্ষিণে নদী সন্দনা নামেতে। মহকুমা হয় কিশোরগঞ্জ অধীনেতে ॥
জোয়ার হোসেনপুর তার অন্তপাতি। আছি দীনহীন আমি করিয়া বসতি ॥

কবির জন্মকাল জানা যায়নি। তবে 'গাযীকালু ও চম্পাবতী কন্যার পুঁথি' তিনি ১২৬০ সালে (১৮৫৩ খ্রিঃ) রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। এ কাব্য যদি তিনি আনুমানিক ৪০ বছর বয়সের সময় রচনা করে থাকেন তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে অর্থাৎ আনুমানিক ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে। কবির জীবনী সম্বন্ধে আর কোনো তথ্যই জানা যায়নি।

কাব্য পরিচিতি

আল্লাহ্ ও রসুলের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত (১৬ পঙ্‌ক্তি) বন্দনার পর কাহিনীর আরম্ভ। বৈরাট নগরে অতিপরাক্রমশালী বাদশাহ্ সেকান্দর। তাঁর সম্পর্কে প্রথমেই আছে,

আকাশের তারা যত সমরের সেনা তত
গনিবার সাধ্য নাহি কার।

যত রাজা ভূমণ্ডলে কর দিত সবে মিলে
তাবে ছিল তাবত সংসার ॥

* * *

তবে শাহা সেকান্দর লইতে বলির কর
চলে গেল তাহার ভবন ॥
বলি রাজা ক্রোধ হয়া যুদ্ধ অনেক করিয়া
শেষে রাজা হারিল সমরে।

* * *

অজুপা নামিনী কন্যা ছিল তার অতি ধন্যা
সেকান্দবেব হাতে সঁপে দিল।
তবে শাহা সেকান্দরে অজুপারে দীন পরে
আনিয়া যে বিবাহ করিল ॥

বিবি অজুপার গর্ভে ও সেকান্দরের ঔরসে জুলহাস নামক এক অতি লাবণ্যময় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বার বছর বয়সের সময় কুমার একদিন অরণ্যে শিকার করতে গিয়ে পথ হারিয়ে সুড়ঙ্গ পথে পাতাল নগরে প্রবেশ করলে পাতালের অধীশ্বর জঙ্গরাজা তাঁর পরিচয় পেয়ে বললেন, 'এককন্যা বিনে মোর আর কেহ নাই। তাহাকে বিবাহ করি থাক এহি ঠাঁই'।

তা-ই হল। জুলহাস জঙ্গরাজার সুন্দরী কন্যা পাঁচতোলাকে বিয়ে করে পিতা-মাতাকে বেমালুম ভুলে গিয়ে পাতালেই সুখে বাস করতে লাগলেন। এদিকে পুত্রাহারা সেকান্দর ও অজুপাবিবি শোকে অভিভূত হয়ে পড়লে দৈবজ্ঞ এসে গণনা করে তাঁদেরকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'কিছুকাল পরে পুনঃ পাইবে তাহায়। তবে সবে রহিলেন ভাবিয়া খোদায়'।

পুত্রশোকে কাতর অজুপাবিবি একদিন নদীতীরে ভ্রমণকালে একটি কাঠের সিন্দুক ভেসে আসতে দেখে দাসীগণকে সেই সিন্দুক ধরে আনতে বললেন। কিন্তু তা দাসীদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। বিবি নিজে এগিয়ে গেলে সিন্দুক তাঁর কাছে এল এবং তিনি—

তখনি খুলিয়া দেখে সিন্দুক ভিতর। ছয়মাসের শিশু এক পরম সুন্দর ॥
কোলেতে লইয়া শিশু অজুপা সুন্দরী ঘরেতে আসিয়া দ্রুত পালে যত্ন করি ॥
দিনে দিনে শিশু যেই বাড়িতে লাগিল। কালু বলি নাম তার অজুপা রাখিল ॥
মাতা পিতা কোথা তার নির্ণয় না জানি। অজুপার শূন্য পুত্র এইমাত্র শুনি ॥

কিছুদিন পরে বিবি অজুপার গর্ভে ও সেকান্দরের ঔরসে এক অতি রূপবান পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখ হল বড় খাঁ গাযী। শশীকলার ন্যায় গাযী দিন দিন বাড়তে লাগলেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। পালিত ভাই কালু তাঁর নিত্য সহচর এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সর্বকার্যের দোসর।

গাযী-কালু দুই ভাই রহে এক ঠাঁই। একদিন কেহ কারে কভু ভুলে নাই ॥
দোহার প্রেমেতে দোহে মজাইল মন। দিবানিশি জপ করে নাম নিরাঞ্জন ॥
গাযী-কালু দুই তনু একই পরাণ। দুন্ধনে দোহার রূপে করেন ধেয়ান ॥
কালুকে জানেন গুরু গাযী মনে মনে। গাযীকে মানেন গুরু কালুখাঁ দেওয়ানে ॥
বাল্যকালে সাধ্য সন্ধি হইল দোহার। পাইলেন দুইজনে দরশন খোদার ॥

গাযীর বয়স যখন দশ বছর পিতা সেকান্দর তাঁকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে আদেশ দেন। গাযী দৃঢ়তার সঙ্গে পিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে গাযীকে হত্যার আদেশ দেন কিন্তু জল্লাদের অস্ত্র গাযীর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না। দশ হস্তী এসে তাঁকে পেষণ করেলও আল্লাহ্‌র কুদরতে গাযী অক্ষত রয়ে গেলেন। তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হল কিন্তু তিনি বেঁচে রইলেন। অতঃপর তাঁকে গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হল। কিন্তু গাযী বেঁচে রইলেন।

গাযী একরাতে মায়ের ঘরে শায়িত ছিলেন। মাতাকে নিদ্রামগ্ন দেখে তিনি 'ফকিরের লেবাস' পরিধান করে মায়ের জন্য অনেক রোদন করে গৃহত্যাগ করলেন। সপ্তম দেউড়ির অষ্টম দ্বারে কালুর সঙ্গে গাযীর সাক্ষাত ঘটলে—

গাযীকে দেখিয়া কালু করে জিজ্ঞাসন। কহ ভাই কোথা তুমি করিছ গমণ ॥
গাযী বলে যাই আমি এদেশ ছাড়িয়া। ফকির হইয়াছি ভাই গলে মালা দিয়া ॥
কালু বলে ভাই গাযী এই কি উচিৎ। একেলা চলিছ তুমি মোরে বিবর্জিত ॥
দাসকে লইয়া যাও সাথে আপনার। খড়মের বোঝা আমি বহিব তোমার ॥

গাযী কালুকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। পরদিন নিদ্রাভঙ্গের পর গাযী-কালুকে না দেখে পিতামাতা শোক সাগরে ভাসতে লাগলেন। সমগ্র বৈরাট নগর জুড়ে নামল শোকের ছায়া। দেশে দেশে লোক পাঠান হল। কিন্তু গাযী-কালুর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

বৈরাটনগর ছেড়ে গাযী-কালু 'কানন পথে' চলতে লাগলেন। চলতে চলতে এক সাগরের তীরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে কোন জাহাজ বা নৌকা না থাকায় 'হাতের আসা' নৌকায় পরিণত করে তাঁবা সাগর পাড়ি দিলেন। তারপর—

ভ্রমিয়া অনেক দেশ বাঙ্গালেতে অবশেষ
বসিলেন সুন্দর বনেতে ॥
সেই খানে চিল্লা নিল বনে যত বাঘ ছিল
শিষ্য হইল কাছেতে গাযীর।
ছিল হেন কেরামত চরাচরে বাঘ যত
সবে তারে মানিত যে পীর ॥
নায়ে যাইতেন যবে দাঁড় বাইত বাঘ সবে
কুম্ভীরেতে কাণ্ডার ধরিত।
গঙ্গা দুর্গা শিব যায়া তাহাকে করিল দয়া
মাসী তারা গাযীর হইত ॥
আর যত জিন পরী শাহাপরী আদি করি
মুরীদ হইল গাযীর কাছে।

সাত বছর সুন্দরবনে থাকার পরে তাঁরা আবার পথে বের হলেন। পথে পড়ল এক সাগর। এবারও হাতের আসার সাহায্যে নদী অতিক্রম করে তাঁরা শ্রীরাম রাজার রাজ্য 'ছাপাই নগরে' এসে উপস্থিত হলেন। পথে কালু গাযীকে বললেন,

"পথে ঘাটে দেখা যদি হয় কারো সাথে। তাহাকে ছালাম তুমি নারিবে করিতে ॥" গাযী তা মেনে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। এক বৃক্ষের নিচে খোওয়াজ খিজির ও তাঁর তিন সঙ্গীকে দেখা গেল। গাযী প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে খোওয়াজকে সালাম জানালে কালু বিরক্ত হয়ে গাযীকে বললেন, 'হারে গাযী কেন তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে। তুমি যে ছালাম কর চোট্টা বেটা সবে'।

গাযী লজ্জিত হলেন এবং খোওয়াজের প্রকৃত পরিচয় দিলেন। তখন—

কালু বলে দেখিয়াছি কত যে খোওয়াজ। নিজ ক্ষমতায় নারে করিবারে কাজ ॥
লেখা আর আজ্ঞামতে করেন খোদার। খোদাবিনে কারে আমি নাহি জানি আর ॥

খোওয়াজ ক্রোধে কালুকে 'গাওয়ার' বলে গালি দিয়ে চলে গেলেন।

পথশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত গাযী-কালু শ্রীরাম রাজার বাড়িতে আতিথ্য প্রার্থনা করলে রাজার আজ্ঞায় কোতোয়াল তাঁদেরকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন। কোথাও আশ্রয় না পেয়ে তাঁরা এক কাননে চলে গেলেন এবং আল্লাহ্ তাঁদের জন্য খাদ্য পাঠিয়ে দিলেন। আহারের পর—

হেন সমে কালু শাহা মনে মনে কয় ॥
আগুন লাগিত যদি রাজার ভবনে। রানীকে লইয়া আর যাইতেন জিনে ॥
নগরের লোক সব জাতি আসি দিত। মনের বাসনা পুরা আমার হইত ॥

সত্য সত্যই রাজবাড়িসহ সমগ্র ছাপাইনগর পুড়ে ছাই হয়ে গেল এবং এক জ্বীন রানীকে নিয়ে নদীর ওপারে এক মসজিদে আটক করে রাখল। খোওয়াজ ও তাঁর তিনসাথী সেখানে আল্লাহ্‌র এবাদতে মশগুল ছিলেন। কালুর কেরামতিতে মসজিদের দ্বার খুলল না।

এদিকে মুসলিম-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ শ্রীরামরাজা দৈবজ্ঞের কাছে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানতে পেরে পাত্র-মিত্র ও প্রজাবৃন্দসহ গাযী-কালুর কাছে এসে মার্জনা ভিক্ষা করে সবাইকে নিয়ে 'কলেমা পড়িল হাত ধরিয়া গাযীর'। গাযী-কালুর দোওয়ায় তখন আগুন নিভে গেল এবং রাজবাড়ি ও নগর আগের অবস্থায় ফিরে এল। নিখোঁজ রানী সম্পর্কে কালু বললেন, 'রানীকে লইয়া গেছে লুচ্চা চারিজন'। খোওয়াজ ও তার সঙ্গী তিনজনকে মসজিদে এবাদতে মশগুল দেখা দেল এবং তারা আরও 'দেখিলেন আছে রাণী দূরেতে বসিয়া'। গাযী সব ব্যাপার বুঝতে পারলেন। খোওয়াজ ও গাযীর মধ্যে শ্রদ্ধাবিনিময়ের পর খোওয়াজ সঙ্গীগণসহ নিজ পথে চলে গেলেন।

শ্রীরাম রাজা গাযী-কালুর জন্য এক মসজিদ নির্মাণ করে দিলেন। বেশ কিছুদিন সেখানে থাকার পর গাযী-কালু আবারও পথে বের হয়ে পড়লেন। অনেকদিন পথ চলার পর তাঁরা এক গভীর অরণ্যের ভিতর সাতজন কাঠুরিয়ার ঘরে আশ্রয় নিলেন। অতি দরিদ্র কাঠুরিয়াগণ তাদের শেষ সম্বল 'দাও-কুড়াল বন্দক রাখিয়া' গাযী-কালুর আহারের ব্যবস্থা করলেন। গাযী তাদের দারিদ্র্য দেখে কালু ও সাত কাঠুরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে নদীর কূলে গিয়ে গঙ্গাদেবীকে আহ্বান করে তাঁর কাছে ধন চাইলে—

গঙ্গা বলে শুন সুত ধন তুমি নিবে কত
তবে দেবী করিলা গমণ ॥
পাতালেতে গিয়া সতী বলে শুন পদ্মাবতী
ভাই এক আইল তোমার।
বৈরাট নগরে ঘর অজুপা ভগিনী মোর
ধন চায় পুত্র আসি তার ॥
পদ্মা বলে মাগো শুন আমি যাব লয়া ধন
দেখিব সে ভাইগো কেমন।
সাত মন সোনা আর চান্দুয়া নিশান তার
আর দুই রত্ন সিংহাসন ॥

গাযী ধন এনে কাঠুরিয়াদেরকে দিলেন। তাঁর নির্দেশে শাহ্‌পরী তার দলবলসহ এসে জঙ্গল কেটে 'হাজার দালান', গাযী-কালুর জন্য এক সুরম্য মসজিদ এবং সাত কাঠুরিয়ার জন্য সাতটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়ে চলে গেল। সেখানে শতে শতে শহর বাজার গড়ে উঠল। গাযীর কেরামতি দেখে এবং মনে মনে পীড়া অনুভব করে কালু—

করে এই ভাবাগুনা তিনদিন যদি সোনা
নগরেতে পড়িত ঝরিয়া ॥
মনে মনে যাহা কৈল কবুল হইয়া গেল
কতক্ষণ পড়ে সোনার ঝড়ি।

নগরের নাম রাখা হল সোনাপুর। গাযী-কালু সেখানে বসবাস করতে লাগলেন।

একরাতে গাযী ও কালু পাশাপাশি দুই পালঙ্কে নিদ্রামগ্ন আছেন। এমন সময় পরীরা দেশভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে হাজির হল এবং গাযীর মসজিদে প্রবেশ করে,

দেখিয়া গাযীর রূপ যত পরীগণ। মূর্ছিত হইয়া পড়ে ঢলিয়া তখন ॥
* * * * *
কিবা রূপ অপরূপ আহা মরি মরি। ইহার সমান নাই ত্রিভুবন জুড়ি ॥

তাদের মধ্যে একজন বলল যে, দক্ষিণ দেশের ব্রাহ্মণ নগরের অধিপতি মটুক রাজার কন্যা চম্পাবতী তাঁর চেয়েও সুন্দরী। তাঁর রূপের বর্ণনা দিয়ে বলল,

চোখ মেলি সেই ধনী যার দিকে চায়। প্রাণহারা হৈয়া সেই করে হায় হায় ॥
ভ্রমরের বর্ণ জিনি লম্বা কেশ মাথে। দাঁড়াইলে পড়ে কেশ পায়ের পাতাতে ॥
জোলায়খার কটিতুল্য কটি তার সরু। তাদৃশ নিতম্ব আর পিঠ পাছা উরু ॥

দু'জনের রূপের উৎকর্ষ নিয়ে অনেক বাদানুবাদের পর পরীরা নিদ্রিত গাযীকে পালঙ্কসমেত শূন্যভরে নিয়ে চলল ব্রাহ্মণনগরে চম্পাবতীর সঙ্গে গাযীর রূপের তুলনা করার জন্য। পরীরা কৌশলে

প্রহরীবেষ্টিত চম্পাবতীর নির্জন মন্দিরে প্রবেশ করে নিদ্রিতা চম্পার খাটের পাশে গাযীর পালঙ্ক রেখে উভয়ের রূপ—

দেখিয়া হইল পরী উন্মাদ লক্ষণ। গালে হাত দিয়া সবে কহেন তখন ॥
একি রূপ অপরূপ আহা মরি মরি। যেমন সুন্দর গাযী তেমন সুন্দরী ॥
এক অঙ্গ রহিছে গো দু-ভাগ হইয়া। কেমনে গড়িল বিধি এমন করিয়া ॥

কৌতুক বশে দু'জনকে পাশাপাশি রেখে তারা গেল রাজার উদ্যানে 'ফুল ফল' ভক্ষণ করতে। নিদ্রামগ্ন অবস্থায়—

কালুভাই বলে গাযী গায়ে মোর দিল। চাম্পার বুকেতে হাত অমনি পড়িল ॥

পুরুষ স্পর্শে চম্পা জেগে উঠলেন এবং 'গাযীকে দেখিয়া চম্পা মূর্চ্ছিত হয়া' পালঙ্কে ঢলে পড়লেন। চৈতন্য ফিরে এলে গাযীর রূপে মত্ত তাঁকে জাগিয়ে তুললেন। চম্পার রূপ দেশে 'মূর্ছিত হইয়া গাযী পড়িল ঢলিয়া'। চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে চম্পা তাঁকে চাঙ্গা করে তুললেন। শুরু হল পরিচয়ের পালা। নিজের পরিচয় দিয়ে চম্পা বললেন,

আহারে দারুণ চোর আসিলে কেমনে ॥
হৃদয়-সিন্দুক মোর তুমি যে খুলিয়া। প্রাণধন লইয়াছ হরণ করিয়া ॥

গাযী তাঁর পরিচয় দিলে চম্পার হৃদকম্প উপস্থিত হল। তখন বিদূষী চম্পা গণনা করে জানতে পারলেন যে, বিধির নির্বন্ধে গাযীই হবেন তাঁর পতি। মুসলিম-বিদ্বেষী মটুক রাজা এবং তাঁর গুরু ও রক্ষক দক্ষিণ রায়ের ভয়ে তাঁদের অস্থিরতার সীমা রইল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রেমেরই জয় হল। তাঁরা পরস্পরের অঙ্গুরী ও পালঙ্ক বিনিময় করে প্রণয়কে পরিণয়ের সুদৃঢ় সঙ্কল্পে রূপান্তরিত করলেন। তাঁরা একে অন্যকে কোনদিন পরিত্যাগ করবেন না এ প্রতিজ্ঞা করে অনেক রসালাপের পর উভয়েই নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। নিশাশেষে পরীরা ফিরে এসে গাযী-চম্পার অবস্থা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং অনেক চিন্তা-ভাবনার পর চম্পার পালঙ্কে নিদ্রিত গাযীকে পালঙ্ক সমেত তুলে নিয়ে সোনাপুরে রেখে দিয়ে তারা চলে গেল।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর গাযীকে পাশে না দেখে চম্পার অবস্থা হল উন্মাদিনীর মতো। তাঁর ক্রন্দন শুনে তাঁর সাত ভাই, সাত ভাউজ, নয় মামা, নয় মামী, জননী লীলাবতী এবং পিতা মটুক রাজা এলেন। কিন্তু শত প্রশ্ন করেও তাঁরা কোন সদোত্তর পেলেন না। অবশেষে মায়ের কাছে গোপনে সব কথা খুলে বললে লীলাবতী চম্পাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

এই সব কথা মাগো রাখ মনে মনে। জাতি নষ্ট হবে যদি আর কেউ শুনে ॥
সাবধান কারো কাছে কিছু না কহিবে। আরাধনে থাক তারে ঘরে বসে পাবে ॥

জননীর কথা শুনে চম্পা তখন গাযীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন এবং

ভাবিতে ভাবিতে চম্পা হইল এমন। যেদিকে যখন চায় মেলিয়া নয়ন ॥
দেখেন গাযীর রূপ করে ঝিকিমিকি। নয়ন ভরিয়া রূপ দেখে চন্দ্রমুখী ॥
* * * * *
আপনার কায়া ছাড়ি সব পাসরিয়া। একেবারে চম্পাবতী গেল গাযী হৈয়া ॥

এদিকে প্রভাতে কালুর ডাকে গাযীর নিদ্রাভঙ্গ হলে পাশে চম্পাকে না দেখে গাযী অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। চেতনা ফিরে এলে ভূমিতে পড়ে তিনি শিশুর মতো রোদন করতে লাগলেন। কারো কাছে তিনি কোন কথা বলেন না। অবশেষে—

তিনদিন পরে ডাকিয়া কালুরে
কহে গাযী ধীরে ধীরে।
এখানে থাকিতে নাহি লয় চিতে
যাই চল দেশান্তরে ॥

সোনপুরের অধিবাসীদের শোক-সাগরে ভাসিয়ে গাযী-কালু চললেন সোনাপুর ছেড়ে। দিনের শেষে এক বৃক্ষতলে বসে কালুর একান্ত অনুরোধে গাযী সব ঘটনা খুলে বললেন। তাদের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হল :

কালু বলে হও তুমি আল্লার ফকির।	হিন্দু আর মুসলমান সবে মানে পীর ॥
কেমনে এমন কথা মুখেতে যে বল।	রাজত্ব করিতে তবে কিবা দোষ ছিল ॥
* * *	* * *
গাযি বলে কি করিব অদৃষ্টের লিখন।	কার শক্তি আছে তাহা করিতে খণ্ডন ॥
কালু বলে এইসব মনের দুর্বাই।	কপালে এমন কথা কভু লিখে নাই ॥
* * *	* * *
গাযি বলে প্রাণচক্ষু মোর কাছে নাই।	কাড়িয়া রেখেছে চাম্পা কেমনেতে পাই ॥
* * *	* * *
কালু বলে নারী ধ্যানে খোদাকে হাবাবে।	গাযী বলে এই ধ্যানে খোদা লভ্য হবে ॥
কালু বলে নাহি আছে খোদার আকার।	গাযী বলে যত মূর্তি সকলি তাহাব ॥
চাম্পাকে পাইবে কবে কালু শাহা বলে।	গাযী বলে দুই মন এক হয়া গেলে ॥
কালু বলে কি করিবা পাইলে তাহারে।	গাযী বলে মিশে যাব সে রূপ সাগবে ॥

দুই ভাইয়ের মধ্যে অনেক কথা কাটাকাটি হল। গাযীর মনের অবস্থা অনুধাবন করে কালু গাযীকে সাহায্য করতে সম্মত হলেন।

তাঁরা ব্রাহ্মণ নগরের পথে যাত্রা করলেন। তিন বছর তিন মাস চলার পর তারা কান্তাপুরে এসে নদীতীরে এক কদম্ববৃক্ষ তলে আশ্রয় নিলেন। নদীর ওপারে ব্রাহ্মণনগর। মুকুট রাজার মুসলিম বিদ্বেষের কথা শুনে কালু গাযীকে আবারও নিরস্ত করতে চাইলেন এবং আরও বললেন যে, এতদিন চম্পা হয়ত গাযীকে ভুলেই গেছেন। গাযী বললেন, দু-এক দিনের মধ্যে যদি চম্পা এসে তাঁর সঙ্গে দেখা না করেন তবে তিনি চলে যাবেন।

সে রাতেই চম্পা স্বপ্নে গাযী-কালুর আগমন বার্তা পেলেন। পরদিন মায়ের অনুমতি নিয়ে সাত ভাউজ ও নয় মামীকে নিয়ে স্নানের ওসিলায় এলেন নদীর ঘাটে। গাযীকে দেখে 'কাঁপিয়া কাঁপিয়া বালা জ্ঞান শূন্য হইয়া। অমনি ভূমির মধ্যে পড়িল ঢলিয়া'। চৈতন্য লাভের পর সবাইকে দূরে রেখে একাকী 'জলেতে নামিয়া সতী গলে বস্ত্র দিয়া। পতিকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলী হইয়া' ॥ আকারে-ইঙ্গিতে গাযীর সঙ্গে ভাব বিনিময় করে তিনি ঘরে চলে গেলেন।

ঘরে ফিরে এসে চম্পা পূর্ণ উপাচারে চণ্ডীর পূজা করলে রথ ভরে এসে চম্পার প্রশ্নের উত্তরে--

চণ্ডী বলে শুন বাছা শান্ত কর মন।	বিধাতা লিখেছে যাহা না হবে খণ্ডন ॥
পাইবে সুন্দর পতি জাতে যে যবন।	হয় বটে সেহি মোর ভগ্নীর নন্দন ॥
* * *	* * *
গাযী মোর ভগ্নীপুত্র আমি তার মাসী।	কার্তিক গণেশ হৈতে তারে ভালবাসি ॥

চম্পাকে স্বামীবর দিয়ে কৈলাসে ফিরে যাবার পথে কদম্বতলে গাযী-কালুকে দেখে রথ থামিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে গাযী-চম্পার বিবাহের নিশ্চয়তা দান করে চম্পার মাতা লীলাবতী ও তাঁর মামীদের নিয়ে কিছু লঘু পরিহাস করে তিনি চলে গেলেন।

পরদিন বিবাহের দৌত্য কার্যে কালু গেলেন ব্রাহ্মণনগরে। পথে ছিরা-ডোরার খেয়া পার হয়ে কালু মুকুট রাজার সভায় গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দিতেই রাজা ক্রোধভরে কালুকে বন্দি করে রাখলেন। রাজা অন্তঃপুরে গিয়ে গাযীর পালঙ্ক খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললেন। চম্পা প্রাণভয়ে লুকিয়ে রইলেন।

কারাগারে কালু ক্রন্দন করতে থাকলে 'গাযীর শিরের পাগড়ী' খসে পড়ল। তিনি ধ্যানে সব কিছু অবগত হয়ে সুন্দরবনে দিয়ে 'সমুদয়ে নয় হাজার আর সাতশত' বাঘ নিয়ে ব্রাহ্মণ নগরের দিকে যাত্রা করলেন। পথে বাঘদের ভেড়ায় রূপান্তরিত করে ছিরা-ডোরার খোয়াঘাটে এসে অনেক বাদানুবাদের পর ভেড়ারূপী 'খান্দেওয়াড়া বেড়াভাঙ্গা' এই দুই বাঘকে মাশুল হিসেবে দিয়ে খেয়া পার হয়ে ব্রাহ্মণনগরে

পৌঁছে 'উত্তরের বান্ধাঘাটে' গিয়ে আস্তানা গাড়লেন এবং গাযী ভেড়ার দিকে ফুঁক দিতেই 'যত ভেড়া ছিল সব বাঘ হয়া গেল'।

ওদিকে ছিরা-ডোরা তাদের পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের জন্য ভেড়া দুটিকে বলি দিতে গেলে তারা নিজেদের রূপ ধারণ করে 'মেছু আর বেছু' নামক দুই লোভী ব্রাহ্মণকে আচ্ছা করে মার দিয়ে গ্রাম লণ্ডভণ্ড করে গাযীর কাছে চলে এল।

রাতের বেলা বাঘের দল সব বাড়িঘর ঘিরে রইল। পরদিন প্রভাতে রাজা চরের মুখে সংবাদ পেয়ে এবং বাঘের দল দেখে দক্ষিণ রায়ের কাছে উপযুক্ত ভেট নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। দক্ষিণরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে—

প্রথমে পরিল ধুতি লম্বা আশি হাত। দশমনি লোহার টোপ দিলেন মাথাৎ ॥
চল্লিশ মনের এক জিঞ্জির কোমরে। আঁটিয়া বান্ধিল বীর ধুতির উপরে ॥
শত মনের খাড়া খানা বগলে লইল। আশি মন ঢাল আনি গর্দানে বান্ধিল ॥
তিনশ মনের গদা হাতেতে লইয়া। যাত্রা করি বীর যায় সমরে চলিয়া।

রণক্ষেত্রে গাযীর বাঘসেনা দেখে রায় ভয় পেয়ে গঙ্গাতীরে গঙ্গাদেবীর কাছে গিয়ে কুম্ভীরবাহিনী চাইলে দেবী তা দিতে অস্বীকার করলে রায় আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে দশ হাজার কুমির নিয়ে লড়তে এলেন। গাযীর দোওয়ায় 'অগ্নির সমান রৌদ্র' উঠলে কুম্ভীরবাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে গেল। এবার রায় চণ্ডীর কাছে ভূতপ্রেত চাইলে গাযীর মাসী চণ্ডীও তা দিতে নারাজ হলেন। কিন্তু আগের মতো আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে রায় এবারও তা নিয়ে এলেন। গাযী কলেমা পড়ে ফুঁক দিলে ভূত-প্রেতের গায়ে আগুন জ্বলে উঠলে তারা সবাই পালিয়ে গেল।

বাঘগুলি তখন রায়কে ঘিরে ধরল। ক্রোধে হুঙ্কার দিলে বাঘেরা 'সব ঢলিয়া পড়িল' এবং 'প্রাণ ভয়ে পরীগণ পালাইয়া গেল'। রায় এসে গাযীকে আক্রমণ করলেন। গাযী 'আসা' ছুড়ে মারলেন ॥ রায় সেই আসা ভেঙ্গে দুটুকরা করে নদীতে ফেলে দিলে নদীতে চর পড়ে গেল। গঙ্গাদেবী সেই আসা চম্পার কাছে পঠিয়ে দিলে তা পূর্বাবস্থায় ফিরে এল। দক্ষিণরায় গদা হতে গাযীর দিকে এগিয়ে গেলে গাযী তার পায়ের খড়ম ছুঁড়ে মারলেন। খড়মের মারের চোটে রায় ভূপাতিত হলে গাযী তাঁর বুকের উপর বসে রায়ের দুই কান কেটে ফেললেন। রায় করজোড়ে বললেন,

রক্ষা কর মোরে নাহি মারিও প্রাণেতে। সেবক হইব আমি তোমার কাছেতে ॥
মুকুট রাজাকে আমি এখনি কহিয়া। চম্পাকে তোমার কাছে আজি দিব বিয়া ॥

এ কথা শুনে গাযী তাঁকে প্রাণে না মেরে তাঁর হাত বেঁধে তাঁর 'বারহাত টিকি'-র সাহায্যে তাঁকে গাযীর পালঙ্কের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন।

এবার মুকুট রায় নিজে এলেন যুদ্ধে। সঙ্গে 'তিন কোটি সাতশত' সেনা, 'বারো লাখ তোপ' আর তীর' ও 'তিন লাখ ঘোড়া হাতী'। দুই পক্ষের মধ্যে প্রবল সংগ্রাম শুরু হল। ব্যাঘ্রবাহিনী আক্রমণ করে 'মারিয়া চলিল সেনা হাজারে হাজার'। রাজা পালিয়ে গেলেন এবং রাতের বেলায় জীয়তকুণ্ডের পানি ছিটিয়ে মৃত সৈনিকদের পুনর্জীবিত করে পরদিন আবার যুদ্ধে পাঠালেন। এমনিভাবে ১৮দিন যুদ্ধে চললে গাযী ধ্যানে ব্যাপারটা জানতে পেরে এক পরীর সাহায্যে 'একচাক্কা মাংস' সেই 'জীবন দান' কুণ্ডে নিক্ষেপ করলে কুণ্ডের শক্তি নষ্ট হয়ে গেল। রাজা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শীতল মন্দিরে গিয়ে আত্মগোপন করলেন।

বাঘের দল কালুকে উদ্ধার করে আনল, আনল রাজাকে বন্দী করে। কালু তাঁকে সমাদরে পালঙ্কে বসালেন। তখন—

কালুর কাছে কহে রাজা কান্দিয়া। গাযীকে কহিবে বাবা তুমি বুঝাইয়া ॥
প্রাণ রক্ষা তিনি যদি করেন আমার। দিব যে চম্পার বিয়া কাছেতে তাহার ॥
মোহাম্মদী দ্বীন আর কবুল করিব। আর যাহা কয় তিনি সে কথা মানিব ॥

গাযী রাজার কথা মেনে নিলেন। রাজার অনুরোধে দক্ষিণরায়কে মুক্ত এবং বাঘ ও পরীদের বিদায় করে দেওয়া হল। রাজা গাযী-কালুকে অভ্যর্থনা করে রাজ প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। তখন 'রাজা-প্রজা

যত আর পাত্রমিত্র ছিল। আসিয়া গাযীর কাছে কালেমা পড়িল ॥' মহাসমারোহে গাযী-চম্পার বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। গাযী-চম্পার মিলন হল। তখন

ডুব দিয়া দুইজনে সুখের সাগরে। নানামতে রতিখেলা নিত্য নিত্য করে ॥

এমনিভাবে এক পক্ষকাল গত হয়ে গেল 'আনন্দতে নিরানন্দ আসি দেখা দিল'। নারী প্রেমে মত্ত হয়ে গাযী আল্লাহ্‌কে ভুলতে বসেছেন, কালু এই অভিযোগ করলে গাযী সম্বিৎ ফিরে পেলেন। কালুর সঙ্গে তিনি গোপনে পালিয়ে যাবার কালে চম্পার কাছে ধরা পড়লেন এবং চম্পাবতী স্বামীর অনুগামিনী হলেন।

পথে বের হয়ে লোকলজ্জার ভয়ে গাযী চম্পাকে 'হরিদ্রার ফুলে' পরিণত করে নিলেন। দিনের বেলা ভিক্ষা করে গাযী-কালু যা সংগ্রহ করেন, দিনান্তে নিজরূপে রূপান্তরিত চম্পা তা রন্ধন করেন এবং তিনজনে মিলে ভোজন করেন। 'এইরূপে তিন অব্দ গত হইয়া গেলে' গাযী চম্পাবতীকে 'শেউতির গাছে' রূপান্তরিত করে এবং তাঁকে উদ্ধার করে নিবেন এই ভরসা দিয়ে কালুকে নিয়ে পাতালের দিকে যাত্রা করলেন।

পথে তাঁরা জামাল গোদাকে রোগমুক্ত করলেন। পরে তিনশ যোগীকে মুসলিম করলেন তাঁদেরকে গঙ্গা দর্শন করাবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে। গাযীর আহ্বানে গঙ্গাদেবী এসে দেখা দিলে সাধুরা বললেন, 'যবনের তুল্য আর নাহি আছে জাতি। যাহাকে করেন মান্য গঙ্গা ভাগরথী।' গাযী-কালু তাঁদের সঙ্গে কিছুদিন থেকে পাতালের পথে পা বাড়ালেন।

মাতা 'বসুমতী' 'সুড়ঙ্গ' পথ সৃষ্টি করে দিলে গাযী-কালু সে পথ ধরে পাতালনগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাত্রে স্বপ্নযোগে জুলহাস তাঁদের আগমন বার্তা জানতে পেরে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে এলেন এবং পাঁচতোলা তাঁদেরকে আদর করে ভোজন করালেন। জঙ্গরাজা নিজে এসে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। এবার বিদায়ের পালা।

জঙ্গরাজা ও অন্যান্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিন ভাই পাঁচতোলাকে নিয়ে চললেন বৈরাটের পথে। তাঁরা সাধুদের সঙ্গে দেখা করে সেখানে একরাত্রি যাপন করে চম্পাবতীকে উদ্ধার করে গেলেন ব্রাহ্মণনগরে। সেখানে তিনদিন অবস্থান করার পর তাঁরা চললেন সোনাপুরের দিকে। সেখানে তিনদিন থেকে তাঁরা গেলেন ছাপাইনগর। সেখানে চারদিন থেকে সাগর পাড়ি দিয়ে তাঁরা বৈরাট নগরের কাছাকাছি স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। সবাইকে একস্থানে রেখে কালু একাকী গেলেন বাদশাহ্‌কে সংবাদ দিতে। খবর পেয়ে বাদশাহ মহানন্দে পাত্রমিত্র, সিপাই-সান্ত্রী, হাতিঘোড়া ও নানারকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মহাসমারোহে সবাইকে আগ বাড়িয়ে আনলেন। রানী অজুপা 'হরিষ অপার' হয়ে জুলহাস-পাঁচতোলা, গাযী ও চম্পাকে বরণ করে নিলেন এবং তাঁদের মনে 'যত দুঃখ ছিল সব পাসরিল'। তারপর—

পুত্রবধু লয়ে রানী অজুপা সুন্দরী। আমোদ প্রমোদে রহে দিবস শবর্বী ॥
আর শাহা সেকান্দব আনন্দে রহিল পাঠকে প্রামণ করি পুঁথি সমাপ্ত হইল ॥

এরপরে পরিশিষ্ট রূপে গাযীপীরসহ বিভিন্ন পীরের বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। যথা,

আর কিছু বিবরণ শুনাই সবায়। সাহেব গাযীর হইল মাযার কোথায় ॥
বঙ্গদেশে মুসলমান না আছিল পূর্বেতে। তখন আছিল হিন্দু সমস্ত বঙ্গেতে ॥
সোলতান মাহমুদের সময় তাহার। ফারেস দেশের লোক এক এক হাজার ॥
বাঙ্গালা দেশের মধ্যে দিল পাঠাইয়া। নির্মাণ করেন বাড়ি ঠাঁই ঠাঁই গিয়া ॥
শ্রীহট্ট জিলার মধ্যে বাড়ি সাতখান। নির্জন কানন এক করিয়া নির্মাণ ॥
বসতি করেন তারা হরিষ অন্তরে। তার মধ্যে একজন মানসিক করে ॥
যদি এক পুত্র হয় ঔরসে তাহার। গরু জবে করে দিবে নামেতে খোদার ॥

* * * * * *

জবে করি মাংস তার দিল ঘরে ঘরে। আশ্চর্য খোদার কাজ দেখ কিবা করে ॥
এক চাক্কা মাংস তার চিলে এক লইয়া। উড়িয়া চলিয়া চিল যায় শূন্য দিয়া ॥
গৌর গোবিন্দ রাজা ছিল শ্রীহট্টেতে। আছিল অনেক দেশ তাহার তাবেতে ॥

রাজা ছিলেন মুসলিম-বিদ্বেষী। চিল সেই মাংস রাজাবাড়িতে ফেললে রাজা অনুসন্ধান করে গো-হত্যাকারীকে চল্লিশ বেত মারলেন এবং শিশুকে হত্যা করলেন। সেই হতভাগ্য আর ঘরে না ফিরে মক্কায় চলে গেলেন এবং সেখানকার চল্লিশ আবদালকে এ সংবাদ দিলে তাঁরা ক্রোধভরে বাংলায় চলে এলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন,

সাহেব জালাল পীর শাহাসোলতান। কুতব আলম পীর সাহেব মস্তান ॥
মহৎ সমেশ পীর, পীর বদর আর। বাঘ লয়ে চলে গাজি সাথেতে তেনার ॥
চলিল মিসকিন শাহ নিযামুদ্দিন পীর। চলিল কামাল শাহ হেলাইয়া শির ॥
চল্লিশ পীরের সাথে কত পীর চলে। পুঁথি বেড়ে যায় নাম সবার লিখিলে ॥
না করি বিশ্রাম পথে চলিল ত্বরায়। উপস্থিত হইল আসি শ্রীহট্ট জিলায় ॥
গৌড় গোবিন্দ রাজা শ্রীহট্টে আছিল। করিয়া অনেক যুদ্ধ তাহাকে মারিল ॥
*   *   *   *   *   *
বাঘ লয়ে শাহা গাযী গেলেন কোথায়। সেই কথা সংক্ষেপে বলি যে তোমায় ॥
বিশগাঁও আছে সেই শ্রীহট্ট জেলায়। বাঘ লয়ে শাহা গাযী রহিল তথায় ॥
কেহ কেহ বলে নাম গাযীপুর আর। হইয়াছে সেইখানে গাযীর মাযার।
সর্বদা হাজী যায় সেইত মাজারে। হিন্দু মুসলমান যত মান্য সবে করে ॥
অদ্যাবধি থাকে বাঘ মাযারেতে সেই। শুনিয়াছি লোক মুখে চোখে দেখি নাই ॥
*   *   *   *   *   *
সাহেব বদর পীর গেল চাটিগাঁয়। কেহ গেল বরিশাল কেহত ঢাকায় ॥
গেলেন সমেশ পীর গ্রাম কুড়িগাই। মাঘ মাসে মেলা এক জমে সেই ঠাঁই ॥
সাহেব সোলতান গেল মদনপুরেতে। গেলেন কামাল শাহ মন্দিরগঞ্জেতে ॥
গুপাই (বোকাই?) নগরে পীর নিযামুদ্দীন গেল। শাহ মিসকীন গিয়া জুর্খেতে বসিল ॥
চলিল মস্তান শাহ রংপুর দিকেতে। পরশুরাম ক্ষেত্রিরাজা তাহাকে দেখিতে ॥
পরশুরাম রাজার কাছে সেই পীর গিয়া। এক ছাল ভূমি ভিক্ষা মাগিয়া লইয়া ॥
বসিয়া ছালেতে পীর বাড়িতে কহিল। পীরের হুকুমে ছাল বাড়িতে লাগিল ॥
শত ধুলি ভূমি ছিল বাড়িতে রাজার। বাড়িয়া সমস্ত বাড়ি খালে বেড়ে তার।
ভয়ে রাজা পরশুরাম করে পলায়ন। পাত্রমিত্র পুত্র তার ছিল যতজন ॥
মুসলমান সবাকারে করিলেন পীরে। সেখানে থাকিয়া পীর বহুকাল পরে ॥
ছাড়িয়া মাটির দেহ স্বর্গে চলি গেল। তাহার মাযার খানা সেই খানে হইল ॥
প্রতিবছর পৌষ মাসে মেলা সেথা হয়। মস্তানের মেলা বলি লোকে সবে কয় ॥
কহিলাম সংক্ষেপে অনেক কথন। আবদুর রহীম বলে পুঁথি সমাপন ॥

৪. আবদুল গফুর

কবি ও কাব্য পরিচিতি

গাযীকাহিনী নিয়ে মুদ্রিত পুঁথিগুলির মধ্যে একমাত্র আবদুর রহীমের পুঁথিই এদেশে পাওয়া যায়। ডক্টর সুকুমার সেন 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' নামক গ্রন্থে (৯৫—১০১ পৃঃ) আবদুল গফুর নামক এক কবির পুঁথি নিয়ে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশে এ পুঁথি পাওয়া যায়নি। কবির ভাষা দেখে মনে হয় তিনি ছিলেন পশ্চিম বাংলার লোক। খুব সম্ভব এ পুঁথি কলিকাতা থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। কারণ, ঢাকায় প্রকাশিত পুঁথির কোনো তালিকায় এ পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

আবদুল গফুর ও আবদুর রহীমের পুঁথির মধ্যে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কাহিনী ও ভাষাগত যে অসাধারণ মিল আছে, তাতে সহজেই বোঝা যায় যে, তাঁদের মধ্যে একজন অন্যজনের কাহিনী ধার করে তা নিজ নামে চালিয়া দিয়েছেন, অথবা এমনও হতে পারে যে, তাঁরা উভয়েই একজন তৃতীয় ব্যক্তির রচনা অনুকরণ করেছেন এবং সেই কবির পরিচয় অজ্ঞাতই রয়ে গেছে।

এই দুই কবির মধ্যে ভাষাগত অসাধারণ মিল থাকা সত্ত্বেও সামান্য একটু পার্থক্যও আছে। আবদুল গফুরের ভাষা অধিক মার্জিত এবং তা পশ্চিমবঙ্গের ভাষা। সে তুলনায় আবদুর রহীমের ভাষা কিছুটা অমার্জিত এবং পূর্ববঙ্গের ভাষার যথেষ্ট প্রভাব এতে আছে।

বহু অনুসন্ধানের পরেও আবদুল গফুরের পুঁথি সংগ্রহ করা সম্ভব হল না বলে ডক্টর সুকুমার সেন কাহিনীর যে বর্ণনা তুলে ধরেছেন, তা-ই নিচে দেওয়া গেল এবং তা নিম্নরূপ :

"কবির নতি পেয়েছেন কালু-শাহা, বড়-খাঁ গাযী, ত্রিবেণীর দাফর খাঁ, গোরাচাঁদ পীর, একদিল শাহ্ সাহেব, ছোট-খাঁ ও বড়-খাঁ, পাঁড়ুয়ার শাহা সফি, বদর সাহেব ও সত্যপীর।[১] তারপর কেচ্ছা শুরু। বিরাট নগরের রাজা শাহা সেকান্দরের পুত্র জুলহাস (জুলশাহা) শিকারে গিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হল, অর্থাৎ সুড়ঙ্গ পথে পাতালে গিয়ে সেখানের রাজকন্যা পাঁচতুলাকে বিয়ে করে রয়ে গেল। পুত্রহারা রানী সমুদ্রে ভেসে আসা মঞ্জুষার মধ্যে একটি শিশুকে পেয়ে ছেলের মতো মানুষ করতে থাকে। এই ছেলে কালু (বা কালুশাহা)। কিছুদিন পরে রানীর ছেলে হল। এই ছেলেই বড় খাঁ-গাযী। দু-ভাই কালু-গাযীর মন কৈশোরেই ধর্মপ্রবণ হচ্ছে দেখে রাজার চিন্তা হল। গাযীর বয়স যখন দশ বছর হল তখন তাঁকে রাজকার্য করতে অনুরোধ করলেন। গাযী বললেন, সিংহাসনে আমার কাজ নেই। রাজা পুত্রের উপর নির্যাতন শুরু করলেন, যেমন করেছিলেন হিরণ্যকশিপু প্রহলাদের উপর। শেষ পরীক্ষায় গাযী গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত সূচ উদ্ধার করলেন আল্লার দয়ায়, খোওয়াজ খিজির ও গঙ্গাদেবীর সাহায্যে।[২] তখন সেকান্দর বাদশাহ পুত্রের অলৌকিক মাহাত্ম্য উপলব্ধি করলেন।

"পিতার আচরণ পুত্রের মনে অকাল বৈরাগ্য এনে দিল। একদা নিশীথে মায়ের কোল ছেড়ে গাযী বেরিয়ে পড়লেন ফকীর সেজে বৃহৎ সংসারের খাতিরে। জানতে পেরে কালু তাঁর সঙ্গ নিলেন এই বলে—

ঝুলি কান্থা বহে আমি যাইব তোমার।[৩]

"দু-ভাই এর পথ এসে ঠেকল সমুদ্রের কিনারে। গাযী আসাবাড়ি ফেলে দিলেন সমুদ্রের জলে। আসাবাড়ি নৌকা হয়ে দু-জনকে পার করে দিল। তারপর তাঁরা এলেন সুন্দরবনে। সেখানকার বাঘ-কুমীর-জ্বীন-পরী সব হল গাযীর শিষ্য। গাযীর মাহাত্ম্য এমনি যে—

নৌকায় যাইত যবে ডাক বাইত বাঘ সবে
কুম্ভীরেতে কাণ্ডার ধরিত
গঙ্গা দুর্গা শিব গিয়া সকলে করিত দয়া
গাযীর মাসী সকলে বলিত।[৪]

"সুন্দরবনে কিছুকাল কেটে গেলে কালু চলিষ্ণুচিত্ত হয়ে একদিন ভাইকে বললেন,

ফকীরের রীত নহে থাকা এক ঠাই। হেথা ছেড়ে চল এবা আর কোথা যাই ॥[৫]

"গাযী রাজী হলেন। আবার দুজনে পেরুলেন দরিয়া, পৌঁছলেন চাঁপাই নগরের রাজা শ্রীরামের দেশে। লোকালয়ে দর্শন দিবার আগে কালু গাযীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নিলেন যে, পথে গাযী কাকেও প্রণাম করবেন না। কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল এক গাছতলায় চারজন ফকীর বসে আছেন, খোওয়াজ খিজির ও তিনপীর। গাযী খিজিরের পায়ে প্রণাম করলেন। কালু রাগ করে বললেন, 'কি জন্য সালাম কর চোট্টা বেটা সবে।

---

১. আবদুর রহীমের পুঁথিতে এসব পীরের উল্লেখ নেই।
২. আবদুর রহীমের পুঁথিতে গঙ্গা দেবীর উল্লেখ নেই।
৩. আবদুর রহীমের পাঠ : খড়মের বোঝা আমি বহিব তোমার।
৪. আবদুর রহীমের পাঠ : নায়ে যাইতেন যবে দাড় বাইত বাঘ সবে
কুম্ভীরেতে কাণ্ডার ধরিত।
গঙ্গা দুর্গা শিব যায়া তাহাকে করিল দয়া
মাসী তারা গাজীর হইত।
৫. আবদুর রহীমের পাঠ : ফকীরের বিধি নহে থাকা এক ঠাই। এদেশ ছাড়িয়া চল অন্য দেশে যাই ॥

"দু-ভাই এর মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত শুরু হল। ক্ষুধিত হয়ে দু-ভাই রাজসভায় গিয়ে হাজির হলেন। মুসলিম জেনে রাজা তাঁদের তাড়িয়ে দিলেন। শহরের অন্যত্রও আশ্রয় মিলল না। তাঁরা বনে ফিরলেন। আল্লা তাঁদের খাবার পাঠালেন। রাজার অপমান গাযীর চিত্ত স্পর্শ করেনি, কালু কিন্তু তা ভুলতে পারছেন না। তাঁর মনে জাগল প্রতিশোধের বাসনা।

অগ্নি যদি লাগি যায় এ রাজার ঘরে। আর যেন লিয়া যায় রানীরে যে ধরে ॥
এ রাজার লোক সব জাতি যদি দিত। মনের মানস মোর তবে পূর্ণ হৈত ॥
যখন একথা মনে কালু-শাহা কৈল। প্রভুর দরগায় দোওয়া কবুল করিল ॥[১]

"কালুর মনস্কামনা আল্লা মঞ্জুর করলেন। রাজপ্রাসাদে আগুন লাগল। এক জ্বীন রাণীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে নদীতীরে বিজন মসজিদের ভিতর বন্দী করে রাখল। তখন মসজিদে নামাজ করছিলেন খোওয়াজ খিজির ও তাঁর তিন সঙ্গী। কালু যোগবলে মসজিদের দরজা এঁটে দিলেন। খিজির ও পীরেরা বের হতে পারলেন না। বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য রাজা দৈবজ্ঞের স্মরণ নিলে তারা কালু-শাহকে ঠেকিয়ে দিল। কালু বললেন, আগে মুসলিম হও তবে রাণীর খোঁজ দেব। রাজা মুসলিম হলেন, এবং[২]

পাত্রমিত্র যত তার সকলে আসিয়া। মোসলমান হৈল সবে কলেমা পড়িয়া ॥
কালু শাহা নিজ হস্তে ঝুঁটি কাটি নিল। রামনাম ছাড়ি নবীর কলেমা পড়িল ॥

"রাজা ও রাজ্য রক্ষা পেল। 'রাণীকে লইয়া গেছে লুচ্চা চারিজনে'[৩] এই বলে কালু মসজিদের সন্ধান দিলেন। রাজার লোক রাণীকে উদ্ধার করলে এবং খোওয়াজ ও তাঁর সঙ্গীদের চোর মনে করে বেঁধে নিয়ে এল। গাযী তাঁদের খালাস করে দিলেন এবং বুঝলেন এ কালুরই কীর্তি।

'রাজসভার আতিথ্য সুখে কিছুকাল কেটে গেল

একদিন কালু-শাহা গাযীরে কহিল। ফকীরের এত সুখ নাহি হয় ভাল ॥'[৪]

"গাযী বললেন, ঠিক বলছ। দু-ভাই আবার বেরিয়ে পড়লেন পথে। পৌঁছলেন এক বনান্তে। তাঁদের সেবা করল সাত ভাই কাঠুরে। গাযীর অনুগ্রহে তারা ধনী হয়ে সমুদ্রের উপকূলে নিবাস করল। গাযীও সেখানে আস্তানা গাড়ার মন করে গঙ্গাকে বললেন টাকা-কড়ি জিনিষপত্রের যোগান দিতে। গঙ্গার আদেশে—

এ সমস্ত চীজ লয়ে সর্পপর আরোহিয়ে
আইল পদ্মা গাযীর সাক্ষাতে
হাসিয়া প্রণাম করে ভগিনী বলিয়া ধরে
লইল গাযী তুলিয়া কোলেতে।[৫]

সেখানে সোনার মসজিদ উঠল। গ্রামের নাম হইল সোনাপুর।

"পরীদের মেয়েরা মতলব করল চম্পাবতীর সঙ্গে গাযীর বিয়ে দিতে। চম্পাবতী দক্ষিণ রাজ্যের রাজা মুকুট রায়ের কন্যা। রানীর নাম লীলাবতী। রাজার বল-বুদ্ধি-ভরসা দক্ষিণরায় ঠাকুর—

দক্ষিণা নামেতে রায় রাজার গোসাঞি। তাহার সমতুল্য বীর ত্রিভুবনে নাই।[৬]

১. আবদুর রহীমের পাঠ : আগুন লাগিত যদি রাজার ভবনে। রানীকে লইয়া আর যাইত জীনে ॥
নগরের লোক সবে জাতি আসি দিত। মনের বাসনা পুরা আমার হইত ॥
এই কথা কালু শাহা যখন কহিল। আল্লার দরগায় তাহা কবুল হইল ॥
২. আবদুর রহীমের পাঠ : পাত্রমিত্র প্রজাগণ সকলি আসিয়া। কলেমা পড়িল হাত গাজীর ধরিয়া ॥
বাকি দুই চরণ নেই।
৩. আবদুর রহীমের পাঠ : রানীকে লইয়া গেছে লুচ্চা চারিজনে।
৪. আবদুর রহীমের পাঠ : একদিন কালু-শাহা গাজী কাছে কয়। ফকীরের এত সুখ কভু ভাল নয় ॥
৫. আবদুর রহীমের পাঠ : এসব বস্তু লয়ে নাগপর আরোহিয়ে
গিয়া পদ্মা গাজীর কাছেতে।
হাসিয়া সালাম করে ভগ্নি ভগ্নি বলি তারে
ধরে গাজী লইল কোলেতে ॥
৬. আবদুর রহীমের পাঠ : নামেতে দক্ষিণা রায় রাজার গোঁসাই। তাহার সমান বীর সংসারেতে নাই ॥

"আরব্য-উপন্যাসের কাহিনীর মতোই পরীরা নিদ্রিত গাযীকে চম্পাবতীর কাছে নিয়ে গেল নিশীথে। প্রথমেই চম্পাবতী আকুল হল গাযীর ভবিষ্যৎ ভেবে। বলল,

দক্ষিণা নামেতে রায় গোসাঞি পিতার। যাহার বলেতে লইল তামাম সংসার ॥
মনিষ্য ধরিয়া সে আহার করয়। তাহার হস্তেতে সোঁপি দিবেক তোমায় ॥[১]

"গাযী নিজের পরিচয় দিয়ে আশ্বস্ত করতে গেলে হিতে বিপরীত হল। গাযীকে মুসলিম জেনে চম্পাবতী খুব রেগে গেল। গাযী দিলেন অদৃষ্টের দোহাই। চম্পাবতী খড়ি পেতে গুণে দেখল গাযীর কথাই ঠিক, তার কপালে আছে মুসলিম স্বামী। ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নিষ্ফল জেনে চম্পাবতী গাযীর সঙ্গে আংটি বদল করল। রাত পোহাবার আগে পরীরা ঘুমন্ত গাযীকে পৌঁছে দিল সোনাপুরে। চম্পাবতী এই ব্যাপার শুধু তার মায়ের কাছে বলল। মা উপদেশ দিলেন কথা গোপন রাখতে এবং শিব পূজা করতে, তাহলে স্বামীকে 'শিবের কৃপায় তুমি ঘরে বসে পাবে'।[২]

মায়ের কথা শিরোধার্য করল সে।

সাধনতে চম্পাবতী হইল এমন। যেই দিগে যেই ঘড়ি ফিরায় নয়ন ॥
সেই দিগে গাযীরূপ করে ঝিকিমিকি। নয়ন ভরিয়া তাহা দেখে বিধুমুখী ॥
আপনাকে আপে ধনী পাসরিয়া গেল। গাযীর রূপেতে তখন গাযী হয়া গেল[৩] ॥

"চম্পাবতীর বিরহে ব্যাকুল হয়ে কালুকে নিয়ে গাযী চললেন মুকুট রায়ের রাজধানী ব্রাহ্মণনগরে। পথে কালু সব কথা শুনে ভর্ৎসনা করে বললেন—

এয়সা বাত মুখে তুমি কিরূপেতে বল। বাদশাই করিতে তবে কিবা দোষ ছিল ॥
তবে কেন ঝুটমুট ফকির হইলে। কামক্রোধ লোভ মোহ ছাড়িতে নারিলে ॥[৪]

তারপর চলল কথা কাটাকাটি বৈষ্ণব পদাবলীতে শুক-শারীর দ্বন্দ্বের মতো।

কালু বলে নারী জন্য খোদাকে হারাবে। গাযী বলে নারী ধন্যা খোদাকে মিলিবে ॥
কালু বলে দেহমূর্তি নাহিক খোদার। গাযী বলে যত দেখি খোদার আকার ॥
চম্পাকে পাইবে কবে কালুশাহা বলে। গাযী বলে দুই মন যবে যাবে মিলে ॥
কালু বলে কি করিবে চম্পাকে পাইলে। গাযী বলে সেপার সাগরে যাবে মিলে ॥ ...
কালু বলে চম্পা এখন আছেন কোথায়। যেদিকে ফিরাই নয়ন দেখি যে তথায় ॥[৫]

গাযীর মনে সর্বদাই চম্পার রূপ ভাবনা,

ছল ছল দুটি চক্ষু যার পানে চায়। বুক ফাটি প্রাণ তার নেকালিয়া যায় ॥[৬]

"তিনমাস[৭] পর্যটনের পর দু-ভাই পৌঁছলেন ব্রাহ্মণ নগরের উপকণ্ঠে কান্তিপুরে। আস্তানা গাড়া হল নদীর কিনারায় কদমগাছ তলায়। অপর পারে রাজবাড়ির অন্দরঘাট। শিব[৮] এসে গাযীকে উপদেশ দিলেন কালুকে ঘটক করে রাজসভায় পাঠাতে। রাজসভায় উপস্থিত হয়ে কালু গাযীর মহিমা বর্ণনা করতে লাগলেন। যথা—

বোজরগি দেখিয়া তার কতই ব্রাহ্মণ। পৈতা ছিড়িয়া তারা হইল যবন।[৯]

১. আবদুর রহীমের পাঠ : নামেতে দক্ষিণা রায় সোঁসাই রাজার। বাহুবলে পারে সেই জিনিতে সংসার ॥
মানুষ ধরিয়া বীর চাবাইয় খায়। তার হাতে বাপে দিয়া দিবেন তোমায় ॥
২. আবদুর রহীমের পাঠ : আরাধনে থাক তারে ঘরে বসে পাবে।
৩. আবদুর রহীমের পাঠ : ৯ পৃষ্ঠায় দ্রঃ।
৪. আবদুর রহীমের পাঠ : ১০ পৃঃ দ্রঃ।
৫. আবদুর রহীমের পাঠ : ১০ পৃঃ দ্রঃ।
৬. আবদুর রহীমের পাঠ : ঝলমল দুটি চক্ষু যেই সমে চায়। বুক ফেটে প্রাণ তার কাছে চলি যায়।
৭. আবদুর রহীমের পাঠ : তিন বছর তিন মাস।
৮. আবদুর রহীমের পাঠ : শিবের কথা নেই।
৯. আবদুর রহীমের পাঠ : কেরামত দেখে তার কতেক ব্রাহ্মণ। হইয়াছে মুসলমান ছিড়িয়া লগুণ ॥

"তারপর গাযী-চম্পার প্রণয় গভীরতার উল্লেখ 'শুনিয়া লজ্জায় রাজা নাহি তোলে মাথা'। রাজা কালুকে বন্দী করলেন। কন্যা লুকিয়ে পড়ে বাপের রোষ থেকে আত্মরক্ষা করল। গাযী তখন 'বাওভরে' সুন্দরবনে গিয়ে তাঁর ব্যাঘ্রবাহিনী নিয়ে এলেন। বাঘদের ভেড়া বানিয়ে নদী পার করা হল। সকালে বাঘ দল নিজ মূর্তি ধারণ করে ব্রাহ্মণনগরে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু করে দিল। বিপদ দেখে রাজা চললেন দক্ষিণ রায়ের কাছে বিবিধ নৈবেদ্য নিয়ে। উপাচার প্রাচুর্যে খুশী হয়ে রায় রাজাকে আশ্বাস দিলেন—

এই ঘড়ি যাব আমি থাক খোশালেতে। মারিব সকল বাঘ ফকির সহিতে ॥[১]

তারপর দক্ষিণ রায় যুদ্ধসজ্জায়—

ধুতি এক পরিলেক লম্বা আশিগজ। মস্তক উপরে দিল আশি মন তাজ ॥
সহস্র মনের এক জিঞ্জির কোমরে। কসিয়া বান্ধিল বীর ধুতির উপরে ॥[২]

"পোশাকের অনুপাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দক্ষিণ রায় রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। বাঘেরা করল তাড়া। দক্ষিণ রায় পশ্চাৎপদ হয়ে গঙ্গার শরণ নিয়ে কুম্ভীর বাহিনী চাইলেন। গাযীর বিরুদ্ধে কুম্ভীর পাঠাতে গঙ্গা রাজী হলেন না। রায় কাতর হয়ে বললেন,

বুঝিনু যবনে পূজা করিবে তোমার। নিদয় হইলে তাই উপরে আমার ॥
কুমীর না দিলে যদি আমার তরেতে। প্রাণ তেয়াগিব আমি তোমার সাক্ষাতে।[৩]

"তখন গঙ্গা কুমীর দিতে রাজী হলেন এই 'শর্তে এই কথা কোনমতে গাযী নাহি শোনে"। কুমীরের আক্রমণে বাঘদল হটে গেল। গাযী তখন আল্লার কাছে মেগে নিলেন 'অগ্নি সমন রোদ্র'।[৪] রোদের চোটে কুমীরেরা সব জলে প্রবেশ করল। দক্ষিণ রায় তখন গৌরীর কাছে চাইলের ভূতপ্রেত পিশাচ সৈন্য। গৌরী তাঁকে নিষেধ করলেন গাযীর সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে। কেননা 'পাতালের বলির কন্যা গাযীর জননী'[৫] এবং চম্পাবতীর সঙ্গে গাযীর বিবাহ দৈবের নির্বন্ধ। দক্ষিণারায় আত্মহত্যার ভয় দেখালে গৌরী তাঁর অনুরোধ মানতে বাধ্য হলেন। ভূতের ভয়ে বাঘ ভাগল। তখন গাযী সৃষ্টি করলেন বেড়া আগুন।[৬] আগুন দেখে ভূত পালাল।

"বাঘেরা ঘিরে ফেললে দক্ষিণ রায় ছাড়লেন এক ডাগর হাঁক, বাঘেরা সবে অজ্ঞান হয়ে গেল। রায় গদা নিয়ে গাযীকে আক্রমণ করলেন। গাযী আসাবাড়ি ছুঁড়লেন। রায় তা ভেঙ্গে দিলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে গাযী খড়ম মারলেন। রায় মাটিতে পড়লেন। গাযী ছুরি দিয়ে রায়ের গলায় পেঁচ বসাতে গেলেন। রায় কাতর হয়ে মাফ চাইলেন।

"দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ খতম হলে রাজা নিজে নামলেন সংগ্রামে। রাজার অন্তঃপুর দুর্গে আছে জীয়ত কুণ্ড। বাঘের কবলে যত সেনা মারা পড়ে সব বেঁচে ওঠে জীয় কুণ্ডের জল ছিটালে। বেগতিক দেখে বাঘেরা জীয়ত কুণ্ডে গোমাংস ফেলে তা অপবিত্র করে দিল। এখন রাজার হার মানতে হল। গাযী চম্পাকে লাভ করলেন।

"শ্বশুরালয়ে কিছুকাল কাটিয়ে আবার দু-ভাই রাহী হলেন। এবার সঙ্গে চম্পাবতী। পরিব্রাজক ফকীরের সঙ্গে নারীসঙ্গ শোভন নয় বুঝে গাযী চম্পাবতীকে এক স্থানে শেওড়া গাছ করে রেখে গেলেন পাতালপুরীতে। সেখানে বড় ভাই জুলহাসও তাঁর পত্নী পাঁচতুলাকে সঙ্গে নিয়ে এসে আবার চম্পাবতীকে মানুষ করে দিলেন। তারপরে পাঁচজনে ফিরে এলেন বাপ-মায়ের কাছে বেরাটনগরে।"

---

১. আবদুর রহীমের পাঠ : এখনি চলিব আমি থাকহ নিশ্চিতে। মারিব সকল বাঘ ফকির সহিতে ॥
২. আবদুর রহীমের পাঠ : ১১ পৃষ্ঠায় দ্র.।
৩. আবদুর রহীমের পাঠ : তুরক কি সেবা পূজা করিবে তোমার। নিদয়া হইলা মাগো অভাগা আমার ॥
যদি তুমি নাহি দিবা কুম্ভীর আমাকে। এখনি মরিব আমি তোমার সম্মুখে।
৪. আবদুর রহীমের পাঠ : দয়া করে দেহ রৌদ্র অগ্নির সমান।
৫. আবদুর রহীমের পাঠ : বলি রাজা তার সুতা গাজীর জননী।
৬. আবদুর রহীমের পাঠ : বেড়া আগুনের কথা নেই। সেখানে কলেমা পড়ে ফুঁক দিবার কথা আছে।

৪ (খ) খোদাবখ্শ, হালুমীর, আবদুর রহীম ও আবদুল গফুর রচিত কাব্যগুলির কাহিনীগত পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য।

খোদাবখ্শ

শুধু বিরাটত্বই কোনো কাহিনীর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। একটি কাহিনীকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত রেখে কতটুকু সংহতরূপে সেটিকে রূপায়ণ করা হয়েছে, তার উপরই সেই কাহিনীর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভরশীল। খোদা বখ্শের কাহিনী বিরাট। যোজনবিস্তৃত একটি অতিকায় বটবৃক্ষের সঙ্গে যদি সেই কাহিনীকে তুলনা করা যায় তবে সেই বৃক্ষটিকে পরিচ্ছন্ন ও সুষম বলে আখ্যায়িত করা যায় না। সেই তরুবর চারদিকে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে, আবার সেই সব অগণিত শাখা-প্রশাখার প্রত্যেকটিই মাটিতে শিকড় গেড়ে, বড় হোক ছোট হোক, নতুন নতুন বৃক্ষের জন্ম দিয়েছে আপন খেয়াল-খুশিতে। অবধিহীন এইসব অবাঞ্ছিত সৃষ্টি পরগাছার মতো মূল বৃক্ষকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, এর স্বাভাবিক সৌন্দর্য ব্যাহত হয়েছে পদে পদে।

মূল কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে কবি প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক কত উপ-কাহিনী যে সৃষ্টি করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। কাহিনীর প্রথম থেকেই ধরা যেতে পারে। সেকান্দর বাদশাহ সাগর জরিপ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। ঘটনাটি বেশ ছোট এবং খুব প্রাসঙ্গিকও নয়। কিন্তু তা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি খোদ আল্লাহ্‌র দরবার, জীবরাইল ফেরেশতা, হস্তী, দাড়কিনি মৎস্য ইত্যাদি ইত্যাদির কত কিছু অহেতুক দীর্ঘ বর্ণনা যে দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

বলিরাজার কন্যা ওসমা বিবির সঙ্গে গাযীর পিতা সেকান্দর বাদশাহ্‌র বিবাহের বর্ণনা বেশ সংক্ষিপ্ত। এ ধরনের সংক্ষিপ্ত অথচ কাব্যরসে পূর্ণ বর্ণনা খোদাবখশের কাহিনীতে বিরল। কিন্তু ওসমাবিবির রূপ, গুণ ও বস্ত্রালঙ্কারের বর্ণনা যেন থামতে চায় না।

জুলহাউসের শিকার কাহিনী, অজগরের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ ও তার সঙ্গে পাতাল গমন, পাতালনগরীর বর্ণনা, নিদ্রিত জুলহাউসের কাছে পাতালের ব্রাহ্মণীদের আগমন, মালিনীর সঙ্গে জুলহাউসের সাক্ষাৎ, মালিনী কর্তৃক রাজবাড়িতে ফুল নিয়ে যাওয়া, জুলহাউসের মালা পেয়ে রাজকন্যা পাঁচতোলার আত্মগোপন এবং রাজাকর্তৃক তাঁকে খুঁজে বের করা ইত্যাদি ইত্যাদি ঘটনাবলির বর্ণনা বাহুল্য ভারাক্রান্ত হয়ে এক ক্লান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। অতঃপর পাঁচতোলাকে লাভ করার জন্য জুলহাউসের সীমাহীন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার উপ-কাহিনীগুলিতে আছে যেন এক বল্গাহীন অশ্বের আপন খেয়াল-খুশিতে চলার প্রবণতা, ক্লান্ত হয়ে নিজের ইচ্ছায় না থামলে থামাবার যেন কেউ নেই।

হিন্দু পুরাণের অন্ধ অনুকরণে রচিত গাযীপীরের জন্ম-কাহিনী অসম্ভব রকমে দীর্ঘায়িত। এরপরে পিতার আদেশ অমান্য করে সিংহাসনে বসতে অস্বীকার করলে গাযীপীরের প্রতি পিতার অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী ফুরাতে চায়না এমন সব বিবরণ। গাযীকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ, তাঁর মুণ্ডচ্ছেদের প্রচেষ্টা, তাঁর গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ, সমুদ্র থেকে গাযীর সূই উদ্ধার করা ইত্যাদি উপ-কাহিনীগুলির মধ্যে এত অনাবশ্যক ও অবাস্তব বর্ণনা আছে যে, এগুলি মূল কাহিনীর গতি ও সাবলীলতাকে ব্যাহত করেছে।

এগুলির বর্ণনাই শুধু অহেতুকভাবে দীর্ঘায়িত নয়, ঘটনাগুলি অস্বাভাবিক এবং অবাস্তবও বটে। জুলহাউসের নিরুদ্দেশের পরে বড় খাঁ গাযীই সেকান্দর বাদশার একমাত্র ঔরসজাত পুত্র। দশ বছরের সেই বালকপুত্র যদি পিতার কথামত সিংহাসনে বসতে অস্বীকার করেন তবে পিতার মনে যত ক্রোধেরই সঞ্চার হোক না কেন, তিনি সেই বালককে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করে হত্যা করার আদেশ দিবেন এবং তাতেও মৃত্যু না হলে তাঁর রক্তে স্নান করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবেন এবং এরপরেও গাযী বেঁচে রইলে তাঁর গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন, তা স্বাভাবিক ও বাস্তব ঘটনা নয়। পিতা-পুত্রের মধ্যে মতানৈক্যের এই লঘু অপরাধের জন্য এতবড় গুরুদণ্ডের বিধান শুধু ন্যায়নীতিকে নয়, সাহিত্যরসকেও বিপন্ন করেছে বলা যেতে পারে।

নাথ সাহিত্যের গোপীচন্দ্র-ময়নামতির কাহিনী ও হিন্দু পুরাণের হিরণ্যকশিপু-প্রহ্লাদের কাহিনীর অন্ধ অনুকরণে এসব উপ-কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে। গোপীচন্দ্র মাতা ময়নামতির সিদ্ধিলাভের প্রমাণের জন্য তাঁকে তৈলের কটাহে নিক্ষেপ, গলায় পাথর বেঁধে তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক অমানুষিক নির্যাতনের ব্যবস্থা করেছিলেন অম্লান বদনে। আর পিতার ধর্মকে পরিত্যাগ করেছিলেন বলে—পিতা হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে হস্তির পদতলে নিক্ষেপ করেছিলেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর কিছুটা যুক্তি হয়ত ছিল। কারণ, প্রহ্লাদ পিতার ধর্ম পরিত্যাগ করে পিতার শত্রু দেবতাদের ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু গাযী সিংহাসনে না বসে আল্লাহ্‌র ফকির হতে চেয়েছিলেন বলে এমন কোনো জঘন্য অপরাধ করেননি যে, সে জন্য তাঁর এমন নির্মম ও অমানুষিক শাস্তি হতে পারে। নাথসাহিত্য ও হিন্দুপুরাণের কাহিনীকে অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে কবি মানব জীবনের সাধারণ ন্যায়নীতিকেও বিসর্জন দিয়েছেন।

গাযী-কালুর ফকির হয়ে যাওয়ার বিভিন্ন কাহিনীও অতিমাত্রায় দীর্ঘায়িত। বংশ নদীর উপর মৃগছাল বিছিয়ে নদী অতিক্রম করা, শ্রীরাম রাজার সঙ্গে সংঘাত ও সংঘাতের পরে মীমাংসা ইত্যাদি ইত্যাদি কাহিনী যেন কিছুতেই শেষ হতে চায় না। কাঠুরিয়াদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাদের আতিথ্য গ্রহণ, তাদের মধ্যে ধন বিতরণ, সোনাপুর শহর নির্মাণ, অন্য নগর ভাঙ্গিয়ে এনে সেখানে বসতি স্থাপন, নগরে দু'দিন ধরে সোনা বর্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি কাহিনীগুলি বর্ণনাবাহুল্যে অসম্ভব রকমে ভারাক্রান্ত। এগুলির মধ্যে কোনো কোনোটিতে কিছু কিছু হাস্যরস পরিবেশনের প্রচেষ্টা আছে বটে, কিন্তু অনাবশ্যক বর্ণনাবাহুল্য মূল কাহিনীর গতিকে বিঘ্নিত করেছে।

পরীগণ কর্তৃক নিদ্রিত গাযীকে পালঙ্ক সমেত চম্পাবতীর কাছে নিয়ে যাবার উপাখ্যান কবি ধার করেছেন আরব্য উপন্যাস ও শেখ কবীর রচিত 'মধু মালতী' কাব্য থেকে। কিন্তু কবি এ কাজটি করতে গিয়ে খোদ আল্লাহ্‌র দরবার থেকে আরম্ভ করে বহুস্থানে হানা দিয়েছেন এবং অসংখ্য অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বর্ণনা দিয়ে গাযীপীর ও চম্পাবতীর প্রথম সাক্ষাৎ ও বিরহের ঘটনাবলিকে ভারাক্রান্ত করেছেন।

গাযী-চম্পার প্রেম নিয়ে গাযী ও কালুর মধ্যে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তাতে বিশেষ করে কালুর বক্তব্যে বেশ কিছু দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কথোপকথনে কবির বর্ণনা-কৌশলের কিছু কিছু পরিচয় আছে। কিন্তু এর পরে কবি এক ক্লান্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন কান্তাপুর ঘাটে চম্পার আগমনকে উপলক্ষ করে অনেক অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার অবতারণা করে।

গাযী-চম্পার বিয়ের পয়গাম নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কালুর সঙ্গে খেয়াঘাটের হরা-ছিরার কাহিনী, কালুর ইজার পরিধান করে মাঝিদের ছোট ভাইয়ের মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনাবলির মধ্যে কিছু হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টা হয়ত আছে। কিন্তু নিরপরাধ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে পরিবেশিত এই হাস্যরস বড়ই নির্মম এবং পাঠকের কাছে পীড়াদায়ক। এ ধরনের নির্মম পরিহাসের দৃষ্টান্ত দেখা যায় গাযী পীরের ব্যাঘ্রবাহিনীর কর্মকাণ্ডেও। খানদৌড়া ও বেড়াভাঙ্গা নামক গাযীর দুই বাঘ সরল প্রকৃতির হরা-ছিরা মাঝি ও তাদের পরিবার-পরিজনদের যেভাবে নাস্তানাবুদ করেছে, তা সত্যিই পীড়াদায়ক এবং এগুলির সুদীর্ঘ বর্ণনাও ক্লান্তিকর।

গাযীর সঙ্গে মটুকরাজা ও দক্ষিণরায়ের যুদ্ধের বর্ণনা যেন শেষ হতে চায় না। কবি একের পর এক উপ-কাহিনীকে টেনে এনেছেন খেয়াল-খুশিতে এবং কাহিনীর গতিকে ব্যাহত করেছেন পদে পদে।

গাযী-চম্পার বিবাহের ব্যাপারেও কবি যে কতদিকে হাত বাড়িয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। পবনের সঙ্গে গাযীর পূর্বকালের বিবাদ, সোওয়ারি খেলার অসহনীয় বর্ণনা বাহুল্য, গঙ্গাদেবীর কাছ থেকে অলঙ্কার সংগ্রহ ইত্যাদি কত উপকাহিনী যে আছে, তা বলে শেষ করা যায় না।

চম্পাকে নিয়ে পাতালপুরীতে যাওয়ার পথে এক অনাবশ্যক উপ-কাহিনী জুড়ে দেয়া হয়েছে হরিকাম রাজাকে আমদানি করে। তারপরে আছে ডিমসরা রাজার উপাখ্যান। এ কাহিনীটি অনেকটা সংযতভাবেই তুলে ধরা হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু বিক্রমকেশর রাজা ও তাঁর কন্যা ভানুমতির উপ-কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি আবার স্বরূপে ফিরে এসেছেন বলে দেখা যাচ্ছে। এক মহাভারতী উপ-কাহিনীর অবতারণা করে শেষ পর্যন্ত কালুর সঙ্গে ভানুমতির বিয়ে দিয়ে এর সমাপ্তি টেনেছেন।

গঙ্গা দর্শনপ্রার্থী সিদ্ধাদের ঘটনাবলির বর্ণনাতেও অনুরূপ অহেতুক ডালপালা বিশিষ্ট অপ্রয়োজনীয় কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে।

পাতালে জুলহাউসের সঙ্গে গাযী-কালুর পরিচয়ের ব্যাপারে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি করে সেই ঘটনাকে অহেতুকভাবে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। সেখানে এক অবান্তর 'বারমাসী'র আমদানি করা হয়েছে নেহায়েত অকারণে।

এর পরে কাহিনীর সমাপ্তিপথে একটি অপ্রাসঙ্গিক ও অতি অবাঞ্ছিত উপ-কাহিনী জুড়ে দিয়ে সমগ্র কাহিনীর মাধুর্যকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। গাযীপীর ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতি অভদ্র ও নিন্দনীয় ব্যবহারের জন্য মেহের খাঁ পাঠানের যথোপযুক্ত শাস্তি বিধানে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু তাঁর নিরাপরাধ কুমারী কন্যা তারা বিবিকে দৈববলে গর্ভবতী করে এবং হটুপীরকে তাঁর গর্ভজাত সন্তান করে তাঁর জীবনকে ধ্বংস করে দিবার পিছনে কী যুক্তি থাকতে পারে তা ধারণারও অতীত।

সমগ্র কাহিনীটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মূল কাহিনীর সঙ্গে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক অসংখ্য উপ-কাহিনী এবং সে সব উপ-কাহিনীর সঙ্গে ডালপালার সংযোজন করে কবি মূল-কাহিনীটিকে এমনভাবে প্রলম্বিত ও ভারাক্রান্ত করেছেন যে, পাঠকের ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন। কবি খোদা বখশের যথেষ্ট কবিত্ব শক্তি ছিল। কিন্তু কাহিনী বিস্তারে তিনি এত অপ্রাসাঙ্গিক বিষয়েব অবতারণা এমন অহেতুকভাবে করেছেন এবং সেগুলি রূপায়িত করতে গিয়া এত বর্ণনা-বাহুল্যেব আশ্রয় নিয়েছেন যে, তাতে মূল কাহিনীর সাবলীলতা, গতি ও সংহতি ব্যাহত হয়েছে পদে পদে। সেই সঙ্গে আছে একই ধরনের বর্ণনা ও ভাষাব ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি।

অনাবশ্যক বাহুল্যের ভারে প্রলম্বিত খোদা বখশের গাযীকাহিনীর গতিকে তুলনা করা চলে লগি বা দাঁড় চালিত গুরু-গম্ভীর একটি 'হাউজ বোটের' অতি মন্থর গতির সঙ্গে। অফুরন্ত অবসরের অধিকারী একজন মানুষের পক্ষে এতে চড়ে গতি-মন্থরতার আরাম-আয়েশ উপভোগ করা সম্ভব বটে কিন্তু তাতে গন্তব্য পৌঁছার উপায় খুব সহজ নয়।

হালুমীর

হালুমীর কাহিনীকে খোদাবখশের কাহিনীরই সংক্ষিপ্ত রূপ বলা যেতে পারে। অতি সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া খোদা বখশের মূল কাহিনীতে যা আছে, হালুমীরের কাহিনীতে প্রায় ঠিক তা-ই আছে। অবশ্য খোদাবখশের কাব্যের উপ-কাহিনীগুলি হালুমীরের রচনায় নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খোদাবখশের কাব্যে উল্লিখিত (১) সেকান্দর বাদশাহ্‌র সমুদ্র অভিযান, (২) অজগরের পিতার সঙ্গে জুলহাউসের সংঘর্ষ, (৩) কালুকে প্রাপ্তি, (৪) সেকান্দর বাদশাহ্ কর্তৃক জল্লাদ দ্বারা গাযীকে বধ করার প্রচেষ্টা, (৫) বংশ নদীর তীরে বৃদ্ধার সঙ্গে গাযী-কালুর সাক্ষাৎ, (৬) পরীদের আল্লাহ্ ও রসুলের দরবারে গমন, (৭) প্রথমে সন্ন্যাসীর বেশে কালুর মটুক রাজার সভায় গমন, (৮) চোরকর্তৃক গাযীর দুস্বারূপী বাঘ অপহরণের প্রচেষ্টা, (৯) হরা-ছিরার ভাইয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও খানদৌড়া-বেড়াভাঙ্গা বাঘের উপদ্রবের কাহিনী, (১০) গাযী-দক্ষিণরায় যুদ্ধে সর্পের আমদানি, (১১) ডিমসরা রাজার কাহিনী, (১২) ভানুমতির উপাখ্যান ও কালুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ, (১৩) মালিনী কর্তৃক গাযী-কালু ও জুলহাউসের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির কাহিনী ও (১৪) মেহের খাঁ পাঠানের কাহিনী ইত্যাদি সহ আরও অনেক উপ-কাহিনী হালুমীরের রচনায় নেই।

খুব সামান্য হলেও হালুমীরের কাহিনীতে কিছু নূতন উপাদন আছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বালক সেকান্দর বাদশাহ কর্তৃক বাতাসের বিচার এবং দেবী ভবানী কর্তৃক পাঁচতোলাকে মালিনীর গৃহে জুলহাউসের আগমন বার্তা ও ভবিষ্যদ্বাণী দান।

খোদা বখ্শের মূল কাহিনীর সঙ্গে হালুমীরের কাহিনীর অতি সামান্য ব্যতিক্রমও স্থানে স্থানে দেখা যায়। তবে সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয় এবং সেগুলি দুই কাব্যের মধ্যে কাহিনীগত কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারেনি।

অতি সামান্য ও ছোটখাট ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে খোদাবখশের মূল কাহিনী ও হালুমীরের কাহিনীর মধ্যে অসাধারণ সাদৃশ্য দেখা যায় এবং তা শুধু কাহিনীগত নয়, ভাষাগতও বটে। দুই

কাব্যের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখা গেছে যে, হালুমীরের কাব্যের অর্ধেকের চেয়েও বেশি পদ খোদা বখশের কাব্যের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়। কাহিনী ও ভাষাগত এই সাধারণ মিল দেখে স্বভাবতই ধারণা হয় যে, হালুমীরের রচনা খোদাবখশের রচনারই সংক্ষিপ্তরূপ। অথবা এমনও হতে পারে যে, হালুমীরের সংক্ষিপ্ত রচনা অবলম্বন করে খোদা বখ্‌শ্ তাঁর বিরাট কাব্য রচনা করেছিলেন।

যদি দু'জন কবির রচনাকাল পাওয়া যেত তবে এ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেত। এখানে শুধু কবি খোদাবখশের কাব্যের রচনাকাল (১২০৫ বঙ্গাব্দ) পাওয়া গেছে এবং হালুমীরের রচনাকাল পাওয়া যায়নি। সে জন্য বিচার করে দেখতে হবে, দু'জনের মধ্যে কে কাকে অনুকরণ বা অনুসরণ করেছিলেন অথবা দু'জনেই অন্য কোনো পূর্ববর্তী কবির রচনাকে অবলম্বন করে তাঁদের নিজ নিজ কাব্য রচনা করেছিলেন কিনা।

শেষোক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, সেই অজানা কবি ও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে কোনো তথ্যই এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদে (১৬৮৬ খ্রিঃ) রচিত কৃষ্ণরাম দাসের 'রায় মঙ্গল' কাব্যে বড়খাঁ গাযী ও মটুক রাজার কন্যা সম্পার্কিত যে রোমান্টিক কাহিনীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাতে অতি সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যায় যে, কৃষ্ণরাম একটি সুপ্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত উপাখ্যান থেকে তা ধার করেছিলেন। অন্তত সপ্তদশ শতাব্দীর সে কাহিনী লিখিতরূপেই ছিল বলে ধারণা হয়।

খোদাবখশের রচনার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো। তাঁর বিরাট কাব্যে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কাহিনী ও ঘটনাক্রমিকের বেশ স্বাভাবিক বিকাশ ও বিস্তার দেখা যায় এবং অসংখ্য ভণিতায় মাধ্যমে তিনি নিজেকে এমন সহজ ও সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন যে, সমগ্র কাহিনীতে যথেষ্ট অনুকরণ এবং অনুসরণ থাকলেও তাঁর মৌলিক রচনার অংশই বেশি বলেই মনে হয়।

কিন্তু হালুমীরের রচনা সম্বন্ধে একথা মোটেই প্রযোজ্য নয়। অতি সামান্য হলেও তাঁর মৌলিক রচনা হয়ত কিছু আছে। তা সত্ত্বেও তিনি যে অনুকরণ বা অনুসরণকারী ছিলেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাঁর রচনার মধ্যেই এবং সেগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ :

(ক) হালুমীরের ভণিতাসহ গাযীকাহিনীর যে ৪টি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, সেগুলির কোনটিতেই কাহিনীর ধারাবাহিকতা পুরাপুরি রক্ষিত হয়নি। প্রত্যেক পাণ্ডুলিপি পাঠেই বোঝা যায়, অন্য কোনো রচনা থেকে পাঠগুলি সংকলন করা হয়েছে এবং সংকলনকারী কাহিনীর স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ও বিস্তারের দিকে লক্ষ্য না রেখে নিজের ইচ্ছামত এমনভাবে পাঠ খাড়া করেছেন যাকে বলা যেতে পারে এলোপাতাড়ি। সব ক'টা পাণ্ডুলিপিতে একই ধরনের অঙ্গহানি দেখে এটিকে লিপিকর-প্রমাদ বলে ধরা যেতে পারে না।

অন্যান্যের মধ্যে কালুপীর সম্পর্কিত একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। খোদাবখশের পুঁথিতে কালুপীরের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় গাযীর আবেদনে আল্লাহ্ কর্তৃক কালুকে গাযীর সঙ্গী হিসেবে পাঠানোর প্রস্তাবে। সেখানে আছে : 'পাইবে দোসর তুমি কালু পালক ভাই' (১১ পালা)। হালুমীরের পুঁথিতে হুবহু একই পদ আছে (৮ পালা দ্রঃ)।

খোদাবখশের পুঁথিতে কালুর দ্বিতীয় উল্লেখ দেখা যায় গাযীর একমাস বয়সের সময় তাঁর নামকরণ উৎসবে। সেখানে আছে :

মজলিস উঠিয়া গেল হৈল সন্ধ্যাকাল। পড়িয়া আছিল তথা একটি ছাওয়াল ॥
* * * * * *
আল্লা পাঠাইল উহাক গাযীর দোসর। কে পারে চিনিতে উহাক আলম ভিতর ॥
—১২ পালা।

তিনিই কালুপীর। এই অজ্ঞাতপরিচয় বালককে বাদশাহ্ পালিতপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং দেহের কালো বর্ণের জন্য তাঁর নাম রাখেন কালু। বহুপরে রচিত আবদুর রহীম ও আবদুল গফুরের কাহিনীতেও এই পালিতপুত্র কালুকে পাওয়ার বর্ণনা আছে। কাহিনী বিস্তারের স্বাভাবিক পরিণতি

হিসেবেই কালুকে প্রাপ্তির ঘটনাকে বিভিন্ন পুঁথিতে দেখানো হয়েছে। কিন্তু হালুমীরের কোনো পাণ্ডুলিপিতেই কালুকে প্রাপ্তির কোন উল্লেখ নেই। সেখানে কালুর দ্বিতীয় উল্লেখ দেখা যায় গাযীর ফকির হয়ে যাওয়ার সময়। যখন,

বাড়ির দুয়ারে গাযী উত্তরিল জায়া। সেই স্থানে কালু উমরা আছেন শুইয়া ॥
* * * * * *
গাযির সহিতে তার অনেক পিয়ার। গাযী আর কালু দুহে একই ইয়ার ॥—১৩ পালা।

কাহিনীর মাঝখানে হঠাৎ করে কালুর এই আমদানিকে কাহিনীর স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ বা বিস্তার কোনো মতেই বলা যায় না। বলা নেই, কাওয়া নেই 'পাঁচশত উমরার মধ্যে প্রধান উমরা', 'বাদশার পালক পুত্র কালু হাজরা'-র এই আকস্মিক আবির্ভাব যে এক অস্বাভাবিক ও সঙ্গতিবিহীন ঘটনা, তা জোর দিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

হালুমীরের ভণিতাযুক্ত কাব্যে এ রকমটি ঘটার একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, তিনি অন্য কোনো রচনা থেকে তাঁর নামে পরিচিত কাহিনীটি সংকলন করেছিলেন এবং ঘটনাবলির স্বাভাবিক পরম্পরা বজায় না রেখে ইচ্ছা বা সাধ্যমত সংগ্রহ করে এবং তাতে নিজের কিছু পদ সংযোজন করে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তভাবে নিজেন নামে কাহিনীটি প্রচার করেছিলেন।

(খ) এই ধারণার পক্ষে জোরাল সমর্থন পাওয়া যায় হালুমীরের ভণিতাগুলি থেকে। সমগ্র গ্রন্থে মোট ৬৮টি ভণিতা পাওয়া গেছে এবং সব কটাই হেলু বা হালুমীরের নামে। এগুলির মধ্যে মোট ১৫টিতে তিনি নিজেকে 'গাএন' বা 'গাইন' বলে পরিচয় দিয়েছেন। তখনকার দিনে যিনি আসরে গান বা পুঁথি পাঠ করতেন তাঁকে 'গায়েন' বলা হতো। অনেক সময় কবি নিজেও গায়েন সাজতেন। কিন্তু স্বরচিত কাব্যের বেলায় কবি নিজে গায়েনের কাজ করলেও তিনি নিজেকে গায়েন বলে পরিচয় দিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত নেই। বরং তার উল্টাটি অর্থাৎ গায়েন প্রকৃত কবির নাম গোপন করে নিজেকে কবি বলে পরিচয় দিয়েছেন, এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। এখানেও বোধ হয় তাই ঘটেছিল।

(গ) হালুমীর যে গায়েন ছিলেন, সেই পরিচয় তাঁর বিচিত্র ধরনের ভণিতাগুলিই প্রমাণ করে। গায়েন শব্দ নেই এমন অধিকাংশ ভণিতায় তিনি 'রচে মিরা ছৈয়দ হালু', 'রচে মিরা ছৈদ হেলু', 'মিরাছৈদ হেলু কএ' ইত্যাদি ইত্যাদি ভণিতা ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষায় 'মীরা' বা 'মিরা' শব্দ নেই। একমাত্র ফারসি মীর' শব্দের অপভ্রংশরূপে 'মিরা' শব্দের প্রয়োগ এখানে ধরা যেতে পারে। আরবি 'আমীর' শব্দ থেকে উদ্ভূত ফারসি মীর শব্দ সাধারণত এক অর্থে সম্রাট, প্রভু, প্রধান, শাসনকর্তা, নেতা ইত্যাদি অর্থে এবং আর এক অর্থে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বংশজাত ব্যক্তিদের পদবি হিসাবে ব্যবহৃত হতো। বাংলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার পর মীর শব্দ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত দেখা গেলেও শেষোক্ত অর্থেই এর ব্যবহার অধিক দেখা গেছে। বস্তুতঃ কিছুকাল আগে পর্যন্ত এদেশের সৈয়দরা প্রায় সবাই মীর বলেই পরিচিত ছিলেন।

এদেশের মীর্জা বা মির্যা (∠ ফা. মীরযা-মীর্জা ∠ মীরযাদাহ্ ∠ আমীর যাদাহ্) উপাধিধারী ব্যক্তিদের সৈয়দ বলে পরিচিত হওয়ার কারণ ছিল এই যে, এঁরা প্রায় সবাই শিয়া ছিলেন এবং শিয়ারা সবাই নিজেদেরকে সৈয়দ বলে পরিচয় দেন। এবং দাবি করেন যে, তারা সবাই হযরত জয়নুল আবেদীনের বংশধর। এই মীর্যা (∠ মীর) শব্দ থেকেই মীর শব্দের ব্যুৎপত্তি বলে পণ্ডিতদের অভিমত। সৈয়দ শব্দের অর্থ হচ্ছে হযরত মোহাম্মদের বংশধর।

মীর ও'সৈয়দ শব্দের এক সঙ্গে ব্যবহার সাধারণত দেখা যায় না। অথচ সমার্থক এই দুই শব্দের বিচিত্র ব্যবহার হালুমীর অবলীলাক্রমে ভণিতার পর ভণিতায় করে গেছেন। গ্রন্থের সর্বমোট ৬৮টি ভণিতার মধ্যে এ ধরনের ভণিতার সংখ্যা ২৭।

হালুমিঞার এই বিচিত্র ধরনের ভণিতার কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে খোদা বখশের ভণিতাগুলির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে। খোদাবখ্শ্ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'সেখ খোদা বক্সে কএ' অথবা 'রচে সেখ খোদা বক্স' ইত্যাদি ধরনের ভণিতা ব্যবহার করেছেন। এই আট অক্ষরের ভণিতার বেলায়

হালু মিঞা যখন নিজের নামের ভণিতা ব্যবহার করতে গেছেন, তখনই তিনি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বলে মনে হয়। 'রচে ছৈয়দ হেলু' অথবা 'রচে মিরা হালু' দ্বারা আট অক্ষরের ছন্দের নিয়ম রক্ষা হয় না। তাই ছন্দের নিয়ম রক্ষার্থে তিনি নানা রকম প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়েছিলেন বলে ধারণা হয়। 'তবে' শব্দ প্রয়োগে (যেমন, 'তবে মিরা হেলু কএ') তিনি ১৩ বার উদ্ধার পেয়েছেন। একই শব্দ সবক্ষেত্রে ব্যবহার একঘেয়েমির সৃষ্টি করে। তাই তিনি আট অক্ষরের ছন্দের নিয়ম রক্ষার্থে 'গাএন' বা 'ছৈয়দ' শব্দ 'মীরা' শব্দের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। আবার সর্বত্র গায়েন শব্দের ব্যবহার শুধু এক-ঘেয়েমির সৃষ্টি করে না, হালুমীরের গায়েন পরিচিতিকেও সুদৃঢ় করে। তাই খুব সম্ভব তিনি মীরা শব্দের সঙ্গে ছৈয়দ শব্দের সংযোজন করেছেন। তাতে ছন্দের নিয়ম রক্ষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৈয়দ পদবির ভিত্তিও সুদৃঢ় হয়েছে বলা যেতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে অতি স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, হালুমীরের ভণিতাযুক্ত গাযীকাহিনীর বেশির ভাগ রচনা তাঁর নিজস্ব নয়। খুব সম্ভব তিনি এ কাহিনী খোদাবখশের রচনা থেকে ধার করে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন মূলতঃ একজন গায়েন। এহেন কুশিলকের রচনার মধ্যে কাহিনীগত কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আশা করা যায় না। তবে খোদাবখশের বিরাট কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে তিনি এতে যথেষ্ট গতির সঞ্চার করেছেন এবং এটুকুই তাঁর কৃতিত্ব বলা যেতে পারে।

আবদুর রহীম

খোদাবখশ ও হালুমীরের কাহিনীর অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পরে রচিত আবদুর রহীমের কাব্যকে তাঁদেরই কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ বলা যেতে পারে এবং এগুলির মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। তবে অতি সামান্য হলেও নতুন কিছু উপকরণ আবদুর রহীমের কাহিনীতে আছে। মূলকাহিনীর প্রকৃতি ও পরিণতিতে কোন ব্যতিক্রম সৃষ্টি না করলেও কাহিনী বিস্তারের ক্ষেত্রে কিছু নতুনত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এগুলির মাধ্যমে। জুলহাসের কাহিনী এখানে অনেক সংক্ষিপ্ত এবং তাঁকে দেখামাত্র তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে জঙ্গ রাজা নিজে উপযাজক হয়ে তাঁকে কন্যা ও নিজরাজ্য দিয়ে দিয়েছেন।

কালুকে প্রাপ্তির ব্যাপারে আবদুর রহীমের কাহিনীতে বেশ কিছু অভিনবত্ব দেখা যায়। হালুমীরের কাব্যে কালুকে পাওয়ার কোনো বর্ণনা নেই। খোদা বখশের কাব্যে আছে যে, গাযীর নামকরণের দিন পাঁচ বছরের অজ্ঞাত পরিচয় কালুকে পাওয়া গিয়েছিল। আবদুর রহীমের কাব্যে রাণী অজুপা তাঁকে পেয়েছিলেন ছয় মাসের শিশুরূপে একটি সিন্দুকের মধ্যে রক্ষিত অবস্থায় সমুদ্রে ভেসে আসতে।

রাজ্যভার গ্রহণে অনিচ্ছুক গাযীকে বাদশাহ্ কর্তৃক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার কথা শুধু আবদুর রহীমের কাহিনীতেই আছে। অন্য দুই কাব্যে নেই। সূই উদ্ধারের ব্যাপারে অন্য দুটি কাব্যে 'বাইটকা' মাছ কর্তৃক সুই লুকিয়ে রাখার কথা আছে, আর আবদুর রহীমের কাহিনীতে আছে যে, সমুদ্রের এক মানুষ তা লুকিয়ে রেখেছিলেন।

গাযী-চম্পার গোপন প্রেমের কথা চম্পা কর্তৃক তাঁর মাতাকে বলার পর, খোদা বখশের কাহিনী মতে, রানী ক্রুদ্ধা হয়ে রাজাকে এ ঘটনা বলে দিবেন বলে চম্পাকে শাসিয়েছিলেন। কিন্তু হালুমীরের কাহিনীর মতো আবদুর রহীমের কাহিনীতে দেখা যায় যে, রানী চম্পাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আরাধনে থাক তবে ঘরে বসে পাবে'।

আবদুর রহীমের কাহিনীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর গতিশীলতা ও মার্জিতরূপ। অন্য দুটি কাব্যের অনেক পরবর্তীকালে রচিত এবং সেগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ হলেও এ কাব্যের শৈল্পিক সৌকর্য উন্নতমানের। অনাবশ্যক বাহুল্যের ভারে এর গতি ও সাবলীলতা ব্যাহত হয়নি।

আবদুল গফুর

আবদুল গফুরের কাব্যের ব্যাপারে নতুন করে কিছুই বলার নেই। কারণ, অতি নগণ্য দুটি বিষয় ছাড়া আবদুর রহীমের কাহিনীর সঙ্গে আবদুল গফুরের কাহিনীর ভাষা ও কাহিনীগত মিল অসাধারণ।

হালুমীরের কাব্য যে খোদাবখশের কাব্যের অনুসরণ ও অনুকরণে রচিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। হালুমীরের কাহিনীর সঙ্গে আবদুর রহীমের কাহিনীর সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও এই দুই কাহিনীর মিল অসাধারণ। খুব সম্ভব উত্তরবঙ্গে হালুমীরের নামে প্রচলিত এ কাহিনী অবলম্বন করেই বৃহত্তর ময়মনসিংহের কবি আবদুর রহীম তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন তাঁর নিজস্ব পূর্ববঙ্গীয় সাধু ভাষায় এবং আবদুল গফুর সেই কাহিনীই পশ্চিমবঙ্গের সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করে নিজ নামে প্রচার করেছিলেন।

৪. (গ) খোদাবখশ, হালুমীর, আবদুর রহীম ও আবদুল গফুরের কাব্যগুলি রচনাকাল

খোদাবখশ, হালুমীর ও আবদুর রহীমের কাব্যে রচনাকাল নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আবদুল গফুরের রচনাকাল পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর রচনা আবদুর রহীমের কাব্যের পরবর্তীকালের বলেই ধারণা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে 'হলুমিরা' নামক জনৈক কবির ভণিতাযুক্ত 'একদিল শাহ' কাব্যের একটি পাণ্ডুলিপির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।[১] এটির লিপিকাল ১২০৩ (১৭৯৬-৯৭ খ্রিঃ) সাল। পুঁথিটি খণ্ডিত। এতে সর্বমোট ৪৯টি ভণিতা উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে মিরা হেলু সাহা'-র ১৫টি 'হেলু মিরা'-র ২২টি এবং 'মিরা হেলু দেওয়ান'-এর ১২টি ভণিতা আছে। এই কবি ও গাযীকাহিনীর রচয়িতা হালুমীর যদি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হন তবে হালুমীরের ভণিতাযুক্ত কাহিনীটি খোদা বখশের কাহিনীর আগে রচিত হয়েছিল এমন ধারণা করা যেতে পারে।

কিন্তু হেলুমিরা রচিত একদিল শাহ্ কাব্যের ৪৯টি ভণিতার মধ্যে আলোচ্য কাহিনীতে ব্যবহৃত 'মিরা ছৈয়দ হালু', 'মিরা ছৈয়দ হেলু', 'মিরা হেলু গাইন', 'ছৈয়দ হালু গাইন' ইত্যাদি ভণিতার কোনো একটিকেও পাওয়া যায়নি। বড়ই তাজ্জবের ব্যাপার যে, মাত্র ২৭ বছরের ব্যবধানে একই ঘোড়াঘাট অঞ্চলে লিপিবদ্ধ 'হলুমিরা' ও 'হালুমীরা'-র ভণিতাযুক্ত দুটি পাণ্ডুলিপিতে কবির পরিচয় ভিন্নভাবে পাওয়া যাচ্ছে। এতে প্রবল সন্দেহ হয় যে, একদিল শাহ্ কাব্যের কবি হেলুমিরা ও গাযীকাহিনীর হালুমীর এক ও অভিন্ন ব্যক্তি কিনা।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, আশেক মহাম্মদের ভণিতাযুক্ত 'একদিলশাহ্' নামক একটি মুদ্রিত কাব্য পাওয়া গেছে।[২] পুঁথিটি খণ্ডিত হলেও হেলুমীর কর্তৃক রচিত কাহিনীর সঙ্গে এ কাহিনীর ভাষা ও কাহিনীগত অসাধারণ মিল দেখা যায়। এ কাব্যের শুধু একটি ছাড়া বাকি সব ভণিতাই কবি আশেক মহাম্মদের নামে। সেই একটি ভণিতাতে হেলুমীরের নাম আছে। যথা,

রচে আশেক মহাম্মদ একদিলের পায়। ওরফেতে হেলুমিয়া জানিবে সবায় ॥[৩]

এই আশক মহাম্মদের নিবাস হরিপুর গ্রামে ছিল (হরিপুর গ্রাম বিচে বসত যাহার[৪]) বলে জানা যায়। ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাসের মতে এ স্থান ২৪ পরগনা জেলায়। ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকীর মতে রংপুর জেলার শিতলগাড়ি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন আশক মহাম্মদ। কবি মুফাখ্‌খারুল ইসলাম সাহেবের মতে কবি আশেক মহাম্মদ রংপুর জেলার লোক।

কবি হেলুমিরা রচিত একদিল শাহ্‌র পুঁথিপাঠে ধারণা হয় যে, ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের আগে অথবা এদেশে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার আগে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। কারণ, সমগ্র গ্রন্থে একটি ইংরেজি বা অন্য কোন ইউরোপীয় ভাষার শব্দও পাওয়া যায়নি। গ্রন্থের ভাষা দেখে মনে হয় যে,

---

১. এই পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে বন্ধুবর সুকবি মুফাখ্‌খারউল ইসলামের সৌজন্যে। লিপিকর 'সেএক রাজে মাহম্মদ পেছরে আফাজ বনীজ সাং মহলমারি পরগনে বাতাসন সরকার ঘোড়াঘাট।' লিপিকাল '১২০৩ সাল তারিখ ৫ জ্যৈষ্ঠ বাং সাহেবগঞ্জ চৌ [কী] শ্রীগঙ্গানারায়ণ মজুমদার সরদার বালাবষ্য।'

২. ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস : বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, ৫০-৬৫ পৃ.।

৩. প্রাগুক্ত, ৭৫ পৃ.।

৪. প্রাগুক্ত, ৭৪ পৃ.।

এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে অথবা দ্বিতীয় পাদের প্রথমদিকে রচিত হয়েছিল। আর গায়েন কবি হালুমীরের গাযীকাহিনী যে কোম্পানীর আমলে খুব সম্ভব উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল, কাব্যের ভাষাই তা প্রমাণ করে।

যতদূর মনে হয় একদিল শাহ্ কাব্যের রচয়িতা 'হেলুমিরা' 'মিরা হেলু সাহা' বা 'মিরা হেলু দেওয়ান' এবং আলোচ্য গাযীকাহিনীর রচয়িতা 'মিরা হালু গাইন', 'মিরা ছৈয়দ হালু' বা 'মিরা ছৈদ হেলু' সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। একদিল শাহ্ কাব্যের রচিয়তা ছিলেন খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের একজন প্রতিভাশালী কবি। তাঁর প্রায় একশ বছর পরে আলোচ্য গাযীকাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত গায়েন-কবি হালুমীরের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি ছিলেন প্রতিভাশালী কবি খোদাবখশের সামান্য কিছুকাল পরের লোক। গায়েন হিসেবে তিনি যে অধিক পরিচিত ছিলেন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর পুঁথিতে উল্লিখিত ১৫টি ভণিতা থেকেই। তাঁর কিছু কবিত্বশক্তিও ছিল বলে মনে হয়। কুম্ভিলকত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে নিজের কিছু রচনা যোগ করে খোদাবখশের বিরাট কাহিনীটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে নিজ নামে তিনি চালিয়ে দিয়েছিলেন।

৪. (ঘ) পীর সাহিত্য ও গাযী সাহিত্য—পার্থক্য ও সাদৃশ্য এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য

বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠার পরে বৈদিক দেবদেবীর সঙ্গে অনেক অবৈদিক (পৌরাণিক ও লৌকিক) দেবদেবীকেও পূজার নৈবেদ্যের ভাগীদার রূপে দেখা যায়। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ একরকম বিনা আয়াসে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও অনেকের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি আদায় বেশ কষ্টসাধ্য ছিল বলে দেখা যায়। তবে পূজা-পাগল এসব দেবদেবী ছলে বলে কৌশলে যে উপায়েই হোক না কেন, মানুষের পূজা আদায় করে নিয়েছেনই। হিন্দু মঙ্গলকাব্যগুলিতে মোটামুটি পূজা-পাগল এই দেবদেবীর কাহিনীই তুলে ধরা হয়েছে।

এর পাশাপাশি মধ্যযুগের মুসলিম সমাজের সাহিত্য কর্মেও প্রায় অনুরূপ একটা চিত্র পাওয়া যায় মানুষের ভক্তি বা শিরনি-পাগল একদল কাল্পনিক পীর-দরবেশকে নিয়ে রচিত কাহিনীগুলির মধ্যে। ষোড়শ থেকে উনবিংশ এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত সময়ে রচিত এ ধরনের সাহিত্যকে পীরসাহিত্য, গাযী সাহিত্য ইত্যাদি নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

এই দুই সাহিত্যের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দেখা গেলেও পার্থক্য আছে যথেষ্ট এবং এ দুটি সাহিত্যের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এক ছিল তাও বলা চলে না। মূলতঃ ইসলামও হিন্দু ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টায় পীর সাহিত্যের সৃষ্টি আর ইসলামের প্রাধান্যকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে গাযী সাহিত্যের সৃষ্টি।

সত্যপীর

সত্যপীর পার্থিব কল্যাণের পীর-দেবতা এবং ভক্তের মঙ্গল সাধনই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। সেই কল্যাণ সাধনে তিনি নানাবিধ ছলনার আশ্রয় নেন সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ শিরনি পেলেই তিনি ভক্তের জানা-অজানা সকল অপরাধ ভুলে গিয়ে অজস্র করুণাধারা ঢেলে দিয়ে তার জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধিময় করে তুলেন। তাঁর এই কল্যাণের হস্ত যেন প্রসারিত হয়েই আছে।

এই আশুতোষ পীর-দেবতার বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানের কোনো ভেদাভেদ নেই, কোনো ভক্তের স্বধর্ম বিসর্জন দিয়ে পীরের ভক্ত হওয়ার আবশ্যকতা নেই। তাই কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ বিষ্ণু শর্মা শিরনি দিয়েছেন 'মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম' দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয়কারী পীরের এই রূপটি দেখে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিসর্জন দিয়ে নয়। নিঃসন্তান সদানন্দ বণিক সন্তান ও ঐশ্বর্য লাভ করেছেন পীরের পূজা বা শিরনি দিয়ে, বিনিময়ে তাঁকে নিজধর্ম বিসর্জন দিতে হয়নি। মদন ও কামদেব কাহিনীর জয়ধর বণিক তৃতীয় পুত্র সুন্দরকে লাভ করেছিলেন পীরের পূজা বা শিরনি দিয়ে

এবং সুন্দর সকল বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন পীরের মহিমায় কিন্তু সে কারণে কাউকে নিজধর্ম পরিত্যাগ করতে হয়নি। লালমোন কেচ্ছার নায়িকা লালমোন ও তাঁর স্বামী বাদশাহ্ হোসেন পীরের কৃপায় সকল বিপদমুক্ত হয়েছিলেন পীরের ভক্ত হিসাবেই, তাঁরা মুসলিম সে পরিচয়ে নয়।

'বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী' কাহিনীর মালঞ্চা পালাতে পীর মুসলিম বিদ্বেষী রাজা মৈদলকে অনেক নির্যাতন করে শিরনি দিতে বাধ্য করেছেন এবং অবিশ্বাসী রাজাকে 'এ চার কলেমা কুল কর্ণে শুনাইল। নিজনাম গুপ্তকথা কানে কানে কইল ॥' সত্য কিন্তু তাঁকে ধর্মান্তরিত করেননি। রাজা পীরের পূজা দিতে চাইলেন। তখন—

"সত্যপীর বলে তবে শুন নৃপমণি। অন্যের লহিব পূজা তোর নিব শিরনী ॥
তুমি যদি শিরনি না কর নরেশ্বর। হিন্দু লোকে না মানিবে পীর পএগাম্বর ॥"

রাজা পীরের পরিচয় চাইলে তিনি বললেন, 'আমাকে ভাবিছ মনে ফকির জৈবন। জৈবন ফকির নহি আমি সত্যনারায়ণ ॥' তারপরে পীর—

"আচম্বিতে বেশ ধরে নম নারায়ণ। জ্যোতি নির্ম্মাইল আপে নিরাঞ্জন ॥
* * * * * *
দক্ষিণের দুই কর গদা খড়্গ সকল। বাম করে শোভে যেন শঙ্খ কমল ॥
বামেতে চূড়া অলঙ্কার ললাটে। স্থাপন করিয়া বৈসে গরুড়ের পৃষ্ঠে ॥"

এই সত্যপীর বা সত্যনারায়ণকে 'হেন্দু এ করে পূজা মুসলমানে শিরনি'। ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা সত্যপীরকে নিয়ে রচিত প্রত্যেকটি কাহিনীতেই আছে।

মানিক পীর

লৌকিক পীর দেবতা মানিকপীরের কাহিনীতে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে সমন্বরেয় সাধনের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা নেই এবং কোনো ধর্মমতের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো পক্ষপাতিত্বও দেখা যায় না। মূলতঃ একজন মুসলিম হিসাবে তাঁকে দেখা গেলেও তিনি ইসলাম প্রচারক নন। তিনি মানুষের কল্যাণের পীর-দেবতা এবং ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ ভক্তের কাছ থেকে শিরনি আদায়ের ব্যাপারে তিনি বড়ই উদগ্রীব। তবে সত্যপীরের মতো দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসাবে তিনি শিরনি চাননি, তিনি তা চেয়েছেন মানুষের কল্যাণকামী একজন পীর-দেবতা হিসাবেই।

দুখিয়া বাগদীর কাহিনীতে দেখা যায় যে, আল্লাহ্র আরশ্ থেকে তাঁর সহচর হরজ আলীসহ মানিক পীরকে পাঠানো হয়েছিল রোগ-ব্যাধিকে বাগে রাখার উদ্দেশ্যে এবং তা সাধন করতে দুনিয়াতে এলে বাগদীর ছেলে দুখে তাঁর সোনার খড়ম চুরি করে নিয়ে যায়। সেই খড়ম জোড়া উদ্ধারের অজুহাতে তিনি দুখেকে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে এবং তাকে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করে দিয়েছেন। প্রতিদানে তিনি তাঁর খড়ম ফিরে না পেলেও তিনি দুখের ভক্তিশ্রদ্ধা আদায়ে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু দুখের ধর্মমত কী, সে হিন্দু কি মুসলিম, সেদিকে পীর ভ্রূক্ষেপও করেননি।

মানিকপীরের আর একটা বড় পরিচয় হচ্ছে গো-সম্পদের পীর-দেবতা হিসাবে। এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই তিনি পূজনীয়, বরং মুসলিম অপেক্ষা হিন্দু কৃষককুলই এ ব্যাপারে মানিকপীরের বেশি ভক্ত ছিল বলে দেখা যায়।

সত্যপীরের মতো প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তিনি ইসলাম ও হিন্দু এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কিছুটা ধর্মীয় সমন্বয় সাধনে ব্রতী ছিলেন।

একদিল শাহ্

ইসলাম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় সৃষ্ট হয়েছিল সত্যপীর এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রত্যক্ষ সমন্বয়ের প্রশ্ন না তুলেও এই দুই সম্প্রদায়ের কাছাকাছি আসার প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছিল মানিকপীর। এ ব্যাপারে একদিল শাহ্র সঙ্গে এই দুই পীরের পার্থক্য যথেষ্ট।

একদিল শাহ্ মূলতঃ একজন ইসলাম প্রচারক কিন্তু প্রচার ক্ষেত্র অমুসলমানের মধ্যে নয়, মুসলমানের মধ্যে। সত্যপীর-মানিকপীরের মতো তিনিও স্বীকৃতি-শিরনি আদায়ে বড়ই উদগ্রীব হলেও সে শিরনি তিনি হিন্দুর কাছ থেকে আদায় করেনি নি, করেছেন মুসলমানের কাছ থেকেই। প্রথমে তিনি শিরনি আদায় করেছেন তাঁর পালক পিতা ছুটী খাঁ ও তাঁর স্ত্রী সম্পত্তির কাছ থেকে। তারপর পীরের প্রতি বিরূপ ছুটীর ভ্রাতা বড়খাঁকে অনেক নির্যাতনের পর পীরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাতে বাধ্য করেছেন অনেক কেরামতির মাধ্যমে। হিন্দু মন্দির (মহেন্দ্র?) রাজা বা তাঁর হিন্দু মহাপাত্রের প্রতি পীরের কোন বিদ্বেষ নেই, নেই তাঁদের কাছ থেকে শিরনি আদায়ের সামান্যতম প্রচেষ্টা।

অবশ্য হরিণীর পালাতে একদিল শাহ্ ব্রাহ্মণ নসীরাম রাজাকে এবং শেষ পালাতে ব্রাহ্মণ নিমাই রাজা ও তাঁর স্ত্রী লীলাবতীকে কেরামতির মাধ্যমে মুসলিম বানিয়ে ছেড়েছেন। গাযীকাহিনীর সঙ্গে এ দুটির কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এ দুটি উপাখ্যান সমগ্র কাহিনীতে বেশ গৌণ।

মোবারক গাযী

মোবারক গাযী মূলতঃ একজন মুসলিম পীর হলেও তিনি উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই পীর-দেবতা স্থানীয় একটি সত্তা। তিনি অশ্বারোহণে বনে বনে ঘুরে অরণ্যের হিংস্র জন্তুদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করতেন জঙ্গলের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কল্যাণার্থে। বিপন্ন ব্যক্তিমাত্রই তাঁর দয়ার পাত্র। সেখানে হিন্দু-মুসলমানের কোনো প্রশ্ন নেই। তাই অত্যাচারী মুসলিম সুবাদারের হাত থেকে তিনি বিপন্ন হিন্দু জমিদারকে কেরামতির মাধ্যমে শুরু রক্ষাই করেননি, তাঁর মান-ইজ্জতও শতগুণে বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। সেজন্য সেই জমিদারকে তাঁর ধর্মমত পরিত্যাগ করতে হয়নি।

গাযীকাহিনী

ইসলাম ও হিন্দু এই দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টায় সত্যপীর কাহিনীগুলি রচিত আর এ ধরনের কোনো ধর্মীয় সমন্বয়ের চেষ্টা ছাড়াও দুই সম্প্রদায়ের মানুষের কাছাকাছি আসার চিত্রটাকে তুলে ধরা হয়েছে অন্যান্য পীর কাহিনীতে। কিন্তু গাযীকাহিনীতে এর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় সমন্বয়ের ব্যাপারে অতি ক্ষীণ প্রচেষ্টা থাকলেও গাযীকাহিনীর নায়ক বড়খাঁ গাযী সত্যপীর, মানিকপীর, একদিল শাহ্ প্রমুখের ন্যায় মত ও পথের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় বা উদার নন। তিনি স্বতন্ত্র মত ও পথের অনুসারী এবং তা হচ্ছে ইসলাম। সেই ধর্মমত প্রচার ও প্রচলনে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শান্তির পথে কোনো বিধর্মী তাঁর ধর্মমতকে গ্রহণ করেন তবে ভাল কথা। সবাইকে কলেমা পড়িয়ে মুসলিম বানিয়ে, তাদের দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করিয়ে তাদেরকে প্রকৃত মুসলমানে পরিণত করে তিনি প্রসন্ন।

কিন্তু কেউ যদি তাঁর ধর্ম প্রচারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে অথবা তাঁর ধর্মমতকে ঘৃণা বা অবজ্ঞার চোখে দেখে তবে তিনি কেরামতির মাধ্যমে সীমাহীন বিপর্যয় সৃষ্টি করে প্রতিপক্ষকে কঠিন অবস্থায় ফেলে তাদেরকে সদলবলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে বাধ্য করবেন। তাই মুসলিম-বিদ্বেষী শ্রীরাম রাজার রাজ্যে দৈববলে অগ্নিসংযোগ ও রানীকে সাময়িকভাবে হরণ ইত্যাদি ক্রিয়ার মাধ্যমে গাযীপীর শ্রীরাম রাজা ও তাঁর সমুদয় নগরবাসীকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিয়ে এবং গঙ্গাদেবীর দর্শনার্থে আরাধনারত ও ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী হিন্দু সন্ন্যাসীদেরকে কেরামতির মাধ্যমে গঙ্গদেবীকে দর্শন করিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। একই উপায়ে নরবলি দানকারী ডিমসরা রাজাকে তিনি ধর্মান্তরিত করেছেন।

কেরামতিই তাঁর একমাত্র অবলম্বন নয়, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে তিনি যুদ্ধও করেছেন। মূলতঃ একজন সক্রিয় ধর্মপ্রচারক ও ধর্মযোদ্ধা রূপেই তাঁর আত্মপ্রকাশ। শ্রীরামরাজা, মটুকরাজা, দক্ষিণরায় প্রভৃতিদের মতো তিনি পরধর্মবিদ্বষী না হলেও নিজ ধর্মমতে পাহাড়ের মতো অবিচল থেকে ইসলাম-বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে লিপ্ত এবং তাঁদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে বদ্ধপরিকর। তাই মটুক রাজা, দক্ষিণরায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তিনি তাঁদের পরাজিত ও ধর্মান্তরিত করে তবে ছেড়েছেন।

এই পীর ও গাযী দুই কাহিনীর মধ্যে আর একটা বড় পার্থক্য দেখা যাচ্ছে কাহিনীগুলির নায়কদের চরিত্র রূপায়ণে। সত্য পীর, মানিক পীর, একদিল শাহ্, মোবারক গাযী প্রভৃতি নায়কগণ মূলতঃ কাল্পনিক পীব-দেবতা, তাঁরা রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ নন। কোনো কোনো সত্যপীর কাহিনীতে পীরকে একজন কুমারী কন্যার কানীন পুত্র রূপে দেখানো হলেও তাঁকে ঠিক রক্তমাংসের মানুষ বলে ধরা যায় না। তিনি দেবতা স্থানীয় একজনই রয়ে গেছেন। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে গাযীপীর সম্পূর্ণ মানবিক সত্তার অধিকারী। পুরাপুরি ঐতিহাসিক সত্তাবিশিষ্ট কোনো একক মানুষের চরিত্রের অভিব্যক্তি গাযীপীরের মধ্যে নেই সত্য, বহু ধর্মপ্রচারক পীর-দরবেশ ও ধর্মযোদ্ধার চরিত্রের অংশবিশেষ নিয়ে কল্পনাব তুলি দিয়ে যে এই 'টাইপ' চরিত্রটিকে রূপায়ণ করা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই এবং তাতে কোনো একক ব্যক্তি মানুষের পরিচয় নেই, তাও সত্য। কিন্তু এত সবের পরেও গাযীপীর রক্তমাংসে গড়া একজন মানুষ এবং পীর কাহিনীর নায়কদের মতো কোনো কাল্পনিক পীর-দেবতা স্থানীয় ব্যক্তি নন।

এই দুই কাহিনীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় কাহিনীর নায়কদের মধ্যে নারী-পুরুষের প্রেম ঘটিত সম্পর্কের ব্যাপারে। একমাত্র মসন্দালী পীরের কাহিনী ছাড়া আর কোনো পীর কাহিনীর নায়কদের সঙ্গে নাবী প্রেম ঘটিত কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো কোনো পীর কাহিনীতে নারী-পুরুষের প্রেমঘটিত উপাখ্যান আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আরিফ রচিত লালমোনের কেচ্ছাতে বাদশাহ হোসেন ও লালমোনের প্রেমের কাহিনীতে প্রচুর রোমাণ্টিক উপাদন আছে। গরীবুল্লাহ-ওয়াজেদ আলী রচিত মদন-কামদেব পালাতে বৈধ-অবৈধ অনেক প্রেমোপাখ্যান আছে। সত্যপীর কাহিনীর আরও অনেক কাহিনীতে নারী-পুরুষের প্রেমঘটিত আরও অনেক উপাখ্যান দেখা যায়। কিন্তু এসব কাহিনীর পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে প্রেমঘটিত ব্যাপার থাকলেও কাহিনীর নায়ক সত্যপীরের সঙ্গে কোনো নারীর প্রেমঘটিত কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি সম্পূর্ণরূপে নারীসংসর্গ বর্জিত। একই দৃষ্টান্ত দেখা যায় মানিক পীর, একদিল শাহ্ প্রভৃতি পীর কাহিনীতেও। এক কথায় পীর সাহিত্যের কোনো নায়কের সঙ্গে কোনো নারীর প্রেমের সম্পর্ক নেই।

এদিক থেকে বিচার করতে গেলে গাযীকাহিনীকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বলা যায়। গাযীকাহিনী মূলতঃ একজন মুসলিম ধর্মপ্রচারক ও ধর্মযোদ্ধার উপাখ্যান হলেও এতে নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য পাত্র-পাত্রীর মধ্যে প্রেমঘটিত ব্যাপার এত প্রবলভাবে বিদ্যমান যে, গাযীকাহিনীকে রোমাণ্টিক উপাখ্যান বলে আখ্যায়িত করলেও মোটেই অত্যুক্তি হবে না। কাহিনীর নায়ক বড়খাঁ গাযী রাজ সিংহাসন ত্যাগ করে গলায় 'খেলকা' পরে আল্লাহ্‌র ফকির হয়ে গেলেন এবং বহু বছর ধরে বনে-জঙ্গলে দিন কাটালেন সেই সাধনায়। কিন্তু চম্পাবতী নামক এক সুন্দরী কন্যার সাক্ষাৎ লাভ করে তাঁর প্রেমে উতলা হয়ে দুনিয়ার অনর্থ ঘটিয়ে তাঁকে স্ত্রীরূপে লাভ করলেন। মটুক রাজার বিরুদ্ধে গাযীর যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য বিধর্মী মটুক রাজাকে সদলবলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা নয়, তাঁর সুন্দরী কন্যা চম্পাবতীকে স্ত্রীরূপে লাভ করা।

গাযীপীরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও কাহিনীর আর এক প্রধান চরিত্র জুলহাউস বা জুলহাস শিকারে গিয়ে পাতালের জঙ্গরাজার সুন্দরী কন্যা পাঁচতোলার নাম শুনে এবং তাঁকে স্বচক্ষে না দেখেই তাঁর প্রেমে হাবু-ডুবু খেতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে তাঁকে স্ত্রীরূপে লাভ করেন এবং বিশ্বসংসার ভুলে গিয়ে তাঁর সঙ্গেই পাতালে বসবাস করতে থাকেন। কালুর প্রেমের কথাও কোনো কোনো গাযীকাহিনীতে দেখা যায়।

গাযীকাহিনীর শেষ পর্বে দেখা যায় যে, কাহিনীর তিন নায়ক গাযী, কালু ও জুলহাউস তিন নায়িকা চম্পাবতী, ভানুমতি ও পাঁচতোলাকে স্ত্রীরূপে পেয়ে বৈরাট নগরে ফিরে এসেছেন পিতামাতার কাছে।

উপরের আলোচনা থেকে অতি সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, রোমান্টিক উপাদানে পরিপূর্ণ গাযীকাহিনী পীর কাহিনী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মীয় উপাখ্যান। এখানে ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাহিনী আছে সন্দেহ নেই কিন্তু সেই ধর্ম প্রচারের কাহিনীকে ছাপিয়ে যে ভাবটা প্রাধান্য লাভ করেছে, তা হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যে প্রেমঘটিত উপাখ্যান এবং তা-ই গাযীকাহিনীর বৈশিষ্ট্য।

পীরসাহিত্য ও গাযী সাহিত্যের মধ্যে সাদৃশ্য

পীরসাহিত্য যে মূলতঃ ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচেষ্টায় রচিত আর গাযী সাহিত্যে যে এই দুই ধর্মের মধ্যে একটা ন্যাক্কারজনক বিরোধের ভাব বিদ্যমান, তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। গাযীকাহিনীতে বর্ণিত এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত প্রবল অর্থাৎ মুসলিম শাসক শ্রেণী কর্তৃক দুর্বল অর্থাৎ হিন্দু শাসিতশ্রেণীকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও ধর্মান্তরিতকরণের মধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পীরসাহিত্যে যে ধর্মীয় সমন্বয়ের প্রচেষ্টা আছে গাযী সাহিত্যের মধ্যেও তার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় এবং সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে দুই সাহিত্যের মধ্যে সামান্য কিছু সাদৃশ্য আছে।

মুসলিম সেকান্দর বাদশাহর পুত্র গাযীপীর একজন কামেল দরবেশ এবং ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে সেই বাণী প্রচার করাই তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আল্লাহ্ তাঁকে বিশেষভাবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন বলেও কাহিনীতে আছে। এহেন মুসলিম দরবেশের সঙ্গে কোনো হিন্দু দেবদেবীর কোনো সম্পর্ক থাকা কল্পনারও বাইরে। অথচ কাহিনীর সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে, গঙ্গা-দুর্গা প্রভৃতি দেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবিশ্বাস্যরূপে ঘনিষ্ঠ। গঙ্গা ও দুর্গা তাঁর মাসী হন তাঁর মাতা পাতালের বলিরাজার কন্যা ওসমা বিবির আপন ভগ্নী হিসাবে (হিন্দুশাস্ত্রে গঙ্গা দুর্গা বলিরাজার কন্যা নন, গাযীপীরের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যেই খুব সম্ভব মুসলিম কবিরা এ কাহিনী উদ্ভাবন করেছেন)।

শুধু মাসী-বোনপোর আত্মীয়তাতেই এর শেষ নয়, গঙ্গা-দুর্গা (চণ্ডী) গাযীপীরের মস্ত বড় শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাহায্যকারিও বটেন। সেকান্দর বাদশাহ্র সীমাহীন ধন রক্ষিত আছে গঙ্গাদেবীর কাছে। আর সেই ধনের কিছু অংশ তাঁর কাছ থেকে এনে গাযীপীর দরিদ্র কাঠুরিয়াদের দিয়েছিলেন। গাযীর বিরহে কাতর হয়ে চম্পাবতী চণ্ডীকে (দুর্গা) আহ্বান করলে তিনি এসে চম্পাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন,

"গাযী মোর ভক্ত ফকিরিতে শক্ত
করিবেন তোমাকে বিয়া ॥
যেমত জানি আমি কার্তিক গণাই।
এহি বরাবর গাযী কালু মোর
ছাড়া এক ঘড়ি নাই ॥"—২৬ পালা।

দীর্ঘদিন গাযীর অদর্শনে কাতর হয়ে চম্পা কালিকার (দুর্গা) পূজা করলে দেবী এসে চম্পাকে বললেন,

"তারিণী বলেন বাছা ভএ নাহি তোরে। আনিয়াছি তোমার পতি গঙ্গার উপারে ॥
চণ্ডী বলে শুনি হাস্য করে যেবা নরে। অবশ্য মরিবে সেহি গাযীর সমরে ॥
*   *   *   *   *   *
ছোট নহে বড়খাঁ গাযী আল্লার ফকির। মেদিনী মণ্ডলে হৈল যাহার যাহির ॥"
—২৮ পালা

গাযীর ব্যাঘ্রবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে দক্ষিণরায় গঙ্গাদেবীর কাছে কুমীরসেনা চাইলে দেবী তাঁকে তিরস্কার করে বললেন,

"আমি আর দূর্গা তার সহায় আছি। কী করিতে পারে উহার করি দাগাবাজি ॥
পুত্রেক চাহিয়া বাছা গাযিকে লাগে দয়া। আমরা আনন্দে আছি গাযিক দিতে বিয়া ॥
*   *   *   *   *   *
আমি আর দূর্গা দিব বিভার অলঙ্কার। রাজাকে বুঝাও জায়া বিভার প্রচার ॥"
—৩৪ পালা।

গাযীর বিরুদ্ধে দুর্গাদেবী দক্ষিণ রায়কে ভূত-প্রেত সাহায্য করলে অভিমানে গাযী বললেন,

"দুর্গা মাসীর কর্ম পরী দেখ কতুহলে। হেটে গাছ কাটে উপরে পানি ঢালে॥"
—৩৩ পালা।

গাযী-চম্পার বিবাহ ঠিক হলে গাযীপীর গঙ্গাদেবীর কাছ থেকে ধন ও অলঙ্কার আনতে গেলেন এবং

"গঙ্গামাসী বলি গাযী লাগিল ডাকিবারে। সেহিদিন ছিল দুর্গা গঙ্গার মন্দিরে ॥
ডাক শুনি গঙ্গা দুর্গা জানিল অন্তরে। আইল গাযী বিভার অলঙ্কার লইবারে ॥
সাত লক্ষ টাকা লইল দূতের মাথে দিয়া। দুই সতীনের অলঙ্কার লইল খুলিয়া ॥"
—৩৭ পালা।

গাযী পীরের আহ্বানে গঙ্গাদেবী আরও অনেক বার সাড়া দিয়েছেন এবং একজন আল্লাহ্ ভক্ত মুসলিম ফকির হয়েও গাযীপীর বিপদে-আপদে সব সময়ই তাঁকে স্মরণ করেছেন। মটুক রাজা কর্তৃক বন্দি কালুপীরের কারা-যন্ত্রণা লাঘবের জন্য গাযী চণ্ডীর প্রসাদেরই সাহায্য নেন এবং তার ব্যাঘ্রবাহিনীর মধ্যে সেই প্রসাদই বিতরণ করে তিনি তাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করেন।

ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে পীরসাহিত্যের গোরাচাঁদ কাহিনীর সঙ্গে গাযীকাহিনীর কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। গাযীপীরের মতো গোরাচাঁদ একজন আপসহীন ইসলাম প্রচারক ও ধর্মযোদ্ধা। গাযীর মতো তিনিও কেরামতি প্রদর্শনের মাধমে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন কিন্তু তাতে না কুলালে তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য জেহাদ অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি জেহাদেই শহীদ হন। তিনি একাধারে গাযী ও শহীদ।

মোবারক গাযীর সঙ্গে বড় খাঁ গাযীর সাদৃশ্য দেখা যায় ব্যাঘ্রকুলের অধিনায়ক হিসাবে। বাঘের দল উভয় পীরেরই একান্ত অনুগত সেবক।

পীর মছন্দালীও ব্যাঘ্রকুলের অধিনায়ক। সেদিক থেকে গাযী পীরের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আবার পীর মছন্দালী এক অমুসলমানের সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। সেদিক থেকেও গাযীপীরের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে। একজন আপসহীন ধর্মযোদ্ধা হিসাবে সূফী খানের সঙ্গেও গাযীপীরের ধর্মযোদ্ধার রূপটার কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

পীর সাহিত্য ও গাযী সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

পীর সাহিত্য

পাশাপাশি বসবাসকারী এ দেশের হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় রচিত হয়েছিল পীরসাহিত্য। প্রবল শাসকদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল শাসিতদের আনুগত্য প্রকাশের কিছুটা নিদর্শন এতে থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশি কার্যকরী ছিল খুব সম্ভব আর একটা প্রভাব। বহু শতাব্দী ধরে পাশাপাশি অবস্থানরত এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে কৃষ্টিগত ব্যাপারে তারা অনেকটা কাছাকাছি এসেছিলেন বলে ধারণা করা যায়। পীরসাহিত্যে এই রূপটাই তুলে ধরা হয়েছে।

নানা কারণে মুসলিম পীর-দরবেশদের প্রতি হিন্দু-সমাজের অনেকেই একদম গোড়া থেকেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে দেখা যায়। সেই ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও বহুকাল ধরে সহাবস্থানের ফলে ইসলামের প্রতি হিন্দুদের মনোভাবেরও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয়। সেই পরিবর্তনের ফলে অনেক হিন্দু সরাসরি ইসলাম গ্রহণ না করে, কবীর, দাদু, নানক প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকদের প্রবর্তিত ধর্মের মতো সত্যপীর-সত্যানারায়ণের মতো উভয় ধর্মের মধ্যে সমন্বয়কারী একজন পীর-দেবতার মাধ্যমে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণার প্রবর্তন করেন। সত্যপীর কাহিনী রচয়িতাদের মধ্যে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা অনেক বেশি থাকার একটি প্রধান কারণ বোধ হয় এটিই।

দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাই ছিল সত্যপীর কাহিনীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এত প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য পীর কাহিনীরও।

গাযীকাহিনী

গাযী সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এদেশে ইসলাম প্রচারের এক অভিনব ধরনের কাহিনী এতে দেখা যায়। শান্তির পথে অর্থাৎ বিনা প্রতিবাদে যদি কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন তবে ভাল কথা। আর তা না করে যদি কেউ ইসলামের বিরোধিতা করেন অথবা সেই ধর্মকে অবজ্ঞা করেন তবে কেরামতি থেকে শুরু করে যুদ্ধ পর্যন্ত সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সেই অবিশ্বাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতেই হবে। গাযীকাহিনীতে অমুসলিমকে জোর করে মুসলিম করার সেই বিকৃত ও অলীক কাহিনীই তুলে ধরা হয়েছে।

প্রামাণ্য ইতিহাসের সঙ্গে এ ধরনের কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই। এদেশে প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর ধরে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসে এ ধরনের বলপ্রয়োগ করে ধর্মান্তরিতকরণের বিশেষ কোনো দৃষ্টান্ত সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে বিশেষ এক মানসিকতা বিশেষ এক শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এবং এরই বিশেষ অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে ধর্মান্তরিতকরণের এই বিকৃত বর্ণনায়। ধর্ম হিসাবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেই সঙ্গে এদেশে মুসলমানের বিশেষ আধিপত্য প্রমাণের বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে রচিত হয়েছিল গাযীকাহিনী এবং এই গাযী কাহিনী ছিল বাস্তবের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কহীন ও সম্পূর্ণরূপ কল্পনাপ্রসূত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ক. গাযীকাহিনীর সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ

জন জীবনে গাযীকাহিনীর প্রভাব

এক সময় ছিল যখন গ্রাম-বাঙলায় গাযী-কালুর নাম শুনেনি, এমন লোক ছিল বিরল। রাম-লক্ষ্মণের মতো গাযী-কালুর নাম ছিল সকল লোকের মুখে মুখে। গাযীর নামের সঙ্গে সংযুক্ত কত স্থান যে এদেশে ছিল এবং এখনও আছে, তার ইয়ত্তা নেই। গাযীপুর, গাযীর হাট, গাযীর ঘাট প্রভৃতি নামকরণের যেন অবধি নেই। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় গাযীর নামের সঙ্গে সংযুক্ত এ ধরনের অসংখ্য স্থান আছে।

বাঙ্লার গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় যে, কেউ যদি শারীরিক বলপ্রয়োগ সংক্রান্ত কোনো কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন তখন তার শুভানুধ্যায়ীরা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে থাকেন, গাযী গাযী বলে কাজে লেগে যাও, সাফল্য এসে যাবে! আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় লোকটি মনস্থির করে নিজেই বলে উঠে, গাযী গাযী বলে লেগে যাই, তারপর দেখা যাক কী হয়।

আগেকার দিনে গ্রাম-বাঙ্লায় বিশেষ করে দক্ষিণ বাঙ্লায় গাযীপীরের বিশেষ প্রভাব ছিল নৌকার দাঁড়ী-মাঝিদের উপর। তারা নৌকা ছেড়ে বিদেশে (অর্থাৎ নিজ এলাকে ছেড়ে অন্যত্র) নদী বা সাগর পথে যাওয়ার সময় সবাই সুর করে গাইতেন,

আমরা আছি পোলাপান
গাযী আছে নিঘাবান
শিরে গঙ্গা দরিয়া
পাঁচপীর বদর বদর!

গাযীপীর এবং সেই সঙ্গে পাঁচপীর ও বদরপীরের উপর ছিল তাদের সীমাহীন ভরসা। বিদেশ-বিভূঁয়ে অসীম দরিয়ার বুকে বিপদে-আপদে তাঁরা তাদের রক্ষা করবেন এই থাকত তাদের এ গান বা মন্ত্র পড়ার উদ্দেশ্য। 'গঙ্গা দরিয়া' অর্থাৎ গঙ্গানদী। সাধারণ অর্থে নদীর উপর দিয়ে তাদেরকে যেতে হতো বলে তারা 'গঙ্গাদরিয়াকে' শিরে রেখে অর্থাৎ যথেষ্ট মান্য করে যাত্রাপথে অগ্রসর হতেন।

নদীবহুল বাঙ্লার গ্রামাঞ্চলে নৌযাত্রার প্রাক্কালে এ গান বা মন্ত্র উচ্চারণের প্রথা ছিল যাত্রাকালীন অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নৌকার গলুইকে পানি দিয়ে ধুয়ে দাঁড়ী-মাঝিরা সমবেত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সমস্বরে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাযী ও বদরপীরের নাম উচ্চারণ করেই সংক্ষেপে গাযী গাযী, বদর বদর বলে কাজ সারা করা হত।

উপরে যে পাঁচপীরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতেও গাযীপীরের প্রাধান্যই ছিল বেশি। 'ঢাকায় ইতিহাস' নামক গ্রন্থে যতীন্দ্রমোহন রায় পাঁচপীরের পরিচয় নির্দেশক একটি বহুল প্রচলিত ছড়া তুলে ধরেছেন। এটি নিম্নরূপ :[১]

"পোড়া রাজা গয়েস্দি তার বেটা সমস্দি
তা'র পুত্র সাই সেকেন্দর।
তার বেটা বরখান্ গাযী খোদাবন্দ মুলুকের রাজী

১. ঢাকার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৪২৪ পৃ.। যতীন্দ্রমোহন রায়।

কলিযুগে যা'র অবসর,
বাদশাই ছিঁড়িল বঙ্গে কেবল ভাই কালু সঙ্গে
নিজ নামে হইল ফকির।"

এতে দেখা যাচ্ছে যে, গিয়াস-উদ্-দীন (গয়েসদি), তাঁর পুত্র শামস-উদ্-দীন (সমস্দি), তাঁর পুত্র সেকান্দর শাহ্ (সাই সেকেন্দর) এবং তাঁর পুত্রদ্বয় গাযী ও কালু এই পাঁচজনকে নিয়ে পাঁচপীরের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। গাযী, কালু ও তাঁদের পিতা তথাকথিত সেকান্দর বাদশাহ্, আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা সে সম্পর্কে পূর্বেই (তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রঃ) আলোচনা করা হয়েছে। তবে ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক যে কোনো সত্তার অধিকারীই তিনি হোন না কেন, গ্রাম-বাঙ্লার সাংস্কৃতিক জীবনে গাযী পীরের যে ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছিল তার পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক এবং প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। সেই ট্র্যাডিশনের রেশ গ্রাম-বাঙ্লায় আজও কমবেশি দেখা যায়।

বাঙ্লার বহুস্থানে গাযী পীরের দরগা আছে। এগুলির মধ্যে চব্বিশ-পরগনা জেলার (ভারত) খাড়ীগ্রামে গাযীপীরের আস্তানা বা দরগায় পীরের যে একটি দারুমূর্তি আছে, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (৩খ-পরিচ্ছেদ দ্রঃ)। বৃহত্তর যশোহর জেলার বারবাজারে পাশপাশি অবস্থানরত ৩টি প্রাচীন পাকা সমাধিকে গাযী, কালু ও চম্পাবতীর কবর বলে চিহ্নিত করা হয়। একই জেলার লাউজানিতে অবস্থিত (এখন নিশ্চিহ্ন) একটি অনুচ্চ মাটির ঢিবিকে যে গাযীপীরের আস্তানা বলে মান্য করা হতো, সে কথাও আগেই বলা হয়েছে (৩-খ পরিচ্ছেদ দ্রঃ)। বগুড়া জেলার কেল্লাকুশিতে গাযীপীরের আস্তানা আছে। এ সম্পর্কে পরে (এই প্রবন্ধে পরে গাযীপীরের বিবাহ দ্রঃ) আলোচনা আছে। শ্রীহট্ট জেলার বিশগাঁও বা গাযীপুরে গাযীপীরের দরগা চিহ্নিত করা হয়। চব্বিশ-পরগনা (ভারত) জেলার অসংখ্য স্থানে গাযীর 'নজরগাহ্' আছে বলে ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস উল্লেখ করেছেন।[১] উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গাযীপীরের দরগা আছে। সেই সঙ্গে কালুপীরের দরগার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় কালুপীরের বহু দরগা আছে। শুধু পুরাতন দরগা নয়, অনেক স্থানে নতুন নতুন দরগাও সৃষ্টি হয়ে থাকে। পীরের নামে গ্রামের লোকেরা এ সমস্ত দরগায় 'মানত' করেন এবং গাভীর বাচ্চা হবার পরে প্রথম দুধ পীরের মাযারে ঢালা হয়।

গাযীর পট

আগেকার দিনে পটুয়া বা বেদেরা পটের চিত্র দেখিয়ে সুর করে গাইতেন :[২]

"গাযীর বাপের নাম শাহ্ সেকান্দর। চৌদ্দ বছর লড়াই করে জঙ্গলার ভিতর ॥
* * * * * *
খালদৌড়া খানদৌড়া মুখে বড় লাল। সোওয়া সের মাংস হইলে তান্না ভরে গাল ॥
* * * * * *
বাঘের পিঠে দিয়া বাড়ি করে হায় হায় গোয়ালিয়ার কৈব্‌লা গাই বাঘে লইয়া যায় ॥
* * * * * *
চুল নাই বেটি চুলের লাগি কান্দে। কচুপাতা ঢিবা দিয়া ঠাল্লা ধোঁপা বান্দে ॥
* * * * * *
সাঁইয়েরে না দিয়া পিঠা ভাইয়েরে না দিয়া। চৌদ্দ কুড়ি পিঠা খাইল খেতা মুড়া দিয়া ॥
উম্মুর কইরা মারে কিল গুম্মুর হৈয়া উঠে। পাড়া-পড়্সি ডাকদা বলে পর্বের চিড়া কুটে ॥
* * * * * *
যমদুত কালদুত ডাইনের আর বায়। মাঝখানে বৈসা আছে যমরাজার মায় ॥
যমরাজার মায় গেল তামার ডেগ ধুইত। * * *

১. বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, ২২৭-৩০ পৃ.। ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস।
২. ছেলেবেলায় বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে এবং তারও আগে পটুয়াদের কাছে এ গান বা ছাড়গুলি আমার বহুবার শুনেছি। পটের চিত্র দেখিয়ে পটুয়ারা এসব গান গাইতেন। এতে আরও অনেক পদ ছিল। সেগুলি আমাদের মনে নেই। যে কটি পদ মনে ছিল সেগুলির কিছুটা সংশোধিত পাঠ এখানে তুলে ধরা হল। অনেক চেষ্টা করেও বাকি পদগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কারণ এসব গান এখন বিলুপ্ত।

প্রায় ১৫ থেকে ২০ ফুট দীর্ঘ একখণ্ড বাঁশের অগ্রভাগে ঝুলিয়ে এই পট দেখানো হতো। প্রায় একই দৈর্ঘ্য ও প্রায় ৩ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট একখণ্ড বস্ত্রে বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন ছবি আঁকা থাকত এবং বস্ত্রখণ্ডটিকে বাঁশের আগায় বেঁধে মানিচিত্রের মতো করে মুড়িয়ে ঝুলিয়ে রাখা হতো। বাঁশের গোড়াটিকে প্রথমে আড় করে একটু দূরে সরিয়ে রেখে উপরের ছবিগুলিকে প্রথমে দেখানো হতো একখণ্ড ছোট ও সরু লাঠির সাহায্যে। তারপরে ক্রমে ক্রমে বাঁশটিকে উঁচু করে পটের অবশিষ্ট ছবিগুলি দেখান হতো অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে।

এক একটি ছবিকে দেখাবার সময় উপরে উল্লিখিত বা সে ধরনের কোনো ছড়া বা গানের দুই কি চার পঙ্ক্তি সুর করে গেয়ে পটুয়া সংক্ষেপে ছবির কাহিনীটি দর্শকের কাছে তুলে ধরতেন। বাঘ-ভল্লুকের লড়াই, বাঘ-কুমিরের লড়াই, বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যান ও সামাজিক বিষয়বস্তুর অনেক আকর্ষণীয় চিত্র থাকত পটের ছবিগুলিতে। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল গাযীকাহিনীর চিত্রগুলি। গাযীর পিতা সেকান্দর বাদশাহ্‌র লড়াইয়ের কাহিনী, গাযীর সঙ্গে মটুক রাজা ও দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধ, সে সব যুদ্ধে গাযীর নিরঙ্কুশ বিজয়, ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে গাযীকালুর যুদ্ধযাত্রা, বাঘ ও কুমিরের যুদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল পটের প্রধান উপজীব্য বিষয়। বস্তুতঃ গাযীকাহিনী নিয়েই শুরু হতো এ সমস্ত পটের পালা এবং প্রায়ক্ষেত্রেই মাঝখানে অন্যান্য বিষয় থাকলেও গাযীকাহিনী দিয়েই তা শেষ হতো। সাধারণ ভাষায় এগুলিকে গাযীর পট বলে অভিহিত করা হতো।

বাঙলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছিল গাযীর পটের প্রচার। আজ থেকে (১৯৭৩ খ্রিঃ) প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ছেলেবেলায় আমরা গাযীর পট দেখেছি। বৃদ্ধ লোকেরা বলতেন ছেলেবেলা থেকে তাঁরাও নাকি গাযীর পট দেখে এসেছেন। পটুয়ারা এসব পট দেখিয়ে গ্রামের লোকদের কাছ থেকে ধান-চাল এবং সময় সময় নগদ পয়সাও আদায় করতেন। তারা প্রায় সারাটা দেশ চষে বেড়াতেন।

বাঙলার পূর্বাঞ্চলের বেদেরা সাধারণত শীতের মৌসুমে ধান কাটার পর পট দেখিয়ে বেড়াতেন। শীতকালে সাপের খেলা দেখানো সম্ভব নয় বলে সে সময়ে বেদেরা পট দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এ অঞ্চলে পটুয়া বলে কোনো স্বতন্ত্র কৌম ছিল না ছিল যাযাবর বেদের দল।

হাল আমলে গাযীর পট বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবন থেকে এক রকম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে তা আজ আর কোথাও দেখা যায় না। ডক্টর সুকুমার সেন 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে (১০০ পৃ.) গাযীর পটের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরেছেন। কলকাতা আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত এই পটটি কুমিল্লা জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল।

গাযীর পটের প্রচলন এদেশে কখন থেকে শুরু হয়েছিল তা অনুমান সাপেক্ষ। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে যদি গাযীকাহিনীর সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে গাযীর পটের প্রচলন এর পরে হয়েছিল বলে সঙ্গত কারণেই ধরা যায়। খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে গাযীর পটের প্রচলন হয়েছিল।

গাযীর পুঁথি

আগেরকার দিনে বাঙলার প্রতি গ্রামেই পুঁথি পাঠের আসর বসত। ফসলকাটা ও ফসল বোনার পর গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের হাতে থাকত প্রচুর অবসর। সেই অবসর যাপন ও সেই সঙ্গে চিত্তবিনোদনের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে পুঁথিপাঠ ছিল উল্লেখযোগ্য একটি। গ্রামের কোনো সঙ্গতিপন্ন ও রুচিবান গৃহস্থের উঠানে বসত পুঁথিপাঠের আসর। চারদিকে শ্রোতার ভিড়, মাঝখানে আসরে থাকতেন গায়েন ও তাঁর সঙ্গীরা।

আসরে গায়েন (কোনো কোনো সময় কবি নিজেও) সুর করে পুঁথি পাঠ করতেন। আর ধুয়া বা দিসার বেলায় দোহারগণ সমস্বরে তা গেয়ে উঠতেন। খঞ্জনি, ঢোলক, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র থাকত সঙ্গে। পয়ারের অংশ গায়েন একাই বসে বসে সুর করে পাঠ করতেন। গান, ত্রিপদী বা লাচাড়ীর সময়

গায়েন উঠে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে তা গাইতেন এবং বিশেষ পদ দোহরগণ সমস্বরে গাইতেন। গায়েনের পরিধানে থাকত সাধারণত কালোরঙের একটি বিরাট আলখাল্লা, দেখতে অনেকটা আধুনিক ড্রেসিং গাউনের মতো। তাঁর মাথায় থাকত ঝলমলে পাগড়ি এবং হাতে থাকত চামর। বামহাতে আলখাল্লার একপ্রান্ত ধরে আর ডানহাতে চামর দুলিয়ে চক্রাকারে আসরের চারদিকে ঘুরে তিনি নেচে নেচে গান গাইতেন।

এ সম্পর্কে সৈয়দ মর্তুজা আলী বলেন, "'গাযীর গীত' শুনার দিকে নিম্ন শ্রেণীর মুসলিমদের উৎসাহ ছিল। আলীম-ওলামা অবশ্য গাযীর গীতের বিরোধী ছিলেন। গাযীর গীতের খলিফা (সূত্রধর) মৌলভী-মৌলানাদের মতো জমকালো পোষাক পরত। তার মাথায় পাগড়ি ও পাগড়ির সম্মুখদিকে আয়না থাকত। খলিফা পরত ঢিলা পায়জামা। তার সামনে থাকত অর্ধচন্দ্রখচিত ত্রিশূলের মতো দণ্ড। সে প্রথমে এই দণ্ডকে বন্দনা ও সালাম করত। গোলেবাকাওলি, গোলে হরমুজ, গোলে সোনাওর ইত্যাদি কেচ্ছা এই সকল আসরে সুর করে পড়া হতো। এই সকল কেচ্ছা সম্বলিত পুস্তক কলকাতার বটতলা অঞ্চলে ছাপা হতো। খলিফার সঙ্গী গায়েনরা তবলা বাজাত ও গান করত। লোকে গাযীর গীত শুনে খুব আনন্দ অনুভব করত।"[১]

এগুলি ছিল মোটামুটিভাবে আনুষ্ঠানিক পুঁথি-পাঠের আসর। সাধারণত পেশাদার গায়েনরা দলবলসহ এ ধরনের আসরে পুঁথি পাঠ করতেন। এগুলি ছাড়া পুঁথিপাঠের শখের আসরের সংখ্যাও গ্রাম-বাঙলায় কম ছিল না। প্রকৃতপক্ষে শখের পুঁথিপাঠের আসরের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক অনেক বেশি। বাঙলার প্রায় প্রতি গ্রামেই এক বা একাধিক শখের পুঁথিপাঠক ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে থাকতেন এ বিষয়ে উৎসাহী কয়েকজন সহযোগী। কোনো গৃহস্থের বৈঠকখানা বা বারান্দায় বসত এ ধরনের পুঁথিপাঠের আসর। এসব আসরে পাড়া-প্রতিবেশীরা এসে যোগ দিতেন। মূল পাঠক বসে বসে সুর করে পুঁথি পাঠ করতেন। ত্রিপদী বা লাচাড়ী তিনি সুর করে গাইতেন। সঙ্গীরা কোনো বিশেষ পদ বা ধূয়া-দিসা সমস্বরে গাইতেন।

এই আনুষ্ঠানিক ও আধা আনুষ্ঠানিক পুঁথিপাঠের আসর ছাড়া আরও এক ধরনের পুঁথিপাঠের আসর বসত। গ্রামের লেখাপড়া জানা কোনো কোনো লোক নিছক নিজের চিত্তবিনোদনের জন্য অনেক সময় পুঁথি পাঠ করতেন। পুঁথিপাঠের সময় পাড়াপড়শী বা বাড়ির কেউ কেউ আসরে বসতেন। কিন্তু এখানে কোনো আনুষ্ঠানিকতা থাকত না, এটি ছিল নেহায়েত ব্যক্তিগত চিত্তবিনোদনের ব্যাপার।

মুদ্রণ-শিল্প গড়ে ওঠার আগে হস্তলিখিত পুঁথিই ছিল গায়েন-পুঁথিপাঠকদের একমাত্র সম্বল। এঁরা অনেক কষ্টে হস্তলিখিত পুঁথি নকল করে নিতেন। এবং দুইখণ্ড কাঠের তক্তার মধ্যে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে পুঁথিগুলিকে সযত্নে রক্ষা করতেন। পরে মুদ্রিত পুঁথি হস্তলিখিত পুঁথির স্থান দখল করে নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোনো স্থানে হস্তলিখিত পুঁথি ব্যবহারের রেওয়াজ থেকেই যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘোড়াঘাট অঞ্চলেব কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই অঞ্চরে হস্তলিখিত পুঁথিপাঠের রেওয়াজ এখনও (১৯৬৮ খ্রি.) প্রচলিত।

পুঁথিপাঠের আসরে বিভিন্ন পুঁথি পাঠ করা হতো। সয়ফুলমুল্লুক-বদিউজ্জামাল, লালমতি, সোনাভান, ইউসুফ-জোলায়খাঁ, লায়লী-মজনু, আমির হামজা, আলমাস-গোলরায়হান, শাহ্ এমরান-চন্দ্রভান, গহুর বাদশা-বানেছাপরী, আমির সওদাগর-ভেলুয়াসুন্দরী, গোলেবাকাউলী, হাতেম তাই, গোলে হরমুজ, গোলে সোনাওর, সন্ধ্যাবতী কন্যা, সত্যপীর, অশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী, গাযীকালু ও চম্পাবতী ইত্যাদি ইত্যাদি কত পুঁথি যে পাঠ করা হতো, তা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু এগুলির মধ্যে গাযীকালু ও চম্পাবতীর পুঁথিই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। বটতলার পুঁথি নামে পরিচিত যত গ্রন্থ আছে বা ছিল, সেগুলির মধ্যে গাযীর পুঁথির প্রচলনই ছিল সবচেয়ে বেশি। এখনও বাজারের অন্যান্য পুঁথির

---

১. সৈয়দ মর্তুজা আলী : আমাদের কালের কথা, ২০ পৃ.।
শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী, সৈয়দ মর্তুজা আলীর পিতা সৈয়দ সিকান্দর আলী রচিত, 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থ সৈয়দ মর্তুজা আলী ১৯৩৬ সালে লিপিবদ্ধ করেন। উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি সৈয়দ মর্তুজা আলীর 'আমাদের কালের কথা' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে এবং সেখান থেকেই এটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

তুলনায় গাযীর পুঁথির প্রচলনই অনেক অনেক বেশি। বাঙ্‌লার এমন গ্রাম বিরল যেখানে দু-একখানা গাযীর পুঁথি পাওয়া যায় না। বর্তমানে পুঁথিপাঠের রেওয়াজ অনেক কমে গেছে। কিন্তু গাযীর পুঁথির জনপ্রিয়তা আগেব মতো না থাকলেও এখনও বেশ আছে। গ্রামে-গঞ্জে অতিশয় কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝেও একটু ফাঁক পেলেই আগ্রহী পুঁথিপাঠকদের গাযীর পুঁথি পাঠ করতে দেখা যায়। রাতের বেলায় কর্মবিরত দাঁড়ী-মাঝিবা প্রদীপ জ্বালিয়ে সুর করে এ পুঁথি পাঠ করে থাকেন এবং পার্শ্ববর্তী নৌকা থেকে আগ্রহী শ্রোতার দল সেখানে ভিড় কবেন।

এককালে বাঙালির বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনে গাযীর পুঁথি ছিল গ্রামের জনগণের যুগপৎ ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও কাব্যরস পিপাসা মিটাবার এক বিশেষ উপকরণ। হিন্দু সমাজের রামায়ণ-মাহভারত-পুরাণাদির মতো না হলেও এগুলির প্রায় কাছাকাছি ছিল গ্রাম-বাঙ্‌লার মুসলিম সমাজে গাযীর পুঁথির জনপ্রিয়তা। বর্তমানে কালের প্রবাহে চিত্তবিনোদনের বহুবিধ উপকরণের উদ্ভাবন ও আমদানির ফলে এবং অর্থনৈতিক দুর্যোগেব চাপে পড়ে গাযীর পুঁথির সেই জনপ্রিয়তা বহুলাংশে কমে গেছে সত্য, কিন্তু এখনও যেটুকু আছে তাকে খুব অকিঞ্চিৎকর বলা যায় না।

গাযীর গান বা গাযীর গীত

আগেরকার দিনে গ্রাম-বাঙ্‌লায় অনেক রকমের গানের আসর বসত। কবি, পাঁচালি, বৈঠক, জারি, পালা, কীর্তন, যাত্রা, গম্ভীরা, ভাদু, হালু ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গানের আসর গ্রাম-বাঙ্‌লার সাংস্কৃতিক জীবনকে মুখরিত করে রাখত। পূজা-পার্বণে বিভিন্ন উৎসব-আনন্দে এসব গানের আসর বসত। কবি, পাঁচালি, যাত্রা, পালা, কীর্তন ইত্যাদি গানের প্রচলন হিন্দুসমাজে ছিল বেশি। আর বৈঠক, জারি, গম্ভীরা, ভাদু, হালু ও গাযীর গানের প্রচলন ছিল মুসলিম সমাজে বেশি। এগুলির মধ্যে গাযীর গীত বা গাযীর গান ব্যাপকতার দিক থেকে গ্রাম-বাঙ্‌লার সমাজ-জীবনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করত। বিশেষ করে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে গাযীর গানের আকর্ষণ ও প্রচলন ছিল খুবই ব্যাপক। দক্ষিণবঙ্গে গাযীর গানের ব্যাপক প্রচলনের কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন, "যশোহর-খুলনার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে 'মনসার ভাসান' যেমন প্রচলিত 'গাযীর গীত'ও তেমনি। ইহাতে শুধু গীত নহে 'আলাপচারি'ও আছে, অর্থাৎ গানের মাঝে মাঝে পাঁচালির মতো গাজী-কালুর জীবনকথা কথিত হয়।"

শুধু দক্ষিণবঙ্গেই নয়, বাঙ্‌লার অন্যান্য অঞ্চলেও গাযীর গান বা গাযীর গীতের এই অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল। পুঁথির আসরের মতো এই গানের আসরেও নানা ধরনের গান বা পালাগান হতো। যে সব পুঁথির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিও পালাগান বা কেচ্ছা হিসেবে বলা ও গাওয়া হতো। কিন্তু গানের আসরের নামটা সাধারণত 'গাযীর গানের আসর' বা সংক্ষেপে 'গাযীর গান' 'গাযীর গাইন' বা 'গাযীর গীত' বলেই পরিচিত হতো।

সারারাত ধরে চলত এই সুদীর্ঘ গানের পালার আসর। কাহিনীর অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য অথবা একই বিষয়ের বারংবার পুনরাবৃত্তির জন্য 'গাযীর গান' এক জনপ্রবাদে পরিণত হয়েছে। কেউ কোনো বিষয়ে অযথা দীর্ঘ আলাপ শুরু করলে শ্রোতা যদি কিছুটা বিরক্ত হয় এবং বক্তার সংক্ষিপ্ত কথা শুনতে চায় তখন সে বলে উঠে, গাযীর গান বাদ দিয়ে মুদ্দা কথাটা বলে ফেল।

পুঁথি পাঠের মতো গাযীর গানেও মূল গায়েনই কাহিনীটা বলে যেতেন কেচ্ছা বা গল্প হিসেবে। তবে এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্যও ছিল অনেক। এখানে গায়েন কোনো লিখিত পুঁথি পাঠ না করে মুখে মুখে সমস্ত কাহিনীটা বলে যেতেন অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে। মাঝে মাঝে তিনি গানও গাইতেন শ্রোতাদেরকে একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই দিবার জন্য। সঙ্গের দোহারগণ গানের বিশেষ বিশেষ কলি সমস্বরে গাইতেন। সঙ্গে থাকত ঢোল, করতাল, খঞ্জনি ইত্যাদি সাধারণ বাদ্যযন্ত্র।

মূল গায়েন গান গাইলেও এ ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করত 'ঘাটু' বা 'ঘেটু' নামে পরিচিত অল্পবয়সের এক বা একাধিক সুশ্রী বালক। প্রসঙ্গক্রমে ঘাটু বা ঘেটুদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা

করা যেতে পারে। নৃত্যগীতের জন্য নিযুক্ত অল্পবয়স্ক সুশ্রী বালকদের ঘাটু বলা হতো। তাদেরকে গান ও নাচ শিখানো হতো। মেয়েদের মতো লম্বা চুল রাখিয়ে এবং যুবতীদের মতো শাড়ি জামা ও অলঙ্কারাদি পরিয়ে তাদেরকে গাযীর গানের আসরে নাচবার জন্য তুলে ধরা হতো। মূল গায়েন কাহিনী বলতে বলতে সুবিধামতো একস্থানে থেমে যেতেন এবং তখনই ঘাটু বালককে তুলে ধরা হতো আসরে। সে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে (এসব অঙ্গভঙ্গির বেশির ভাগ অশ্লীল ও যৌন আকর্ষণময়) নেচে নেচে গান গেয়ে আসর মাতিয়ে তুলত। তখনকার দিনে গ্রামে মেয়েরা আসরে নাচত না। নারীবেশী বালক ঘাটুদের নাচ দেখে আর গান শুনে দর্শকসাধারণ দুধের সাধ ঘোলে মিটাবার প্রয়াস পেতেন। ঘাটুরা সমকামিতার জন্যও কুখ্যাত ছিল। কোনো কোনো ঘাটু এক একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির আধুনিককালের রক্ষিতার মতো থাকত এবং ঘাটুর প্রেমকে কেন্দ্র করে অনেক খুন-খারাবির ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে। কোনো কোনো ঘাটু ২৫/৩০ বছর বয়স পর্যন্ত তার ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে তার জনপ্রিয়তা রক্ষা করেছে বলে দেখা গেছে।

এই ঘাটুরা ছিল গাযীর গানের বিশেষ আকর্ষণ। ঘাটুনাচ এদেশ থেকে একদম উঠে গেছে বলা যেতে পারে। কিন্তু গাযীর গানের আসর এখনও মোটামুটি টিকে আছে বলে বলা দেখা যায়। আগেকার দিনের আনুষ্ঠানিকতার সেই জৌলুস না থাকলেও এখনও গ্রাম-বাঙলায় গাযীর গানের আসর বসে। রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন, থিয়েটার, মেয়ে-পুরুষের সম্মিলিত যাত্রাভিনয় ইত্যাদি ইত্যাদি অতি আকর্ষণীয় চিত্ত-বিনোদনমূলক উপকরণের প্রকোপে পড়ে বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের এই ধারাটি বেশ ক্ষীণ হয়ে পড়লেও এখনও তার অস্তিত্ব টিকে আছে বলে ধরা যেতে পারে। এখনও গ্রামে গ্রামে পালাগান বা কেচ্ছার আসর বসে এবং সেগুলির মধ্যে গাযীর গানের প্রাধান্যই বেশি।

হালু গান

আগেকার দিনে কুষ্টিয়া-যশোহর অঞ্চলে 'হালুগান' নামক একটি গানের আসর বসত। এ গানের উপজীব্য বিষয় ছিল আলোচ্য গাযীকাহিনী। তবে এর পরিবেশনে একটু বৈচিত্র্য ছিল। মূল গায়েন গান গাইবার সময় বোগল বাজিয়ে হস্তস্থিত ছোট লাঠি দিয়ে নিজের পিঠের মধ্যে বাড়ি মেরে গানের তাল বজায় রাখতেন। এ গান বর্তমানে বিলুপ্ত।

গাযীপীরের নারীসঙ্গ ও বিবাহ

গাযীকাহিনীর নায়ক বড়খাঁ গাযী একজন সংসারত্যাগী ফকির ও ধর্মযোদ্ধা সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন প্রেমিক হিসেবে তাঁর পরিচয় এর চেয়ে কোনো অংশেই কম বলা যায় না। তিনি লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে চম্পাকে লাভ করেছিলেন।

গাযীকাহিনী যখন পুরাপুরি প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন হৃতগৌরব মুসলিম সমাজের গৌরবময় অতীতকে স্মরণ করে সেই গর্বে গর্বিত হওয়া ছাড়া বর্তমানকে নিয়ে শ্লাঘা করার যে কিছুই ছিল না, সে সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তাই গাযীকাহিনীতে বর্ণিত হিন্দু মটুকরাজা দক্ষিণরায় প্রমুখের পরাজয় ও ধর্মান্তরিতকারী ধর্মযোদ্ধা গাযীপীরের এই রূপটি মুসলিম জনমনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তার চেয়েও গভীর রেখাপাত করেছিল গাযী-চম্পার প্রেম কাহিনী। ব্রাহ্মণ মটুক রাজার কন্যা চম্পাবতীর সঙ্গে মুসলিম গাযীপীরের প্রণয় ও পরিণয় মুসলিম জনমনে এক গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।

এই উপাখ্যান যে পুরাপুরি সত্য, তা তারা মনেপ্রাণ বিশ্বাস করতেন। সেই বিশ্বাসের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল গাযী-চম্পার বিবাহ সংক্রান্ত কেরামতির প্রসিদ্ধি। সেই কেরামতির ওপর বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গ্রাম-বাঙলায় গাযীপীরের বিবাহ-অনুষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার এক বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছিল।

বাঙলার পল্লী অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানে গাযীপীরের এই বিবাহ অনুষ্ঠান ছিল একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিস্তারের দিক থেকে খুব ব্যাপক না হলেও এটি ছিল কোনো কোনো অঞ্চলের

পল্লীর মুসলমানের কাছে এক বিশেষ উৎসবের ব্যাপার। এই উৎসব এখন একদম বন্ধ হয়ে গেছে বলেও এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য আর পাওয়া যায় না। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও গাযীপীরের বিবাহ অনুষ্ঠান গ্রাম-বাঙ্লার কোনো কোনো স্থানে বেশ সমারোহের সঙ্গে পালিত হতো বলে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।

এ সম্পর্কে শ্রী প্রভাসচন্দ্র সেন 'বগুড়ার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (৮২ পৃঃ) যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হল।

"গাজী মিঞার বিবাহোৎসব সেরপুরের একটি প্রসিদ্ধ মুসলিম পর্ব। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় রবিবারে এই উৎসব মহা আড়ম্বরের সহিত পালিত হইয়া থাকে। উৎসবের একমাস পূর্বে গাজী মিঞার 'লগন' (লগ্ন)। লগনের ৮ দিন পূর্বে জামা ও একটি চাদর দিয়ে সজ্জিত করতঃ মিঞার বংশ দণ্ডটিকে 'থানে' দণ্ডয়মান করা হয়। জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় শুক্রবারে বহুসংখ্যক চামর সুসজ্জিত করিয়া মিঞার বংশদণ্ড বা নিশানের 'থানে' প্রতিষ্ঠিত করা হয়। গাজী মিঞার বাঁশ বা নিশান ব্যতীত হটিলার 'নিশান', বিবির 'নিশান', বুড়ামাদারের 'নিশান', লেপামাদারের 'নিশান' ও সা মাদারের 'নিশান' যথাস্থানে চাদরাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকারের সাজ-সজ্জা দ্বারা ইহাদিগকে সহজেই চিনিতে পারা যায়। গাজীমিঞার নিশান—ইহা লাল শালু বস্ত্রে মণ্ডিত ও শ্বেতবর্ণ স্বল্প পরিসর দীর্ঘ ফবরা দ্বারা বহুসংখ্যক চামর ইহার সহিত বিজড়িত। হটিলার নিশার—ইহাও লালবস্ত্রে বিজড়িত এবং শ্বেত ফবরা ও চামর দ্বারা সুশোভিত। বিবির নিশান—গাজীমিঞার নিশানের অনুরূপ তবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। বুড়া মাদার—সাদা চামর ও লালবস্ত্রে সজ্জিত। সাবুদ্ধি বা লেপা মাদার—কৃষ্ণরঙ্গের বস্ত্র ও চামর দ্বারা সমাবৃত। সা মাদার—নীলরঙ্গের বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। উক্ত দিবসে অপরাহ্নে সেরপুরের সমীপবর্তী মীরগঞ্জের জঙ্গলে বাদ্যোদ্যম সহকারে মহাসমারোহে নিশানগুলিকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। শনিবারে উহাদিগকে দুবলগাড়ীর হাটে রাখিয়া রবিবারের সন্ধ্যার প্রাক্কালে 'কেল্লাকুশীর' মেলায় আনয়ন করা হইয়া থাকে। রবি-সোম দুইদিন কেল্লাকুশীতে উৎসব সম্পাদন করিবার পর মঙ্গলবারে মূল আস্তানায় ফিরিয়া আসিয়া উৎসবের পরিসমাপ্তি করা হয়।

"জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় রবিবারে কেল্লাকুশীতে প্রকাণ্ড মেলা আরম্ভ হয়। পূর্বে প্রতিবৎসর এক একটি বালিকার সহিত গাযীমিঞার কৃত্রিম বিবাহ হইত। বালিকার পিতামাতা একসপ্তাহ দরগায় অবস্থানপূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত। বিবাহের পর হইতে বালিকা গাজীমিঞার পত্নী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় ভবিষ্যতে অপর কোনো ব্যক্তি গাজীমিঞার শঙ্কায় তাহাকে বিবাহ করিতে সাহসী হইত না। কিন্তু এক্ষণে গাজীমিঞার সহিত বিবাহের কয়েক বৎসর পরে কয়েকটি স্থানে বালিকার অন্য স্বামীগ্রহণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। পূর্বে এই সকল বালিকারা সাধারণত বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক পিতামাতার অবিমৃষ্যকারিতার প্রায়শ্চিত্ত করিত।"

একই গ্রন্থের পাদটীকায় (৮৮ পৃঃ) শ্রী প্রভাসচন্দ্রসেন আরও বলেন,

"সেরপুর ব্যতীত হিন্দি কসবা (ক্ষেতলাল) ও বগুড়া জেলার অন্যান্য বহুগ্রামে এবং ভারতের বহুস্থানে গাজীমিঞার উৎসব অদ্যাপি সম্পন্ন হইয়া থাকে। হিন্দুগণের দুর্গোৎসবের ন্যায় ইহা মুসলিমগণের একটি জাতীয় উৎসব।"

ভারতের বিভিন্ন স্থানে গাযীপীরের বিবাহোৎসব পালন সম্বন্ধে প্রভাস বাবু যে মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলও বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে এ উৎসব পালিত হতো সে সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নেই। বগুড়া ছাড়া উত্তরবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ভারতের চব্বিশ-পরগনা জেলায় এ উৎসব পালিত হতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্লার পূর্বাঞ্চলে এ উৎসব পালিত হতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বগুড়া জেলার শেরপুর সহ বাংলাদেশের আর কোথাও বর্তমান কালে এ উৎসব আর পালিত হয় না। আজ (১৯৭৪ খিঃ) থেকে পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল আগেই এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে জানা যায়।

খ. সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির বিধৃত চিত্র

গাযীকাহিনী মূলতঃ রাজরাজড়ার উপাখ্যান। সাধারণ মানুষের ভূমিকা এখানে বেশ গৌণ। গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির অর্থাৎ গ্রামের মানুষের আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি, ফসল বোনা, ফসল কাটা, নবান্ন, পূজা-পার্বণ, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সমাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব-আনন্দ ইত্যাদি যেসব কার্য গ্রামের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জাড়িত, সেগুলির বিশেষ কোনো বর্ণনা এ গ্রন্থে নেই। কারণ, গ্রন্থটি রচনা হয়েছে এমন সব মানুষকে নিয়ে যাঁদেরকে ঠিক গ্রামের মানুষ বলা যায় না। তাঁরা হচ্ছেন শহরের বা শহরকেন্দ্রিক মানুষ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সংস্কৃতিক জীবনে যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে সেগুলির মোটামুটি একটি আলেখ্য এ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

জন্ম, নামকরণ, বিদ্যারম্ভ, বিবাহ ইত্যাদির ব্যাপারে কতগুলি আচার-অনুষ্ঠান পালনের রীতি এদেশে বহুকাল ধরে প্রচলিত ছিল এবং আজও সেগুলির কিছু কিছু রেশ টিকে আছে। গাযীকাহিনীতে এসব আচার-অনুষ্ঠানের বেশ কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে যাত্রাকালে শুভাশুভ লক্ষণ, খেয়াপারাপার, মেয়েদের হাটে যাওয়ার রীতি, মুসলিম সমাজে হিন্দু দেবদেবীর প্রভাব, হিন্দু মুসলিম জনসাধারণের বর্ণনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্তানের জন্ম একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বাঙালির জীবনে এবং কমবেশি এখনও তা আছে। এই উপলক্ষে ছোট বড় প্রত্যেক বাঙালির ঘরেই কিছু না কিছু উৎসব-আনন্দের ব্যবস্থা হতো। আগেকার দিন দাইয়েরা সন্তান প্রসব করাতেন এবং সে কাজের জন্য তারা কিছু বখশিশ পেতেন (এ ব্যবস্থা মোটামুটি এখনও প্রচলিত)। আলোচ্য গাযীকাহিনীতে এই সামাজিক চিত্রটি বেশ ভালোভাবেই তুলে ধরা হয়েছে।

ওসমাবিবির প্রসব ব্যথা উঠলে দাইদের ডাকতে গেলে তারা বলল, 'যদি দেএ অগ্নিপাটের সাড়ি/ তবে যামু বাদসার বাড়ি'। তারপর,

"সাড়ীপায়া দাইগণ আনন্দিত মতি। সেহি দণ্ডে চারি দাই আইল সিগ্রগতি ॥
চালের বন্ধন কাটি ঘরে প্রবেশিল। ভয় নাহি বলি ওসমাকে কোলে নিল।"

—খোদাবখসের পুঁথি, ২ পালা।

'চালের বন্ধন কাটি' আঁতুরঘরে প্রবেশ করা, এটি সমাজের রীতি। হিন্দু সমাজে আসন্ন প্রসবা নারীর জন্য পৃথক ঘর তৈরি করে সেখানে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করা হতো। ভূত-প্রেতকে ফাঁকি দিবার জন্য অনেক সময় সেই ঘরের দরজা দিয়ে না ঢুকে দাই ও অন্যান্যেরা ঘরের বেড়া কেটে প্রসুতির ঘরে প্রবেশ করতেন। মুসলিম সমাজে এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না।

জন্মের পর নবজাতককে সর্বপ্রকার বালা-মুসিবত, রোগ-ব্যাধি, ভূত-প্রেত ইত্যাদির কবল থেকে নিরাপদ রাখার জন্য কতগুলি আচার-অনুষ্ঠান পালনের রীতি ছিল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরপরই আঁতুড়ঘর লেপা, সেই ঘরের দরজার সামনে সর্বক্ষণ অগ্নি জ্বালিয়ে রাখা, দরজার সামনে লৌহ বা লৌহ নির্মিত কোনো বস্তু রাখা, এক রকম কাঁটাওয়ালা লতা দিয়ে ঘরের চারদিকে বেষ্টন করে রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান পালন আগেকার দিনে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এখনও কিছু কিছু আছে বলে শোনা গেলেও নেই বললেও চলে। আলোচ্য কাহিনীতে এসব আচার-অনুষ্ঠানের বেশকিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। গাযীর জন্মের পর,

"সোনার কঙ্কণ পায়া পুলকিত মন। আঁতুড় ঘর লেপাএ দাই চারিজন ॥
তিন কোণের তিন ঘট খেড় আনিল। পূর্ব কোণেতে জায়া আঁতুড় বিছাইল ॥
কুম্ভরিয়া কাঁটা দিয়া ঘর বেড়িল। আনিঞা বিচিত্র চেরাগ ঘরে জ্বালিল ॥
চন্দন কাষ্ঠের অগ্নি দ্বারে জ্বালাইল। ঘর আলিপন করি দাইগণ বসিল ॥"

—খো, ব, ১২ পালা।

জন্মের ষষ্ঠ রাতে জাতকের ভাগ্যলিপি লিখা হয় বলে গ্রাম-বাঙলায় একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে। সে রাতে সব জাতকের শিয়রের কাছে দোয়াত-কলম ও পুস্তকাদি রাখার প্রথা আছে এবং এর ফলে নাকি জাতক ভবিষ্যৎ জীবনে বিদ্বান হবে। এই আচারের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের কোনো সম্পর্কই নেই,

হিন্দুদের ষষ্ঠী নামক একজন লৌকিক দেবীর তুষ্টি ও তাঁর মাধ্যমে সন্তানের কল্যাণের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু গ্রামের মুসলিম সমাজেও এ প্রথা বিদ্যমান ছিল এবং কমবেশি এখনও বোধ হয় আছে। *গাযীকাহিনীতে আছে,*

"সাইটের দিন রাত্রি যদি হৈল শুভক্ষণ। আনন্দে করিল মাএ রাত্রি জাগরণ ॥
* * * * * *
কেতাব কোরান আনি শিয়রে রাখিল। সুবর্ণ দোয়াত কলম তারি কাছে থুইল ॥
* * * * * *
কপালে লিখেন বিধাতা কি কহিব বাত। কপালে লিখেন তরে উল্টা করি হাত ॥
—ঐ, ১৩ পালা ॥

এরপর শিশুর চুল কামাবার পালা। জন্মের সপ্তম দিবসে ক্ষৌরকার এ কাজটি করে থাকেন। সেজন্য নাপিতকে সাধ্যমত বখশিশ দিবার প্রথা গ্রাম-বাঙলায় ছিল এবং এখনও আছে। সাধারণ-গৃহস্থ ঘরে নাপিতকে এ কাজের জন্য সোওয়া সের চাল, কিছু কাঁচা আনাজ, হলুদ-মরিচ ইত্যাদি মসলা, সোওয়া পাঁচ আনা পয়সা, কিছু ফুল ইত্যাদি ইত্যাদি দেওয়াব প্রথা ছিল। খোদা বখশের কাহিনীতে আছে,

"হাজামত বানাইয়া নাই আনন্দে বসিলা। নানান ধন দিয়া তবে নাইকে তুশিলা।"

শিশুর নামকরণের ব্যাপারে মুসলিম সমাজে আকিকা দেওয়ার প্রথা আছে। গাযীকাহিনীতে আকিকার উল্লেখ নেই, তবে নামকরণ উপলক্ষে উৎসবাদির উল্লেখ আছে। যথা,

"বাড়িতে লাগিল গাযী রজনী দিবসে। বাদশা বলেন ছাওয়ালের নাম রাখ একমাসে ॥
সকলের তরে বাদশা কহে এই বাত। চাটগাঙ হইতে বদর আইল অকস্মাৎ ॥
* * * * * *
মেজবানি খাইল সব বাদশার অন্দরে। বিদাএ হইয়া গেল সবে আপনার ঘরে ॥"

বালকের প্রথম বিদ্যারম্ভের সময় সাধ্যমত উৎসব করার প্রথা হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই প্রচলিত ছিল এবং এখনও তার কিছু কিছু রেশ আছে। মুসলিম সমাজে এর নাম ছিল প্রথম 'সবক' দেওয়া আর হিন্দু সমাজে ছিল 'হাতেখড়ি'। মুসলিম সমাজে মোল্লা-মৌলভী ডেকে এনে কোরান পাঠের মাধ্যমে প্রথম সবক দেওয়া হতো এবং এই উপলক্ষে পাড়া-প্রতিবেশীকে ডেকে এনে 'শিরনী' খাওয়ান হতো। খোদা বখশের গাযীকাহিনীতে এই উৎসবের বর্ণনা আছে,

"পঞ্চ বছরের যখন গাযী হইল। মোল্লা আতাকে ডাকিয়া তখনি আনিল ॥
* * * * * *
শিরনী কবিয়া বাদশা ডাকিলেন লোক। জুম্মার রোজে গাজিক দিল তক্তের সবক ॥"
—১২ পালা।

তখনকার দিনের উঁচুস্তরের মুসলিম সমাজে বিদ্যা-শিক্ষার বিষয়-বস্তুর একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় কবির বর্ণনায়। যথা,

"তক্তি পড়িয়া গাযী সিফারা অবশেষে। কোবান পড়িল গাযী পূর্ণ দুই মাসে ॥
কোরান পড়িয়া মিঞা করিল তামাম। ফারসি নাগরি পড়ে নবীর কালাম ॥
পড়িলেন সকল বিদ্যা করিলেন ভেদ। শিখিলেন চৌদ্দ শাস্ত্র আর চারি বেদ ॥
তন্ত্রবিদ্যা শিখিলেন আর নানা ছন্দ। ললাটে বাদশাই নাই ফকির অনুবন্ধ ॥"
—১২ পালা।

বিবাহ উপলক্ষে বাদ্য-বাজনা বাজাবার রীতি এদেশে বহুকালের। এ সম্বন্ধে খোদা বখশের কাহিনীতে আছে,

"নানান দেশ হইতে আইল নাচিনী বাজনী। যে বাদ্য শুনি মোহে শিবশঙ্কর মুনি ॥
মধুর বাদ্যের ধ্বনি বাজে নিত্য নিত্য। নাট নাটুয়া নাচে গাএনে গাএ গীত ॥"
—৯ পালা।

এই উপলক্ষে নর্তকী, বেশ্যা প্রভৃতিদের আনবার প্রথা উঁচু সমাজে ছিল। গাযীকাহিনীতে আছে,

"কাল কাটিহারা আইল নর্তকী আর ভাট। ভাউয়া ভাউকি আর বেশ্যাগণের ঠাঁট ॥
* * * * * *
নৃত্য করে নাটুয়া গাইনে গাএ গীত বেশ্যাগণ নৃত্য করে মন চঞ্চলিত ॥"

—৩৬ *পালা।*

বিয়েতে নানারকম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রথা এদেশে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই ছিল এবং কমবেশি এখনও আছে। এগুলির মধ্যে আছে কলাগাছ রোপণ, ঘটবারি স্থাপন, অঙ্গনে আল্পনা দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। জুলহাউসের বিয়ের বর্ণনায় আছে,

"আম্রকলা ঘটবারি রুপিল সারি সারি। প্রতিঘটে আম্রডালে সিন্দুরের কেয়ারি ॥"

—৯ পালা

গাযীর বিয়ের বর্ণনায়,

"বাইগণ করিল জোগারের ধ্বনি। করতালে গীত গাএ যতেক রমণী ॥
পুরোহিত ডাকিয়া রাজা করে লগ্ন খণ্ড। আম্রকলা গাড়িয়া করে ছায়াখণ্ড ॥
চালুন বাতি লয়া সব আইল গন্ধ নারী। বিধি মতে স্থাপিল সুবর্ণ ঘটবারি ॥"

—৩৭ পালা।

বিয়ের মেয়েলী অনুষ্ঠানে মেয়েদের গান গাওয়ার উল্লেখ দেখা যাচ্ছে উপরের উদ্ধৃতিতে। এ প্রথা বহুকাল ধরে এদেশে প্রচলিত।

বিয়ের আগে গায়ে হলুদ ও ত্বকের সৌন্দর্যবর্ধক বহুবিধ উপকরণ দিয়ে বর ও কনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করানোর প্রথা এদেশে বহুকাল ধরে চলে আসছে। সেই সঙ্গে মুসলিম সমাজে বর-কনের হাতে মেহেদি দিবার রেওয়াজও সুপ্রচলিত। গাযীকাহিনীর জুলহাউসের বিয়ের বর্ণনায় আছে,

"আউয়াল জুম্মাবারে মাড়য়া বান্ধিল। শনিবারের দিন মিঞাক হলুদ ছোঁয়াইল ॥
রবিবারের দিন মিঞাক খারতি করিল। হাতে পায়ে মেন্দি দিয়া স্নান করাইল ॥"

—৯ পালা।

আর গাযীর বিয়ের বর্ণনায় আছে,

আরবার রবিবার মাড়য়া বান্ধিল। সোমবার দিনে হরিদ্রা বাটিল ॥
* * * * * *
মঙ্গলবারের দিনে রাই ক্ষার জোয়াইল। এক দুই বলিয়া সপ্তবার ফুরাইল ॥"

—৩৭ পালা।

'খারতি করা' বা 'ক্ষার ছোয়ান' ইত্যাদির অর্থ হল ক্ষারের সাহায্যে দেহকে পরিষ্কার করা। এদেশে সাবান-সোডা ইত্যাদি আমদানির আগে লতাপাতা ইত্যাদি পুঁড়িয়ে বিশেষ ধরনের সাজি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ক্ষার তৈরি করে তা দিয়ে দেহ পরিষ্কার ও বস্ত্রাদি ধৌত করা হতো। এখানে সেই ক্ষারের কথাই আছে।

তখনকার দিনে মুসলিম সমাজে উঁচুস্তরে বরের পোশাকের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় গাযীকাহিনীতে। সেখানে আছে,

সুবর্ণ দিস্তার বান্ধে শিরের উপরে। গোসপেশ বান্ধিল ঝলমল করে ॥
* * * * * *
ভিতরে পরাইলে নিমা বাহিরে দোতাই। তাহার উপরে দিল লক্ষের কাবাই ॥
সুবর্ণ পটুকা দিয়া কমর বান্ধিল। বিচিত্র পামুরি শাল অঙ্গে উড়াইল ॥
বানাতি পাবস পাএর নামা দিল। মানিক দর্পণ মিঞা হাতে করি নিল ॥

—৯ পালা।

সে যুগে বিয়ের কনের অলঙ্কার বর্ণনায় দেখা যায় যে, 'সুবর্ণের জাদ', 'রত্নমণির ঝোপা', 'সুবর্ণের পটুকা', 'সুবর্ণের ভেটা', 'সুবর্ণের তুলি', 'সুবর্ণের মাদুলি', 'হাঁসুলি', 'পাম্‌রী', গলার 'হার', বাহুর 'সুবর্ণের তাড়', 'বাজুবন্ধ' আঙ্গুলের 'পাশলি', 'উজষ্টি' ইত্যাদি উঁচুস্তরের সমাজে প্রচলিত ছিল।

বিয়েতে যৌতুক প্রথা তখনকার দিনেও ছিল। বিশেষ করে কন্যাপক্ষ বরকে অনেক যৌতুক দিত। 'নানা রত্নধন', 'সপ্তগাই', 'লোটা বাটা সোরাই বদনা আর ঝারি', 'দুগ্ধবতী গাভী', 'ঘটি খোরাখুরী', 'সোনারূপা' ইত্যাদি ছিল বরকে দানের বস্তু।

বিয়ের পয়গাম নিয়ে যাবার কালে 'পান তাম্বুল', ও 'মণ্ডাচিনি' নিয়ে যাওয়ার প্রথা ছিল। গ্রাম-বাঙলায় এসব উপঢৌকন দেওয়ার প্রথা বহুকাল ধরে প্রচলিত, দধি, কলা, চিড়া, চিনি, পান-সুপারি, নারিকেল, নাড়ু ইত্যাদি সাধারণ উপঢৌকন।

বাঙালির জীবনে কতগুলি সংস্কারের অস্তিত্ব বহুকাল ধরেই আছে। যাত্রাকালে শুভাশুভ লক্ষণ বিচার সেগুলির মধ্যে একটি। গাযীকাহিনীতে এ বিষয়টি বেশ সুন্দরভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। অশুভ লক্ষণের মধ্যে আছে, 'দেহুড়ির দ্বার বীরের মাথেতে ঠেকে', 'উড়িয়া পড়িল ঘটে সম্মুখে গৃধিনী', 'খাখা করে কাক শুকনা ডালে বসি', 'খালি কাখে কুম্ভ লয়া আইল মহিষী', 'ভরণ যুবতী উদাম চুলে বামে টিকটিকি ডাকে', 'জড়জড়ি করিয়া সামনে পৈল চিল', 'কাঠুরিয়া কাষ্ঠ নিয়া আগে হৈল খাড়া', 'নদীর কিনারে হিন্দু মৃত দিছে পোড়া', 'উজষ্টি লাগিল পায়ে নাকে আইল হাঁচি', 'বাছার শোকে কান্দে গাভী চক্ষে হানে মাছি' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর যাত্রাকালে শুভলক্ষণের বর্ণনায় আছে, 'আইস আইস বলি কেবা ডাকে আচম্বিতে', 'দধি লহ দধি লহ ডাকে গোয়ালিনী', 'পুষ্পের পসার লয়া ভেটিল মালিনী', 'যাত্রাকালে ধেনুর বাছা সামনে দাঁড়াএ', 'যাত্রাকালে মাহুত আসি অঙ্কুস বাজাএ', 'সধবা নারীর কাখে কলস পূর্ণিত', 'যাত্রাকালে পাইল ডাক নাকে স্বর' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কবি কঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতুর নবনির্মিত গুজরাট নগরে বসতি স্থাপনকারীদের একটি অতিসুন্দর বর্ণনা আছে। গাযীকাহিনীতে অত সুন্দর না হলেও সে ধরনেরই একটি বর্ণনা আছে গাযীর নবনির্মিত সোনাপুর শহরে বসতি স্থাপনকারীদের বিবরণে। খোদা বখশের বর্ণনা কবি কঙ্কণের মতো তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু বেশ ব্যাপক। সেখানে আছে,

"প্রথমে বসিলা লোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। বেদপাঠ ক্ষণ লগ্ন গণে নিত্যনিত ॥
নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য দণ্ডীব্রহ্মচারী। আচার্যদৈবজ্ঞ চূড়ামণি সারি সারি ॥
কাএস্থ বসিয়া গেল লাহিড়ী ভাদুড়ি। কুমার বসিয়া গেল যারা বেচে হাঁড়ি ॥"
—২০ পালা।

এরপরে (মলা বিক্রয়কারী) 'কুঁড়ি', 'কামার', 'ছুতার', 'মুচি', 'ফিরিঙ্গী', 'ছৈহরি', 'সোনার', 'বারুই', (পানবিক্রয়কারী) 'কাটিহার', 'বাজিকরা', নর্তকীয়া', 'কান' (মৎস্য শিকারী), 'চণ্ডাল' ও জালুয়া', 'ডোম', 'ডোকলা', 'হাড়ি', 'কাঁসারী', 'ঠাটারী', 'সেকারী', 'নেহারী', (ফুলের মালা রচনাকারী) 'মালি জাতি', (নাড়িধরা) 'বৈদ্য', (ধান বিক্রয়কারী) 'কৈবর্ত', (খুরসান হাতে) 'নরসুন্দর', 'কোচমেচযুগী জোলাধনিঞা চুনিঞা', 'আগর বানিঞা', 'গন্ধব বণিক', 'হাজারী', 'বাজারী', 'পাজারু', 'চামারী', 'গোলক' 'বাক্যধিত্যভাট', 'নর্তকী', 'ভাউয়া ভাউকী', 'চুলিয়া ঢুলিয়া', 'ধাওয়া', 'দোসাদ', 'গোয়ালিয়া' প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের বর্ণনা এতে আছে।

তখনকার দিনের শিকারের কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় এ কাহিনীতে। যথা,

"বন্দুকের দুন্দু তোলপাড় হইল মাটি। প্রাণডরে পালাইল মৃগ কোটি কোটি ॥
*   *   *   *   *   *
শূন্যকারে পাখীসব উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে। ধনুশর দিয়া পাখী মারে লাখে লাখে ॥
মৃগ পালাইয়া যায় জঙ্গলের আড়ে। দোসাদের কুঞ্জর জায়া ধরিলেন ঘাড়ে ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে হস্তী গণ্ডার মহিষ পালাএ। তাহাকে বরকন্দাজ মারে বন্দুকের ঘাএ ॥"
—৩ পালা

শিকারের বর্ণনায় দেখা যায় যে, বন্দুকের মতো বিদেশি অস্ত্রের ব্যবহার বেশ ভালোভাবেই আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর একদম শেষ প্রান্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে এ ধরনের অস্ত্র বেশ পরিচিত ছিল বলে দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে ছিল দেশি অস্ত্র-শস্ত্রও। 'তীর তরকচ', 'দণ্ডচক্র', 'নলের থমকা', 'ধনুশর' ইত্যাদি অস্ত্রের কথা উল্লিখিত আছে। পাখি, হরিণ, হস্তী, গণ্ডার, বুনো মহিষ ইত্যাদি প্রাণী ছিল শিকারের বস্তু।

গাযীকাহিনীতে তখনকার দিনের বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যে চিত্রটি পাওয়া যায়, তা মোটামুটি হল এই। তাছাড়া, আরও ছোটখাট কিছু উপকরণও পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে আছে মুদ্রা হিসেবে কড়ির ব্যবহার, হাট-বাজারের মেয়েদের অবাধ গমনাগমন, খেয়া পারাপারের জন্য মাশুলের ব্যবস্থা, পাদুকা হিসেবে খড়মের ব্যবহার, নানা জাতির পশু-পাখি ও ফুলের নাম ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোটকথা, গাযীকাহিনীতে তখনকার দিনের বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার চিত্রতো নয়ই। তবে রাজরাজড়া ও সমাজের উঁচুস্তরের মানুষের জীবনের ঘটনাবলি বর্ণনার মাধ্যমে যে সমাজ-চিত্রটি ফুটে উঠেছে, তার বহুলাংশ সাধারণ মানুষের বেলায়ও প্রযোজ্য। এই আলেখ্যটি পূর্ণাঙ্গ না হলেও তখনকার দিনের জীবন-যাত্রার একটি সুন্দর রূপ তাতে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ক. গাযী সাহিত্যের উপর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক সাহিত্যের প্রভাব

চিন্তাধারা ও ভাষা, সাহিত্যের এ দুটি প্রধান বিষয়েই পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক সাহিত্যের যথেষ্ট প্রভাব গাযীকাহিনীতে দেখা যায়। অমুসলমানের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার বর্ণনা এবং সেই সঙ্গে মুসলমানের গৌরবকাহিনী প্রকাশ, এ দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে রচিত আলোচ্য গাযীকাহিনী ইসলামি ভাবধারায় বিশেষভাবে পরিপুষ্ট সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও হিন্দু দেবদেবী এবং হিন্দুধর্মের যথেষ্ট প্রভাব এ কাহিনীতে আছে এবং এগুলি এসেছে হিন্দু দেবদেবীকে নিয়ে পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক সাহিত্য থেকে।

চিন্তাধারা

লোকমুখে ব্যাপকভাবে প্রচলিত অথবা পূর্ববর্তীকালে রচিত (বর্তমনে হারিয়ে যাওয়া) কাহিনীকে ভিত্তি করে যে আলোচ্য গাযীকাহিনী রচিত হয়েছে, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেই কাহিনীটি পাওয়া যায়নি বলে এর উপর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

আলোচ্য গাযীকাহিনীর মূল কাঠামোর (concept) উপর যে-কাব্যটির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়, তা হচ্ছে কবি কৃষ্ণরামের রচিত (১৬৮৬ খ্রিঃ) 'রায়মঙ্গল'। রায়মঙ্গলে দক্ষিণরায় ও গাযীপীরের মধ্যে প্রথমে সংঘাত ও পরে আপোসে যে চিত্রটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে, তা-ই কিছুটা পরিবর্তিত এবং অনেক পরিবর্ধিতরূপে গাযীকাহিনীতেও স্থান পেয়েছে। ব্যতিক্রম যা আছে তা প্রকৃতিগত নয়, গুণগত। ঈশ্বর বা নারদ মুনির মধ্যস্থতায় রায়মঙ্গলে দুই ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয়সূচক আপোসের রূপটি দেখা যায়, আলোচ্য গাযীকাহিনীতে তা নেই। এর পরিবর্তে সেখানে আছে মুসলিম গাযীপীরের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং অমুসলামন প্রতিপক্ষের আত্মসমর্পণ ও বিনাশর্তে ইসলাম গ্রহণের কাহিনী। তবে পার্থক্য যা-ই থাক না কেন, রায়মঙ্গল কাব্যের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই।

রায়মঙ্গল ছাড়া পূর্ববর্তী আরও অনেক কাব্যের প্রভাব দেখা যায় গাযীকাহিনীতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনসা ও অন্যান্য দেবদেবীকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন কাব্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দেবী মনসার পূজা প্রচলনে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টিকারী প্রতাপশালী চন্দ্রধর গন্ধবনিক ওরফে চাঁদ-সওদাগরের পুত্র ও পুত্রবধূরূপে ইন্দ্রসভা থেকে অনিরুদ্ধ ও উষার প্রেরণ করা হল যথাক্রমে লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলারূপে এবং তাতে মনসার পূজার প্রচলন হল নরলোকে। কবি কঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল উপাখ্যানে দেখা যায় যে, *নরলোকে দেবীর পূজা প্রচলনের জন্য তাঁরই অনুরোধে শিবভক্ত নীলাম্বরকে স্বর্গধাম থেকে পাঠানো হলো ধর্মকেতু ও নিদয়ার পুত্র কালকেতুরূপে এবং তাতে দেবীর পূজা প্রচলিত হলো।* ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং অন্যান্য আরও অনেক কাব্যে অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তাছাড়া রামায়ণে স্বয়ং নারায়ণ রাম অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করে অসুরকুল ধ্বংস করেছিলেন। আর মহাভারতে দেখা যায় যে, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণরূপী নারায়ণ স্বয়ংই।

ইসলামের বিধানমতে আল্লাহ্‌কে এ ধরনের কাজে টেনে আনা সম্ভব নয় (না হলেও মুসলিম কবিগণ আল্লাহকে যে খুব সহজে নিস্তার দেননি, সে বিষয়ে পরে আলোচনা আছে), সম্ভব নয় হযরত মোহাম্মদের (দঃ) পরে কোনো নবীকে সৃষ্টি করাও। তাই অবতারের পরিবর্তে মুসলিম কবিগণ ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে 'ডিপুটেশনে' আনার ব্যবস্থা করেছিলেন বলে দেখা যায়।

এ ধরনের ব্যবস্থার প্রচলন সর্বপ্রথমে দেখা যায় পীর কাহিনীগুলিতে। সত্যপীর হিন্দু নারায়ণ এবং মুসলমানের হক্ মওলার অবতার বা প্রতিনিধিরূপে সৃষ্ট। পীর সাহিত্যের পরে রচিত গাযী-কাহিনীর ওপর এই প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়। খোদা বখ্শ রচিত কাব্যের প্রথম দিকেই দেখা যায় যে, সেকান্দর বাদশাহ্ সাগর জরিপ করতে গিয়ে রাঘব-বোয়ালের মুখে পড়ে বিপন্ন হলে খোদ আল্লাহ্‌র মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে।

"মরিবেক সেকন্দর ডর নাহি তাতে। দুইজন কাফের তবে রহিল ত্রিজগতে ॥
পাতাল ভুবনে আছে জঙ্গ অধিকারী। না মানে নবির দ্বীন করে অহঙ্কারি ॥
ব্রাহ্মণ নগরে আছে মটুক রাজন। দুর্জন কাফের বাপু এই দুই জন ॥
* * * * * *
জুলহাউস নামে পুত্র হৈবে উহার ঘর। সেহিসে তুড়িবে যায়া পাতাল সহর ॥
ছোট পুত্র হৈবে উহার নাম বড় খাঁ গাযী। ব্রাহ্মণ নগর তুড়িবে দিয়া দাগাবাজি ॥"

—১ পালা।

জুলহাউস নিরুদ্দেশ হলে ওসমা বিবির ক্রন্দনে আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠলে—

"সাহেব বলেন জীবরীল জাহ মক্কার মাঝারে। বড়খাঁ গাযীকে যায়া আনহ দরবারে ॥
* * * * * *
সালাম করিয়া গাযী দাঁড়াইল জোড় করে। সাহেব বলেন জাহ জনম লইবারে ॥
বৈরাট নগরে আছে শাহা সেকন্দর। তাহার ঘরে আছে ওসমা সুন্দর ॥
নিরুত্তরে কান্দে বিবি পুত্র হারাইয়া। তাহার ঘরেতে জন্ম তুমি লহ জায়া ॥"

—১১ পালা।

এতে দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দু উপাখ্যানের জন্মান্তরবাদের অন্ধ অনুকরণে এখানে গাযীপীরকে মক্কা শরীফ থেকে 'ডিপুটেশনে' আনানো হয়েছে। সেই সঙ্গে আল্লাহ্‌কেও মোটামুটি সক্রিয় ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। চিল-কাকের আক্রমণ থেকে কচি বাচ্চাগুলিকে রক্ষা করার জন্য মুরগী যেমন সতত উদ্গ্রীব থাকে তেমনি নায়কের সামান্যতম বিপদেও আল্লাহ্ তাঁর সক্রিয় হস্ত প্রসারিত করে দেন। তবে রক্ষা এই যে, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর মতো আল্লাহ্‌কে কোনো যুদ্ধবিগ্রহে সরাসরি টেনে আনা হয়নি।

১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে হরিদেব রচিত রায়মঙ্গল কাব্যের কিছু কিছু প্রভাবও আলোচ্য গাযীকাহিনীতে দেখা যায়। দক্ষিণরায়ের আদেশে তাঁর ভাই কালুরায় ব্যাঘ্রসেনাকে মৃগরূপে রূপান্তরিত করে হিজলীর নৃপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন বলে দেখা যায়। আলোচ্য গাযীকাহিনীতে গাযীপীর বাঘের দলকে মৃগের পরিবর্তে দুম্বাতে পরিণত করেছিলেন এবং দুম্বারূপী বাঘের দল স্বরূপ ধারণ করে মটুক রাজাকে পরাজিত করেছিল।[১]

হিন্দু পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ছাড়া আরও অনেক কাব্যের প্রভাব গাযীকাহিনীতে দেখা যায়। এগুলির মধ্যে মোহাম্মদ কবীর রচিত 'মধুমালতী' (রচনাকাল ১৫৮৮ খ্রিঃ) কাব্যের যথেষ্ট প্রভাব গাযীকাহিনীতে দেখা যায়। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :[২]

কঙ্গিরা রাজ্যের নৃপতির একমাত্র পুত্র মনোহর। তাঁর বয়স যখন পনের বছর, তখন তাঁর পিতা সূর্যভান পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ অবলম্বনে মনস্থ করেন। যথাসময়ে অভিষেক কার্য সমাপ্ত হলে মনোহর ক্লান্তদেহে উদ্যানে এক পালঙ্কে শয়ন করে নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়েন।

সে-রাতে একদল 'পরীজাদী' মহারস রাজ্যের উপর দিয়ে কঙ্গিরা রাজ্যের দিকে উড়ে যাবার সময় উদ্যানে এক পালঙ্কের উপর নিদ্রারতা রাজকন্যা মধুমালতীকে দেখতে পায়। রাজা বিক্রম অভিরামের একমাত্র কন্যা মধুমালতী। তাঁর সৌন্দর্য অতুলনীয়। যেতে যেতে পরীরা কঙ্গিরা রাজ্যে নিদ্রিত

১. হরিদেবের রায়মঙ্গল, সাহিত্য প্রকাশিকা, ৪র্থ খণ্ড, ১৩২ পৃ:। সম্পাদক শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল।
২. এ কাহিনী ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রচিত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে গৃহীত (৯৯-১০৩ পৃঃ)। তিনি এ কাহিনী একটি হস্তলিখিত (অপ্রকাশিত) পুঁথি থেকে সংগ্রহ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

মনোহরকে দেখে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, এঁদের দুজনের মধ্যে কার রূপ-লাবণ্য অধিক। রূপ যাচাই করার জন্য তারা নিদ্রিত মনোহরকে পালঙ্ক সমেত তুলে নিয়ে—

"কন্যার পালঙ্ক পাশে কুমার পালঙ্ক। পরীসব থুইল নিয়া ধীরে এক সঙ্গ।"

দু'জনকে একসঙ্গে রেখে পরীরা দূরে চলে গেল। রজনীর শেষভাগে মনোহর ও মধুমালতী উভয়েই জেগে উঠলেন। নিজের শয্যায় পাশে অসাধারণ রূপবান এক ভিন্ন পুরুষকে দেখে রাজকন্যার বিস্ময়ের সীমা নেই। আর মনোহর তাঁর সামনে অপরূপ রূপবতী এক কন্যাকে দেখে 'মনে চিন্তে প্রতেক্ষ কিবা দেখি এ স্বপন'। তাঁর সমনে 'জৌবনি মাতলি কন্যা হেলি পড়ে' অবস্থায় দেখে কুমার ভাবেন, 'এ কন্যা মানবী নহে অপছরী জেহ্ন'। দু'জনের আলাপ পরিচয়ের সুত্রে কুমার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেন,

"আর কি নাম তোহ্মা কহত সুন্দরী। উড়িল পাঞ্জর শুয়া রাখ বন্দী করি ॥"

কুমারের বাক্য শ্রবণে কন্যার সুপ্ত বাসনা জাগ্রত হল। নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে মধুমালতী বললেন,

"দরশনে প্রাণ মোর রহে কিবা ধাএ। না জানম পরশিলে আর কিবা হএ ॥"

তারপর শুরু হল পরস্পরের প্রেম নিবেদনের পালা। গভীর প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ তাঁরা অঙ্গুরী বদল করলেন, বদল করলেন পালঙ্ক। তারপর,

"দোঁহজনে প্রেমানন্দে নিশি উজাগর। নিদ্রাও মোহিত পড়ে পালঙ্ক উপর ॥"

পরীজাদীরা ফিরে এসে তাঁদেরকে নিদ্রিত অবস্থায় পেয়ে কন্যার পালঙ্কে শায়িত কুমারকে পালঙ্কসহ তুলে নিয়ে তাঁর নিজ স্থানে রেখে এল।

পরদিন প্রত্যুষে নিজ নিজ স্থানে জাগরিত হয়ে তাঁরা ভাবতে লাগলেন', 'এ স্বপ্ন, না সত্য'? কিন্তু অঙ্গুরী ও পালঙ্ক দেখে তারা চিন্তা করতে লাগলেন,

"যদি আহ্মি হেনরূপ দেখিতু স্বপনে। পাইলু নিশান কেহ্নে দিলু কোন জনে ॥
প্রতেক্ষ দেখিত যদি তবে কেহ্নে নাই। তবে কেহ্নে অঙ্গুরী পালঙ্ক মোর ঠাঁই ॥"

অনেক ভাবনা-চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর তাঁদের প্রতীতি হল যে, এ ঘটনা সত্য, স্বপ্ন নয়। তখন তাঁরা একে অন্যকে লাভ করার জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন। অনেক সাধনার পর তাঁদের মিলন হল। সেই সঙ্গে মনোহর স্ত্রীরূপে পেলেন জটবহর রাজ চন্দ্রসেনের কন্যা পায়মাকেও।

আলোচ্য গাযীকাহিনীতেও প্রায় একই ধরনের ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে গাযী-চম্পার প্রথম সাক্ষাতের বেলায়। মধুমালতী কাব্য যে আরব্য উপন্যাস বা ইরানী উপাখ্যনের প্রভাবে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর আগে পরীর সাহায্যে খাটসহ নিদ্রিত মানুষকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার উপাখ্যান বাংলা-সাহিত্যে ছিল বলে দেখা যায় না। আলোচ্য গাযীকাহিনীতে ধৃত এই উপাখ্যানটি যে ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত মধুমালতী কাব্যের প্রভাবে রচিত হয়েছে, তাতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

ইসলামধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচ্য গাযীকাহিনীর বিশেষ উদ্দেশ্য হলেও এর রোমান্টিক দিকটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। বস্তুতঃ সাধারণ পাঠকের কাছে এ গ্রন্থ মোটামুটিভাবে একটি প্রেমের কাহিনীরূপেই অধিক পরিচিত। কালুর বিয়েতে কোনো ঘটা নেই। কিন্তু জুলহাউস ও গাযীর প্রণয় ও পরিণয়ের উপাখ্যান সমগ্র গাযীকাহিনীকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে।

বাঙলার সুলতান আলা-উদ্-দীন হোসেন শাহ্‌র (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রিঃ) দরবারে আশ্রয় গ্রহণকারী জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ্ শর্কীর সঙ্গে আগত ও তাঁর সভাকবি কুতবন নামক এক প্রভাবশালী কবি ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে 'অবধী বা পূর্ব হিন্দি' ভাষায় 'মৃগাবতী' নামক একটি অতি উল্লেখযোগ্য প্রেমকাহিনী রচনা করেছিলেন। এই কাব্যের কোনো সরাসরি প্রভাব গাযী-কাহিনীতে পড়েছিল কিনা, তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও এই কাব্য ও মোহাম্মদ কবীর রচিত 'মধুমালতী' কাব্যের অনুসরণে

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি দ্বিজ পশুপতি কর্তৃক রচিত 'বিশ্বকেতু ও চন্দ্রাবলী' কাব্যের বিশেষ প্রভাব যে আলোচ্য গাযীকাহিনীতে পড়েছিল, তাতে কোনো সংশয় নেই। কাহিনীটি নিম্নরূপ :[১]

কনকানগরের নৃপতি অশ্বকেতুর একমাত্র পুত্র বিশ্বকেতু শিকারে গিয়ে এক মায়ামৃগীর আকর্ষণে পড়েন। রত্নপুরের রাজা কর্ণসেনের পাঁচ কন্যা ইন্দ্রেয় সভায় নর্তকী। কনিষ্ঠা কন্যা চন্দ্রাবলী ইন্দ্রের প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় ইন্দ্রকর্তৃক শাপগ্রস্তা হয়ে সেই মৃগীরূপ ধারণ করে বার বছর ধরে বনে বিচরণরতা ছিলেন। বার বছর শেষ হতে চলেছে এমন সময় বিশ্বকেতু সেই মায়ামৃগীকে দেখে তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। মৃগী প্রাণভয়ে কামসরোবর নামক জলাশয়ে পড়ে গিয়ে জলে ডুব দিলে শাপমুক্তা হয়ে পূর্বদেহ ফিরে পেলে বিশ্বকেতু কুমারী চন্দ্রাবলীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে তাঁর প্রেমে পড়ে যান। চন্দ্রাবলী আপন পরিচয় দিয়ে আকাশপথে চলে গেলেন। কুমার তাঁর জন্য সেখানে অপেক্ষারত থাকেন। বৎসরান্তে বিশেষ তিথিতে রাজকুমারী তাঁর ভগ্নীদেরকে সঙ্গে করে কামসরোবরে স্নান করতে আসেন। কিন্তু কুমারকে ধরা না দিয়ে আবারও চলে যান। পর বছর একই তিথিতে আগের মতো তাঁরা স্নান করতে এলে কুমার লুকিয়ে থেকে চন্দ্রাবলীর বস্ত্রহরণ করলে তিনি ধরা দিতে বাধ্য হন এবং ভগ্নীরা চলে যান। চন্দ্রাবলী কুমারকে বিয়ে করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলে সরল বিশ্বাসে কুমার চন্দ্রাবলীকে দাসীর হেফাযতে রেখে বিয়ের সওদা করতে এবং পিতা-মাতাকে সংবাদ দিতে গেলে চন্দ্রাবলী দাসীকে ভাওিয়ে নিজ বস্ত্র তার কাছ থেকে উদ্ধার করে সেই বস্ত্রের সাহায্যে আকাশপথে উড়ে চলে গেলেন।

কুমার ফিরে এসে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনে চন্দ্রাবলীর সন্ধানে বের হয়ে পড়লেন। পথে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হলেন এবং সেগুলি কাটিয়ে উঠে এক গভীর অরণ্যে এসে চিত্রমালা নামক এক অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যাকে রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার করে তাঁকে পত্নীরূপে লাভ করেন। সেখানে কিছুদিন থেকে কুমার আবারও পথে বের হয়ে পড়েন চন্দ্রাবলীর উদ্দেশ্যে। নানা বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে কুমার চন্দ্রাবলীর সঙ্গে মিলিত হন। তাকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে রথ থামিয়ে চিত্রমালাকে সঙ্গে করে নিয়ে দুই বধূসহ পিতা-মাতার কাছে বার বছর পরে ফিরে আসেন।

এই প্রণয় কাহিনীর যথেষ্ট প্রভাব গাযীকাহিনীতে পড়লেও মূল কাহিনীর চেয়ে কাহিনীবিস্তারেই এই প্রভাব অধিক লক্ষণীয়। বিশ্বকেতুর শিকার কাহিনী ও জুলহাউসের শিকার কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়, সাদৃশ্য দেখা যায় চিত্রমালার কালিকা পূজা ও চম্পাবতীর কালিকা পূজা বর্ণনায়। এ রকম আরও অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। এসব সাদৃশ্য শুধু কাহিনীগত নয়, ভাষাগতও বটে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত নাথ-সাহিত্যের ময়নামতির গান, মানিকচন্দ্রারাজার গান, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস প্রভৃতি কাব্যেরও কিছু কিছু প্রভাব দেখা যায় গাযী উপাখ্যানের কাহিনী-বিস্তারে। রাজা গোপীচন্দ্র তাঁর মাতা ময়নামতির সিদ্ধিলাভকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। এগুলির মধ্যে ছিল ময়নামতিকে আশিমণ ফুটন্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ, বস্তাবন্দি করে পাথর বেঁধে তাঁকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা, তুষের নৌকাতে করে বৈতরণী নদী পার হওয়া, জ্বলন্ত জতুগৃহে আবদ্ধ থেকে সেখান থেকে অক্ষত দেহে বের হয়ে আসা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক পরীক্ষা। পরীক্ষগুলি শুধু নির্মম নয়, অস্বাভাবিকও বটে। প্রায় একই ধরনের অস্বাভাবিক ও অমানুষিক নির্যাতনের দৃষ্টান্ত দেখা যায় নিরীহ বালক গাযীপীরের প্রতি তাঁর পিতা কর্তৃক।

হেলুমীরা নামক জনৈক রচিত একদিল শাহ্ কাব্যের কিছু কিছু প্রভাব আলোচ্য গাযীকাহিনীতে দেখা যায়। কেরামতির সাহায্যে একদিল শাহ্ ব্রাহ্মণ নসিরাম রাজা ও ব্রাহ্মণ নিমাই রাজাকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। অনুরূপভাবে কেরামতির মাধ্যমে গাযীপীর চাঁপাইনগরের ব্রাহ্মণ শ্রীরাম রাজা ও ডিমসরা রাজাকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। গাযীকাহিনীর 'বৈরাটনগর' ও 'চাঁপাইনগর' নাম দুটিও একদিল শাহ্র কাহিনী থেকে ধার করা হয়েছে বলে মনে হয়। গাযীর জন্ম-বৃত্তান্ত দেখে মনে হয় যে, এতে হিন্দু দেবদেবীকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন উপাখ্যানের যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও একদিল শাহ্র জন্ম-বিবরণের প্রত্যক্ষ প্রভাব এতে অনেক বেশি পরিমাণে আছে।

---

১. গ্রন্থকারের কাছে রক্ষিত দ্বিজ পশুপতি রচিত বিশ্বকেতু ও চন্দ্রাবলী কাব্যের একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও একটি মুদ্রিত পুঁথি থেকে এ কাহিনী তুলে ধরা হল।

ভাষা

এখানে ঠিক ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে না (তা পরে আলোচিত হয়েছে।)। এখানে আছে কুম্ভিলকত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা এবং মধ্যযুগের সাহিত্যে তা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, বিশেষ করে ভাষার ক্ষেত্রে।

কবি খোদা বখ্শের কাব্যে কুম্ভিলকত্বের এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় দ্বিজ পশুপতি রচিত "বিশ্বকেতু ও চন্দ্রাবলী" কাব্যের। গাযীকাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন অসংখ্য পদ আছে যেগুলি দ্বিজ পশুপতির কাব্যের প্রায় হুবহু নকল।

দ্বিজ পশুপতির কাব্যের নায়ক বিশ্বকেতুর নিবাস 'কনকানগর' এবং খোদাবখ্শের কাব্যের নায়ক বড়খাঁ গাযীর নিবাস 'বৈরাটনগর'। এ দুটি স্থান বর্ণনায় উভয় কবির রচনা নিম্নরূপ :[১]

"পশুপতির রচনা (সংশোধিত পাঠ)	খোদা বখশের রচনা (সংশোধিত পাঠ)
পশ্চিম দেশেতে রাজ্য কনকানগর।	"পশ্চিম দেশেতে রাজ্য সহর বৈরাট।
দেখ (?) শত বৎসরের পথ দীর্ঘ পরিসর ॥"	নব শত প্রহরের পথ পুরিখান ঠাট ॥"

বিশ্বকেতুর মাতা সুলক্ষণী ও গাযী পীরের মাতা ওসমা বিবির রূপ-বর্ণনায় আছে :

"কাঞ্চন দর্পন কন্যার এ মুখমণ্ডল।	"কাঞ্চন দর্শন কন্যার ই মুখ মণ্ডল।
রজতের নঞান তাতে করে ঝলমল ॥	রজতের নঞান তাতে করে ঝলমল ॥
	* * *
কেশরী জিনিঞা মাজা হিয়া পরিসর।	কেশরী জিনিঞা মাজা হিয়ার পরিসর।
উচ্চ দুই কুচ শোভে তাহার উপর ॥	পূর্ণ দুই কুঞ্চ শোভে তাহার উপর ॥
হিয়ায় না ধরে কুচ করে টলমল।	হিয়াএ না ধরে কুঞ্চ ক'রে টলমল।
ছিড়িয়া পড়িতে চাহে গাছের শ্রীফল ॥"	ছিড়িয়া পড়িতে চাহে গাছের ডেকল ॥"

চিত্রমালা ও চন্দ্রবলীর কালিকাপূজার বর্ণনায় আছে :

"শুনহ মালিনা সই দ্রব্যজাতের নাম কই	"শুনহ মালিনী সই দ্রব্যজাতের নাম কই
তাতে তুমি দিয়া রহ মন।	তাতে তুমি দিয়া যাও মন।
* * *	* * *
পাথর সনে করে যুদ্ধ তার রক্তে পূজা শুদ্ধ	পাথরের সঙ্গে করে যুদ্ধ তাহার রক্তে পূজা শুদ্ধ
যতনে তাহাক নিও মূল ॥	যতনে তাহাক লেহ মূলে॥
শুক্ল গঙ্গার জল আকাশের জলফল	শুকান গঙ্গার জল আকাশের জাএ ফল
আর নিহ গগনের গোটা।	আর লেহ আকাশের গোটা।
ফুল ফল নাহি জাত সিহগাছে নিহ পাত	ফুল ফল নাহি জাত আন সেহি গাছের পাত
কালিকা পূজিব সর্বথা ॥	কালী পূজা করিব সর্বথা ॥
* * *	* * *
অকুলীন কুলীন চিনি চম্পা নামে নিহ কিনি	অকুল কুলীন চিনি চম্পা নামে লেহ কিনি
যার পিণ্ডে তুষ্ট দেবগণ ॥"	জাহার পিণ্ডে তুষ্ট দেবগণ ॥"

এ রকম ভাষাগত সাদৃশ্যের আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। উভয় কবির কাব্যকে পাশাপাশি তুলনা করলে দেখা যায় যে, যখনই সুযোগ মিলেছে খোদাবখ্শ্ নির্দ্বিধায় পশুপতির রচনা ধার করে নিজের রচনা বলে চালিয়ে দিয়েছেন।

এ রকম আরও একটি কাব্যের প্রভাব দেখা যায় খোদাবখশের কাব্যের উপর এবং তা হচ্ছে হেলুমিরা রচিত 'একদিল শাহর' পুঁথি। যথা,

একদিল শাহর পুঁথি (সংশোধিত পাঠ)	খোদাবখশের পুঁথি (সংশোধিতে পাঠ)
মায়ার জাল বিষম জাল এড়ান না জাএ।	"মায়ার জাল বিষম জাল প্রেমের উরানকুর ॥
মর্ছ জেন জালেত বাঝিয়া প্রাণ হারাএ ॥	মায়ার জালে বাজিয়াছে ভাল ভাল চাতুর ॥

১. গ্রন্থকারের কাছে রক্ষিত একদিল্ শাহ্ পুঁথির হস্তলিখিত একটি পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃতিগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

মায়ার জাল বিষম জাল কামনির পাশ।	*মায়ার জাল বিষম জাল কামনির পাস।*
কোলেত বসিয়া বাঘিনী খাইছে মহারস ॥	*বুকেতে বসিয়া রাক্ষসি খাএ সাস ॥*
* * *	* * *
থোড় কলা বাদুড়ে খাইল কলা ডাঙ্গর নএ।	থোড় কলা বাদুরে খাইলে কলা ডাঙ্গর নএ।
মধু ফুরাইলে ভাণ্ড গড়াগড়ি রএে ॥"	কাঁচা বাঁশে লাগিলে ঘুন কতই ভর সএে ॥"

যাত্রাকালে শুভাশুভ বর্ণনায় আছে,

"দধি নেও দধি নেও ডাকে গোয়ালিনী।	"দধি লহ দধি লহ ডাকে গোঙালিনি।
পুষ্পের পশার লইয়া ভেটিল মালিনী।	পুষ্পের পসার লয়া ভেটিল মাইলানি ॥
জাত্রাকালে ধেনু বাছা সমুক্ষে দাঁড়াএ।	জাত্রাকালে ধেনুর বাছা সামনে দাঁড়াএ।
গজ কান্ধে মাহুত আসি অঙ্কুশ শোহাএ ॥	জাত্রাকালে মাহুত আসি অঙ্কুস বাজাএ ॥
ডাহিনে বামে সুমঙ্গল দেখি নিত্যগিদ।	ডাহিন বামে সুন্দর দেখিল নির্তগিদ।
সদবা নারীর কাক্ষে কলস পূর্ণিত ॥"	সদবা নারীর কাকে কলসে পূর্ণিতা ॥

এই দুই কাব্যের মধ্যে এ রকম ভাষা ও বর্ণনাগত সাদৃশ্যের আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে।

দ্বিজপশুপতি ও হেলুমীরার কাব্যের সঙ্গে খোদা বখশের কাব্যের ভাষাগত সাদৃশ্যের এসব বিশেষ দৃষ্টান্তের কথা বাদ দিলেও সাধারণভাবে এই দুই কবির বিশেষ করে হেলুমীরার ভাষার যথেষ্ট প্রভাব খোদা বখশের কাব্যে দেখা যায়।

কৃষ্ণরাম দাস রচিত রায়মঙ্গল কাব্যের ভাষার কিছু কিছু প্রভাব খোদাবখশের কাব্যে দেখা যায়। বিশেষ করে কৃষ্ণরামের কাব্যে যেসব হিন্দি-উর্দু বাক্য আছে সেগুলির প্রায় হুবহু অনুকরণেই খোদাবখশ তাঁর কাব্যে হিন্দি-উর্দু বাক্য ব্যবহার করেছেন।

হালুমীর ও অন্যান্য কবির রচনা

হালুমীরের কাব্যের কাহিনী সম্বন্ধে নতুন করে কিছুই বলার নেই। কারণ, হালুমীরের কাহিনী খোদা বখশের কাহিনীরই সংক্ষিপ্ত রূপ। কাহিনী পরিকল্পনায় হালুমীরের উপরে কারো প্রভাব যদি পড়ে থাকে তবে তা খোদ বখশেরই, অন্য কারোর নয়। এ বিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

হালমীরের কাব্যের ভাষাও খোদাবখশের কাব্যেরই ভাষা। তাঁর কাব্যের অর্ধেকের চেয়েও বেশি পদ খোদাবখশের কাব্য থেকে সরাসরি আমদানি করা। বাকি পদগুলির ভাষাও খোদাবখশের ভাষারই অনুরূপ। অতএব হালুমীরের কাব্য নিয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আবদুর রহীম ও আবদুল গফুরের কাহিনী যে খোদাবখ্‌শ্‌ ও হালুমীরের কাহিনীরই সংক্ষিপ্ত রূপ সে সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। অতএব এ বিষয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই।

খ. সমসাময়িক ও পরবর্তী সাহিত্যের উপর গাযীকাহিনীর প্রভাব

কৃষ্ণহরিদাস-তাহের মামুদ সরকার রচিত সত্যপীর পুঁথির সঠিক রচনাকাল জানা যায়নি। ডক্টর সেনের মতে, এ কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত হয়েছিল। খুব সম্ভব খোদা বখ্‌শের গাযীকাহিনীর পরবর্তী রচনা এই পুঁথি।

দুটি ভিন্নমুখী চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটার ফলে গাযীকাহিনীর সঙ্গে কৃষ্ণহরিদাসের সত্যপীর কাহিনীর মূল কাঠামোগত মিল নেই। কিন্তু সত্যপীর কাহিনীর বিস্তারে ও ভাষায় খোদাবখশের গাযীকাহিনীর অসাধারণ প্রভাব দেখা যায়।

কাহিনীবিস্তরে দেখা যায়, সত্যপীর বসন্তরাজার দেশের প্রজা ভাঙ্গিয়ে এনে কুলবনে নগর স্থাপন করেছিলেন এবং এ কাজটি তিনি করেছিলেন প্রজাদের দুঃস্বপ্ন দেখিয়ে, ব্যধিদের দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ করিয়ে। গাযীকাহিনীতেও প্রায় একই ঘটনা আছে। সেই সঙ্গে আছে গাযীপীরের সোনাপুর শহরের অধিবাসীদের সঙ্গে সত্যপীর প্রতিষ্ঠিত শহরের অধিবাসীদের বর্ণনার সাদৃশ্য।

মাতা সন্ধ্যাবতীকে ছেড়ে সত্যপীর মালঞ্চা ভুবনে যেতে চাইলে মাতা রাজী হলেন না এবং রাত জেগে পুত্রকে আগলিয়ে রাখলেন। অগত্যা পীর নিদ্রালী দেবীকে ডেকে আনিয়ে মাতাকে নিদ্রামগ্ন করে গোপনে চলে গেলেন। যাত্রাকালে পিঞ্জরের শুয়া পাখি পীরকে বাধা দিলে তিনি পাখিকে প্রবোধ দিয়ে চলে গেলেন। ঠিক একই ধরনের ঘটনা আলোচ্য গাযীকাহিনীতেও আছে। পুত্রকে না দেখে সন্ধ্যাবতী বিলাপ করতে লাগলেন। প্রায় একই ধরনের বিলাপ গাযীর মাতা ওসমা বিবির মুখেও শোনা গেছে গাযীপীরের ফকির হয়ে যাওয়ার পরে। নামে কিছু বিভিন্নতা থাকলেও দু'জন দাসীর অস্তিত্ব একই সময়ে উভয় কাহিনীতেই দেখা যায়। সত্যপীর গাযীপীরের মতো সংসার ছেড়ে ফকির হয়ে যাননি, তিনি গিয়েছিলেন বিরূপ মাতামহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তাতে তাঁর এই সাময়িক অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যাবতীর এত ঘটা করে বিলাপের প্রয়োজন ছিল না। খুব সম্ভব গাযীকাহিনীর অন্ধ অনুকরণে এটি করা হয়েছিল।

মালঞ্চা যেতে অনেকগুলি গ্রাম পড়ল সত্যপীরের পথে এবং তা গাযীপীরের সোনাপুর ছেড়ে ব্রাহ্মণনগরে যাওয়ার বর্ণনার মতোই। সত্যপীর মালঞ্চায় গিয়ে প্রথমে রাজার কাছে সন্ন্যাসীর বেশে দেখা দিলেন এবং পরে ফকির সেজে গেলেন মাতুলানীদের সঙ্গে দেখা করতে। গাযীকাহিনীতে দেখা যায়, কালু প্রথমে সন্ন্যাসীর বেশে এবং পরে ফকিরের বেশে গিয়েছিলেন মটুক রাজার কাছে গাযী-চম্পার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

কারাগারে বন্দি সত্যপীরকে আল্লাহ্ মুক্ত করেন ফেরেশতার মাধ্যমে ফুলে লেখা এক নাম পাঠিয়ে। গাযীকাহিনীতে পাতালপুরীতে সর্পদের নিকট বন্দী জুলহাউসকে প্রায় অনুরূপ উপায়েই আল্লাহ্ মুক্ত করেছিলেন। এটি গাযীকাহিনীর প্রভাবে সত্যপীর কাহিনীতে স্থান পেয়েছিল বলে মনে হয়। রাজা মৈদলব কর্তৃক সত্যপীরকে নির্যাতন করার প্রক্রিয়াগুলি গাযীকাহিনী থেকে সরাসরি আমদানি করা হয়েছিল বলে মনে হয়। সত্যপীরকে মারার জন্য তাঁর গলায় পাথর বেঁধে জলে নিক্ষেপ করা হল, আল্লাহ্র রহমতে পাথর সোনার ভেলা হয়ে গেল। প্রায় একই ধরনের বর্ণনা গাযীকাহিনীতেও দেখা যায়।

মটুক রাজার মুসলিম-বিদ্বেষ আর মৈদলব রাজার মুসলিম-বিদ্বেষ প্রায় একই রকমের। এ বিষয়ে তাঁদের সম্পর্কে প্রজাদের ধারণাও প্রায় একই রকম। মৈদলব রাজার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচ্য গাযীকাহিনীর মটুক রাজার চরিত্রের অনুকরণে হয়েছিল বলে মনে হয়। সত্যপীর কাহিনী-বিস্তারে গাযীকাহিনীর প্রভাবের আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে।

এই দুই কাহিনীর মধ্যে ভাষাগত মিলও যথেষ্ট আছে এবং সেই সঙ্গে সত্যপীর গ্রন্থে এমন অনেক পদ আছে যেগুলি গাযীকাহিনীতে প্রায় হুবহু দেখা যায়। যেমন,

"খোদা বখশের কাহিনী (সংশোধিত পাঠ)	সত্যপীর কাহিনী (সংশোধিত পাঠ)
মায়ের কান্দনে নিভাইল অগ্নিজ্বলে।	"সন্ধ্যার ক্রোন্দনে গাবিনী গাব ছাড়ে।
নবীন বৃক্ষের পত্র সেহ ঝুরে পড়ে ॥"	নবীন বৃক্ষের পত্র সেহ ঝুরে পড়ে ॥'

অন্যত্র,

"কিবা রাত্রি কিবা দিন কান্দেন জননি।	"পুত্র শোগে তনু মোর ধড়পড় করে।
ডেঙ্গুর হারায়া জেন ফিরিছে বাঘিনী ॥'	ডেঙ্গুর হারায় যেন বাঘিনি ডোকরে ॥'

এ ধরনের আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। সত্যপীরের মুখ দিয়ে কিছু হিন্দু-উর্দু কথা বলানো হয়েছে। গাযীকাহিনীতেও অনুরূপ হিন্দি-উর্দু কথা আছে এবং এগুলি গাযীকাহিনীর অনুকরণেই সত্যপীর কাহিনীতে স্থান পেয়েছিল বলে মনে হয়।

দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে মুসলমানের একতরফা বিজয়াভিযানকে কেন্দ্র করে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে দুটি কাব্য রচিত হয়েছিল। কাব্য দুটি হচ্ছে মোহাম্মদ খাতের রচিত 'বোনবিবি জহুরনামা—নারায়ণীর জঙ্গ ও ধনা দুখের পালা' ও মোহাম্মদ বয়নদ্দিন রচিত 'বন বিবির জহুরানামা ও ধনা দুখের পালা'। এ দুটি কাব্য আলোচ্য গাযীকাহিনী দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

বনবিবি কাহিনীতে গাযীকাহিনীর ভাষার কোনো প্রভাব নেই। এ দুটি কাব্যের ভাষা ইসলামী বাংলা ভাষা অর্থাৎ গরীবুল্লাহ-সৈয়দ হামজার দোভাষী সাহিত্যের কৃত্রিম বাংলা ভাষা, গাযীকাহিনীর বাস্তবধর্মী বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা নয়। কিন্তু কাহিনী ও চরিত্র রূপায়ণে গাযীকাহিনীর অসাধরণ প্রভাব দেখা যায় এ দুটি কাব্যে। নিম্নে কাহিনী দুটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

খাতের রচিত 'বোনবিবি জহুরানামা—নারায়ণীর জঙ্গ ও ধনা দুখের পালা'

নাতিদীর্ঘ বন্দনা ও কাব্য রচনার কারণ বর্ণনার পর কাহিনী আরম্ভ। মক্কা শহরে বেরাহীম নামে এক ফকিরের স্ত্রীর নাম ফুলবিবি। তাঁরা নিঃসন্তান। আঁটকুড়ে নাম ঘুচাবার জন্য বেরাহীম মদীনাতে রসুলের গোরে গিয়ে সন্তান প্রার্থনা করলে রসুল 'হাতফে আওয়াজ' দিয়ে বেরাহীমকে বললেন, 'ফুলবিবির পেটে কিন্তু ছেলে হবে নাই'। বিবিকে এ সংবাদ জানিয়ে বেরাহীম দ্বিতীয়বার বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে বিবি এ শর্তে অনুমতি দিলেন, 'তবে দেই হুকুম যদি দেওগো করার'। করার প্রশ্নে 'বিবি বলেন সে কথা না কহিব এখন'। তখন,

"বেরাহীম কহে বিবি করিনু করার। চাবে যাহা কবার পুরা করিব তোমার ॥"

মক্কা শহরে 'শাহ্ জলীল' নামক এক ফকিরের কন্যা 'গোলাল বিবি'-র সঙ্গে বেরাহীমের বিয়ে হলে আল্লাহ্‌র আদেশে বেহেশত থেকে 'বনবিবি' ও 'শাহ জঙ্গলি' বিবির উদরে জন্ম নিবার জন্য প্রেরিত হলেন এবং তাঁদেরকে বলা হল,

"রায় গাযী জোরওয়ার আঠার ভাটিতে। তোমাদের জহুরা হইবে সেখানেতে ॥"

গোলালবিবি যখন আসন্নপ্রসবা তখন বেরাহীমের পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে—

"ফুলবিবি কহে এহি চাহি তেরা পাস। গোলাল বিবিকে তুমি দেহ বনবাস ॥"

বেরাহীমের মাথায় যেন বজ্রপাত হল। কিন্তু নিরুপায় বেরাহীম গোলাল বিবিকে বনে নিয়ে গিয়ে নিদ্রিত অবস্থায় ফেলে চলে এলেন। বিবি ঘুম থেকে উঠে স্বামীকে না পেয়ে আল্লাহ্‌কে ডাকতে লাগলেন।

আল্লাহ্ তাঁর কাছে চারজন হুর পাঠালেন এবং এদের সাহায্যে বিবি একটি কন্যা ও একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। দুটি সন্তানকে জঙ্গলের মধ্যে একাকী প্রতিপালন করা সম্ভব নয় বলে বিবি পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য কন্যাটিকে পরিত্যাগ করলেন এবং জঙ্গলে আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বনের হরিণী এসে পরিত্যক্তা কন্যাটিকে দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখল। সত বছর কেটে গেল। অনুতপ্ত বেরাহীম এসে স্ত্রী গোলাল বিবি ও পুত্র শাহ্ জঙ্গলীকে দেখে তাঁদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে চললেন। পথে কন্যা বনবিবির সঙ্গে দেখা হল। তিনি তখন—

"হেকে বলে কোথা যাও শা জঙ্গলি ভাই। মা বাপের ডেরে আর প্রয়োজন নাই ॥
এক সঙ্গে ছিনু মোরা ভাই বহিনেতে। আমাদের জহুরা হবে আঠার ভাটিতে ॥"

এ কথা বলে তাঁরা মা-বাপকে বুঝিয়ে জঙ্গলে রয়ে গেলেন এবং মদীনাতে গিয়ে 'হাসানের আওলাদ হইতে মুরিদ হইয়া' বিবি 'ফাতেমার গোরে জিয়ারত' করে আঠার ভাটিতে তাঁদের মাহাত্ম্য প্রচারের অনুমতি চাইলে বিবি ফাতেমা এ শর্তে অনুমতি দিলেন আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আঠার হাজার আলমের—

"তাহ সবাকার দর্দমা বলে যে ডাকিবে তোমারে। দয়াবান হয়ে তুমি উদ্ধারিবে তারে ॥"

শর্ত মেনে নিয়ে 'নবীজির রওজা মোবারক' যিয়ারত করে তাঁর খেলাফতের চিহ্নস্বরূপ 'খেলেকাটুপি' লাভ করে তিনি চললেন আঠার ভাটির পথে।

'লোটা সোটা তসবি নিয়া রওয়ানা হইয়া' তাঁরা হিন্দুস্তানের পূর্বদিকে অবস্থিত আঠার ভাটির এক প্রান্তে অবস্থিত গঙ্গানদী অতিক্রম করে 'ভাঙ্গর শাহা' নামক এক দরবেশের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করলে—

"ভাঙ্গর বলেন মাগো শুন মনদিয়া। এইত ভাটির দেশে পৌঁছিলে আসিয়া ॥
এই খানে দক্ষিণ রায় ভাটির ঈশ্বর। নানা শিষ্য কৈল সেই বনের ভিতর ॥
* * * * * *
পহেলা যাইয়া তুড়ে ডাল এ সকল। তবে মাগো ভাটি দেশ হইবে দখল ॥
* * * * * *
তাবাদে জুড়িতে গিয়া করিবে আসন। সেথা হইতে আগে না বাড়িবে কদাচন ॥"

ভাঙ্গর শাহর উপদেশ মতো তাঁরা 'বাদাবন' অধিকারে অগ্রসর হলেন। জুড়ি নামক স্থানে এসে শাহ জঙ্গলী আজান দিলেন। 'রায়মণি' আজানধ্বনি শুনে 'ডরেতে গিরিয়া' গিয়ে তাঁর অনুচর সনাতনকে অনুসন্ধান করতে আদেশ দিয়ে বললেন,

"বরখান বন্ধু যেই তার হাক নহে এই
দোছবা আইল কেহ আর।
তাড়াইয়া দেহ তারে কোথা হৈতে আইল বেড়ে
হাক মারে সরহর্দে আমার ॥"

সনাতনের কাছে সংবাদ সংগ্রহ করে রায়মণি এই অনধিকার প্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর 'ভূতপ্রেত দেও-দানো' প্রভৃতিদের নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলে তাঁর জননী 'নারায়ণী' স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের যুদ্ধ অসমীচীন হবে একথা বলে পুত্রের বদলে নিজেই গেলেন বনবিবির সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

দু'জনের মধ্যে চলল তুমুল যুদ্ধ। দিনান্তে বনবিবি মুল্লযুদ্ধে নারায়ণীকে কাবু করে তাঁকে ভূমিতে ফেলে হত্যা করতে উদ্যত হলে নারায়ণী কাতর হয়ে বললেন,

"প্রাণদান দেহ মোরে না মার আমার তরে
দাসী হয়ে রহিব তোমার।
আঠার ভাটির বিচে অধিকার যে যে আছে
সবশুদ্ধা হৈল তাবেদার ॥
আজ হৈতে তুমি রাজা আমরা তোমার প্রজা।
তুমি কর্তা হৈলা আমাদের।
তোমার দোহাই দিব তাবেদার হয়ে রব
হরবাতে খেদমতে হাজের ॥"

বনবিবি তাঁকে রেহাই দিলেন। অতঃপর সমগ্র ভাটি অঞ্চলে তিনি ঘুরে বেড়ালেন। সঙ্গে তাঁর ভাই জঙ্গলী। সেখানে 'বাদা বসাইয়া' 'মোম মধু বনে পয়দা' করার ব্যবস্থা করলেন এবং সমগ্র ভাটি অঞ্চল তাঁর অধিকারে না রেখে—

"কেঁদো খালি দিল বিবি দক্ষিণা রায়েরে। নাহি যায় যেখানে দখল করিবারে ॥
এইরূপে বনের প্রধান যত ছিল। বাটরা করিয়া বিবি সবাকারে দিল ॥
যার যে সরহদ্দ লিয়া রহেন সবায়। কেহ কার সরহদ্দে নাহি আর যায় ॥"

ভাটি অঞ্চলে এমনি করে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে বনবিবি 'ভুরকুণ্ডে' গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।

'চৈত্র মাসেতে হয় মধুর সৃজন।' 'ধোনাই' নামক এক বিত্তশালী লোকের বসতি ছিল 'বারিজাহাটি' নামক গ্রামে। সে সপ্তডিঙ্গা সাজিয়ে ভাটি অঞ্চলে গেল মোম-মধু সংগ্রহ করতে। যাবার আগে একই গ্রামের এক দরিদ্র বিধবার পুত্র 'দুখে' নামক এক বালককে নানা প্রলোভন দেখিয়ে সঙ্গে করে নিল। যাত্রাকালে দুঃখিনী মাতা পুত্রকে উপদেশ দিল বিপদ-আপদে 'বনবিবির' নাম স্মরণ করতে।

ভাটির দেশে এসে ধোনাই দক্ষিণরায়ের উদ্দেশ্যে পূজা-বলিদান করেনি বলে রায়মণি সব মোমমধু 'ছাপাইয়া' রাখলেন, রাত্রে স্বপ্নযোগে রায় ধনার কছে এসে নিজ পরিচয় দিয়ে বললেন, ' ... ওরে ধনা বহুদিন হৈল। নরবলি পূজা মোরে কেহ নাহি দিল ॥' তিনি ধনার কাছ থেকে তা পেলে তাকে 'সাত ডিঙ্গা মোম দিব তোমার তরেতে ॥" এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধনাকে ভয় দেখিয়ে—

"রায়মণি বলে বেটা যদি ভাল চাও। দুখেরে আমায় দিয়া মধু লিয়া যাও ॥"

অনেক বাদানুবাদের পর ধনাই দুখেকে দিতে সম্মত হল। নৌকার মধ্যে যখন এসব কথাবার্তা চলছিল তখন দুখে জেগেই ছিল। সে আতঙ্কিত হয়ে বনবিবিকে স্মরণ করলে তার কাতর আহ্বানে 'আঠার ভাটিতে আমি সবার মা' বনবিবি দুখের মায়ের মায়ারূপ ধারণ করে তার কাছে এসে নিজ পরিচয় দিয়া তাকে কোলে তুলে নিয়ে 'রায়মণির হাত হইতে লিব উদ্ধারিয়া' এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলেন। ধনাই এর কিছুই জানল না।

পরদিন 'লাখে লাখ মধুচাক' ভেঙ্গে 'সাতডিঙ্গা বোঝাই' করে ধনা বাড়ি ফিরে চলল এবং কেঁদোখালীতে শুকনা কাঠ সংগ্রহ করার মিথ্যা অজুহাতে দুখেকে জোর করে ডাঙ্গায় তুলে দিয়ে নৌকা ছেড়ে বাড়ি চলে গেল এবং সেখানে গিয়ে বলল যে, দুখেকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

এদিকে

"বিপাকে পড়িয়া দুখে কান্দে উতরায়। খাড়ি থেকে রায়মণি দেখিবারে পায় ॥
হইয়া রাক্ষস বেটা বাঘের আকার। চলিল দুখের তরে করিতে আহার ॥"

'বিষম দুরন্ত বাঘ' দেখে দুখে প্রাণভয়ে 'মা বলিয়া গিরে ভূমি তলে।' তার কাতর আহ্বানে বনবিবি শাহ্ জঙ্গলীকে নিয়ে ভুরকুণ্ড থেকে এক নিমিষের মধ্যে বায়ুভরে কেঁদোখালীতে দুখের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাকে কোলে তুলে নিলেন। তাঁর আদেশে শাহ্ জঙ্গলী—

"মারিল রায়ের মুণ্ডে বজ্র চাপড়। খাইয়া বিষম চড় হইয়া ফাপর ॥
ছুটিল দক্ষিণ মুখে জান বাঁচাইয়া। পাছে পাছে জঙ্গলী চলিল খেদাইয়া ॥"

দক্ষিণ রায় প্রাণ ভয়ে নদী-নালা ঝাড়-জঙ্গল ইত্যাদি অতিক্রম করে এক 'দরিয়া' পার হলেন এবং হাঙ্গর-কুমিরদেরকে জঙ্গলীর পিছনে লেলিয়ে দিলে শাহ্ জঙ্গলী তাদেরকে 'নিপাত' করে দরিয়া অতিক্রম করে রায়কে ধাওয়া করলে,

"দেখে রায় পেয়ে ভয় সেথা হৈতে ছুটে। হাযির হইল এসে গাযীর নিকটে ॥

রায়ের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে গাযী বনবিবির পরিচয় দিয়ে বললেন, 'বনবিবি নাম তিনি ভাটির ঈশ্বর'। একথা শুনে—

"রায় কহে গাযী ভাই শুন কহি বাণী। বোনবিবি তিনি (?) আমি নাহি চিনি ॥"

ঠিক সে সময়ে শাহ্ জঙ্গলী এলেন সেখানে। আতঙ্কিত দক্ষিণরায় গাযীর আশ্রয় প্রার্থনা করলে গাযী উঠে দাঁড়িয়ে শাহ্ জঙ্গলীকে সালাম জানিয়ে তাঁর ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করলে শাহ্ জঙ্গলী 'কাফেরের সঙ্গে দুস্তি' করার জন্য গাযীকে তিরস্কার করলেন। গাযী তাঁকে বুঝিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত রায়কে সঙ্গে করে বনবিবির নিকট উপস্থিত হলেন এবং বনবিবির প্রশ্নের উত্তরে নিজ পরিচয় দিয়ে—

"গাযী বলে বরখান নাম যে আমার। আমার বাপের নাম শাহা সেকেন্দর ॥"
"মেহেরবানি করিয়া হযরত নবী আপে। সুলতানের শাহী দিয়াছিল মেরা বাপে ॥
জায়গীর পাইয়া আমি আসি ভাটিশ্বরে। চিনিয়া না চিন বিবি তুমি মোর তরে ॥

গাযীর কথা শুনে বনবিবি ক্রোধভরে বললেন,

"তুমি যদি অলি আল্লাহ আছ এখানেতে। তবে কেন মানুষেরে খায় রাক্ষসেতে ॥
আউলিয়া করিয়া তুঝে পাঠাইল সাঁই। করিবে হামেসা তুমি বান্দার বালাই ॥
তাহা না করিয়া মিলে ভূতের সঙ্গেতে। মারহ মানুষ গরু বনের বিচেতে।"

উত্তরে বনবিবির সঙ্গে দক্ষিণরায়ের মাতা নারায়ণীয় যুদ্ধ ও পরে মিতালির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে

"গাযী বলে শুন মাগো কহি পানাতলে। মা হইয়া গালি নাহি দেহ ভূত বলে ॥
বুঝে দেখ এ বাতে রহিয়া যাবে খোটা। ভূত বল যার তরে সেহি তোমার বেটা ॥"

বনবিবি পূর্ব কথা স্মরণ করে লজ্জিত হয়ে বললেন,

"দেলের বিচেতে আমি বুঝিনু এখন। একবেটা ছিল দুখে হৈল তিনজন ॥
তিন ভায়ে এবে তবে কর মেলামেলি। গাযী উঠে শুনে তবে করে কোলাকুলি ॥"

রায়ও দুখেকে 'ভাই ভাই বলিয়া লইল কোলেতে'। বনবিবির কথায় গাযীকে সাতগাড়ি ধন দিবেন বলে রায় কথা দিলেন। আর—

"রায় বলে মোমমধু আমার সৃজন। আঠার ভাটির মধ্যে এই মোর ধন ॥
যাহা চাবে তাহা আমি দিব অনাসে। লে যাবার দায় থাকে পাবে ঘরে বসে ॥"

গাযীপীর ও দক্ষিণরায় বনবিবিকে সালাম জানিয়ে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। ভুরকুণ্ডে বনবিবির আশ্রয়ে দুখে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগল। দুখের মায়ের কান্না শুনতে পেয়ে বনবিবি দুখেকে কুমিরের পিঠে করে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন এবং ধনার সঙ্গে বিবাদ না করে তার কন্যাকে বিয়ে করতে নির্দেশ দিলেন। বনবিবির দয়ায় দুখের মা ভালো হয়ে গেলেন। বনবিবির নামে শিরনী করে দুখে সবাইকে ডেকে খাওয়াল এবং 'দুখে হইতে বনবিবি হৈল যাহির'।

গাযীর দয়ায় দুখে সাত কড়া ধন পেল এবং দক্ষিণরায় দিলেন তাকে প্রচুর কাঠ। দুখে বানালো 'আমিরানা শান' বাড়ি। বাগ-বাগিচা তৈরি ও দিঘি-পুষ্করিণী খনন করা হল। দুখে হল সে স্থানের চৌধুরী। ধনাইর কন্যা 'চম্পার' সঙ্গে দুখের বিয়ে হল মহা জাঁক-জমকের সঙ্গে। পুত্রবধূকে দেখে খুব খুশি হলেন দুখের মা।

"তারপর পাকাইয়া ক্ষীর গোস্ত ভাত। বনবিবির নামে কত করিয়া খয়রাত ॥
মা মা বলে ডাকে দুখে কাতর হইয়া। শ্বেত মক্ষী হয়ে বিবি পৌঁছিল আসিয়া।
* * * * * *
বিবি তখন বধূ দেখে দোয়া করে তায়। বোলে কয়ে দুখের বিদায় হয়ে যায় ॥"

বয়নদ্দিন রচিত বনবিবির জহুরানামা ও ধনা দুখের পালা

সংক্ষিপ্ত বন্দনার পর কাহিনী আরম্ভ। কলিঙ্গা নগরের ধনাই নামক এক 'নাইয়া' মোমমধু সংগ্রহের জন্য সপ্তডিঙ্গা সাজিয়ে দক্ষিণে ভাটির দেশে যাবার কালে এক গরিব বিধবার একমাত্র সন্তান দুখে নামক এক বালককে নানা প্রলোভন দেখিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। বিদায়ের কালে দুখের মা বনবিবিকে স্মরণ করে তাঁর চরণে পুত্রকে সঁপে দেন।

ধনা ভাটি অঞ্চলে গিয়ে সারা বন খুঁজেও 'একখানি চাক কেহ দেখিতে না পাইল'। রাত্রে দক্ষিণ রায় স্বপ্নে ধনার কাছে এসে 'তাকে সাত নায় মোমমধু বোঝাই করিয়া' দিবার প্রস্তাব করলেন এবং বিনিময়ে দুখেকে চেয়ে বসলেন। ধনা ইতস্তত করলে রায় তাকে ভয় দেখিয়ে বললেন,

"ডুবাইব সাত নাও বাঘ দেখাইব। ধনে প্রাণে ধনা তোরে মজাইয়া দিব।"

'সাত-পাঁচ ভাবি ধনা' রায়ের প্রস্তাব মেনে নিল। নৌকায় শায়িত দুখে সব কিছু শুনে ভয় পেয়ে বনবিবিকে স্মরণ করলে তার শিওরে এসে—

"বনবিবি দয়া করে কহে বাছাধন। আমি রৈতে তোকে ধরে খাবে কোনজন ॥
যখন আসিবে রায় মারিতে তোমায়। সেই সমে মা বলিয়া ডাকিও আমায় ॥
* * * * * *
মাতা বলে ও বাছা না কান্দিও আর। বনরক্ষা হেতু আছি হুকুমে আল্লাহর ॥
অঠার ভাটির মধ্যে আমি সবার মা। মা বলে যে ডাকে তার দুঃখ থাকে না ॥"

এর পরের খাতেরের কাহিনীর মতোই 'কেন্দখালীতে' ধনা দুখেকে ফেলে গেলে 'বাঘরূপে রায়মণি আইল তখন' এবং বনবিবি এসে দুখেকে কোলে তুলে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর আদেশে তাঁর ভাই শাহ্ জঙ্গলী বাঘরূপী রায়কে বজ্র চাপড় মারলে রায় পালাতে লাগলেন এবং শাহ্ জঙ্গলী তাঁর পিছনে ধাওয়া করে মুদগরের আঘাতে তাঁর মাথা 'দুই ফাঁক' করে দিলেন। প্রাণ ভয়ে সাগর-নদী, ঝাড়-জঙ্গল অতিক্রম করে 'ডরেতে অস্থির রায় কাঁদিতে লাগিল। গাযী যেন্দার হুযুরেতে হাযির হইল ॥' সেখানে—

"বসে আছেন বড় খাঁ গাযী কালু দস্ত যোড়া। সামনেতে সাত বাঘ রহিয়াছে খাড়া ॥
হিন্দুলবরণ তনু সোনার সামিয়ানা। নূরের পুতুলমত শরীর কাঁচা সোনা ॥

শাহা সেকেন্দার বাদশা আল্লা যারে রাজি। তাহার বেটা চাঁদে ছটা শাহা বড় খাঁ গাযী ॥
দুনিয়া বেড়িয়া তাম্বু দিল যেই জন। মানিক পরশ আদি বেশুমার ধন ॥
বসিয়াছে গাযি যেন্দা রূপের মুরারি। চৌদা হাজার বাঘ আছে যাহার প্রহরী ॥
ময়ুর মৃণালে কালু বাও করে গায়। হেনকালে উপনীত দক্ষিণের রায়।"

গাযীর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে 'অজ্ঞান হইয়া রায় পড়ে কদমেতে'। রায়ের 'মুণ্ডভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা' দেহ দেখে গাযী 'এছম আজম' পড়ে রায়ের উপর হস্ত 'বুলাইলে' ভাঙ্গা মুণ্ড ঠিক তক্তার আকার ধারণ করল এবং 'সেই জন্য দক্ষিণা রায়ের মুণ্ড নাই। তক্তার আকৃতি মুণ্ড দেখে সবে ভাই ॥' জ্ঞান ফিরে এলে রায় সব কথা গাযীকে বর্ণনা করলেন। গাযী রায়কে প্রবোধ দিতে গেলে রক্তচক্ষু শাহ্ জঙ্গলী এসে সেখানে হাযির। গাযী তাঁদেরকে নিয়ে গেলেন বনবিবির কাছে এবং খাতেরের কাহিনীর মতোই সেখানে মীমাংসা হল এবং দুখে প্রভুত সম্পদের অধিকারী হয়ে ধনার মেয়েকে বিয়ে করে বনবিবির শিরনী দিয়ে সুখে বাস করতে লাগল।

এই হল মোটামুটিভাবে বনবিবির 'জহুরা' অর্থাৎ মাহাত্ম্য প্রচারের কাহিনী। এ কাহিনী পড়ে মনে হয় যে, এক হিসাবে এটি আলোচ্য গাযীকাহিনীরই সম্প্রসারিত রূপ। গাযী উপাখ্যানের রোমান্টিক ভাবধারা বাদ দিলে আর যা থাকে, তা হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারের কাহিনী। আর বনবিবির কাহিনীরও প্রতিপাদ্য বিষয় হল দক্ষিণবঙ্গের আঠার ভাটি (অর্থাৎ একই) অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য মক্কা শরীফ থেকে বনবিবি ও শাহ্ জঙ্গলীকে এখানে আমাদানি করা হয়েছে এবং গাযীও এ-কাহিনীর একটি প্রধান চরিত্র।

হিন্দু ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের স্থলে মুসলিম আমলের মুসলিম ব্যাঘ্রপীর বড়খাঁ গাযীর সৃষ্টি হয়েছিল এবং বড়খাঁ গাযীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এঁদের দু'জনের মধ্যে প্রথমে সংঘর্ষ ও পরে মীমাংসা হয়েছিল এবং এ বিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই নিষ্পত্তির পরেও একটি শূন্যস্থান ছিল এবং তা ছিল শক্তিরূপিনী একজন স্ত্রীদেবতার। স্থানীয় লৌকিক দেবী হিসেবে তিনি ছিলেন চণ্ডীরই আর এক রূপ বনদেবী। এই বনদেবীর স্থলে শক্তিরূপিনী একজন মুসলিম মহিলা পীর-দেবতার প্রয়োজনে লোকমানসে সৃষ্ট হয়েছিলেন এই বনবিবি। 'বনরক্ষা হেতু' সৃষ্ট এই বনবিবি দক্ষিণ রায় ও গাযীপীরের উভয়েরই আরাধ্যা।

বনবিবিকে নিয়ে রচিত এ কাহিনী যে গাযীকাহিনীর বিশেষ প্রভাবে সৃষ্ট, তাতে সংশায়ের কোনো অবকাশ নেই।

গ. ভাষা ও অলঙ্কার

এদেশে তুর্কি অধিকার প্রতিষ্ঠার একদম গোড়া থেকেই মুসলিম রাজশক্তির প্রশাসনিক ভাষা ছিল ফারসি এবং মুসলমানের (বহিরাগত ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত) ধর্মীয় ভাষা ছিল আরবি। বর্তমান বাংলা ভাষায় আড়াই হাজারেরও অধিক আরবি-ফারসি শব্দ আছে। অথচ মুসলিম আমলে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিন শ বছরেরও অধিককালের মধ্যে রচিত বাংলা সাহিত্যের যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে, আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ সেখানে প্রায় নেই বললেও চলে। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, শ্রী কৃষ্ণকীর্তন, মনসা মঙ্গল ইত্যাদি কাব্যে যে দু' চারটি আরবি-ফারসি শব্দ দেখা যায়, সেগুলিকে ব্যতিক্রম (exception) হিসাবেই ধরা যেতে পারে খুব স্বাভাবিক ও সাধারণ প্রয়োগ হিসাবে নয়। সে যুগের মুসলিম-অমুসলিম প্রায় সব কবির রচনায়ই এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবহার দেখা যায়। সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচনায় আরবি-ফারসি শব্দের উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সময়ের মুসলিম কবিদের রচনায়ও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনে অতি স্বাভাবিক কারণেই যথেষ্ট আরবি-ফারসি শব্দের প্রচলন ছিল বলে তাদের ভাষায়ও তার প্রতিফলন ঘটার কথা। সে কারণে মুসলিম কবিদের রচিত সাহিত্যে ইসলাম

ধর্ম ও মুসলমানের কাহিনী সংক্রান্ত রচনায় অতি সঙ্গত কারণেই অধিক আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ হবার কথা অথচ ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত সাহিত্যে তার ব্যতিক্রমই দেখা যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর পরে বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুধু মুসলিম নয়, অমুসলিম কবিদের রচনায়ও তা ঘটতে থাকে। অন্যান্যের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণরাম দাস ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের বিশেস উল্লেখ এখানে করা যেতে পাবে। স্থান বিশেষে বিশেষ পবিবহ সৃষ্টির জন্য তাঁরা প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ সময়ের অনেক মুসলিম কবির রচনায় আরবি-ফারসি শব্দের সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রয়োগ দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সৈয়দ সুলতান, মোহাম্মদ খান, দৌলত উজির বাহ্‌রাম খান, শুকুর মাহমুদ প্রমুখ কবির রচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দোভাষী সাহিত্যের ভাষা বা ইসলামি বাংলা নামে এক বিচিত্র ভাষার প্রচলন ঘটে। দক্ষিণ রাঢ়ের ভুরসুট-মান্দারণ অঞ্চলের কবি শাহ্ বা ফকির গরিবুল্লাহ্ (আনুমানিক ১৬৭৫-১৭৬৫ খ্রিঃ) ছিলেন এই ভাষার প্রবর্তক। তাঁরই কবি-শিষ্য সৈয়দ হামজা নামক একজন প্রতিভাশালী কবিসহ অসংখ্য মুসলিম কবি পরবর্তীকালে এ ভাষায় কাব্য রচনা করেন। মুসলিম সমাজের একটি বিরাট অংশে এ ভাষার প্রভাব বেশ ব্যাপকভাবে পড়ে। এ পর্যন্ত এ ভাষায় রচিত কাব্যের সংখ্যা প্রায় আড়াইশ হবে বলে পণ্ডিতদের অভিমত।

কবি গরীবুল্লাহ রচিত 'ইউসুফ জেলেখা' কাব্য থেকে এ ভাষার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হল :

"জেলেখা ইউসুফে দেখে খোসাল অন্তরে। সালাম করিয়া খাড়া রইল হুজুরে ॥
জেলেখা বলে তিন সাল এই হালে। হেরিয়া সপনে তুঝে জিউ মেরা জ্বলে ॥
কোথায় গুযরান তেরা নাহি জানি নাম। কোথায় বসতি তেরা বাড়ি কোন গ্রাম ॥
আমাকে করিয়া দাসী লয়ে যাও সাথে। তোমাকে উচিত নহে মোরে ছেড়ে যেতে ॥
না যাও না যাও নাথ আমাকে ছাড়িয়া। যদি যাও প্রাণ মোর লেহ নেকালিয়া ॥
এইরূপে কতদিন গোযারিয়া যায়। মুল্লুকের কারবার ইউসুফ চালায় ॥
নেকপাক ইউসুফ জেলেখা দুই জন। ইউসুফ হইবে বাদশা নির্বন্ধ লিখন ॥
এক রোজ রায়হানা সাহা খোসালিত দেলে। পিয়ার করিয়া বাত ইউসুফেরে বলে ॥
পয়গাম্বর জাদা তুমি পেয়ার সবার। আক্কেল ওকুফ বড় দেখিনু তোমার ॥
বাদসার রায়েক তুমি নির্বন্ধ কপাল। আল্লার মকবুল তুমি ইউসুফ জামাল ॥
মেছের মুল্লুকে তুঝে জানে সববাই। আমার বদলে তুঝে সুপিনু বাদসাই ॥"

বাংলা ভাষায় ভালভাবে প্রচলিত হয়েছে এমন সব শব্দ ছাড়াও এ ভাষায় প্রচলিত হয়নি এমন অসংখ্য আরবি-ফারসি শব্দও তিনি আমদানি করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ওকুফ' (আরবি বিজ্ঞতা),'মুকবুল' (আরবি গ্রহীত), 'নেক পাক' (ফারসি ধার্মিক), 'জামাল' (আরবি সুন্দর), 'জাদা' (ফারসি পুত্র), 'পয়গম্বর' (ফারসি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ) 'বদলে' (ফারসি পরিবর্তে) ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ করা যায়। তা ছাড়া, এ ভাষায় আছে :

১. আরবি-ফারসি শব্দের নাম ধাতু রূপে ব্যবহার। যেমন, উপরের উদ্ধৃতি 'গোযারিয়া' শব্দ ফারসি 'গুযরান' (= অতিবাহিত হওয়া) ও 'খোসলিত' শব্দ ফারসি 'খোসহাল' (= আনন্দদায়ক অবস্থা) শব্দ থেকে নামধাতু রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।
২. হিন্দি ধাতুর ব্যবহার। যেমন, উপরের উদ্ধৃতির 'নেকালিয়া' শব্দ হিন্দি 'নিকাল' (বের হওয়া) শব্দ থেকে ধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে একই গ্রন্থে 'লহু কেন গিরিতেছে', 'ইউসুফেধে ভেজে দেহ' বাক্য দুটিতে 'গিরিতেছে' হিন্দি গির (পতিত হওয়া) ও ভেজে হিন্দি ভেজ (প্রেরণ করা) শব্দ দুটি থেকে ধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এরকম আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে।
৩. হিন্দি-উর্দু শব্দের বাহুল্য। উপরের উদ্ধৃতিতে 'তুঝে', 'জিউ', 'মেরা', 'তেরা', 'পিয়ার', 'বাত', 'লায়েক', 'সাল', 'হল' ইত্যাদি ও গ্রন্থের অন্যত্র ব্যবহৃত এ ধরনের অসংখ্য শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪. বিভিন্ন বাংলা, আরবি, ফারসি, হিন্দি ও উর্দু শব্দের উপসর্গ ও অনুসর্গরূপে ব্যবহার। উপরের উদ্ধৃতিতে একমাত্র 'হুযুরে' (আরবি নিকটে) শব্দের অস্তিত্ব দেখা যায়। অন্যত্র 'বরাবর' (ফারসি মত), 'তরে' (বাংলা অনুসর্গ গৌণ ও মুখ্য কর্মে কে বিভক্তির অর্থে), 'খাতিরে' (আরবি, উদ্দেশ্যে অর্থে), 'বেগর' (আরবি, 'বঘায়ের' থেকে বেগর = বিনা অর্থে) ইত্যাদি বহু শব্দের অনুসর্গ ও উপসর্গরূপে ব্যবহার দেখা যায়।

৫. ফারসি বহু বচনের 'আন' বিভক্তি আরবি, ফারসি ও বাংলা শব্দে প্রয়োগ। উপরের উদ্ধৃতিতে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই। তবে অন্যত্র 'বন্দিয়ান' (বন্দিগণ), 'বন্ধুয়ান' (বন্ধুগণ), 'চাকরান' (ভৃত্যগণ), 'বাঘওয়ান' (বাগানসমূহ) ইত্যাদি শব্দের বহুবচনের ব্যবহার দেখা যায়।

মুসলিম সাহিত্যসেবীদের এক বিরাট অংশ এই ইসলামি বাংলা ভাষা দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও অনেক মুসলিম কবি-সাহিত্যিক এর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উত্তর বঙ্গের ঘোড়াঘাট অঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকগণ।

কবি খোদা বখশের ভাষা

শাহ্ গরীবুল্লাহ সৈয়দ হামজার পরবর্তী লোক হলেও ভাষা বিচারে শেখ খোদা বখ্শ্ ছিলেন মোটামুটিভাবে দোভাষী সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত একজন বলিষ্ঠ কবি। তিনি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন সত্য কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে অর্থাৎ ভাবের সার্থক প্রকাশের জন্য তিনি যথেষ্ট আরবি-ফারসি ও হিন্দি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেসব আরবি-ফারসি বা হিন্দি উর্দু শব্দ বাঙালি মুসলমানের ভাষায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তিনি সেগুলিকে প্রয়োজনমতো নির্দ্বিধায় তার কাব্যে স্থান দিয়েছেন এবং কোনো অপ্রচলিত বা অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত আরবি-ফারসি বা হিন্দি-উর্দু শব্দকে জোর করে আমদানি করেননি। একজন ইসলাম প্রচারক ও ধর্মযোদ্ধার কাহিনীতে প্রয়োজনীয় মুসলিম পরিবহ সৃষ্টির খাতিরে তিনি এসব আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। তাতে একদিকে যেমন তাঁর ভাষার গতি-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রয়েছে, অন্যদিকে ভাবের বাহনরূপে তা রয়েছে অনাবশ্যক জটিলতামুক্ত। দোভাষী সাহিত্যে প্রচলিত ও অপ্রয়োজনীয় আরবি-ফারসি ও হিন্দি-উর্দু শব্দের অনাবশ্যক প্রয়োগ ও অন্যান্য কারণে এবং তথাকথিত বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় অতি প্রচলিত ও অতি প্রয়োজনীয় আরবি-ফারসি শব্দের একচেটিয়া বর্জনের ফলে যে কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে, খোদা বখশের ভাষায় তা নেই। সে কারণে তাঁর ভাষাকে বাস্তবধর্মী ভাষা বলা যেতে পারে। কিন্তু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কাহিনীর প্রারম্ভেই আছে,

"বন্দনা করিনু গুরু তুমি গুরু কল্পতরু
তোমার মহিমা সে অপার।
আল্লা আল্লা বল ভাই যে নামেতে গুনা নাই
সে নামে আখেরে হইব পার ॥
আল্লার নাম করি সার মোহাম্মদ গলার হার
পরে বন্দ গাযী পীর দিওয়ান।
গাযীর মহিমা যত তাহাবা কহিব কত
তাহা জানে পাক সোবহান ॥"

এখানে যে ৪৪টি শব্দ আছে, সেগুলির মধ্যে নাম বাদ দিলে মাত্র ৮টি ছাড়া বাকি সবই খাঁটি বাংলা শব্দ। এগুলির মধ্যে আরবি আল্লা, আখেরে, দিওয়ান ও সোবহান এবং ফারসি গুনা, পীর ও পাক শব্দ বাংলা ভাষায় বিশেষ করে, মুসলিম সমাজে সুপরিচিত। মুসলিম পরবহ সৃষ্টির জন্য এগুলির ব্যবহার হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে।

গ্রন্থের মাঝামাঝি অংশে আছে,

"ধড়ফড় করে কন্যা বলে হাএ হাএ। উভে গ্রাসিতে চাহে হস্তে নাহি পাএ ॥
চক্ষে চক্ষে গাযীর সঙ্গে হৈল দরশন। কান্দিয়া রাজার কন্যা হৈল অচেতন ॥

ধরিয়া লইল কোলে যতেক ব্রাহ্মণী। চেতন করাইল কন্যাকে মুখে দিয়া পানি ॥
চম্পা বলে সমুখে না রহ একজন। খানিক বসিয়া করি গঙ্গা দরশন ॥
সমুখ ছাড়িয়া তবে একভিত হৈল। গাযী আর চম্পার তবে দীদার হইল ॥
গ'লে বসন দিয়া চম্পা সালাম করিল। হস্ত তুলি সাহেব গাযী দোওয়া ফরমাইল ॥"

এখানে প্রথম ৮ পদে একটিও আরবি-ফারসি বা হিন্দি-উর্দু শব্দ নেই। শেষের ৪ পদে দীদার, সালাম, সাহেব, দোওয়া ও ফরমাইল এই ৫টি ছাড়া বাকিগুলি সবই বাংলা শব্দ। ফারসি 'দীদার' (= দর্শন) শব্দ বাংলা ভাষায় খুব প্রচলিত নয় এবং 'ফরমাইল' শব্দ ফারসি 'ফরমান' (= আদেশ) শব্দকে ধাতুরূপে ব্যবহার করে 'আই' কৃৎ প্রত্যয় যোগে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানে দোভাষী সাহিত্যের কিছু প্রভাব দেখা যাচ্ছে এবং এ সম্পর্কে পরে আলোচনা আছে। বাকি ৩টি শব্দ যথা সালাম, সাহেব ও দোওয়া বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত।

গ্রন্থের একেবারে শেষে আছে,

"এহিমত প্রকারে আপন ঘরে গেল। প্রভাতে উঠিয়া সবে অজিফা পড়িল ॥
আল্লার দরগাত সবে মোনাজাত ভেজিয়া। বাহিরে বসিল বাদশা পাত্র মিত্র লয়া ॥
পঞ্চগোলা ধন লুটাএ আনন্দ হইয়া। পঞ্চগোলার কেতার দিলেন কাটিয়া ॥
* * * * * *
বস্ত্রদান অন্নদানে অনেক করিল। হস্তের অঙ্গুলে টাকা অনেক ছিটাইল ॥
শতে শতে গাভিদান অতিথেক দিল। পুত্র দেখিয়া বাদশা বড় খোশ হইল ॥
মা এর কোলে তিন ভাই আনন্দে রহিল। পুত্র পায়া দুখতাপ সব দূরে গেল ॥"

এখানে উদ্ধৃত ১২টি পদের মধ্যে অজিফা, আল্লা ও মোনাজাত (আরবি), দরগাত, বাদশা ও খোশ (ফারসি) এবং ভেজিয়া (হিন্দি) এই ৭টি শব্দ ছাড়া বাকি সবই বাংলা শব্দ। মুসলিম পরিবহ সৃষ্টির বিশেষ উদ্দেশ্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

ব্যাকরণ

খোদা বখশের ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু বলার নেই। পাণ্ডুলিপিতে কবির যে ভাষায় পরিচয় পাওয়া গেছে সেটিকে প্রায় আধুনিক ভাষাই বলা যেতে পারে। মাঝে মাঝে অবশ্য মধ্যযুগে প্রচলিত বানান-পদ্ধতির কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কিন্তু তা খুব ব্যাপক নয়। যেমন,

"হশ্‌তে করি নিল কর্ন্ন্যা ভাটা ভরি পাঁন। মাধবি চলনে জাএ গাযির বির্দ্দমান ॥
চাম্পাক থুইয়া গেল ভাউজ সাত জোন। নিদ্রাএ আছেন গাযী না পাএ চৈতন ॥
দারের কপাট কর্ন্ন্যা দিলেন টানিঞা। জাগরোন হৈল গাযি চৈতন পাইঞা ॥
চক্ষে চক্ষে চায়া চম্পা খলখল হাসে। ছার্ল্লাম করিয়া বৈসে সামির বাম পাশে ॥"

—৪০ পালা।

এখানে হশ্‌তে (হস্তে), কর্ন্ন্যা (কন্যা), জাএ (যায়), বির্দ্দমান (বিদ্যমান), নিদ্রাএ (নিদ্রায়), পাএ (পায়), টানিঞা (টানিয়া), পাইঞা (পাইয়া), ছার্ল্লাম (সালাম) ইত্যাদি শব্দগুলির বানানের কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে এটিকে আধুনিক বাংলা ভাষা বলা যেতে পারে।

গ্রন্থে মধ্যযুগীয় বানান-পদ্ধতি এবং ক্রিয়াপদ ব্যবহারের আরও কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল : 'সেকান্দরের কর্ন্নেতে পড়িল উড়াঙ দিয়া', (২ পালা), 'আইলাম তোমার গ্রিহে গোঙাইতে রাতি।' (৪ পালা), 'অকসাত উর্ত্তরিল হাউসের নিঙরে।' (৫ পালা), 'তোমাকে বোলঙ সুদন সুন মোর কথা'। (১৩ পালা), 'পাখা পাঙ তোমার পাশ পড়ো উড়াঙ দিয়া' (৪০ পালা), 'নৈতন কঙল তনু বির্জ্জলির ছটা।' (২৫ পালা) ও 'নহে ঘাড়ে পাক দিয়া দর্প করঙ চুড়।' (৩৪ পালা)। এসব দৃষ্টান্তে কর্ন্নেত (কণেতে) উড়াঙ (উড়াও =উড্ডয়ন), গ্রিহে (গৃহে), গোঙাইতে (গোয়াতে, কাল যাপন করতে), নিঙড়ে (নিঅড় নিয়রর =নিকট) বোলঙ (বলি), পড়ো (পড়ি), নৈতন (নূতন), কঙল (কমল বা কোমল) ও করঙ (করি) ইত্যাদি শব্দগুলির বানান পদ্ধতি ও ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহারে মধ্যম যুগের প্রভাব দেখা যায়।

কিন্তু এ ধরনের ব্যবহর খুব ব্যাপক নয়। তবে যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে বিনাব্যতিক্রমে 'রেফ'-এর ব্যবহার আছে। আর যুক্ত 'ন' বা 'ণ' সর্বত্রই 'মূর্ধণ্য' 'ণ'। যেমন পুণ্য, কর্ণ, শূন্য ইত্যাদি শব্দ যথাক্রমে পুর্ন্ন, পুর্ণ্ন্য, কর্ণ্ন্য ও সুর্ণ্ন্য বা শুর্ণ্ন্যা রূপে দেখা যায়। এসব ও অনুরূপ দৃষ্টান্ত বাদ দিলে খোদা বখশের ভাষাকে মোটামুটিভাবে আধুনিক ভাষাই বলা যেতে পারে।

কারক, বিভক্তি ইত্যাদি প্রয়োগে মধ্যযুগীয় কিছু কিছু প্রভাব খোদা বখশের রচনায় দেখা যায়। কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকে সাধারণত 'কে' বিভক্তির প্রয়োগ প্রচলিত। মধ্যযুগের কাব্যে কে স্থলে ক বিভক্তির প্রয়োগ প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় এবং খোদা বখশের কাব্যেও তা প্রায়ই বিদ্যমান। যেমন 'অনাথেক কিমতে আপনি দিবা দোষ।' (বন্দনা), 'ওসমাক বিভাকরি' (১ পালা), 'মহারানিক পুষ্প দিয়া উর্ত্তম সিদা পাইল।' (৫ পালা) 'কহর দায়রাত গাজিক দেহত ডালিয়া।' (১৫ পালা), 'এমত করিয়া বাপুক না বদিও প্রাণো' (৩৫ পালা), 'চম্পাক থুইয়া গেল ভাউজ সাত জোনে।' (৪০ পালা), 'তাহাক দেখিয়া পুস্প বিকসিত হইল'। (৫১ পালা) ও 'ওসামা বিবি পুত্রবদুক লইল পরছিয়া' (৫৮ পালা)। তবে কে বিভক্তির প্রয়োগই বেশি।

করণ কারকও অধিকরণ কারকে সপ্তমীর 'তে' বিভক্তির ব্যবহারই খোদা বখশের কাব্যে সাধারণত দেখা যায়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ভাষার অনুসরণে 'তে'-এর স্থলে 'ত'-এর ব্যবহারও দেখা যায়। যেমন, 'বাদসার কর্ন্ন্যেৎ আওয়াজ আইল তখন।' (২ পালা), 'দেও বিনা পাতালেত পির নাহি কেও' (৪ পালা), 'হাউসের কর্ন্ন্যেৎ তবে উড়াঙ দিয়া পৈল।' (৮ পালা) 'কোন দিন সরিরেত হৈল কোন মোড়া' (১১ পালা), 'ডালেত বসিয়া তারা করে মধুপান।' (২৪ পালা) ও 'রাত্রেত পাইলাম নিধি হারাইলাম বিহানে।' (৪৭ পালা)।

শব্দ গঠনে কবি খোদাবখশের খুব কৃতিত্ব আছে বলা না গেলেও নতুন নতুন শব্দ গঠনের কিছু দৃষ্টান্ত তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিধনিঞা (নির্ধন), নিপুত্রিয়া (অপুত্রক), দিগল (< দীঘল < দীর্ঘ), জিনিঞা (জয় করে). সামাইয়া (প্রবেশ করে)ও অভরসা (নিরাশ), বন্দনা ও ১ পালা; বারাএ (বের হয়), ১৮ পালা; হাতিয়ে বেড়াএ (হাতড়িয়ে বেড়ায়), ২৪ পালা; আসিতের কালে (আগমন কালে), ৩২ পালা; স্বউরিয়া (স্মরণ করে) ৪২ পালা; নিস্তারিয়া (নিস্তার করে), মায়াকি (মায়া, ছলনা), ৪৫ পালা; আছাড়িয়া (আছাড় মেরে) ও খণ্ডিযা (শেষ হয়ে), (৪৬ পালা) ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ধরনের আরও কিছু দৃষ্টান্ত আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এ রকম শব্দ গঠনের বহু নমুনা দেখা যায়।

শব্দার্থবিজ্ঞান (Semantics)

খোদা বখশের কাব্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে দেখা যায়। তবে খুব বিরল হলেও মাঝে মাঝে কিছু কিছু শব্দ দেখা যায়, যেগুলিকে কবি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অর্থে ব্যবহার করেছেন।

'পাষণ্ড' শব্দটির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তৎসম পাষণ্ড শব্দের প্রচলিত অর্থ পাপিষ্ঠ, নির্দয়, নিদারুণ, নিষ্ঠুর, নাস্তিক ইত্যাদি। আলোচ্য গ্রন্থের 'কিছু না মানে বাদসা পথের পাসণ্ড।' (২ পালা) পদে কবি পাসণ্ড অর্থাৎ পাষণ্ড শব্দ পথের কষ্ট বা বিপদ অর্থে ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থের অন্যত্রও এ শব্দের ব্যবহার একই অর্থে দেখা যায়। এই অর্থে পাষণ্ড শব্দের ব্যবহার অন্যত্র দেখা যায় না।

কবি বহুস্থানে 'শ্রাদা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। শ্রাদা বা শ্রাধা শব্দ অভিধানে দেখা যায় না। 'শ্রাদা করি থুইল ছাল্যার জুলহাউস নাম।' (২ পালা) পদে শ্রাদা শব্দ সাধ, আদর বা আগ্রহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে দেখা যায়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে এ শব্দের ব্যুৎপত্তি হচ্ছে : সং-শ্রদ্ধা < প্রা-সদ্ধা <অপ-সাধা <বাঙ-সাধ <শ্রাদা। এই সাধা বা সাধ শব্দ থেকেই শ্রাদা বা শ্রাধা শব্দের বুৎপত্তি বলে তাঁর অভিমত। এ শব্দের ব্যবহার মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিরল বলা যেতে পারে।

'আরতি' আর একটি শব্দ যা কবি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। সং আরতি শব্দের ৩টি রূপ পাওয়া যায় : (১) আ+ণরম্+তি (ভা) = আরতি শব্দের অর্থ বিরতি, অত্যানুরাগ, আসক্তি, অনুরাগ

প্রদর্শন, অভিলাষ, দর্শন লালসা, অভিরুচি, মনোযোগ, রতি, আদেশ, কার্যেনিয়োগ ইত্যাদি; (২) সং>আর্তি (স্বরাগমে) আরতি শব্দের অর্থ পীড়া, কাতরতা, ক্লেশ, বিহ্বলতা, বিপদের আশঙ্কা ইত্যাদি আর (৩) সং-আরাত্রিক>প্রাঃ আরত্তিঅ>বাঙ. আরতি শব্দের অর্থ প্রদীপাদি দিয়ে দেবমূর্তি বরণ ইত্যাদি।

আলোচ্য গ্রন্থে জঙ্গরাজা জুলহাউসকে বললেন, 'এহি আরতি যদি পার করিবার।' (৭ পালা)। পদে আরতি শব্দ কঠিন পরীক্ষা বা কঠিন কাজ। এরপরে একই পালায় 'এ বেশে করিল রাজা বিষম আরতি।' পদেও একই অর্থে এ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

'আছক' আর একটি শব্দ যা কবি 'থাকুক' অর্থে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়। এ শব্দ কোনো অভিধানে নেই। কবি এ শব্দের ব্যবহার মাঝে মাঝে করেছেন। দ্বিতীয় পালাতে আছে, 'আছক দর্ব্বের কথা সর্গ পাইল হাতে।' পদে আছক শব্দ থাকুক অর্থাৎ দূরে থাক অর্থে ব্যবহৃত রয়েছে।

এ ধরনের আরও কিছু কিছু শব্দের প্রয়োগ অপ্রচলিত অর্থে খোদা বখশের কাব্যে দেখা যায়।

প্রবাদ-প্রবচন ও বাগবিধান (Idiom)

প্রবাদ-প্রবচন : খোদা বখশের কাব্যে বেশ কিছু প্রবাদ-প্রবচনেব ব্যবহার দেখা যায়। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল : (১) পিপড়ে কত পিয়ে সাগরের পানি (বন্দনা) (২) সাগরের ঢেউ যেন না জাএ গনন (বন্দনা) (৩) আজি কালি মরণ সবার হৈব একদিন (৮ পালা), (৪) বুঝিলাম বুঝিলাম আমি নারী জাতির মন। মুখেতে মধুর কথা অন্তরে কঠিন ॥ (৮ পালা), (৫) থোড় কলা বাদুড়ে খাইলে কলা ডাঙ্গর নয়। কাঁচা বাঁশে ঘুন লাগিল কতই ভার সয় ॥ (১০ পালা), (৬) আপনে মরিলে ভাই বাপের নাহি কাজ (১৩ পালা), (৭) কপাল হারিলে ভাই কেহ নএ কার। গোলাম সাহেব মারে না করে বিচার ॥ (১৪ পালা), (৮) চোরের পুত্র চোর হয় সাউধের পুত্র সা (১৫ পালা), (৯) কুলীন অকুলীন হৈলে বড় পাএ লাজ (১৫ পালা), (১০) পতঙ্গ হইয়া পড়ে প্রদীপ মাঝার (৩৩ পালা), (১১) হেটে গাছ কাটে উপরে পানি ডালে (৩৩ পালা), (১২) পড়িলে ভেড়ার পালে মইসের শিঙ ভাঙ্গে (৩৪ পালা), (১৩) পরজন আপন হএ আপন হএ ভিন (৪০ পালা), (১৪) যথা বাস করে পক্ষী তথাএ পক্ষিণী (৪০ পালা), (১৫) জন্মিলে মরণ আছে (৪৬ পালা) এবং (১৬) পুরুষের মন যেন দুষ্ট বটোয়ার। ভাঙ্গিলে হস্তের শাখা জোড়া নাহি আর (৪৬ পালা)।

বাগবিধান : বাগবিধান প্রয়োগে কবি খোদা বখশ খুবই সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং এ পরিচয় গ্রন্থের সর্বত্রই পাওয়া যায়।

হালুমীর

গায়েন কবি হালুমীরের ভাষা সম্বন্ধে নতুন করে কিছুই বলার নেই। খোদাবখশের কাব্যের সঙ্গে হালুমীরের শুধু কাহিনীগত নয়, ভাষাগত মিলও যে অসাধরণ এবং হালুমীরের কাব্যের অর্ধেকের চেয়েও বেশি পদ যে খোদা বখশের রচনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বাকি পদগুলির ভাষাও খোদা বখশের ভাষার মতই।

ছন্দ

খোদাবখশ : মধ্যযুগে প্রচলিত প্রায় সব ছন্দের ব্যবহারই খোদা বখশের কাব্যে দেখা যায়। এগুলি হচ্ছে, (ক) পয়ার বা লঘু দ্বিপদী, (খ) তরল পয়ার, (গ) দীর্ঘ ত্রিপদী, (ঘ) লঘু ত্রিপদী ও (ঙ) ত্রিপদী বলাম। লঘু ত্রিপদী নাম দিয়ে তিনি একটি অভিনব ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

পয়ার বা লঘু দ্বিপদী : অক্ষর বৃত্তিক এ ছন্দে প্রত্যেক চরণে দুটি করে পর্ব থাকে। প্রথম পর্বে ৮ ও দ্বিতীয় পর্বে ৬ মাত্রা অর্থাৎ প্রথম পর্বে ৮ ও দ্বিতীয় পর্বে ৬ অক্ষর থকে। প্রথম চরণের শেষ দুটি অক্ষরের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের শেষ দুটি অক্ষরের অনুপ্রাসজনিত মিল থাকে। যথা,

পুত্রের কারণে জননীর পোড়ে হিয়া। নিরবধি কান্দে বিবি/কেশ এড়ি দিয়া ॥—১১ পালা।

খোদা বখশ রচিত বিরাট কাব্যের বেশির ভাগ পয়ারে রচিত এবং পয়ারের নিয়ম তিনি যথাসম্ভব মেনে চলেছেন। তবে লিপিকর প্রমাদ বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক ১৪ অক্ষরের স্থলে ১৫, ১৬ এমনকি ১৭/১৮ অক্ষরের ব্যবহারও স্থানে স্থানে দেখা যায় এবং তাতে পয়ারের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে।

তরল পয়ার : সাধারণ পয়ারের মত ১৪ অক্ষরে গঠিত এই অক্ষরবৃত্তিক ছন্দের প্রথম চরণের শেষ দুই অক্ষরের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের শেষ দুই অক্ষরের অনুপ্রাস জনিত মিল আছে। তদুপরি প্রত্যেক চরণের চতুর্থ এবং অষ্টম অক্ষরেরও অনুপ্রাস জনিত মিল আছে। এ যুগে অপ্রচলিত এবং মধ্যযুগে কিছু প্রচলিত এ ছন্দের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত বখশের কাব্যে দেখা যায়। যথা—

"বিষ জ্বলা তনুকালা বিবি বিসরিত। প্রাণ ফাটে কান্দি উঠে নাহি ধরে চিত ॥
* * * * * *
স্থির বান্ধ কেন কান্দ পুত্র হবে তোরে। দেখি মুক্ষ যাবে দুক্ষ শোভা হবে ঘরে ॥"
—২ পালা।

এরকম আরও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আছে।

দীর্ঘ ত্রিপদী : বর্তমান কালে প্রায় অপ্রচলিত এবং মধ্যযুগে বহুল প্রচলিত এ ছন্দের প্রত্যেক চরণে ৩টি করে পর্ব থাকে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের অন্তে শেষ দুই অক্ষরের অনুপ্রাসজনিত মিল থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের প্রত্যেকটিতে ৮ এবং তৃতীয় পর্বে ১০টি অক্ষর বা মাত্রা থাকে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের অন্তে শেষ দুই অক্ষরের অনুপ্রাসজনিত মিল থাকে। খোদা বখশের কাব্যে সর্বমোট ৫০টি দীর্ঘ ত্রিপদী আছে এবং কবি দীর্ঘ ত্রিপদী দিয়েই গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এবং সেখানে একস্থানে বলেছেন,

"ত্রিপদী লাচাড়ি ছন্দ ছাব্বিশ অক্ষরে বন্ধ
গান করে রফিকের তনএ।"—বন্দনা।

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের বিশুদ্ধতা অর্থাৎ ৮+৮+১০=২৬ মাত্রা যে সর্বত্র নিয়ম মাফিক রক্ষিত হয়েছে, তা বলা চলে না। উপরের উদ্ধৃতিতে তৃতীয় পর্বে 'রফিকের তনএ' স্থলে 'রফিক তনএ' হলে ছন্দের সঠিক নিয়ম রক্ষা হতো। এরকম আরও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আছে। তবে প্রয়োজনীয় অনুপ্রাসজনিত মিলের ব্যাপারে কবির প্রচেষ্টা মোটামুটি সাফল্যজনক হয়েছে বলতে হবে।

লঘু ত্রিপদী : লঘু ত্রিপদীর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম বলা যেতে পারে। সর্বমোট ৫০টি দীর্ঘ ত্রিপদীর তুলনায় লঘু ত্রিপদীর সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ১০টি মাত্র। অক্ষর বৃত্তিক এ ছন্দ দীর্ঘ ত্রিপদীর মতোই, শুধু মাত্রা সংখ্যা কম। ৬+৬+৮=২০ অথবা ৮+৮+৬=২২ মাত্রার এই লঘু ত্রিপদী বর্তমান যুগে অধিক প্রচলিত। খোদা বখশের রচনায় ৬ + ৬ + ৮ = ২০ মাত্রা প্রয়োগের প্রচেষ্টা আছে, ২২ মাত্রার নেই। কবি অনেক ক্ষেত্রে লঘু ত্রিপদীর নিয়ম রক্ষা করেননি। মাত্রা সংখ্যা বেশি হয়েছে, কিন্তু দীর্ঘ ত্রিপদী হয়নি। যথা,

"শুনহ ভারতী এ বড় আরতি
এ বড় মরণের কথা ॥
তোমার সাক্ষাতে কই যদি না পাই সুই
তবে আমি না আসিব আর।
যদি না পাই সুই প্রাণে জিবার নই
মরিব আমি সাগরে পড়িয়া ॥"—১৫ পালা।

এখানে প্রথম চরণে (৬+৬+৯=২১ মাত্রায়) সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া ছন্দের নিয়ম মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় চরণ (৮+৭+১০=২৫) প্রায় দীর্ঘ ত্রিপদীতে পরিণত হয়েছে। আর তৃতীয় চরণের (৭+৭+১১=২৫) প্রায় দীর্ঘ ত্রিপদীর তৃতীয় পর্বকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ত্রিপদী বলাম

এ নামের এক বিরল ও বিচিত্র ছন্দ কবি খোদা বখশ ব্যবহার করেছেন। মাত্রা বিচারে দীর্ঘ বা লঘু ত্রিপদী অথবা তরল পয়ার এর কোনোটিতেই এই অভিনব ধরনের ছন্দকে ফেলা যায় না। যথা,

"আসা হাতে তাজ মাথা ধীরে বাড়াএ পাও। চন্দ্রভানু তিনের তনু ডগমগ জ্বলে গাও ॥
রসের নাগর গুণের সাগর হালিয়া ঢলিয়া চলে। মনে অনুক্ষণ ভাবে নিরাঞ্জন আল্লা আল্লা সদায় বলে॥"

* * *

"আল্লা নবী সমান ভাবি গৃহে কর বাস। তোমার চরণ শিরে ইমানজোরে হইব দাসেরদাস"

—৫২ পালা

এখানে মাত্রা বিচারে দেখা যায় প্রথম চরণে ৪+৪+৭=১৫, দ্বিতী ঋচরণে ৪+৫+৮=১৭, তৃতীয় চরণে ৬+৬+৮=২০, চতুর্থ চরণে, ৬+৬+৯=২১, পঞ্চম চরণে ৪+৫+৬=১৫ এবং ষষ্ঠ চরণে ৮+৫+৮=২১ মাত্রা আছে। এ ছন্দের ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না।

অভিনব ছন্দ

লঘু ত্রিপদী নাম দিয়ে কবি এক অভিনব ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এর প্রথম চরণ ১৪ মাত্রার এবং পয়ারের নিয়মে দুইপর্বে (৮+৪) রচিত। কিন্তু দ্বিতীয় চরণ প্রায় লঘু ত্রিপদীর নিয়মে তিন পর্বে রচিত। যথা,

"কন্যা বলে হিকলাম এহি তত্ত্ব বাণী।
তোমার সনে যাহা মানে
সে করহ জননী ॥
যাহাতে যাহার দুঃখ কহি সেহি কথা।
হিয়া জরজর জ্বলে নিরন্তর
আর কাট মোর মাথা ॥"

এ ধরনের ছন্দের ব্যবহার বাংলা কাব্যে সচরাচর দেখা যায় না। তবে এর কাছাকাছি এক ধরনের ছন্দের ব্যবহার কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রের মধ্যে দেখা যায়। কবি কঙ্কনের কালকেতু উপাখ্যানে আছে :

"প্রাণ নাথ! কালগর্ভ হৈল কোন ফলে।
অরুচি করিল বল না রুচে ওদন জল
পেটে ক্ষুধা মুখে নাহি চলে ॥"

আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে আছে

"বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধাবাড় গিয়া।
পরম আনন্দে দেহ পরমান্ন দিয়া ॥
তোমার অন্নের বলে অদ্যাবধি আছি গলে
কালরূপী কালকূট অমৃত হইয়া।
একহাতে পানপাত্র আর হাতে হাতা মাত্র
দিতে পার চতুর্বর্ণ ঈষৎ হাসিয়া ॥"

কবি কঙ্কণের উদ্ধৃতিতে প্রথম চরণ পয়ারের নিয়মে ১৪ মাত্রার কিন্তু পরের চরণটি ২৬ মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদী। ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রথম দুই চরণ পয়ারের নিয়মে ১৪ মাত্রায় রচিত। এর পরের চরণগুলিতে প্রথম ২ পর্বের প্রত্যেকটি ৮ মাত্রায় এবং তৃতীয় পর্ব পয়ারের নিয়মে ১৪ মাত্রায় রচিত। খোদা বখশের ক্ষেত্রে তার প্রায় এর উল্টাটি ঘটেছে।

ধুয়া বা দিসা

খোদা বখশের কাব্যে মাঝে মাঝে 'ধুয়া' ব্যবহার আছে। প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি এগুলিকে 'দিসা' বলেছেন। সমগ্র গ্রন্থে ধুয়া বা দিসার সংখ্যা মোট ৩৪। এগুলি ১ থেকে ৪ পঙক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

হালুমীর

হালুমীরের ছন্দ সম্পর্কে নতুন কিছুই বলার নেই। খোদা বখশের কাব্যের মতো তাঁর কাব্যটিরও বেশির ভাগ পয়ারে রচিত। মাঝে মাঝে তিনি দীর্ঘ ত্রিপদী ব্যবহার করেছেন। লঘু ত্রিপদীর অস্তিত্ব বিরল। তরল পয়ার নেই। তাঁর কাব্যে ধূয়া বা দিসার সংখ্যা খুবই বেশি।

অলঙ্কার

অলঙ্কার সাহিত্যকে সুন্দর, রসঘন ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলে। নারীর অলঙ্কারের সঙ্গে ঠিক কাব্যের অলঙ্কারকে তুলনা করা চলে না। নারীর আবরণ বা আভরণ তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধির সহায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু তা হচ্ছে বহিরাভরণ। আর পুষ্প যেমন তরুর অঙ্গ তেমনি কাব্যের অলঙ্কার কাব্যেরই অঙ্গ।

বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ এই দুই প্রকার অলঙ্কারের ব্যবহার সাহিত্যে সাধারণত দেখা যায়। শব্দগত অলঙ্কারকে বহিরঙ্গ এবং অর্থগত অলঙ্কারকে অন্তরঙ্গ অলঙ্কার বলা হয়ে থাকে। অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, শ্লেষ ও পুনরুক্তবদাভাস এই পাঁচ প্রকার বহিরঙ্গ বা শব্দালঙ্কার আছে। আর স্বভাবোক্তি, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, ব্যতিরেক, পরিবৃত্তি, রূপক, নিদর্শনা ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তরঙ্গ অলঙ্কার।

খোদাবখশ

শব্দালঙ্কার : শব্দালঙ্কার প্রয়োগে কবি খোদা বখশ খুব পারদর্শিতা দেখাতে পারেননি। একমাত্র অন্ত্যানুপ্রাস ছাড়া আর কোন অনুপ্রাসেরও তেমন উল্লেকযোগ্য ব্যবহার তাঁর কব্যে নেঈ। অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার মোটামুটি সন্তোষজন হলেও ব্যতিক্রমও যথেষ্ট দেখা যায়। দুই অক্ষরের স্থলে এক অর্থাৎ শেষ অক্ষরের মিল প্রয়োগ করে কবি পয়ার ছন্দের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। যথা,

মুক্ষ মুন্দি হস্তীর পাঞ্জর কর্ল গুড়া। শাট মারি দ্বন্দু ছাড়ি দিলা মাথা ঝাড়া ॥—২ পালা।

অন্যত্র,

"তথা রহিল জুলহাউস আসিবে কতকালে। এক ফকির জন্ম দিব ওসমার কোলে ॥"
—১১ পালা।

অর্থালঙ্কার

শব্দালঙ্কারেব প্রকৃত অস্তিত্ব ধ্বনির মধ্যেই নিহত, শ্রবণেন্দ্রিয়ের রাজ্যেই তার আনাগোনা। আর অর্থালঙ্কারের অস্তিত্ব হচ্ছে ভাবের রাজ্যে। শব্দালঙ্কারে শব্দ পরিবর্তন হলেই অলঙ্কার আর থাকে না। আর অর্থালঙ্কারের ক্ষেত্রে শব্দের পরিবর্তন সাধারণত অলঙ্কারের বিশেষ কোন তারতম্য সৃষ্টি করে না।

শব্দালঙ্কার প্রয়োগে কবি খোদা বখশের দৈন্য থাকতে পারে। কিন্তু অর্থালঙ্কার প্রয়োগে কবির দৈন্য তো নেইই, বরং যথেষ্ট সমৃদ্ধি যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন অর্থালঙ্কার প্রয়োগ করে কবি তাঁর কাব্যকে হৃদয়গ্রাহী ও সুষমামণ্ডিত করেছেন। তিনি বিভিন্ন অর্থালঙ্কার অতীব বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করেছেন। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অলঙ্কার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

স্বভাবোক্তি অলঙ্কার

এই অলঙ্কারের বহুল ও সার্থক প্রয়োগ খোদা বখশের কাব্যে আছে। যেমন বৈরাট নগরের সৌন্দর্য বর্ণনায় আছে,

"সুবর্ণের বান্ধা ঘাট শত সরোবর। মৃণাল খাইতে কত নামিছে কুঞ্জর ॥
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে পক্ষী জলচর। কমলের দলে উড়ে অনকূট ভ্রমর ॥
* * * * * *
সরোবরে ফুটিয়াছে কমলের দলে। রাজহংস খেলা করে সরোবরের জলে ॥"
—১ পালা।

ব্রাহ্মণ নগরের বর্ণনায় আছে,

"ডাহুক ডাহুকী উড়ে খঞ্জন খঞ্জনী পড়ে
সারস সারসী আর মোড়া।
কুকিল কুকিলা চরে হেঙ্গা ডুব ডুব করে
জলে ভাসেন হংস জোড়া ॥
লক্ষে লক্ষে মধুবন ফুটে ফুল অনুক্ষণ
গুন গুন গুঞ্জনে ভমরা।"—২৯ পালা।

স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে সার্থক প্রয়োগের আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত খোদা বখশের কাব্যে আছে।

উৎপ্রেক্ষা

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার প্রয়োগে কবি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর কাব্যের প্রায় সর্বত্র। অন্যান্য অলঙ্করের তুলনায় এর প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি বলা যেতে পারে। কিন্তু কিছু দৃষ্টান্ত নিচে তুলে ধরা হল :

ওসমা বিবির রূপ বর্ণনায় আছে,

"কন্যার যতেক রূপ কহন না জাএ। চিত্রকরে চণ্ডী যেন লিখিয়া সাজাএ ॥
* * * * * *
চিকুরের সুগন্ধে যেন গন্ধ পাগল। শরীর বেড়িয়া ভমরা করে কোলাহল ॥
* * * * * *
হিয়ায় না ধরে কুঞ্জ করে টলমল। ছিড়িয়া পড়িতে চাহে গাছের ডেফল ॥
পালঙ্ক উপরে যেন দুই খানি কেলি। যমুনার জলে যেন হংস জাএ খেলি ॥"
—২ পালা।

পাঁচতোলার কেশরাশির বর্ণনায় আছে.

"আউলাইল মাথার কেশ পড়িল ধরণী। চন্দনের গাছে যেন বেড়িল নাগিনী ॥"
—৯ পালা।

শিশু গাযীর রূপ বর্ণনায় আছে,

"কত কুটি রঙ্গ যেন পড়িছে চুইয়া। বিজলির চটক যেন মেঘেক ফাড়িয়া ॥
* * * * * *
কালিয়া মেঘের আড়ে যেন বিজলির ছটা। কাঞ্চা সোনা জ্বলে যেন সেকন্দরের বেটা ॥"
—১২ পালা।

গাযীর গৃহত্যাগের পর মাতা ওসমা বিবির মানসিক অবস্থা বর্ণনায় আছে,

"কিবা রাত্রি কিবা দিন কান্দেন জননী। ডেঙ্গুর হারায়া যেন ফিরিছে বাঘিনী ॥"
—১৬ পালা।

শ্রীরাম রাজার মহিষীর অগ্নিদগ্ধ দেহের বর্ণনায় আছে,

"একে অগ্নিন পোড়া তাতে পাইল জর। যেন ছুতারে তুলিয়া ফেলে গাছের বাকল ॥"
—১৭ পালা।

গাযীকর্তৃক প্রদত্ত ধনরত্ন পাওয়ার পর দরিদ্র কাঠুরিয়াদের মনের অবস্থা বর্ণনায় আছে,

"কহে শেখ খোদা বখশ গাযী জিন্দার বাণী। চৈত্র মাসে পাইল যেন মরা বৃক্ষে পানি ॥"
—১৯ পালা।

প্রথম সাক্ষাতের পর কুমারী চম্পার সঙ্গে গাযীর মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখে ত্রাসিতা চম্পার মনের অবস্থা বর্ণনায় আছে,

"গাযীর আগম দেখি রাজার নন্দিনী। ব্যাঘ্র দেখিয়া যেন কাতর হরিণী ॥"
—২৫ পালা।

অতঃপর তাঁদের মিলনের বর্ণনায় আছে,

"দরিদ্রে পাইল যেন রত্নের ভাণ্ডার। গগনের চন্দ্র পাইল হস্তে আপনার ॥"

—২৫ পালা।

গাযী কালু ও চম্পাবতীর পাতাল নগরের পথে প্রায় নিরুদ্দেশ যাত্রার বর্ণনায় আছে,

"পদ্মপাতাব জল [যেন] টলমল করে। কাণ্ডারী বিহনে নৌকা ঘাট ঘাটে ফিরে ॥"

—৪১ পালা।

এই অলঙ্কারের আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত খোদা বখশের গ্রন্থে আছে। প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই কবি অতি সার্থকভাবে কাব্য-চমৎকারিত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপমা

উপমার প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প হলেও এই অলঙ্কার প্রয়োগে কবি যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সে প্রমাণ তাঁর কাব্যে আছে। নিম্নে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল। ওসমা বিবির রূপ বর্ণনায় আছে,

"কাঞ্চন দর্পণ কন্যার ইমুখ মণ্ডল। রজতেব নঞান তাতে করে ঝলমল ॥"

—২ পালা।

এখানে 'কাঞ্চন দর্পণ'-এ পরে 'সম' শব্দ উহ্য আছে বলে এটি উপমা। পাতালপুরীতে নিদ্রামগ্ন হাউসের রূপ বর্ণনায় আছে,

"ঝলমল কবে হাউস চন্দ্র সমতুল। চৌভিতে মস্তুরী যেন ফুটিয়াছে ফুল ॥"

—৫ পালা।

এখানে প্রথম চরণ উপমা এবং দ্বিতীয় চরণ উৎপ্রেক্ষা।

প্রায় সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জুলহাউসের হাতে কন্যা সমর্পণের আশঙ্কায় জঙ্গ রাজার মানসিক অবস্থা বর্ণনায় আছে,

"চত্রি মাসে রাত্রে যেমত শুকাএ অঙ্গমুখ। কার কথা নাহি শুনে মনে হৈল দুখ ॥"

—৮ পালা।

গাযী কালু ও চম্পাবতীর ব্রাহ্মণ নগর ছেড়ে প্রায় নিরুদ্দেশ যাত্রার বর্ণনায় আছে,

"রাত্রি হৈলে মএ দানে পোহাএ নিশি। যেমত অনাথ কাঙালে পাইলে রূপসী ॥"

—৪১ পালা।

ব্যাতিরেক

নারীর রূপ বর্ণনায় কবি যে অলঙ্কারটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন, তা হচ্ছে এই ব্যতিরেক অলঙ্কার। কিছু পুনরাবৃত্তি থাকলেও এই অলঙ্কারের প্রায় সার্থক ব্যবহার কবি করেছেন বলা যেতে পারে। নিম্ন কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল :

ওসমাবিবর রূপ বর্ণনায় আছে,

"বাঘের কামান জিনি দুই ভুরুর খিঁচুনি
ললাটে চন্দ্র কত শত ॥
বাহু মৃণাল জিনি মোলাম সম হস্তখানি
নাভিপদ্ম কাম সরোবর।
* * * *
কাল সর্প জিনি চুল দেখি চিএ অলিকুল
নাসিকা দেখিতে সুশোভিত।
* * * *
পদ্মপত্র জিনি কর্ণ দেহা যেন অগ্নি বর্ণ
দশন গঞ্জন অভরণ ॥"—১ পালা।

এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কারের সঙ্গে উপমা ও উৎপ্রেক্ষার দৃষ্টান্তও আছে। ওসমার রূপ বর্ণনায় ব্যতিরেক অলঙ্কারের আরও দৃষ্টান্ত আছে। যথা,

"চিকুর চামর জিনি অনেক দীঘল। লাছিয়া বান্ধিলে ঢাকে শরীর সকল ॥
* * * * * *
রাবণেতে রাম যেন খাঞ্চে বজ্রধেনু। তাহাকে জিনিঞা কন্যার লোচনের ভানু ॥
* * * * * *
কেশরী জিনিঞা মাঞ্জা হিয়া পরিসর। পূর্ণ দুই কুঞ্চ শোভে তাহার উপর ॥—২ পালা

পাঁচ তোলার রূপ বর্ণনায় আছে,

কুকিলার চামর জিনি মস্তকের কেশ। ত্রিলোক জিনিঞা রূপ ভুবন মোহন বেশ ॥"
—১০ পালা।

চম্পাবতীর রূপ বর্ণনায় কবি বিভিন্ন অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। সেগুলির মধ্যে ব্যতিরেক অলঙ্কারের স্থান উল্লেখযোগ্য। যথা,

"দেখিয়া কন্যার রূপ গগনে ছাপাএ ধূপ
স্বর্গে লজ্জা পাএ ভাস্কর ॥
কন্যা যবে বাহির হএ মেঘতলে চন্দ্র জাএ
হাএ হাএ করে স্বর্গপুরী।
শ্রীফল জিনিঞা স্তন মুক্তা হারের দশন
হস্তে শোভে মানিক কঙ্কণ ॥
* * * *
চাকি কড়ি কর্ণে ঝুলে মুক্ষ যেন চন্দ্র জ্বলে
কালসর্প জিনিঞা কেশ বেণী ॥"—২৩ পালা।

ব্যতিরেক অলঙ্কারের আরও অসংখ্য সার্থক দৃষ্টান্ত খোদ বখশের কাব্যে আছে।

সন্দেহ

খোদা বখশের কাব্যে সন্দেহ অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত খুবই সীমাবদ্ধ। পাতাল নগরে নিদ্রিত জুরহাউসকে দেখে ব্রাহ্মণীদের বাক্যালাপে ঐ অলঙ্কারের কিছু প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,

"কতক্ষণ রহি বাক্য কহে এক নারী। চন্দ্র কেন আইল এথা ছাড়ি স্বর্গপুরী ॥
* * * * * *
তাহা শুনি নিরক্ষিয়া দেখে সব নারী। চন্দ্রহরা নহে বহিন দেখে ভুজধারী ॥
আর সখী বলে বহিন শুন দেখি তোরা। কি জানি আসিয়া থাকে পার্বতীর গোরা ॥
* * * * * *
আর সখী বলে কথা মিছা নাহি তোর। গগন হইতে বুঝি আইল ভাস্কর ॥
আর নারী বলে তোরা শুন দেখি রাই। ব্রহ্মাদেব হএ বুঝি শঙ্করের ভাই ॥
আর এক ব্রহ্মণী বলে শুন সখিগণ। দেবীর কার্তিক কিবা হএ গজানন ॥"
—৬ পালা।

নিদর্শনা

নিদর্শনা অলঙ্কারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত খোদা বখশের কাব্যে আছে। গাযী চম্পার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে কালু মটুক রাজার সভায় গিয়ে কিছু শক্তি প্রকাশ করলে রাজকোপ বর্ণনায় এই অলঙ্কারের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। যথা,

"বলিদান কর বেটাক গোসাঞির দ্বার। পতঙ্গ হইয়া পৈল প্রদীপ মাঝার ॥
শ্রীকাল তর্জন করে সিংহের গোচর। মূষকে ভরিল বুঝি বিড়ালের উদর ॥

কালসর্পের মুখে আসি ফান্দিল মণ্ডকী। কুঞ্জের সহিতে যুদ্ধে আইল জামকী ॥
ব্যাঘ্রের সহিতে যুদ্ধে আইল হরিণী। তামাসা দেখিতে আইল হেন ছারকানী ॥"
—১৯ পালা।

একই ধরনের এবং প্রায় একই ভাষায় এই অলঙ্কারের বর্ণনা আছে গাযীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আগে দক্ষিণরায়ের আস্ফালনে,

"কোনজন শ্রীকাল আইল সিঙ্গের মাঝার। নিদ্রার ব্যাঘ্র বেটা আইল চিয়াইবার ॥
কোন বেটা কাকলাস আসি পড়িল গাএ। কে করিল ব্রহ্ম বধ কার প্রাণ যাএ ॥
কার ঘরে মইল আজি শনিবারের মড়া। মণ্ডকী সর্পের সঙ্গে বাজিল ঝগড়া ॥
কোন মুখে বিড়ালের কাছে কে ধরিল সর্প। হরিণী ব্যাঘ্রের কাছে আসি করে দর্প ॥
কোন মর্ছ বন্দি হইল জালুয়ার জালে। কোন বেঙ্গ ছেদা গেল হালুয়ার ফালে ॥"
—৩৩ পালা।

ব্যতিরেক অলঙ্কারের আরও কিছু দৃষ্টান্ত খোদা বখশের কাব্যে আছে।

উপরে উল্লিখিত অলঙ্কারগুলি ছাড়া আরও কিছু কিছু অলঙ্কার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত খোদা বখশের কাব্যে আছে। এগুলির মধ্যে রূপক, পরিবৃত্তি, 'ইপানফোরা' (Epanophora) এবং সংসৃষ্টি ও সঙ্কর অলঙ্কার উল্লেখযোগ্য। নিম্নে সংসৃষ্টি ও সঙ্কর অলঙ্কারের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল। পরীরা গাযী-চম্পাকে পাশাপাশি রাখা অবস্থায় তাঁদের রূপ বর্ণনায় আছে,

"তাহার নিকট গাযীক থুইল যখন। রবি শশী হৈল যেন একত্র মিলন ॥
চন্দ্র সমান গাযী সূর্য সমান নারী। বিজলির ছটা যেন ললাটে স্বর্গপুরী ॥
ডগমগ জ্বলে যেন পূর্ব কোণে ভানু। চন্দ্র ছাপা হৈল যেন দুহার তনু ॥
মরা কাম চিয়া উঠে প্রাণে নাহি ধরে। রতিসয়ে শত শত কামঝুরি পড়ে ॥
বিনাইয়া বিনোদিনী আইল বিনোদ। মূর্ছাগত পরিসব না মানে প্রবোধ ॥"
—২৩ পালা।

হালুমীর

হালুমীরের কাব্যে ব্যবহৃত অলঙ্কার সম্বন্ধে নতুন করে কিছুই বলার নেই। কারণ, খোদা বখশের কাব্যে যেসব অলঙ্কার আছে, সেগুলিই সংক্ষিপ্তরূপে মোটমুটিভাবে হালুমীরের কাব্যেও দেখা যায়।

আবদুল রহীম

অলঙ্কার প্রয়োগে আবদুর রহীমের কাব্যে খুব দক্ষতার পরিচয় না থাকলেও খুব একটা দৈন্য যে আছে তাও নয়। তাঁর সংক্ষিপ্ত ও সুসংসহত রচনার মধ্যে তিনি যথাসম্ভব সব সফল অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন। উপমা, উৎপেক্ষা, ব্যতিরেক, রূপক ইত্যাদি অর্থালঙ্কার এবং অনুপ্রাস জাতীয় কিছু শব্দা লঙ্কারও তিনি প্রয়োগ করেছেন।

উপমা

এই অলঙ্কারের বহুল ব্যবহার তাঁর কাব্যে আছে। গাযীর সোনাপুর নগরের বর্ণনায় আছে,

"বিচিত্র নগর দেখি ঘর সারি সারি। যেমন লঙ্কাতে ছিল রাবণের পুরী ॥"

গাযীর রূপ বর্ণনায় আছে,

"না খাটে উপমা কিবা কবির বাখান। মৃগের নয়নতুল্য শোভিত লোচন ॥
* * * * * *
জোলায়খার কটিতুল্য কটি তার সরু। তাদৃশ আর পিঠ পাছা আর উরু ॥"

উপমা অলঙ্কারের আরও বহু দৃষ্টান্ত আবদুর রহীমের কাব্যে আছে। গাযী ফকির হয়ে গেলে মাতা অজুপার মানসিক অবস্থা বর্ণনায় আছে,

"নয়নের তারা তুমি চিত্তের পুতলি। কেমনে গেলেরে যাদু বুক করি খালি ॥
* * * * * *
অঞ্চলের নিধি গাযী হাতের সে লড়ি। আহা আহা মরি মরি কেমনে পাসরি ॥"

এখানে প্রথম ও তৃতীয় চরণে 'যেন' শব্দ উহ্য আছে, তাই এগুলি উৎপ্রেক্ষা। চম্পার রূপ বর্ণনায় আছে,

"এক কন্যা আছে ওগো আমি তাহা জানি। নিশ্চয়ই গগন শশী সেই বিনোদিনী ॥"

এখানেও দ্বিতীয় চরণে শশী শব্দের পরে 'যেন' শব্দ উহ্য আছে।

ব্যতিরেক : এই অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ এ গ্রন্থে আছে। চম্পাবতীর রূপ বর্ণনায় আছে,

"হেনরূপ না পাইছে দেবতা কিন্নর। মুখের প্রলেপ জিনি কোটি শশধর ॥
তার যে বত্রিশ দাঁতে নিশি লাগাইছে। লক্ষ কোটি তারা জিনি উজ্জ্বল করিছে ॥
জবাফুল জিনি জিহ্বা তাতে খায় পান। না খাটে উপমা কিবা করিব বাখান ॥
মৃগের নয়ন তুল্য শোভিত লোচন। জিনিয়া চান্দের ছটা চোখের কিরণ ॥"

এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কারের সঙ্গে উপমা অলঙ্কারও আছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক ইত্যাদি অলঙ্কার ছাড়া কবি রূপক ও স্বভাবোক্তি অলঙ্কার ব্যবহারেও যথেষ্ট সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং তাঁর গ্রন্থে এই অলঙ্কারের বহু দৃষ্টান্ত আছে।

ঘ. সাহিত্য শিল্প হিসাবে কাব্যগুলির মূল্যায়ন

গাযীকাহিনী, বনবিবির যহুরা নামা ইত্যাদি 'নবীন দেবতার মাহাত্ম্য পাচালী'-গুলিকে আঠারোভাটির পাঁচালী নামে অভিহিত করে, এগুলির মূল্যায়ন করতে গিয়ে ডক্টর সুকুমার সেন বলেন, "এ ধরনের রচনার সাহিত্যিক মূল্য যদি কিছু থাকে তা সাহিত্যের কিমাশ্চর্যম হিসাবেই। তবে বাংলা সংস্কৃতির একটা বিশেষ পরিণতির নিদর্শন বলে এগুলির ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে।" বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক ম্যাথু আরনল্ড (Matthew Arnold) যেটিকে ঐতিহাসিক মূল্যবোধ (historical estimate) বলেছেন ডক্টর সেন সম্ভবত সেটিকেই বোঝাতে চেয়েছেন 'ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য' কথার মাধ্যমে।

বটতলার পুঁথি নামে সাধারণত পরিচিত ও শিক্ষিত মহলে মোটামুটিভাবে অবজ্ঞেয় এসব রচনাকে শুধু এই মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলেই এগুলির প্রতি খুব সুবিচার করা হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য একথা সত্য যে, সর্বজনীন মানবতাবোধ অর্থাৎ 'সামান্যের' হৃদয়াবেগের (Universal human fellings and sentimen,s) মাপাকাঠি, যাকে ম্যাথু আরনল্ডের ভাষায় প্রকৃত মাপকাঠি (Real estimate) বলা যেতে পারে, তা দিয়ে বিচার করলে এগুলির মূল্যায়ন খুবই 'উঁচুদরের একটা কিছু হবে না। এমন কি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ট কাব্যগুলির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারেও এগুলিকে খুব একটা উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। এসব কিছু মেনে নিবার পরেও কাব্যগুলির সাহিত্য মূল্য যে খুব নিচু মানের নয়, তা স্বীকার করতেই হবে।

খোদা বখশের কাব্য

খোদা বখশের কাব্যটিকে যে অযথা দীর্ঘায়িত করা হয়েছে সেকথা আগেই বলা হয়েছে। একমাত্র বিরাটত্বই কোনো কাহিনীর উৎকর্ষ না অপকর্ষ বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। কারণ, বিষয়বস্তুর পরিধির উপরই কাহিনীর অবয়ব নির্ভরশীল। কিন্তু বড় হোক ছোট হোক, সেই কাহিনীকে কতটুকু সংহত ও সুষম রূপে রূপায়ণ করা হয়েছে, তার উপরই কাহিনীর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভরশীল। খোদা বখশের গাযীকাহিনী এমনিতেই বেশ দীর্ঘ। তদুপরি বহুল বর্ণনার প্রবণতার বশে কবি সেই কাহিনীকে ক্লান্তিকরভাবে দীর্ঘায়িত করেছেন খেয়াল-খুশি মতো। সেই সঙ্গে তিনি জুড়ে নিয়েছেন অসংখ্য ও অপ্রয়োজীনয় উপ-কাহিনী। তাতে কাহিনীটি শুধু অকারণে দীর্ঘায়িতই হয়নি, মূল কাহিনীর সাবলীলতাও ব্যাহত হয়েছে।

চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কবি তেমন দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। সজীব ব্যক্তিমানুষ বলতে যা বোঝায়, কবির কাব্যে তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে যেসব কথা বের হয়, তা এমন ধরনের যে, তাতে কোন জীবন্ত বা স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার রূপ ফুটে উঠে না। এঁরা সবাই 'টাইপ' (type) চরিত্র।

কাহিনীর নায়ক গাযী পীরের কথা ধরা যেতে পারে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর চরিত্রকে এমনভাবে রূপায়িত করা হয়েছে যে, সেটিকে ব্যক্তিসত্তাহীন ভাবসর্বস্ব একটি চরিত্র ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। হিন্দু কবিদের রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যায় যে, কোনো বিশেষ দেব বা দেবীর পূজা প্রচলনের জন্য শাপভ্রষ্ট কোনো দেবতা বা সে জাতীয় কোনো ব্যক্তি বিশেষকে স্বর্গধাম থেকে ধরাধামে প্রেরণ করা হতো। মুসলিম কবি খোদা বখশ কিছুটা পরিবর্তিতরূপে হলেও প্রায় সেই ধারাটিই অক্ষুণ্ন রেখেছেন মক্কা শরীফ থেকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গাযী পীরকে মর্ত্যলোকে আমদানি করে। মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলির মতো তাঁর চরিত্রও নির্জীব প্রাণহীন। কোনো ব্যক্তিমানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার এমন কোনো অভিব্যক্তি তাঁর মুখ দিয়ে বের হওয়া বুলিগুলিতে নেই, যাতে করে তাঁকে কোন ব্যক্তিমানুষ সত্তার স্বরূপ বলে ধরা যেতে পারে।

আত্মশক্তি বা চরিত্রবল বলে কোনো পদার্থই তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। বিপদে তিনি পড়েছেন এবং বিপদ থেকে উদ্ধারও তিনি পেয়েছেন। সেই বিপদ যেমন ঠুনকা, সেগুলি থেকে উদ্ধারের উপায়ও তেমনি অসার। যাদুশক্তি জাতীয় কোনো উপায় বা দৈবশক্তি বলেই তিনি সর্বত্র উহার পেয়েছেন। তাঁর আত্মশক্তি বা চারিত্রিক দৃঢ়তা কোথাও কাজে লেগেছে বা প্রকাশ পেয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

কালুপীরের চরিত্রটি আরও নির্জীব। 'কালুপীর', 'দস্তগীর' ইত্যাদি বিভিন্ন গালভরা উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করা হলেও পীর হিসাবে কালুর মাহাত্ম্য এ কাব্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সমগ্র কাহিনী জুড়ে তাঁর যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে, তাতে তাঁকে একজন অতি সাধারণ মানুষ ও গাযীপীরের উন্নতমানের একজন পরিচারক ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। তিনি কোনো কেরামতি বা বুযুরগি প্রদর্শন করেছেন এমন দৃষ্টান্ত তো দূরের কথা, সামান্যতম বিপদেও তিনি চরম অস্থিরতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজকন্যা ভানুমতিকে তিনি বিয়ে করেছেন সত্য, কিন্তু সেখানেও গাযী পীরই সর্বেসর্বা। মনে হয় গাযী পীরের চারিত্রিক মাহাত্ম্যের অসাধারণত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্যই কালু পীরকে এমন নির্জীব ও প্রাণহীন করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

চম্পাতীর চরিত্রেও ব্যক্তিমানুষের কোনো বিকাশ নেই। তাঁর প্রেমে যথেষ্ট ঘটা আছে। তিনি নিজেব ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ ইত্যাদি সব কিছুকে তুচ্ছ করে গাযীর জন্য পাগলিনী হযে তাঁকে লাভ করেছেন। তাঁর মুখ নিঃসৃত বাক্য যেন বাস্তবতার স্পর্শবর্জিত কৃত্রিম অভিব্যক্তি।

সেকান্দর বাদশা, ওসমাবিবি, জুলহাউস, পাঁচতোলা, জঙ্গরাজা, মটুক রাজা, রানী লীলাবতী, দক্ষিণরায় প্রমুখ চরিত্রের মুখ দিয়ে যে-সব কথা বের হয়েছে, সেগুলিকে 'টাইপ' চরিত্রের ধরাবাঁধা বুঝি ছাড়া কোন ব্যক্তিমানুষের মুখের কথা বলে আখ্যায়িত কবা যায় না।

সামান্য একটু ব্যতিক্রম চোখে পড়ে খেয়াঘাটের মাঝি হরা-ছিরার চরিত্র রূপায়ণে। ভারতচন্দ্রের অন্নদাঙ্গল কাব্যের ঈশ্বর পাটনীর চরিত্রের মতো অতি সামান্য হলেও কিছুটা বাস্তবের ছোঁয়া পাওয়া যায় পাটনী ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্রের মধ্যে। কালুপীর বিনা কড়িতে খেয়া পার হতে চাইলে।

"হরা বলে যবে জাবা আমার আলএ। তখন আমি দিব ভিক্ষা সাধ্যে জেবা হএ ॥"

—২৮ পালা।

পরে গাযীপীর একইভাবে খেয়াপার হতে চাইলে প্রায় একই উত্তর হরা তাঁকে দিয়েছিল এবং এর আগে সে গাযীপীরকে বলেছিল,

বিনা গুরু পথ পাএ সাধ্য আছে কার। বিনাদানে ভবসিন্ধু কেবা হবে পার ॥

গাযীকে বিনা কড়িতে তারা পার করেনি। দুটি দুম্বার বিনিময়ে তাঁকে ও তাঁর দুম্বাগুলিকে তারা পার করে দিয়েছিল। সেজন্য তাদের নাজেহাল হতে হয়েছিল সত্য (এবং কবি যে কিছু বিকৃত হাস্যরস তার মাধ্যমে করেছিল, সে সম্পর্কে পরে আলোচনা আছে) কিন্তু তাতে খেয়া ঘাটের দুটি সরল মানুষের সংসার-বুদ্ধির প্রতি নিরপেক্ষ পাঠকের কোনো অশ্রদ্ধা হতে পারে না।

নাটক, উপন্যাস, কাব্য ইত্যাদি আখ্যানমূলক রচনায় কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলার পিছনে যে বস্তুটি বেশ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, তা হচ্ছে সংঘাত বা দ্বন্দ্ব। প্রাচীন 'ক্লাসিকেল' (Classical) সাহিত্যে এটিকে বলা হতো কনফ্লিক্‌ট্ (Conflict)। নাটক ও উপন্যাসে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আখ্যানমূলক কাব্যেও এর স্থান নগণ্য নয়।

দ্বন্দ্বকে সাধারণত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব এই দুইভাগে করা হয়। কাহিনীর প্রধান প্রধান চরিত্র বিশেষ করে নায়ক-নায়িকার মনের মধ্যে কোনো বিশেষ কাজ করা বা না করার প্রশ্নে যে সংশয় দেখা দেয় এবং যে সংশয়ের কারণে কাহিনীর ঘটনাবলী বিশেষ করে সমাপ্তি বিষয়ক ঘটনাবলী বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয় তাকে অন্তর্দ্বন্দ্ব (internal conflict) বলা হয়ে থাকে। আর বাইরের জগতের যে সব বাধা-বিপত্তি কাহিনীর নায়ক-নায়িকার নিজেদের ইচ্ছামত চলার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সেগুলিকে বহির্দ্বন্দ্ব (external conflict) বলা হয়ে থাকে। এই দুইয়ের সার্থক সমন্বয়ের উপর কাহিনীর সার্বিক উৎকর্ষ অনেকখানি নির্ভরশীল।

আলোচ্য গাযীকাহিনীতে কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের স্থান নেই। এ কাহিনীর প্রধান প্রধান চরিত্রের করণীয় বিষয়ে কোনো দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের বালাই নেই। শুধু গাযীকাহিনী কেন, সে যুগের এ ধরনের কোন আখ্যানমূলক বাংলা কাব্যেই অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশেষ কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকলেও আলোচ্য কাহিনীতে বহির্দ্বন্দ্বের অন্ত নেই বললেও চলে। এগুলির মাধ্যমে কবি কাহিনীর মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। পিতা সেকান্দর বাদশা কর্তৃক গাযীপীরের ফকির হয়ে যাওয়ার পথে সীমাহীন বাধা সৃষ্টি, শ্রীরাম রাজা কর্তৃক গাযীকালুর চলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি, গাযী পীর কর্তৃক শ্রীরাম রাজার রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি, গাযীকালুর জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করা কালীন অসংখ্য সঙ্কট সৃষ্টি, জুলহাউস-পাঁচতোলা ও গাযী-চম্পার বিয়ের ব্যাপার যথাক্রমে জঙ্গরাজা ও মটুকরাজা কর্তৃক একের পর এক অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি বহির্দ্বন্দেবর অবধি নেই। কিন্তু কাহিনীর অবাস্তব চরিত্রগুলির মত এগুলিও অসার। এগুলি যেন কুয়াশার পাহাড়। সামান্য রৌদ্রালোকেই সে-সব কুয়াশার পাহাড় যে কোথায় মিলিয়ে যায় তার হদিসও পাওয়া যায় না। আর সেই রৌদ্রালোক হচ্ছে দৈবশক্তির অদৃশ্য হাত। কুয়াশার পাহাড় একের পর পর এক জমতেই থাকে আর মুহূর্তের দৈব রৌদ্রালোকে নিমিষের মধ্যে তা বাষ্পের মত অদৃশ্য হয়ে যায়।

তবে কবির সমর্থনে এটুকু বলা যেতে পারে যে, সে যুগে ধর্মজিজ্ঞাসা ও কাব্যরস পিপাসা মিটাবার জন্য যে সাহিত্য রচিত হত, তাতে এ ধরনের বহির্দ্বন্দ্বের স্থান ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য এবং এ কালের কার্যকারণ সম্বন্ধীয় ও যুগোপযোগী করে সেকালের সাহিত্য রচিত খুব একটা হয়নি। খোদা বখশ সে যুগের সাহিত্য সৃষ্টির রীতি ও ধারা অনুসরণ করেই তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। সেজন্য তাঁকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না।

রস পরিবেশনে কবির কৃতিত্বকে উপেক্ষণীয় বলা যায় না। আদি (শৃঙ্গার), করুণ ও বীর রসের প্রাধান্য তাঁর কাব্যে দেখা যায়। তিনি কিছু কিছু হাস্যরসও পরিবেশন করেছেন এবং তা উপেক্ষণীয় নয়।

করুণ রস পরিবেশনে কবি অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন, এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আদি রসের ক্ষেত্রে নারীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি প্রয়োজনাতিরিক্ত বর্ণনা-বাহুল্যের আশ্রয় নিয়েছেন। তবে এটিকে তাঁর একক দোষ হিসাবে ধরা যায় না। মধ্যযুগের কাব্যে নারীর রূপ বর্ণনায় যেসব উপমা-উৎপ্রেক্ষা-নিদর্শনা ব্যতিরেক ইত্যাদি অলঙ্কার ব্যবহার করা হত, সেগুলির প্রায় সবই সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ধার করা। কবি সে যুগের সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করে সে সব ধার করা অলঙ্কারই ব্যবহার করেছেন মাত্র।

যেখানে তাঁর নিজস্ব কিছু বলার ছিল, সেখানে তিনি খুবই সংযতবাক। এখানে নারী-পুরুষের মিলনের বর্ণনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে কবি যে সংযত ভাব ও মার্জিত রুচির পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষ করে এক শ্রেণীর পুঁথি-সাহিত্যে আদি রস বর্ণনায় যে অশ্লীলতা ও বাড়াবাড়ি দেখা যায়, খোদা বখশের কাব্যে তা মোটেই চোখে পড়ে না। বিয়ের পরে জুলহাউস পাঁচতোলার প্রথম মিলনের বর্ণনায় আছে,

"যেমতি হাউস তেমতি রাজার নন্দনি।
এক দরিয়াত মিশাইল আর দরিয়ার পানি ॥"—১০ পালা।

এখানে অতি সংক্ষিপ্ত উপমার সাহায্যে কবি বাসর শয্যার স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনের যে চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তাতে ভাবের যে অভিব্যক্তি হয়েছে তা সুরুচিকে আঘাত করে না। বরং ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষার আব্রুতে অপ্রকাশ্যের প্রকাশপটুতা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

গাযী-চম্পার প্রথম মিলনের বর্ণনায় আছে,

"বুকিল চম্পার মন গাযী যে সুজন। হাতে হাত বন্দি হৈল নঞানে নঞান ॥
দুই তনু হৈয়া গেল একই শরীর। দুই চন্দ্র মিলে যেন চম্পাগাযী পীর ॥
* * * * * *
সাগর ডুবিয়ে যেন না পাইল কূল। আপনার জীবন প্রাণে পড়িল আউল ॥"

—৪০ পালা।

এখানে আদি রসের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। কিন্তু কবি অকথ্য (obsecene) এমনকি অভব্য (vulgar) কিছুই অবতারণা করেননি। নারী-পুরুষের যৌন মিলনের অপ্রকাশ্য চিত্রটিকে সরাসরি তুলে না ধরে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষার (suggestive language) পর্দার আড়ালে এক রহস্যময় অনুভূতির সৃষ্টি করেছেন। আদি রস বর্ণনায় এ ধরনের সংযত ও কাব্যরসে পরিপূর্ণ বর্ণনা সে যুগের সাহিত্য বিরল বললেও চলে।

হাস্যরস পরিবেশনার দৃষ্টান্ত খুব প্রচুর নয়, তবে দু'একটি দৃষ্টান্ত ছাড়া তিনি আর যেসব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, সেগুলিতে যথেষ্ট মার্জিত রুচির পরিচয়ই পাওয়া যায়। গাযীপীরের দুম্বারূপী বাঘ চুরি করতে এসে চোরেরা বাঘের কিল খেয়ে গাযীর কাছে নালিশ জানিয়ে বলল

শামাল তোমার দুম্বা না ভাবিও রোষ। তামাসা দেখিতে তাহার হএ কিবা দোষ ॥

উত্তরে

"হাসিয়া বলেন গাযী বাক্য বড় খাসা। আমার দুম্বার বাপু এমতি তামাসা ॥"

—৩০ পালা।

এরপরে দুম্বারূপী বাঘের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে,

"লড় দিয়া পালাইল চোর চারিজনা। একেক চোরে পানি খাইল তিন তিন বদনা ॥
প্রতিফল পায়া চোর রহিল হরিষে। তিন দিন না বাড়াএ গড়াগড়ি বিষে ॥"

—৩১ পালা।

চণ্ডীর পূজা প্রসাদ এনে

"গাযীর আগে মালিনী কহে জোড়া হাতে। আইলাম আমি তোমার শ্বশুরের ঘর হৈতে ॥
চম্পাবতীর নও মামী পরম সুন্দরী। লীলামাধই তোমার সুন্দর শাশুড়ী ॥
চম্পার কারণে সাহেব যত পাইলা দুখ। বিস্মরিত হৈবে দেখি মামী শাশুরীর মুখ ॥"

—২৮ পালা।

ভাবী বধূর মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তিদের নিয়ে বরের মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তিগণ কর্তৃক ও এ ধরনের স্থূল ঠাট্টা-পরিহাস গ্রাম বাংলার বহুকাল থেকে প্রচলিত। এতে কিছু স্থূল পরিহাসের দৃষ্টান্ত আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে অকথ্য বা অভব্য কিছু আছে বলে বলা যায় না।

কিন্তু খেয়াঘাটের মাঝিদের নিয়ে হাস্যরস পরিবেশন করতে গিয়ে কবি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। হরা-ছিরার নিরপরাধ ভাই কালুপীরের ইজার পরার ফলে প্রস্রাব-পায়খানার উপায় খুঁজে না পেয়ে মরে গেল। আর হরা-ছিরা এবং তাদের পরিবারবর্গ এবং আরও অনেকে অযথা বাঘের কিল খেয়ে অশেষ দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। নিরাপরাধ মানুষের প্রাণ এবং অহেতুক ক্লেশের বিনিময়ে পরিবেশিত এই হাস্যরস সুরচিতে আঘাত হানে এবং তা যে অভব্য (vulgar) তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তবে কবির পক্ষে এটুকু বলা যেতে পারে যে, সে যুগের সাহিত্য এ ধরনের স্থূল ও নির্মম হাস্যরস

পরিবেশনের অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। আজকের সূক্ষ্ম বিচারের মাপকাঠিতে এগুলিকে নিঃসন্দেহে অভব্য বলা যায়। কিন্তু সে যুগের মাপকাঠিতে এগুলি মোটেই নিন্দনীয় ছিল না।

কবি খোদা বখশের ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে পূর্বেই মোটামুটি বিস্তারতি আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে এটুকু বলা যেতে পারে যে, কাহিনী বিস্তারের ক্ষেত্রে অত্যধিক বর্ণনা-বাহুল্য কাহিনী অহেতুকভাবে ভারাক্রান্ত হতে পারে, চরিত্ররূপায়ণ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবির দৈন্য থাকতে পারে কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে কবির অবদান যে অত্যন্ত প্রশংসনীয়, তাতে সন্দেহ নেই। কাব্যরস পরিবেশন এবং ছন্দ ও অলঙ্কার মাধুর্যে খোদা বখশের কাব্য যে বেশ উঁচু মানের তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর এ কাব্যটি যদি অনাবশ্যক বর্ণনা বাহুল্য ভারাক্রান্ত না হতো এবং অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক উপকাহিনী সংযোজন করে, এর গতি ও সংগতিকে যদি ব্যাহত না করা হত, তবে কবিত্বের আর যে সব স্বাক্ষর তিনি কাব্যটিতে রেখেছেন, তাতে এটিকে একটি অতি উঁচুমানের কাব্য বলে সহজেই ধরা যেত।

হালুমীরের কাব্য

হালুমীরের কাব্যটি যে খোদা বখশের বিরাট কাব্যেরই সংক্ষিপ্ত রূপ তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে কুম্ভিলকত্বের যত অপবাদই তাঁর ঘাড়ে চাপান যাক না কেন, তিনি যে খোদা বখশের কাব্যের অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনাগুলি বাদ দিয়ে কাহিনীটিকে অধিক সংহতরূপে প্রকাশ করেছেন তা স্বীকার করতেই হবে। তাতে কাব্যটির কাহিনীগত মাধুর্য অনেক বেড়েছে, বেড়েছে এর গতিশীলতা ও প্রাণবন্ততা। এছাড়া এই কাব্য সম্বন্ধে নতুন করে আর কিছুই বলার নেই।

আবদুর রহীমের কাব্য

বটতলার পুঁথি হিসাবে মুদ্রিত ও পরিচিত হলেও আবদুর রহীমের কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য যে বেশ উঁচুমানের, তা স্বীকার করতেই হবে। তাঁর কাহিনীট অত্যন্ত সংহত এবং অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জিত। একমাত্র জুলহাসের উপাখ্যান বর্ণনায় কবি অবাস্তবতার আশ্রয় নিয়েছেন এবং তাতে কাহিনীর অঙ্গহানিও হয়েছে। কিন্তু তাঁর কাহিনীর বাকি অংশে যে সাবলীল গতি ও মার্জিত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তা কাব্যমাধুর্যে পরিপূর্ণ।

দ্বন্দ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের মতই গতানুগতিকতার আশ্রয় নিয়েছেন এবং তাতে বিশেষ কোন দক্ষতার স্বাক্ষর তাঁর কাব্যে নেই। কিন্তু চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ করে কালুপীরের চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে কবি আবদুর রহীম যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে কালু পীরের চরিত্রটি সত্যিই প্রাণবন্ত। সমগ্র কাহিনীতে এই একটিমাত্র চরিত্রেই কিছুটা বাস্তবের ছোঁয়াচ ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। খোয়াজ পীরের সঙ্গে কালুপীরের বিবাদ একটি অতি ক্ষুদ্র ঘটনা এবং কিছুটা অপ্রসিঙ্গকও বটে। কিন্তু এই ছোট ঘটনা থেকেই কালুপীরের আত্মবিশ্বাস ও চারিত্রিক দৃঢ়তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এ ধরনের চারিত্রিক দৃঢ়তার আরও পরিচয় পাওয়া যায় চম্পার প্রেমে মত্ত গাযীপীরের প্রতি তিনি যে সব ভর্ৎসনা করেছিলেন। তাঁর পূর্বসূরীদের মতো আবদুর রহীম কালুকে একটি নির্জীব ও প্রাণহীন চরিত্ররূপে সৃষ্টি না করে তাঁকে গাযীপীরের প্রায় সমকক্ষরূপে সৃষ্টি করেছেন। 'কালুপীর' 'দস্তগীর' ইত্যাদি নামের সার্থকতা কালুর চরিত্রে একমাত্র আবদুর রহীমের কাব্যেই মিলে, খোদা বখ্‌শ্‌ বা হালুমীরের কাব্যে নয়।

কবি আবদুর রহীম যথেষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর কাব্যে। তিনি পূর্বসূরীদের কাব্যের অনুকরণ ও অনুসরণে পরবর্তীকালে কাব্যটি রচনা করলেও কাহিনীর সংহতিতেও গতিশীলতায়, বর্ণনাকৌশল এবং ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়েগে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁর কাব্যটি বেশ উঁচুমানের বলে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গাযী কালু ও চম্পাবতী

[বন্দনা][১]

বন্দনা করিনু গুরু[২] তুমি গুরু কল্পতরু[৩]
তোমার মহিমা সে অপার।
আল্লা আল্লা[৪] বল ভাই যে নামেতে গুনা নাই
সে নামে আখেরে হইব পার ॥
আল্লার নাম করি সার মোহাম্মদ গলার হার
পরে বন্দ গাযী[৫] পীর দিওয়ান[৬]।
গাযীর[৭] মহিমা যত তাহা বা কহিব কত
তাহা জানে পাক সোব্‌হান[৮] ॥
যেখানে যে[৯] কাম করে তরাইবে পরোয়ারে
সেহি নামে পাতকী[১০] উদ্ধার।
আর যত[১১] পীর আছে বন্দিলাম তাহার পাছে
সকলেক করিলাম সালাম ॥[১২]
সকলেক প্রণাম করি হস্তেত কলম ধরি
বন্দনা করিলাম সাই।
স্মরণ[১৩] করি গাযী পীর আমার কণ্ঠে হও স্থির[১৪]
যদি[১৫] ছাড় আল্লার দোহাই ॥
ব্রাহ্মণ নগরে বিভা করি চলে কালুক সঙ্গে করি
প্রবেশিল[১৬] বিক্রমের[১৭] পুর।
সেথা কালুক বিভা দিয়া পাতালে পৌঁছিল গিয়া
উদ্ধার[১৮] করিল জ্যেষ্ঠ[১৯] ভাই।
ভাইকে উদ্ধার করি চলে গাযী নিজপুরি
পথেতে বাজিল সংগ্রাম।
মেছের শহর নাম মেহের খাঁ পাঠান[২০]
তারা বিবি ছিল তাহার ঘর।
গাযীর দোওয়াএ তার হইল গর্ভের সঞ্চার[২১]
দেখিয়া কুপিত সদাগর ॥
ক্রোধ হইল গাযী পীর তাহাকে করিল জের
তথায় রক্ষা[২২] করিল খোদায়।
ত্রিভুবন[২৩] বন্দনা করি হস্তে তাল মন্দিরা[২৪] ধরি
আসরেতে হইলাম খাড়া।

১. মূলে নেই। ২. সুরু। ৩. কল্পতরু। ৪. আল্লা। ৫. গাজি। ৬. পির দেওান। ৭. গাজির মহীমা। ৮. ছোবোহান। ৯. জেখানে জে। ১০. পাত্তকি। ১১. জত। ১২. ছার্ল্লাম। ১৩. স্বরোন। ১৪. স্তির। ১৫. জদি। ১৬. প্রবেসসিল। ১৭. বিক্রমের। ১৮. উধ্যার। ১৯. জেষ্ট। ২০. পাটান। ২১. গব্ভের ছঞ্চ্যার। ২২. অক্ষ্যা। ২৩. ত্রিভন। ২৪. হস্ততাল মুন্দুরা।

তাল চোঁঙর[১] লয়া হাতে — বন্দি ধর্ম্ম[২] সভাতে
সকলেক আমার সালাম।
পীর গাযী করি সার — আমার জিহ্বায়[৩] কর ভর
বাতাও আসি সকল সন্ধান[৪]।
সকল তোমার কাম — আমার হইবে নাম
আমি অধম তোমার পায়ের ধূলা।
তুমি রৈলা কোন ঠাঞি — আমি অধম লজ্জা পাঞি
লাগে তোমার গুরুর দোহাই।
আইসহ দয়ার পীর — আসরেতে হও স্থির[৫]
আসি কহ তোমার কালাম।
অধম বালকে[৬] কবে — অসময়ে[৭] রক্ষা হবে
সেই পীর সেবক উদ্ধার[৮]।
আমাক যদি লজ্জা দাও — ওসমার মাথা খাও
আর লাগে আল্লার দোহাই।
বাপ মাও ছাড়িলা শেষে[৯] — ভ্রমণ করিলা দেশে দেশে[১০]
কত শিষ্য[১১] হইল উদ্ধার।
ঐমত আমাকে আসি — উদ্ধারিয়া[১২] লেহ শেষে[১৩]
তবে জানি মহিমা তোমার ॥
তোমার চরণ বিনে — অন্য[১৪] পীর নাহি মনে
ভক্তি করি আসরে দাঁড়াও[১৫]।
পীর বড় কৃপাদৃষ্ট[১৬] — অল্প সেবায় হয় তুষ্ট
লায়েকের হইবে বড় দাতা।
ত্রিপদী লাচাড়ী[১৭] ছন্দ — ছাব্বিশ[১৮] অক্ষরে বন্ধ[১৯]
গান করে রফিকের তনয়[২০]।
শেখ খোদা বখ্‌শে[২১] কএ — বন্দনা সারা হএ
পাঁচালিতে করিলাম প্রচার ॥

পদ

কলম ধরিনু আমি ভরসা আল্লার।
পাক নামে বন্দ যে দোস্ত তাহার ॥
প্রণাম হইনু মুঞি স্রষ্টা[২২] নিরাকার।
আরাধনে বন্দ গুরু পাতকী উদ্ধার[২৩] ॥
আস্‌মান যমীন[২৪] পএদা করিয়াছে যে ॥
অনাথ[২৫] কাতরে ডাকে রক্ষা করে সে ॥
আল্লা আল্লা বগ ভাই যত[২৬] মমিনগণ।
বড়খাঁ গাযীর পুস্তক শুন[২৭] দিয়া মন ॥
পতঙ্গ[২৮] হইয়া পৈলাম প্রদীপ[২৯] মাঝার[৩০]।
আসিয়া দয়ার গাযী ধরহ কাণ্ডার ॥
তোমার নামে প্রেম জলে ধরিলাম সাঁতার।
লজ্জা[৩১] জানি দেহ মোকে গাযী খন্দকার ॥
কৃপা[৩২] করি পদ মোকে করি দেও জোটন।
দোহাই আল্লার যদি না করহ খণ্ডন ॥
নাট নৃত্য বাদ্য ভাণ্ড[৩৩] সকলি তোমার।
তোমার মঙ্গল কবি করিলাম প্রচার ॥
যদি পদ টুটে ঘাটে তোমার পরশ[৩৪]।
অনাথেক[৩৫] কিমতে আপনে দিবা দোষ ॥

---

১. চোঙর। ২. ধর্ম্মা। ৩. জিব্‌ভাএ। ৪. সন্দান। ৫. স্তির। ৬. বার্ল্ধকে। ৭. অসমাএ। ৮. উধ্যার। ৯. সেসে। ১০. দেসে দেসে। ১১. সিষ্য। ১২. উধ্যারিয়া। ১৩. সেসে। ১৪. অণ্ন্য। ১৫. ডাড়াও। ১৬. ক্রিফাদিষ্ট। ১৭. ত্রিপদি নাচাড়ি। ১৮. ছাব্বিশ। ১৯. বন্দ। ২০. তোনাএ। ২১. সেখ খোদা বকসে। ২২. মুঞিরে ছিস্টি নৈরাকার। ২৩. উর্দ্দার। ২৪. জমিন। ২৫. অনাত। ২৬. জত। ২৭. যুন। ২৮. পিতিঙ্গা। ২৯. প্রিদিব। ৩০. মাজার। ৩১. লজ্যা। ৩২. ক্রিফা। ৩৩. লাট নিত্য বাদ্য ভণ্ড। ৩৪. পৈরস। ৩৫. অনাতেক।

অতি শক্তি[১] করিয়া সাহেব বুদ্ধি[২] দেহ ঘটে।
অধমে ডাকে তুমি বৈসহ ললাটে[৩] ॥
চৌদ্দ[৪] অক্ষরে পদ করিলাম জোটা।
তোলায় লেখিলাম যেন নিক্তির কাঁটা ॥
পঞ্চম মঙ্গল তাল শুনিতে সুসার[৫]।
শেখ খোদা বখ্‌শে[৬] পুঁথি করিল প্রচার ॥

দিসা : সই যাও শুনিয়া সব কথা[৭]।

পদ।

শুন শুন মহামুনি[৮] গাযীর কালাম।
সকলের পাএ মোর হাযারেক সালাম ॥
নাট নৃত্য আনন্দিত শুনিতে সুললিত[৯]।
চিত্ত[১০] দিয়া শুন ভাই বড়খাঁ গাযীর গীত ॥
বড়খাঁ গাযী পীর বন্দ ফকির আল্লার।
স্বর্গ মর্ত্ত[১১] পাতাল জুড়ি যহুরা যাহার[১২] ॥
নিধনিঞা মানস করিলে ধন হয় ঘরে।
নিপুত্রিয়া মানস কৈলে পুত্র হয় কোলে ॥
অন্ধলে[১৩] মানস করিলে চক্ষু দান পাএ।
বেঈমান হইলে তাহাক ব্যাঘ্রে[১৪] ধরি খাএ ॥
সেহি বড়খাঁ গাযী বন্দ আল্লার দরবারে।
শাহ সেকান্দর[১৫] বন্দ বৈরাট সহরে ॥
কবির প্রচার আমি করিলাম যেমত[১৬]।
শুন শুন[১৭] কহি আমি সেহি সব তত্ত্ব[১৮] ॥
বুদ্ধিপতি শিষ্য[১৯] তাহার ধন মাহমুদ নাম[২০]।
সেহি বলে রচো[২১] গুরু গাযীর কালাম ॥
পুস্তক প্রচার করিলাম কত শত।
কত বেশি[২২] কত কমি আছে নানান মত ॥

সে সব শুনিয়া মনে ধন্দ নাহি মিটে।
লেখহ পুস্তক বুদ্ধি জোটাইয়া ঘটে ॥
এতেক শুনিয়া পদ করিলাম গাঁথনি[২৩]।
বিরচিয়া বলে [কবি] মধ্য[২৪] পদে গুনি ॥
গাযীর মহিমা সীমা আমি কিবা জানি।
পিঁপড়ে কতেক পিয়ে সাগরের পানি ॥
সাগরের ঢেও যেন না যাএ[২৫] গনন।
এহি মত মহিমা সীমা দিবে কোন জন ॥
গ্রাম খড়িয়া বাদাএ আমার জন্মস্থান।
কুতপুরে বাস করি প্রকাশিলাম গান ॥
সন ১২ শত ৫ সালে গান আলাপন[২৬]।
শেখ খোদা বখ্‌শে [কহে] রফিক নন্দন ॥
শাহ্[২৭] নবির পাএ হাযারেক সালাম।
যাহার নামে যাব[২৮] ভিস্তে দোজখ হারাম ॥
শাহ্ নইমুল্লার[২৯] পাএ করি পরিচার।
যাহার প্রসাদে পুস্তক হইল প্রচার ॥
এথা রহিল শব্দ[৩০] কালাম ভালে ভালে জানি।
প্রশংসা শুন বড়খাঁ গাযীর কাহিনী ॥
আইস শাহ্ বড়খাঁ গাযী শিরে[৩১] কর বাস।
অধমেক বাতাও সাহেব কবির প্রকাশ[৩২] ॥
যতেকক্ষণ ভরি আমি তোমার গুণ গাই।
আসর ছাড়িয়া যাহ আল্লার দোহাই ॥
আমার কণ্ঠেতে[৩৩] পদ সুরূপে[৩৪] জোটাও।
সেকন্দরের দোহাই ওসমার মাথা খাও ॥
তোমার পদ তুমি কবা উপলক্ষ আমি।
সভা মধ্যে[৩৫] টুটে পদ লজ্জা পাবা তুমি ॥
দূর[৩৬] কর দুঃখ শোক[৩৭] লাএকের[৩৮] আমার।
মানস হাসিল করি শির্নি লও[৩৯] তোমার ॥
লেখিলে সকল কথা[৪০] বহুত হএ পুঁথি।
শুন[৪১] কহি পূর্ব কথা মধুর ভারতী ॥

১. রতি সক্তি। ২. বুর্দ্দি। ৩. লওলাটে। ৪. চর্দ্দ। ৫. ষুনিতে ষুসার। ৬. সেক খোদা বকসে। ৭. কতা। ৮. মহামণি। ৯. ষুললিত। ১০. চির্ত্ত। ১১. শর্গ মর্ত্ত। ১২. জাহার। ১৩. য়ন্দলে। ১৪. বেগ্রে। ১৫. সাহা ছেকোন্দর। ১৬. জেমত। ১৭. ষুন। ১৮. তত। ১৯. সিষু। ২০. মাম্মদ। ২১. রচে। 'রচে'-র কোনো অর্থ হয় না। প্রকৃত শব্দ রচো অর্থাৎ রচ হবে বলে মনে হয়। তাতে পদের অর্থসঙ্গতি থাকে। ২২. বেসি। ২৩. গাথনি। ২৪. মর্দ্দ পদে গনি। ২৫. জেন না জাএ। ২৬. আলাপোন। ২৭. সাহা। ২৮. জাবো। ২৯. সাহা লহুমর্ব্বার। ৩০. সব্দ। ৩১. সিরে। ৩২. প্রকাস। ৩৩. কণ্টেতে। ৩৪. ষুরূপে। ৩৫. সবা মর্দ্দে। ৩৬. দুর। ৩৭. ষখ সোগ। ৩৮. লাএকের। ৩৯. সির্ণ্নিলেও। ৪০. কতা। ৪১. ষুন।

[১ পালা][১]

[পদ][১]

পশ্চিম[২] দেশেতে[৩] রাজ্য সহর বৈরাট।
নব শত প্রহরের[৪] পথে পুরিখান ঠাট ॥
অষ্ট লোহার গড় দেখিতে উড়ে প্রাণ।
এড়াইতে নারে পাখী গড় অষ্ট খান ॥
চৌপাশে সুরঙ্গ[৫] বড় কুম্ভ[৬] জলভার।
কুম্ভীর[৭] ঘড়িয়াল শিশু[৮] হাযারে হাযার ॥
গড়াকুম্ভা অষ্ট গড়ে দ্বার একভিতি।
শুণ্ড[৯] নাড়ে মদপাড়ে বান্ধা মস্ত হাতি ॥
সুবর্ণের[১০] বান্ধাঘাট শত সরোবর।
মৃণাল খাইতে কত নামিছে কুঞ্জর ॥
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে পক্ষী জলচর।
কমলের দলে উড়ে অনকুট ভমর ॥
শতে শতে দালান ইমারত লাখে লাখ[১১]।
রশি[১২] ধরি নির্মাণ[১৩] করিয়াছে ভাগে ভাগ ॥
নাট শালা ব্রহ্মচিলা[১৪] চৌকি আলিপুর।
মণিময় মঠ[১৫] কত ইমারত প্রচুর ॥
জলটঙ্গি ফুলটঙ্গি মালিকা বাসর।
বালাখানা তোষাখানা চতরে চতর[১৬] ॥
দেওল পাহাড় কত দিব্ব মেড় গোটা[১৭]।
মসজিদ গম্বুজ[১৮] কত শতে শতে কোঠা[১৯]।
সাল বন্দী চকবন্দী কাঞ্চনী চৌতার।
ফাটক জেলখানা হাযারে হাযার ॥
সুবর্ণের জাঙ্গাল বান্ধা বাদশাই বাযার।
পুষ্প বন মধু বন সুগন্ধ[২০] সুসার ॥
কুহু কুহু[২১] কোকিলা[২২] ডাকে শুনিতে মধুর।
গুণ্ গুণ্ গুঞ্জরি ভমরা বলেন সাধুর ॥
সরোবরে ফুটিয়াছে কমলের দলে।
রাজহংস খেলা করে সরোবরের জলে ॥
কোকিলার হুঙ্কারে মউরে নৃত্য[২৩] করে।
বেগম সারক পক্ষী[২৪] সারি সারি চরে ॥
বাদশাই কাচারী দেখিতে উড়ে প্রাণ।
চৌদিগে বান্ধা আছে লোহার কামান ॥
সৈয়দ[২৫] ফকীর কত দ্বারে সারি সারি।
ভস্ম[২৬] জটা মাথে কত মঙ্গল মাদারী ॥
আরবী ফারসী পড়ে মওলানা[২৭] খতিব।
সন্ধ্যাকালে দ্বারে জ্বলে একলক্ষ প্রদীপ[২৮]।
বিষম বিছন্দ পুরী বৈরাট নগর।
বসতি ছত্রিশ[২৯] জাতি চালে [চালে] ঘর ॥
ব্রাহ্মণ সুজন বৈসে উত্তম মহাজন।
ধর্মকর্ম[৩০] শাস্ত্র চিন্তা করে সর্বক্ষণ ॥
কাএস্থ সুজন বৈসে দক্ষিণ পাটন।
বাদশা করেন সদাই প্রজাকে পালন ॥
মিথ্যা[৩১] কথা নাহি রাজ্যে সত্য ব্যবহার[৩২]।
ঝগড়া[৩৩] জঞ্জাল তথা নাহিক প্রজার ॥
লক্ষে লক্ষে বিদ্যাধরি[৩৪] নগরেতে বৈসে।
বৈকালে পসার লয়া বাযারেতে আইসে ॥
সুন্দর যুবতীর কার্য বৃদ্ধ[৩৫] দেখি ভুলে।
নর্তকী নৃত্য[৩৬] করে রাজ সভার দলে ॥
বচন শুনিতে তার হরি লয় প্রাণ।
বাযারেতে বিক্রিকিনি নানান রত্নধন ॥
রজত কাঞ্চন কত হীরামন মাণিক।
দিবারাত্রি রাজ সভায় হয় নৃত্যগীত[৩৭] ॥
বৈরাট নগরের তুল্য আর পুণ্য কোথা[৩৮]।
যথা আসি শাস্ত্র শিখে[৩৯] স্বর্গের[৪০] দেবতা।
দেখিতে সুন্দর বটে বড় বড় সহর।
সেহি রাজ্যে বাদশা ছিল শাহ্ সেকন্দর[৪১] ॥
রূপের নাগর বাদশা বলে মহা বীর।
গুণের সাগর বাদশা এ পুণ্য শরীর[৪২] ॥
পুণ্য শরীর বাদশাহ সূর্য বর্ণ[৪৩] কাএ।

১. মূলে নেই। ২. পর্চ্চিম। ৩. দোসতে। ৪. পহরের। ৫. ষুঙ্গম। ৬. কুম্ব। ৭. কুম্বির। ৮. ঘরিয়াল সিসু। ৯. ষুণ্ড। ১০. সোবন্ন্যের বান্দা। ১১. লাকে লাক। ১২. রসি। ১৩. নির্ম্মান। ১৪. বহ্মচিলা। ১৫. মোট। ১৬. চতোরে চতোর। ১৭. মেড় কোটা। ১৮. গমুজ। ১৯. কোটা। ২০. ষুগন্ধ ষুসার। ২১. কুহো। ২। ২২. কুখিলা। ২৩. নিত্ত্য। ২৪. সারোক পাক্কি। ২৫. সৈওদ। ২৬. ভস্য। ২৭. মওলয়ানা। ২৮. প্রিদিব। ২৯. ছর্ত্তিষ। ৩০. ধহ্ম কহ্মা। ৩১. মিত্যা। ৩২. সত্ত বেবোহার। ৩৩. ঝগড়। ৩৪. বিদ্যধরি। ৩৫. যুবকের কাজ্য বির্দ্ধ। ৩৬. নির্ত্তকি নির্ত। ৩৭. নির্ত্তগিদ। ৩৮. প্বন্ন্য কথা। ৩৯. সাস্ত্র সিকে। ৪০. সর্গের। ৪১. সাহা ছেকমদার। ৪২. প্বণ্ন্য সরির। ৪৩. মুর্জ্জ বণ্ন্য।

কায়া তুল্য[১] সোনা নিতি[২] ফকিরেক দেএ ॥
সুবর্ণ দেহা বাদশার গঙ্গাতুল্য[৩] চিত।
বিনে দানে ভোজন না করে কদাচিত ॥
নানান সুখের রাজ্য বৈরাট নগর।
অতি প্রচণ্ড বাদশা গুণের সাগর ॥
তরাসে পলায় দেব গন্ধর্ব কিন্নর[৪]।
পৃথিবী[৫] জিনিয়া যে গুনিয়া লইছে কর ॥
বলের শকতি বাদশা কেহ নাহি আটে।
অনুরাগ হইলে তাহার যুদ্ধে[৬] মাথা কাটে ॥
গাছ মাছ দরিয়ার কর লইছে বাহুবলে।
পাহাড় পর্বতের কর লইছে কৌতূহলে ॥
চন্দ্র সূর্য বান্দিয়া পাতালের লইছে কর।
পরে বাদশা চলিয়া গেল রবি রাজার দ্বার ॥
রবি রাজার দ্বরে যায়া হইল উপস্থিত।
তিন হাজার পরিকে দেখিল আচম্বিত[৭] ॥
দেখিয়া পরিগণ বড় পাইল ডর।
তরাস পাইয়া উড়ি গেল গগন মণ্ডল ॥
ক্রোধে বাদশা ছাড়ি দিল খুরশান বাণ।
কাটিয়া পরির পাখা কর্ল খান খান ॥
পর ছাড়ি গেল পরি গগণ মণ্ডল।
তাহাতে সৃজন হইল মউর মোরছল[৮] ॥
খসিয়া পড়িল পাখা গউড়ের[৯] ঘরে।
তবে বাদশা গিয়াছিল পাতার সহরে ॥
বলি রাজার দ্বারে যায়া[১০] দিল দরশন।
তাহাকে গর্জিল[১১] বাদশা করের কারণ ॥
সিংহদ্বারে[১২] করে কত ছাড়ে বীর দর্প।
পুরে থাকি বলি[১৩] রাজার উপজিল কাঁপ ॥
বিধির নির্বন্ধে রৈল রণ পরিহরি।
যোল দানে সঁপিল ওসমা সুন্দরী ॥
কন্যা পায়া[১৪] সেকন্দর না করিল রণ।
বিভা করি আইল বাদশা আপন ভুবন ॥
শেখ খোদা বখ্শে কহে গাযীর কিঙ্কর।
ওসমার রঙ্গরূপ শুন[১৫] সবে নর ॥

ত্রিপদী।

ওসমাক বিভা করি আইল বাদশা নিজ পুরী
দেখিতে সুন্দর বড় অতি।
বৈরাটের যত নারী আইল সব সারি সারি
বস্ত্র[১৬] আদি পরে নানা জাতি ॥
দেখিয়া ওসমার অঙ্গ নারী সব মন ভঙ্গ
নারীরূপে নারী মূর্ছাগত।
বাঘের কামান জিনি দুই ভুরুর খিঁচনি
ললাটে চন্দ্র কত শত ॥
বাহু মৃণাল জিনি মোলাম হস্ত খানি
নাভি পদ্ম[১৭] কাম সরোবর।
কুচ[১৮] ডালিম্ব শোভা চক্ষু[১৯] যেন পুষ্প জবা
রঙ্[২০] যেন গগনের ভাস্কর।
কাল সর্প জিনি চুল দেখি চিএ অলিকূল
নাসিকা দেখিতে সুরভিত[২১]।
কেশরী কাঁকলি অতি (?)[২২] দশন উজ্জ্বল[২৩] মতি
মুখ যেন কাঞ্চন মোহিত[২৪] ॥
পদ্ম পত্র জিনি কর্ণ দেহে যেন অগ্নি বর্ণ
দশন খঞ্জন অভরণ।
খোদা বখ্শে কহে বাণী অঙ্গ[২৫] রূপ কিবা জানি
অলঙ্কারের শুন বিবরণ ॥

---

১. তন্ব। ২. নিথি। ৩. তুম্ব্যা। ৪. নন্দব কিনর। ৫. পির্ত্তিবি। ৬. যুর্দ্ধে। ৭. য়চমভিত। ৮. মুছল। ৯. গউবের। ১০. জায়ে। ১১. গর্জ্জীল। ১২. সিঙ্গধরি। ১৩. বল্ব্য। ১৪. কণ্ন্যাপায়েয়া। ১৫. ষুনো। ১৬. বস্ত্ত। ১৭. পর্দ। ১৮. দুই। ১৯. চক্ষ। ২০. অঙ্গ। ২১. ষুরাভিত। ২২. কেসরি কাঙালী আতি। ২৩. দসন উর্জ্জাল। ২৪. মক্ষিত। ২৫. রঙ্গ।

পাঁচালী।

যত অলঙ্কার জ্বলন্ত[১] অঙ্গার
অল্প কহি যেবা জানি[২]।
নাকের বেসরি ঝলমল করি
মোড়া করে নিত্য মালি (?) ॥
গলাতে হাঁসুলি পায়েতে পাসুলি
পৃষ্টেত নোটন[৩] দোলে।
মাণিকের অঙ্গুরি নক্ষে শোভা করি
গলাতে ঝুলনা[৪] ঝুলে ॥
হিয়াতে মালতী গলে গজমতি
চরণে নেপুর বাজে।
নঞানে কাজল ভুবন উজ্জ্বল
কপালে রত্ন সাজে ॥
হেমতাড় হাতে বাহু শোভে তাতে
বাযুবন্ধ তাহে শোভা।
অনুট[৫] গুঞ্জরি শোভে সারি সারি
মাধবী মালতী জবা ॥
কিঙ্কিণী কমরে ফণী মণি ধরে
গলে নবলক্ষ[৬] হার।
কমলে কিঙ্কির[৭] কমরে জিঞ্জির
পবিত্রা চন্দ্রহারা ॥
চুটি অঙ্গস্থান বিধিত নির্মাণ
কর্ণে শোভে[৮] পিনতারা।
বাক ভূত মাল জুড়াই নয়ান
চন্দ্র সূর্য যেন ঝারা ॥
চূড়াএ লোটন খঞ্জন গমন
চলিতে কিঙ্কিণী হালে।
যত নারীগণ হৈল অচেতন
হাত দিয়া বৈসে গালে ॥
সাড়ি পরিধান সুন্দর নির্মাণ
কুসুম্ব উড়নি গাএ।
আনন্দ উল্লাস হৈল দিবস পাস
রাজ হংস যেন যাএ ॥
বৈরাট নগর শাহ সেকন্দর
আনন্দ উল্লাশ[৯] মতি।
খোদা বখ্‌শে কএ ভাবিয়া হৃদয়ে
সকলের পাএ প্রণতি[১০] ॥

১. জলন্ত। ২. জেবা যানি। ৩. লোটন। ৪. ঝুল্বনা। ৫. অনুট শব্দের অর্থ বোঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ৬. নবক্ষ। ৭. এ শব্দগুলির অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ৮. কন্ন্যে সোবে। ৯. উর্ল্বাস। ১০. পনতি।

[পদ]

এহিরূপে বাদশা করেন রাজ্য খণ্ড।
উপরে ধরিয়াছে কত ছত্র নবদণ্ড[১] ॥
পৃথিবীতে[২] আছিল যতেক রাজাগণ।
সকলে দেএ কর বৈরাট ভুবন ॥
এহিমতে সুখে রাজ্য করে সেকন্দর।
পুণ্য শরীর বাদশার ধর্ম তৎপর ॥[৩]
কতদিন রহি হৈল বিধির নিরবন্ধ।
আর দিন বুদ্ধিমনে হইল অনুবন্ধ ॥
বাদশা বলে জলে থাকে খোওয়ায[৪] বদর।
জল অধিকার মোকে[৫] নাহি দেএ কর ॥
খোওয়াযের জল আমি মাপিব[৬] তৎপর।
ইহার করিব জমা ধরিয়া বদর ॥
শুভজন নামে উযীর বড় বুদ্ধিমন্ত[৭]।
আদ্যন্ত যত ইতি নহে তার সান্ত[৮] ॥
উযীর বলে আলমপানা গরিব নেওয়ায।
মাপিবা খোওয়াযের ভূম[৯] কত বড় কাজ ॥
তোমার বিক্রম যুদ্ধ জানে সর্বজনে।
এতেক প্রকাণ্ড রশি[১০] পাবা কোন স্থানে ॥
বাদশা বলে উযীর বুদ্ধি তোমার কম।
আমাকে দেখিয়া পালাএ কাল যম ॥
মাপিব দরিয়ার পানি কার্য কত বড়।
বৈরাটে[র] যত রশি সব কর জড় ॥
আমার উযীর হয়া বুদ্ধি তোমার থোড়া।
মুলুক[১১] মাপিব আমরা দিয়া রশি জোড়া ॥
উযীর বলে চাহ খোওয়াযের[১২] কর লইতে।
জাহাজ না হইলে পথ চলিবা কী মতে ॥
বাদশা বলে শুন তোরা যাত পাত্রগণ।
জাহাজ আনহ শীঘ্র করিয়া সাজন ॥
শুনিয়া আমির লোক বান্ধিল কোমর।
জাহাজ সাজিয়া সবে আনিল সত্বর[১৩] ॥
জাহাজ উপরে তবে বানাইলা ঘর।
তিনশত ঘর[১৪] তার বান্ধিল উপর ॥
ঘর মধ্যে বিছাইল সুবর্ণ[১৫] পালঙ্গ।
চান্দয়া উপরে টানায় রাঙ্গারঙ্গ ॥
পুষ্পের বিছানা ঢালি থুইলে পানের বাটা।
ঝোর্বা দাক গির্দা[১৬] থুইল যাতে থাকে মাথা ॥
শ্বেত[১৭] চামর তাহার উপর টানাইল।
সুবর্ণ আরানি লয়া তথায় রাখিল ॥
দাঁড়িগণ[১৮] ডাক দিয়া নৌকাতে চড়িল[১৯]।
আল্লা আল্লা বলি[২০] তারা বাহিতে লাগিল ॥
উযীর বলে সাহেব গরিব নেওয়ায।
তৈয়ার[২১] করিয়া অখন আনিলাম জাহাজ ॥
শুনিঞা[২২] উঠিল তবে বাদশা সেকন্দর।
অযু[২৩] বানাইয়া গেল বাহির খোদার ঘর ॥
বাহিরে খোদার ঘরে নামাজ পড়িল।
খোদার দরগাতে তবে আরয ভেজিল ॥
বাদশার কর্ণেত[২৪] আওয়াজ আইল তখন।
খোয়াযের সঙ্গে বাদ কর অকারণ ॥
আওয়াজ শুনিয়া বাদশা মনে না গণিল।
সাগর মাপিতে বাদশা গমন করিল ॥
যাত্রা[২৫] করিতে বাদশার পাছে পড়ে হাঁচি[২৬]।
উড়িয়া নঞান যোগে হানিয়া গেল মাছি ॥
জড়াজড়ি করিয়া সামনে পৈল চিল।
আচম্বিতে[২৭] বৃষ্টি[২৮] আইল বরিষণ[২৯] শিল ॥
যাত্রা করিতে বাদশার মাথা গেল ঠেকে।
বাম পাএ উজষ্ট লাগে পাছে কেবা ডাকে ॥
কিছু না মানে বাদশা পথের পাষণ্ড[৩০]।
শীঘ্র[৩১] করিয়া জাহাজে চড়িল সেহি দণ্ড[৩২] ॥
কোন কর্ম[৩৩] করিলেন উযীর তখন।
দ্বারের স্তম্ভেতে[৩৪] রশি করিল বন্ধন ॥
সহস্র[৩৫] যোজন তার করিল দীঘল[৩৬]।
নৌকাতে তুলিয়া লইল মাপিবার জল ॥
দাঁড়িগণে ধরি রশি নৌকাতে তুলিল।
স্তম্ভ[৩৭] সঙ্গে বান্ধি রশি মেলিয়া চলিল ॥
ডাক দিয়া বলে তবে [তবে] বাদশা সেকন্দর।
আল্লা আল্লা বলিয়া কাটিয়া দিল ডোর ॥
হুহুঙ্কার[৩৮] শব্দ করি নৌকা বয়ে যায়।
তখ্‌তে[৩৯] থাকি মালিক আল্লা জানিবার পাএ ॥
আল্লা বলে জিবরাইল শুনহ সত্বরে[৪০]।
খোওয়াযের সঙ্গে বাদ সেকন্দর করে ॥

১. ডণ্ড। ২. প্রিথিবীতে। ৩. প্বণ্ন্য সরির বাদসার ধন্মতত্রপর। ৪. খোওাজ। ৫. মকে। ৬. নাপিব তর্ত্তপর। ৭. আদ্য অনন্ত। ৮. সান্ত শব্দের অর্থ বোঝা গেল না। ৯. ভোম। ১০. এতেক পছণ্ড সাহা। ১১. মোল্বক। ১২. খোত্তাজের। ১৩. সর্ত্তর। ১৪. দ্বার। ১৫. শোবণ্য। ১৬. গ্রিদা। ১৭. সেত। ১৮. ডাড়িগণ। ১৯. চড়াইল। ২০. বুলি। ২১. তয়ার। ২২. যুনিঞা। ২৩. রযু। ২৪. কণ্ন্যেত। ২৫. জাত্রা। ২৬. হাছি। ২৭. অচমভিতে। ২৮. বিষ্টি। ২৯. বরিসন সিল। ৩০. পাসণ্ড। ৩১. সিগ্র। ৩২. ডণ্ড। ৩৩. কন্ম। ৩৪. স্তোম্বাতে। ৩৫. সহশ্র জোজন। ৩৬. দিগল। ৩৭. স্তম্বা। ৩৮. হুহাঙ্কার। ৩৯. তক্তে। ৪০. যুনহ সর্ত্তরে।

স্তম্ভে লাগায়[১] রশি মাপিবার কারণ।
আজি হইতে গেল বাদশা যমের[২] ভুবন ॥
রাঘব[৩] বোওয়াল আছে মুখ[৪] পসারিয়া।
প্রাণ হারাইবে বাদশা গর্ভে সামাইয়া ॥
মরিবেক সেকন্দর ডর নাহি তাতে[৫]।
দুইজন কাফের তবে রহিল ত্রিজগতে[৬] ॥
পাতাল ভুবনে আছে জঙ্গ অধিকারী।
না মানে নবির দ্বীন করে অহঙ্কারি[৭] ॥
ব্রাহ্মণ নগরে আছে মটুক রাজন।
দুর্জন কাফের বাপু এহি দুই জন ॥
লোকজন যায়া যদি মোর[৮] নাম লএ।
কুড়ালে ফাড়িয়া শির[৯] অগ্নিতে জ্বালাএ[১০] ॥
জুলহাউস নামে পুত্র হবে উহার ঘর।
সেহিসে তুড়িবে যায়া পাতাল সহর ॥
কেহ না পারিবে রাজার প্রদলের ঝাক।
জিনিয়া করিবে বিভা রাজার কন্যাক[১১] ॥
ছোট পুত্র হবে উহার নাম বড় খাঁ গাযী।
ব্রাহ্মণ নগর তুড়িবে দিয়া দাগাবাজি ॥
মারিয়া করিবে লোক সব তব ধন্যা।
জিনিঞা করিবে বিভা চম্পাবতী কন্যা[১২] ॥
আল্লা বলে যাহ তুমি দুনিয়ার মাঝ[১৩]।
কোন প্রকার করিয়া ফিরাহ জাহাজ ॥
এতেক কহিল তবে নাথ নিরাকারে[১৪]।
হাওয়া[১৫] রূপে ফেরেস্তা চলে শূন্যভরে[১৬] ॥
শূন্যে উড়িল[১৭] আল্লার নাম লইয়া।
বাও বেগে চলি গেল জাহাজ লাগিয়া ॥
শূন্যভরে উড়াইল জিবরাইল আএ বারি।
হৃদয়ে[১৮] লাগিল যে যুগতি[১৯] তার ভারি ॥
কোন্ মতে যাব আমি জাহাজের উপর।
কি জানিবা আমাকে পাছড়ায় সেকন্দর ॥
যুগতি ভাবিয়া চিত্তে হুঙ্কার ছাড়িল।
জরিদা ফকীর হইয়া যাইতে লাগিল ॥
যাইতে বিলম্ব হইল ভার হৈল গাও।
সপ্ত সমুদ্বরে পৈল সেকন্দরের নাও ॥
ভাটিয়া বাঁকে আছে রাঘব মুখ পসারিয়া।
আসমান জমিন পৃথিবী[২০] লইছে ঘিরিয়া ॥
আপন সাগর সেহি নাহি কোন স্থিত।
এমন আক্কেল নাহি যাবে কোন ভিত ॥
হেন কালে জিব্রাইল আল্লাহর নাম লইয়া।
জাহাজ উপরে পৈল জরিদা[২১] হইয়া ॥
আল্লার নাম লইয়া ছাড়িল যিকির।
খাড়া হইল সেহি খানে বাদশার হাজির ॥
বাদশা দেখিল যখন জরিদা ফকীর।
সালাম[২২] করিল বাদশা উজীর নাজির ॥
ফকীর বলে কৌতূহলে বাদশার গোচর।
শুন শাহা মোর নেহা করহ নযর ॥
নযর কর বাক্য ধর দক্ষিণ সাগর।
দরিয়া ঘিরিয়া লইছে ইমৎস্য[২৩] আগর ॥
শুন আগে এক ভাবে মৎস্যের[২৪] কথন।
গর্ভে[২৫] গেলে প্রাণ যাবে যমের ভুবন ॥
কর হেলা দেহ মেলা হারাইবা প্রাণ।
ফির শ্রীঘ্র গৃহে[২৬] চল, না কর অল্পজ্ঞান ॥
তবে বাদশা অভরসা দেখি দৃষ্টি করি।
তবে দেখে হা মুখে আছে মুখ পসারি ॥
দেখিয়া সেকন্দর বাদশা বড় পাইল ভএ।
আল্লা মোকে যদি রাখে বড় ভাগ্য হএ ॥
ভয় পাইল ধন্দে[২৭] পৈল ত্রাসে সর্বজন।
কহে কবি মনে ভাবি রফিক নন্দন ॥

ত্রিপদী ছন্দ।

কহে বাদশা সেকন্দর ফকীরের বরাবর
রক্ষাকর[২৮] ফকীর দিওয়ান।
কী মতে বাঁচিবে প্রাণ ধর্মপূর্ণ[২৯] কর স্থান
স্মরণে[৩০] পুছিলাম বিদ্যমান[৩১] ॥
আল্লার ফকীর তুমি কী মতে বাঁচিব আমি
প্রাণ দান তোমার স্থানে চাই।

১. লাগায়া। ২. জমের। ৩. আগব। ৪. মুক্ষ। ৫. থাতে। ৬. ত্রিজোগতে। ৭. অহঙ্খারি। ৮. মর। ৯. ছের। ১০. জলাএ। ১১. কণ্ন্যাক। ১২. কণ্ন্যা। ১৩. মাজ। ১৪. নৈরিকারে। ১৫. হাওর। ১৬. ষুন্ন্যভরে। ১৭. ষুন্ন্যে উড়াইল। ১৮. হ্রিদএ। ১৯. যুর্গতি। ২০. পিথিবি। ২১. জরিদা শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ২২. ছার্ব্বাম। ২৩. ইমর্চ্ছ। ২৪. মর্চ্ছের। ২৫. গর্ব্বে। ২৬. সিগ্র গ্রিহে। ২৭. ধন্দু। ২৮. রক্ষ্যা। ২৯. ধর্ম্মপ্বণ্ন্য। ৩০. সঙরোনে। ৩১. বির্দ্দমান।

কিছু বুদ্ধি মোকে দেহ প্রাণ রক্ষা করি লেহ
ছাড় যদি আল্লার দোহাই ॥
ফকীর বলেন বাণী[১] যদি রক্ষা করি খানি
তবে তুমি আমার বুদ্ধি নেও।
দেখ তুমি দৃষ্টি[২] করি রহিলক জিব ধরি[৩]
উহাক খাইতে কিছু দেও ॥
কহে বাদশা সেকন্দর সমুদ্রের বালুচর
এক মাসের পথ জুড়ি আছে।
ফকীরে বলেন বাণী অহি মৎস্য দাড়কিনি[৪]
ভাল বালুচর দেখিয়াছে ॥
ফকীর বলে বাক্যধর[৫] জাহাজের এক কুঞ্জর
বড়শি[৬] ফুটাও তাহার গাএ।
কুড়ালে মারিয়া খাও দরিয়াত ফিকিয়া দেও
আসিয়া ধরুক দাড়কিনি।
শুনিঞা বাদশা সেকন্দর আনাইল কুঞ্জর
ফকীর বলে ইহা বড় নএ।
মস্ত এক ছিল হাতি সেহি আনে শীঘ্রগতি[৭]
বিরচিল রফিক তনয়[৮] ॥

[—ইতি। ১ পালা সমাপ্ত।]

১. বানি। ২. দিষ্ট। ৩. জিবধারী। ৪. মর্ছ্য ডারকিনি। ৫. বার্ক্কধর। ৬. বরসি। ৭. সিগ্রগতি। ৮. তনাএ।

২ পালা[১]

লও ভাই আল্লার নাম বারে এহি বার।
লইলে মালিকের নাম হও উপকার ॥
মস্ত হাতি ধরি তবে আনিল সামনে।
ফকীর কহে এহি হস্তী নও অনুমানে ॥
যে হউক সে হউক আর পাইবা কোথাও।
একিন করিলে পাছে বাঁচাবে খোদাও ॥
জাহাজের গজাল[২] এক দস্তে উকাড়িল।
হাতুড়ের বাড়ি দিয়া বড়শি বানাইল ॥
হস্তীর পিষ্টেত তবে বড়শি ফুটাইয়া।
জাহাজের সঙ্গে তাহার ডোর লাগাইয়া ॥
নিঘাত কুড়াল পৃষ্ঠে মারিল তাহার।
দুঃখ[৩] পাইয়া পড়ে হস্তী সাগর মাঝার ॥
সমুদ্রের মধ্যে যখন পড়িল কুঞ্জর।
ঘ্রাণ পাইয়া দাড়িকা উঠিল তৎপর[৪] ॥
মুখ[৫] পসারিয়া মৎস্য[৬] ধরিল কুঞ্জর।
ভাসিয়া চলিল পুনঃ[৭] জলের উপর ॥
কতদূরে যাএয়া মৎস্য[৮] সংহারিয়া[৯] লইল।
ফকীর বলেন অখন প্রমাদ[১০] হইল ॥
দেহ শীঘ্র[১১] ডোর কাটি নৌকা[১২] তবে তল।
পাছে জানি মর খাএয়া দরিয়ার জল ॥
শুনিঞা যে লোক সবে ত্রাস পাইল বড়ি[১৩]।
শীঘ্র করি কাটি দিল জিয়ালার দড়ি ॥
মুখ মুক্তি[১৪] হস্তীর পাঞ্জর কর্ণ[১৫] গুড়া।
সাট[১৬] মারি ধন্দ ছড়ি দিল পাখা ঝাড়া ॥
ভাগ্যে[১৭] বাঁচিল নৌকা না হইল তল।
স্থির[১৮] হইল কতক্ষণ করিয়া টলমল ॥
ফকীর বলেন তোরা না হও আকুল।
এহিক্ষণে বাহ নৌকা পাইবেক কূল[১৯]।
শুনি দাড়ি মাঝি সব বাহিতে লাগিল।
পঞ্চদিন বাহিয়া নৌকা কূলেত লাগাইল ॥

সেহিক্ষণে জিবরিল হইল অন্তর্ধান[২০]।
তীরেতে উঠিয়া বাদশার কিছু হইল জ্ঞান[২১] ॥
কোথা[২২] গেল ফকীর মিঞা কোথা[২২] বুদ্ধিপতি।
প্রাণদান দিয়া সেহ পলায়া গেল কুথি ॥
চর্মচক্ষে[২৩] অভাগিয়া চিনিতে না পারি।
কোথা গেল মিঞাজি প্রাণ চুরি করি ॥
তীরেতে উঠিয়া বাদশার জ্ঞান[২৪] উপজিল।
আল্লা মোকে দয়া করি প্রাণ বাঁচহিল ॥
কোথা গেল ফকীর আমাক রাখি কূলে[২৫]।
ঝাপ দিয়া মরি এখন দরিয়ার জলে ॥
ঝাপ দিতে চাহে বাদশা মনে করি ডর।
আগমে ফেরেস্তা জানি ডর হইল বড় ॥
কোন কর্ম[২৬] করে তবে ফেরেস্তা[২৭] খোদার।
শ্বেত[২৮] মক্ষির রূপ হৈল পুনর্বার[২৯] ॥
শ্বেত[২৮] মক্ষির রূপ তখন ধারণ[৩০] করিয়া।
সেকন্দরের কর্ণেত[৩১] পড়িল উড়াঙ দিয়া ॥
কর্ণেত[৩২] পড়িয়া তবে লাগিল কহিতে।
আল্লার ফেরেস্তা আমি কি চাহ দেখিতে ॥
নৌকাতে ছিলাম আমি না চিনিলা মোকে।
খোদার হুকুমে আমি বাঁচাইলাম[৩২] তোকে।
এহি বলি ফেরেস্তা উড়িল শূন্যকারে[৩৩]।
চক্ষের নিমিষে[৩৪] গেল আল্লার দরবারে ॥
সালাম[৩৫] করিয়া তবে ফেরেস্তা দাঁড়াইল[৩৬]।
জিব্‌রিলের তরে লিল্লা পুছিতে লাগিল ॥
শাহ সেকন্দরক তুমি বাঁচাইলা নাকি।
ফেরেস্তা বলে আইলাম তাক কিনারাত[৩৭] রাখি ॥
বড় খোশ[৩৮] হইল শুনিঞা নিরাঞ্জন।
ফেরেস্তা সালাম করি বসিল তখন ॥
রহিল ফেরেস্তা তবে লিল্লার দরবারে।
কোন কর্ম [করে] তবে বাদশা সেকন্দরে ॥

১. মূলে নেই। ২. গজইল। ৩. দুক্ষু। ৪. তর্ত্তপর। ৫. মোক। ৬. মর্ছ। ৭. পুণ্ন্য। ৮. মর্ছ। ৯. সঙ্কারিয়া। ১০. য়খন প্রমবাদ। ১১. সিগ্র। ১২. নৌখা। ১৩. বরি। ১৪. মোক্ষমুন্দি। ১৫. কর্ষ্ণ। ১৬. শাট। ১৭. ভার্গে। ১৮. স্রির। ১৯. কুল। ২০. অন্তরধ্যান। ২১. গ্যান। ২২. কোতা। ২৩. চন্মচক্ষে। ২৪. গ্যান। ২৫. কুলে। ২৬. কন্ম। ২৭. ফিরেশ্‌তা। ২৮. সেত। ২৯. পুণ্ন্যবার। ৩০. ধরন ধরিয়া। ৩১. কণ্ন্যেত। ৩২. বাছাইলাম। ৩৩. ষুন্নকারে। ৩৪. নিমসে। ৩৫. ছার্ল্বাম। ৩৬. ডাড়াইল। ৩৭. কিরাত। ৩৮. খোর্ষ।

প্রাণ বাঁচিল[১] বাদশার চলিল আন্দরে।
পাত্র মিত্র উযীর চলিল আপন ঘরে।
না পারিল সেকন্দর খোওয়াজের সহিত।
জল মাপা[২] না হইল ফিরিয়া আইল বাড়িত ॥
কিঞ্চিৎ মাপিল বাদশা সমুদ্র[৩] সাগর।
সেহি হইতে পৃথিবীতে[৪] হইল জলকর ॥
আনন্দে রহিল বাদশা তক্তেতে যে বসি।
লোকজন সাক্ষাতে[৫] থাকে দিবা নিশি ॥
নানান জাতি বরকন্দাজ পাইক সরদার।
জোর হাতে থাকে নিতি বাদশার দরবার ॥
আরদিন বাদশাজাদা আন্দরেতে গেল।
ওসমা সুন্দরীর কথা ইয়াদ পড়িল ॥
কন্যার যতেক[৬] রূপ কহন না যাএ।
চিত্রকরে চণ্ডী যেন[৭] লেখিয়া সাজাএ ॥
কাঞ্চন দর্পণ[৮] কন্যার এ মুখ[৯] মণ্ডল।
রজতের নঞান তাতে করে ঝলমল ॥
দশন জিনিয়া কন্যার মূর্তিকার[১০] হার।
নাসিকার গড়ন যেন শ্রবণ গৃধিকার[১১] ॥
চিকূর চামর জিনি অনেক দীঘল[১২]।
লাছিয়া[১৩] বান্ধিলে ঢাকে শরীর[১৪] সকল ॥
চন্দনের গন্ধে[১৫] যেন গন্ধর্ব পাগল।
শরীর বেড়িয়া ভমরা করেন কোলাহল[১৬] ॥
রাবণেতে[১৭] রাম যেন খাণ্ডে বজ্রধনু[১৮]।
তাহাকে জিনিয়া কন্যা লোচনেস ভানু ॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র[১৯] যে সন্ধ্যাকালে উঠে।
তাহাকে জিনিঞা কন্যা নবীণ ললাটে ॥
কেশরী[২০] জিনিঞা মাঞ্জা হিয়া পরিপুর।
পূর্ণ দুই কুচ শোভে[২১] তাহার উপর।
হিয়াএ না ধরে কুচ[২২] করে টলমল।
ছিড়িয়া পড়িতে চাহে গাছের ডেফল ॥
সুবর্ণের কুচ তাতে নেতের আবরণ।[২৩]
প্রকাশ না পায় তাতে রবির কিরণ ॥[২৪]
অবশ্য কুচের মুখে কিছু কাল দেখি।[২৫]
কালিয়া ঢাকেন যেন রজতের চাকি ॥
সাগর উথল[২৬] কন্যার প্রথম যৌবন[২৭]।
দেখিয়া না হএ স্থির পুরুষের[২৮] মন।
নতুন যৌবন কন্যার নাভি গম্ভীর।[২৯]
অম্রকলা জিনিঞা চঞ্চল দুই চীর ॥
পালঙ্গের উপরে যেন দুই খানি ফেলি।
জবুনার জলে যেন হংস যাএ চলি ॥
মিষ্ট শব্দে কহে কথা শুনিতে লাগে ভাও।
অমৃত মুখে[৩০] যে চন্দ্র মুখের[৩১] রাও ॥
বাদশার যোগ্য[৩২] বেগম নাম ওসমা সুন্দরী।
শচী[৩৩] সঙ্গে ইন্দ্র যেন করে নানান কেলি[৩৪] ॥
স্বামী সেবন কন্যা অতি প্রিয় করি।
তিল মাত্র দ্রব্য[৩৫] না খাএ স্বামী পরিহরি ॥
বত্রিশ বিছন্দ কন্যা শরীরে[৩৬] নাহি ভিন।
সুস্থিরে[৩৭] স্বামীর সেবা করে রাত্রদিন ॥
একদণ্ড[৩৮] স্বামী বিনে অন্য[৩৯] নাহি গতি।
পরম সুন্দর কন্যা[৪০] প্রথম যুবতী ॥
নঞান তুলিয়া কন্যা চাহে যার ভিত।
সেহি দণ্ডে[৪১] কাম কুণ্ডে ডুবে তাহার চিত ॥
জীবন প্রাণ লয়া তার পরাণ আকুল।
ডুবিয়া সাগরে যেন নাহি পাএ কুল ॥[৪২]
হস্তে পদ্ম পাএ পদ্ম কপালে রত্ন জ্বলে।[৪৩]
কত কোটি চন্দ্র যেন ধরিছে ডালে ডালে ॥
কোকিল[৪৪] জিনিঞা যেন নবীন মাথার কেশ।
সিংহ জিনিঞা বিবির ক্ষীণ মাঞ্জা দেশ ॥[৪৫]
মতি প্রবাল জিনি বদনের ছাটা।
নবীন মেঘের যেন বিজলির ছাটা ॥
খঞ্জন পক্ষী জিনিঞা দুইটি নঞান।
ভোঞা শোভিত যেন বাঘের কামান ॥
বিম্বফল জিনিঞা অধর উজ্জ্বল ॥
ওসমাকে দেখিলে লোক হইবে পাগল ॥
মহামতি রাজার কন্যা ত্রিভুবনে[৪৬] সার।
অঙ্গেতে পরিলেন নানা অলঙ্কার ॥
রূপের সাগর কন্যা স্বামী সোহাগিনী[৪৭]।
অনুচর যত ছিল বাদশার ঘরণী ॥
সকলের মধ্যে[৪৮] বিবি ওসমা প্রধান।
স্বামীর সাক্ষাতে[৪৯] বিবি পরাণের পরাণ ॥

১. বাচাইল। ২. নাপা। ৩. সমুদ্বরো। ৪. পির্থিবিতে। ৫. সাক্ষ্যাত। ৬. কন্নার দেতেক। ৭. চিত্রকালে চণ্ডি যেন। ৮. দপপর্ণ। ৯. মোক্ষ। ১০. মুত্তিকার। ১১. গিধিকার। ১২. দিগল। ১৩. লাচিরা। ১৪. সরিল। ১৫. চিকুরে ষুগন্ধ। ১৬. কলহল। ১৭. আবনেতে। ১৮. বজ্রধেনু। ১৯. দ্বতিয়ার ভানু। ২০. কেসরি। ২১. পুন্ন্যদ্বই কুঞ্জসোবে। ২২. কুঞ্জ। ২৩. সোবোন্ন্যের কুঞ্জ তাথে নেতের য়ভরণ। ২৪. প্রকাস না পায়ে কেহ্ জীবরে কিরোন। ২৫. অবস্ব কুঞ্জরের মোখে কিছু কালা দেখি। ২৬. উথাল। ২৭. জৈবন। ২৮. পুরুসের। ২৯. নৈতন জৈবন কন্ন্যার নাভিয়ে গম্ভিত। ৩০. অম্রিত মোক্ষে। ৩১. মুক্ষের। ৩২. যুগ। ৩৩. সচি। ৩৪. খেলি। ৩৫. দব্ব। ৩৬. স্বরিলে। ৩৭. মুস্থিরে। ৩৮. একডণ্ড। ৩৯. অন্ন্য। ৪০. কন্ন্যা। ৪১. ডণ্ডে। ৪২. মূলে : 'স্বন্নিমার চন্দ্র যেন বদনেতে মুকুল।' এ পাঠ অর্থহীন। হা, মী. থেকে গৃহীত পাঠ। ৪৩. হস্তে পাদ্দ পাএ পদ্দ কপালে অত্নজলে। ৪৪. কুখিলা। ৪৫. হংস জিনিঞা বিবির খেনু মাঞ্জা বেশ। ৪৬. ত্রিভুবনে। ৪৭. সোত্তাগিণি। ৪৮. মদ্দে। ৪৯. সাক্ষ্যাতে।

বড়ই কবুল বিবি আল্লার দরবারে।
ওসমার[১] চাইতে ভক্‌ত[২] নাহিক সংসারে ॥
ফুরকান কোরান বিনে অন্য[৩] নাহি জানে।
পঞ্চ ওক্ত[৪] নামাজ পড়ে সাহেবের[৫] কারণে ॥
দিবস বহিয়া গেল রাত্রিকাল হইল।
খাইবার খানা তবে ওসমা পাকাইল ॥
তাম খাইয়া বাদশা আনন্দিত অন্তরে।
তবে খানা খাইল আছে যত পুরে ॥
নফর চাকর খানা খাইল সত্বরে[৬]।
ওসমা খাইল খানা বাবুর্চির[৭] ঘরে ॥
করপূর[৮] তাম্বুল খায়া না করে বিলম্ব।
শীতল[৯] মন্দিরে যায়া ঢালিল[১০] পালঙ্গ ॥
পুষ্পের বিছানা করে না করে আলিস।
আশে পাশে গিরদা দিল শিয়রে বালিশ ॥[১১]
সুবর্ণের চান্দয়া দিল শিরে টানাইয়া।
পালঙ্গে শুইল[১২] বাদশা আল্লাজি স্মরিয়া[১৩] ॥
পূর্ণিমার[১৪] চন্দ্র বিবি কোকিলার[১৫] বোল।
হাসিয়া শুইল কন্যা সেকেন্দরের কোল ॥
হাসিয়া শুইল কন্যা দিল আলিঙ্গন।
সেই রাত্রে হইল বিবির গর্ভের[১৬] লক্ষণ ॥
সেই কালে ওসমা বিবি আছিল ঋতুবতী[১৭]।
তাহার সঙ্গেতে বাদশা ভুঞ্জিল সুরতি[১৮]।
সুরতি[১৯] ভুঞ্জিল বাদশা মহা কৌতূহলে[২০]।
প্রভাতে উঠিল বাদশা মহা কুলির বোলে ॥
সুরতি ভুঞ্জিয়া বিবির আনন্দিত চিত।
পালঙ্গে ওসমা বিবি হইল পূর্ণিত[২১] ॥
প্রভাতে উঠিয়া বাদশা গোসল করিল।
অযু নামাজ পড়িয়া বাদশা ফারাগত হইল ॥
ফফরে বসিল বাদশা পাটের উপর।
উযীর নাযির আইল বাদশার গোচর ॥
আদালত ইনসাফ বাদশা করে রাজ্যখণ্ড।
দাএ[২২] ফৈরাদি ছাড়া নহে এক দণ্ড ॥
রৈল বাদশা সেকেন্দর ভক্তের উপর।
গোসল করিল বিবি উম সরোবর[২৩] ॥
দিনে দিনে বাড়ে ধন সাউদের ভাণ্ডার।
পুরুষের ধন লয়া নারীর বেপার ॥

ভাণ্ড হইতে ঘৃত[২৪] যেন পড়িল টলিয়া।
খালি ভাণ্ড হয়া যেন থাকেন পড়িয়া ॥
এক দুই করিয়া হইল পঞ্চমাসি[২৫]।
টলমল করে যেন মন্দা[২৬] মন্দা হাসি ॥
ছএ সাত মাস তখন হইল পূর্ণতি[২৭]।
অষ্টমাসে চলিতে না পারে রূপবতী।
নয় মাস পূর্ণিত[২৮] হৈল না পারে হাঁটিতে।
রাজ হংস চলে যেন হালিতে ঢুলিতে ॥
হাঁটু হাতে বৈসে বিবি ভূমির উপরে।
উদরের বিষে কন্যা বাপ মাও স্মরে[২৯] ॥
১০ মাসে গর্ভ[৩০] হইল পূর্ণিত[২৮]।
দশমীর দশদ্বার হইল বিকশিত[৩১]।
গগন গর্জিত যেন বাদলের সময়[৩২]।
তেমতি বিবির গর্ভে বিষ বড় হএ ॥
বাপ মাও বলি বিবি উঠিল কান্দিয়া।
দাসী বান্দী দাইকে আনিল ডাকিয়া ॥
বিষ-জ্বালা তনু কালা বিবি বিসরিত।
প্রাণ ফাটে কান্দি উঠে নালি ধরে চিত ॥
আরে দাই শুন মাই ন্যাহি মোর ভরসা।
গেল কাল নহে ভাল মরণের দশা ॥
ধাইএ বলে রাণী মাও না কর ভাবনা।
পেটের বিষ নাহি দিশ্‌ না বুঝে আপনা ॥
কাঁটা গোঞ্জা নহে মুই টানিয়া খুলিমু।
নহে রোগ পরাভোগ ঔষধ করিমু ॥
স্থির[৩৩] বান্ধ কেনে কান্দ, পুত্র হবে তোরে।
দেখি মুখ[৩৪] যাবে দুঃখ[৩৫] হবে ঘরে ॥
বিবি বলে প্রাণ জ্বলে[৩৬] সহিতে না পারি।
ধাইএ কহে তাহা হএ না যাইবা মরি ॥
কান্দে বিবি কত সবি গর্ভের যন্ত্রণা[৩৭]।
কহে ধাই মহামাই না কর ভাবনা ॥
কহে কবি মনের রবি মঙ্গল মধুর।
খোদা বখ্‌শ সেই সকল বাস কিষ্টপুর ॥
সহিতে না পারে বিষ নৃবদ[৩৮] হইল।
হেন কালে পুত্র এক ভূমিত পড়িল ॥
উঠিয়া বিবি দেখিল পুত্রের মুখ।
খণ্ডিয়া পড়িল বিবির সপ্ত জন্মের[৩৯] দুঃখ ॥

১. ওসমাক। ২. ভগদ। ৩. অন্ন্য। ৪. রোক্ত। ৫. ছাহেবের। ৬. সর্ত্তরে। ৭. বাবুজির। ৮. করপ্পূল। ৯. সিতল। ১০. ডালিল। ১১. আসেপাসে গিরদা দিল সিওরে বালিশ। ১২. ষুইল। ১৩. স্বভরিয়া। ১৪. প্বন্নিমার। ১৫. কুখিলার। ১৬. গব্বের। ১৭. রিতুবতি। ১৮. ছুরতি। ১৯. ছুরতি। ২০. কুতুহলে। ২১. প্বন্নিতি। ২২. দাত্রে। ২৩.সরবর। ২৪. ঘৃত্য। ২৫. পঞ্চমাসি। ২৬. মোন্দা ২। ২৭. প্বন্ন্যাতি। ২৮. প্বন্নিত। ২৯. স্বরে। ৩০. গব্ব। ৩১. বিকসিত। ৩২. সোমাত্র। ৩৩. স্তির। ৩৪. মক্ষ। ৩৫. দুক্ষু। ৩৫ক. শোভা। ৩৬. জলে। ৩৭. জন্তনা। ৩৮. নিবদ। এ শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুলে আছে। ৩৯. জন্মের দুখ।

দেখিয়া পুত্রের মুখ খোশ[১] হইল নেহা।
গোসল করিয়া বিবি সাফ কল দেহা ॥
আনন্দ হইল বিবি চিত্তের মাঝার।
ধাইকে তুলিয়া দিল নব লক্ষহার ॥
দ্রব্য[২] লইয়া দাই বিদাএ হইল।
খবর পাইয়া বাদশা আন্দরেতে আইল ॥
দেখিয়া পুত্রেক বাদশা বড় হইল খুশী।
খণ্ডিয়া পড়িল বাদশার যত দোষ দুষি॥
বাহির দ্বারেতে বাদশা আইল তখন।
ফকীরেক করিল দান নানান রত্নধন ॥
সহর জুড়িয়া বাদশার হইল আনন্দ।
সুবাও[৩] বহে যেন গোলাপের গন্ধ ॥
আনন্দ হইল বাদশা আপনার চিত্তে।
আছুক[৪] দ্রব্যের কার্য স্বর্গ পাইল হাতে।
আনন্দে রহিল বাদশা পাটের উপর।
পঞ্চদিন উপস্থিত[৫] হইল সত্বর[৬] ॥
পঞ্চদিনে পঞ্চটি ধরিল সুন্দরী।[৭]
ষষ্ঠদিনে সাইট করে লয়া ব্যাদধারি ॥[৮]
উৎসব[৯] আনন্দে গীত[১০] গাএ সব সখি।
দশ বিশে[১১] গাএ গীত হয়া মুখামুখি ॥
এহি মতে সারারাতি করিল গীতি[১২]।
সারারাতি না নিভিল মন্দিরের বাতি ॥
রাত্রি পোহায়া গেল ফজর হইল।
বিহানে উঠিয়া সব ঘরাঘরি গেল ॥
এক মাস পূর্ণ[১৩] হইল কতদিনে।
পবিত্র[১৪] করিল দেহা মাসের কামনে[১৫] ॥
একমাস পঞ্চমাস হইল বৎসর[১৬]।
মোল্লা[১৭] ডাকিয়া নাম রাখিল সত্বর ॥
বড় খোশ[১৮] হইল মোল্লা দেখিয়া সুঠাম।
শ্রাদা[১৯] করি থুইল ছাইলার[২০] যুল হাউস নাম ॥
এক দুই তিন করি চারি বৎসর[২১] হৈল।
মোল্লা ডাকিয়া ত্রিশ হরফ বাতাইল ॥
আম্ঘা সিপারা তখন পড়িল কোরান।
ফারসী নাগরী গড়ি সইল সাবধান ॥
এজাবি ছন্দ পড়ে আগম নিগম।
নানা শাস্ত্র পড়ি মিঞা হইল বিগম ॥
কিছুনাহি আটে মিঞার এলেমের জোড়[২২]।
যাহির যিকির তাহার পাইলেক ওড় ॥
কেহ নাহি পারে মিঞার বিদ্যা শাস্ত্র আটে।
নানান অভরণ পরি ফিরে নানা ঠাটে ॥
একে একে শিখে মিঞা চৌদ্দ[২৩] শাস্তর।
নিশান দাগিয়া বাণ মারে পালোয়ান[২৩ক]।
এক তৃণ অন্য[২৫] হয়া নাহি লাগে বাণ ॥
সহরের পাইকের সঙ্গে ফিরে যথা তথা।
কহে শেখ খোদা বখ্শ্ বিরচিয়া পুঁথা[২৬] ॥

[২ পালা সমাপ্ত]

---

১. খোর্শ্ব। ২. দর্ব্ব। ৩. ষুবাও। ৪. আছুক শব্দ খুব সম্ভব থাকুক অর্থে। ৫. উপস্তিৎ। ৬. সর্ত্তুর। ৭. পঞ্চটি খুব সম্ভব পঞ্চদীপ অর্থে। ৮. জাতকের ষষ্ঠ দিনে পালিত লোকাচারের কথা বলা হয়েছে মনে হয়। ৯. উছছব। ১০. গিদ। ১১. ১০ বিসে। ১২. গ্যাতি। ১৩. প্বন্নিৎ। ১৪. পবিস্ত্রর। ১৫. কামনে শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। নব জাতকের চুল কামানোর রীতি এদেশে আছে। সে অর্থে কি? ১৬. বছছর। ১৭. মল্ল্যা। ১৮. খোর্শ্ব। ১৯. শ্রদ্ধা অর্থ্যাৎ আদর অর্থে হতে পারে। ২০. ছাল্যার। ২১. বচ্ছর। ২২. জড়। ২৩. ১৪। ২৩ক. এখানে 'শাস্তর' শব্দের সঙ্গে অনুপ্রাসজনিত মিল সূচক আর একটি পদ থাকার কথা। সেটি নেই। ২৪. পালহান। ২৫. তিন্নিঅন্য। ২৬. পোতা। পুঁথি অর্থে।

৩ পালা

পদ।

এহি মতে ফিরে হাউস বাদশার নন্দন।
চিত্র বিচিত্র বেশে[১] ফিরে সর্বক্ষণ ॥
মায়ের দুলাল মিঞা বাপের পরাণ।
একতিল না দেখিলে উড়েন পরাণ ॥
যেবা দিকে যায় হাউস সেনা সঙ্গে করি।
শতে শতে উক্ষরাসে যাএ ছত্র ধরি ॥
এহি মত সুখ ভোগ করে পালহান।
সুখ চিন্তা সর্বক্ষণ করে রাজ্যখান ॥
বার বছর[২] হৈল বালকের বয়ঃক্রম[৩]।
কোন জন নাহি জানে বিদ্যার সমাসম[৪] ॥
এহিমতে সুভাচারে[৫] রহে পালহান।
আর দিন স্মরণ[৬] পড়িল মনে বাণ ॥
জুলহাউস বলে আমি যাইব শিকারে[৭]।
অস্ত্র শিক্ষা[৮] করিলেন বসিয়া থাকি ঘরে ॥
পাত্রমিত্রের সঙ্গে মিঞা যুগতি করিল।
সহরের যত পাইক ডাকিয়া আনিল ॥
ডাক মধ্যে[৯] পাইক আইল হাজারে হাজারে।
যুক্তি কর্ল চল যাই শিকার করিবারে ॥
পাত্রমিত্র বলে মিঞা শুন[১০] আমার বাণী।
বাদশার সামনে গিয়া মাঙ্গহ মেলানি ॥
শুনিয়া চলিল[১১] মিঞা বাদশার নন্দন।
বাবাজির সামনে গিয়া দিল দরশন ॥
না পুছিয়া যাব তবে ভাল নহে কাম।
বাবাজির সামনে যায়া জানাল সালাম ॥
প্রদল সহিত[১২] লোক একত্র[১৩] করিয়া।
বাদশার সামনে[১৪] গেল জোড় হস্তে হয়া ॥
জোড় হস্তে বন্দেগি[১৫] করিল বাপের পায়।
বাপের হুযুরে[১৬] [মিঞা] জোড় হস্তে কয় ॥
কাতর হইয়া কহে শুন বাবা বাণী।
শিকার করিতে যাব দেহত মেলানি ॥

তাহা শুনি সেকন্দরের জুড়াইল শুদ্ধি[১৭]।
না জানিবা তোর মনে আছে কিবা বুদ্ধি ॥
মৃগ পশু গাড়া ব্যাঘ্র[১৮] না জান মারিতে।
বন মধ্যে[৯] যাইতে চাহ প্রাণ হারাইতে ॥
যে হউক বা সে হক মনে আছে সাধ।
বিদাএ দিয়া কর মোকে আশীর্বাদ ॥
কাতর হইয়া বাদশা কহে পুত্রবর।
সঙ্গে লহ একশত পাইক সরদার[১৯] ॥
পশুপক্ষ[২০] জীবজন্তু হইও সাবধান।
কুস্তিকার লেহ সাথে [লেহ] পালহান ॥
শুনিয়া হরিষ মিঞা হইল তখন।
সালাম[২১] করি বাবাজিক করিল গমন।
অথা হইতে জুলহাউস পুরী মধ্যে[২২] গেল।
মায়ের পায়েতে যায়া[২৩] বন্দেগি করিল ॥
বন্দেগি করিয়া মিঞা জোড় হস্তে কয়।
শিকার করিতে যাব দেহত বিদায় ॥
শুনিয়া ওসমা বিবি হেঁট কর্ল[২৪] মাথা।
কেন পুত্র কহ মোকে হেন ছার কথা ॥
না যাও না যাও বাবা বনের ভিতর।
ছাওয়ালে অজ্ঞান তুমি না জান খবর ॥
জুলহাউস বলে মাও শুন দিয়া মন।
একা নাহি সঙ্গে যাবে পাত্রমিত্রগণ ॥
তাহা শুনি ওসমা কহিল পুনর্বার[২৫]।
নিশ্চয়[২৬] যাইবা বাবা শিকার[২৭] করিবার।
যুলহাউস বলে মাও নিশ্চয়[২৮] যাব আমি।
সন্দে না করিও মাও বিদাএ দেহ তুমি ॥
ওসমা বলেন বাবা শুন মোর বাণী।
না ছাড়তো যাহ শীঘ্র দিয়ারে মেলানি ॥
শুনিয়া হইল মিঞা হরিষ অপার।
বন্দেগি করিয়া আইল বাহির দ্বার ॥
বার বৎসরের[২৯] কালে পুরিল কামনা।
বেগর শিকারে হাউস নাহি খাএ খানা ॥

১. বেসে। ২. বছর্ছর। ৩. বয়োক্রম। ৪. ষুমাসম। ৫. ষুভাচারে। ৬. স্বঙন। ৭. স্বীকারে। ৮. অস্ত সিক্ষ্যা। ৯. মদ্দে। ১০. ষুন। ১১. কহিল। ১২. সহিতে। ১৩. একাএ। ১৪. ছামনে। ১৫. বন্দগি। ১৬. হাজুরে। ১৭. ষুদ্দি। ১৮. মিৃগ পশুগাড়া ব্রেঘ্র। ১৯. ছরদার। ২০. পষুপক্ষি। ২১. ছার্ল্বামে। ২২. পুরির মর্দ্দে। ২৩. জাএয়া। ২৪. হেষ্ট কল্ল। ২৫. প্বন্ন্যবার। ২৬. নির্চ্ছয়। ২৭. সিকার। ২৮. নির্ছয়। ২৯. বারোএ বর্চ্ছরে।

বাহির দ্বারেতে আইল বড় খোশ[১] হয়া।
হাসিয়া ঘোড়ার পিষ্টে চড়ে লম্ফ[২] দিয়া ॥
উল্ উল্ ঝুল্ ঝুল্ ডঙ্কাত দিল বাড়ি।
হস্তী ঘোড়া পাইক চলে করে লড়ালড়ি ॥
মার্ মার্ শব্দ করি চলিল ফউজ।
কেহ নিল দণ্ড[৩] চক্র কেহবা বুরুজ ॥
বন্দুক কামান নিল গাড়ির উপর।
হস্তী ঘোড়া লোক চলে হইয়া থরে থর ॥
তরকচ[৪] কামান লয়া কেহ আগে ধাএ।
দণ্ড[৩] খড়গ লয়া কেহ উভ লাফ দেএ ॥
দোসাদ চলিল যে নাহি তার লেখা।
ব্যাধ[৫] চলিল কত লইয়া নলেন থমকা ॥
বাজ বহরী[৬] চলে কত বাজ বহরী হাতে।
রায় বাঁশিয়া[৭] বরকন্দাজ চলিল শতে শতে ॥
রায় বাঁশিয়া বরকন্দাজ চলিল উটগাড়ি[৮]।
হস্তী সব চলিল দন্ত ভিড়াভিড়ি ॥
গগন গর্জিয়া যেন চলিল লস্কর।
উচ্চ নীচ যত ভূমি হইল সমসর ॥[৯]
মাউতে হস্তীক মারে অঙ্কুশের[১০] ঘাও।
সোওয়ার[১১] লইয়া হস্তী করিল উড়াঙ ॥
চিৎকার[১২] করি হস্তী চলে জোড়া জোড়া।
হিন্ হিন্ শব্দ[১৩] করি চলিলেন ঘোড়া ॥
হাউসের লস্কর চলে হয়া সব গোল।
অঙ্গ লাগি উঠি গেল গাছের বাকল ॥
আগে যে লস্কর যাএ সেহি [ ][১৪] পাএ।
পাছের লস্কর গুলা ছাকিয়া কাদ খাএ ॥
এহি মতে চলিল যতেক প্রদল।
সপ্তদিনে প্রবেশিল[১৫] গহীন কানন ॥
কহে শেখ খোদা বখ্শ গাজীর কালাম।
জঙ্গলের কিনারাত যায়া[১৬] করিল মোকাম ॥

দিসা : ও কাল কোকিলারে[১৭]
বসিয়াছ বৃক্ষ[১৮] ডালে।

পদ।

তাম্বু কানাটা [তথা] করিলেন খাড়া।
গাছের সারিতে বান্ধে হস্তী আর ঘোড়া।
বাজ বহরি থুইল।[১৮ক]
ভারে ভারে রাখিলেন আহিড় বেড়া ফান্দ ॥
সহস্র[১৯] বিঘা জুড়ি লোক করিল বাসা।
দুম্ দুম্ শব্দ[২০] বাজে আজব তামাসা ॥
ঢোল বাজে খোল বাজে সারিন্দা চৌতারা[২১]।
ইরলাক[২২] মিরলাক[২৩] বাজে আর সপ্ত সারা ॥
ভেউর করনাল[২৪] বাজে মৃদঙ্গ[২৫] সানাঞি।
উর্দ্ধমুখে[২৬] বাজে শিঙ্গা[২৭] লেখা জোখা নাঞি ॥
নানান বাদ্য তোলপাড় বসিল হরিষে[২৮]।
রাত্র গেল দিবা হইল সন্ধ্যা[২৯] হইল শেষে ॥
শতে শতে মশাল লাগাল নানান জাতি।
চেরাগ লাগাইল কেহ সুরঙ্গ দিহটি[৩০] ॥
সামনে[৩১] আছিল এক উম সরোবর।
তথা হইতে পানি তোলে যতেক লস্কর ॥
যার যেহি স্থানে ছিল বসিল তথাএ।
অযু বানায়া নামাজ পড়িল সবাএ[৩২] ॥
যার যেহি স্থানে বসিল তথাকারে।
বাবুর্চি পাকায়[৩৩] খানা হাউসের লস্করে ॥
সরপোশ্ করিয়া খানা আনিল সকল।
হাউস খাইল খানা যতেক প্রদল ॥
খানা পানি খায়া লোক[৩৪] তাম্বুল খাইল।
সুবর্ণের[৩৫] পালঙ্গে মিঞা হাউস শুইল[৩৬] ॥
কেহ বিভোর[৩৭] হইল কেহ[৩৮] জাগরণ।
এহি মতে রাত্রি গঙাএ[৩৯] যত সেনাগণ ॥
রাত্রি পোহায়া গেল ফজর হইল।
প্রভাতে উঠিয়া লোক নামাজ পড়িল ॥
রান্ধিয়া পাকায়া[৪০] সবে খাইলেক খানা।
ডাক ছাড়ি বলে তবে প্রদলের সেনা ॥
সূর্য উদএ হইল চল যাই বনে।[৪১]
উঠিল সকল লোক আনন্দিত মনে ॥
কহে শেখ খোদা বখ্শ্ গাজী জিন্দা পাএ।
শিকার[৪২] করিতে লোক চলিল সবাএ[৪৩] ॥
বন্দুকের দুন্দু যেন তোলপাড় হৈল মাটি।
প্রাণ ডরে পালাইল মৃগ[৪৪] কোটি কোটি ॥
চৌদিকে ঘিরিল যায়া হাউসের প্রদল।

১. খোর্শ্ব। ২. লম্প। ৩. ডণ্ড। ৪. তরকছ! ৫. ব্যায়াঙ্গ। ৬. বহরি। ৭. আএ বাসিয়া। ৮. উঠগাড়ি। ৯. উষ্চনিষ্ঞ জত ভুমী হইল সমস্বর। ১০. সঙ্করের। ১১. সোওার। ১২. চিরতকার। ১৩. সন্দ। ১৪. এ শব্দ নেই। ১৫. প্রবেসিল। ১৬. জায়া। ১৭. কুখিলারে। ১৮. বৃক্ষ্য। ১৮ক. এই পদ অসমাপ্ত। ১৯. সহস্ত। ২০. দ্বম ২ সন্দ। ২১. চউতারা। ২২. কোন বাদ্যযন্ত্র বোধ হয়। ২৩. পাঠে ভুল আছে। ২৪. ক্রনাল। ২৫. মিত্রঙ্গ। ২৬. উর্দ্দমুখে। ২৭. সিঙ্গা। ২৮. হরিসে। ২৯. সুন্দা। ৩০. দেহটি। ৩১. ছামনে। ৩২. সভাএ। ৩৩. বাবুজি পাকায়া। ৩৪. লকো। ৩৫. সোবন্ন্যের। ৩৬. ঘুইল। ৩৭. ভোর। ৩৮. কেহু। ৩৯. গওাএ। ৪০. পাকিয়া। ৪১. ঘুর্জ্জ উদাএ হইল চলজাই বোনে। ৪২. সিকার। ৪৩. সভাএ। ৪৪. মীগ্রকুটি ২।

গহীন কানন জুড়ি উঠিল অনল[১] ॥
শূন্যকারে[২] পাখী সব উড়ে[৩] ঝাঁকে ঝাঁকে।
ধনু শর দিয়া পশু[৪] মারে লাখে লাখে ॥
মৃগ[৫] পালায়া যাএ জঙ্গলের আড়ে।
দোসাদের কুঞ্জর যায়া ধরিলেন ঘাড়ে ॥
ছোট ছোট পক্ষী যদি গগনে উড়ি যাএ।
বহরী ছাড়িয়া দেয় ব্যাধের[৬] তনএ ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে হস্তী গণ্ডার[৭] মহিষ পলাএ।
তাহাকে বরকন্দাজ মারে বন্দুকের ঘাএ ॥
জীব জন্তু পশু পক্ষী মারিল অপার।
লক্ষে লক্ষে মারিল হরিণ কালসার ॥
নানান জাতি পক্ষী মারে অরণ্য[৮] যে বনে।
কত পশু ধরিলেন জীয়ন্ত[৯] জীবনে ॥
জীয়ন্ত শরীরে কত ধরিল পশুগণ।[১০]
ধরামাত্র পাঠায়া দেয় বৈরাট ভুবন ॥
শশক[১১] শ্রীকাল যে পালায়া যায় দূরে।
হন্ হন্ করিয়া তাকে ধরে কুকুরে[১২] ॥
ঐ মত কানন করিল লণ্ডভণ্ড।
কামানের ঘাএ ধরে হস্তী আর গণ্ড ॥
পুড়িয়া কানন বন করিল সংহার।
বিহড় বিড়খণ্ড বন হইল ছারখার ॥
অনলের[১৩] ধূঁয়া অগ্নি অন্ধকার ভুবন।
লক্ষ লক্ষ পশুগণের[১৪] বধিল জীবন ॥
অনলের তাপে ধূঁয়া উঠিল আকাশে।[১৫]
অন্ধকর হইল পৃথিবী[১৬] গগনের বাতাসে ॥
সিংহ মারিল কত কামান[১৭] হানি।
হস্তী ঘোড়া [র] পদভরে কম্পিত মেদিনী[১৮]।
এহিমতে জঙ্গল করিল উছখণ্ড[১৯]।
শতে শতে হস্তীর প্রাণ করিল দণ্ড[২০] ॥
এহিমতে শিকার করিল নানান জাতি।
লোকজন অসুস্থ[২১] হইল ঘোড়া হাতি ॥
সিপাই কাতর হৈল করি অস্ত্রঘাতে[২২]।
পশ্চিম আকাশ[২৩] কোণে গেল দিননাথে ॥
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ্ গাযী জিন্দার পাএ।
পাঁচালি প্রবন্ধ[২৪] কবি বিরচিয়া গায় ॥
—ইতি। তৃতীয় পালা সমাপ্ত[২৫]।

১. আনল। ২. ষুন্নকারে। ৩. উড়ায়। ৪. ধনেস্বর দিয়া পষু। ৫. মিগ্র। ৬. বেদের ওনাএ। ৭. গোণ্ডামহিস। ৮. অরন্ন। ৯. জিয়ন্তে জিবনে। ১০. জিয়ন্তে সরিলে কত ধরিল পষুগণে। ১১. সোসা। ১২. কক্কুরে। ১৩. আনলের ধুঙা। ১৪. পষুগণ। ১৫. আনলের তাপে ধুঙা উটিল আকাসে। ১৬. পিতিবি। ১৭. কামানের। ১৮. মেদিনি। ১৯. এ শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ২০. ডণ্ড। ২১. অষুশ্‌ত। ২২. অস্তঘাত। ২৩. পিচ্ছিম আশাড়। ২৪. পাচালি প্রবন্দে। ২৫. সমেআপ্ত।

৪ পালা[১]

দিসা : হাউসের চিত্ত আউলাইল দেখিয়া স্বপন[২]।
দেখিয়া স্বপন[২] আকুল জীবন ॥
মন ওহো[৩]।

পদ

আল্লা আল্লা বল ভাই নবি কর সার।
ফাতেমা গুণের নিধি রসুল[৪] কাণ্ডার ॥
দিবস চলিয়া গেল সন্ধাকাল হৈল।
কাতার হইয়া লোক বাসাতে আইল ॥
অযু নামাজ পড়ি পাকাইল খানা।
খাইল যতেক অন্ন[৫] ছিল যত জনা ॥
পান তাম্বুল খায়া করিল শয়ন[৬]।
সুখে[৭] নিদ্রা গেল কেহ কেহ জাগরণ ॥
পুষ্পের বিছানাএ হাউস শুইয়া[৮] নিদ্রা যাএ।
হেন কালে স্বপন[৯] দেখিল অতিশয়[১০] ॥
এহি স্বপন দেখিল যে সর্প অজাগর।
গর্ভে করি লইয়া গেল পাতাল সহর ॥
পাতাল সহরে তবে একা[১১] রাখিয়া।
যুদ্ধ করিয়া [তথা] করিয়াছি বিয়া ॥[১২]
এহিমত[১৩] নানান জাতি দেখিল স্বপন[৯]।
শেষ[১৪] রাত্রের কালে মিঞা পাইল চেতন[১৫] ॥
জাগরণ[১৬] হইয়া হাউস চিন্তিতে[১৭] লাগিল।
রজনী পোহায়া [তবে] ফজর হইল ॥
ফজরের[১৮] নামাজ পড়ি কহিতে লাগিল।
[১৮ক] ★ ★ ★
শুনহ উম্মরা গণ আমার বচন।
একায় শিকারে[১৯] আমি যাব ঘোর বন ॥
শুনিঞা[২০] উম্মরা সবে বড় পাইল ভয়।
হাউসের সাক্ষাতে[২১] কথা জোড় হস্তে কয় ॥
একায়[২২] যাইবা মিঞা জঙ্গল শিকারে।
শুনিঞা তোমার পিতা কি করে সবারে[২৩] ॥
হাউসে বলেন তোরা না ধর বচন।
আমার হাতেতে যাবে যমের ভুবন ॥
সকল উম্মরা মধ্যে হাউস প্রধান।
শুনিঞা তাহার কথা উড়াইল প্রাণ।
শুনিঞা কহিল[২৪] সবে রক্ষা নাহি আর।
একাই[২৫] চলিল মিঞা জঙ্গলের মাঝার ॥
জঙ্গলের পথে মিঞা হাউস আইল।
ভয়ঙ্কর মূর্তি[২৬] [সর্প] সামনে দেখিল ॥
দেখিয়া সর্পেক মিঞার[২৭] ক্রোধ উপজিল।
খড়্গ[২৮] লহয়া তাহাক মারিতে আইল ॥
হাউসের গর্জন দেখি ক্রোধ করে সাপে।
এড়িল গরল তবে গর্জনের তাপে ॥
হেলা করি সর্প যদি আইল[২৯] কাছে।
ঘড়া ঘড়া বিষ পড়ে নাকের নিঃশ্বাসে[৩০]।
তাহা দেখিয়া যুল হাউস হইল বিকল[৩১]।
গরলের তাপে তবে উঠিল অনল।
অনল দেখিয়া মিঞা ভয় নাহি বাসে।
শুনরে অধম সর্প পাইল[৩২] বুদ্ধিনাশে ॥
বন্দুক আছিল হাউসের গোচর।
এক গুলি মারিল বীর সর্পের উপর ॥
আধমরা হইল সর্প বন্দুকের ঘায়ে।
ত্রাস পায়া অজাগর পাতালেতে যাএ ॥
যথাতে আছিল সর্পের বাপ মহাশয়।
তার কাছে [যায়া] সর্পে জোড় হস্তে কএ ॥
ঘন নিঃশ্বাস[৩৩] পড়ে সর্পের কম্পমান ডরে[৩৪]।
সর্প বলে কহ [কথা] কাঁপ[৩৫] কি খাতিরে ॥
অজাগর বলে শুন জন্মদাতা[৩৬] বাপ।
একটা মনুষ্য[৩৬] দেখি উপাজিল কাঁপ[৩৭] ॥
বন্দুকের গুলি মারি কৈল[৩৮] হুলস্থুল।

১. মূলে নেই। ২. শর্পণ। ৩. য়হো। ৪. আছুল। ৫. অণ্ন্য। ৬. সয়ন। ৭. ষুকে। ৮. ষুইয়া নিন্দা জাএ। ৯. সর্পন। ১০. অতিসএ। ১১. একায়। ১২. জুর্দ্দ করিয়া করিয়াছি বিয়া। ১৩. এহিমতে। ১৪. সেস। ১৫. চৈতন। ১৬. জাগর। ১৭. চিন্দিতে। ১৮. ফজরে। ১৮ক. এখানে একটি চরণ বাদ পড়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। ৯. সিকারে। ২০. ষুনিঞা। ২১. সাক্ষ্যাতে। ২২. এখায়। ২৩. সভারে। ২৪. রহিল। ২৫. একাএ। ২৬. ভয়ে হাজ্থার মুর্ত্তি। ২৭. মিঞা। ২৮. খর্কে। ২৯. আএনাসে শাসে। ৩০. নির্শ্বাসে। ৩১. বৃকল। ৩২. পাইব বুধ্যিনাসে। ৩৩. নির্শ্বাস। ৩৪. ডড়ে। ৩৫. কাপো। জন্মদাতা ৩৬. মনিস্য। ৩৭. কাপ। ৩৮. হইল হুলাস্তল।

গুলির ব্যথায় মোর পাঞ্জর হইল শূল[১] ॥
শুন পিতা মহাশয়[২] মোর নিবেদন।
তাহাক সংহার করি চল দুইজন ॥
শুনিঞা কুপিত[৩] হইল অজকার বাপ।
দখিয়া পুত্রের ব্যথা[৪] মনে পাইল তাপ ॥
মার মার শব্দ করি উঠে দুই নাগ।
যথা[৫] আছে যুল হাউস গেল তার আগ ॥
দুই সর্প দেখিয়া হাউস বড় ক্রোধ হইল।
বন্দুকের মধ্যে[৬] গুলি ভরিতে লাগিল ॥
গুলি ভরা দেখি সর্প বড় ক্রোধ হইল।
তর্জ্জন করিয়া সর্প গরল এড়িল ॥
যুল হাউস বলে শুন [ওহে] দুরাচার।
পুনর্বার[৭] আইলু তুই প্রাণ হারাইবার ॥
বিহানে উঠিয়া হাউস অমঙ্গল দেখিল।
সর্প দেখিয়া আর দুই গুণ জ্বলিল[৮]।
মার্ মার্ করিয়া হাউস সামনে আইল।
গরলের তাপ পায়া ভূমিতে[৯] পড়িল।
ধড়ুফড়ু[১০] করি হাউস কাতর হইল।
আসমান যমিনে[১১] অগ্নি জ্বলিতে লাগিল ॥
দুই সর্প আসিয়া দাঁড়াল[১২] দুই ভিতি[১৩]।
চেতন[১৪] হইয়া হাউস ভাবিল যুকতি[১৫] ॥
উস্তাদের স্থানে এক পায়াছিল ভেদ।
সেহি মন্ত্র পড়ি মিঞা মনে পাইল খেদ ॥
মন্ত্রের জ্বালায় সর্প দূরে পলাইল।
আল্লা আল্লা বলি হাউস উঠিয়া বসিল ॥
টলমল করি হাউস হইলেন খাড়া।
বিষের[১৬] প্রতাপে মৈল হাউসের ঘোড়া ॥
খাড়া হয়া যুল হাউস লাগিল বলিবারে[১৭]।
বৃথাই[১৮] জমম মোকে[১৯] দিল সেকন্দরে ॥
তোর পিতাক আনিঞা বেটা দুঃখ[২০] দিলু মোক।
পিতা সেকান্দর আনি দুঃখ[২১] দিমু তোক ॥
এত বড় প্রাণ তোর শুনরে হারাম।
সেকন্দর ঘুচাবে তোর অজাগর নাম ॥
সেকন্দর পুত্র আমি নাহি চিন চক্ষে।
হের তাকে আনি ডাকি গরবের দুঃখে[২২] ॥
সেকন্দরের নাম শুনি সর্প অজাগর।
হাউসের সামনে বলে কেমন উত্তর ॥
অস্তব্যস্ত[২৩] হয়া বলে শুন যুবরাজ[২৪]।
মারিবা আমাকে তুমি কত বড় কাজ ॥
সেকন্দর[২৫] নাম শুনি কাঁপে ত্রিভুবন।
তার পুত্রক আগে আটে আছে কোনজন ॥
সেকন্দরের নাম শুনি সর্প পাইল ভয় ॥
সেকন্দর [বাদশা] মোকে মারিবে নিশ্চয় ॥
সর্পে বলে শুন[২৬] বাপু আমার বচন।
সত্য[২৭] নাকি হও তুমি বাদশার নন্দন ॥
সেকন্দরের নাম শুনি প্রাণ মোর[২৮] কাঁপে।
কি করিতে পারে তাকে লক্ষ লক্ষ সাপে ॥
অজাগর বলে বাপু কি নাম তোমার ॥
তোমার বাপের সঙ্গে আছে মোর কড়ার[২৯] ॥
তোমার মাও ওসমাক যখন করিল বিয়া।
বিভা করি আইল বাদশা পথ[৩০] সুড়ঙ্গ দিয়া ॥
পাত্র সেকন্দর আগে [পাছে] বলি[৩১] রাজার বেটি।
পথে আছিলাম মোরা সর্প লক্ষ কোটি[৩২] ॥
সেকন্দরের শব্দ[৩৩] শুনি যত সর্প ছিল।
মুণ্ড হেট[৩৪] করি সব মর্তেতে[৩৫] নামিল ॥
আমি সর্প অজাগর ছিলাম বল করি।
হেন কালে সেকন্দর আইল বরাবরি ॥
দেখিয়া বাদশাক আমি এড়িনু[৩৬] গরল।
সুড়ঙ্গের পথ[৩৭] যুড়ি উঠিল অনল[৩৮]
অনল[৩৮] দেখিয়া বাদশা বড় ক্রোধ হইল।
বাম হস্তে লেঞ্জ ধরি শূন্যে[৩৯] উঠাইল ॥
পাকাইয়া শূন্যে[৪০] মোকে মারিল আছাড়।
চূর্ণ[৪১] হয়া গেল মোর পাঞ্জারের হাড় ॥
জোড় হাতে [তবে] স্তুতি আরজ করিনু।
তাহার কদমে যায়া শির লাগাইনু ॥
শুন বাদশা সেকন্দর মোর নিবেদন।
প্রহার করিয়া মোর না বধ[৪২] জীবন ॥
কোন কালে হয় যদি তোমার তনয়[৪৩]।
পাতালে আনিঞা বিভা[৪৪] করাব নিশ্চয়[৪৫]।
জঙ্গ অধিকারী আছে পাতাল ভুবন।
তাহার ঘরে হবে কন্যা পরম[৪৬] মোহন ॥
সেহি কন্যার[৪৭] সঙ্গে তোমার পুত্রেক আনিঞা।

---

১. যুল। ২. মহাসয়ে। ৩. কুফিত। ৪. ব্রেথা। ৫. জাথা। ৬. মর্দ্দে। ৭. স্বণ্ন্যবার। ৮. জলিল। ৯. ভুমিৎ। ১০. ধরফড়। ১১. আছমান জমিনে। ১২. ডাড়াল। ১৩. ভিত। ১৪. অচৈতন। ১৫. যুগতি। ১৬. বিসের। ১৭. বুলিবার। ১৮. ব্রেথাএ। ১৯. মোখে। ২০. দ্বক্ষু। ২১. দ্বক্ষু। ২২. দ্বক্ষে। ২৩. অস্তবেস্ত। ২৪. জুরবাজ। ২৫. সেকন্দর বাদসার। ২৬. সুন বাপ্প। ২৭. সর্ত্ত। ২৮. মর। ২৯. করার। ৩০. পতযুরঙ্গ। ৩১. বল্ল। ৩২. কুটি। ৩৩. শব্দযুনি। ৩৪. হেষ্ট। ৩৫. মাটিতে? ৩৬. এরিনু। ৩৭. যুরঙ্গের পত। ৩৮. আনল। ৩৯. সুণ্ন্যে উটাইল। ৪০. সুণ্ন্যেৎ মকে। ৪১. চুণ্ন্য। ৪২. বদ। ৪৩. তনায়। ৪৪. বিভাহ। ৪৫. নির্ছয়। ৪৬. পরোমমহন। ৪৭. কণ্নার।

সত্য সত্য দিমু আমি তাহার সঙ্গে বিয়া ॥
যদি নাহি দেই বিয়া বাদশাক এথা আনি।
তখনি মারিও মোকে কর্ণে[১] শূল[২] হানি ॥
এহি কথা শুনি বাদশা বড় খোশ[৩] হৈল ॥
ছাড়িয়া আমার লেঞ্জ গৃহে চলি গেল[৪] ॥
সেহি হইতে সত্য[৫] মোর আছে অদ্যবিত।
আজি হৈতে করঙ মুই কড়ার[৬] পূর্ণিত ॥
চল বাপু মোর সঙ্গে পাতাল ভুবন।
তথা যায়া করি বাপু বিয়ার জোটন ॥
হাউসে বলেন তুমি এত সুস্তি[৭] কেনে।
নিশ্চয়[৮] আমাকে নিবা পাতাল ভুবনে ॥
সর্পে বলে শুন বাপু বাদশার তনয়[৯]।
সর্প মূর্তি[১০] দেখিয়া মোরে না করিও ভয় ॥
দেহা মোর সর্প মূর্তি[১১] সর্প বুদ্ধি নই।
ধর্মেত[১২] বঞ্চিত যদি মিথ্যা[১৩] কথা কই ॥
হাউস বলে সত্য হও মিঞা[১৪] নহে মতি।
দেখিব পাতাল আমি সেহ কোন ভীতি ॥
হাউসে বলেন শুন অজাগর ভাই।
মিথ্যা[১৫] কথা কহ যদি আল্লার দোহাই ॥
সর্পে বলে শুন বাপু মিথ্যা[১৬] ভাব মতি।
সত্য সত্য তিন সত্য মিথ্যা নয় ভারতী ॥[১৭]
শুনিঞা সর্পের কথা মনে পাইল সাখী।
হাউস বলে থাক এথা ঘোড়া আসি রাখি ॥[১৭ক]
সর্পে বলে যাহ শীঘ্র[১৮] বিলম্ব নাহি হএ।
ঘোড়া রাখি শীঘ্র[১৯] করি আইস মহাশয়[২০] ॥
শুনিয়া[২১] আনন্দ হৈল বাদশার নন্দন।
ঘোড়া রাখিবার গেল ত্বরিত[২২] গমন ॥
যথাতে উমরাগণ[২৩] আছে বাসা করি।
তথাতে আইল হাউস ঘোড়ার বাগডোর ধরি ॥
ডাক দিয়া বলে তখন বাদশার নন্দন।
বিলম্ব না কর যাহ বৈরাট ভুবন ॥
শুনিঞা উমরার[২৪] সব প্রাণ উড়াইল।
না জানি হাউসের মনে কোন বুদ্ধি হৈল ॥
শুভজন[২৫] নামে উজীর সবার প্রধান।
হাউসের আগে কহে শুন পালহান ॥
শুন মিঞা শাহজাদা[২৬] বচন আমার।
তোমাকে ছাড়িয়া যাব কানন মাঝার ॥
শুনিঞা তোমার পিতা হবে ক্রোধে কম্পমান।
তোমাকে এড়িয়া যাব হারাইতে প্রাণ ॥
হাউসে বলেন শুন উমরা[২৭] সকল।
আমি না যাইব তোরা পথ লয়া চল ॥
যাহ তোমার গৃহবাস[২৮] আমার ছাড়ি মায়া[২৯]।
আসিব ফিরিয়া যদি আল্লা করে দয়া ॥
একেলা করিব শিকার কানন ভিতর।
নবদণ্ড খড়্গ নিব যাউক অশ্বধর[৩০] ॥
গৃহে[৩১] যদি নাহি যাও বাক্য[৩২] কর হেলা।
খড়্গের[৩৩] প্রহারে কাটিব[৩৪] সবার গলা ॥
প্রতাপ প্রচণ্ড[৩৫] বড় বাদশার তনয়[৩৬]।
হাউসেক দেখিয়া উমরা[৩৭] সবে করে ভয় ॥
গর্জিয়া উঠিল হাউস শুনরে[৩৮] বর্বর।
ভাগ্য[৩৯] থাকে প্রাণ লয়ে যাহ নিজ ঘর ॥
ভয় পায়া উমরা গণ পলাইল ডরে।
প্রাণ লয়া যাএ সবে আপনার ঘরে ॥
কহে শেখ বখ্‌শ্ পাঁচালি মধুর।
বসতি নিবাস তার কচুয়া-কিষ্টপুর ॥

লাচাড়ী ছন্দ

ঘোড়া হাতি লোক জন   বিরস হইয়া মন
চলি যাএ বৈরাট ভুবন।
প্রদল সহিতে লোক   মনেতে পাইল[৪০] শোক
চলে সবে হইয়া থরে থর।
ব্যাধ[৪১] চলে বাজ হাতে   বরকন্দাজ শতে শতে
পাইক চলে পিঁপড়ের পাল।

১. কণ্ন্যে। ২. অসুর। ৩. খোর্স্ব। ৪. ছাড়িল আনার নেঞ্জু গ্রিহে চলি গেল। ৫. সর্ত্ত। ৬. করাল প্বণ্ন্যিত। ৭. ষুস্তি। অর্থ বুঝা গেল না। ৮. নির্ছয়। ৯. তোনাএ। ১০. ম্বোর্ত্তি। ১১. সপমোর্ত্তি। ১২. ধর্ম্মেত। ১৩. মির্ত্তা। ১৪. মীঞা নহে মতি। অর্থ বোঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ১৫. মীত্যা। ১৬. মিতা। ১৭. সর্ত ২ তিন সর্ত্ত মির্ত্তা নয় ভারতী। ১৭ক. এখানে পূর্ব পৃষ্ঠার ১৬ পাদটীকার পাঠ দ্র.। সেখানে সাপের বিষে জ্বল হাউসের ঘোড়া আগেই মারা গেছে। এখানে আবার তাঁর ঘোড়া আসে কী করে? ১৮. সিগ্র। ১৯. সিগ্র। ২০. মোহাসএ। ২১. সুনিঞা। ২২. ত্তরিত। ২৩. উম্মরাগণ। ২৪. উম্মরা। ২৫. ষুভজোন। ২৬. সুন মিঞা সাহাজাদা। ২৭. উম্মরা। ২৮. গ্রিহবাস। ২৯. ময়া। ৩০. নবডণ্ড দুর্গ নিব জাউক অশ্ববর। ৩১. গ্রিহে। ৩২. বার্ক। ৩৩. খর্গের। ৩৪. কাটিল। ৩৫. প্রতাব প্রছণ্ড। ৩৬. তোনএ। ৩৭. উমরা। ৩৮. সুনরে বরবর। ৩৯. ভার্গ। ৪০. পাংল বড় সোগ। ৪১. ব্যাদ।

চলে লোক লড়ালড়ি হস্তী ঘোড়া উট[১] গাড়ি
বৃক্ষে[২] যেন ভাঙ্গি পৈল ডাল ॥
রায়বাঁশিয়া[৩] পাইক চলে হুলস্থুল[৪] গণ্ডগোলে
হেঁট শিরে চলে লোক জন।
হাহাকার শব্দ করি চলিল বাদশার পুরী
এড়িয়া চলিল ঘোর বন ॥
হস্তী ঘোড়া কোলাহলে[৫] রোদন করিয়া চলে
লোক জনের মুখে[৬] নাহি রাও।
কপালে মারিল চড় হাতি ঘোড়া দিল লড়
পদ ভরে করিল উড়াও ॥
বন্দুক কামান এড়ি চলে লোক দড়বড়ি
তীর এড়ি চলিল সিপাই[৭]।
দুম্ দুম্ নাগারা ছাড়ি চলে লোক লড়ালড়ি
দুগ্ধে যেন পড়ি গেল ছাই।
রণশিঙ্গা সানাই ছড়ি দামা কাড়া ছাড়ে ঘড়ি
আর ছাড়ে সারিন্দা[৮] চৌতারা।
চলে হাতি জোড়া জোড়া বেগমে চলিল ঘোড়া
জোড়খাই[৯] ছাড়ে সপ্ত সারা ॥
এড়িয়া কানন ঘোর চলিলেন লস্কর
ছাড়ি গেল বৈরাট ভুবন।
লাগিয়া গাযীর পাএ শেখ খোদ বখ্‌শে কএ
লাচাড়ী করিল বিরচন ॥

পাঁচালী।

দিসা : কালার অঙ্গ চুয়া চুয়া পড়িছে মনে।
কি হেন রূপ লাগিল নএ়ানে ॥
নএ়ানে হেরিলে যাইবে জানা।
রসের বন্ধু হএ সেই জনা ॥

পদ

বল ভাই আল্লার নাম জগত যে ধনি।
জনম সফল হএ যার [নাম] শুনি ॥
আল্লা নবির নাম লইতে যে হএ বেজার।
অবশ্য[১০] যাইবে সেহি দোজখের মাঝার ॥
এহিমতে লোকজন চলিল ফিরিয়া ॥
হাউস চলিয়া গেল সর্পেক লাগিয়া ॥
যাইয়া উত্তরিল সর্পের সামনে।
সর্পে বলে আইস শীঘ্র[১১] হরিষ বদনে ॥
প্রবেশ হইল মিএ়া সর্পের গোচর।
হাউস [বলে] চল যাই পাতাল সহর ॥
সপ্তম পাতালেচল যাই দেখিবার।
সর্পে বলে আইস মোর গর্ভের[১২] মাঝার ॥
শুনিএ়া হাউস বলে কেমন বচন।
বুঝিলাম বুঝিলাম আমি সর্প জাতির মন ॥
হারাম খুরি ভাব তোমার দিলে মাঝার।
মিথ্যা কথা কহ মোকে খাই ফেলিবার ॥
ক্ষুধাতুর[১৩] হয়া বেটা তোর নানান মতি।
খাইবার কারণে তোর এতক যুগতি ॥
তোর নাকের নিঃশ্বাসে পর্বত হএ ছাই।
গর্ভে[১৪] গেলে থাকুক পাতাল যমপুরে যাই ॥
এতবড় মন তোর খাইবার আশে[১৫]।
এহি যে মনে তোর খাইমু একিগ্রাসে ॥

১. উঠগাড়ি। ২. বৃিক্ষে। ৩। আএ বাসিয়া। ৪. হুলাস্তল। ৫. কলহলে। ৬. মুক্ষে। ৭. সিফাই। ৮. সারিঙ্গা। ৯. জোড় ঘাঞি। ১০. অবস্বে। ১১. সিগ্র। ১২. গবৃতেয়। ১৩. খুদাস্তর। ১৪. গবৃত। ১৫. আসে।

শুন ভাই অজাগর বুঝিলাম তোর মন।
দেখিলাম পাতাল যাই বৈরাট ভুবন ॥
যত যুক্তি দিয়াছিলা পাতালে যাইতে মোকে[১]।
আমি নাহি জানি মিথ্যা[২] কহে লাখ লোকে ॥
তাহা শুনি অজাগর হাউসেকে কএ।
বাদশার নন্দন তুমি না বুঝ নিশ্চয়[৩] ॥
সপ্তম পাতাল যাইতে নানা বিঘ্ন[৪] আছে।
বাদশার নন্দন তুমি মরি যাও পাছে ॥
অন্যমতি[৫] থাকে যদি [কভু] মোর মন।
মোকে যেন নরকবাসী করে নিরাঞ্জন ॥
উত্তম দিব্য যদি মিথ্যা[৬] কথা কঙ।
ধর্মেত[৭] বঞ্চিত যেন অধিষ্ঠান[৮] হঙ ॥
এতেক শুনিয়া হাউস শিরে দিল হাত।
আপন দশন হাউস হানে অকস্মাৎ[৯] ॥
হাউস বলে আল্লাজি শুকুর[১০] দরবারে।
সর্প হয়া এত দিব্য[১১] করে কি খাতিরে ॥
যাব তোর গর্ভে[১২] এখন জানে নিরাঞ্জন।
তোর গর্ভে[১৩] মৈলে অখন বেহেস্তে[১৪] গমন ॥
এত কিড়া করি যদি প্রাণে[১৫] বধ মোরে।
বড় পাপী হবে তুমি হক্কের দরবারে ॥
নবদণ্ড খাঁড়াখানি বগলে ধরিয়া।
নামাজ পড়িল মিঞা আল্লাজি স্মরিয়া[১৬] ॥
হস্ত জোড়ে[১৭] আরয করিল দরবারে।
তোমার নাম লয়া জাঙ নাগের উদরে ॥
আরয করিল মিঞা আল্লার দরগাত।
হাউসের কর্ণে ধ্বনি আইল অকস্মাৎ।[১৮]
আল্লা বলে জাহ বাপু না কর ভাবনা ॥
সর্পের উদরে জায়া কর বারাম খানা ॥
শুনিঞা হাউস মিঞা বড় খোশ হইল।
নামাজ ফারগ করি উঠিয়া[১৯] বসিল ॥
হাউস বলেন শুন সর্প অজাগর।
পসার মুখ[২০] যাই গর্ভের[২১] ভিতর ॥
শুনি সর্প অজাগর মুখ পসারিল।[২২]
আল্লা আল্লা বলি মিঞা পেটে প্রবেশিল ॥
নবদণ্ড খাণ্ডাখানি বগলে ধরিয়া।
সর্প অজাগরের গর্ভে বসিল চাপিয়া ॥

আনন্দে বাদশার পুত্র গর্ভেতে বসিল[২৩]।
কতক্ষণ বদে সর্প মুখ সম্বরিল[২৪] ॥
মুখ সম্বরিয়া সর্প চলিল ফিরিয়া।
শুয়ে শুয়ে জাএ সর্প সুড়ঙ্গ বহিয়া ॥[২৫]
গর্ভে থাকি যুল হাউস পাইল বড় ভয়।
চক্ষে কিছু নাহি দেখে সদা[২৬] অনুময় ॥
আপনার দেহা মিঞা দেখিতে না পাএ।
ভয় পায়া বলে মোকে বাঁচাও খোদাএ ॥
নিঃশব্দে রহে মিঞা মুখে[৫] নাহি রাও।
ক্ষেনেবা[২৭] হাতিয়া দেখে আপনার গাও ॥
সারা অঙ্গ যুল হাউস হস্ত দিয়া চাএ।
নিরখিয়া[২৮] দেখে অঙ্গ[২৯] চিহ্ন নাহি হএ ॥
এহি মতে ভাবাগুণা করে গর্ভে থাকি।
কি জানি পাতালে থাকে নাগের বাসকী।
চলি যাএ অজাগর দিবা আর নিশি।
সপ্ত দিন যাইয়া [হয়] পাতালে প্রবেশি[৩০] ॥
হাউসেক নিয়া সর্প যাএ পাতাল সহর।
জঙ্গ রাজা দিছে এক উম সরোবর ॥
সরোবরের ঘাটের উপর বিন্দাবন।
হাউসেক লয়া সর্প তথা দরশন[৩১] ॥
জগন্নাথ[৩২] স্থানে তথা থাকে এক[৩৩] দেও।
দেব বিনে পাতালেত পীর[৩৪] নাহি কেও ॥
তথা যায়া দাঁড়াইল সর্প অজাগর।
সর্পে বলে আইস[৩৫] হাউস ছাড়িয়া উদর ॥
শুনিঞা হাউস তবে যাত্রা করিল।
সর্পের উদর হইতে বাহির হইল ॥
বাহির হইয়া হাউস দেখে দৃষ্টি[৩৬] করি।
বান্ধা[৩৭] ঘাটের পরে আছে ফুলের কেয়ারি ॥
তাহা দেখি যুলহাউস দেখে অকস্মাৎ[৩৮]।
ঘাটের উপরে দেখে দেব জগন্নাথ ॥
ঠাকুরের উপরে হাউস করিল নযর[৩৯]।
সেহি দণ্ডে অন্তর্ধান[৪০] হইল অজাগর ॥
অন্তর্ধান[৪১] হইতে সর্পেক হাউস দেখিল।
শুন[৪২] ভাই অজাগর ছাড়ি কেনে চল ॥
আমাকে ছাড়িয়া যাও করি একাকিনী।

১. মোখে। ২. মির্থা কহেলাক লোকে। ৩. নির্ছএ। ৪. বিঘ্ন্যিনি। ৫. অণ্ন্যমতি। ৬. উর্ত্তম দির্ব্বজদি মির্থা। ৭. ধর্ম্মেৎ। ৮. অদিষ্টান। ৯. অকস্বাত। ১০. ষুকুর। ১১. দির্ব্ব। ১২. গর্বেত। ১৩. গর্বেত। ১৪. ভিহস্তে। ১৫. প্রাণ বদ। ১৬. শ্বরিয়া। ১৭. হশ্ত জোড়ে। ১৮. হাউসের কণ্ন্যে ধনিআইল একশাত। ১৯. উটিয়া। ২০. পশার মুক্ষ। ২১. গর্ব্তর। ২২. শুনি শর্প অর্জাগর মোক্ষ পশরিল। ২৩. বশিল। ২৪. শম্বারিল। ২৫. ষুতে ২ জাএ শর্প ষুড়ঙ্গ বহিয়া। ২৬. শাদা। ২৭. মোক্ষে। ২৮. খেনেবা। ২৯. নিরক্ষিয়া। ৩০. রঙ্গ। ৩১. প্রবাসি। ৩২. দরসোন। ৩৩. জগোনাতে। ৩৪. সেহি। ৩৫. পির। ৩৬. আইষ। ৩৭. দিষ্ট। ৩৮. বান্দার। ৩৯. অকসাত। ৪০. লজর। ৪১. অন্তধ্যান। ৪১. অন্তধান। ৪২. ষুনো।

কোন্ স্থানে [আছে] ভাই রাজার নন্দিনী ॥
শুন ভাই অজাগর না জাও ছাড়িয়া।
কোথাতে পাঁচ তোলাক[১] না করাইলা বিয়া ॥
শুনিঞা সর্প অজাগর কহে কোন্ বাণী[২]।
এহি দণ্ডে চাহ তুমি রাজার নন্দিনী ॥
সত্য যদি হও তুমি বাদশার কুমার।
যাহির করিয়া জিন পাতাল সহর ॥
জিনহ পাতাল তুমি যহুরা করিয়া।
তবে সে পাঁচতোলাক[৩] করিবেন বিয়া ॥
এহি বাক্য[৪] কয়া সর্প হইল অন্তর্ধান[৫]।
হাউস বসিল যায়া জগন্নাথ দেবের স্থান ॥
দেখিয়া ঠাকুরের স্থান মনে মনে কএ।
এহি বেটা থাকিলে মোর যহুরা হবার নএ ॥
যুল হাউস বলে বেটা শুনরে বর্বর।
গো মাংস খাও কিবা নাম সরোবর[৬] ॥
যুলহাউস নাম মোর সেকন্দরের বেটা।
গো মাংস বিনে তোক নাহি দিব কাঁটা ॥
শুনিঞা হাউসের কথা দেব চিত্তে কএ।
কি জানি যবন[৭] বেটা মোর জাতি লএ[৮] ॥
সেকন্দরের নামে পৃথিবী[৯] করে টলমল।
ভয় পায়া গেল দেব সরোবরের জল ॥
কোন কর্ম[১০] করে তবে বাদশার কুঙরে।
ফুলের কেয়ারির মধ্যে হইল হরিষে[১১]।
ভাবিতে লাগিল মিঞা নাহি কোন দিস।
[১১ক] ★ ★ ★
মনে মনে বলে আল্লা পাক নিরাঞ্জন।
পাতালে আসিয়া মুই হারানু প্রাণ ॥
হাউসে বলেন আল্লা জগতের স্বামী[১২]।
তোমার নাম নিয়া পাতালে আইলাম আমি ॥
আহারে দারুণ সর্প তোর এত মায়া[১৩]।
কেনেবা পলাইলা এথা ছাড়ি মোর দয়া ॥
হাউসে বলেন আল্লা সৃষ্টি[১৪] অধিপতি।
রাখিয়া নিদানে মোকে[১৫] সর্প গেলে কুতি ॥
এমন কে বান্ধব কেবা সে করিবে মোহ।
অসময়[১৬] নিদানে আল্লা তুমি তরি লেহ ॥
আমি কি জানিব যে সর্পের এত মন।
তুমি মোকে দয়া করি রাখ নিরাঞ্জন ॥
দুরাচার মহারাজা না করিবে মায়া।
তোমার দোহাই যদি ছাড় মোর দয়া ॥
আমি কি জানিব সে সর্প এমতি।
সন্ধাকালে রাখি মোকে সেবা গেল কুতি ॥
আর কেহ নাহি মোর জীবনের দোসর।
কান্দিতে কান্দিতে মিঞার চক্ষু[১৭] হইল ঘোর ॥
হাউসে বলেন আল্লা শুন দীন নাথ[১৮]।
দয়া না ছাড়িও আল্লা মুই বড় অনাথ ॥
নিদানেত দয়া যদি ছাড় আল্লা সাঞি।
পাতাল সহরে মোর আর কেহ[১৯] নাঞি ॥
অধম পাপিষ্ঠ[২০] সর্প এহি ছিল মনে।
পাতাল সহরে মোক আনিল মরণে ॥
এহি মতে যুল হাউস কান্দে অফুরণে[২১]।
শ্রম পায়া নিদ্রা যাএ মালিনীর বৃন্দাবনে ॥[২২]
কহে শেখ খোদা বখ্শ গাজী জিন্দার বাণী।
বদন ভরি বল সবে লাএলাহা ধ্বনি[২৩] ॥
[ইতি।—৪ পালা সমাপ্ত।]

১. পাছ কন্ন্যাক। ২. বানি। ৩. পাচ তোলা কন্যাক। ৪. বাক্ক। ৫. অন্তধ্যান। ৬. স্বরবর। ৭. জৈবন। ৮। লেএ। ৯. প্রিথিবি। ১০. কন্ম। ১১. হরিস। ১১ক. এখানে একটি চরণ পাওয়া যায়নি। ১২. সামি। ১৩. মএয়া। ১৪. স্রিস্ট। ১৫. মুক। ১৬. য়সমাএ। ১৭. চক্কে। ১৮. দিননাথ। ১৯. কেহু। ২০. পাপিষ্ট। ২১. অফুরোনে। ২২. শ্রিম পায়া নিন্দা জাএ মাইলানির বিন্দাবোনে। ২৩. ধনি।

৫ পালা[১]

দিসা : ও পিয়া নিদ্রাতে[২] কাতর
ও পিয়া ঘুমেতে কাতর
ওরে উঠ উঠ[৩] প্রাণের পিয়া।

পদ।

বৃন্দাবনের কথা ভাই শুন মন দিয়া।
নানান জাতি বৃক্ষ[৪] তরু দিয়েছে রুপিয়া।
রশি[৫] ধরি পুষ্প[১২] লাগাইছে সারি সারি।
এক শত পথ ধরি ফুলের কেয়ারি ॥
সুবর্ণ[৬] কুসুম্ব পুষ্প[১২] আর ফুল কড়ি।
আগর আম্বর পুষ্প[১২] আর কুকুড়ি ॥
জবা পুষ্প বগা পুষ্প[১২] চাম্পা নাগেশ্বরী[৭]।
অঙ্গ[৮] শীতল ফুল সুগন্ধ মনোহরী[৯] ॥
নারগিস্ কস্তুরী চন্দন গজমহি।
কেশনালা পুষ্প[১২] আর আগ জাহি জুঁহি ॥
সারি সারি রুপিয়াছে পুষ্প[১২] কাষ্ঠ মালী।
ওড় পুষ্প[১২] রুপিয়াছে তাহার গলি গলি ॥
সরুয়া মালতী কবরী[১০] রুপিয়াছে বর্তমান।
শিবের কৈলাস[১১] জিনিয়াছ বাগ খান ॥
নানান জাতি পুষ্প[১২] করিছে ঝলমল।
সরোবরে[১৩] ফুটিয়াছে কমলের দল ॥
কতেক কহিব আমি বাগিচার ঠাট।
সামনে পুষ্করিণী তার সুবর্ণ বান্ধা ঘাট ॥[১৪]
সুবর্ণের জাঙ্গাল বান্ধা রাজার পুরী হৈতে।[১৫]
নারীগণ তথা [আসে] স্নান[১৬] করিতে ॥
বৃন্দাবনে[১৭] আছে হাউস নিদ্রায়[১৮] বিভোলে।
আসমানের চন্দ্র যেন ধরিছে ডালে ডালে ॥
নিদ্রায় অচেতন[১৯] মিঞা বাগের মাঝার।
পুষ্প[১২] নাহি বৃন্দাবন[২০] হইছে অন্ধকার ॥
যেকালে ওসমা গেছে পাতাল ছাড়িয়া।
সেহি হৈতে আছে পুষ্প কলি মুখে নিয়া ॥
যে কালে ওসমাক লয়া গেছে সেকন্দর।
সেহি হৈতে পাতালেতে না হয়াছে ঝড় ॥
অনাবৃষ্টি[২১] হয়া আছে পাতাল সহর।
রোগ-পীড়া[২২] হয়া লোক আছে ঘরে ঘর ॥
কলি মুখে আছে পুষ্প[১২] হইয়াছে অন্ধ[২৩]।
বৃন্দাবনে আছে হাউস দ্বিতীয়ার[২৪] চান্দ ॥
ওসমার উদরে হাউসের উপদান।
বৃন্দাবনের যত বৃক্ষ হাউসের পাইল ঘ্রাণ ॥
ওসমার পুত্র হাউস বৃন্দাবনে আইল।
হাউসেক দেখিয়া পুষ্প[১২] বিকশিত[২৫] হইল ॥
ঝলমল করে হাউস চন্দ্র সমতুল[২৬]।
চৌভিতে কস্তুরি[২৭] যেন ফুটিয়াছে ফুল ॥
আসমানের চন্দ্র যেন মধ্যে[২৮] থাকে বসি।
তারাগণ লয়া যেন শোভা করে শশী[২৯] ॥
চন্দ্র যেন জ্বলে[৩০] হাউস শুইয়া[৩১] ভূমিত।
চৌদিগে পুষ্প[১২] যেন তারা বিকশিত ॥
পুষ্পের সুগন্ধ গেল রাজার মোহিত পুরিত।
আসমান-বৃষ্টি[৩৩] তবে পাতালেত হইল।
রোগ-পীড়া[৩৪] যত ছিল সব দূরে গেল ॥
যেমেত আছিল ব্যামো[৩৫] তেমনি হইল সুখ।
খণ্ডিয়া গেল[৩৬] যত পাতালের দুঃখ[৩৭]।
এহি মতে আছে হাউস বৃন্দাবনে[৩৮] শুইয়া।
ফজর হইল রাত্রি শর্বরী[৩৯] পোহায়া ॥
পাতাল সহরে কেহ নাহিক যবন[৪০]।
পাতালে যথেক প্রজা সকলি ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ রাজা ব্রাহ্মণ পাত্র ব্রাহ্মণ দিওয়ান[৪১]।

---

১. মূলে নেই। ২. নিদ্দেতে। ৩. উট ২। ৪. বিৃক্ষ। ৫. রসি। ৬. সন্তনা। ৭. লাগের্স্বরি। ৮. রঙ্গ। ৯. মনুহরি। ১০. সরুয়ালিম কএবরি। ১১. সিবের কর্ব্বাস। ১২. পুস্ক। ১৩. স্বরবরে। ১৪. ছামনে পুসকিণ্নি তার সোবণ্ন্যে বান্দা ঘাট। ১৫. সোবাণ্ন্যের জাঙ্গাল বান্দা রাজার পুরি হইতে। ১৬. স্থান। ১৭. বিন্দাবোনে ১৮. নিন্দ্রাএে বিভূলে। ১৯. অচতন্য। ২০. বিন্দাবোনে। ২১. অনাবিষ্টি। ২২. রগপিড়া। ২৩. অঙ্গ। ২৪. দ্বতিয়ারচন্দ্র। ২৫. বিকোসিত। ২৬. সমুতুল। ২৭. মস্তুরি। ২৮. মর্দ্দে। ২৯. সসি। ৩০. জলে। ৩১. যুইয়া ভুমিত। ৩২. মহিত। ৩৩. আছমান বিষ্ট। ৩৪. রগপিড়া। ৩৫. ব্রাজ্ঞ। ব্যাধি অর্থে। ৩৬. জাইবে। ৩৭. দুখ। ৩৮. বিন্দাবোনে যুইয়া। ৩৯. সম্বরি। ৪০. জৈবন। ৪১. দেওান।

ব্রাহ্মণ বিনে শূদ্র[১] নাহি একজন ॥
পাত্র মিত্র কর্মচারী[২] কোতাল মণ্ডল।
পাতাল সহর জুড়ি ব্রাহ্মণ সকল ॥
পাতাল সহরে যদি পাএ মুসলমান[৩]।
গোসাঁঞির দ্বারেতে কাটি দেয়[৪] বলিদান ॥
কতেক কহিব আমি তাহার বাখান।
শর্বরী[৫] পোহায়া গেল হইল বিহান ॥
বিহানে উঠিয়া[৬] লোক মএদানে আইল।
প্রাতঃক্রিয়া[৭] করিয়া[৮] লোক গৃহেতে[৯] চলিল ॥
গৃহেতে চলি আইল যথেক ব্রাহ্মণ।
স্নান[১০] করিয়া কেহ করিল তর্পণ ॥
প্রাতঃক্রিয়া[১১] তর্পণ করি সব গেল ঘরে।
তবে গিয়া ব্রাহ্মণী উঠিল সত্বরে[১২] ॥
নগরের যত নারী হইয়া মেলানী।
চলিল স্নানের[১৩] কাজে যতেক ব্রাহ্মণী ॥
কহে শেখ খোদা বখশ গাযীর কদমতলে।
ব্রাহ্মণীর যৎকিঞ্চিৎ[১৪] বিরচিয়া বলে ॥

লাচাড়ী

চলিল ব্রাহ্মণ নারী কার হাতে জলের[১৫] ঝারি
কার কাঁখে সুবর্ণের[১৬] কলস।
কেহ নিছে[১৭] কুম্ভ কাঁখে চলিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে
মনেতে হইল মহা খোশ ॥
কার চরণে বাজে নূপুর বাজিয়াছে ঝুমুর ঝুমুর
হৃদে শোভে কুচের ভার।[১৮]
কার নঞানে দিছে কাজল করিয়াছে উজ্জ্বল
গলে শোভে গজমতি হার ॥
যেন ইন্দ্রবিদ্যাধরি চলিয়াছে ব্রাহ্মণ নারী
কর্ণে শোভে সুবর্ণের কড়ি।[১৯]
কার ললাটে[২০] সিন্দুর চন্দনের বিন্দুর
চলিল জাঙ্গাল পর চড়ি ॥
থমকে থমকে পড়ে আকাশের বিজলি[২১] পড়ে
দেখিতে চক্ষেত লাগে তালি।
নেকারে থেকারে চলে কোকিলের[২২] ধনি বলে
কুচ[২৩] শোভে কুমুড়ের জালি ॥
দেখিয়া পুরুষের মন স্থির[২৪] নহে জীবন
কামবাণে দগ্ধেন[২৫] শরীর।
আছক মানব জন দেবতার ভুলে মন
দেখিলে কদাচ নহে স্থির[২৬] ॥
চরণে উজষ্টি সাজে লোটন পৃষ্টের[২৭] মাজে
চন্দ্র যেন শোভিত ললাটে।[২৮]
জবাফুল[২৯] জিনি ভুরু বাহে শোভে কেযুর[৩০]
দেখিয়া পুরুষের প্রাণ ফাটে ॥

১. ষুদ্র। ২. কম্মচারি। ৩. মছলমান ৪. দেও। ৫. সর্ব্বরি। ৬. উটিয়া। ৭. প্রিতিকা। ৮. করিল। ৯. গ্রিহেতে। ১০. স্থান। ১১. প্রিতিকা। ১২. সর্ত্তরে। ১৩. স্থানের। ১৪. ব্রাহ্মেণে জতেক কিৎ। ১৫. জলে। ১৬. সোবণ্ণ্যের। ১৭. নিচে। ১৮. হিদে সোবে কুঞ্জরের ভার। ১৯. কর্ণ্যে সোবে সোবণ্ণের কড়ি। ২০. লওলাটে। ২১. বিজুলি। ২২. কুখিলের। ২৩. কুঞ্জ। ২৪. স্তির। ২৫. দগদেন সরিল। ২৬. স্তির। ২৭. লোটনি পিৃষ্টের। ২৮. চন্দ্র সোভিত লওলাট। ২৯. জুবাফুল। ৩০. অর্থ বুঝা গেল না।

অঙ্গে[১] বস্ত্র পরিহরি চলিছে ব্রাহ্মণের নারী
হাস্যে পরিহাস্যে[২] চলি জাএ।
খোদা বখ্‌শ্ কহে গীত[৩] মনে হয়া আনন্দিত
মালুম গাযী জিন্দাব পাএ ॥

পদ।

বল ভাই আল্লার নাম একমন করি।
যাব নামে অনুক্ষণে আখেবেতে তরি ॥
আল্লা নবির নাম লইতে না করিও হেলা।
কিমতে তরিবে লোক হিসাবের বেলা ॥
এহি মতে চলিলেন সকল ব্রাহ্মণী।
দশে পঞ্চে কহে কথা কোকিলার[৪] ধ্বনি ॥
চলিল ব্রাহ্মণী সব নানান থেকাবে।
অঙ্গে না ধরে রূপ উড়ে শূন্যকারে[৫] ॥
রস বেশ[৬] প্রীতিভাব কেহ নএ কম।
মদন পাগল সবে পুরুষের যম ॥
একেত সুবর্ণ[৭] জাঙ্গাল করে ঝলমল।
নারীগণ উপরে তার অধিক উজ্জ্বল ॥
কাঁখেতে সুবর্ণ[৮] কুম্ভ হস্তে জলের ঝারি।
একেক ব্রাহ্মণী যেন স্বর্গেব বিদ্যাধরি ॥[৯]
কতেক কহিব তাব চলন-মাধুরী[১০]।
মালিনীর[১১] বৃন্দাবনে দেখে দৃষ্টি[১২] করি ॥
পুষ্প[১৩] নাহি ছিল [তথা] সব অন্ধকার।
স্বর্গ মর্ত বৃন্দাবন লাগিছে জ্বলিবার ॥[১৪]
দেখিয়া মালিনীর[১৫] বাগ সব সখিগণ।
এক সখী[১৬] উঠিয়া বলে কেমন বচন ॥
নিতি নিতি[১৭] আসি আমরা স্নান[১৮] করিবার।
আজি কেন বৃন্দাবন সুন্দর আকার ॥
এতদিন ছিল বন হয়ে অন্ধকার।
আজি কেন হইল ফুল বাগের মাঝার ॥
আর সখী বলে তোরা শুনহ বহিন।[১৯]
মালিনীর দুঃখ[২০] বুঝি গেল এতদিন ॥
আর সখী বলে বহিন শুন মোর বাণী।[২১]
আশীর্বাদ করল [তাকে] শঙ্কর ভবানী ॥[২২]
মালিনীর দুঃখ দেখি দেব কন্যার দয়া।[২৩]
বৃন্দাবনে গেল কেবা আশীর্বাদ দিয়া ॥
আর সখী বলে শুন বচন আমার।
চল সবে বৃন্দাবনে যাই দেখিবার ॥
আর নারী বলে বহিন সত্য এহি হয়।
লড়ালড়ি করি সবে বৃন্দাবনে জাএ ॥
বাগের কিনারে জায়া[২৪] করিল নযর[২৫]।
জুলহাউস শুইয়া আছে বাগের ভিতর ॥
বিভোর[২৬] হইয়া মিঞা করিছে শয়ন[২৭]।
ঝলমল করে যেন সূর্যের[২৮] কিরণ ॥
দেখিয়া হাউসের রূপ যত বিদ্যাধরি।
চক্ষেতে লগিল তালি যতেক সুন্দরী ॥
সূর্য[২৯] পানে চাহিতে যেমন[৩০] চক্ষে লাগে তালি
অন্যদিগে দৃষ্টি[৩১] পড়ে যেন সন্ধাকালি ॥
কতক্ষণ[৩২] রহি বাক্য কহে এক নারী।
চন্দ্র কেন আইল এথা ছাড়ি স্বর্গ পুরী ॥
রাহুর তরাসে বুঝি হইছে[৩৩] চমতকিৎ।
অকারণে স্বর্গ ছাড়ি নামিয়াছে ভূমিত ॥
তাহা শুনি নিরখিয়া[৩৪] দেখে সব নারী।
চন্দ্রহর নহে বহিন দেখ ভুজ-ধারী।
অজ্ঞানী[৩৫] ব্রাহ্মণী সবে জ্ঞান[৩৬] নাহি ধড়ে।
চন্দ্র চন্দ্র বলি তারা আইল নিহড়ে ॥
একজন উঠিয়া বলে আর নারীর কাছে।
তোরা কেমন চন্দ্র বল হস্তপদ আছে ॥
তাহা শুনি নিরখিয়া[৩৭] দেখে সব নারী।
চন্দ্রহরা নহে বহিন দেখো ভুজ-ধারী ॥
আর সখী বলে বহিন শুন[৩৮] দেখি তোরা।
কি জানি আসিয়া থাকে পার্বতীর গোরা[৩৯] ॥

১. রঙ্গেবস্ত। ২. হাস্য পরিহাস্য। ৩. খোদা বকস কহে গিদ। ৪. কুথিলার ধনি। ৫. ষুণ্ন্য-কারে। ৬. বেস। ৭. সোবণ্ন্য। ৮. সোবণ্ন্যের। ৯. বির্জলির ছটা জেন লও পাপে সর্গপুরি। –হা. মী গৃহীত পাঠ। ১০. চলোন মাধরি। ১১. মাইলানির বিন্দাবোনে। ১২. দিস্ট। ১৩. ষুস্ক। ১৪. সর্গমর্থ বিন্দাবোন লাগিছে জলিবার। ১৫. মাইলানির। ১৬. সকি উটিয়া। ১৭. নির্তি ২। ১৮. স্থান। ১৯. আর সখি বোলে তোরা ষুন ২ বহিন। ২০. দুক্ষু। ২১. আর সকি বোলে বহিন ষুন মোর বানি। ২২. আসিব্বাদ কল্য সংঙ্কর ভোবানি। ২৩. মাইলানির দুক্ষু দেখি দেব কণ্ন্যা দএয়া। ২৪. জাএয়া। ২৫. নজর। ২৬. বেভোর। ২৭. সয়ন। ২৮. জেন সুর্জ্জের কিরণ। ২৯. সুর্জ্জ। ৩০. জেন। ৩১. অণ্ন্যাদিগে দিস্ট পড়ি গেল সন্দাকালি। ৩২. কতেক্ষোন। ৩৩. হইতে। ৩৪. নিরক্ষ্যা। ৩৫. অগ্যানি। ৩৬. গ্যান। ৩৭. নিরক্ষ্যা। ৩৮. ষুন। ৩৯. গোড়া।

আর নারী বলে বহিন তাকে জান মোটা।
তোরা নাকি জান যে শিবের[১] দিব্য জটা ॥
আর সখী বলে কথা মিথ্যা নহে তোর।
গগন হইতে বুঝি আইল ভাসকর ॥
আর নারী বলে তোরা শুন দেখি রাই।
ব্রহ্মা[২] দেব হএ বুঝি শঙ্করের[৩] ভাই ॥
আর নারী বলে যদি ব্রহ্মাদেব[৪] হএ।
তার তাপে পৃথি[৫] জ্বলে সেই দেব নএ ॥
আর এক ব্রহ্মণী বলে শুন সখীগণ[৬]।
দেবির কার্তিক কিবা হএ গজানন ॥
আর নারী বলেন শুনহ নির্ণয়[৭]।
রতি সতির কাম দেব হইবে নিশ্চয়[৮] ॥
আর নারী বলে বহিন শুনহ বচন।
মনুষ্যের মূর্তি[১৯] ইহাক করি জাগরণ ॥
আর নারী বলে তোরা শুনহ কাহিনী।
তোর বাক্য জাগাইলে জাএ [জানা] জানি ॥
দেব দান হএ কিবা মনুষ্য[১০] রূপসী।
কি জানি শাপ[১১] দিয়া করে ভস্মরাশি[১২] ॥
আর সখী বলে বহিন কি দেখ রহিয়া।
চন্দ্রের গাছ হৈছে বহিন দেখ নিরখিয়া[১৩] ॥
চন্দ্রের গাছ বিনে বহিন ঠাহর[১৪] নাহি জাএ।
ক্রোধ করি এক নারী সকলেক কএ ॥
গগনেত এক চন্দ্র বিচারেতে জানি।
আর এক চন্দ্র কিবা হয়াছে মেদিনী[১৫] ॥
আর নারী বলে বহিন শুন দেখি সই।
সাত পাঁচ বল কিবা মালিনীক কই ॥[১৬]
আর নারী বলে আমরা স্নান[১৭] কাজে জাই।
চন্দ্র কিবা দেব হএ মালিনীক[১৮] দেখাই ॥
কেহ কেহ বলে আগে করি স্নান[১৯] দান।
নমস্কার করি গিয়া জগন্নাথের[২০] স্থান ॥
এহি বলি যত নারী লড় দিয়া হাঁটে।
প্রবেশ হইল গিয়া সরোবরের ঘাটে ॥
বস্ত্র[২১] সহিত সব নারী পড়ে ঝম্পদিয়া।
শীঘ্র[২২] করি উঠে সবে তিন ডুব দিয়া ॥
হাউসেক দেখিয়া সবার স্থির[২৩] নহে মন।
মনেত না আইসে নাম ভুলিল তর্পন ॥
নাম তর্পণ জ্ঞান[২৪] ধ্যান মনে না আইল।
মিথ্যা মিথ্যা[২৫] নাম জপি উপরে উঠিল ॥
উপরে উঠিয়া সব হইল কাতর।
জগন্নাথের[২৬] স্থানে জাএ করিতে নমস্কার ॥
জগন্নাথ[২৭] দেবের স্থানে দেখ ততক্ষণ।
বেভুল হইয়া মনে করে সম্ভাষণ ॥
প্রণাম করিয়া বলে এক বিদ্যাধরি।
স্থানে নাহি মহাদেব কারে প্রণাম করি ॥
আর নারী বলে বহিন এহি কথা বটে।
মিথ্যাই[২৮] প্রণাম আমরা করিয়াছি পাটে ॥
আর নারী বলে বহিন শুন মোর কথা।
স্বর্গ পুরে সেবা লইতে গিয়াছে দেবতা ॥
আর নারী বলে বহিন যে হউক[২৯] সে বাণী।
চল গৃহে[৩০] যাত্রা দেই সুন্দর মালিনী[৩১] ॥
এহি [মত] বলিল যত বিদ্যাধরি।
লড়ালড়ি করি গেল মালিনীর পুরী[৩২] ॥
মালিনী মালিনী[৩৩] বলে ডাকে সব সখী।
ডাক মধ্যে আইল মালিনী চন্দ্রমুখী ॥
নারীগণে বলে মালিনী[৩৪] কি করো বসিয়া।
আহারে মালিনী[৩৫] তুই শুনত[৩৬] আসিয়া
তোর বৃন্দাবনে[৩৭] আইল গগনের চান্দ।
তোর বৃন্দাবন[৩৮] দেখি মনে লাগে ধন্দ ॥
সেইত চন্দ্রের ভরে ঝলক লাগিয়াছে।
বৃন্দাবনে[৩৯] যত ফুল সব ফুটিয়াছে।
স্নান[৪০] করি যাহ তুমি বিলম্ব না হএ।
কি জানি বিলম্ব দেখি গগনে উড়ি যাএ ॥
মালিনী বলেন দুঃখ লেখেছে ললাটে।[৪১]
বৃন্দাবনে কথা শুনি[৪২] মোর প্রাণ ফাটে ॥
নারীগণে বলে শুন বচন আমার।[৪৩]
এহি হইতে গেল দূরে তোমার দুঃখভার[৪৪] ॥
মালিনী বলেন সখী শুনহ[৪৫] এখন।
মোর ভাগ্যে পুষ্প[৪৬] কি হইয়াছে বৃন্দাবন[৪৭] ॥
নারীগণে বলে মালিনী মিথ্যা নহে কথা।
মিথ্যা কথা কহি খাই আমার ভাইএর মাথা ॥[৪৮]

১. সিবের্‌ দির্ব্ব। ২. ব্রাহ্মা। ৩. সংঙ্খরের। ৪. ব্রাহ্মাদেব। ৫. প্রিতিজলে। ৬. সকিগণ। ৭. নীর্ন্নাএ। ৮. নির্চএ। ৯. মনুসের মুর্ত্তি ১০. মনুর্স রূপসি। ১১. শ্রাপ। ১২. ভর্স্বরাসি। ১৩. নিরক্ষিয়া। ১৪. ঠাহোরা! ১৫. মেদনি। ১৬. ছাচ্‌পাছ বোল কিবা মাইলানি-সকিক ক্কই। ১৭. স্থান। ১৮. মাইলানিক। ১৯. স্থান। ২০. জগন্নাথ দেবের স্তান। ২১. বস্ত্র। ২২. সিগ্র। ২৩. স্তির। ২৪. গ্যান। ২৫. মির্থা ২। ২৬. জর্গনাথের। ২৭. জগনাত। ২৮. মির্থাই। ২৯. জেহউক সে বানি। ৩০. গ্রিহ। ৩১. মাইলানি। ৩২. মাইলানির পুরি। ৩৩. মাইলানি ২। ৩৪. মাইলানি। ৩৫. মাইলানি। ৩৬. সুনোতো। ৩৭. বিন্দাবোনে। ৩৮. বিন্দাবোনে। ৩৯. বিন্দাবোনে। ৪০. স্থান। ৪১. মাইলানি বোলেন দ্বখ লেখিছে লওলাটে। ৪২. সুনী। ৪৩. ন্যারীগণে বোলে কথা সুন বচন আমার। ৪৪. দ্বক্ষুভার। ৪৬. সুনহ। ৪৭. পুস্ক। ৪৭. বিন্দাবোন। ৪৮. মির্থা কথা কহি খাই তোমার ভাইরে মাথা।

এতেক শুনিঞা মালিনী প্রবোধ[১] মানিল।
শীঘ্রগতি[২] মালিনী[৩] গৃহেতে চলিল ॥
গৃহেতে[৪] আসিয়া মালিনী[৫] বসন পরিল।
সাজি লইয়া মালিনী[৬] গমন করিল ॥
হাঁটিযা যাএ মালিনী সুন্দর পুষ্পবনে[৭]।
প্রাতঃকালের[৮] ভানু যেন উঠিল গগনে ॥
একেত সুন্দব মালিনী ভুবন মোহন[৯]।
গগনেব তাবা যেন দেখে পুষ্পবন ॥
দেখিয়া পুষ্পের জ্যোতি[১০] আনন্দিত মালিনী।
এতদিনে দুঃখ নাশ করিল ভবানী।
দেখিয়া পুষ্পেববন মালিনী আনন্দিত।
ভ্রমব কুহরে[১১] যেন গন্ধর্বে গাএ ও গীত[১২] ॥
দেখিয়া মালিনী সখী ধায়া গেল লড়ে।
আকস্মাৎ[১৩] উত্তরিল হাউসের নিঙড়ে ॥
দেখিয়া সুন্দর রূপ মালিনী সুন্দরী।
ইকোন পুষ্পের গাছ চিনিতে না পারি ॥
মুণ্ড হেঁট দেখি তবে পিঙ্গল নঞান।
মনুষ্যের[১৪] মূর্তি দেখি ভাবে মনে মন ॥
দেবদান হও কিবা ইন্দ্র সুরপতি।
বাদশার নন্দন কিবা দেব সৃষ্টিপতি[১৫] ॥
চন্দ্রসূর্য[১৬] নহে এহি নহে পুষ্প গাছ[১৭]।
মিথ্যা[১৮] মনেতে যুক্তি[১৯] করি সাতপাঁচ[২০] ॥
এহি বলি মালিনী হাউসের ধরে পাও।
উঠরে সোনার চাঁন্দ কত নিদ্রা যাও।
চেতন পাইয়া হাউস উঠে তরাতরি[২১]।
দেখিয়া অচেতন[২২] হইল মালিনী সুন্দরী ॥
উঠিয়া বসিল মিঞা তোলাইল গাও।
নিদ্রা ঘোরে[২৩] হাম ছাড়ে নাহি কারে রাও ॥
নিঃশব্দে সুন্দরী মালিনী রহিল বসিয়া।[২৪]
কতক্ষণ[২৫] বাদে মিঞা দেখিল চাহিয়া ॥
দেখিয়া সুন্দর মালিনী কি বলে বচন।
কোন রাজ্যে[২৬] থাক বাবু কাহার নন্দন ॥
কোন নারীর সঙ্গে কিবা মজিয়াছে মন।
মোর কাছে সত্য করি কহ বিবরণ[২৭] ॥
এথাতে আসিয়াছ সেই নারীর আশে[২৮]।
গিয়াছে বাপ ঘরে তুমি পরবাসে ॥
শুনিয়া হাউস কহে শুনহ সুন্দরী।
এথা নহে বাস মোর বৈরাট নগরী ॥
আমার বাপের নাম শাহ্ সেকান্দর[২৯]।
চৌভিতি বেড়িয়া দিল অষ্ট লোহার গড় ॥[৩০]
বলি[৩১] রাজার কন্যা ওসমা অনুপাম।
তার গর্ভে[৩২] জন্ম মোর জুলহাউস নাম।
সৈন্য[৩৩] সেনা লইয়া আমি আইলাম শিকারে।
এথাতে আনিল মোক সর্প অজাগরে ॥
গর্ভে করি থুইয়া গেল পাতাল লাগিয়া।
জঙ্গ রাজার বেটি পাঁচতোলার সঙ্গে বিয়া ॥
অবশ্য[৩৪] করিব বিয়া পাঁচতোলা[৩৫] রাণী।
ফুরাইল আমার কথা তোমার কথা শুনি ॥
শুনিঞা সুন্দর মালিনী ধীরে ধীরে কয়[৩৬]।
কি কব[৩৭] প্রাণের বাছা আমার নির্ণয়[৩৮]।
শুনিঞা তোমার কথা মোর ঝুরে মন।
পরভিন্ন নহ মোর বহিনের নন্দন ॥
ওসমার পুত্র তুই আমি ধন্দবাসি।
তুই মোক নাহি চিনিস হই [আমি] মাসী ॥
ওসমাক লয়া যখন গেল সেকন্দর।
মরিল আমার পিতা ভুগিয়া গরল ॥
বাপমাও মরিল ভুগিয়া জহর[৩৯]।
বিয়া করিল মোকে হেমচন্দ্র মালাকর ॥
চিরকাল[৪০] ছিলাম হয়া তাহার ঘরণী।
সেই স্বামী মরি গেল হৈলাম কলঙ্কিনী[৪১]।
ডাড়ি হইয়া আছি আমি জঙ্গরাজার পুর।
পুষ্পগুলা রূপিয়াছিল আমার শ্বশুর[৪২] ॥
তোমার মাও ওসমা যখন স্থান[৪৩] ছাড়ি গেছে।
সেহি কালে এথা মোর শ্বশুর[৪৪] মরিয়াছে ॥
সেহি হৈতে বৃন্দাবনে না হয়াছে ফুল।
দাসী কর্ম[৪৫] করি খাই মোর নাহি মূল[৪৬] ॥
স্বামী থাকিতে কিছু ছিলাম সুখবাসে[৪৭]।
সেহিজন মরি মোর দুঃখ[৪৮] হইছে শেষে ॥
রাত্রি দিন বহি জল কাঁকে লয়া ঘড়া।
হের দেখ আছে মোর পাঞ্জরেতে কড়া ॥

১. প্রবদ। ২. সিগ্রগতি। ৩. মাইলানিগ্রিহেত। ৪. গ্রিহেতে। ৫. মাইলানি। ৬. সাইলানি। ৭. প্স্কবোনে। ৮. প্রাতেককালের। ৯. মহন। ১০. জুতি। ১১. কুহলে। ১২. গিদ। ১৩. অকসাত। ১৪. মনুরের্ষা। ১৫. স্রিটিপতি। ১৬. চন্দ্রসুর্জ্জ। ১৭. প্স্কগাছ। ১৮. মির্থা। ১৯. জতি। ২০. ছাচপাচ। ২১. চৈতন পাইল হাউষ উটে তরাতরি। ২২. অচৈতন! ২৩. ঘুমে। ২৪. নিসন্দে সুন্দর মাইলানি রহিল বসিয়া। ২৫. কতেকখন। ২৬. রাজ্জে। ২৭. বিভরণ। ২৮. আসে। ২৯. সাহা সেকন্দর। ৩০. চৌভিতি প্রিথিবিদিল আস্ট নোহারগড়। ৩১. বর্ল্ব। ৩২. গর্ব্ভে জন্ম। ৩৩. সুণ্ন্য। ৩৪. অর্ব্বসে। ৩৫. পাচতোলার। ৩৬. ধিরে ২ কএে। ৩৭. কহ। ৩৮. নিন্বাএ। ৩৯. জহর। ৪০. চিরোতকাল। ৪১. কলংকিনী। ৪২. সসুর। ৪৩. স্তান। ৪৪. সম্বুর। ৪৫. দাসিকর্ম্ম। ৪৬. মুল। ৪৭. মুকবাসে। ৪৮. দুক্ষু হইছে সেসে।

আহারে দুঃখিনীর যাদু না বলিস আর।
তুই কেন আইলু এথা প্রাণ হারাইবার ॥
তোর মাএর বাপ মাও নাহি কোন জন।
তোক দেখিয়া ওসমার হয়াছে পাসরণ।
অধম সর্পের বুদ্ধে আইলু পাতালে।
বাপ মাও তোর মইল পড়ি গঙ্গার জলে ॥
তোর শোকে[১] মৈল বেন গরল ভুগিয়া[২]।
বাপ মাও মরিলে তোর কি করিবে বিয়া ॥
আর যদি কহ বাছা পাঁচ তোলার খাকার।
দুর্দণ্ড[৩] রাজা তোক পাঠাবে যমের দ্বার ॥
পাঁচ তোলার নাম বাছা মুখে জানি লেও।
পুনর্বার[৪] বল যদি মোর মাথা খাও।
আর যদি[৫] কহ কথা বিভাক লাগিয়া।
দুর্দণ্ড[৬] রাজা তোকে ফেলাবে মারিয়া ॥
হাউস বলে মাসী রাজাক নাহি ভএ।
নিদানে পড়িলে পাছে তরাবে খোদাএ ॥
সে জন সহাএ যদি থাকে মোর পর।
কত রাজা আছে মোর বাপের নফর ॥
রাজাকে না করি ভএ তুমি কেন ডর।
সাজি ভরি লহ ফুল আপন কাম কর ॥
তাহা শুনি মালিনী উঠিল ত্বরিত[৭]।
নানান জাতি ফুলে সাজি করিল পূর্ণিত[৮]।
ফুল তুলি মালিনী আইল হেনকালে।
হাউসেকে তুলি নিল আপনাব কোলে ॥
নেতের অঞ্চলে মিঞাক লইল ছাপিয়া।
সাজি ভরি ফুল লইল হস্তেত করিয়া ॥
হাতে পুষ্প কাঁধে হাউস মালিনী সুন্দরী।[৯]
ভানুর যেন উদয় হইল স্বর্গপুরী[১০] ॥
হাউসেক লয়া মালিনী গেল নিজ পুরী।
সূতে গাঁথি[১১] লএ হার মালিনী সুন্দরী ॥
নানান জাতি ফুল গাঁথি হার বানাইল।
হাউসেকে গৃহে[১২] রাখি মালিনী চলিল ॥
রাজপুরী চলিয়া গেল মালিনী সুন্দরী।
বসিয়াছে জঙ্গ রাজা পুণ্য[১৩] সভা করি।
পুষ্প লইয়া মালিনী হস্তেত করিয়া।
মহারাজার আগে পুষ্প দিলেন ধরিয়া।
তার পাছে.ধর্মসভাতে পুষ্প দিয়া।
চলিল মালিনী সই পুরিত লাগিয়া ॥
পুরী মধ্যে বসিয়াছে জঙ্গরাজার রানী।
পুষ্পের পসার লয়া ভেটিল মালিনী ॥
মহারানীকে পুষ্প দিয়া উত্তম সিধা লইল।[১৪]
পাঁচ মাধইক পুষ্প দিয়া পাঁচতোলার পুরী গেল ॥
পাঁচ তোলার পুরী গেল হার হাতে করি।
মন্দিরে আছেন যেন ইন্দ্র বিদ্যাধরি ॥
মালিনীর হাতে পুষ্প দেখিল সুন্দরী ॥
আপন পালঙ্গে তাকে বসাএ হস্ত ধরি ॥
সাজি হইতে বাছিয়া নিল সুন্দর এক হার।
কৌতুক হইয়া দিল গলার মাঝার ॥
নানান দ্রব্যজাত দিল মালিনীক তখন।
সিধা[১৫] লয়া যাএ মালিনী হরষিত মন ॥
আপনার গৃহেতে মালিনী আইল চলিয়া।
স্নান করি নিল অন্ন ত্বরিত রান্ধিয়া ॥[১৬]
একখানি থাল তখন করিল মাঞ্জন।
তরাতরি দিল অন্ন[১৭] হাউসেক তখন ॥
খানা দেখি জুলহাউস কহে মনে মনে।
মাসীর হাতের অন্ন[১৮] খাইব কেমনে ॥
কলেমা না জানে মাসী ব্রাহ্মণের নারী।
কলেমা পড়িলে অন্ন খাইবার পারি।
হাউসে বলেন মাসী না ভাবিও তুমা।
তবে অন্ন খাই পড় নবির কলেমা।
মালনী বলেন বাপু শুন সব কথা।
মোর হাতের পুষ্প লয় যতেক দেবতা ॥
ভালতো যবনের[১৯] পুত্র ভাল কথা কএ।
জাতি গেলে পাছে যদি পূজা অন্ত[২০] হএ ॥
এহি বলি জুলহাউস মালিনীর ধরে হাত।
মোর মাথা খাও হও নবির শাফাত[২১] ॥
ভয় না করিও মাসী মোর মাথা খাও।
আমি দিব অন্ন বস্ত্র যত তুমি চাও ॥[২২]
আপনার ঘরে তুমি কলেমা পড়িবা।
রাজপুরে যায়া তোর বার্তা[২৩] দেবে কেবা ॥
তুমি আমি আছি এথা আর কেহ নাঞি।
গুপ্তে থাকি আমি তোক কলেমা পড়াই ॥
শুনিঞা মালিনী সখী প্রবোধ মানিল।[২৪]
গুপ্তস্থানে থাকি তবে কলেমা পড়িল ॥

১. সোগে। ২. ভাগিয়া। ৩. দ্বরদণ্ড। ৪. প্বণ্ন্যবার। ৫. জদী। ৬. দ্বরদণ্ড। ৭. ত্তরিত। ৮. প্বর্ণ্যিত। ৯. হাতে প্বস্ফ কাখে হাউস মাইলানি ষুন্দরি। ১০. সর্গপ্বরি। ১১. সুতেগাতি। ১২. গ্রিহে। ১৩. প্বণ্ন্য সবা। ১৪. মোহারানিক প্বস্ফ দিয়া উক্ত সিদা লইল। ১৫. সদা. ১৬. স্থান করিনিল অণ্ন্য ত্তরিত আন্দিয়া। ১৭. অণ্ন্য। ১৮. অন্ন্য। ১৯. জৈবনের। ২০. অস্ত্র। ২১. সফাত। ২২. আমি দিব অণ্ন্য বস্ত্ত জত তুমী চাও। ২৩. বাত্রা। ২৪. ষুনিঞ মাইলানি সখি প্রবাদ মানিল।

পড়িল কলেমা যে হাউসের বিদ্যমান।
নবির কলেমা পড়ি হইল মুসলমান[১] ॥
কলেমা পড়িয়া যদি মুসলমান[১] হইল।
তবে মিঞা হাউস খানা কবুল করিল ॥
খানা খাইয়া হাউস শুইয়া নিদ্রা জাএ।
ভিন্ন[২] ঘরে মালিনী খানা গিয়া খাএ ॥
হাউস থাকিল তবে ভিন্ন[২] এক মন্দিরে।
মালিনী শুইল যায়া আন্দরের[৩] ঘরে ॥
খানা পানি খাএয়া সবে নিদ্রায় অচেতন[৪]।
প্রভাত সময়[৫] মিঞা হইল জাগরণ ॥
অযু কলিয়া মিঞা নামাজ পড়িল।
আল্লার দরগাত মিঞা মুনাজাত ভেজিল ॥
সুন্দরী মালিনী তবে উঠিল তখন।
সাজি লয়া গেল তবে পুষ্প বৃন্দাবন ॥
আনিঞা সুরঙ্গ ফুল আঙ্গিনায়[৬] ঢালিল।
চিত্র বিচিত্র হার গাঁথিতে লাগিল ॥
কতক্ষণ[৭] অন্তরে হাউস আইল আঙ্গিনাতে।
মালিনীকে কহে কথা হাসিতে হাসিতে ॥
শুন মাসি একবাক্য বলি তোমার তরে।
বিনে সূতের[৮] হার নাকি পার গাঁথবারে ॥
বিনে সূতের[৮] এক হার দেহত গাঁথিয়া।
দেখিব সে হার আমি নএান ভরিয়া ॥
মালিনী বলেন বাবা শুন মোর বাণী।
বিনে সূতের[৮] হার গাঁথা আমিত না জানি ॥
শক্তি[৯] কার বিনে সূতের কে দিবে গাঁথিয়া।
শুনিয়াছি সে হার গাঁথে[১০] মাণিক মালিযা ॥
আমি ছার নারী জাতি গাঁথিতে না জানি।
আশ্চর্য[১১] কথা কেনে কহ যাদুমণি ॥
আর কিছু কহ যদি পারি করিবার।
বিনে সূতের গাঁথে হার শক্তি[১৯] আছে কার ॥
শুনিঞা বাদশার পুত্র মনে মনে কএ।
এহি মুখে গাঁথি হার বড় শুদ্ধ নএ[১২] ॥
হাউসে বলে[১৮] শুন মাসী আমার কাহিনী।
বিনা সূতের[১৪] হার গাঁথা আমি কিছু জানি॥
আমি দিব হার গাঁথা তুমি দেখ বয়া[১৫]।
বিনে সূতে হার গাঁথি আল্লা করে দয়া ॥
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ্ গাজী জিন্দার বাণী।
হাউসের আগে ফুল দিলেন মালিনী ॥

—ইতি ৫ পালা সমাপ্ত

১. মছলমান। ২. ভিণ্ন্য। ৩. আনোন্দের। ৪. অচৈতন। ৫. সোমাএ। ৬. আঙ্গিয়া। ৭. কতেকক্ষন। ৮. মুত্তের। ৯. সক্তি।
১০. গাতে। ১১. আচাজ্য। ১২. ষুর্দ্দলএ। ১৩. বলের ষুন মাসি। ১৫. রএয়া। ১৬. ইতি ৫ পালা সমেআপ্ত।

৬ পালা[১]

দিসা : আরে ও দীননাথ[২] মরি মরি আহারে

পদ ।

বল ভাই আল্লার নাম নবিজি ভাবনা ।
আখেরে তরিবা তোরা দোজখের[৩] যন্ত্রণা ॥
হাউসের আগে পুষ্প দিলেন সুন্দরী ।
হাউসে বলেন মাসী মোর প্রাণের হৈল বৈরি[৪] ॥
হাউসে বলেন আল্লা জান নিরাঞ্জন ।
তোমার নাম লইয়া আইলাম পাতাল ভুবন ॥
মাসী মোকে দিল পুষ্প গাঁথিবার কারণ ।
না গাঁথিলে অপযশ[৫] হইবে অখন ॥
বিনে সুতের হার গাঁথা বাতাও আল্লা সাঞি ।
তোমার নাম বিনে মোর যহুরা কিছু নাঞি ॥
এদেশের বান্ধব[৬] আল্লা তুমি মোর সার ।
তোমার নাম মনে জপি গাঁথি দিব হার ॥
তুমি যদি ছাড় দয়া নাথ নিরাকার[৭] ।
মিথ্যাই জনম ভবে হইল আমার ॥
আল্লাজি স্মরিয়া[৮] মিঞা পুষ্প লইল হাতে ।
বিনে সূতে জুলহাউস পুষ্পগুলা গাঁথে ॥
গাঁথিতে লাগিল পুষ্প করি অনুসন্ধ[৯] ।
পুষ্প মধ্যে পুষ্প দিয়া পুষ্প করল বন্ধ ॥
পুষ্প মধ্যে পুষ্প দিয়া গাঁথে হার ছড়া[১০] ।
বিনে সূতে বিনে আঠাএ[১১] পুষ্প লৈল জোড়া ॥
গাঁথিলেন হার যেন গগনের তারা ।
মধ্যে মধ্যে দিল যেন মুকতার[১২] ঝারা ॥
মধ্যে মধ্যে সূর্য গাঁথে মধ্যে মধ্যে চান্দ ।
সরুয়া মাধই গাঁথে গুলাবের গন্ধ ॥
মণিমুক্তা জিনি হার অধিক প্রচণ্ড[১৩] ।
মাণিক জিনিঞা রূপ হইয়াছিল খণ্ড ॥
সুছন্দ বিচিত্র হার সুবাস শীতল ।
চন্দ্র সূর্য জিনিঞা রূপ করে ঝলমল ॥
একবার দৃষ্টি[১৪] করি দেখে যেবা নারী ।
শুধু[১৫] তনু থুইয়া তার প্রাণ হএ চুরি ॥
গাঁথিলেন হারখানি করিয়া চৌখোপা ।
হার মধ্যে গাঁথিলেন চন্দ্র ঝোপা ঝোপা ॥
বিনে সূতের হার গাঁথে নানান ছন্দ কবি ।
হার মধ্যে গাঁথিলেন আপনার অঙ্গুরি ॥
সুবর্ণের[১৬] অঙ্গুরি আপন হস্তেত খসিয়া ।
হার মধ্যে থুইলে[১৭] সেহি অঙ্গুরি মিশায়া[১৮]
সুছন্দ গাঁথিল হার সেকন্দরের বেটা ।
পুষ্প মধ্যে অঙ্গুরী যেন বিজলির ছাটা ॥
পুষ্পগুলা নানান রঙ্গে[১৯] হইল সারি সারি ।
অধিক উজ্জ্বল হৈল সুবর্ণের[১৬] অঙ্গুরি ॥
মনে বলে দিব হার রাজার কন্যাক ।
তবে সে রাজার কন্যা চিনবে আমাক ॥
কহে শেখ খোদাবখ্‌শ্ রফিকের সুত ।
হার গাঁথি যুলহাউস করিল মওযুদ ॥
গাঁথিল রমণীয়[২০] হার মনের কৌতুকে
আনিঞা দিলেন হার মালিনীর হাতে ॥
দেখিয়া সুবর্ণ হার মালিনী পাইল তত্ত্ব[২১] ।
ভূমিত পড়িয়া মালিনী হয় মুর্ছাগত[২২] ॥
উঠিয়া মালিনী বলে হাউসের গোচর ।
জাতি নাশ হৈল বুঝি পাতাল শহর ॥
কি যোগে গাঁথিলা মালা না বুঝি নিশ্চয়[২৩] ।
নারীগণে দেখিলে তার জাতি রবার[২৪] নয় ॥
একবার দেখিবে যেবা হস্তেত করিয়া ।
শুধু[২৫] তনু থুইয়া প্রাণ লইবে কাড়িয়া ॥
প্রাণ চুরি হইলে তার হইবে জাতি নাশ ।
যে জন গাঁথিল হার আসিবে তার পাশ ॥
মালিনী বোলেন বাবা শুন দিয়া মন ।
এমালা গাঁথিলা তুমি কাহার কারণ ॥

১. মূলে নেই । ২. দিননাত । ৩. দোখে জন্তণা । ৪. বরি । ৫. অপজস । ৬. এদেশের বন্দব । ৭. নৈরাকার । ৮. স্ববিয়া । ৯. অনুবন্দ । ১০. ছাড়া । ১১. আটাএ । ১২. মুখুতার । ১৩. প্রছণ্ড ১৪. দিষ্ট । ১৫. সুধা । ১৬. শোবণ্ণ্যের ১৭. থুইল্য । ১৮. মিসিয়া । ১৯. অঙ্গে । ২০. রমনি । ২১. তর্ত্ত । ২২. মুর্ছাগত । ২৩. নিচএ । ২৪. রবালএ । ২৫. ষুদা ।

মালার বিখণ্ড বাছা কহো বিচারিয়া।
কার[1] লাগি গাঁথিলা মালা কহতো ভাঙ্গিয়া ॥
শুনিঞা হাউস বলে শুন মাসী বাণী।
এমালা পরিবে মোর পাঁচ তোলা রানী ॥
তার সঙ্গে বিয়া মোর লেখিছে পরোয়ারে।
খোদাএ গঠনমালা বলিলাম তোমারে ॥
তোমার সহিত মাসী মিথ্যা[2] কব কেনে।
এমালা গাঁথিলাম আমি পাঁচতোলার কারণে ॥
শুনিঞা মালিনী তবে কি বলে উত্তর।[3]
এতদিনে[4] তোমার প্রাণ যাবে যমের ঘর ॥
হার দেখি পাঁচ তোলার অউলাইবে প্রাণ।
কি জানিবা কহে কথা রাজার বিদ্যমান[5] ॥
শুনিঞা তাহার বাবা জঙ্গ অধিকারী।
তোমাক আমাক ধরিয়া পাঠাইবে যমপুরী ॥
কাটিবে তোমার মুণ্ড[6] গড়ুগর প্রহারে।
কাটিয়া পূজিবে তোমাক চণ্ডীর দুয়ারে ॥
আমি না পারিব বাপু হার নিয়া যাইতে।
তোর বুদ্ধিতে[7] যাব আমি প্রাণ হারাইতে ॥
না বল পাঁচ তোলার কথা মোর মাথা খাও।
আনি দিতে পাবি যদি আর কিছু চাও ॥
হাউস বলেন মাসী না করিও ডর।
আল্লা নিঘাবান আছেন আমার উপর ॥
হাউস বলে আছে মোর কপালের লিখন।
আমার ঘরণী তুমি ভাব কি কারণ ॥
আমার ঘরণী এথা সৃজিল[8] গোসাঞি।
পাচতোলা বিনে মোর স্ত্রী[9] কেহ নাঞি ॥
মালিনী বলেন বাছা শুন মোর বচন।
কি মতে জানিলাম তোমার কপালের লিখন ॥
হাউসে বলেন কথা কভু মিথ্যা[10] নএ।
মালিনী বলেন তাহা কি মতে জান যাএ ॥
হাউসে বলেন ললাটে[11] লিখিয়াছে নিরাঞ্জনে।
মালিনী বলেন তাহা জানিলাম কেমনে ॥
হাউসে বলেন সত্য হএ আমার ঘরণী।
মালিনী বলেন তুমি হারাইবা পরাণি ॥
হাউসে বলেন মাসী কেনে কর ভয়।
কি করিতে পারে রাজা আল্লা আছে সঞে ॥
আমার পরে সঞে আছে জগতের ধনি।
এমত শতেক রাজাক আমি তৃণ[12] হেন জানি ॥
মোকে যদি দয়া করে সৃষ্টি[13] অধিপতি।
কি করিতে পারে মোক রাজাব শকতি ॥
ক্ষিপ্ত[14] হইল যুলহাউস কহিতে কহিতে।
নবদণ্ড খাণ্ডাখান আনিল শীঘ্র হইতে ॥
পাঁচ তোলার হার যদি না দেও তাহারে[15]।
এহি দণ্ডে কাটিমু শির খড়্গের প্রহারে ॥
দেখিয়া মালিনীব তবে উড়াইল প্রাণ।
নিশ্চয়[16] মবিব আমি খাএয়া খড়্গের চাঁন ॥
ভয় পায়া মালিনী কহে তরাতরি।
কি কাবণে তেগো প্রাণ যাব রাজবাড়ি।
তোমাব কারণে যদি প্রাণ জাএ মোর।
তবু লয়া জাব মালা পাঁচ তোলার গোচর ॥
ক্ষিপ্ত[14] না হও বাছা আমার মাথা খাও।
তুমি মোর স্বামী[16] পুত্র তুমি বাপ মাও ॥
এতেক শুনিয়া হাউস মানিল প্রবোধ[17]।
বসিল পালঙ্গে জায়া সম্ভরিয়া ক্রোধ[18] ॥
কহে শেখ খোদাবগশ গাযীর গোলাম।
বদন ভরিয়া বল আল্লা নবির নাম ॥
সাজি ভরি লইল হার সুন্দর মালিনী।
অঞ্চলে বান্ধিয়া লইল হাউসের হারখানি ॥
চলিল সুন্দর মালিনী হালিতে ঢুলিতে।
যায়া উত্তরিল তবে রাজার সভাতে ॥
বসিয়াছে জঙ্গ রাজা লইয়া সেনাগণ।
হেনকালে মালিনী করিল[19] সম্ভাষণ ॥
মহারাজাক হার দিয়া করিল নমস্কার[20]।
তার পাছে দিল হার সভার মাঝার ॥
চক্রবর্তী[21] ব্রাহ্মণ আছিল যতজন।
সকলেক পুষ্প দিল মালিনী তখন ॥
সকলেক পুষ্প দিয়া চলিল মন্দিরে।
মধ্যে[22] দিল পুষ্প দেহড়ি দুয়ারে ॥
রাজরাণী বসিয়াছে অন্তপুরের[23] মাঝারে।
দাঁড়াইল মালিনী [যায়া] রাণী [র] গোচরে ॥
দিল এক উত্তম হার রাণীক মালিনী।
খোশবক্ত হইয়া হার পরিল রাজরাণী ॥
নেকারে থেকারে চলে মালিনী সই।
বসিয়া আছেন যথা ছএটি মাধই ॥
তা সবাক পুষ্প দিল[24] হৈল স্বামী ধ্যান।
সিধা দ্রব্য[25] লইল তবে মহারানীর স্থান ॥

১. কারে। ২. মির্থা। ৩. ষুনিঞা হাউষে বেলে কি বলে উর্ত্তর। ৪. এথদিনে। ৫. বির্দ্দমান। ৬. মোণ্ড খর্গের। ৭. বুর্দ্দে। ৮. শ্রীজিল। ৯. শ্রী। ১০. মির্থা। ১১. লওলাটে। ১২. তিণ্ন্য। ১৩. শ্রিষ্টি। ১৪. ক্ষেপ্ত। ১৫. আমারে। ১৬. নির্চএ। ১৬. সামি। ১৭. প্রবদ। ১৮. ক্রোর্দ্ধ। ১৯. হইল সম্বাসন। ২০. নমেসকার। ২১. চক্রপতি ব্রাহ্মনে। ২২. মর্দ্দে। ২৩. অন্তসপ্বরির। ২৪. দিয়া। ২৫. সিদা দর্ব্ব।

তথা [হতে] চলি যাএ পাঁচতোলার মন্দিরে।
চলিল মালিনী [সেথা] নানান থেকারে ॥
হালিতে ঢুলিতে যাএ কন্যার অন্তপুরী।
পাঁচতোলা খেলে খেলা লয়া বিদ্যাধরি ॥
চলি যাএ ফিরি চাএ মালিনী তখন।
হাসিতে হাসিতে যাএ উল্লসিত[১] মন ॥
কাঁকালে ফুলের ডালা পরিধানে সাড়ি।
ধীরে ধীরে গেল মালিনী পাঁচতোলার বাড়ি ॥
কন্যার মন্দিরে মালিনী হইল উপস্থিত[২]।
পাঁচতোলা খেলে খেলা সখীর সহিত[৩] ॥
দেখিয়া মালিনী সই হাসিয়া বোলাএ।
পুষ্পের মালার কথা পাচতোলার আগে কএ ॥
আখি ঠারে[৪] কহিলেন মালিনী তখন।
হস্তঠারে দেখি কন্যা আকুল জীবন ॥
পালঙ্গের কিনারে যায়া বসিল মালিনা।
হাসিয়া উঠিল তবে রাজার নন্দিনী[৫] ॥
হাসিয়া মালিনীর সঙ্গে পড়িল গড়ি দিয়া।
কহ মালিনী মন কথা স্থির হউক হিয়া ॥
হাসি উঠি বলেন কথা মালিনী সুন্দরী।
কি মতে কহিব কথা সকলের হুযুরী ॥
তোমার সমাজ সব গন্ধর্বের[৬] নারী।
সকলেক বাহির করি দেহ বিদ্যাধরি ॥
তবে সে কহিব আমি মনহিত কথা।
সকলের মধ্যে তাহা না কব সর্বথা ॥
শুনিঞা পাঁচতোলা কন্যা কি বলে বচন।
আজিকার তরে[৭] তোরা যাহ সখীগণ ॥
দুই প্রহর হইল বেলা কিবা হাসি রঙ্গ।
আজিকার তরে[৭] যাই খেলা দিয়া ভঙ্গ॥
কালি প্রাতঃ কালে তোরা আইস সব নারী।
নিরিবিলি[৮] বসিয়া খেলিব পাসা সারি ॥
ক্ষুধাএ[৯] কাতর অঙ্গ[১০] হইল নিরবল।
আপন গৃহেতে যাইয়া খাই অন্নজল।
শুনিঞা যে সখিগণ উঠে তরাতরি।
এক সঙ্গে বাহির হইল যত বিদ্যাধরি ॥
ভঙ্গ দিয়া সখী গেল নিজ নিজ ঘরে।
মালিনী পাঁচতোলা রৈল বিরল মন্দিরে ॥
কোচড়[১১] হৈতে মালা বাহির করিল মালিনী।
দেখিয়া মুর্ছাগত হৈল রাজার নন্দিনী ॥
অচেতন হৈল কন্যা ধূলাএ[১২] লুটাএ।
মালিনী তুলিয়া তার মুখ মুছাএ[১৩] ॥
বুকে হস্তে দিয়া তোলে মালিনী সুন্দরী।
কতক্ষণে[১৪] স্থির হৈয়া বলেন বিদ্যাধরি ॥
মজিল কন্যার মন মরম পিরিত।
মালা দেখি কাম কুণ্ডে মজিলেন চিত ॥
ডুবিয়া সমুদ্রে কন্যা নাহি পাএ কূল[১৫]।
জীবন প্রাণ লয়া মনে পড়িল আউল ॥
হলপল করে মাঞা শিকারী বাঘিনী।
স্থির[১৬] হয়া বলে শুন সুন্দর মালিনী ॥
কন্যা বলে শুন মালিনী আমার বচন
কার মন চুরি করি হার আনিলা অখন ॥
কহ শাঘ্র এহি খণ্ড কে গাঁথিল মালা।
অন্তরে নিভিয়া যাউক অনলের জ্বালা[১৭] ॥
কে গাঁথিল এহি হার কেমন রঙ্গিয়া।
না জানি গাঁথিল মালা কেমন হস্ত দিয়া ॥
হার গোটা দেখি মোর আকুল জীবন।
যে গাঁথিল এহি [হার] সেজন কেমন ॥
মাণিক প্রবাল হীরা[১৮] রজত কাঞ্চন।
ইহার সমতুল[১৯] নহে কোন রত্নধন ॥
চন্দ্র জিনিঞা হার রবির তুলনা[২০]।
ঝলমল করে যেন রজতের গুনা॥
মালিনী বলেন কন্যা শুন দিয়া মন।
গাঁথিল[২১] বিচিত্র হার তোমার কারণ ॥
শুনিঞা পাঁচ তোলা কহে পুনর্বার[২২]।
তোমার হস্তের এহি কভু নহে হার ॥
এতকাল দেহ হার পুষ্প রাজপুরী।
কভু নাহি দেখি হার এমন সুজারি ॥
কহতো মালিনী [সই][২৩] কে গাঁথিল হার।
নিরখিয়া[২৪] পাঁচ তোলা লাগিল দেখিবার ॥
দেখিতে দেখিতে মধ্যে দেখে দৃষ্টি করি[২৫]।
হার মধ্যে ঝল মল করিছে অঙ্গুরি ॥
অঙ্গুরি দেখিয়া কন্যার আকুল পরাণ।
শরীরে[২৬] বিন্ধিল যেন কাম শরবাণ[২৭] ॥
কন্যা বলে শুন মালিনী তোর নহে হার।
সত্য করি কহো মালিনী অঙ্গুরি কাহার ॥

---

১. উর্দ্ধাসিত। ২. উপস্থিৎ। ৩. সহিৎ। ৪. আঙ্খীঠারে। ৫. নন্দনি। ৬. গন্দবের। ৭. মোনে। ৮. নিরাবিলে। ৯. ক্ষিদাএ। ১০. রঙ্গ। ১১. কোচে। ১২. বুলাএ। ১৩. মোক্ষ মোছাএ। ১৪. কতেক্ষনে। ১৫. কুল। ১৬. স্তির। ১৭. জালা। ১৮. মানিক প্রবল হিরা। ১৯. সমুত্তল। ২০. তোলনা। ২১. গাথিয়া। ২২. প্বর্ন্ন্যবার। ২৩. মাইলান। ২৪. নিরক্ষিয়া। ২৫. দিষ্টকরি। ২৬. সরিল। ২৭. কামসবারান।

প্রাণ মোর কাড়িয়া লইল এহি হার দিয়া।
কে গাঁথিল হার গাছি কহোক ভাঙ্গিয়া ॥
অন্য কথা[1] কয়া কন্যাক ভাণ্ডিতে না পারিল।
হারের বৃত্তান্ত[2] কথা কহিতে লাগিল ॥
কহে সেক খোদা বখশ গাযীর লীলাএ[3]।
হার দেখি পাঁচ তোলার মনস্থির নএ ॥
মালিনী বলেন কন্যা মিথ্যা কব কেনে।
আমি নাহি গাঁথি হার গাঁথিছে একজনে ॥
বহিন পুত্র হয় মোর অশ্রম[4] যবন[5]।
সে জন গাথিল মালা তোমার কারণ ॥
চৌবঙ্গ চৌখোঁপা গাঁথিল হারখানি।
মোর হস্তে পাঠাইল তোমার স্বোয়ামী[6] ॥
দুই হস্তে ধরিয়া মালা তুলিয়া দিল আনি।
অঙ্গুরি দিয়াছে তাহা আমিত না জানি ॥
বহিন পুত্র হএ মোর ছাওয়াল[7] অজ্ঞান।
কি জানি তার কিবা মন হইল আন ॥
একমাস হইতে আইল মোর পুরী।
হার মধ্যে কেনে দিল আপনার অঙ্গুরি ॥
কন্যা বলে শুন মালিনী[8] বচন আমার।
কেমন তোমার বহিন পুত্র দেখিব একবার ॥
মোর মাথা খাও মাসী চরণ তোমার ধরি।
তাহাকে একবার মাসী পাঠাও মোর পুরী ॥
একবার পাঠাও দেখি নঞানে নঞানে।
দেখিলে তাহাক[9] একবার পড়িব চরণে ॥
যার মালা দেখিয়া মোর প্রাণ নহে স্থির[10]।
কত চন্দ্র জিনিঞা তার প্রকাণ্ড শরীর ॥
তথা গেল প্রাণ মোর খালি ধড় এথা।
প্রাণ মোর কাড়িয়া নিল রসের[11] কয়া কথা ॥
কেমনে পাইব দেখা তার সঙ্গে জায়া।
কি করিবে বাপ মাও ঘরেতে থাকিয়া ॥
এহি বলি হার হৈতে খসাইল অঙ্গুরি।
হাসিয়া পরিল কন্যা হস্তের উপরি ॥
পরিল আপন হস্তে হাউসের অঙ্গুরি।
আপন হস্তের অঙ্গুরি খুলিলা সুন্দরী ॥
ধরো ধরো লহো মাসী আপনার নিশানি।
তাহার কদমে দেহো এহি দ্রব্য[12] খানি ॥
এহি বলি অঙ্গুরি মালিনীর হস্তে দিল।
অঙ্গুরি লয়া মালিনী বসনে বান্ধিল ॥

অঙ্গুরি লইয়া মালিনী মনে মনে কএ।
বুঝিলাম রাজার জাতি রবার নএ[13] ॥
অঙ্গুরি লয়া মালিনী বলে হাএরে হাএ।
জঙ্গ রাজা শুনিলে পাছে কিবা যেন হএ ॥
মন্দির হৈতে তবে উঠে রাজার নন্দিনী[14]।
নানান দ্রব্য[15] উপহার আনিল তখনি ॥
মালিনীক আনি দিল সেই উপহার।
মালিনীক লয়া গেল খিড়কীর দ্বার[16] ॥
খিড়কীর দ্বার[16] দিয়া থুইল পার করি।
হরষিত[17] হয়া চলে মালিনী সুন্দরী ॥
সিংহদ্বার দিয়া চলে মালিনী কেহ নাহি জানে।
ত্বরিতে চলিয়া আইল হাউসের সামনে[18] ॥
দেখে হাউস বসিয়াছে এহি দৃষ্টি[19] করি।
হেনকালে চলি আইল মালিনী সুন্দরী ॥
যত দ্রব্য দিয়াছিল হাউসের কারণ।
হাউসের আগে তাহা আনিল তখন ॥
বস্ত্র[20] হইতে খশাইল কন্যার অঙ্গুরি।
হাউসের হস্তে দিল মালিনী সুন্দরী ॥
দ্রব্য জাতির[21] দিগে মিঞা ফিরিয়া না চাইল।
কন্যার আঙ্গুরি মিঞা নক্ষেত[22] পরিল ॥
হাউসে বলেন মাসী শুন সমাচার।
কি কহিল রাজার কন্যা দেখি তোমার হার ॥
মালিনী বলেন তাহা কি কব কথন।
তোমার হার দেখি কন্যা হৈল অচেতন[23] ॥
ভালত বাদশার পুত্র বড়ই চাতুরী[24]।
হার মধ্যে কেনে তোর থুইয়াছিলু অঙ্গুরী ॥
হার দেখি অচেতন[23] হইল বিদ্যাধরি।
পাগল হইল তোমার দেখিয়া অঙ্গুরি ॥
অঙ্গুরি দেখিয়া কন্যা জিজ্ঞাসিল[25] তোকে।
কার হস্তের অঙ্গুরি মাসী কহো দেখি মোকে ॥
আমিত না জানি তুমি দিয়াছিলা অঙ্গুরি।
শুনিলে বধিবে তোকে জঙ্গ অধিকারী ॥
হাউসে বলেন মাসী রাজাক ভয়[26] কি।
আমার উপর সহায়[27] আছে আপনে আল্লাজি ॥
আমার ঘরণী কন্যা লিখন কপালে।
মোর ঘরে অবশ্য[28] পড়িবে কোনকালে ॥
মালিনী বলেন বাছা শুনহ বচন।
শুনিলে ঘুচাবে রাজা কপালের লিখন ॥

১. অন্ন্য ২। ২. বিত্তান্ত। ৩. লিলএ। ৪. অশ্রম শব্দের অর্থ বোঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ৫. জৈবন। ৬. সোওামি। ৭. ছাওাল অগ্যান। ৮. কন্যা বোলে যুন মাইলান। ৯. তাহার। ১০. স্তির। ১১. অসের কয়ে কাথা। ১২. দর্ব্ব। ১৩. রবালএ। ১৪. নন্দনি। ১৫. দর্ব্ব। ১৬. দার। ১৭. হরসিত। ১৮. ছামনে। ১৯. দিষ্ট। ২০. বস্তর। ২১. দর্ব্ব জাতের। ২২. লক্ষেত। ২৩. অচৈতন। ২৪. বাড়াই চাতোরি। ২৫. জিজ্ঞ্যাসিল। ২৬. ভএ। ২৭. স্বঞে। ২৮. অর্ববসে।

হাউসে বলেন মাসী মারিবে আমাক।
তোমাকে না বলিবে রাজা[১] ভয়[২] কি তোমাক ॥
মোকে যদি দয়া করেন আল্লা সাঁঞি।
রাজা মারিবে মোরে তার ভরসা নাঁঞি।
রন্ধন কর অন্ন খাই ক্ষুধায়[৩] অন্তর জ্বলে।
রাজার দরবারে কাইল যাব প্রাতঃকালে[৪] ॥
কহিব[৫] কপালের লেখা রাজার বিদ্যমান।
দেখি রাজা কন্যা নাকি করে সমর্পন[৬] ॥
কহিব রাজাক আমি না করিব ডর।
আমার ঘরণী কেনে [থাকে] উহার ঘর ॥
দেএ কি নাদেএ কন্যা আপনে পুছিমু।
যে হউক সে হউক আমি কন্যাক নাড়িমু ॥
এহি কথা কহে মিঞা বসি আঙ্গিনাত।
পশ্চিম আকাশ[৭] কোণে গেল দিননাথ ॥
দিন গেল সন্ধ্যা হইল ঘোর অন্ধকার।
খোদা বখশে কহে আল্লা বল একবার ॥

পদ।

রান্ধন রান্ধে মালিনী আপনার ঘরে।
হাউস শুইল যায়া বিছানাব উপরে ॥
কতক্ষণ[৮] অন্তরে অন্ন আনিল মালিনী।
থালেত করিয়া অন্ন দিল হাউসেকে আনি ॥
শয্যা[৯] হইতে উঠিয়া খাইলেন খানা।
বামে ঝল মল করে পুষ্পের বিছানা ॥
খানা খাইয়া হাউস তাম্বুল খাইল।
নিদ্রায় কাতর তনু ত্বরিত শুইল[১০] ॥
নিদ্রায় অচেতন[১১] হাউস শুইল শীঘ্রগতি[১২]।
রাজ পুরে পাঁচ তোলার শুন তার কীর্ত্তি[১৩] ॥
পাঁচ তোলা শুইল যায়া আপনার মন্দিরে।
বিভোর[১৪] হইল কন্যা নিদ্রার খাতিরে ॥
কৌতুক হইয়া কন্যা নিদ্রায় অচেতন[১৫]।
রাত্রি নিশা কালে কন্যা দেখিল স্বপন[১৬] ॥
স্বপনে[১৭] আইল হাউস কন্যার গোচরে।
গগন হৈতে যেমন নামিল ভাস্করে ॥
স্বপনে পাঁচতোলা কন্যা হাউসে নিহালে।
কোটি[১৮] কোটি চন্দ্র যেন ধরিছে ডালে ডালে ॥

দেখিয়া ব্যাকুল কন্যা বলে হায়রে হাএ।
চাম্পা কলা বলি কন্যা খাইবার চাএ ॥
হাউসেক ধরি কন্যা তুলি নিল কোলে
যার পশমে পশমে কলেমা লাএলাহা বলে ॥
দেখিয়া হাউসেক কন্যার স্থির[১৯] নহে মন।
হাউসের আগে বলে বিনয় বচন ॥
শুন শুন প্রাণনাথ আমার কথন।
মোরে যদি ছাড় দয়া শুনহ এখন ॥
শুন শুন প্রাণনাথ বচন আমার।
মোরে যদি ছাড় দয়া দোহাই আল্লার ॥
তোমাকে দেখিয়া চিত্ত না যায় নিভিয়া।
যৌবনের কালে[২০] মোকে লেহ উঠাইয়া ॥
তুমি যদি হও ফকির আমি ফকিরানী।
জনম সফল[২১] হৈবে কদমে দিয়া পানি ॥
প্রাণতুল্য করিয়া আমি করিব খেদমত।
সাধনে তোমার পদ আখেরে হইব গত ॥
তোমার প্রসাদে আমি আখেরে যাব[২২] তরি।
তুমি আমার প্রাণ-নাথ আমি[২৩] তোমার নারী
হাউসে বলেন প্রিয়া শুন প্রাণেশ্বরী[২৪]।
তুমি বিনে ত্রিভুবনে নাহি মোর নারী ॥
দুইজনে হইল দেখা নিশির[২৫] স্বপনে।
মরম পীড়িতি হইল দুহার দরশনে[২৬] ॥
একি পালঙ্গে দূহে করল নানা রঙ্গ[২৭]।
পশ্চাতে[২৮] চেতন হয়া মন হৈল ভঙ্গ ॥
হাউস হইল ধন্দ মালিনীর বাসরে।
পাঁচতোলা করুণা করে আপনার মন্দিরে ॥
এহি দণ্ডে ছিল স্বামী[২৯] নিকটে আমার।
এথা আসি ছাড়ি গেল কর্ম দোষে[৩০] মোর ॥
কিবা দোষ করিনু মুই[৩১] অভাগিনী নারী।
কেনেবা আসিয়া মোর প্রাণ কর্ল চুরি ॥
আমি কি জানিব পতি জাইবা ছাড়িয়া।
অভাগিনী এথা তোমাক রাখিতাম ধরিয়া ॥
আর না রাখিব প্রাণ তোমার খাতিরে।
অন্ন পানি ত্যাগি[৩২] আমি থাকিব মন্দিরে ॥
এহি মতে দাঁড়াইল রাজার নন্দিনী[৩৩]।
মন্দিরে কপাট খিল লাগাইল তখনি ॥
মন্দিরে কুঞ্জি বজ্র লাগাইল সুন্দরী।

১. রাজাক। ২. ভএ। ৩. ক্ষিদাএ। ৪. প্রতককালে। ৫. কহিল। ৬. সম্পরোন। ৭. আসাড়। ৮. কতেক্ষণ। ৯. সর্জ্জা। ১০. ষুইল। ১১. অচৈতন। ১২. সিগ্রগতি। ১৩. কিত্রি। ১৪. বেভোল। ১৫. অচৈতন। ১৬. সর্পন। ১৭. সর্পনে। ১৮. কুটি ২। ১৯. স্তির। ২০. জৈবনের কুলে। ২১. সাপল। ২২. জাইবো। ২৩. তুমি আমার নারি। ২৪. প্রাণেরস্বরি। ২৫. নিসির সপনে। ২৬. দরসোনে। ২৭. অঙ্গ। ২৮. প্রছাদ। ২৯. সামি। ৩০. কক্ষ দোসে। ৩১. মোই। ৩২. তেগি। ৩৩. নন্দনি।

পালঙ্গে শুইয়া রইল হাউসেক স্মরি ॥
রাত্রি পোহায়া গেল ফজর হইল।
পাত্র মিত্র প্রজা আদি দরবারে বসিল ॥
পুণ্য[১] সভা করি বৈসে [রাজা] দণ্ডধর।
লক্ষে লক্ষে লোকজন[২] রাজার গোচর ॥
যখন যেথা আজ্ঞা করে দণ্ডের মদন।
একজনেক[৩] বলিতে চলে লক্ষ জন ॥
এহি মতে নানান সুখে করে রাজ্য খণ্ড[৪]।
যে জন দূষী হএ তার প্রাণ করে দণ্ড[৫] ॥
সারাদিন কাছারী[৬] করি ঘরে আইল দণ্ডধর।
ক্ষুধায়[৭] আকুল রাজা খানা খাইবার ॥
সাবাদিন জঙ্গ রাজা খানা নাহি খাএ।
বাত্রের খানা খাইতে পুরীর মধ্যে জাএ ॥
দেড় প্রহর[৮] রাত্রি যখন হইল গগনে।
খানাতে বৈসে রাজা হরষিত মনে ॥
ছএ পুত্র বসিলেন রাজার সাক্ষাত।
ছএজিত আএবারি আর জগন্নাথ ॥
মধুকান্ত নিলাম্বর আর চন্দ্রধর।
বিশম্ভর[৯] পুত্র তার এহি[১০] সহোদর ॥
ছএ পুত্র বসিলেন রাজার সামনে।
পাঁচতোলা কন্যার কথা পড়িল রাজার মনে ॥

ডাক দিয়া বলে রাজা মহারানীর তরে!
ছএপুত্র আছে পাঁচতোলা কোথাকারে ॥
হাউসের কারণে কন্যার প্রাণ-জার জার।
কপাট লাগায়ে আছে আপনার ঘর ॥
প্রেম অনলে[১১] পাঁচতোলা[১২] আকুল পরাণে।
এসব বৃত্তান্ত[১৩] কথা রাজা নাহি জানে ॥
জোর হস্ত করি কথা কএ রাজরানী।
কোথাএ আছে পাঁচতোলা আমি নাহি জানি ॥
শুনিঞা রাজার মাথে পৈল বজ্রাঘাত[১৪]।
কন্যা তালাসিয়া ফিরে বধু[১৫] ছএসাত ॥
দালান ইমারোত ঢোঁড়ে চৌশালার ঘর।
কোনাচিয়া ঠোগানিয়া ঘর ঢোঁরে থরে থর ॥
হাসি আলি চকি আলি ঘর সারি সারি।
ষোল শও ঘর ঢোঁরে দক্ষিণ-দুয়ারী ॥
এহি মতে পুরীমধ্যে হইল গণ্ডগোল।
না পায়া কন্যার দিশ হইল বিকল ॥
কহে শেখ খোদাবখশ[১৬] বিধির বিধান।
জঙ্গ রাজার পুরী জুড়ি উঠিল ক্রন্দন ॥
সেখ খোদা বখ্‌শে কহে স্মরিয়া গাযীর পালা[১৭]।
এক চিত্ত হয়া শুন সবার[১৮] করুণা ॥

[৬ পালা সমাপ্ত।]

১. পন্ন্য। ২. লক্ষে ২ লোকজন খাড়া। ৩. একজোন। ৪. বার্জ্জখণ্ড। ৫. ডণ্ড। ৬. কাচারি। ৭. ক্ষিদাএ। ৮. ডরপ্রথর। ৯. বিসম্বর। ১০. এহি। ১১. আনলে। ১২. পাঁচতোলার। ১৩. বিতান্ত। ১৪. বজ্রঘাত। ১৫. বদু। ১৬. কহে সেক খোদা বক্ষ। ১৭. স্বরিয়া গাজীর পালা। ১৮. সভার করুনা।

৭ পালা

করুণা । নাচাড়ি

দিসা : বল ইথ ঐ না না বল আরে অহ।

শুনিয়া রাণীর বাত মাথে পৈল বজ্রঘাত
কান্দে রাজা লুটায়া ধরণী।
বুকে পৃষ্টে[১] ঘাও মারে কান্দে রাজা উচ্চৈঃস্বরে[২]
দুই চক্ষে[৩] ঝুরে পড়ে পানি ॥
পাঁচতোলা গেল কুথি[৪] দিবস[৫] মোর হৈল রাতি
গেল কোথা শেল দিয়া বুকে।
রাজার ক্রন্দন শুনি পড়ে রাণীর চক্ষে পানি
ক্ষণে ক্ষণে কলিজা শুকে ॥[৬]
কোথা গেল প্রাণের ঝিউ শুনি স্থির নহে জীউ[৭]
যদি শুনি কন্যা আছে যথা।
কন্যার খবর নাহি পাব অগ্‌নি কুণ্ডে ঝাপ দিব
ইটা দিয়া চুর করিব মাথা ॥
রাণী বলে গৌরীহর কোথাএ গেল কন্যা মোর
কহ দেখি হইয়া সদয়[৮]।
ভূমেতে গড়াগড়ি কান্দে অঙ্গ আছাড়ি
বুঝাইতে বুঝ নাহি যাএ ॥
মাএর করুণা যত বিনায়া কহিব কত
মায়ের দয়া বিষম সঙ্কট।
পাঁচতোলার ভাই কান্দে কার মন নাহি বান্ধে
ছএ বধু কান্দি ছাড়ে ঘোঙ্গট ॥
পাত্রমিত্র মহাজন[৯] চাকর লস্কর প্রজাগণ
কান্দে সবে পায়া মনস্তাপ।[১০]
জীব জন্তু পশুপক্ষী[১১] সকলের ঝুরে আঁখি
ভাই বহিন কান্দে মা ও বাপ ॥
বাপ মাএর ক্রন্দর শুনি কান্দে পাঁচতোলা রাণী
থাকিয়া আপন মন্দিরে।
করিলা আক্কেল বন্ধ ত্রিপদী করিয়া ছন্দ
খোদা বখ্‌শ্‌ ভাবিয়া হৃদয়[১২]।

১. পিস্টে। ২. উর্চ্চাস্বরে। ৩. চক্কের। ৪. কুতি। ৫. দিবষ। ৬. খেনে ২ কলিজা মুকাএ। ৭. মুনি স্তির লহে জিউ। ৮. সদাএ। ৯. পাত্রমিত্র মোহাজন কান্দিয়াছে। ১০. মোহাস্তাপ। ১১. জিব জন্তু পষুপক্ষি। ১২. হ্রিদয়।

দিসা :আরে ও দুটি মন পবন
তারা দুই ভাই ঐ মহলের[১] চৌকিদার।
নীচেতে প্রেমের বাজার
উপরেতে চন্দ্র সুরুজ ॥

পদ

একবার বল আল্লা যত মমিনগণ।
কান্দিয়া ফিরেন সবে কন্যার কারণ ॥
কান্দিয়া বলেন রাজা আহা গৌরীহর।
তোমার প্রাসাদে গোসাঞি এক কন্যা মোর ॥
রাজার কান্দনে[২] কান্দে পুত্র ছএ জন।
শিরের দস্তার পৈল খসি পরিধান বসন ॥
কন্যা না দেখিয়া রাণী বলে হাএ হাএ।
আকুল হইয়া কান্দে ধুলায় লুটাএ ॥
কান্দিয়া চলিল রাজা বাহির উদ্যানে[৩]।
পাত্র মিত্র প্রজাগণ আইল সর্বজনে ॥
সকলে বলেন রাজা কান্দ কি কারণ।
কি কারণে [কান্দ] রাজা দণ্ডের মদন ॥
কান্দিয়া বলেন রাজা জঙ্গ অধিকারী।
বাপু সবে এক কন্যা আছিল মোর পুরী ॥
আচম্বিতে[৪] সেহি কন্যা নাহি মোর ঘরে।
কহ বাপু প্রজাগণ কি করিব তারে ॥
রাজার কান্দনে কান্দে যত পাত্রগণ।
মাথে হাত দিয়া কান্দে প্রজা সর্বজন ॥
কান্দিতে লাগিল কন্যার ছয় ভাই।
ব্যাকুল হইয়া কান্দে ছয়টি মাধই ॥
পাতাল সহরে হইল হাহাকার ধ্বনি[৫]।
বিষাদ[৬] ভাবিয়া কান্দে যতেক ব্রাহ্মণী ॥
কান্দে রাণী মহামায়া[৭] শিরে দিয়া হাত।
না পায়া কন্যার লাইগ শিরে মারে ঘাত ॥
কোনখানে না পাইল কন্যার খবর।
কান্দিয়া চলিল রাণী উম সরোবর ॥
কান্দিয়া বসিল ঘাটে জঙ্গ রাজার নারী।
বিধিত মতে স্থাপিল[৮] দূর্গার ঘটবারি ॥
আম্রকলা ঘটবারি করিল স্থাপন[৯]।
কান্দিয়া করিতে রাণী ভবানীক স্মরণ[১০] ॥
রাণী বলে ভগবতী হইবে সদয়[১১]।

অভাগিনীর কন্যা মোর রহিল কোথায় ॥
চণ্ডী চণ্ডী বলি রাণী ডাকে ঘন ঘন।
কৈলাস[১২] ছাড়িয়া চণ্ডী দিল দরশন ॥
চণ্ডী বলে কেন ডাক শুন রাজরাণী।
কান্দিয়া পড়িল পদে দেখিয়া ভবানী ॥
রাণী বলে শুন মাও ভবানী শঙ্করী।
এক কন্যা কেবল আছিল মোর পুরী ॥
সেহি কন্যা গেল মোর মুখে[১৩] লাথি দিয়া।
কোথা গেল সেই কন্যা কহ মহামায়া ॥
ধ্যান করিয়া চণ্ডী কহে ধীরে ধীরে।
চণ্ডী বলে আছে কন্যা বিরল মন্দীরে ॥
এহি কথা বলিয়া চণ্ডি চলিল কৈলাসে[১৪]।
তত্ত্ব[১৫] পায়া মহারাণী পুরী মধ্যে আইসে ॥
রাণী বলে মহা প্রভু শুন দণ্ডধর।[১৬]
চণ্ডী বলে আছে কন্যা বিরল মন্দির ॥
শুনিয়া সকল লোক চলিল ত্বরিত।
কান্দিয়া চলিল সবে কন্যার পুরীত ॥
মন্দিরের নিকট খাড়া হৈল সর্বজন।
বাপ মাএর কান্দরে কন্যা করিছে ক্রন্দন ॥
হাহাকার করি কন্যা উঠিল কান্দিয়া।
শুনি রাজা দুয়ারেত[১৭] আইল লড় দিয়া ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া রাজা ডাকে ঘনে ঘন।
কি কারণে পাঁচতোলা করিছে ক্রন্দন ॥
রাজা বলে পাঁচতোলা প্রাণের নহন[১৮]।
কি কারণে মন্দিরেত করিছ শয়ন[১৯] ॥
কোনজনে তোমাকে বলিল ভালমন্দ।
কোনজনের সঙ্গে বাছা করিছ দ্বন্দ্ব[২০] ॥
দ্বন্দ্ববাদ[২১] করিয়া বাছা হইয়াছ বিকল।
কহ সেই জনা [আমি] দেই প্রতিফল[২২] ॥
কহ শীঘ্র[২৩] সেহি কথা প্রাণ মোর ফাটে।
কি কারণে বজ্র-খিল লাগাইছ কপাটে ॥
মনে [মনে] ভাবে কন্যা আপনার অন্তরে।
লাজ ভয় নাহি মনে কব ধীরে ধীরে ॥
রাজা বলে দেখি তোকে প্রাণ হইল কাঠ।
উঠ উঠ[২৪] প্রাণ বাছা খোলহ কপাট ॥
পাঁচতোলা বলে বাপু শুন সমাচার।
তবে খুলি দ্বার যদি করোহ কড়ার ॥
রাজা বলে শুন বাছা আমার বচন।
তুমি বেটি আমি পিতা কড়ায় কেমন ॥

১. মহোলের। ২. রাজা কান্দিলে। ৩. উধানে। ৪. অচমভিতে। ৫. ধনি। ৬. বিসাদ। ৭. মোহামায়ে। ৮. স্তাপিল। ৯. স্তাপন। ১০. ভোবানিক স্বণ্ডরোন। ১১. সদাএ। ১২. কর্ব্বাস। ১৩. মোক্কে। ১৪. কর্ব্বাসে। ১৫. তর্ত্ত। ১৬. রাণী বোলে মোহা পৃভু ষুন ডণ্ডধরে। ১৭. দুয়ারেৎ। ১৮. নহন। ১৯. সওন। ২০. দন্দ। ২১. দন্দবাদ। ২২. প্রিতিফল। ২৩. সিগ্র। ২৪. উট ২।

পাঁচতোলা বলেন বাপু শুন মোর বাণী।
কড়ার করিলে দ্বার খুলি দিব এখনি ॥
রাজা বলে শুন বাছা প্রাণের নহন[১]।
যে চাহিবা সেহি দিব কোন প্রয়োজন[২] ॥
কন্যা বলে শুন বাপু বচন আমার।
মালিনীর বাড়িতে আইল কোথাকার কুমার ॥
সেহি জন এক মালা দিয়াছিল গাঁথিয়া।
সেই হার দিয়া প্রাণ লইয়াছে কাড়িয়া ॥
সেহি কুমার আন বাপু আমার গোচর।
সেহি জনার সঙ্গে আমি দিব সয়ম্বর ॥
পাঁচতোলা কহিল যখন এহি সব বাত।
শুনিঞা রাজার শিরে পৈল বজ্রাঘাত[৩] ॥
লজ্জিত হইল রাজা দণ্ডের মদন।
কন্যা ছাড়ি হেঁট[৪] শিরে চলিল তখন ॥
ক্রোধে অনল[৫] রাজা জঙ্গ অধিকারী।
এতদিনে জাতি নাশ করিল বিদ্যাধরি ॥
কেমনে দারুণ রাত্রি যাইবে পোহাইয়া।
মালিনী সহিত কুমার ফেলাব মারিয়া ॥
এহি মতে শুইল রাজা পালঙ্গের উপর।
শর্বরী[৬] পোহায়া গেল হইল ফজর ॥
প্রভাতে উঠিয়া রাজা পাটেতে বসিল।
পাত্রমিত্র প্রজা আদি সকলে আইল ॥
ক্রুদ্ধ[৭] হৈয়া বলে রাজা শুন পাত্রগণ।
মালিনীর বাড়ীতে আইল কোথাকার যবন[৮] ॥
গাঁথিয়া দিয়াছে সেহি বিনে সূতার হার।
সেই হার দেখিয়া পাঁচতোলার প্রাণ জারজার ॥
সেহিকালে মালিনী পুষ্প নিয়া আইল পুরে।
শুনিয়া এসব কথা মালিনী পলাইল ডরে ॥
দৌড়[৯] দিয়া গেল মালিনী আপনার মন্দিরে।
হাউসের সামনে জায়া কাঁপে থরে থরে ॥
হাউসে বলেন মাসী কান্দ কি কারণ।
মালিনী বলে বাছা হারালাম জীবন ॥
বিনে সূতের হার তুমি দিয়াছিলা গাঁথিয়া।
ক্রুদ্ধ[১০] হইছে জঙ্গরাজা সে হার দেখিয়া ॥
পাত্র মিত্র সবাকে ডাকিছে নৃপবর[১১]।
তোমাকে আমাকে পাঠাবে[১২] যমের ঘর ॥
হাসিয়া বলেন হাউস শুন মাসী বাণী।
লক্ষ কোটি[১৩] রাজাক আমি তৃণ[১৪] হেন জানি ॥
এক রাজাক দেখি মাসী এত কর ভয়।
হের দেখ যাঙ মুঞি রাজার সভায়[১৫] ॥
শুনিঞা মালিনী কহ শুনহ বচন।
রাজার দরবারে গেলে হারাবে জীবন ॥
শুনিয়া হাউস মিয়া মনে মনে হাসে।
আমাকে মারিবে রাজা মনে না প্রকাশে ॥
বিহানে হাউস তবে নামাজ পড়িল।
সুবর্ণের[১৬] দস্তার মিঞা শিরেতে পরিল ॥
সুবর্ণের[১৬] খড়ম মিঞা পায়েতে যে দিল।
হযরতি খেলেকা মিঞা গলেতে পরিল ॥
সুবর্ণ সেহলি গলে জোড় জোড় খাশা।
হস্তে করি নিল মিঞা কুদরতি আসা ॥
গলাতে তসবি ছিল করে ঝলমল।
চন্দ্র জিনিঞা হইল শরীর সকল ॥
মালিনীর সামনে হাউস করিল কুরনিশ।
রাজপুরে যাএ হাউস হৈয়া হয়ষিত।
কহে শেখ খোদা বখ্শ্ ফকির নিঘৃণ[১৭]।
বল ভাই আল্লার নাম যতেক মোমিন ॥

পদ

বল ভাই আল্লার নাম বারে এহিবার।
চন্দ্রমুখে বল সবে মোহাম্মদ মাদার ॥
হাউস চলিল তবে রাজার দরবারে।
মালিনী ক্রন্দন করে হাউসের গোচরে ॥
না যাও না যাও বাছা আমাকে ছাড়িয়া।
একেলা রহিব আমি কি ধন লইয়া ॥
তুমি মোর পুত্র কন্যা তুমি মাতাপিতা।
অভাগিনীক ছাড়ি বাছা তুমি যাবা কোথা ॥
তুমি গেলে অভাগিনী না বাঁচিব আর।
এহি ক্ষণে মরিয়া যাব সাগর মাঝার ॥
হাউসে বলেন মাসী না কান্দিও তুমি।
অবশ্য[১৮] তোমার গৃহে[১৯] ফিরা আসিব আমি ॥
মালিনী বলেন যাইবা রাজার দরবার।
অবশ্য[১৮] তোমাকে রাজা পাঠাবে[২০] যমের দ্বার ॥
হাউসে বলেন মাসী তাকে ভয়[২১] কি।
আমার সহায়[২২] আছে আপনে আল্লাজি ॥
এহি বলি [যুল] হাউস চলে[২৩] বলবান।
দেখিয়া মালিনীর প্রাণ হইল খান খান ॥
বাসরে পড়িয়া মালিনী কান্দিতে লাগিল।

১. লহন। ২. প্রওজন। ৩. বজ্রযাত। ৪. হেস্ট। ৫. আনল। ৬. সর্ব্বরি। ৭. ক্রোর্দ্ধ। ৮. জৈবন। ৯. দউড়। ১০. ক্রোর্দ্দ। ১১. নিরপবর। ১২. তোমাকে আমাকে লাইগ পাইলে পাঠাবে যমের ঘর। ১৩. কুটি। ১৪. তিন্ন্য। ১৫. সবাএ। ১৬. সোবণ্ন্যের। ১৭. নিরঘিন। ১৮. অর্ব্বসে। ১৯. গ্রিহে। ২০. পটাবে। ২১. ভয়ে। ২২. সঞ্রে। ২৩. বলে।

বাজার দরবারে হাউস হাঁটিয়া চলিল ॥
বনবাস গেল রাম অযোধ্যার[১] খণ্ড।
তেমতি মালিনীর ঘর হৈল লণ্ডভণ্ড ॥
হাউস চলিল যদি বাসর ছাড়িয়া।
কান্দিয়া বাসরে মালিনী রহিল পড়িয়া ॥
হাউস চলিয়া গেল রাজার দরবারে।
জায়া উত্তরিল মিঞা প্রথম দুয়ারে[২] ॥
দেখে বজ্র-খিল আছে দ্বারের কপাট।
দেখিয়া হাউসের-প্রাণ হইয়া গেল কাঠ[৩] ॥
পাথরেব কেওয়াড়[৪] প্রতাপ[৫] প্রচণ্ড।
লাথি[৬] দিয়া কেয়াড় পড়িল তখন।
তার তলে পড়ি মইল দুয়ারী[৭] একজন ॥
কলেমা পড়িয়া হাউস ছাড়িল যিকির[৮]।
দরয়ানি পলায় সবে হেঁট[৯] করি শির ॥
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ্ গাযী জিন্দার পায়।
শুনিঞা আল্লার নাম দরয়ানী পালাএ ॥

ত্রিপদী ছন্দ।

দ্বারী বলেন রাম জপিল সহস্র নাম
জাতি নাশ হৈল এতদিনে।
কোথাকার যবন[১০] আইল আল্লা আল্লা বলিল
নির্ভয়ে[১১] আইল কি কারণে ॥
এহি বলি দিল লড় যথা জঙ্গ দণ্ডধর[১২]
জোড় হস্তে সামনে দাঁড়াএ[১৩]।
রাজার সামনে জায়া কহিছে কাতর হয়া
অপূর্ব দেখিলাম মহাশয় ॥
হাতে দণ্ড[১৪] মাথে তাজ দেখিনু অপূর্ব কাজ
দ্বন্দু শব্দে ছাড়িল যিকির।
শুনি শব্দ হুহুঙ্কার[১৫] প্রাণ মোর চমৎকার
থরে থরে কাঁপায়াছে শরীর ॥
কপাটে লাথি দিল কেওরাড় ভাঙ্গিয়া পইল
তার তলে মরিল একজন।
সেইজন মৃত[১৬] হৈল প্রাণ মোর উড়াইল
হের দেখ আইল যবন ॥
শুনি জঙ্গ অধিকারী মনেত হৈল অরি
এতবড় যবনের সাহস।[১৭]
কপাট[১৮] ভাঙ্গিয়া মোর মারিলেন লশ্‌কর্
মনেতে উহার নাহি ডর ॥
ক্রুদ্ধ হইল অধিকারী ধর ধর ফকির মারি
কাটিয়া করিব বলিদান।
দেখি রাজা ক্রোধমান চলিল ফউজগণ
ফকির ধরিতে সৈন্যগণ[১৯] ॥
হাউস দেখিয়া ধন্দ কাক নাহি বলে মন্দ
হাতে আসা তুলিল সত্বর[২০]।
অধম বালকে বলে গাযীর কদম তলে
বল আল্লা পাক পরোয়ার ॥

১. অঙ্গাউজর। ২. দ্বওারে। ৩. কাট। ৪. কেয়াড়। ৫. প্রতাব প্রছণ্ড। ৬. লাত্তি। ৭. দ্বওারি। ৮. জিগির। ৯. হেষ্ট। ১০. জৈবন। ১১. নিরভএ। ১২. ডণ্ডধর। ১৩. ডাড়াএ। ১৪. ডণ্ড। ১৫. হুহাঙ্কার। ১৬. মির্ত্ত। ১৭. সাস। ১৮. কবাট। ১৯. সণ্ব্যমান। ২০. সর্ত্তর।

পাঁচালী

দেখিয়া ফউজগণ হাউসের ধন্দমন।
তুলিল হাতে আসা পর্বত সমান ॥
আল্লা আল্লা বলি মিয়া হাত বাড়াইল।
আসা যেন যমদণ্ড উপরে তুলিল ॥
দেখিয়া হাতের আসা পর্বত শিখড়[১]।
ঢাল তরোয়াল ফেলি উঠি দিল লড় ॥
প্রবেশ[২] হইল যায়া রাজার গোচর।
হাউসে বলে রাজা শুন নৃপবর[৩] ॥
আমার ঘরণী যে আছে তোমার ঘর।
তোর কন্যা পাঁচতোলা আমার ঘরণী ॥
ঝাটে মোকে দান কর পাঁচতোলা রাণী।
শুনিঞা জ্বলিল[৪] রাজা জঙ্গ অধিকারী ॥
কোথাকার যবন[৫] আইল মোর পুরী।
রাজা বলে পাত্রগণ শুন বিদ্যমান[৬]।
যবন[৭] কাটিয়া শীঘ্র[৮] কর বলিদান ॥
শুনিয়া বলিয়াছে পাত্র রাজার গোচর।
কোথাকার যবন বেটা পুছহ সত্বর[৯] ॥
পাত্র বলেন শুনরে পামর বর্বর্।
কোন দেশে থাক বেটা কোন রাজ্যে[১০] ঘর
তুমি নাহি জান রাজা রাজ্যের[১১] ঠাকুর।
মরিবার আইলু কেনে তার রাজপুর ॥
একাশ্বর[১২] হয়া বেটা এত কর বল।
এতদিনে প্রাণ বাছা যাবে রসাতল ॥
কোন দেশে উৎপত্তি[১৩] কোথায় আগমন।
কোন বংশে জন্ম[১৪] তোমার কাহার নন্দন ॥
ক্রোধ হয়া বলে হাউস শুন পাত্রগণ।
উপরে আমার বাড়ি বৈরাট ভুবন ॥
বাপ বাদশা সেকন্দর ওসমা জননী।
তোমা সম কত জন চরণে দেয় পানি ॥[১৫]
ক্রুদ্ধ[১৬] হয়া এত তর্জন কর মোর গোচর।
কত রাজা আছে মোর বাপের নফর ॥
তারি ঘরে জন্ম[১৪] মোর তারি জর্দ[১৭] জড়।
পৃথিবীতে[১৮] দিল যেই অষ্ট[১৯] লোহার গড় ॥
ক্রোধে জ্বলিল[২০] রাজা বলে মার মার।
সামনে আসিয়া করে এত অহঙ্কার ॥

তাহা শুনি কহে পাত্র শুনহ রাজন।
এহি কুমার হএ যদি বাদশার নন্দন ॥
মারিবা কুমার তুমি করি বাহা জোর।
অবশ্য[২১] শুনিবে বাদশা বছর অন্তর ॥
শুনিঞা পুত্রের মরণ প্রাণ বিদরিবে।
সৈন্যগণ লইয়া বাদশা অবশ্য[২১] আসিবে ॥
পুত্র শোগে সেকন্দর করিবে মহামার।
পাতাল সহর সব করিবে ছারখার ॥
পাতাল সহরে আছে যতেক ব্রাহ্মণ।
সকলেক মারিবে না রাখিবে একজন ॥
লোক যত [আছে] আগে ফেলাবে মারিয়া।
পাছে যত ঘর দ্বার ফেলাবে পুড়িয়া ॥
সেকন্দর বাদশা সেহ নয়[২২] ছোটা।
সকলেক মারিবে না রাখিবে এক গোটা ॥
সেই কারণ ডর লাগে প্রাণে লাগে ভএ।
রাজা বলে তাহার পুত্র হএ কি না হএ ॥
পাত্রগণে বলে রাজা করহ অপেক্ষা[২৩]।
হয় নয়[২৪] তার পুত্র বুঝহ পরীক্ষা[২৫] ॥
রাজা বলে শুন পাত্র আমার গোচরে।
লোহার কুন্দা ফাড়ে যদি কাষ্ঠের[২৬] কুড়ালে ॥
হাউসে বলেন কথা শুন নৃপবর[২৭]।
শীঘ্র করি লোহার কুন্দা আনহ সত্বর ॥[২৮]
পুরী মধ্যে[২৯] গেল রাজার যত পাত্রগণ।
সপ্তসাঙ্গে লোহার কুন্দা আনিল তখন ॥
হাউসে বলেন আল্লা জগতের ধ্বনি[৩০]।
তোমার নাম বিনে যহুরা না জানি ॥
যহুরা বুঝিতে চাহে যতেক ব্রাহ্মণ।
এ সময় মোরে দয়া যদি ছাড় নিরাঞ্জন ॥
এহি মতে দণ্ড[৩১] দুই রহিল দাঁড়ায়া।
জঙ্গ রাজা কহে কথা হাসিয়া হাসিয়া ॥
রাজা বলে পাত্রগণ শুনহ বিদিত[৩২]।
বলে না পারিবে কুমার হইল ভাবিত ॥
কতক্ষণ[৩৩] অন্তর হাউস শুকুর ভেজিল।
কাষ্ঠের[৩৪] কুড়ালি মিঞা হস্তে করি নিল ॥
কমরে বস্তর বান্ধি[৩৫] মালসাট করি।
লোহার কুন্দাতে মারে কাষ্ঠের কুড়ালি ॥
সেকন্দরের পুত্র হাউস প্রতাপ[৩৬] প্রচণ্ড।

১. সিকড়। ২. প্রবেস। ৩. নির্পবর। ৪. জলিল। ৫. জৈবন। ৬. বিৰ্দ্দমান। ৭. জৈবন। ৮. সিগ্র। ৯. সর্ত্তর। ১০. রাৰ্জ্জে। ১১. আৰ্জ্জের। ১২. একার্স্বর। ১৩. উর্ত্তপতি। ১৪. জম্ম। ১৫. তোমার সোমান কত জোন তার চরণে দেএ পানি। ১৬. ক্রোর্দ্ধ। ১৭. খুব সম্ভব জদ্দান অর্থাৎ বংশজাত অর্থে। ১৮. প্রিথিবিতে। ১৯. অস্ট। ২০. জলিল। ২১. অৰ্ব্বসে। ২২. লয়ে। ২৩. অপক্ষ্যা। ২৪. হএলএ। ২৫. বুজোহ পরীক্ষ্যা। ২৬. কাস্টের কুণ্ডালে। ২৭. নির্পবর। ২৮. সিগ্র করি নোহার কুন্দা আনোহ সর্ত্তর। ২৯. পুরি মর্দ্দে। ৩০. ধনি। ৩১. ডণ্ড। ৩২. বিধিত। ৩৩. কতেক্ষণ। ৩৪. কাস্টের। ৩৫. বান্দে। ৩৬. প্রতাব প্রছণ্ড।

লোহার কুন্দা কাটিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥
স্ত্রীর[১] লোভে যুলহাউস পড়িল সঙ্কটে।
সপ্তখান হইল কুন্দা কুড়ালের চোটে ॥
ফাড়িল লোহার কুন্দা সবার বিদ্যমান[২]।
দেখিয়া সকল লোক হইল ধন্ধজ্ঞান[৩] ॥
তাহা দেখি রাজা বলে হাইসের ঠাঞি।
সত্য[৪] যদি হইতে চাহ আমার জামাঞি ॥
আর এক পরীক্ষার কথা মনে হইল আন।
ভাঙ্গিবার পার যদি লোহার কামান ॥
হাউস বলেন বাজা কর নানা মায়া।
কোথাএ আছে সে কামান দেহত দেখায়া[৫] ॥
শুনিয়া সকল লোক হরষিত হৈল।
শতে শতে লোক ধরি কামান আনিল ॥
কামান দেখিয়া হাউস মনে মনে হাসে।
বাম হাতে ধরিয়া কামান তুলিল আকাশে ॥
শূন্যেতে[৬] তুলিয়া কামান দিলেক ছাড়িয়া।
খণ্ড খণ্ড হইল কামান জমিনে পড়িয়া ॥
ধন্দ হইল জঙ্গ রাজা বিক্রম দেখিয়া।
অবশ্য যবন[৭] কন্যাকে করিবে বিয়া ॥
ততক্ষণে জঙ্গ রাজা বুদ্ধি আলচিয়া।
হাউসের আগে পুন[৮] কহে ডাক দিয়া ॥
সত্য[৯] যদি হইবে তুমি আমার জামাঞি।
আব এক পরীক্ষা বুঝিব তোমার ঠাঞি ॥
সেই কর্ম্ম[১০] যদি তুমি পার করিবার।
নিশ্চয়[১১] হইবা তুমি জামাতা আমার ॥
মোব দ্বারে[১২] নবরত্ন দেখ দৃষ্টি[১৩] করি।
তুলিবার পার যদি বুকের উপরি ॥
এহি আরতি যদি পার করিবার।
তবে সে হৈবে তুমি দামান্দ আমার ॥
হাউসে বলেন রাজা শুন আমার পাশে[১৪]।
তবে রত্ন[১৫] তুলি যদি কেহ নাহি হাসে[১৬] ॥
শুনিঞা কহিছে রাজা শুন সমাচার।
সভা মধ্যে কে হাসিবে শকতি আছে কার ॥
ধীরে ধীরে গেল হাউস নবরত্ন[১৭] কাছে।
সকলে চলিয়া গেল হাউসের পাছে ॥
নব রত্নের নিকটে হাউস তুলিল[১৮] গাও।
বুকেতে তুলিল রত্ন পিছলিল পাও ॥
আল্লা আল্লা বলি রত্ন হৃদয়ে তুলিল।
দেখি জঙ্গ অধিকারী হাসিয়া উঠিল ॥

জেন মাত্র জঙ্গ রাজা হাসিয়া উঠিল।
উপর হৈতে এক চূড়া পড়িল[১৯] খসিয়া।
ভূমির উপরে রত্ন থুইল ঠেলা দিয়া।
জঙ্গ রাজা হাসিলেন খসিলেন চূড়া।
ভূমিৎ পড়িয়া রত্ন হৈয়া গেল গুড়া ॥
সেকন্দরের পুত্র হাউস বলে নহে কম।
জঙ্গ রাজা বলে বেটা এত পরাক্রম[২০] ॥
দ্বারের নবরত্ন মোর ফেলিল ভাঙ্গিয়া।
না ছাড়িবেক পাঁচতোলাক করিবে বিয়া ॥
হৃদয়ের[২১] মধ্যে রাজা ভাবিল যুকতি[২২]।
এখন করাইব বেটাক বিষম আরতি ॥
কন্যাকে করিবে বিয়া মনে বড় সাধ।
এখনি বুঝিব বেটার যহুরার মুরাদ ॥
রাজা বলে শুন তুমি বাদশার নন্দন।
চৌদ্দ গোলা ভাঙ তুমি করহ ভক্ষণ ॥
লয়ে সপ্ত গোলা ভাঙ খাও সরোবরের পানি।
তবে সে করিবে বিয়া আমার নন্দিনী[২৩] ॥
একাম করিতে যদি নাহি পাও বল।
প্রাণ রক্ষা[২৪] কর বেটা গৃহ[২৫] মুখে চল ॥
শুনিঞা হাউসের মুণ্ডে পইল যেন বাজ।
হাউস বলে আন ভাঙ না ক[র] ব্যাজ[২৬] ॥
আমি যহুরা না জানি জানে নিরাঞ্জন।
আনহ যতেক ভাঙ করিব ভক্ষণ[২৭] ॥
শুনিঞা ব্রাহ্মণগণ হৈল হরষিত।
গাড়ী ভরি ভাঙ আনি ঢালিল পানিত ॥
সপ্তগোলা ভাঙ দিল সরোবরের জলে।
বুর্জ্জমান হইল জেন সাগর উথলে[২৮] ॥
দেখিয়া হাউস তবে ভাবে মনে মন।
এত ভাঙ খাব আমি করিয়া কেমন ॥
ভাবাগুনা করে হাউস চলে শির হেঁটে[২৯]।
প্রবেশ হইল তবে সরোবরের ঘাটে ॥
হাউসে বলেন আল্লা করিম কাদির।
নাম বিনে অভাগা[৩০] না জানি যাহির ॥
ঘাটের কিনারে জায়া নামাজ পড়িল।
আল্লার দরবারে হাউস মুনাজাত ভেজিল ॥
কহে শেখ খোদা বক্স বাস কিষ্টপুর।
ভাঙ্গের উপরে হাউস ধরিল চুমকুর[৩১] ॥
হাউসের উপরে যে আল্লা আছে সহায়[৩২]।
নাজাএ পেটেতে ভাঙ্গ শূন্যেতে উড়ায়[৩৩] ॥

১. স্তিরীর। ২. বির্দ্দমান। ৩. ধন্দগ্যান। ৪. সর্ত্ত। ৫. দেহোত দেখিয়া। ৬. ষুণ্ন্যেতে। ৭. য়র্ব্বসে জৈবন। ৮. প্বণ্ন্যা। ৯. সর্ত্ত। ১০. কর্ম্ম। ১১. নির্ছয়। ১২. দারে নবরত্নদ। ১৩. দিস্টি। ১৪. পাসে। ১৫. রত্নন। ১৬. হাশে। ১৭. লবোত্তর। ১৮. তোলাইল। ১৯. খসি পইল। ২০. বরাক্রম। ২১. হিদয়ের মর্দ্ধে। ২২. জুগতি। ২৩. নন্দনি। ২৪. রক্ষ্যা। ২৫. গ্রিহে। ২৬. ব্যাজ শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ২৭. ভোক্কন। ২৮. উথালে। ২৯. হেস্টে। ৩০. অভাগি। ৩১. চুমুক অর্থে। ৩২. সএ। ৩৩. উড়ায়ে।

খাইল কিনা খাইল কহিতে না পারি।
শূন্য ক্ষেত্র হইল ভাঙ্গ শুকাইল পুখরি ॥[১]
খাইল সকল ভাঙ্গ আল্লাজি স্মরিয়া[২]।
ধন্দ হইল সবে শূন্য পুখরি দেখিয়া ॥
জঙ্গ রাজা বলে বেটা এত পরাক্রম[৩]।
এজন মনুষ্য নহে সাক্ষাত কাল যম ॥
মনে মনে দুষ্ট রাজা যুগতি ভাবিয়া।
আর বার জঙ্গ রাজা কহিল ডাকিয়া ॥
বাঘ আর সিংহের[৪] পাল আন এহি স্থানে।
সর্বথা[৫] দিব বিভা পাঁচতোলার সনে ॥
এতেক শুনিয়া হাউস ভাবে মনে মনে।
এবে সে ঠেকিলাম আমি সঙ্কট নিদানে ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া হাউস যুক্তি করলো সার।
খড়মেক বলে বাঘ সিংহ আনিবার ॥[৬]
হাউস বলে খড়ম শুন মন দিয়া।
বাঘ সিংহ[৭] আনিয়া দেখাও দরবার লাগিয়া।
এহি বলিয়া খড়ম শূন্যেতে ফেকিল।
জঙ্গ মাঝার খড়ম উড়িয়া চলিল ॥
জঙ্গল মাঝার যত বাঘ সিংহ[৮] ছিল।
হাউসের খড়মে সবাক একত্র করিল ॥
এথাতে জপিল হাউস আল্লানবি নাম।
খড়মে জুড়িল এথা কোটি কোটি বাণ[৯] ॥
মারিয়া বাঘ সিংহ[১০] করিল এক স্থানে।
বাঘ সিংহ[১০] ধরিয়া সব দরবারে আনে ॥
দরবারে আসিয়া সব বসিল সারি সারি।
প্রাণ উড়াইল রাজার জঙ্গ অধিকারী ॥
রাজা বলেন পাত্র প্রাণে ভএ লাগে।
প্রমাদ করিল বুঝি বাঘ আর সিঙ্গে ॥
এবেসে জানিলাম বেটা বড়ই যবন[১১]।
আপনে লইলাম আমি আপনের মরণ ॥
বাঘ দেখি জঙ্গ রাজা প্রাণে পাইল ভয়।
পাঁচতোলাক দিব বিভা বাঘ[১২] কর বিদায় ॥
তাহা শুনিঞা পাত্রগণ হাউসেক বলে।
আরয করি মিঞা বাঘ জাউক জঙ্গলে ॥
দেখিলাম যহুরা তোমার নঞান ভরিয়া।
আর চিন্তা নাই পাঁচতোলাক দিব বিয়া ॥
কাকুতি মিনতি[১৩] করি সবে বলে বাণী।
চিনিলাম বাদসার পুত্র পাঁচতোলার সোওয়ামী[১৪] ॥
এতেক শুনিঞা হাউস বাঘ সিংহেক কএ।
হাউস বলে বাঘ সিংহ হইয়া যাও বিদায় ॥
না দেখিলাম বিয়া তোমার শুন দয়াময়।
দেখিবা আমার বিয়া আল্লা করাএ ॥
এতেক শুনিঞা বাঘ সিংহ হইল বিদায়।
আর বার জঙ্গ রাজা হাউসেকে কএ ॥
রাজা বলে বাদশার পুত্র শুন বিদ্যমানে[১৫]।
আর [এক] প্রতিজ্ঞা[১৬] পড়ি গেল মনে ॥
কপিলার শিং[১৭] ভাঙ্গি দুগ্ধ দেহ আনি।
প্রতিজ্ঞা[১৮] করিলাম আমি শুন তত্ত্ববাণী[১৯] ॥
থাল মাথে করি চড় তাল গাছ উপরে।
সাত গাছ তাল কাট একি ওয়ারে ॥
এহি কার্য[২০] কর বাপু দেখিব নযরে।
অবশ্য[২১] পাঁচতোলা যাইবে তোমার ঘরে ॥
এমত যহুরা যদি দেখে সর্বজন।
সর্বথা পাঁচতোলা করিব সমর্পণ ॥[২২]
এতেক শুনিঞা হাউস ভাবিত হৈল অতি[২৩]।
এবেসে করিল রাজা বিষম আরতি ॥
উঠিল সভা হৈতে হাউস আল্লাজি ভাবিয়া।
কপিলার শিং ভাঙে হস্তের থাপা দিয়া ॥
শিং ভাঙ্গিয়া দুগ্ধ লইল থালের পরে।
থাল মাথে করি চড়ে গাছের উপরে ॥
দেখিয়া সকল লোক ধন্য ধন্য[২৪] করে।
সাত গাছ ডাল কাধে একি উয়ারে ॥
এতক দেখিয়া রাজা চমৎকার[২৫] মনে।
রাজা বলে জাতকুল লইল যবনে[২৬] ॥
যহুরা করিল সব নির্ণয়[২৭] না জানি।
অবশ্য[২৮] করিবে বিয়া পাঁচতোলা রানী ॥
পাঁচতোলার লেখা এহি ললাটের উপরে।
ব্রাহ্মণের কন্যা জাবে যবনের[২৯] ঘরে ॥
হয়া কেনে না মরিল কেনে রূপ রঙ্গ[৩০]।
ব্রাহ্মণের কুলে মোর করিল কলঙ্ক ॥
রাজা বলে বাপু না হও বিকল[৩১]।
কালিদহে আছে দুটি সপ্তদল কমল ॥
কালিদহে হৈতে বাপু আন শীঘ্র[৩২] করি।
তবে সে করিবে বিয়া পাঁচতোলা সুন্দরী ॥

১. ষুণ্ন্যক্ষেত্র হইল ভাঙ্গ ষুকাইল পখরি। ২. স্বরিয়া। ৩. পড়াক্রোম। ৪. সিঙ্গির। ৫. সর্বদা। ৬. পাএর দুই খড়মেকে বোলে বাঘ সিঙ্গি আনিবার। ৭. সিঙ্গি। ৮. সিঙ্গি। ৯. কটুকিবান। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ১০. সিঙ্গি। ১১. জৈবন। ১২. বাঘ সিঙ্গি করুক বিদাএ। ১৩. কাগতি মিণ্নতি। ১৪. সোওামি। ১৫. বির্দ্দমানে। ১৬. পিতিগ্য। ১৭. কুপিলার সিঙ্গ। ১৮. পিতিগ্যা। ১৯. তর্ত্তবানি। ২০. কাজ্য। ২১. অর্ব্বসে। ২২. সর্ব্বদাএ পাচতোলা কন্যা করিমু সম্পরোন। ২৩. রাতি। ২৪. ধণ্ন্য। ২৫. চমৎকৃত অর্থে। ২৬. জৈবনে। ২৭. নির্ব্বাএ। ২৮. অর্ব্বসে। ২৯. জৈবনের। ৩০. রূপঅঙ্গ। ৩১. অবিকল। ৩২. সিগ্র।

শুনিঞা হাউষ তবে হইল ব্যাকুল।
কালিদহ হৈতে কেমনে আনিঞা দিব ফুল ॥
এত পরীক্ষা দিয়া মারিতে না পারিল।
এতদিনে রাজা মোকে প্রকারে মারিল ॥
কান্দিয়া আকুল হৈল বাদশার নন্দন।
এতদিনে মৃত্যু[১] মোর কমলের কারণ ॥
বড়ই অসহায়[২] মোর পড়িল এতদিন।
কহে শেখ খোদা বখশ ফকীর অধীন ॥

লাচাড়ী।

হাউসে বলেন ধনি ছাড়ি আইলাম জননী
পাতালে আইলাম মরিবার।
বাবাজির কদম ছাড়ি উযীর নাযির এড়ি
কাননে শিকার করিবার ॥
কুবুদ্ধি দিল অজাগর বুদ্ধি দিল মোর তর
আনিল পাতাল সহর।
সেজন গেল ছাড়ি নিদানে বহিনু পড়ি
এতদিনে হৈল[৩] মোর কাল।
দুষ্টরাজ্যা নরপতি দয়া নাহি একরতি
দয়া করো নাথ নিবাঞ্জন।
যদি শুনে মাতাপিতা পাষাণে ঠুকিব মাথা
কি মতে বাঁচিবে দুইজন ॥
আমি যদি প্রাণে মরি কি করিবে বিদ্যাধরি
কি করিবে উহার রূপ রঙ্গে[৪]।
কেবা কহে কেবা শুনে কালিদহে পুষ্প আনে
প্রাণ মোর মারিবে ভুজঙ্গে ॥
ভাল কর্লাম কন্যার আশা মরণের হৈল দশা
উপায় করিব এবে কি।
বাপমাও ছাড়ি দেশে আইলাম কন্যার আশে
এবে প্রাণ গেল আল্লাজি ॥
হাউস ক্রন্দন করে আল্লার আসন নড়ে
হুকুম করিল পরওয়ারে।
জাহ বাছা নাহি ভয় আমি তোর[৫] আছি সহায়[৬]
জাহ বাছা না করিও ডর ॥
লাগিয়া গাযীর পাএ খোদা বখ্‌শে কএ
বল আল্লা দীনে[৭] কারণ।
ছাড় ছাড় দুনিয়ার কাম লহ আল্লা নবির নাম
আখেরে তরাবে নিরাঞ্জন ॥

[৭ পালা সমাপ্ত]

১. মির্ত্ত। ২. অম্বএ। ৩. গেল। ৪. অঙ্গরূপে। অঙ্গ = রঙ্গ (র-বিলোপে)। ৫. তোরে। ৬. সঞে। ৭. দিনের।

৮ পালা

দিসা : ওরে হাউসের বরণ কাল হৈল
কাল সর্পের বিষেহে!

পদ

ভাবিয়া চিন্তিয়া হাউস মনে মনে কএ।
বিষম আরতী রাজার না করিলে নএ ॥
আজিকালি মরণ সবার হৈবে একদিন।
জিয়াবার ডর নাহি মরণের চিন ॥
কালিদহে ঝম্প দিব কমলের কারণ।
কন্যার কারণে হবে অবশ্য[১] মরণ ॥
সভাতে উঠিল হাউস করিয়া ক্রন্দন।
হাউসের কারণে কান্দে যত প্রজাগণ ॥
হাউস বলে সালাম[২] লহ সর্ব ভাই।
এ জনমে বিদাএ দেহ আমি এখন জাই ॥
কান্দিতে লাগিল হাউস চক্ষে পড়ে পানি।
পাত্রমিত্র যত কান্দে পুরের ব্রাহ্মণী ॥
সকলে বলেন রাজা বড় দুষ্টমতি।
পাষাণের হিয়া দয়া নাহি এক রতি ॥
কান্দিয়া সকল লোক বলে হাএ হাএ।
কালিদহে গেলে কুমার বাঁচিবার নএ ॥
ত্রিভুবনের রূপ আছে কুমারের ঠাঞি।
দেখিয়া দারুণ রাজার দয়া কিছু নাঞি ॥
যেমতে সুন্দর কন্যা তেমতি সে বর।
প্রকার করিয়া মারে রাজা দণ্ডধর ॥
রাজা বলে কুমার মোর বাক্য[৩] লও।
না পার আনিতে যদি ফিরে ঘরে জাও ॥
শুনিঞা হাউস তবে করিছে ক্রন্দন।
হাউসে বলে বিদাএ দেহ পাত্রগণ ॥
এহি বুলি যুলহাউস চলিল কান্দিয়া।
কালিদহের ঘাটে জাএ মনে শোক লয়া[৪] ॥

আগে আগে কান্দি জাএ বাদশার নন্দন।
পাছে পাছে কান্দিয়া চলিল পাত্রগণ ॥
কালিদহের ঘাটে হাউস করিল আসন।
কায়মনে[৫] করে বাদশা আল্লাজি স্মরণ[৬] ॥
কালিদহের কূলে হাউস আইল ভাল।
হাউসের বরণে কালিদহ হইল আলো ॥
কালিদহের কথা ভাই কি করিব বাখান।
বিষম গম্ভীর জল দেখিতে ডরে প্রাণ ॥
হাউসে বলেন আল্লা দ্বীন দয়াল সাঞি।
মরিলে আমার যেন ভেস্তে হয় ঠাঞি ॥
কালিদহে পইলে মোর জাইবে পরাণ।
অন্তকালে দয়া করে ভেস্তে দেহ স্থান ॥
তোমার সাক্ষাতে আল্লা এহি আশা করি।
ঝম্প দিয়া কালিদহে আমি এখন মরি ॥
এহি বড় দুঃখ [এবে] রহিল আমার।
মরণ কালে পাঁচতোলা না করিল দিদার॥
শুন কন্যা পাঁচতোলা মোর প্রাণেশ্বরী[৭]।
তোমার প্রসাদে পিয়া আমি অখন মরি ॥
এহি বলি নামাজ পড়িল তৎক্ষণ[৮]।
কান্দিয়া উঠিল তবে বাদশার নন্দন ॥
ঘাটের কিনারে হাউস নামাজ পড়িল।
আল্লা আল্লা বলিয়া কালিদহে ঝম্প দিল ॥
কালিদহে ঝম্প দিল কমল লাগিয়া।
সপ্তম পাতালের নাগ উঠিল ভাসিয়া ॥
উঠিল সকল নাগ করি গমগম[৯]।
কামড় ধরিল মিঞার পশমে পশম ॥
তর্জন করিয়া সবে কামড় ধরিল।
বিশ্বম্ভর মূর্তি[১০] হয়া গরল এড়িল ॥
হাউসের অঙ্গরূপে পৃথিবী[১১] হয় আলো।
গরলের তেজে তনু হইয়া গেল কাল ॥
কামড় ধরিল মিঞার শরীরের ঠাঞি।
সুবর্ণের কান্তি দেহা কাল হৈল ছাই ॥

---

১. অর্ব্বসে। ২. ছার্ব্বাম। ৩. আমার বার্কক্য। ৪. মোনে সোগ হয়া। ৫. কাএমোনে। ৬. স্বওরোন। ৭. প্রাণের স্বরি। ৮. তর্ত্তক্ষণ। ৯. গমাগম। ১০. বিসম্বর মুর্ত্তি। ১১. প্রিথিবি

হাউস বলেন আল্লা না বাঁচিব আর।
টানি লয়া গেল সর্প পাতাল মাঝার ৷৷
আর লক্ষ নাহি আল্লা জগত্তের ধনি।
সর্পে লয়া যাএ মোকে করি টানাটানি ৷৷
পাতালে লয়া যাএ একাল নাগিনী।
আমাকে শুনাও সাঞি লাহুলার বাণী ৷৷
পাতালেতে লয়া যাএ যত সর্পগণ।
বাসকীর খট্টার তলে করিল বন্ধন ৷৷
সেহিত বাসকী সর্প সবার প্রধান।
হাউসেক দেখিয়া তাহার বিষম ফোঁপান ৷৷
সর্প বিনে তথা ভাই লোক কেহ নাই।
হাউস বলেন মোক তরাও আল্লা সাঞি ৷৷
বন্ধনের[১] চোটে হাউস হইল কাতর।
বুকের উপর তুলিয়া দিল সর্পের পাথর ৷৷
সর্পের[২] ডরে হাউস করে হাঞি পাঞি ৷৷
হাউস বলেন আল্লা মোর ফুরাইল প্রমাই ৷৷
আল্লাকে স্মরিয়া[৩] হাউস করিছে ক্রন্দন।
নিলক্ষার[৪] সহিতে আল্লার নড়িল আসন ৷৷
আল্লা বলে জিবরাইল শুনহ[৫] বিবরণ।
আমাব আসন নড়ে কিসের কারণ ৷৷
জিবরাইল বলেন আল্লা শুন পরওয়ারে।
সেকন্দরের পুত্র পড়িল কারাগারে ৷৷
কালিদহে ঝম্প দিল কমলের কারণ।
সপ্তম পাতালে যায়া হয়াছে বন্ধন ৷৷
সহিতে না পারে হাউস করিছে ক্রন্দন।
তকারণে নড়িয়াছে তোমার আসন ৷৷
আল্লা বলে জিবরাইল শুন আমার বাত।
শীঘ্র[৬] করি যাহ তুমি হাউসের সাক্ষাত ৷৷
শূন্য[৭] ভরে যাও তুমি হাউসের গোচরে।
কি যানি বিষের চোটে মোর বালা মরে ৷৷
শুনিয়া ফেরেস্তা তবে করিল সালাম[৮]।
শূন্যে[৭] উড়াইল তবে লইয়া আল্লার নাম ৷৷
বাওভরে ফিরেস্তা চলিল কত দূরে।
সাত তবক[৯] আস্‌মান ছাড়ি আইল মর্তপুরে ৷৷
মর্তে আসিয়া তবে হুঙ্কার ছাড়িল।
শ্বেত[১০] মক্ষি হয়া তবে পাতালে চলিল ৷৷

কালিদহের কূলে যায়া দরশন দিল।
আল্লা বলিয়া তখন জলে প্রবেশিল ৷৷
সপ্তম পাতালে [গেল] হয়া মহাসুখী।
যেখানে বসিয়া আছে নাগের বাসুকি ৷৷
তার খট্টার তলে হাউস আছেন বন্ধনে।
সারি সারি আছে সর্প তাহার সামনে ৷৷
শ্বেত[১০] মক্ষি হয়া জিবরিল তথা দাঁড়াইল।
হাউসের কর্ণেত[১১] তবে উরাঙ দিয়া পৈল ৷৷
আতসি কলেমা হাউসের কর্ণেত[১২] কহিল।
শুনিঞা কলেমা হাউস পড়িতে লাগিল ৷৷
কহিয়া[১৩] কলেমা তবে জিবরিল আএবারি।
আল্লা বলি উড়াইল বাওভর করি ৷৷
সাল্বাম করিল যথা সৃষ্টি[১৪] অধিকারী।
খোশ[১৬] মনে রহিল সাহেবের[১৭] সাক্ষাত ৷৷
খোশ বক্ত হইল শুনিঞা নিরাঞ্জন।
সালাম করিয়া বৈসে ফিরেস্তা তখন ৷৷
পড়িল কলেমা যখন হাউস বলবান।
ঝলকে ঝলকে যেন জ্বলে[১৭] হুতাসন ৷৷
কলেমার প্রতাপে অগ্নি যখন জ্বলিল।
হাউসেক ছাড়িয়া সর্প সব পলাইল ৷৷
দৌড় দিয়া পালাইল যত সর্পগণ।
বাসুকির গাএ যায়া পইল হুতাসন ৷৷
জ্বলিয়া[১৮] উঠিল গাও করে ধর ফড়।
ঘট্টা ছাড়িয়া বাসকী উঠিয়া দিল লড় ৷৷
পড়িল কলেমা তাতে আল্লা কর্ল দয়া।
কুটি কুটি সর্প মৈল কলেমার তেজ পায়া ৷৷
হস্তপদের বন্ধন পড়িল খসিয়া।
আল্লা আল্লা বলি হাউস উঠিল ভাসিয়া ৷৷
হস্তে করি ছিড়ি নিল সপ্তদল কমল।
কিনারে উঠিল হাউস করি টলমল ৷৷
করোমে নযর [তবে] আল্লাজি করিল।
ঝলমল রূপ মিঞার জ্বলিতে লাগিল ৷৷
হাউসের গাএতে নাহি বিষের পয়াম।
ঘাটে উঠি নিল মিঞা আল্লা নবির নাম ৷৷
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ্ গাযীর কালাম।
বদন ভরিয়া বল আল্লা নবির নাম ৷৷[১৯]

১ বান্ধনের। ২. পাথরে। ৩. স্বঙরিয়া। ৪. নির্লক্ষ্যাব। ৫. সুনহ বিভন। ৬. সিগ্র। ৭. সুণ্ন্য। ৮. ছার্ল্বাম। ৯ সাততবাক। ১০. সেত। ১১. কণ্ণ্যেৎ। ১২. কণ্ণ্যেৎ। ১৩. কহিল। ১৪. ছ্রিস্ট। ১৫. খোর্শ। ১৬. ছাহেবের। ১৭. জলে। ১৮. জলিয়া।
১৯. এর পরে পাণ্ডুলিপিতে ৪ চরণ কবিতা আছে। যথা :

আমি বান্দা গুণাগার কিছু নাহি জানি।
বাশের কঞ্চ্যার কলম ধরি করিলাম লেখনি।
ছোটতে মরিছে পিতা নাহি কিছু গ্যান।
আমাকে করিল দয়া পাক নিরাঞ্জন ৷৷
এ চার পঙ্‌ক্তি কবির রচনাও হতে পারে। কিন্তু লিপিকারের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

সপ্তদল কমল লইল হস্তেত করিয়া।
রাজার দরবারে মিঞা উত্তরিল গিয়া ॥
বসি আছে সর্ব জন হয়া মুখামুখী।
চমৎকার হৈল রাজা হাউসেকে দেখি ॥
ধন্য ধন্য বলে সবে হাউসেক দেখিয়া।
এহোন সঙ্কট হৈতে আইল তরিয়া ॥
মোর প্রাণের গাহাক বেটা হইল আসিয়া।
দারুণ যবন কন্যাক না জাবে ছাড়িয়া ॥
জাতি নাশ হৈল মোর বুঝিনু এতদিন।
আর নাহি ভাল দেখি খারাবের চিন ॥
পাত্রগণে বলে রাজা শুন বিদ্যমান[১]।
আর কেনে বিলম্ব কর কন্যা দেহ দান ॥
শুনিয়া কহিছে রাজা জঙ্গ বলবান।
আর এক পরিক্ষার কথা মনে হইল আন ॥
দ্বারের নবরত্ন মোর ফেলাল ভাঙ্গিয়া।
পুর্ণবার[২] সেই রত্ন দেহক বান্ধিয়া ॥
শুনিয়া হাউস তবে স্মরে[৩] আল্লাসাঞি।
বড়ই নিদারুণ রাজা দয়া মায়া নাঞি ॥
আজিকার রাত্রে রত্ন করিব নির্মাণ[৪]।
কালি রত্ন দেখিবেন ফযর বিহান ॥
দিবসেৎ না পারিব আমি গাও হৈছে ভারী।
রাত্রেত করিব নির্মাণ[৫] আল্লাজিক স্মরি[৬] ॥
শুনিঞা জঙ্গ রাজা কহিছে হাসিয়া।
রাত্রেত কুমার বুঝি জাএ পলাইয়া ॥
রাজা বলে কেনে যেবন মিথ্যা কথা কও।
রাত্রে কেনে পালাইবা দিবসেতে জাও ॥
আগে পরীক্ষা দিলা করিয়া অহঙ্কার।
না পারিবা রাত্রিকালে চাহ জাইবার ॥
শুনিঞা হাউস তবে হইল মলিন।
মনেতে ভাবিছে রাজা পলাইবার চিন ॥
আমি যে পালাইয়া জাব জানে পরবরে।
দিবসে বান্ধিব রত্ন আল্লা যদি করে ॥
হাউসে বলেন রাজা জ্বালাইলা গাও।
যথা রত্ন দিবা তথা বস্ত্রের[৮] কাণ্ডার দেও ॥
পাত্রগণে বলে রাজা শুন সমাচার।
কেনে দিতে যাবা তুমি বস্ত্রের[৮] কাণ্ডার ॥

আমি এক যুক্তি দেই তাতে দেহ কান।
রাত্রি যোগে চাহে রত্ন করিতে নির্মাণ[৯] ॥
নির্মাইতে[১০] না পারিবে কুমার হৈবে ব্যাকুল।
পলাইয়া গেলে কুমার বাঁচিবে জাতিকুল ॥
শুনিঞা কহিছে রাজা একথা [ঠিক] বটে।
অবশ্য[১১] পলাবে কুমার পড়িয়া সঙ্কটে ॥
রাজা বলে শুন বাপু কর অবধান।
না হএ দিবসে রাত্রে করিও নির্মাণ ॥
হাউষে বলেন রাজা করো অঙ্গিকারি।
রাত্রে বল দিনে বল সব করিতে পারি ॥
দিবসে রহিল হাউষ চিত্তে ক্ষেমা দিয়া।
সন্ধাকালে গেল লোক গৃহেতে[১২] চলিয়া ॥
রাত্রি যখন দুই পহর হইল বিষম।
খানাপানি খাইয়া লোক হইল বেগম ॥
দেখে হাউস জাগরণে নাহি লোকজন।
কামিলা কামিলা বলে ডাকে ঘনে ঘন ॥
হাউসে বোলেন শুন কামিল বিসাই।
নিদানে পড়িয়! ডাকি আইস সাত ভাই ॥
স্মরণ[১৩] করিল হাউস করিয়া কামনা।
স্বর্গ হইতে নামিল কামিলা সর্বজনা ॥
হাউসের স্মরণে[১৪] আইল কমিলা সর্বজনা।
সাত শত সাগিরিদ সঙ্গে আঠার ভাগিনা॥
হাউসের স্মরণে[১৪] হিবশাই সহিতে না পারে।
সারি সারি হয়া আসে হাউসের গোচরে ॥
হাউসেক সালাম আসি করে লোকমান।
কি কারণে ডাক ভাই কহ বিদ্যমান[১৫] ॥
আঠার ভাগিনা আর সত শত কামিল।
হাউসেক আসিয়া সালাম করিল কামিলা ॥
হাউসে বলেন বাবা শুন লোকমান।
ভাঙ্গিলাম রাজার রত্ন করি দেও নির্মাণ[১৬] ॥
শুনিঞা বিশাই হইল অনুবন্ধ।
প্রথমে রত্নের আগে করিল ছন্দ ॥
চতুর দিগ হইতে আসে ইটা আর পাথর।
নিরিবিলে[১৭] লোকমান রত্নের কর্ণ[১৮] থর ॥
শুভক্ষণে[১৯] নিল রত্ন নির্মাণ[২০] করিয়া।
ফটিকের চূড়া দিল উপরে তুলিয়া ॥

১. বির্দ্দমান। ২. পুণ্ন্যবার। ৩. স্বঙরে। ৪. নিম্মান। ৫. নিম্মান। ৬. স্বঙরি। ৭. বশ্রয়। ৮. বশ্রের। ৯. নিম্মান। ১০. নিম্মাইতে। ১১. অবর্ব্বসে। ১২. গ্রিহেতে। ১৩. সোঙরন। ১৪. সোঙরোনে। ১৫. বির্দ্দমান। ১৬. নিম্ম্যান। ১৭. নিরাবিলে। ১৮. কর্ণ্ণথর। ১৯. মুবক্ষনে। ২০. নিম্ম্যাণ।

নব চূড়া দিল রত্ন করে ঝলমল।
পূর্বে যেমত ছিল তাহার উজ্জ্বল ॥
কামিলা নির্মাণ করে কি কহিব আর।
চক্ষু অন্ধ হয় কার দেখিয়া ঝঙ্কার[১] ॥
বিজলীর[২] ছটা যেন স্বর্গপুরে[৩] হএ।
চক্ষেতে ঝঙ্কার[৪] লাগে অন্ধকার মএ ॥
তেমতি হইল রত্ন দেখিতে সৈরূপ।
ফটিকের চূড়া দিল সুবর্ণের[৫] কলস ॥
করিলেন রত্ন গোটা করি পরিপাট।
তাহার দ্বারের উপরে দিল বজ্রকপাট ॥
কর্ম[৬] করি লোকমান হাউসেক কএ।
শীঘ্র করি যাই মোর শর্বরী[৭] পোহাএ ॥
শুনিঞা হাউস কহে শুন সর্বজন।
আর কার্য নাহি এথা জাহ এহিক্ষণ ॥
শুনিয়া উড়াইল তবে কামিলা সকল।
ত্বরিত চালিয়া গেল গগন মণ্ডল ॥
নবরত্নের কাছে হাউস রহিল বসিয়া।
ফযর হইল রাত্রি শর্বরী[৭] পোহায়া ॥
বিহানে উঠিয়া রাজা জঙ্গচূড়ামণি।
আছে কি না আছে কুমার মনে গুণাগুনি ॥
আরদিন উঠে[৮] রাজা শর্বরী[৯] পোহালে।
সেদিন উঠিল[১০] বাজা কোকিলার[১১] বোলে ॥
হস্তেৎ সুবর্ণের[১২] ঝারি করিলা গমন।
বাহির দ্বারেতে জায়া হইল উপাসন ॥
বাহির দ্বারেতে জায়া দেখে নরনাথ।
আচম্বিতে দৃষ্টি[১৩] পইল রত্নের চূড়াত ॥
দেখিয়া ফটিকের চূড়া হৈল চমৎকার[১৪]।
ঝলক লাগিল চক্ষে হৈল অন্ধকার ॥
অন্ধকার হইল রাজা হেঁট[১৫] কর্ল মাথা।
পৃথি[১৬] কিছু নাহি দেখি এবা কোন কথা ॥
কাল হৈল দুষ্ট যবন[১৭] মোর প্রাণের বৈরি[১৮]।
নবরত্ন বান্ধি থুইছে নানান চিত্র করি ॥
এমত নির্মাণ[১৯] হৈছে দেখিতে লাগে ধন্দ।
নযর তুলিলে মোর চক্ষু[২০] হএ অন্ধ ॥
কালমূর্তি[২১] হইয়া বেটা আইল মোর পাশ।
এতদিনে পাতালে হইল জাতি নাশ ॥

এহি বলি জাএ রাজা উম[২২] সরোবরে।
দেখে হাউস বসি আছে রত্নের কিনারে ॥
নবরত্ন দেখি রাজা চক্ষু হইল ঘোর।
হাউসেক দেখে যেন গগনের ভাস্‌কর ॥
হাউসেক দেখিয়া রাজা নাহি কাড়ে রাও।
প্রাতঃক্রিয়া[২৩] করিয়া পাখালিল হস্ত পাও ॥
আসিয়া বসিল রাজা দিব্য[২৪] সিংহাসনে।
পাত্রমিত্র যত প্রজা আইল জনে জনে ॥
নবরত্ন দেখি কহে রাজার বিদ্যমান[২৫]।
তখনি কহিলাম আমরা কন্যা কর দান ॥
চত্রি মাসে রাত্রে যেমত শুকায় অঙ্গমুখ।[২৬]
কার কথা নাহি শুনে[২৭] মনে হইল দুঃখ ॥
ক্রোধ হয়া বলে রাজা শুন[২৮] পাত্রগণ।
তবে এহি দণ্ডে কন্যা করি সমর্পন[২৯] ॥
জৈমণ্ডবের ঘর আমি দেই বানাইয়া।
সেই ঘরে যাউক কুমার অগ্নি লাগাইয়া ॥
সেই ঘর পুড়ি যদি[৩০] হয়া যায় ছাই।
তবে নিঞা উঠে[৩১] কুমার সে কন্যাকে দেই ॥
এহি বাক্য জঙ্গরাজা সভা[৩২] মধ্যে কইল।
পাত্র মিত্র বলে [তবে] কুমার মরিল ॥
কেবা কহে কেবা শুনে কেবা বা অজ্ঞান[৩৩]।
অগ্নি মধ্যে[৩৪] কি মতে লোকের বাঁচে[৩৫] প্রাণ ॥
রক্ত মাংস বিনে ভাই শরীর[৩৬] হএ কার।
গলিয়া পড়িবে ভাই অগ্নির মাঝার ॥
বড়ই দারুণ রাজা কেমনে রবে সয়া।
এহন সুন্দর কুমার কিছু নাহি দয়া॥
শুনিঞা[৩৭] সকল পাত্র কান্দিছে তখনি।
কেমনে দেখিব [মোরা] গায়ের অগনি[৩৮] ॥
যখন অগনি[৩৯] উহার উপরে হবে লাল।
এক মুহূর্ত না বাঁচিবে[৪০] মরিবে সকাল॥
কান্দিয়া কুমার ভাই মরিবে যখন।
কিমতে ধরিব প্রাণ আমরা সর্বজন ॥
শুনিতে শুনিতে হাউস কহে শুন বাণী।
কি কারণে কান্দ ভাই কর কানাকানি ॥
যত দুঃখ[৪১] লেখিয়াছে আমার কপালে।
অবশ্য[৪২] করিব বিয়া সে[৪৩] দুখ খণ্ডিলে ॥

১. ঝাঙ্কার। ২. বিজ্জলির। ৩. সর্গপুরে। ৪. ঝাঙ্কার। ৫. সোবণ্ণ্যের। ৬. কম্ম। ৭. সর্ব্বরি। ৮. উটে। ৯. সর্ব্বরি। ১০. উটিল। ১১. কুখিলার। ১২. সোবণ্ণ্যের। ১৩. দিষ্ট। ১৪. চমতকার। ১৫. হেন্ট। ১৬. প্রিথি। ১৭. জৈবন। ১৮. বরি। ১৯. নিষ্মান। ২০. চক্ষ। ২১. কালমুর্ত্তি। ২২. রমো। (রমো>অমো>াম>উম। র-আগমে)। ২৩. প্রিথিকা করিয়া পাখাইল হস্তপাও। ২৪. দিৰ্ব্ব সিঙ্গাসনে। ২৫. বির্দ্দমান। ২৬. চত্রি মাসে রাত্রে জেনজেমত ষুকাএ রঙ্গমোক। ২৭. ষুনে। ২৮. ষুন। ২৯. সম্পোরন। ৩০. জদি। ৩১. উটে। এ পদের অর্থ ঠিক বুঝা গেল না। ৩২. সবামর্দ্দে। ৩৩. অগ্যান। ৩৪. মর্দ্দে। ৩৫. বাছে। ৩৬. সরির। ৩৭. ষুনিঞা। ৩৮. অগুনি। ৩৯. জখম অগুনি। ৪০. এক মুর্ত্তি না বাঁচিব মরিব শকাল। ৪১. জত দুখ। ৪২. অবশ। ৪৩. শে দুক্ষ।

অগ্নিতে মরিব আমি জানে নিজ ধনি।
অগ্নি জেন দেয় ঘরে রাজার নন্দিনী[১] ॥
যাহার কারণে মোর এত বিড়ম্বন[২]।
তাহার হস্তেৎ মরিলে মোর ভিহেস্তে গমন ॥
বড় শ্রাধা[৩] ছিল মোর কন্যা[৪] পাইবার আশ[৫]।
বিধি নিদারুণ হয়া করিল নিরাশ[৬] ॥
বিধি মোর বাম বুঝি হৈল এতকালে।
এতদিন মৃত্যু[৭] মোর লেখিছে কাপালে ॥
কান্দিয়া হাউস বলে জান আল্লা সাঞি।
তুমি বিনে অভাগিয়ার বান্ধব[৮] কেহ নাঞি ॥
হাউস বলেন শুন রাজা মোর প্রাণের বৈরি[৯]।
ঘরে জেন অগ্নি দেএ পাঁচ তোলা সুন্দরী ॥
অগ্নি কুণ্ডে দিয়া মোকে ফেলাবে মারিয়া।
মোর জনম সফল হবে পাঁচতোলাক দেখিয়া ॥
রাজা বলে শুন কুমার তেজ অভিমান।
যে কহিলা সে করিব না করি আন ॥
পাঁচতোলার কারণে তোমার মনে[১০] হাবিলাশ
ঘরে অগ্নি দিবে কন্যা তাতে[১২] কিবা দোষ ॥
হাউস বলেন রাজা শুন মোর স্থান[১২]।
শীঘ্র করি মণ্ডপ দেহ করিয়া নির্মাণ ॥[১৩]
শুনিঞা হরশিত[১৪] হৈল রাজার অন্তর।
রাজপুরে কামিলাকে ডাকে রাজ্যেশ্বর[১৬] ॥
কামিলা কামিলা বলি ডাকে ঘনে ঘন।
ত্বরিতে[১৬] চলিয়া আইল কামিলা শতজন[১৭] ॥
আসিয়া কামিলা সবে কর্ব্ব জোড় কর।
কি কারণে ডাক প্রভু জঙ্গ দণ্ডধর[১৮] ॥
রাজা বলে শুন তোরা আমার উত্তর।
এহিক্ষণে বানাইয়া দেও জৌমণ্ডবের ঘর ॥
জতু বিনে দ্রব্য [না] লাগাবে তাথে।
এহি মুহূর্তে[১৯] এক ঘর বানাও মোর সাক্ষাতে[২০] ॥
শুনিঞা কামিলাগণ হইল আনন্দ।
জতু দিয়া প্রথম ঘরের কর্ব্ব ছন্দ ॥
ভারে ভারে জতু আনিয়াছে কতজন।
কেহ কেহ কর্ম করে কেহ বা বৈসন ॥[২১]
ছোট হইতে কর্ম করে কর্মে [তারা] ভাল ।[২২]
জতু দিয়া বানাইল ঘরের দুই চাল ॥
জতুর সাড়ক দিল জতুর ছাটন ।[২৩]
জতুর রুয়া দিয়া করিল গঠন ॥[২৪]
জতুর সুতান দিল জতুর আবান ।[২৫]
চৌভিতে নির্মাণ[২৬] করে জতুর দেওয়াল ॥
জতুঘর বানাইয়া সবার মনে হৈল রঙ্গ।
ঘরেত বানাইয়া দিল জতুর[২৭] পালঙ্গ ॥
জতুর[২৮] চান্দয়া দিল করি পরিপাট।
দ্বারেতে বানাইয়া দিল জতুর[২৯] কপাট ॥
পালঙ্গ উপরে দিল জতুর বিছানা।
শিওরে জতুর গির্দা সামিয়ানা ॥[৩০]
বানাইল জতুর[৩১] ঘর কামিলা সকল।
ইটা পাথর নহে জে করিবে ঝলমল ॥
কাল বর্ণ[৩১] হৈল ঘর দেখিতে মলিন।
বড়ই ডাঙ্গর ঘর নহে ক্ষুদ্রক্ষীন[৩২] ॥
জতুর[৩৫] ঘর হইল খোশ[৩৩] মন অখন।
চলিল কামিলা সব রাজার বিদ্যমান[৩৪] ॥
শুনিঞা হরিষ হৈল জঙ্গ দণ্ডধর।
নানান দ্রব্য[৩৫] দান দিল কর্মকারের[৩৬] তর ॥
চলি গেল কামিলা আপন নিজঘর।
হাউসেক বলিছে রাজা কেমন উত্তর ॥
রাজা বলে শুন[৩৭] কুমার বলিযে এখন।
জৈমণ্ডবে যায়া[৩৮] তুমি করোহ আসন ॥
শুনিঞা হাউস তবে কান্দিল বিস্তর।
সভা হইতে উঠে[৩৯] মিঞা বাদশার কুঙর ॥
হাউস উঠিল যদি করিয়া ক্রন্দন।
অঝর[৪০] নঞানে কান্দে যত পাত্রগণ ॥
হাউস চলিল তবে কান্দিয়া তখনি।
ডাক দেও পাঁচতোলাক দেউক অগনি ॥
আর এক কথা কহি শুন সর্বভাই।
তোরা যদি অগ্নি দেহ আল্লার দোহাই ॥
গোসল করিল হাউস চন্দ্র জেন জ্বলে।
জৈমণ্ডবের ঘরে বৈসে আনন্দ কৌতূহলে ॥
তখনি চলি গেল হাউস জৈমণ্ডবের ঘরে।
আল্লা আল্লা বলি বৈসে পালঙ্গের উপরে ॥

১. নন্দনি। ২. বিড়োমন। ৩. শ্রাধা (শ্রাদ্ধা = স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা)। ৪. কণ্ন্যা। ৫. আস। ৬. নৈরাস। ৭. মির্ত্ত। ৮. বন্দব। ৯. বরি। ১০. মোরমোনে। ১১. তাথে। ১২. স্তান। ১৩. সিগ্র করি মণ্ডব দেহ নিক্ষান। ১৪. ষুনিঞা হরসিত। ১৫. রাজেস্বর। ১৬. ত্বরিতে। ১৭. সতজোন। ১৮. তণ্ডবর। ১৯. মোর্ত্তি। ২০. সাক্ষ্যাতে। ২১. কেহু ২ কক্ষ করে কেহুবা বৈসন। ২২. ছোট হইতে কক্ষ করে কক্ষভাল। ২৩. জত্রর সাড়ক দিল দিল জত্রর ছটন। ২৪. জত্রর উয়া দিয়া করিল গটন। ২৫. জত্রর সুতান দিল জত্রর আবান। এ পদের অর্থ বুঝা গেল না। ২৬. নিক্ষান। ২৭. জত্রর। ২৮. জত্রর। ২৯. জত্রর কবাট। ৩০. সিওরে জত্রর গিদ্যা জত্রর ছামিয়ানা। ৩১. বণ্ন্য। ৩২. খিদ্রখিন। ৩৩. খোর্স্ব। ৩৪. বির্দ্দমন। ৩৫. দব্ব। ৩৬. কক্ষকরের। ৩৭. ষুন। ৩৮. জাএয়া। ৩৯. উটে। ৪০. অধর।

জোড় দস্তে বলিছেন জত পাত্রগণ।
পাঁচতোলাক ডাকি আন দেউক হুতাসন ॥
শুনিয়া চলিল রাজা পুরীর মাঝার।
পাঁচতোলার সামনে কহে সব সমাচার ॥
আদ্যঅন্ত যত ইতি করিছে যন্ত্রণা।[১]
সকল শুনিঞা কন্যা[২] করিছে করুণা।
শুনিয়া পাঁচতোলা কন্যা[২] হইল ব্যাকুল।
কান্দিতে লাগিল কন্যা[২] আউলায়া মাথার চুল ॥
রাজা বলে কেনে কান্দ শুনহ উত্তর।
যবন[৩] পুড়িয়া[৪] এবে কর ছারখার ॥
মোর ঝি হও যদি প্রাণের নহন।
জৈমগুবের ঘরে আসি দেহ হুতাসন ॥
শুনিঞা পাঁচতোলা কহে[৫] কান্দিয়া কান্দিয়া।
আমি কেন দিব ঘরে অগ্নি লাগাইয়া ॥
সে হএ পর[৬] পুরুষ আমি পরনারী।
কলঙ্কিনী[৭] হইব আমি পুরুষ বধ[৮] করি ॥
পুরুষ বধিব আমি হইয়া নিরাশ[৯]।
পাপিষ্ট হইব কেনে নিরাঞ্জনের পাশ ॥
উহাতে আমাতে থাকে নসিবের বাটা।
পাইলে উহার ঘর থাকিবে কাল খোঁটা ॥
আমার মনেতে ছিল সে পুরুষের আশ।
না দিল দারুণ বিধি করিল নিরাশ[৯] ॥
কহিতে কহিতে কন্যা হইল ব্যাকুল।
বাপের পাএতে পৈল আউলায়া মাথার চুল ॥
রাজার চরণে পড়ি করিছে ক্রন্দন।
কুমার গেইলে পোড়া আমার মরণ ॥
উন্মত্ত পাগলিনী যেন হইল সুন্দরী।
ক্রোধ হয়া কহে তবে জঙ্গ অধিকারী ॥
বুঝিলাম বুঝিলাম ঝি তোমাগেরে মন।
মোর বৈরি[১০] হএ সেই দারুণ যবন[১১] ॥
তুমি বৈরি[১০] সেহি জন কোন্ রূপে মারি।
তুমি কেন কান্দ হয়া ব্রাহ্মণের নারী ॥
বুঝি আমার পর তোমার কাষ্ট[১২] পাষাণ হিয়া।
অন্তরে নানান কপট মুখে[১৩] কর দয়া ॥
পিতার অভিমান শুনি উঠিল কান্দিয়া।
মোমের[১৪] মশাল কন্যা[১৫] দিল লাগাইয়া ॥
হস্তে মশাল তবে চলিল সুন্দরী।
কত দূর যায়া কন্যা মন করে ভারী ॥

স্বামী শোকে কান্দে কন্যা লুটায়া ধরণী।[১৬]
পাক দিয়া মশাল[১৭] কন্যা ফেলির তখনি ॥
প্রাণ ধড়ে নাহি রহে কি হৈল আমার।
অভাগিনী স্বামী[১৮] কেন যাব মারিবার ॥
এহি বলি কান্দিয়া পড়িল মহিতল।
ছল ছল করি পড়ে দুই চক্ষের জল ॥
পুর্নবার[১৯] কহে কথা জঙ্গ দণ্ডধর।
মোর কন্যা[২০] হয়া দয়া নাহি মোর পর ॥
বুঝিলাম বুঝিলাম আমি নারী জাতির মন।
মুখেতে[২১] মধুর কথা অন্তরে কঠিন ॥
বাপের কথা কন্যা[২২] না পারে সহিতে।
কান্দিয়া পাঁচতোলা ফির মশাল নিল হাতে ॥
সহিতে না পারে কন্যা বাপের বচন।
হস্তেত মশাল লয়া করিল গমন ॥
কান্দিয়া চলিল কন্যা বাপের বচনে।
শুনিঞা দেখিতে আইল যত প্রজাগণে ॥
দেখিতে চলিল তবে কি নারী পুরুষ।
পণ্ডিত ব্রাহ্মণে চলে কেহ হতমুর্খ ॥
কুলবতী কন্যা চলে কুল পরিহরে।
অন্ধল[২৩] সকল চলে লাঠি[২৪] লয়া করে ॥
দেখিতে চলিল যত গর্ভবতী[২৫] নারী।
নিজ ছাওয়াল কোলে করি দ্বারে হুড়াহুড়ি[২৬] ॥
বালকেক দুগ্ধ[২৭] দিতে কার নাহি মোহ[২৮]।
কোন কোন যুবতী চলে হস্তে কাঁকে পোহ[২৯] ॥
হাউসেক দেখিতে প্রজার লড়ালড়ি।
লাঠি ধরি চলিলেন যত বুড়াবুড়ি ॥
কুড়িয়া জাঙ্গালে জাএ দিয়া বাহু নাড়া।[৩০]
আঁখির নিমেষে ভাঙ্গে আশি খান পাড়া॥
আসিয়া দাঁড়াল সবে হাউসের বিদ্যমানে[৩১]।
সোনার পুতলি[৩২] তনু দেখিল নঞানে॥
চন্দ্র জিনিঞা যেন হাউসের বরণ।
অগ্নির তুলনা[৩৩] নহে রবির কিরণ ॥
কালিয়া মেঘের আড়ে জেন বিজলীর[৩৪] ছাটা।
কাঞ্চা সোনা জ্বলে[৩৫] যেন সেকন্দরের বেটা ॥
পূর্ণিমার[৩৬] চন্দ্র যেন আকাশে ধরনি[৩৭]।
দেখিয়া সকল লোকের হানিল মদনি[৩৮] ॥
হাউসেক দেখিয়া বলে যতেক[৩৯] যুবতী।
হেন ছাইলা যার গর্ভে[৪০] সেহি ভাগ্যবতী ॥

১. আর্দ্দ অন্ত জতো ইতি করিছে জন্তনা। ২. কণ্ন্যা। ৩. জৈবন। ৪. পুড়াইয়া অথে। ৫. কণ্ন্যা। ৬. পরার প্বরূষ। ৭. কলঙ্কিন। ৮. বর্দ্ধ। ৯. নৈরাস। ১০. রবি। ১১. জৈবন। ১২. কাষ্টপাসান। ১৩. মোক্ষেত। ১৪. মমের। ১৫. কন্ন্যা। ১৬. সামি সোগে কান্দে কণ্ন্যা লুটায়া ধরনি। ১৭. মসালকণ্ন্যা। ১৮. সামি। ১৯. প্বণ্ন্যবার। ২০. কণ্ন্যা। ২১. মুক্ষেৎ। ২২. কণ্ন্যা। ২৩. অন্দল। ২৪. লাটি। ২৫. গর্ব্ববতি। ২৬. দ্বার হুরপরি। ২৭. বার্ল্বকেক দ্বর্গ্দ। ২৮. মহো। ২৯. পোহে। ৩০. কুড়িয়া জাঙ্গাল দিয়া আর বাহু নাড়া। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ৩১. বির্দ্দমানে। ৩২. প্বথলি। ৩৩. তুর্ল্বনা। ৩৪. বির্জ্জলির। ৩৫. জলে। ৩৬. প্বণ্ন্যিমার। ৩৭. ধারণ করে অর্থে। ৩৮. মদন (কাম) অর্থে। ৩৯. জতেক। ৪০. গর্ব্ভ।

সেই নারী ভাগ্যবতী[১] জে এহাক লইল কোলে।
জনম সফল[২] তার মাও করি বলে ॥
হাউসেক দেখিয়া তবে ভাবে সব লোক।
বিসরিত[৩] হৈল লোক সবে পাইল শোক[৪] ॥
ঝুরিয়া ঝুরিয়া সবার চক্ষে পড়ে পানি।
কিবা ধন লয়া আছে ইহার জননী ॥
এহি বলি ক্রন্দন করিয়াছে প্রজাগণ।
তাহার পাছে শুন সবে হাউসের বিড়ম্বন[৫] ॥
রাজা বলে পাঁচতোলা শুন[৬] মোর বাণী।
জৈমগুবের ঘরে তুমি দেহ গিয়া অগনি ॥
কান্দিয়া চলিল কন্যা অগনি লাগাইতে।
মোমের মশাল কন্যা নিল আপন হাতে ॥
কান্দিয়া আইল কন্যা জৈমগুবের দ্বারে।
দেখিয়া হাউসের রূপ কান্দে জারে জারে ॥
হাউসেক দেখিয়া কন্যা উঠিল কান্দিয়া।
হস্তের মশাল কন্যা ফেলে পাক দিয়া ॥
হাউসের মুখ[৭] দেখি হানিল পরাণ।
কান্দিয়া দ্বারেতে যায়া[৮] করিল সালাম[৯] ॥
দ্বারের দুই দিগে কন্যা দুই হস্ত দিয়া।
কহিতে লাগিল কন্যা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
বলিতে লাগিল কন্যা ছাড়িয়া নিঃশ্বাস[১০]।
অভাগীর কারণে তুমি পাইলা বড় স্তাপ ॥
আমাকে বলিলা কেন অগ্নি লাগাইতে।
মোর কলঙ্ক রাখিবা কেনে মোকে লেহ সাথে[১১] ॥
আমি তোমার তুমি আমার আর কার নই।
আমাকে যদি পৃষ্ট[১২] দেহ আল্লার দোহাই ॥
তোমার বিনে কারো নই একিন করি পাএ।
নিদান কালেতে আমাক কদমে দিবা ঠাঁই ॥
পাঁচতোলার ক্রন্দনে হাউসের হৈল দয়া।
কহিতে লাগিল মিঞা কন্যার দিগে চায়া ॥
হাউসে বলেন কন্যা শুনহ বিধান।
তোমার আমার হবে ঘর আল্লার ফরমান ॥
অগ্নি লাগাও ঘরে না করিও ভএ।
আল্লার মদত আছে ভরসা খোদাএ ॥
কান্দিয়া পাঁচতোলা [তবে] লাগিল কহিতে।
আমি না পারিব ঘরে অগ্নি লাগাইতে ॥
তোমাকে আমাতে থাকে নসিবের বাটা।
হৈলে তোমার [মরণ] রহিবে কাল খোঁটা ॥
তাহা শুনি জঙ্গ রাজা ক্রোধে হুতাসন।
বুঝিলাম বুঝিলাম ঝি তোমার কপট যে মন ॥
মরমে মরিল[১৩] কন্যা বাপের কথাতে।
কান্দিয়া পাঁচতোলা কন্যা মশাল[১৪] লইল হাতে ॥
কান্দিয়া চলিল কন্যা জঙ্গ রাজার ডরে।
অগ্নি লাগি[১৫] দিল কন্যা জৈমগুবের ঘরে ॥
অগ্নি দেখিয়া হাউস জুড়িল ক্রন্দন।
হাউস বলে রাখ[১৬] মোকে সাঞি নিরাঞ্জন ॥
করিম রহিম ধনি রাখ[১৬] পরয়ার।
বিপাকে আমাক আল্লা রাখ একবার ॥
তুমি না তরাইলে মোক তরাইবে কোনজন।
সেহিকালে দুলিলেন আল্লার আসন ॥
করমে নযর করে সাঞি নিরাঞ্জন।
অগ্নি পড়ে গাএ যেন শীতল চন্দন ॥
অন্ধকার অগ্নি দেখিয়া লাগে ভএ।
জৈমগুবের ঘর ভঙ্গিয়া পৈল মিঞার গাএ ॥
সবে বলে মৈল মিঞা আর নাহি বাঁচে।
কান্দিয়া চলিল সবে[১৭] অগ্নি কুণ্ডের কাছে ॥
সবে বলে মৈল মিঞা কান্দে সর্বজন।
জঙ্গ রাজার পুরী সমেত উঠিল ক্রন্দন ॥[১৮]
জঙ্গ রাজা দুষ্টমতি[১৯] কাষ্ঠ পাষাণ হিয়া।
সেহত ক্রন্দন[১৯] করে অগ্নি দেখিয়া ॥
কি হইল কি হইল বলে দণ্ডের মদন।
অগ্নি দেখিয়া রাজা হৈল অচেতন[২০] ॥
হাউসের কারণে কান্দে পাঁচতোলার ছএভাই।
রন্ধন[২২] তেজিয়া কান্দে ছএটি মাধই ॥
পাঁচ তোলার মাও কান্দে দাস দাসি গণ।
পাত্র মিত্র কান্দে আর সকল[২৩] প্রজাগণ ॥
এহিমতে কান্দে তবে মহা গণ্ডগোল।
পাতাল সহর হইল ক্রন্দনের রোল ॥
পাঁচতোলা দেখিল যদি স্বামীর মরণ।
হা হা প্রাণনাথ বলি জুড়িল ক্রন্দন ॥
ঐহি দণ্ডে[২৪] গড়ি দিয়া পড়িল ভূমিত।
হস্তী হইতে মাহুত যেন পড়িল আচম্বিত[২৫] ॥
ভূমিত গড়ি পড়ে কন্যা আকুল পরাণি।
শেলঘাও[২৬] খায়া জেন কাতর হরিণী[২৭] ॥
কহে শেখ খোদা বখশ করিয়া ভাবনা।
মন দিয়া শুন সবে পাঁচতোলার করুণা ॥

[৮ পালা সমাপ্ত]

১. ভার্গবতি। ২. সাফল্ল। ৩. বিস্বরিত। ৪. সোগ। ৫. বিড়োমন। ৬. ষুনেক আমার বানি। ৭. মোখ। ৮. জাএ। ৯. ছার্ল্বাম। ১০. নির্স্বাস। ১১. সাতে। ১২. পিষ্ট। ১৩. মজিল। মরিল শব্দ অধিক অর্থবোধক। ১৪. মসাল। ১৫. লাগাইয়া অর্থে। ১৬. আখ (র-বিলোপ)। ১৭. শবে। ১৮. জঙ্গ রাজার প্বরি সমত উটিল ক্রোন্দন। ১৯. কাষ্টপাসান। ২০. সেহোতে ক্রোন্দন। ২১. অচৈতন। ২২. য়ন্দন (র-বিলোপে)। ২৩. কুলাত। ২৪. ডণ্ডে। ২৫. অচমভিত। ২৬. সেল ঘাও। ২৭. হরনি।

৯ পালা

দিশা : ও বিথইনা না বল আরে ওহ।

ত্রিপদী।

উঠ উঠ[১] প্রাণনাথ দেখা দেহ মোর সাথ[২]
কোথা গেলে[৩] আমাকে ছাড়িয়া।
এত সঙ্কট তরাইলা অগ্নি কুণ্ডে মরি গেলা
আমি রব কার পানে[৪] চায়া ॥
আছিল[৫] কপালের লেখা তোমার সহিতে দেখা
বিভা হেতু হইলা বিনাশ।[৬]
হাতে পাইনু গুণনিধি কাড়িয়া লইল বিধি
ঝুরিতে পাঞ্জর হৈল শেষ[৭] ॥
কোথা গেলা প্রাণনাথ অভাগিনীক লেহ সাথ[৮]।
আমি আর না রাখিব প্রাণ।
অল্প বএসের বেলা মদনের বিষম জ্বালা[৯]
দেখিয়া তোমার বিড়ম্বন ॥[১০]
কলসি বান্ধিয়া গলে মরিব জবুনার জলে
কি দেখিয়া বিসরিব ঘরে ॥
বুকে পৃষ্ঠে[১১] ঘাও মারে কান্দে কন্যা উচ্চৈঃস্বরে[১২]
ক্ষণে ক্ষণে[১৩] জাএ গড়া গড়ি।
কান্দে পাঁচতোলা রাণী ঝরে দুই চক্ষের পানি
বিভা না হইতে হৈনু এাড়ি ॥
খোদা বখশে কএ লাগিয়া গাযীর পাএ
আল্লা আল্লা বল সর্ব জন।

পদ।

এহিমতে কান্দে পাঁচতোলা অগ্নি দেখিয়া।
হাউসের কথা শুন[১৪] এক চিত্ত হয়া ॥
পুড়িয়া জৈমগুবের ঘর ছাই হয়া গেল।
সুবর্ণ পুড়িয়া জেন উজ্জ্বল[১৫] হইল ॥
অগ্নি কুণ্ডে যুলহাউস ছাড়িল জিকির।
আল্লা আল্লা বলি হাউস হইল বাহির ॥
হাউসেক দেখিয়া সবার দূরে গেল ব্যাথা[১৬]।
জঙ্গরাজা কোলে[১৭] নিল বলিয়া জামতা ॥

---

১. উট প্রানের নাত। ২. সাত। ৩. গেইলেন। ৪. প্রান। ৫. আচিল। ৬. বিভা না হইতে বিনাস। হা. মী গৃহীত পাঠ। ৭. সেশ। ৮. সাত। ৯. জালা। ১০. তনু তোমার পুড়িল আনলে। হা. মী.-গৃহীত পাঠ। ১১. পিস্টে। ১২. উঞ্চস্বরে। ১৩. খেনে ২। ১৪. ষুন। ১৫. উর্জ্জল। ১৬. বেথা। ১৭. কুলে।

আদর করি জামতাক বসাইল কোলে।
কেহ জল দেএ কেহ চরণ পাখালে ॥
সব দুঃখ[১] দূরে গেল হইল আনন্দ।
দিন ক্ষণ[২] গুণি করে বিভার নির্বন্ধ[৩] ॥
দিব্য ঘরখানি করিল উজ্জ্বল[৪]।
বিচিত্র চান্দয়া ঘরে করে ঝলমল ॥
সুবর্ণ[৫] শোভে সব ঘরের ভিতর।
হাউসেক বসাইল তাহার উপর ॥
দাসদাসী দিল কত নিরবন্ধ করিয়া।
যেই দণ্ডে যে চাহে জোগাএ আনিয়া ॥
এহিমতে দিনাচারি হাউস আছে তথা।
এক মনে শুন তোরা জঙ্গ রাজার কথা ॥
কার্যে সাবধান হৈল রাজ্যের নরপতি।[৬]
নানা দেশে নিমন্ত্রণ দিল শীঘ্রগতি ॥[৭]
নগর নিকট যত ছিল ইষ্ট মিত্র।
সাড়া দিয়া জ্ঞাতি[৮] গণেক আনিল ত্বরিত[৯] ॥
এহিমতে ইষ্টমিত্র আইল বহুত।
বিভার দ্রব্য[১০] যত করিল প্রস্তুত ॥
নানা দেশ হৈতে আইল নাচনী বাজনী।[১১]
সে বাদ্য শুনিতে মোহে[১২] শিব[১৩] শঙ্কর মুনি ॥
মধুর বাদ্যের[১৪] ধ্বনি বাজে নিত্য নিত্য[১৫]।
নাট নাটুয়া নাচে গায়েনে গাএ গীত ॥[১৬]
দেশে দেশে হৈতে আইল মহারাজগণ।
ইষ্টমিত্র পাত্র প্রজা আইল সর্বজন ॥
পরম আনন্দে সবাক লএ আগবাড়ি।
জাহার যোগ্য[১৭] যেহি স্থান দেএ যত্ন[১৮] করি ॥
উত্তম দ্রব্যজাত সিধা সামগ্রী করিয়া।[১৯]
যাহার যোগ্য জেই সিধা দেএ বিপতিয়া ॥[২০]
এহিমতে যে যে[২১] ইষ্টমিত্র বান্ধব[২২] আছিল।
নিমন্ত্রণ[২৩] পায়া সবে[২৪] আনন্দে আইল ॥
আম্রকলা[২৫] ঘট বারি রুপিল সারি সারি।
প্রতি[২৬] ঘাটে আম্রডাল সিন্দুরের কেয়ারি[২৭] ॥
এহিমতে হৈল মহাউৎসব আনন্দ।
উত্তম দিবসে কর্ল বিভার নির্বন্ধ[২৮] ॥

আউয়াল জুম্মা বারে[২৯] মাড়য়া[৩০] করিল।
শনিবারের দিনে মিঞাক হলুদ[৩১] ছোঁয়াইল ॥
রবিবারের দিনে মিঞাক খারতি[৩২] করিল।
হাতে পাএ মেন্দি দিয়া গোসল[৩৩] করাইল ॥
বৈরাতি কাপড় মিঞাক পরাতে লাগিল।
সুবর্ণ দিস্তার পাক বান্ধে শিরের উপরে।
গোস পেশ[৩৪] বান্ধিল ঝলমল করে।
হুসনি সেহেরা বান্ধে শিরের উপরে[৩৫] ॥
ভিতরে পরাইল নিমা বাহিরে দোতাই ॥
তাহার উপরে দিল লক্ষের কাবাই[৩৬] ॥
সুবর্ণ পতুকা[৩৭] দিয়া কমর বান্ধিল[৩৮]।
বিচিত্র পামুরি শাল[৩৯] অঙ্গে উড়িল ॥
বানাতি পাবস[৪০] পাএ নামা দিল।
মাণিক দর্পণ মিঞা হস্তে করি নিল ॥
কোমর বান্ধিয়া মিঞা বসিল সভাএ।
সোওয়ারী করিতে হুকুম দিলেন রাজাএ ॥
আজ্ঞা[৪১] পায়া আনন্দিত হইল সভাখণ্ডে।
সোওয়ারী[৪২] খেলিতে লোক সাজে এহি দণ্ডে।
সাজ সাজ করিয়া নগরে পৈল সাড়া।
লক্ষে লক্ষে সাজে হস্তী পর্বতীয়া ঘোড়া ॥
পর্বতিয়া ঘোড়া সাজে করি হিন হিন।
পৃষ্ঠেতে তুলিয়া বান্ধে সুবর্ণের[৪৩] জিন ॥
কপালে কলেকা দিল মাণিকের তারা।
চারি খুরে গাঁথিয়া দিল গজ মুকতার[৪৪] ঝারা ॥
ঘাগর মুণ্ডা দিয়া ঘোড়ার কর্ল সাজ।
চারিদিগে গাঁথিয়া দিল সুবর্ণের[৪৫] জাদ ॥
ঘণ্টা[৪৬] ঘুঘুরা তাতে[৪৭] ঘোড়ার চারি পাএ।
হাউসের আগে ঘোড়া নাচিয়া বেড়াএ ॥
সোয়ারী বাজনা বাজে নানা শব্দ করি।
সুবেশ[৪৮] করিয়া নাচে যত বিদ্যাধরি ॥
সোওয়ারী[৪৯] খেলিতে লোক ঢোলেতে দিল বাড়ি।
বৃদ্ধ[৫০] যুবা পাইক সব পাড়ে লড়ালড়ি ॥
কেহ সাজে গজ কান্ধে[৫১] কেহ দিব্যরথে[৫২]।
কেহ সাজে গজ পৃষ্টে[৫৩] কেহ ভূমি পথে ॥

---

১. দুক্ষ। ২. খেন। ৩. নিবন্দ। ৪. উর্জ্জল। ৫. সোবণ্ন সোভে। ৬. কাজ্য সমেধান হইল আজ্যের নরপতি। ৭. নানান দেসে নিমনতন্ন দিলা সিগ্রগতি। ৮. গ্যাতি। ৯. তরিত। ১০. দর্ব্বজত। ১১. নানান দেস হইতে আইল নাচনি বাজনি। ১২. মোহে = মোহিত হয়। ১৩. সিব সঙ্কর মনি। ১৪. বার্দ্দের ধনি। ১৫. নির্ত্তনিত। ১৬. লাট লাটুয়া লাচে গানে গাএ র্গিদ। ১৭. যুর্গ জেহি। ১৮. জত্ন। ১৯. উত্তম দর্ব্বজাত সিদা সামিগ্রিরি করিয়া। ২০. জাহার যুগ জেই সিদা দেএ বিপতিয়া। বিপতিয়া = পাঠাইয়া? ২১. জে ২। ২২. বন্দব। ২৩. নিমন্ত্রনা। ২৪. সভে। ২৫. অম্রকলা। ২৬. প্রিতি। ২৭. কেওারি। ২৮. নিবন্দ। ২৯. যুম্মা। ৩০. মাড়য়া শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ৩১. হালিদ্যা। ৩২. খারতি = খাড়ত্বক অর্থাৎ খাড় দিয়ে মাঞ্জন? ৩৩. গোছল। ৩৪. গোসপেস = ফা. গোশ+পেশ? ৩৫. উপাই। ৩৬. কাপাই। ৩৭. সোবণ্ন্য পটুকা। ৩৮. বান্দিল। ৩৯. সান। ৪০. পাবস = পাপোষ, পাদুকা। ৪১. আগা। ৪২. সোওারি। ৪৩. সোবণ্ন্যের। ৪৪. মুকুতার। ৪৫. সোবণ্নের। ৪৬. গণ্টা। ৪৭. তাথে। ৪৮. যুবেষ। ৪৯. সোত্তারি। ৫০. বির্দ্ধ। ৫১. কন্দে। ৫২. দির্ব্বিপথে। ৫৩. পিস্টে।

বিয়াল্লিশ[১] বাজনা বাজে শুনিতে আনন্দ।
মৃদঙ্গ[২] থহরি[৩] বাজে ভেউর সারঙ্গ ॥
সানাই ভেঙর বাজে পিনাক করনাল[৪]।
ভেমঞ্চু[৫] পাখোয়াজ[৬] বাজে খোল করতাল ॥
সারিন্দা পিলাস[৭] বাজে আর তম্বুরা[৮]।
হস্তীর কান্ধে বাজে জোড় জোড় নাকারা[৯] ॥
চৌতারা দোতারা বাজে আর তামা-কাসা।
বিনে তালে বাদ্য[১০] বাজে আজব তামাশা ॥
খোল করতাল বাজে আর সর সারা।
বহু মূল্য[১১] বাদ্য বাজে সারিন্দা দোতারা ॥
ভেঙর করনাল বাজে রণ শিঙ্গা সকল।
নানান বাদ্য পাতালে হৈল গণ্ডগোল ॥
মহারোল শুনিঞা তোলপাড় হৈল মাটি।
পাতালে কম্পিত[১২] হৈল নাগের বাসুকি ॥
লক্ষে লক্ষে নটী নাচে সুবেশ করি গাএ।
নর্তকী[১৩] নাটুয়া নাচে নেপুর দিয়া পাএ ॥
ঢালী কাতি পাইক সাজে লেখিতে না পারি।
সুবর্ণ[১৪] সংগ্রাম বাজে মহা বলাবলি ॥
রথের হুড়হুড়ি আর গজের হিঙ্গিলি।
ঘোড়ার গর্জন শুনি কর্ণে[১৫] লাগে তালি ॥
বন্দুকের শব্দ শুনি স্বর্গ মর্ত কাঁপে।
চমকিত[১৬] হইয়া ঘোড়া লক্ষে লক্ষে লাফে ॥
লক্ষে লক্ষে রাম চেঙ্গি একি বারে ছাড়ে।
আসমানের বৃষ্টি[১৭] যেন স্বর্গ হইতে পড়ে ॥
শোসান[১৮] শুনিঞা তার কম্পে রবি শশী[১৯]।
বৃক্ষ[২০] হইতে উড়ি জাএ ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী ॥[২১]
লক্ষে লক্ষে মশাল জ্বলে ঘৃত[২২] ঢালি দেএ।
অন্ধকার রাত্রি জেন হৈল দিনমএ॥
উজ্জ্বল মশাল জেন প্রদীপ সারিসারি।[২৩]
প্রজাসকল চলে হাউসেকে ঘিরি ॥
এহিমতে চলিল মিঞা যাত্রা[২৪] করিয়া।
যাত্রাকালে[২৫] দুন্দু পইল সহর[২৬] জুড়িয়া ॥
কাহার ছাইলা কুতি গেল উদ্দিশ[২৭] না পাএ।
কাহার রমণী কেহ ভাড়িয়া লয়া জাএ ॥
এহিমতে লোকজন অনেক হারাইল।
কেহ সর্বনাশ হইল কেহ কৃতার্থ[২৮] হৈল ॥
লোকের হিড়াহিড়ির মধ্যে জেবা জন পড়ে।
তাহার গাএর মাংস ভূমি পদে উড়ে ॥
এহিমতে পাতাল নগর ফিরিছে বেড়িয়া।
সোওয়ারী[২৯] করিয়া তবে বেড়াএ ভ্রমিয়া ॥
রত্ন[৩০] আভরণ গাএ চড়িয়া ফিরে দোলে।
সোওয়ারী খেলেন বীর মহা কৌতূহলে[৩১] ॥
কল্পতরু পুষ্প সবার হস্তে দিয়া।
চৌদলার চারিপাশে[৩২] জাএন বেড়িয়া ॥
দলবল লইয়া বীর জেই দিগে জাএ।
শস্য কৃষাণ লণ্ডভণ্ড কাকে কেবা চাএ ॥[৩৩]
দিগজএ করে বীর নাহি ভএ ভিত।
কার দ্রব্য[৩৪] কোথাএ পড়ে না পাএ কদাচিত ॥
নগর বাহির দিয়া ফিরে দলে বল।
দিবোকের অগ্নি হএ বড়ই উজ্জ্বল ॥
কারো পাগ হারাইল কারও বসন।
দ্রব্য[৩৫] হারাইয়া কারো বিমরিস মন ॥
নগরের উত্তরে হৈল মহা কোলাহল।
হস্তীর পদতলে মৈল কাহার ছাওয়াল ॥
আনন্দ দুন্দুভি[৩৬] বাদ্য মহা কোলাহল[৩৭]।
নর্তকী[৩৮] নাটুয়া নাচে গাএন গাএ মঙ্গল ॥
এহিমতে যুলহাউস সোওয়ারী করিয়া।
নিজ অন্তপুরে[৩৯] [পুন] আইল ফিরিয়া ॥
আসিয়া সকল লোক পুরে স্থিতি[৪০] হইল।
নবরত্নের সভা করি সবাএ বসিল ॥
রথ দোলা ঘোড়া হাতি স্থানেতে বান্ধিল।
সুবর্ণ[৪১] বাটাত করি গুয়া পান দিল ॥
কুমারেকে নানা রত্ন পরাইল অঙ্গে।
সবাতে[৪২] আনিয়া বসাইল সুবর্ণ পালঙ্গে ॥
মাথার উপরে ধরে নবদণ্ড ছত্র।
[তিলে তিলে গণে দ্বিজ বিভার নক্ষত্র ॥][৪৩]
ধনা মনা সোনা তিন ভাই ইসাদ ডাকিয়া।
ইবরাহিম নামে মোল্লা[৪৪] পড়ান বসিয়া ॥
আক্ত নিকা পড়াইয়া মোহর বান্ধিল।
পান চিনি সরবত[৪৫] বিভরিয়া[৪৬] খাইল ॥

১. বিয়াষ। ২. মির্ত্তঙ্গ। ৩. থহরি? ৪. করনাল? কোন্ বাদ্যযন্ত্র? ৫. ভেমণ্ড। কোন্ বাদ্যযন্ত্র? ৬. পাখাজ। ৭. পিলাক? ৮. তম্বুরা। ৯. নাগেরা। ১০. বার্দ্দ। ১১. মোল্ল্য বার্দ্দ। ১২. কম্পি্য। ১৩. নির্ত্তকি। ১৪. সোবণ্ণ। ১৫. কণ্ন্যে। ১৬. চমথকিত। ১৭. বিস্টি জেন সর্গ। ১৮. সোসান। ১৯. সসি। ২০. বৃক্ষ্য। ২১. বৃক্ষ্য হৈতে উড়াএ জেন ঝাকে ২ মাচি। হা. মী গহীত পাঠ। ২২. ঘিৃত্য। ২৩. উর্জ্জল মসাল জেন প্রিদিব সারি ২। ২৪. জাত্রা। ২৫. জাত্রাকালে। ২৬. সর। ২৭. উর্দ্দিস। ২৮. কের্ত্তাত। ২৯. সোওারি। ৩০. রত্নন অভরোন। ৩১. কউতুহলে। ৩২. পাসে। ৩৩. সস্য ক্রিসান সব লণ্ডভণ্ড হএ। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ৩৪. দর্ব্ব। ৩৫. দর্ব্বজাত। ৩৬. দ্বন্দবি। ৩৭. কলহল। ৩৮. নির্ত্তকি। ৩৯. অন্তসম্বরি। ৪০. স্তিতি। ৪১. সোবণ্ন্য। ৪২. সবাতে। ৪৩. মূলে নেই। হা, মী-গৃহীত পাঠ। ৪৪. মোল্ল্যা। ৪৫. সরপোত। ৪৬. বিভারিয়া।

নানা কৌতূহলে এথা সকলে রহিল ।[১]
পাঁচতোলাক করিতে শিঙ্গার হুকুম করিল ॥
পাঁচতোলাক শিঙ্গার করেন রাই গণ ।
নানা বর্ণ[২] পরাইল রত্ন আভরণ[৩] ॥
নূতন যৌবন কন্যার উচ্চকুচ ভার ।[৪]
রূপ দেখিয়া মজে সয়াল সংসার ॥
পূর্ণিমার[৫] চন্দ্র জিনি জ্বলে[৬] মুখখান ।
দুই ভোঙা শোভে[৭] জেন বাঘের কামান ॥
দুই চক্ষু জ্বলে জেন কাজলের রেখ[৮] ।
বেকত খঞ্জন পক্ষী যেন পরতেক[৯] ॥
দুই অধর জ্বলে জেন হিঙ্গুল হরিতাল ।[১০]
মণি মুক্তা জিনি জেন দশন নির্মাণ ॥[১১]
হাত পাও জ্বলে[১২] জেন দেখিতে দিবাকর ।
তেমতি রাজার কন্যা দেখিতে সুন্দর ॥
হাতে পদ্ম পাএ পদ্ম কপালে রত্নজ্বলে ।[১৩]
ক্ষীণ[১৪] মাজ্ঞা দেহা তার বাতাসে তনু হালে ॥
কপিলার চামর জিনি মস্তকের কেশ ।
ত্রিলোক[১৫] জিনিঞা রূপ ভুবন মোহন বেশ ॥
আওলাইল মাথার কেশ পড়িল ধরণী ।
চন্দনের গাছে জেন বেড়িল নাগিনী ॥
তৈল দিয়া মাঞ্জিয়া বান্ধিল খোঁপা ভার ।
গগণেতে হৈল [যেন] মেঘের আকার ॥
সুবর্ণ কাঁকই[১৬] দিয়া ফিরাইল চুল ।
মালিকা মাধবীলতা গাঁথিয়া নানা ফুল ॥
কানড়া[১৭] জিনিঞা কেশ খোঁপার কর্ল সাজ ।
তাহাতে গাঁথিয়া দিল মানিকের জাদ ॥
সুবর্ণের[১৮] জাদ দিল রত্ন মণির ঝোপা ।
নানা প্রকার করি রাই বান্ধিলেন খোঁপা ॥
অনেক প্রকারে রঙ্গ করে রাইগণ ।
ত্রিভুবন জিনিঞা রূপ জ্বলিছে[১৯] হুতাসন ॥
সুবর্ণ[২০] শোভিত জেন কপালে উদয়[২১] তারা ।
নাকেতে বেসর জেন মুকতার ঝারা ॥
সুবর্ণের[২২] পটুকা বান্ধে মাণিকের ছাটা ।
নামা কর্ণে[২৩] পরাইল সুবর্ণের[২২] ভেটা[২৪] ॥
গলাতে পরিল জেন সুবর্ণের[২২] তুলি ।
উপর কর্ণে[২৩] পরাইল সুবর্ণের[২২] মাদুলী ॥
হাঁসুলী[২৫] পামরী পরে গলে পরে হার ।
দুই বাহে পরিল সুবর্ণের[২২] দুই তাড় ॥
বাযুবন্ধ পরিল হস্তে করে ঝলমল ।
আঙ্গুলে পাশলি পরে দেখিতে উজ্জ্বল[২৬] ॥
বিশেষ উজষ্ঠি পরে করে অতি রঙ্গ ।
মোহন মালা চাঁপা কলি দোলে কুচের[২৭] সঙ্গ ॥
চন্দ্র সূর্য[২৮] জিনিঞা জেন জ্বলে বিদ্যাধরি ।
আলম জিনিঞা রূপ পরম সুন্দরী[২৯] ॥
হস্তপদ্ম[৩০] জেন মৃণাল বাহুলতা ।
সুবর্ণ[৩১] কঙ্কণ জেন পরাইল বিধাতা ॥
কপালে সিন্দুর[৩২] দিল অষ্ট অলঙ্কার ।
ঝলমল করে অঙ্গ[৩৩] দেখিতে পাঁচ তোলার ॥
যুল হাউসেক তবে ঘরেতে আনিল ।
সমুখে[৩৪] আসিয়া কেহ[৩৫] কাণ্ডার ধরিল ॥
দ্বারে রহিয়া মোল্লা[৩৬] যুল আনা[৩৭] দেএ ।
চারি চক্ষে মিলন করি যুলুয়া[৩৮] খেলাএ ॥
ক্ষীর কাঞ্জি দুগ্ধ পান্তা করিল ভক্ষণ ।[৩৯]
জঙ্গরাজা আসিয়া কন্যাক[৪০] করিল সমর্পণ[৪১] ॥
উৎসর্গিয়া[৪২] দূর্বা দিল কুমারের মাথে ।
কুল[৪৩] ব্রাহ্মণেক রাজা লয়া জাএ সাথে[৪৪] ॥
কুশ তৃণ[৪৫] দুহার নখে ফেলাল বান্ধিঞা ।
বিভার নির্বন্ধ[৪৬] মন্ত্র শুনাইল পড়িয়া ॥
হস্ত বান্ধিল দোহার বসনে আঁটিয়া ।
মন্ত্র পড়াএ দোহাক একত্র[৪৭] বসায়া ॥
দোহার কনিষ্ঠ[৪৮] নখ ধরিয়া ব্রাহ্মণে ।
সপ্তবার ফিরাইল দ্বিজ[৪৯] বিদিত বিধানে ॥
তৎপরে দ্বিজবর[৫০] বসাইল দোহাকে ।
থাল ভরি টাকা আনি দিল দ্বিজের আগে ॥
দ্বিজ বলে বাদশার পুত্র শুন বিদ্যমান ।[৫১]
থাল ভরি রত্ন তুমি মোকে দেহ দান ॥

১. নানা কৌতুকহালে অথা সকোলে রহিল। ২. বণ্ন্য। ৩. অভরোন। ৪. নৈতন জৈবন কন্যার উচ্ছ কুঞ্জভার। ৫. প্বণ্ন্যিমার। ৬. জলে মোক্ষ। ৭. সোভে। ৮. এক। ৯. পরিতেক। ১০. দ্বই পর্দ্দ জলে জেন হেঙ্গুল হরিতাল। ১১. মনি মোক্তা জলে জেন দশন নিষ্মান। ১২. জলে। ১৩. হাতে পর্দ্দ পায় পর্দ্দ কপালে অত্নজলে। ১৪. ক্ষিন। ১৫. ত্রিলক্ষ্য। ১৬. সৌবণ্ন্য কাকৈও। ১৭. কানড়া? ১৮. সোবণ্ন্যের। ১৯. জলিছে। ২০. সৌবণ্ন্য সোভিত। ২১. উদাএ। ২২. সোবণ্ন্যের। ২৩. কণ্ন্যে। ২৪. ভেটা? ২৫. হাষুলি। ২৬. উর্জ্জল। ২৭. কুঞ্জের। ২৮. ষুর্জ্জ। ২৯. মহরি। হা. মী-গৃহীত পাঠ। ৩০. পদ জলে। ৩১. সোবণ্ন্য। ৩২. সেন্দুর। ৩৩. রঙ্গ। ৩৪. সমোকে। ৩৫. বান্দে। হা. মী-গৃহীত পাঠ। ৩৬. মোর্ন্ন্যা। ৩৭. ষুল আনা দেএ। ঠিক অর্থ বুঝা গেল না। ৩৮. যুলায়া। দর্পনে পরস্পরের মুখ দর্শন বোধ হয়। ৩৯. খির কাচি দ্বর্গ পস্তা করিল ভোক্ষন। ৪০. কণ্ন্যাক। ৪১. সম্পরোন। ২৬. উর্জ্জ দিয়া। ৪২. কুলাত। ৪৩. সাতে। ৪৪. কুসা ত্রিন। ৪৫. নিবন্ধ। ৪৬. একাত্র বসিয়া। ৪৭. দ্বহার কনেষ্ট নোক। ৪৮. দির্জ্জ বিধিত। ৪৯. দির্জবর। ৫০. দির্জ্জ বোলে বাদসার প্বত্র ষুন বির্দ্দমান।

পুনর্বার[১] দ্বিজ বলে শুন পাঁচতোলা সুন্দরী।
তোমার দক্ষিণা নিব অগ্নি পাটের শাড়ি॥
শুনিঞা দ্বিজের বাক্য বলিছে রাজন।[২]
থাল ভরি রত্ন দিব খসাও বন্ধন[৩] ॥
কেহ দিল ধন কড়ি কেহবা অঙ্গুরি।
কেহ লক্ষ মুদ্রা দিল হার শতেশ্বরী ॥[৪]
সর্বলোক ধন্য ধন্য করিছে বাখান।
আপন হাতে বিধি জেন করিছে নির্মাণ[৫] ॥
দোহে দোহে দরশন দুখে[৬] পাইছে লড়।
বিধি নির্মাইছে[৭] জেন সরোঙ্গের[৮] জোড় ॥
আনন্দে কন্যাবর তখনি চলিল।
সুবর্ণ[৯] চালুন আমি পরছিয়া নিল ॥
সুবর্ণ[৯] পুষ্পের শয্যা[১০] বিছায়া বাসরে।
সখিগণে-পরছিল[১১] দোহায় বসাইয়া মন্দিরে
রাইগণ সখিগণ বাখানে কন্যাবর।
চিত্রের পুতলী[১২] দোহে দেখিতে সুন্দর ॥
সফল পৃথিবীর মধ্যে জন্মিলে দুইজন।[১৩]
রবি শশী দুই জেন হইল মিলন ॥
মনে মনে রাইগণ মন কলা খাএ।
মহা ভাগ্যবতী[১৪] এমন স্বামী পাএ ॥
যার চিত্তে যেমন করে বাখান।
হরিষে করেন রাইগণ পুষ্প বরিষণ ॥
দোহে দুই রাইগণ বসায়া[১৫] গলাগলি।
মঙ্গল করিয়া গাএ বিভার লাচারী ॥

[লাচাড়ী]

[১৬][রাইগণ দিয়া জএ বিভার লাচড়ি গাএ
পুলকিত হয়া রাইগণ।
দুগ্ধ দূর্বা জুয়াল খেলে অঙ্গুরী তাহাতে ফেলে
খেলে দুহে জুয়া সপ্তসারি।
হস্ত জেড়ে সব সখী গণ্ডুষে অঙ্গুরী রাখি
থালে ঢালে সপ্তপাক দিয়া।
ঢালিতেহি মাত্র ধরে কন্যা আর কুমারে
হাসে দুহে মুখামুখি চায়া ॥
পিন্ধিয়া পাটের শাড়ি করজোড়ে মারে তালি
নাচে সব বিদ্যাধরিগণ।
কেহ নাচে কেহ গাএ নূপুর বাজাএ পাএ
উনুঝুনু সুরঙ্গ বাজন ॥
কন্যাবর মুখামুখী মুকুর লিখেত দেখি
নাচ করে মেঘের গর্জন।
প্রভাত সমএ কালে কুকিল কুহুরে ডালে
ভমরা গুঞ্জরে পুষ্পবন ॥
মালঞ্চে ফুটিল ফুল গগণে উটিল ধূল
তাতে অলি করে নানা কেলি।
কন্যার কুচ পুষ্পবন ভমরা পুরুষ মন
শুভক্ষণে হয়া গেল দেখা।
সিন্দূরের রঙ্গ দেখি কানের ভ্রূকুটি রাখি
কেশেত গাঁথিয়া দিল পুষ্প ।]

১. প্বণ্ন্যবার দির্জ্জ। ২. ষুনিঞা দির্জ্জের বাক্ক্য বলিছে রাজন। ৩. বান্দন। ৪. কেহু লক্ক্য মুক্তা দিল কেহু হার সতের্শ্বরি। ৫. নিম্মান। ৬. দ্বখে পাইছু লওড়। দুঃখের শেষ অর্থে। ৭. নিষ্কাইছে। ৮. সারোঙ্গের জোড় = চাতকের জোড়া। ৯. সোবণ্ণ্য। ১০. সর্জ্জাএ। ১১. বিবাহের মঙ্গলাচরণ অর্থে। ১২. চির্ত্তের প্বথলি। ১৩. সাফল প্রিথিবির মর্দ্দে জম্মিলে দ্বইজোন। ১৪. ভার্গবতি। ১৫. বসিয়া। ১৬. এখান থেকে পরবর্তী ১১ পদ মূলে নেই। এ পাঠ হালুমীরের পুঁথি থেকে গৃহীত।

[১]হৃদএ কাচুলী হেন বিজলীর চটক তেন
পাএত শোভিত নেপুর।
গলাতে মাণিকের হার বাহুতে ঝাপালি তার
মুখেতে কর্পূর তাম্বুল।
সূর্য হৈল বিকশিত খণ্ডিল রাইর গীত
আনন্দিত হৈল সর্বজন।
লাগিয়া গাযীর পাএ শেখ খোদা বখশে কএ
আল্লা আল্লা বল সর্বজন ॥

[৯ পালা সমাপ্ত।]

১. এ পদ এবং পরবর্তী ৩ পদ মূল পাণ্ডুলিপিতে ছিল। এ পদগুলি হালুমীরের মাত্র একটি পাণ্ডুলিপিতেই ছিল। ক ও খ পুথিতে নেই।

১০ পালা

দিসা : ওরে স্বামীর ভাবে মজিল মন হে!
দোপদী পদ।
নিবিড়িল বিভার নৃত্য[১] হৈল সয়ম্বর[২]।
জ্ঞাতি[৩] আদি লোক গেল আপনার ঘর ॥
রাজাগণ আসিয়াছিল যত পাইল[৪] মেলানি।
তালভঙ্গ দিয়া গেল নাচনী বাজনী ॥
দেশ দেশে হৈতে আইল যত জ্ঞাতিগণ[৫]।
বিদাএ হইয়া গেল আপনার ভুবন ॥
নর্তকী বেশ্যা[৬] আদি ছিল যত জন।
ইনাম দক্ষিণা পায়া করিল গমন ॥
ইষ্ট মিত্র বিদাএ হৈল জয় জয়[৭] দিয়া।
পাঁচতোলা রহিল ঘরে সখিগণ[৮] নিয়া ॥
রজনী প্রভাত হইল অষ্টম[৯] দিবসে।
কন্যাবর বসিয়াছে সখিগণের সাথে ॥
রাজা আদি পাত্র প্রজা একত্র[১০] হইয়া।
কন্যাবর দেখিতে আইল হরষিত হৈয়া ॥
বিভা করি যুলহাউস রহিল মন্দিরে।
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ্‌ গাযীর কিঙ্করে ॥

লাচাড়ী।
ত্রিপদী ছন্দ।

পাতাল নগর[১১] অতি মনোহর[১২]
পাঁচতোলার হইল বিয়া।
পাতালের প্রজাগণ আনন্দিত সর্বজন
বর আর কন্যাকে দেখিয়া ॥
রাজা করে রাজ্যদান জামাতার বিদ্যমান
হাউসের পুলকিত মন।[১৩]
পাঁচতোলার জননী নানা রত্নধন আনি
জামাতাকে দিলেন তখন ॥
পাঁচতোলার সাত[১৪] ভাই আনি দিল সপ্তগাই
হাসিয়া করিল সবে[১৫] দান।
কন্যার[১৬] নয় মামা দিল নয় মণ সোনা
তৌলিয়া জামাতাক[১৭] দিল দান ॥
ফোটা দিল ললাটে[১৮] বসাইল রাজপাটে
জামাতাকে[১৯] করিলেন রাজা।
রাজ্য করে কৌতূহলে বাপ মাও সব ভুলে[২০]
পুলকিত হৈল সব প্রজা ॥[২১]

---

১. নির্ত্ত। ২. সএম্বর। ৩. গ্যাতি। ৪. পাইব। ৫. গ্যাতিগণ। ৬. নির্ত্তকি বেস্যা। ৭. জএ ২। ৮. সখিগনক। ৯. অস্টমি। ১০. একাত্র। ১১. পাচতোলার নগর। ১২. রতি বড় মন্বহর। ১৩. হাউষেক প্বর্ম্বকিত মোন। ১৪. ছএ। ১৫. যতদান। ১৬. পাচতোলার। ১৭. তৌলিয়া জামতাক—জামতাকে ওজন করে। ১৮. লওলাটে। ১৯. জামতাকে। ২০. বাপমাও সকলি ভুলে। ২১. প্বল্বকিৎ হইল সর্ব্বজোন। হা, মী-গৃহীত পাঠ।

রাজার জাঙাঞি তার ফিরে দাহাই
ফিরে দোহাই পাতাল ভুবন।
লাগিয়া গাযীর পাএ খোদা বখশে গাএ
আল্লা আল্লা বল সর্বজন ॥

পদ।

পাতাল সহরে হৈল যুলহাউস রাজা।
আনন্দে কৌতুকে সুখে আছে [যত] প্রজা ॥
আনন্দে কৌতুকে [তবে] দিবস বয়া গেল।
এক প্রহর রাত্রিতে[১] দরবার ভাঙ্গিল ॥
প্রজা বিদাএ দিয়া মহলে চলিল।
পাঁচতোলা দিল পানি পাও পাখালিল ॥
মহলে রহিল মিঞা পুলকিত[২] হয়া।
পীবার[৩] পানি দিল পাঁচতোলা আনিঞা ॥
উপহার মিষ্ট অন্ন[৪] আনিল সুন্দরী।
হাউসেক খিলান খানা নানান যত্ন[৫] করি ॥
তস্ত[৬] বদনি আনি দস্ত ধোয়াইল।
করপূর[৭] তাম্বুল খায়া পালঙ্গে শুইল ॥
পাঁচতোলা খাইল খানা দ্বোওজ[৮] মন্দিরে।
আর সবে খাইল খানা আপন আপন ঘরে ॥
পাঁচতোলা বালী পরে নানান অলঙ্কার।
ঝলমল করে জেন বিজলির ঝঙ্কার[৯] ॥
বামহাতে পানের বাটা ডান হাতে ঝারি।
স্বামী ভেটিতে জাএ রূপবতী নারী ॥
ডাকিয়া আনিল তবে দাসী পঞ্চ জন।
সকলেক পরাইল নানান আভরণ ॥
নানান রঙ্গে বসন পড়িল সর্বজন।
রত্নের চেরাগ তবে লইল দাসীগণ ॥[১০]
ঈষৎ হাসিয়া কন্যা করিল গমন।[১১]
দেখিতে সুন্দরী [সবে] নূতন যৌবন ॥[১২]
চলির সুন্দরী রাণী স্বামীকে ভেটিতে।
মত্ত হস্তী[১৩] চলে জেন হালিতে ঢুলিতে ॥
ঈষৎ হাসিয়া ধীর গমনে চলে।
পালঙ্গে বসিল কন্যা হাসি কৌতূহলে ॥

চক্ষে চক্ষে চাহিয়া দোহে হাসিয়া ব্যাকুল।
পালঙ্গে বসিয়া দোহে করে ভাগ্য তউল ॥
দোহে দোহার পানে[১৪] চায়া উপজিল হাস।
কমল বিকশিল[১৫] জেন সরোবরের মাঝ ॥
জেমতি হাউস তেমতি রাজার নন্দিনী।
এক দরিয়াতে মিশাইল আর দরিয়ার পানি ॥
জেমত রাজার কন্যা তেমতি হাউস গুণনিধি।
এক তনু দুই ভাগে নির্মাইল[১৬] বিধি ॥
দুই জনার রঙ্গ রূপ একই সমান।
কিবা দোষে বিধাতা করিয়াছে দুইখান ॥
কন্যা হাসে আর হাসে হাউস সুজন।[১৭]
হাউসেক বান্ধিয়া নিল নঞানে নঞান ॥
আলিঙ্গনে প্রেম রসে রাত্রি হইল প্রভাত।[১৮]
পশ্চিম আকাশ[১৯] কোণে গেল নিশানাথ[২০] ॥
গোসল করিয়া হাউস বসিল দরবারে।
পাত্রমিত্র প্রজাগণ আইল তথাকারে ॥
পাটেতে বসিল হাউস বাদশা প্রচণ্ড।
শিরের উপরে ধরে ছত্র নবদণ্ড ॥
চারিদিগে চামর ঢুলাএ লোকজন।
সামনে আছেন খাড়া যোদ্ধা সেনাগণ ॥
নরহরি দাস নামে পাত্র সুভাজন[২১]।
শুকদেব মুহরী[২২] তাঞি বিচারে বিচক্ষণ ॥
পাতাল নগরে হৈল হাউস মহারাজা।
পরম আনন্দে তবে রহিল যত প্রজা ॥
আনন্দে রহিল হাউস পাতাল ভুবনে।
বাপ মাও বৈরাট নগরে কিছুই নাহি জানে ॥
মায়ার জাল বিষম জাল প্রেমের অঙ্কুর[২৩]।
মায়া জালে বাজিয়া আছে কতই চতুর[২৪] ॥
মায়ার জাল বিষম জাল কামিনীর পাশ।
বুকেতে বসিয়া রাক্ষসী[২৫] খাএ শাঁস[২৬] ॥

১. রাত্রি। ২. প্পল্বকিৎ। ৩. প্যবার। ৪. অর্ণ্ন্য। ৫. জত্ন। ৬. ত্তস্ত বদনিয়া। ৭. করপুল। ৮. দোওজে। ৯. ঝাঙ্কার। ১০. মূলে—রতন চেরাগ দিল আর দাসি সকল। গৃহীত পাঠ হা. মী (হালুমীরের পুঁথি)। ১১. মূলে—হরষিতে আসিয়া সবে করিল গমন। গৃহীত পাঠ–হা. মী। ১২. দেখিয়া ষুন্দরি নৈতন জৈবন। ১৩. মস্ত হশ্তি। ১৪. দুই দুহের প্রাণে। ১৫. বিকসিত। ১৬. নিন্মাইল। ১৭. মূলে—কন্যা হাসেন আর হাউষ যুবাজন। গৃহীত পাঠ, হা. মী। ১৮. প্রেমরসে রাত্রি তবে হইল প্রভাত (হা. মী.)। ১৯. আষাড়। ২০. দিননাথ। ২১. সুবজন। ২২. ষুকদেব মোহরি। ২৩. উরানকুর। ২৪. ভালভাল চতুর। ২৫. রাক্ষ্যাসি। ২৬. সাস।

মায়ার জাল বিষম জাল এড়ান নাহি জাএ।
জালে পড়ি মচ্ছ[১] জেন পরাণ হারাএ ॥
রতি রতি পএদা ধন তোলা তোলা ক্ষয়।
মধু ফুরাইলে ভাণ্ড গড়াগড়ি যায়[২] ॥
দিন পুরে রাতে ঝরে বহে ভারে ভারে।
ঐ ধন রাখিলে জমা যম কি করিতে পারে ॥
মধু ঢালি দিলে জেন ভাণ্ড হএ খালি।
দিনে দিনে ফুরাইবে পুরুষের গাবুর আলী ॥
কিছুই নহে প্রাণ ভাইরে কিছুই নহে সার।[৩]
মাছিএ লুটিয়া খাএ গুড়ের ভাণ্ডার ॥[৪]
পক্ষী জেন বন্দী হএ ফান্দের বিপাকে।[৫]
আপনি পড়িছ তাতে দোষ দিবা কাকে ॥
আগ না চিনিলা ভাই [না] চিনিলা পাছ।
লোভে বন্দী হএ জেন বড়্শীর মাছ ॥[৬]
ভরমে গঙাইলা লজ্জা[৭] খোয়াইলা বুধ।
বিলাইএর হাতে খাওয়াইলা ঘন আওঠা[৮] দুধ ॥
সুবর্ণের খড় পিণ্ডা পাষাণে কোল দিলা।
রত্ন খসিয়া পৈল জীবন হারাইলা ॥
থোড় কলা বাদুড়ে[৯] খাইলে কলা ডাঙ্গর নএ।
কাঁচা বাঁশে লাগিলে ঘুণ কতই ভার সএ ॥
ছাড় ভাই ছাড় তোমরা নারীর বেপার।
নারীকে বহাল রাখি নিজে জাও যম ঘর ॥
নারীকে জান ভাই মাহাকালের ফল।
ভিতরে কুচিত কাল উপরে উজ্জল[১০] ॥
লোভেত ভুলিয়া আছ নারীর মায়ায়[১১]।
জ্ঞান চিত্তে[১২] বুঝিয়া দেখ হএ কিনা হএ॥
নারী হয়[১৩] বাঘের মূর্তি[১৪] সিংহীর[১৫] আকার।
সর্বঅঙ্গ[১৬] খাইয়া ভাই মুণ্ড[১৭] হইবে সার ॥
কতই লেখিব ভাই জ্ঞান চিত্তের[১৮] কথা।
নারীর কারণে কাহার কি অবস্থা ॥
আর কি কহিব মায়া জালের প্রবন্ধ।
মাহাকালের ফল দেখি কাগার আনন্দ ॥
এহিরূপে রহিল মিঞা পাতাল ভুবন।
বাপ মাও কান্দিয়া মরে পুত্রের কারণ ॥
কহে শেখ খোদা বখশ গাজী জিন্দার পাএ।
বলহ আল্লার নাম যদি মনে লএ ॥

[১০ পালা সমাপ্ত।]

১. মর্ছ। ২. রএ। ৩. কিছু নয়রে খোদার বান্দা কিছু নয়রে সার (হা. মী.)। ৪. কাকড়ার মাটি জেন কুমারে সাজে ভার (হা. মী.)। ৫. উড়ি ... ছ তাথে নাসা লাগে পাখে (হা. মী.)। ৬. বাঝিয়া রহিলা যেন বড়শীর মাছ (হা. মী.)। ৭. লর্জ্জা। ৮. আউটা দুদ। ৯. বাদুরে। ১০. উর্জ্জল। ১১. সমামএ। ১২. গ্যান চির্ত্তে। ১৩. হইবে। ১৪. মোর্ত্তি। ১৫. সিঙ্গির। ১৬. রঙ্গ। ১৭. মোণ্ড। ১৮. গ্যানচির্ত্তের।

[১১ পালা]

লাচাড়ি ছন্দ।

কান্দে বাদশা সেকন্দর কোথা গেল পুত্র মোর
পুত্রহীন হইনু সংসারে
না দেখি পুত্রের মুখ বিদরিয়া যায়[১] বুক
কি দোষে ছাড়িয়া গেল মোরে ॥
চৌদিগে শূন্য ঘর যুলহাউষ গেল মোর
মনুষ্য কি বলিবে মোক।
গলাতে পরিব খেতা যুলহাউষ পাব যথা
তবে আমার দূরে যায় শোক ॥[২]
চন্দ্র[৩] বদন তোমার যদি না দেখিমু আর
মরিব গরল বিষ খায়া।
পুত্র হেন[৪] গুণনিধি দিয়া কেন নিল বিধি[৫]
লোকে কবে হাটকুরা বলিয়া ॥
এহি মনে শেল রৈল বলি কয়া নাহি গেল
মৈল কি বাঁচি আছে সংসারে।[৬]
কপালে মারিয়া ঘাও কান্দে বাদশা উচ্চ[৭] রাও
তক্ত হইতে পৈল ভূমিপরে ॥
বাদশা করে ক্রন্দন আইল প্রজা সর্বজন
চৌদিগে কাতারে কাতারে ॥
ধুলায় লুটায়া কান্দে শিরের দস্তার নাহি বান্ধে
নিবারিতে[৮] কেহ নাহি পারে ॥
কান্দে ওসমা সুন্দরী শূন্য[৯] দেখি ঘর পুরী
পুত্র না দেখিয়া কান্দে উচ্চৈঃস্বরে[১০]।
পুত্র গেল শিকারে[১১] ফিরি না আইল ঘরে
মাও বলিয়া কে ডাকে মোরে ॥
কতেক কহিব তায়[১২] যতেক কান্দেন মায়[১৩]
কেনা জানে মাএর বেদনা।
হতাশ হয়া বলে ঘাও মারে কপালে
ভূমে পড়ি করেন করুণা ॥
কান্দে বিবি উচ্চৈঃস্বরে[১৪] আল্লার আসন নড়ে
করম করিল নিরাঞ্জন।

১. মোর। ২. মূলে—তবে আমার পুরিবে মনের সাধ। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ৩. চন্দ্রর। ৪. মূ. হইল, হা. মী. হেন। ৫. মূ. দিয়া বঞ্চিৎ কর্ত্তা বিধি। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ৬. মূ. মৈল কি আছে এ সংসারে। হা. মী. মরে কি বাঁচি আছে সংসারে। ৭. মূ. উভ। হা. মী. উচ্চ। ৮. নিভাইতে। ৯. ষুণ্ন্য। ১০. উঞ্চস্বরে। ১১. সিকারে। ১২. ভাএ। ১৩. মাএ। ১৪. উঞ্চস্বরে।

লাগিয়া গাযীর পাএ শেখ খোদা বখ্‌শে কএ
বল আল্লা যত মুমিনগণ ॥

দিসা : পাখী একবার উড়াও দেখিরে
ও পাখি ফিরবা উড়াও দেখিরে!
ওরে উড়িয়া চাএরে মঞ্জেনা পাখি!!

দোপদী পয়ার ছন্দ

পুত্রের কারণে জননীর পোড়ে হিয়া।
নিরবধি[১] কান্দে বিবি কেশ এড়ি দিয়া ॥
মা মা বলিয়া মোক ডাকিবে না কেহ।
মোকে[২] না আইল যম বিসরিত সেহ ॥
কে আর ডাকিবেন [মোকে] মা মা বলিয়া।
পুত্র বলি কাকে[৩] নিব কোলেতে তুলিয়া ॥
আএবে অভাগীর বাছা ফিরে ঘরে আএ।
না দেখিযা মৈল তোর অভাগিনী মাএ ॥
জাব জার হইয়া কান্দে পুত্রের কারণ।
বিবির ক্রন্দনে দোলে আল্লার আসন ॥
তথা রহিল যুলহাউষ আসিবে কতকালে।
এক ফকীব জন্ম দিব ওসমার কোলে ॥
সাহেব বলে জিবরিল জাহো মাক্কার মাঝারে।
বড় খাঁ গাজিক জায়া আনহ দরবারে ॥
নও লাখ আম্বিয়া আছেন যথাতে।
সকলের বাড়ি ঘর আছেন তথাতে ॥
শুনিঞা জিবরিল আইল তথাকারে।
সভা করি বসিয়াছে [তারা] একত্তরে[৪] ॥
তাহার মধ্যে বসিয়াছে গাযী পীর দিওয়ান[৫]।
কত কুটি চন্দ্র জিনি জ্বলে মুখ[৬] খান ॥
সভাতে বসিয়াছে গাজী চন্দ্র বদন।
সেইকালে জিবরিল দিল দরশন ॥
ফিরেস্তা কহেন কথা করিয়া ভকতি[৭]।
তোমাকে তলব করে অখিলের পতি ॥
একথা শুনিঞা[৮] গাযী রহিতে না পারে।
জিবরিলের সঙ্গে আইল সাহেবের দরবারে ॥
সালাম[৯] করিয়া গাযী দাঁড়াইল জোড় করে।
সাহেব বলেন [জাহ] জনম হইবারে ॥
বৈরাট নগরে আছে শাহ্ সেকন্দর।
তাহার ঘরে আছে [বিবি] ওসমা সুন্দর ॥
নিরন্তরে[১০] কান্দে বিবি পুত্র হারাইয়া।
তাহার ঘরেতে জন্ম[১১] তুমি লহ জায়া ॥
আমার দুনিঞাতে তোমার রহুক ঘোষণা।
কলি যুগে তোমার কথা হৈবে বন্দনা ॥[১২]
সংসারে রহুক নাম তার বড় খাঁ গাযী।
আনন্দে ফিরহ তুমি তুড়িয়া দাগাবাজি ॥
গাযী বলে হুকুম হৈল জনম লইবারে।[১৩]
একেলা কিমতে আমি ফিরিব সংসারে ॥
আল্লা বলে গাযী তুমি জাহ সেহি ঠাঞি।
পাইবা দোসর তুমি কালু[১৪] পালক ভাই ॥
সাহেব বলে জিবরিল জাহ ভিস্তের মাঝারে।
দুলালের ফুল আনি দেহত আমারে ॥
ফুল আনিঞা ফিরেস্তা দিল সেহিক্ষণ।
বাঁচিতে না পারে গাযী সাহেবের ফরমান ॥
আল্লা নবির নামি নিয়া ছাড়িল যিকির[১৫]।
হুশব্দে গুপ্তভাবে মিশাইল শরীর ॥[১৬]
দুলালের ফুল মধ্যে পীর ছাপাইলে।
[হুশব্দে গাযী মিলাইয়া গেল ফুলে ॥][১৭]
আল্লা বলে জাহ জিবরাইল এ ফুল লইয়া।
ওসমার শিওরে[১৮] ফুল আইস রাখিয়া[১৯] ॥
ফুলের বাসেতে হইবে গর্ব্ভের[২০] সঞ্চার।
সেই গর্ব্ভে[২১] হইবে গাজী ফকীর আল্লার ॥
সালাম[২২] জানায়া ফিরেস্তা বিদাএ হইল।
ফুল হস্তে জিবরিল শূন্যে[২৩] উড়াইল ॥

---

১. নিরবদি। ২. মোখে। ৩. কাখে। ৪. একাশৃতোরে। ৫. দেওান। ৬. মুক্ষ। ৭. ভগতি। ৮. ষুনিঞা। ৯. ছাল্বাম। ১০. নিরান্তরে। ১১. জন্ম। ১২. মু.কলি জোগে তোমার সম্পবাদ করে বন্দজনা। হা. মী–গৃহীত পাঠ। ১৩. মু. গাজির হুকুম হইল জনম লইবারে। গৃহীত পাঠ (হা. মী.)। ১৪. কার্ল্ব। ১৫. জিগির। ১৬. হুসন্দে গুপ্তভাবে মিসাইল সরিল। ১৭. হা. মী. পুঁথি থেকে গৃহীত। ১৮. সিওরে। ১৯. আখিয়া। ২০. গর্ব্বে ছর্ঞ্চ্যার। ২১. গবৃতে। ২২. ছার্ল্বাম। ২৩. ষুণ্যে।

আওয়াল জুম্মাবারে বড় শুভক্ষণ।[১]
ফুল লয়া জিবরিল দিল দরশন ॥
বৈরাট নগরে গেল নিশি[২] অবশেষে।
সেকন্দরের পুরে জায়া ফিরেস্তা প্রবেশে ॥
বাওভরে ফেরেস্তা মহলে প্রবেশিল।
ওসমার শিওরে ফুল ফিরেস্তা রাখিল ॥
ফুল রাখি ফিরেস্তা দরবারে চলিল।
আল্লার নাম লয়া গাযী যিকির ছাড়িল ॥
সাতমাসের বালক মাএর শিওরে[৩] বসিল।
কান্দিয়া মাএর আগে কহিতে লাগিল ॥
শিওরে বসিয়া গাযী কহিছে বচন।
তোমার কান্দনে দোলে আল্লার আসন ॥
বড়ভাই যুলহাউষ রহিল পাতালে।
তার কারণে কান্দ আল্লার আসন দোলে ॥[৪]
করম করিল তোমাক সাহেব নিরাঞ্জন।
আমাকে ভেজিল[৫] আল্লা লইতে জনম ॥
তোমার উদরে মাও স্থান দেহ মোরে।
দেখিয়া তোমার দুঃখ[৬] প্রাণ কেমন করে ॥
উঠ উঠ[৭] ওরে মাও প্রাণের জননী।
বারেক উঠিয়া মাও কোলে লহত আপনি ॥
উঠ উঠ[১৯] অনাথের[৮] মাও আর নাহি দুঃখ[৯]।
চেতন[১০] হয়া দেখ তোমার পুত্রের মুখ[১১]।
তুমি সে আমার মাও পুত্র আমি তোর[১২]।
পুত্র বলি কোলে নেও ভাগ্য[১৩] হউক মোর ॥
কেনে শুইয়া[১৪] রহিলা নিদ্রাতে কাতর হয়া।
অনাথ বালকে[১৫] ডাকে নাহি কর দয়া ॥
বড়ই নিঠুর[১৬] মাও জানিলাম হাযীর।
পরিচয়[১৭] দিনু মাও মুই[১৮] বড় খাঁ গাযী পীর ॥
স্বপন[১৯] বলিয়া গাযী ফুল হয়া রহিল।
হেনকালে গাযীর মাও চেতন পাইল[২০] ॥
হাস্যবান ওসমা বিবী পুত্রকে দেখিয়া।
উঠিয়া বসিল বিবী হরষিত হয়া ॥
চক্ষু[২১] মেলি দেখে বিবি পুত্র নাহি কাছে।
আউল পড়িল মায়ের হিয়ার মাঝে।
শিওরে আছিল পুত্র চন্দ্রের সমান।
দেখা দিয়া কোথা গেল কেমনে বাছাধন।
যুলহাউষ পুত্র আমি না পারি বিসরিতে।
স্বপন[২২] দেখি অন্ধকার হৈল চতুরভিতে।
পালঙ্গ হইতে পইল অঙ্গ আছড়িয়া।
হাহাকার করি কান্দে ধূলাএ লুটায়া ॥
মাএর কান্দনেরে নিভাইল্ অগ্নি জ্বলে।
নবীন বৃক্ষের[২৩] পত্র সেহ ঝরে[২৪] পড়ে ॥
ফুলে থাকিয়া গাযী কর্ণ[২৫] পাতি শুনে[২৬]।
মাএ ক্রন্দন করে পুত্রের কারণে ॥
হেনকালে আচম্বিতে হইল দৈববাণী।
না কান্দ না কান্দ বিবি মোছ[২৭] চক্ষের পানি ॥
তোমাকে করম কর্ল সাহেব নিরাঞ্জন।
না কান্দ না কান্দ বিবি স্থির[২৮] কর মন ॥
পালঙ্গে দুলালের ফুল তুলিয়া লহ করে।
ফুলের বাসনা লও নাসিকার পরে ॥
ফুলের বাসনা লও ভাবিয়া পরোয়ার।
সেহি বাসে হৈবে তোমার গর্ভের[২৯] সঞ্চার ॥
একথা শুনিঞা বিবি চমৎকার চিতে।
সালাম করিয়া ফুল তুলি নিল হাতে ॥
বিসমিল্লা[৩০] বলিয়া ফুল ধরিল নাসিকাতে।
ফুলের বাসনায় গর্ভ[৩১] হৈল আচমবিতে[৩২] ॥
কহে শেখ খোদা বখশ গাযী জিন্দার পাএ।
আল্লা আল্লা বল ভাই দিন বয়া জাএ ॥

ধূয়া দিসা : যন্ত্র থাকে যদি লক্ষ জনার মাঝে।[৩৩]
না বাজালে যন্ত্র[৩৪] কেমন [সে] বাজে ॥

পদ

পালঙ্গে স্বামী ছিল চিয়াল তাহারে।
স্বপন[৩৫] চরিত্র কথা কহে ধীরে ধীরে ॥
শুনিঞা আনন্দ হৈল বাদশা সেকন্দরে।
শুকুর ভেজিল বাদশা আল্লার দরবারে ॥
আলিঙ্গন প্রেম[৩৬] করে মন্দির মাঝারে।
সেহি রাত্রে শুভক্ষণে গর্ভ সঞ্চারে ॥[৩৭]
কৌতুক প্রকারে তবে রাত্রি পোহাইল।
পাক সাফ[৩৮] হয়া বাদশা তক্তের বসিল।

১. আওাল জুম্মাবারে বড় ষুবক্ষণ। ২. নিসি অবোসেসে। ৩. সিকিমে। ৪. মূ—তার জন্ন্যে মাও কান্দে আল্বার আসন নড়িল। হা. মী.-গৃহীত পাঠ। ৫. ফেজিল। ৬. দ্বক্ষু। ৭. উটছ। ৮. অনাতের। ৯. দ্বক। ১০. চৈতন। ১১. মোখ। ১২. তোমার। ১৩. ভার্গ। ১৪. ষুইয়া। ১৫. আনাত বার্ল্কে। ১৬. নিটুর। ১৭. পরিছএ। ১৮. মোই। ১৯. সর্পন। ২০. চৈতন। ২১. চক্ষ। ২২. সর্পন। ২৩. ব্রিক্ষের। ২৪. ঝুরে। ২৫. কর্ন্ন্য। ২৬. ষুনে। ২৭. মোচ। ২৮. স্তির। ২৯. গর্বৃভের ছঞ্চার। ৩০. বিছমির্ল্ব। ৩১. গর্ব্ভ। ৩২. অচমভিতে। ৩৩. জন্তর থাকে জদি লক্ষ জোনার মাজে। ৩৪. জন্ত্র। তু. 'যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ জনার মাঝে। যন্ত্রী বিহনে যন্ত্র কেমনে বা বাজে॥'—বাউল গীতি। ৩৫. সর্পন। ৩৬. পেম। ৩৭. সেহিরাত্রে ষুবক্ষোনে গর্বভের ছঞ্চারে। ৩৮. ছাপ।

ওসমা[১] বিবির কথা শুন[২] সর্বজন।
দিনে দিনে বাড়ে বিবি ওসমার যৌবন[৩] ॥
বাপের চারি মাএর চারি আল্লার দেওয়া দশ[৪]।
আঠার[৫] মোকামের মধ্যে[৬] খেলে মহারস ॥
বাপের চারি চিজের[৭] কথা শুন মন দিয়া।
হাড় রগ মণি মগজ চারি চিজে দুনিঞা ॥
আল্লার দশ চিজে আছে বিদ্যমান[৮]।
দুই চক্ষু নাক মুখ আর দুই কান ॥
নিচে দুই মোকামের কথা কহিতে আমি ধান্দী।
আদ্য মোকাম জান শীরের ব্রক্ষ চান্দী[৯] ॥
কোন দিনে শরীরেত[১০] হইল কোন মোড়া।
সোমবারে[১১] তিন তেহড়ি মঙ্গলবারে দাড়া[১২] ॥
বুধবারে সৃজিল পৃষ্ঠ আর বুক।[১৩]
বৃহস্পতিবারে সৃজিল বান্দার মুখ ॥[১৪]
শুক্রবারে সৃজিল সুখের দুইটি আঁখি।[১৫]
নানান কেলি চন্দ্রমালা বেণীর উপর দেখি ॥
শনিবারে সৃজিল শুনিতে দুই কান।[১৬]
নিরবধি[১৭] পাই যথা অনাহতের ধুন ॥
রবিবারে সৃজিল[১৮] যোগের যোগ মাথা।
স্থাপন[১৯] করিয়া জীব বসাইল তথা ॥

একমাসে গর্ভ[২০] হইলে জানি বা নাজানি।
দুই মাসের গর্ভ[২০] হইলে লোকে কানাকানি ॥
তিনমাসের গর্ভ[২০] হৈলে রক্ত ঘোলা ঘোলা।
চারিমাসের গর্ভ[২০] হৈলে হাড় মাংস জোড়া ॥
পঞ্চ মাসেত করঞ্জা খাওয়াইল তখনি।
মহা সাধ[২১] খাওয়াইলে পঞ্চফুলের পানি ॥
ছএমাসের গর্ভ[২০] হৈলে মন পবন চিয়াএ।
সাত মাসের গর্ভ হৈলে সাতস্বরি[২২] খাওয়াএ ॥
অষ্টমাস হইলে উৎপাত বেদনা।
নও মাসত পাশ[২৩] ফিরাতে পারে না ॥
দিনে দিনে বিবির গর্ভ হইল ভারী।
দশ মাসের কালে[২৪] বিবি মাও বাপ স্মরি[২৫] ॥
মরি মরি বলি বিবির হিলাইল গাও।
বিষে কাতর হৈল সাহেব গাযীর মাও ॥
ক্ষেণে ঘরে ক্ষেণে বাইরে স্বস্তি[২৬] নাহি পায়।
উদরের যন্ত্রণায়[২৭] বিবি কান্দিয়া বেড়ায় ॥
উঠিতে[২৮] বসিতে নারে পৈল কাতর হয়া।
যতেক[২৯] সেহেলিগণ বসিল ঘিরিয়া ॥
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ করিয়া ভাবনা।
মন দিয়া শুন[৩০] বিবি ওসমার করুণা[৩১] ॥

লাচাড়ী

পূর্ণ[৩২] হৈল দশমাস সাহেব গাযীর গর্ভবাস[৩৩]
বিবি ওসমার কর্মফলে।[৩৪]
গর্ভে[৩৫] ছাওয়াল নড়ে অনুক্ষণ বেদনা করে
কান্দিয়া লুটাএ ভূমিতলে ॥
লেঙরির[৩৬] কান্ধে হাত দেএ ঘরে বাইরে আসে জাএ
উদরে জেন জ্বলিল[৩৭] অগনি।
আসি কোন প্রিয়া সুখে[৩৮] পানি দেও মোর মুখে[৩৯]
কান্দিয়া সকলের বলে বাণী ॥[৪০]
উদর মোর হইল ভারী উঠিতে বসিতে নারি[৪১]
শুইলে[৪২] ফিরাতে নারি পাশ।

১. ওসমার। ২. ষুন। ৩. জৈবন। ৪. দোওাদস। ৫. আটার। ৬. মর্দ্দে। ৭. চিচের। ৮. বিদ্দমান। এ পদের আগে হালমীরের পুঁথিতে দুটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথা : 'মায়ের চারিচিজের কথা শুন মন দিয়া। গোস্ত পোশ লহু চাম চার চিজে দুনিঞা॥' ৯. ব্রহ্মাচান্দি। ১০. সরিরেত। ১১. সমবারে। ১২. ডাড়া। ১৩. বুদবারে শ্রীজিল পিষ্ট আর বুক। ১৪. ব্রিহসপতিবারে শ্রিজিল বান্দার মোখ। ১৫. শনিবারে শ্রিজিল বুকের দুইটি রাখি। ১৬. শনিবারে শ্রিজিল ষুনিতে সনি দম। ১৭. নিরবদি। ১৮. শ্রীজিল জোগের জোগ মাথা। ১৯. শতাপন। ২০. গর্ব্ভ। ২১. পাও। ২২. মোহাসাদ। ২৩. সাতস্বরি শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ২৪. মাসেত। ২৫. স্বঙরি। ২৬. সোস্তশৃত। ২৭. জন্তনা। ২৮. উটিতে। ২৯. জতেক। ৩০. ষুন। ৩১. করুনা। ৩২. প্বর্ণ্ন্য। ৩৩. গর্ব্ভবাস। ৩৪. কম্মফলে। ৩৫. গর্ব্ভে। ৩৬. নেঙরির। ৩৭. জলিল আনলে। ৩৮. আসি কেন প্রিয়া ষুকে। ৩৯. আমার মোখে। ৪০. হালুমীরের পুঁথি থেকে গৃহীত। মূলে নেই। ৪১. না পারি। ৪২. ষুইলে আর ফিরাতে নারি গাও। হা-মী গৃহীত পাঠ।

চাহিতে না পারি হেঁট সূঁই জেন বিন্ধে পেট
দূরে গেল জীবনের আশ ॥
গদ গদ হৈল প্রাণ বুকে পৃষ্ঠে[১] পড়ে টান
এবে মোর মরণের দশা[২]।
সেহলি মোর বচন মান হেউতের মনুষ্য আন
এবে মুই পড়িনু নিদানে ॥
শুনিঞা বিবির কথা কান্দে সেহলি পায়া ব্যথা[৩]
ত্বরিত জাএ[৪] দাই ডাকি বার।
চলে লণ্ডড়ি দৌড়[৫] পাড়ি দাঁড়াইল দাইএর বাড়ি
কান্দিয়া কহিল বিবরণ[৬] ॥
শুনিঞা লৌড়ীর বাণী[৭] দাই বলে কহ শুনি
পরিতে না দেএ এক বসন[৮]।
যদি দেএ অগ্নিপাটের শাড়ী তবে জামু বাদশার বাড়ি
কহ জায়া ওসমার সাক্ষাত।
শুনিঞা ধাই এর বাণী লৌড়ীগণ মনে গুণি[৯]
কান্দিয়া করিল গমন।
ওসমার সাক্ষাতে গেল যত কথা সব কৈল
তোমার কপাল নহে ভাল ॥
আগে ধাই মাঙ্গে শাড়ী আসিবে তোমার বাড়ী
পিন্দিতে না পাএ কাপড়।
বিষে[১০] কাতর হইয়া অগ্নি পাটের শাড়ী দিয়া
বলে পুনঃ[১১] যাহত চলিয়া ॥
দৌড়[১২] দিয়া লেণ্ডড়ি গেল অগ্নি পাটের শাড়ী দিল
শীঘ্র[১৩] আইস ওসমার পুরে।
বিলম্ব না কর এথা শীঘ্র করি চল তথা
ও বিবি ওসমা বুঝি[১৪] মৈল ॥
সাড়ি পায়া কৌতুক মন চলে দাই চারি জন
ওসমার পুরিতে ধায়া আইল ॥
সাহেব গাযীর পাএ শেখ খোদা বখ্‌শ কএ
বল আল্লা দিন্ বয়া জাএ ॥

ইতি। ১১ পালা সমাপ্ত[১৫]।

---

১. পিষ্টে পাড়ে টান। ২. দসা। ৩. ব্রেথা। ৪. তোরা জাহ। ৫. দউড়। ৬. বিভরন। ৭. মুণিএ্রা লউরির বানি। ৮. আঙ্গুল কাপড়। ৯. লণ্ডড়িগণ মোনে গনি। ১০. বিসে। ১১. পুর্ণ্ন্য। ১২. দৌউড়। ১৩. সিগ্র। ১৪. বুজি। ১৫. সমেআপ্ত।

১২ পালা

পদ

সাড়ি পায়া দাইগণের আনন্দিত মতি।
সেহি দণ্ডে চারি দাই আইল শীঘ্রগতি।
চালের বান্ধন[১] কাটি ঘরে প্রবেশিল[২] ॥
ভয় নাহি নাহি বলি ওসমাক কোলে নিল ॥
আসিয়া চারি দাই বসিল চারিপাশে[৩]।
পৈথানে চারি সেহলি আসি বসিল কাছে ॥
কার গলা ধরি বিবি হিলাইল গাও।
কেহ করে অঙ্গে মোরছলের[৪] বাও ॥
দুনিয়ার মাঝারে ভাই মাও বড় ধন।
জার নাহি মাতাপিতা বৃথাই জীবন[৫] ॥
বাপে দিল ধন মাএ অঞ্চলে বান্ধিল।
দশ মাস দশ দিন উদরে স্থান[৬] দিল ॥
প্রসদা হইতে[৭] মাও যখন বৈসে[৮] ঘরে।
হস্তে[৯] খড়গ যম দূত দাঁড়ায়[১০] দুয়ারে ॥
মরণ সময়[১১] মায়ের পুত্র প্রসবিতে[১২]।
হেন মাএক না চিনে কলি যুগের[১৩] পুতে ॥
ছোট ছাওয়াল বড় করে খোদাক দেখিয়া।
হেন মাএক নাহি চিনে সেহি অভাগিয়া ॥
কলি যুগের[১৩] পুত্র কিলাএ বাপ মাও।
খসিয়া খসিয়া পড়িবে তাহার হস্ত[১৪] পাও ॥
বড় দুঃখে[১৫] মাতাপিতা করেন পালন।
হেন মাতাপিতা নিন্দে মুর্খ[১৬] অভাজন ॥
পিতামাতা ছাড়িয়া যে জন আগে খানা খাএ।
সোনার বাঙ্গে কামাই কর্লে কভু আটিবার নএ ॥
বাপ মাও ছাড়িয়া যদি দূর দেশে জাএ।
অঞ্চলের পঞ্চমাণিক[১৭] তার দিবসে হারাএ ॥
বাপ মাও বড় ধন শুনহ[১৮] কৌতুক।
যাহার কারণে দেখি দুনিঞার মুখ[১৯] ॥
কতবা কহিব বাপ মাএর বিবরণ[২০]।
মন দিয়া শুন[২১] ফির গাযীর জনম ॥
আওয়াল জুম্মাবারে ভূমিপর পইল।[২২]
চন্দ্রবদন মিঞা ভূমিষ্ঠ[২৩] হইল ॥
গাযীর বরণে আন্ধার ঘর হৈল আলো।
শরীরের[২৪] ছাটা জেন করে ঝলমল ॥
শরীরের[২৪] বরণ জেন জ্বলে[২৫] হুতাসন।
রবির রোদ্রেতে[২৬] জেন ঝলকে দর্পণ ॥
কত কুটি রঙ্গ জেন পড়িছে চুইয়া।
বিজলির চটক জেন মেঘেক ফাড়িয়া ॥
দুই চক্ষু জ্বলে জেন কাজলের রেখ[২৭]।
যেমন[২৮] খঞ্জন পক্ষী জিনিঞা প্রতেক[২৯] ॥
কালিয়া মেঘের আড়ে বিজলির[৩০] ছটা।
কাঞ্চা সোনা জ্বলে[৩১] জেন সেকন্দরের বেটা ॥
প্রসদা হইতে[৩২] মাও যত পাইল দুঃখ[৩৩]।
বিসরিত হৈল দেখি সাহেব গাযীর মুখ ॥
গাযীক দেখিয়া সবে হইল মূরছিত।
আকাশের চন্দ্র জেন ভূমে প্রকাশিত ॥
সুবর্ণের[৩৪] কাটারী দিয়া নাড়ি ছেদ কর্ল্ব।
সুবর্ণের[৩৪] নন্দিয়া[৩৫] পানি গোসল করাইল ॥
গোসল করায়া ছাই [লা]ক কোলে তুলি লৈল।
তবে গিয়া ওসমা বিবি চেতন[৩৬] পাইল ॥
চেতন[৩৬] পাইয়া বলে অস্তব্যস্ত[৩৭] করি।
একবার বালক[৩৮] দেও আমি কোলে করি ॥
তাহা শুনি[৩৯] দাইগণ বলে বিবির ঠাঞি।
ছাইলা দিতে আমরা ইনাম কিছু পাই ॥
তাহা শুনি[৩৯] ওসমা কহে দাইএর তরে।
কি ইনাম পাও তোরা বল দেখি মোরে ॥

১. বান্দন। ২. প্রবেসিল। ৩. পাসে। ৪. মুর্চ্ছলের। ৫. তার ব্রেথাই জন্ম। ৬. স্তান। ৭. হইল। হা. মী. হইতে। ৮. বসিল। হা. মী. বৈসে। ৯. হশ্তে। ১০. ডাড়াইল। ১১. সোমাএ। ১২. প্রবেশিতে। ১৩. জোগের। ১৪. হশ্ত। ১৫. দ্বক্ষে। ১৬. মোক্ষু অবাজোন। ১৭. আঞ্চলের পঞ্চ মানিক। ১৮. ষুনহ। ১৯. মোখ। ২০. বিভরন। ২১. ষুন। ২২. আওাল যুম্মাবারে ভূমিপর পইল। ২৩. ভূমিস্ট। ২৪. সরিরের। ২৫. জলে। ২৬. অদ্রেতে। ২৭. এক। ২৮. জেমন। ২৯. পরিতেক। ৩০. বিজ্জলির। ৩১. জলে। ৩২. হইল। ৩৩. দ্বখ। ৩৪. সোবণ্ন্যের? ৩৫. নান্দিয়া? ৩৬. চৈতন। ৩৭. অত্রবেস্ত। ৩৮. বার্ব্বক। ৩৯. ষুনি।

ধাই বলেন শুন ওসমা সুন্দরী।
এক গাছ বালা[১] পাই আর দেড় বুড়ি কড়ি ॥
ধাইএর বচনে বিবি হাসে মনে মন।
হস্ত হইতে খসাইল সুবর্ণের[২] কঙ্কণ ॥
কঙ্কণ পাইয়া সবে হরষিত হৈল।
বাহু [নাড়া] দিয়া ছাইলাক মাএর কোলে দিল ॥[৩]
কোলে লয়া ছাইলাক চুম্ব[৪] দিল মুখে[৫]।
ধড়ে[৬] আইল প্রাণ স্বর্গ[৭] পাইল হাতে ॥
সোনার কঙ্কণ পায়া পুলকিত[৮] মন।
আতুর ঘর লেপাএ[৯] দাই চারি জন ॥
তিন কোণের তিন ঘট খেড় আনিল।
পূর্ব[১০] কোণাত জায়া আতুড়ি[১১] বিছাইল ॥
কুম্ভরিয়া[১২] কাঁটা দিয়া ঘর বেড়িল।
আনিঞা বিচিত্র চেরাগ দ্বারে জ্বালিল[১৩] ॥
চন্দন কাষ্ঠের অগ্নি দ্বারে জ্বলাইল।
ঘর আলিপন করি দাইগণ বসিল ॥
চন্দ্র জেন জ্বলে গাযী মাএর কোলের পরে।
খবর হইল[১৪] বাদশার দরবারে ॥
সুবর্ণ[১৫] খড়ম পাএ আসা ডাইন করে।
হাসিতে হাসিতে আইল আন্দর ভিতরে ॥
দ্বার খোল দ্বার খোল বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে[১৬]।
কেমন ছাইলা হয়াছে দেখাও আমারে ॥
বাদশার বচনে ধাই উঠিল সত্বরে[১৭]।
বাদশার মুখেতে[১৮] শুনি[১৯] এমন বচন।
দ্বার[২০] খুলিল তবে দাই চারি জন ॥
সুবর্ণ[২১] চৌকিতে বাদশা দ্বারেতে বসিল।
দাইগণে ছাইলা আনি বাদশাক দেখাইল ॥
আনন্দে দেখেন বাদশা পুত্রের বদন।
বিসরিয়া গেল জে জনমের হুতাসন ॥
আনন্দ হইল বাদশা দেখিয়া পুত্রের মুখ[২২]।
বিসরিত হইল বাদশা জনমের যত দুঃখ[২৩]।
দেখিল বদন বাদশা পুলকিত[২৪] হয়া।
ক্ষিধা তৃষ্ণা দূরে গেল চন্দ্র মুখ চায়া ॥[২৫]
পুত্র দেখিয়া বাদশা গেলত ভাণ্ডারে।
চারি শত[২৬] টাকা দিল চারি দাএর তরে ॥
চারি দাএর হস্তে[২৭] দিল সুবর্ণের[২৮] চুড়ি।
পরিবারে দিল দিব্য[২৯] চারি পাটের সাড়ি ॥
দাইকে বিদাএ করি গেলত বাহিরে।
এ [ক] লক্ষ[৩০] টাকা ছিটাইল দুই করে ॥
কাঙ্গাল গরীব লও ধন কুড়াইয়া।
আমার বালক[৩১] জাও দোওয়া করিয়া ॥
লইয়া বাদশার ধন সর্বজন বলে।
চিরজীবী[৩২] হইয়া ছাইলা থাকুক মায়ের কোলে ॥
নানান ধন দিয়া সকলেক করিল বিদাএ।
আনন্দ হইয়া সবে আপন ঘরে জাএ ॥
বাদশাই বাজনা[৩৩] হএ নবদ বাজনি।
আনন্দ অপার নাঞি দিবস রজনী ॥
রচে শেখ খোদা বখ্‌শ গাযী জিন্দার পাএ।
বল ভাই আল্লার নাম দিন বয়া জাএ ॥
নবির তারিফ ভাই ধরহ সবাই।
শর্বরী[৩৪] পোহায়া গেল কুলি কাড়ে রাও।
শয্যা[৩৫] হইতে বাদশা তুলিলেক[৩৬] গাও ॥
অযু[৩৭] করিয়া বাদশা সাবুদ কর্ল ঈমান।
আল্লার যিকির পড়ে নবির কালাম ॥
উযির নাযির লয়া বাদশা তক্তেতে বসিল।
খোশবক্ত হইয়া দান বহুত করিল ॥
আনন্দিৎ উযীর নাযীর প্রজা সকলে ॥
দিনে দিনে বাড়ে গাযী জননীর কোলে ॥
হাজামত বানাইয়া নাই আনন্দে বসিলা।
নানান ধন দিয়া তবে নাইকে তুষিলা ॥
সুবর্ণের[৩৮] খুরী দিল দিব্য[৩৯] পাটের মোড়া।
চড়িয়া ফিরিতে নাপিতেক দিল ঘোড়া ॥
আনন্দ হইয়া নাই আপন ঘরে গেল।
এথাতে সাহেব গাযী বাড়িতে লাগিল ॥
তিন দিন চারিদিন পঞ্চদিন জাএ।
ছএ দিবসের যখন[৪০] সাহেব গাযী হএ ॥
সাইটের দিন রাত্রি যদি হইল শুভক্ষণ[৪১]।
আনন্দে করিল মাএ রাত্রি জাগরণ ॥
ঘরেতে লাগাইল প্রদীপ[৪২] সারি সারি।
চল্লিশ সেহলি বৈসে রূপে বিদ্যধরি ॥
সুবর্ণ[৪৩] পালঙ্গ কেহ দিল বিছাইয়া।
সুবর্ণ[৪৩] চান্দয়া কেহ দিল টানাইয়া ॥

১. একগছি শত। ২. সোবণ্ণ্যের। ৩. তিনবার বাহু দিয়া । ৪. চুম্ভ। ৫. মোখে। ৬. ধরে। ৭. সর্গ। ৮.
৯. লেফাই। ১০. প্বর্ব্ব। ১১. আড়ার। ১২. কুম্ভরিয়া। এক প্রকার কাঁটা-লতা। ১৩. জালিল। ১৪. পাইল। ১৫. সোবণ্ণ্য। ১৬. উঞ্চস্বরে। ১৭. সর্ত্তরে। ১৮. মোক্ষেতে। ১৯. ষুনি। ২০. দার। ২১. সোবণ্ণ্য। ২২. মোখ। ২৩. দুখ। ২৪. প্বর্ব্বকিত। ২৫. ক্ষিদা ত্রিসনা দ্বরে গেল চন্দ্র মোক্ষ চায়া। ২৬. সত। ২৭. হশ্তে। ২৮. সোবণ্ণ্যের চুরি। ২৯. দির্ব্ব। ৩০. লক্ষ্য। ৩১. বার্ল্বক। ৩২. শ্রীজিব। ৩৩. বাজনি। ৩৪. সর্ব্বরি। ৩৫. সর্জ্জা। ৩৬. তোউলাইলক। ৩৭. রযু। ৩৮. সোবণ্ণ্যের। ৩৯. দির্ব্ব। ৪০. জখন। ৪১. ষুবক্ষন। ৪২. প্রিদিব। ৪৩. সোবর্ণ্ণ্য।

দিব্য মশাল[১] আর প্রদীপ[২] সারি সারি।
ঘরের মধ্যে লাগাইল ফুলের কেয়ারী[৩] ॥
বাদশাই হাতি আর জাগে রথ রথী।
দ্বারেতে বান্ধিল বাদশা চড়নের হাতি ॥
কেতাব কোরান আনি শিওরে রাখিল।
সুবর্ণ দোওাত কলম তারি কাছে থুইল ॥
সুবর্ণ মুহুর থুইল স্থানে স্থান।
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি জ্বলে মুখখান ॥[৪]
হাতে রত্ন পাএ রত্ন কপালে রত্ন জ্বলে।
আনন্দে শুইল গাযী জননীর[৫] কোলে ॥
দুই হাতে মাএর গলা ধরিল চাপিয়া।
আনন্দে নিদ্রা জাএ আল্লাজি স্মরিয়া[৬] ॥
এহিমতে কৌতুকে রহিল সর্বজন।
সেইকালে জানিল সাহেব নিরাঞ্জন ॥
সাহেব বলেন জিবরিল শুন আমার কথা।
বিধাতার স্থানে[৭] জাএয়া তুমি দেহ বার্তা[৮] ॥
বৈরাট নগরে আছে শাহ্ সেকন্দর।
বড় খাঁ গাযী জনম হইল তাহার জে ঘর ॥
সাইটের রাত্রি আজি বড় শুভক্ষণ[৯]।
এহি সময়[১০] গাযীর কপালে করুক লিখন ॥
এমত শুনিঞা জিবরিল করিল গমন।
বিধাতার স্থানে[১১] জায়া দিল দরশন ॥
জিবরিল বলেন তুমি শীঘ্র[১২] জাহ চলে।
লিখন করোহ তুমি গাযীর কপালে ॥
বার্তা[১৩] পাইয়া বিধাতা করিল গমন।
বাদশার পুরিতে জায়া দিল দরশন ॥
বিধাতা আইল তবে নিশা ভাগে রাতি।
দেখে ঘরে জাগিয়াছে চল্লিশ যুবতী ॥
গাযীর মাও জাগে তবে ওসমা সুন্দরী।
সাহেব গাযী জাগে তবে মাএর গলাধরি ॥
তাহা দেখি বিধাতা ভাবে মনে মনে।
ইহাতে গাযীর কপালে লেখিব কেমনে ॥
এতেক ভাবিয়া বিধাতা কোন কর্ম্ম[১৩] করিল।
নিদ্রালি নিদ্রালি বলি ডাকিতে লাগিল ॥
স্মরণ শুনিঞা[১৪] নিদ্রালি আইল সেহি স্থানে।
নিদ্রা লাগাইয়া দিল সকলের নঞানে ॥
তাহা দেখি বিধাতা আনন্দিত মন।
আতুর ঘরেতে জায়া দিল দরশন ॥
থাপা দিয়া প্রদীপ[১৫] নিভাইল সেহিক্ষণে[১৬]।
ধরিয়া গাযীক তবে তুলিয়া নিল কোলে ॥
মাএর কোল হইতে[১৭] আপন কোলে নিল[১৮]।
কালি কলমে কপালে লেখিতে লাগিল ॥
কপালে লেখেন বিধাতা কি কহিব বাত।
কপালে লেখিল তবে উল্টা করি হাত ॥
উল্টা হাতে বিধাতা গাযীর কপালেত লেখে।
আপনে লেখেন তবে আপনে নাহি দেখে ॥
ললাটে[১৯] লেখিল বিধাতা করিয়া অনুমান।
ত্রিভুবনে হইবে তোমার বড় খাঁ গাযী নাম ॥
যখন মিঞা তুমি সাত মাসের হৈবে[২০]।
উচ্ছব করিয়া বাদশা তাম খাওয়াইবে[২১] ॥
পাঁচ বছরের কালে সুন্নৎ[২২] করাইবে।
মোল্লা[২৩] মাঙ্গিয়া তোমার তক্তি হস্তে দিবে ॥
সাত বছরের কালে পড়িবে কোরাণ।
রোযা নামাজ পড়ি হৈবে সাবধান ॥
সাত বচ্ছরের তুমি হৈবা বাপের ঘরে।
তোমাকে বলিবে বাপে বাদশাই করিবারে ॥
না করিবা বাদশাই লেখা জাএ গাযী পীর।
গলাএ খিলেকা দিয়া হইবা ফকির ॥
ফকির হৈয়া তুমি জাইবা দূর[২৪] দেশান্তর।
বিভা করিবা তুমি ব্রাহ্মণ নগর ॥
মটুক রাজার কন্যা বিবি চম্পাবতী।
তাহাকে করিবে বিয়া গাযী মহামতি ॥
গাযীর কপালে বেন এমত লিখিয়া।
জননীর কোলে বেন রাখিল থুইয়া[২৫]।
নিঃশব্দে[২৬] বিধাতা ঘরের বাহির হৈল।
আপনার নিজস্থানে বিধাতা চলি গেল।
মাএকে কান্দিয়া গাযী হইল জাগরণ।
কান্দিয়া ব্যাকুল গাযী হইল তখন ॥
জাগরণ হইয়া গাযী কান্দিতে লাগিল।
হায়রে দারুণ বিধি দুঃখ[২৭] কপালে লেখিল॥
গাযী বলে দীননাথ এই ছিল মনেতে[২৮]।
তবে কেনে পএদা কর্লা বাদশার ঘরেতে ॥
গাযীর ক্রন্দনে বিবি চেতন পাইল।
ও মোর সোনার[২৯] যাদুক কেবা কান্দাইল ॥
এহি বলি উঠে বিবি অস্ত ব্যস্ত[৩০] হয়া।
দেখে ঘরের সকল বাতি ফেলাছে নিভায়া ॥

১. দির্ব্বমসাল। ২. প্রিদিব। ৩. কেওাড়ি। ৪. প্বর্ন্নিমার চন্দ্র জিনি জলে মোক্ষখান। ৫. জলনির। ৬. স্বগুরিয়া। ৭. স্তানে। ৮. বাত্রা। ৯. সুবকক্ষন। ১০. মাএ। ১১. স্তানে। ১২. সিগ্র। ১৩. বাত্রা। ১৪. কম্ম। ১৫. স্বগুন সুনিঞা। ১৬. প্রীদীব। ১৭. সেহীক্ষোনে। ১৮. হইত্তে ছাওাল। ১৯. দিল। ২০. লওলাটে। ২১. হৈবো। ২২. খাওাইবো। ২৩. সুর্ন্নত। ২৪. মোর্ল্লা। ২৫. দ্বর দেসান্তর। ২৬. সুইয়া। ২৭. নিসব্দে। ২৮. দুক্ষ। ২৯. মোনেতে। ৩০. শোনার জাদক। ৩১. অশ্ত বেশ্ত।

চল্লিশ যুবতী ঘরে দেখে নিদ্রায় অচেতন[১]।
তাহা দেখি ওসমা বিবি চমৎকার মন ॥
হাএরে মোর ঘরেতে আসি এমত করিল।
আমার সোনার চান্দক কেবা কান্দাইল ॥
বাছা বাছা করি মাএ পুত্র লইল কোলে।
বিহানে জাগিল তবে সেহলী সকলে ॥
চেতন[২] পাইয়া সবে তুলিলেন গাও।
সাহেব গাজীক কোলে করি উঠে গাযীর মাও ॥
এহিমতে রহিল গাযী জননীর[৩] কোলে।
দিনে দিনে বাড়ে গাযী মহা কৌতূহলে।
বাড়িতে লাগিল গাযী রজনী দিবসে।
বাদশা বলে ছাওালের নাম রাখ একমাসে ॥
সকলের তরে বাদশা কহে এহিবাত।
চাটগাঙ হইতে বদর আইল অকস্মাৎ[৪] ॥
সাল্বা মালেক দিয়া[৫] বদর সভাতে আইল।
আলেক সাল্বাম করি সবে সম্ভাষিল ॥
বসিতে আসন দিল তাহার হাযীর।
গৌরবে বসিল [তবে] বদর ফকির ॥
সকলের তরে কহে বদর দেওয়ান[৬]।
কি কারণে সভা[৭] করিয়াছ এহি স্থান ॥
বাদশা বলে শুন[৮] ফকির সুবাক্য[৯] সুঠাম।
এক পুত্র হইছে মোর রাখ তাহার নাম ॥
বদর বলেন শুন[৮] তোরা ফকির যত ভাই।
নাম রাখি চল সবে নিজ পুরি যাই ॥
শেষকালে পুত্র দিল আল্লা হয়া রাযী[১০]।
বড় শুভা শুভে[১১] নাম রাখ বড়খাঁ গাযী ॥
হেন নাম বদর যখন রাখিল হাযুর।
সভা মিলি বলে নাম হইল মঞ্জুর[১২] ॥
সকলে বলেন নাম হইল যথা যোগ্য[১৩]।
নাম শুনিলে দুঃখ নাশ হএ তার ভাগ্য ॥[১৪]
এহি নামে তুড়িবে ঢাঙ্গাত আর ডিঙ্গ[১৫]।
এহি নামে আজ্ঞা কারী হবে ব্যঘ্র সিঙ্গ ॥[১৬]
এহি নামে তুড়িবে কাফের মূঢ়মতি[১৭]।
দস্যু দান[১৮] মারি করিবে দূর্গতি ॥
এ নামে তুরিবে কেহ আখেরেতে পার।
দুঃখ নাশ[১৯] হৈবে কেহ হৈবে সংহার ॥
পাতক তরিয়া কেহ হবে ভিস্তবাসী।
জে জন দিলগির হবে সেই সর্বনাশী ॥
গাযীর ইসম[২০] যার মনে নাহি লাগে।
আচম্বিত[২১] ধরি খাবে অরণ্যের[২২] বাঘে ॥
কহে শেখ খোদা বখশ বাস কিষ্টপুর।
বদরে রাখিল নাম সবার মঞ্জুর[২৩] ॥

পদ।

বল ভাই আল্লারি নাম বারে এহিবার।
বদন ভরিয়া বল আল্লা মোহাম্মদ মাদার ॥
সকলে বলেন বাদশা রাখিলাম নাম।[২৪]
বিদাএ হয়া জাই সবে আপন[২৫] মোকাম ॥
মেযবানি খাইল সবে বাদশার আন্দরে।
বিদাএ হয়া গেল সবে আপনার ঘরে ॥
মজলিশ উঠিয়া গেল হইল সন্ধাকাল[২৬]।
পড়িয়া আছিল তথা একটি ছাওয়াল ॥
পঞ্চ বচ্ছরের বয়স নহেত অজ্ঞান।[২৭]
দেখিতে সুন্দর ছাইলা দেখিতে বাখান ॥
বসিয়া গড়ের কাছে করিছে ক্রন্দন।
শুনিল ক্রন্দনের ধ্বনি উযীর সুভাজন ॥
উযীর বলেন কার ছাইলা কান্দ অকরুণে[২৮]।
ধীরে ধীরে আইল উযীর ছাইলার সামনে ॥
উযীর বলে কেন কান্দ কোথাকার ছাওয়াল[২৯]।
বাপ মাও তোর কোথা আছে হয়া নিঞ্জাল ॥
দেখিয়া সুন্দর[৩০] ছাইলা ধরে তার হাত।
আয়রে সুন্দর[৩১] ছাইলা আমার সভাত[৩২] ॥
আমার বাদশার পুত্র থাকেন একেলা।
দিবা রাত্রি তুমি কর তাহার সঙ্গে খেলা ॥
এহি বলি সুন্দর ছাওয়াল করিল সঙ্গতি।
ভেটিল বালক লয়া যথা রাজ্যপতি ॥
দেখি শাহ সেকন্দর উযীরেক কএ।
এমত সুন্দর বালক পাইলা কোথাএ ॥
উযীর বলেন গড় দ্বারে আছেন বসিয়া।
আমি জাএয়া আনিলাম ক্রন্দন শুনিয়া ॥
বাদশা বলেন শুন[৩৩] ছাইলা থাক কোন ঠাঞি।
বালকে বলেন মোর হুশ কিছু নাই ॥

১. অচৈতন। ২. চৈতন। ৩. জলনির। ৪. অকসাত। ৫. দিল। ৬. দেওান। ৭. সবা। ৮. ষুন। ৯. ষুবাক্য ষুটাম। ১০. আজি। ১১. ষুবাষুবে। ১২. মঞ্জর। ১৩. যথাযুগ্য। ১৪. নাম ষুনিলে দুক্কুলাস হএ তার ভাগ্য। ১৫. ঢিঙ্গ। ১৬. এহি নামে আগ্রাকারি হবে ব্রেগ্রসিঙ্গ। ১৭. মোড়মতি। ১৮. দস্যজান। ১৯. দুক্কলাস। ২০. ইছম। ২১. অচমভিত। ২২. অরন্নের। ২৩. মঞ্জুর। ২৪. সকলে বোলেন বাদসা আখিলাম পত্রের নাম। ২৫. আপনার। ২৬. সন্দাকাল। ২৭. পঞ্চ বসৃছছরের বএষ নহেত অগ্যান। ২৮. অকুরুনে। ২৯. ছাওাল। ৩০. ষুন্দর। ৩১. সবাত। ৩২. ষুন।

আল্লা পাঠাইল উহাক গাযীর দোসর।
কে পারে চিনিতে উহাক আলম ভিতর ॥
বাদশা বলে বালক[১] বচন মোর ধর।
পোষ্য পুত্র[২] হয়া তুমি থাক আমার ঘর ॥
আমার গাযীর সঙ্গে নিত্য[৩] কর খেলা।
মোর গাযী ফকির হইলেও হৈও তার চেলা ॥
হেনবাক্য যখন বাদশা কহিল আপন মুখে[৩]।
তক্তে থাকি নিরাঞ্জন ফকিরবক্ত লেখে ॥
সাক্ষী হইও দোস্ত নবি আমার কথায়।
পিতা হয়া হেন বলে রদ নাহি হএ ॥
আর বার বলে বাদশা ছাইলার হাযীর।
গাযী যদি হএ বাদশা তুমি হৈবা উযীর ॥
কিমতে হইবে[৪] বাদশা বুদ্ধি[৫] তোমার কম।
খণ্ডিত না হবে আর আল্লার কলম ॥
যার ভাগ্যে যে লেখিছে নাথ নিরাকার[৬]।
এ আল্লা না পারিবে খণ্ডাইতে আর ॥
কহে বাদশা সেকন্দর শুন সুভাজন[৭]।
এহি ছাইলার[৮] নাম কিবা রাখিব এখন ॥
সুভাজন উযীর বলে বাদশার হাযীব।
এহি বালকের নাম কালু দস্তগীর ॥
কালা বর্ণ[৯] দেহা উহার কালু হৈল নাম।
অবশ্য[১০] কাফের তুড়ি করিবে মুসলমান[১১] ॥
বাদশা বলে এহি নাম রাখিলাম ইহার।
গাযীর দোসর হইবে হরষিত অপার ॥
এহিমতে রহিল কালু[১২] বাদশার পুরিত।
শিশু[১৩] সঙ্গে খেলে খেলা হয়া হরষিত ॥
শাহ গাযী বাড়ে [তবে] ওসমার কোলে।
অন্ধকার পুরী জেন শত চন্দ্র দোলে ॥
এক বছর বহি গেল দোহজে বচ্ছর।
ধীর[১৪] নহে গাযীর অঙ্গ[১৫] হাটে খরতর ॥
ক্ষেণে বা[১৬] আছাড় পড়ে ক্ষেণে ধীরে উঠে।
হেনজে গাযীর আছে ফকিরি ললাটে[১৭] ॥
দ্বিতীয়[১৮] বছর গেল তৃতীয়[১৯] প্রবেশে।
খরতর কহে বাক্য ফেরেন আওয়াসে ॥
চারি বছর যখন হইল উপস্থিত[২০]।
কুকিলার ধ্বনি জেন মুখে গাএ গীত ॥[২১]
পঞ্চ বছরের[২২] যখন গাযী হইল।
মোল্লা[২৩] আতাক ডাকিয়া তখনি আনিল ॥
বসিতে আসন তাকে সত্বরে[২৪] জোগাএ।
গাযীক আনিঞা বাদশা তার হস্তে দেএ ॥
শিরিনি করিয়া বাদশা ডাকিলেন লোক।
জুম্মার[২৫] রোজে গাজিক দিল তক্তির সবক ॥
তক্তি পড়িয়া গাযী সিফারা[২৬] অবশেষে।
কোরান পড়িল গাযী পূর্ণ[২৭] দুই মাসে ॥
কোরান পড়িয়া মিঞা করিল তামাম।
ফারসী নাগরী পড়ে নবির কালাম ॥
পড়িলেন সকল বিদ্যা[২৮] করিলেন ভেদ।
শিখিলেন চৌদ্দ শাস্ত্র[২৯] আর চারি বেদ ॥
সিপাই[৩০] ধানুকীর সঙ্গে ফিরেন নগরে।
পশু পক্ষী[৩১] মারে মিঞা গাণ্ডীবের শরে ॥
অস্ত্র[৩২] বিদ্যা শিখিলেন আর নানান ছন্দ।
ললাটে[৩৩] বাদশাই নাই ফকির অনুবন্ধ[৩৪] ॥
শিখিলেন বিদ্যা[৩৫] যত কি কহিব আর।
কে জানে এমত বিদ্যা[৩৬] শক্তি আছে কার ॥
কালু পালক ভাই সঙ্গে ফিরে নিরবধি[৩৭]।
বাউলের মত ফিরে শাস্ত্র[৩৮] সব ভেদি ॥
মায়ের দুলাল হৈল বাপের জীবন।
একতিল না দেখিলে আকুল পরাণ ॥
কহে শেখ খোদা বখশ শুনহে কাহিনী।
এখন গাযীর মন হইবে উদাসিনী ॥
ইতি। ১২ পালা সমাপ্ত[৩৯]।

---

১. উজির। ২. পসপুত্র। ৩. নিত্তী। ৪. মোখে। ৫. হইবা। ৬. বুদ্ধি। ৭. নৈরাকার। ৮. মুভজোন। ৯. ছাইর্ল্যার। ১০. বর্ণ্ণ্য। ১১. অর্ব্বস্য। ১২. মোছলমান। ১৩. কার্ল্ব। ১৪. সিষু। ১৫. ডিড়। ১৬. রঙ্গ। ১৭. খেনে। ১৮. লওলাটে। ১৯. দ্বতিয়া। ২০. তিতিয়া প্রবেসে। ২১. উপস্তিত। ২২. কুকিলার ধ্বনি জেন মোখে গাএ গিদ। ২৩. বছর্ছর। ২৪. মোণ্ন্যা। ২৫. সর্ত্তরে। ২৬. যুম্মার। ২৭. সিপারা। ২৮। পূর্ণ্ন্যা। ২৯. বির্দ্দা। ৩০. সাশ্তর। ৩১. সিফাই। ৩২. পষুপক্ষি। ৩৩. অশ্তর। ৩৪. লওলাটে। ৩৫. অনুবন্দ। ৩৬. বির্দ্দাজতো। ৩৭. বির্দ্দা। ৩৮. নিরবদি। ৩৯. সাত্রর। ৪০. সমেআপ্ত।

১৩ পালা

দিসা : আরে মন উদাস[১] হৈল।
নিঠুর[২] মওলার পাএ মন রইলরে বান্ধা[৩] ॥

পদ

শুনহ মুমিন ভাই আশ্চর্য[৪] বিচার।
সকলের বৈরি আল্লা দোস্ত নয়[৫] কাহার ॥
আল্লার করনি ভাই কিছুই নহে মন্দ।
এক অবিচার করে সেই বড় ধন্দ ॥
বাপ মাও থাকিতে কেনে পুত্র আগে মরে।
এহি কত[৬] অবিচার করেন সংসারে ॥
আগে মরুক মাও তার বাপ মরুক পাছে।
তার পাছে পুত্রক নিয়া জাউক যমরাজে ॥
হেন অবিচার কেন করে আল্লাজি।
কিবা আপরাধে [করে] আমি জানি কি ॥
আর দিন বড় খাঁ গাযীর শুনহ উত্তর।
খানা পানি খাইল মিঞা আপনার আন্দর ॥
খানা পানি খায়া মিঞা হরষিত অপার।
মনেত খাএশ হৈল জাবে শিকার করিবার ॥
জোড় দস্তে হইল খাড়া বাপের বিদ্যমান[৭]।
পিতা এক কথা স্মরণ মোর হৈল আন ॥[৮]
শিকার[৯] করিতে জাব অরণ্য[১০] কাননে।
হুকুম করোহ বাবা আসিব সকালে ॥
শুনিঞা বাদশা সেকন্দরের উড়িল[১১] জীবন।
হেন বুদ্ধি তোমাকে দিল কোনজন ॥
জে জনে দিয়াছে বুদ্ধি[১২] তার যাবে শির[১৩]।
গিয়াছিল যুলহাউস পুত্র না আইল ফির ॥
যদি জাইতে চাও কাননে শিকারে।
ধরিয়া করিব শাস্তি[১৪] সভার ভিতরে ॥
না জাও কাননে মোর শিকারের[১৫] কার্য নাই
পাটেতে বসিয়া বাবা করহ বাদশাই ॥
গাযির হইল নয় বছর পূর্ণিত[১৬]।
আল্লার গজব আসি হৈল উপস্থিত ॥
ত্রাস পাইয়া গাযী না বলিল আর।
সত্বরে[১৭] চলিয়া গেল আন্দর মাঝার ॥
মাএর সাক্ষাতে গেল বিষাদিত মন।
ওসমা বলেন বাবা মলিন কি কারণ ॥
গাযী বলে শুন মাও মোর নিবেদন।
শিকার করিতে মোর ইচ্ছা হৈল মন ॥
আপনে হুকুম মোকে করহ জননী।
খিড়কির পথে আমি লোক ডাকি আনি ॥
করিয়া লোকের সাজ এহি পথে জাই।
ওসমা বলেন বাবা শিকারে[১৮] কাজ্য নাই ॥
এক পুত্র গেল মোর হৃদে[১৯] শেল দিয়া।
তোমাকে পাইনু বাবা বহুত কান্দিয়া ॥
তুমিহ জাইতে চাও মোকে পরিহরি।
তোমাকে হুকুম দিবে কোন দুরাচারি ॥
না বল না বল বাবা হেন কুউত্তর।
একথা শুনিঞা মোকে লাগাএ ফাঁপর ॥
তোর ভাই যুলহাউস গেল শিকার করিবারে।
পুনর্বার[২০] বাহুড়িয়া না আইল ঘরে ॥
মাএর সাক্ষাত গাযী জবাব নাহি পাইল।
অন্তরে মলিন হৈয়া কিছুই না বুঝিল ॥
শির হেঁট[২১] রৈল মিঞা মাএর সাক্ষাত।
পশ্চিম আকাশ[২২] কোণে গেল দিননাথ ॥
দিবা গেল সন্ধ্যা হৈল পহরেক রজনী।
আন্দরে তৈয়ার বিবি করে খানাপানি ॥
গাযীক ডাকিয়া বিবি খাওয়াইল[২৩] খানা।
মহলে ঢালিয়া দিল উত্তম বিছানা ॥
খানা পানি খাএয়া গাযী তথাএ শুইল।
আল্লার আদেশ তবে গাযীক হইল ॥

১. উদাষ। ২. নিস্টুর। ৩. বান্দা। ৪. আচাজ্য। ৫. দোশ্ত লয়ে। ৬. কথা। ৭. বির্দ্দ্যমান। ৮. পীতা এক কথা স্বঙরোন মোর মনে হৈল আন। ৯. সিকার। ১০. অরূনু। ১১. উড়াইল জিবন। ১২. বুর্দ্দি। ১৩. সির। ১৪. সাশ্তি সবার। ১৫. সিকারের কাজ্য। ১৬. প্বন্নিত। ১৭. সর্ত্তরে। ১৮. সিকারে। ১৯. হিদে সেল। ২০. প্বর্ন্যর্বার। ২১. সির হেস্ট। ২২. পর্ক্তিম আসাড়। ২৩. খাওাইল।

কহে শেখ খোদা বখ্‌শ গাযী জিন্দার পাএ।
জিবরাইল ফিরিশ্‌তাক হুকুম করিল খোদাএ ॥
শুনহ ফিরেশ্‌তা তুমি হুকুম আমার।
গাযী কেন ভুলিয়া রৈল ইস্‌ম্‌ আমার ॥
গাযীর কর্ণেত[১] তুমি পড় উড়াণ্ড দিয়া।
স্বপনে[২] আমার নাম আইসহ শুনাইয়া ॥
শুনিঞা চলিল তবে খোদার আএবারি।
নিশি ভাগ রাত্র হৈল বৈরাট নগরী ॥
গাযীর মন্দিরে তবে জায়া প্রবেশিল।
গাযীর কর্ণেত[১] পড়ি কহিতে লাগিল ॥
শুন পীর বড় খাঁ গাযী আদেশ খোদার।
ভুলিয়া রহিলে কেনে ইস্‌ম্‌ আল্লার ॥
আল্লা পাঠাইল তোকে হইতে ফকির।
কেনে পাসরিয়া রৈলা তাহার যিকির[৩] ॥
এহিক্ষণে জাও তুমি নিজ পুরী ছাড়ি।
আল্লার ফকির হইয়া ফির বাড়ী বাড়ী ॥
হেলায় না জাও ক্রুদ্ধ[৪] হবে পরয়ার।
গুণাগাব হবে তুমি আল্লার গোচর ॥
কোন কর্ম্মে[৫] পাঠাইল কর কোন কাম ॥
পাসরিয়া রৈলা কেন আল্লাজির নাম ॥
হেন স্বপন[৬] দেখাইয়া ফিরেস্তা খোদার।
ত্বরিত[৭] চলিয়া গেল আল্লার দরবার ॥
হরিষ হইলা তবে নাথ নিরঞ্জন।
সালাম[৮] করিয়া বৈসে ফিরেস্তা তখন ॥
চেতন[৯] পাইল গাযী উঠিল কান্দিয়া।
হাহাকার করি কান্দে আল্লাজি বলিয়া ॥
কান্দিযা পাড়িল গাযী আল্লার যিকির।
কাইল আমি হৈয়া জাব তোমার ফকির ॥
ওসমা শুনিল যদি কান্দনের ধ্বনি[১০]।
অস্তে ব্যস্তে[১১] উঠে বিবি গাযীর ক্রন্দন শুনি ॥
বাছা বাছা করি বিবি গাযীক নিল কোলে।
কেন কান্দ প্রাণ বাছা রাত্রি নিশাকালে ॥
কি স্বপন[১২] দেখিলা বাবা বলো মোর পাশ।
কি স্বপন[১২] দেখিয়া বাবা মনে পাইলা ত্রাস ॥
থরথর করে গাযী মহল মাঝার।
আমার উপরে হৈল গজব আল্লার ॥
পুনর্বার[১৩] বড় খাঁ গাযী শুইয়া[১৪] নিদ্রা গেল।
বিকৃত[১৫] আকারে পুনঃ[১৬] স্বপন দেখিল ॥

এহি স্বপন দেখিল যে আল্লার দরবার।
দৈত্য গণে[১৭] ধরি গাযীক করিল প্রহার ॥
দৈত্যগণে[১৭] বলে বেটা পাপ দুরাচার।
লঙ্গন করিলু কেনে হুকুম আল্লার ॥
হেন স্বপন দেখি গাযী আর পাইল ভএ।
পুনর্বার[১৮] উঠে কান্দি আপন শয্যায় ॥
ওসমা বলেন বাবা শুন মন দিয়া।
পুনর্বার[১৮] ক্রন্দন কর কিসের লাগিয়া ॥
স্বপন দেখিলা দৈত্য দেব আর পরি।
স্বপনে দেখিলা দুষ্ট পাপ গ্রহচারী ॥
তকারণে ভয় পাইয়া করিছ ক্রন্দন।
কহ দেখি সেহি কথা স্বপন কেমন ॥
রাও নাহি কড়ে গাযী কান্দে ফুকারিয়া[১৯]।
নিরবধি[২০] কান্দে গাযী আল্লাজি স্মরিয়া[২১] ॥
এহিরূপে ক্রন্দন করি গঙাইল সারারাতি।
প্রভাত সময়[২২] মিঞা উঠে শীঘ্রগতি[২৩] ॥
অযু[২৪] বানাইয়া গেল বাপের হাযীর।
আজি আমি হয়া জাব আল্লার ফকির ॥
নগরে ফিরিব আমি লয়া আল্লার নাম।
এহি বলি পিতায় আগে করিল সালাম ॥
শুনি শাহ সেকন্দর বড় ক্রোধ হৈল।
কি বলিলা কি বলিলা গর্জিয়া উঠিল ॥
আর বার বল দেখি অধম ছাওয়াল[২৫]
গাযী বলে গলে দিব নবিজির হাল॥
বাদশা বলে শুনরে বর্‌বর্‌ পুত্র মোর।
বসিয়া বাদশাই কর তক্তের উপর॥
গাযী বলে শুন পিতা বচন আমার।
সকল ছাড়িয়া হব ফকির আল্লার॥
বাদশা বলেন শুন পাত্র সুভাজন[২৬]।
বাদষার পুত্র বাদশা হয়া কি বলে বচন॥
বাদশা বলে শুন বাবা কথা মোর ঠাঞি।
তক্তে বসিয়া কর বৈরাটের বাদশাই॥
মুল্লুকে মুল্লুকে[২৭] কিরুক দোহাই তোমার।
দেখি মোর চিত্তে হইক আনন্দ অপার॥
গাযী বলে না করিব বৈরাটের বাদশাই।
এহি দণ্ডে দেখ আমি ফকির হয়া জাই॥
ক্রোধ হইলেন সেকন্দর বলে মার মার।
সবে বলে গাযীর প্রাণ রক্ষা নাহি আর॥

১. গাজির কর্ন্নেত। ২. সর্পনে। ৩. জিগির। ৪. ক্রোধ্য। ৫. কর্ম্মে। ৬. সর্পন। ৭. ত্তরিত। ৮. ছার্ল্লাম। ৯. চৈতন। ১০. ধনি। ১১. অস্তেবেস্তে। ১২. সর্পন। ১৩. প্বর্ন্ন্যবার। ১৪. মুইয়া। ১৫. বিক্রিত। ১৬. প্বর্ন্ন। ১৭. দ্বর্ত্তগনে। ১৮. প্বর্ন্নবার। ১৯. ফিকোড়িয়া। ২০. নিরবদি। ২১. স্বরিয়া। ২২. সোমাএ। ২৩. সিগ্রগতি। ২৪. য়যু। ২৫. ছাওাল। ২৬. মুভজন। ২৭. মোর্ল্লকে ২।

থর থর কাঁপে বাদশা তক্তের উপর।
মারিয়া পাঠাও বেটাক যমের নগর॥
আমি বাদশা সেকন্দর জানা এ সংসার।
আমার পুত্র ফকির হবে এ কোন অবিচার॥
গেছে[৪] হাউস পুত্র বিসরিনু মনে।
দুষ্ট গাযী জাউক মোর তাহারি পৈথানে॥
মারি ফেলামু তোকে গলাএ দিয়া ছুরি।
হাউসের পিছনি[৫] জাও মোর প্রাণের বৈরী[৬]॥
পুনর্বার[৭] কহে বাদশা করিয়া মিনতি[৮]।
না কর চিত্তেতে বাছা হেন কুমতি॥
এক পুত্র বিনে মোর আর কেহই নাই।
হরিষে বসিয়া করো তক্তের বাদশাই॥
জনমের দুঃখ[৯] মোর জাউক বিসরিয়া।
হরিষে দেখিব আমি নঞান ভরিয়া॥
এক পুত্র জাইবা তুমি ফকির হইয়া।
ঘরেতে রহিব আমরা কি ধন লইয়া॥
কি দেখিয়া রব ঘরে আর কেহ নাঞি।
আন্ধার[১০] করিতে চাও বৈরাটের বাদশাই ॥
হেন বোল নাহি বল অবোধ[১১] ছাওয়াল।
হেন কর্ম্ম[১২] নহে ভাল মিথ্যাই[১৩] জঞ্জাল ॥
ক্রোধ হয়া গাযী বলে শুন বাবাজি।
আল্লার ফকির আমি বাদসাইর কাজ কি ॥
তোমার বাদশাই বাবা পাটের উপর।
আমার বাদশাই আল্লার আলম ভিতর ॥
তোমার বাদশাই থুইছ কাগজে লেখিয়া।
আমার বাদশাই হদ আন মযুড়িয়া ॥
তোমার যমা আছে লেখা মোর যমা নাই।
মোর যমার হদ আছে যথা আল্লা সাঞি ॥
ক্রোধ হয়া বলে বাদশা দূর মূঢ়মতি[১৪]।
গোলে ফেলি দেহ ইহাক খুচিয়া মারুক হাতি ॥
সুধন মাহুত তবে ছিল হাতিশালে।
তাহাকে হুকুম বাদশা করিল হেনকালে ॥
তোমাকে বলঙ সুদন শুন মোর কথা।
শীঘ্রগতি[১৫] সাজি আন সহস্র[১৬] গজ মাথা ॥
এহি নিষ্ঠুর[১৭] গাযীক ফেলায়া দেহ গোলে।
মরুক দারুণ পুত্র হস্তীর খুরতলে ॥
সুধন মাহুত বলে ধরি তোমার পাও।
গাযীর বদলে তুমি আমাকে মন্দ কও ॥
ক্রোধ হয়া বলে বাদশা নাহি এথা কেও।
সুধন মাহুতের তাঞি শির কাটি লও ॥
সুধন মাহুত বলে মইলাম দেখি আজি।
আমি যদি প্রাণে মরি কি করিব গাযী ॥
আপনে মরিলে ভাই বাপের নাহি কাজ।
এহিক্ষণে হাতি আনি করি দেই সাজ ॥
লড় দিয়া জাএ মাহুত না বান্ধে কাপড়।
হাতী শালে পড়িয়া করিয়াছে ধড়ফড় ॥
সুধন বলেন সব মাহুত বরবর।
ভাল মন্দ হৈলে তোরা না দেও খবর ॥
আমাকে মারেন বাদশা করিয়া দুর্গতি।
এতক্ষণ সাজন কেনে নাহি কর হাতি ॥
চমৎকার হৈল [তবে] যতেক মাহুত।
প্রকাণ্ড কুঞ্জর [তবে] সাজে অদভূত ॥
প্রথমে সাজিল হাতি নাম বড়দন্ত।
বৃহৎ[১] বিবর[২] হাতি নাহি যার অন্ত ॥
শিলা মুঞা বজ্র চাকি অরুণ নঞান।[৩]
সিংহধাম ঘনশ্যাম আর দীর্ঘকান ॥[৪]
মূলা[৫] দাঁতা কুণ্ডলি সাজিল ডুম্বরা।
মেড়ুভঙ্গ তাল জঙ্গ সাজিল কুঞ্জরা ॥
কাল জম গমাগম আর ঘণ্ট মুড়ি[৬]।
হুহুঙ্কারে[৭] চলে হস্তী দন্ত ভিড়াভিড়ি ॥
ঐরাবত[৮] সমান হস্তী যম অবতার।
হীরা বান্ধা দন্ত হাতির চকচকে ধার ॥
দুম্ দুম্ গুমগুম হাতির চলন।
গণ্ডশাল মহাকাল চলিল তখন ॥
হেন সব হস্তীগণ করিল তৈয়ার।
সকল মাহুত হৈল হস্তীতে সোয়ার[৯] ॥
মাহুত হস্তী চলাএ সঙ্কারের[১০] ঘালে।
গাযীক ফেলায়া দিল হস্তীর পদতলে ॥
কহে শেখ খোদা বখশ গাযীর কৃপাএ[১১]।
বলহ আল্লার নাম সকলের হৃদয় ॥

ইতি। ১৩ পালা সমাপ্ত।

১. গ্যেছে। ২. নিছনি। ৩. বরি। ৪. পুর্ন্নবার। ৫. মিন্ন্যতি। ৬. দ্বক্ষু। ৭. আন্দার। ৮. অবোদ ছাওাল। ৯. কন্ম। ১০. মির্থাই। ১১. মুড়মতি। ১২. সিগ্রগতি। ১৩. সহশৃত। ১৪. নিষ্টুর। ১৫. বিহুতি। ১৬. বিম্বর। ১৭. সিলা মোঞা ব্রজ চাকি অরুন নঞান। ১৮. সিঙ্গধাম ঘনেসাম আর দির্ঘকান। ১৯. মোলা। ২০. ঘণ্ট মোড়ি। ২১. হুহাঙকারে। ২২. ঐরাপোত। ২৩. সোওার। ২৪. সঙ্কারের = অঙ্কুশের? ২৫. কিপাএ।

১৪ পালা

ত্রিপদী ছন্দ

ক্রোধে বলে সেকন্দর ধরহ গাযীর কর
ফিক গাযীক হস্তীর[১] ভিতরে।
হেন দুষ্টক দেখে কে সত্বরে[২] ফেলায়া দে
মরি জাউক হস্তীর পদ ভরে ॥
শুনি পাইক সরদার ধানুকীয়া[৩] চোকদার
গাযীক ধরিতে সবে জাএ।
যেবা জন নাহি ধরে গালি দেএ সেকন্দরে
তলয়াবে মারিতে তাকে ধাএ ॥
ভয় পায়া সব নরে গাযীক সকলে ধরে
লয়া যায় হস্তীর[১] পদতলে।
পাইক গণে সবে ধাএ গাযীক মারতে জাএ
মার মার সেকন্দরে বলে ॥
কেহ ধরে হাত পাও কেহ শির কেহ গাও
লয়া জাএ করিয়া হাতা হাতি।
পাছে বলে সেকন্দর এখন আস পাটের পর
কর বাছা বৈরাটের বাদশাই।
কান্দে গাযী মনে ব্যথা[৪] শুন পিতা সত্য কথা[৫]
তোমার বাদশাই আমি নাহি চাই ॥
আমার ললাটে মাওলা লেখিছে যতেক লীলা
অবশ্য ফলিবে সেইফল।[৬]
নাহি মোর রাজ্যের[৭] কাম জপিয়া আল্লার নাম
এহিক্ষণে মারিতে লয়া চল ॥
শুনিয়া গাযীর হাত শিরে পৈল বজ্রাঘাত[৮]
মার গাযীক না রাখিব আর।
হস্তী লাগায়া দন্ত ফারুক গাযীর অন্ত
হেন দুষ্ট না দেখিব আর ॥
মনে মোর ছিল সাধ না ছাড়িল আপন বাদ
তার সঙ্গে কিসের পিরিত।
গাযীর কদম শিরে আওয়াল আখেরে
পদ বন্দ করিয়া ভকতি।

১. হশ্তির। ২. সর্ত্তরে। ৩. ধন্বকিয়া। ৪. ব্রেথা। ৫. সর্ত্তকথা। ৬. আমার লওলাটে মোওলা/লেখিছে জতেক লিলা/অর্ব্বসে ফেলিবে সেই ফল। ৭. রাজ্জের। ৮. বর্জ্জঘাত। ৯. ভগতি। ১০. লাখে।

পদ

লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরিবারে জাএ।
ধর কর যত চর ঘনসর বএ ॥
যেন চোরে চুরি করে তাকে ধরি যেন।
তাড় তাড় মার মার সোরসার হেন ॥
হাতে পাএ ধরে তাএ লয়া পাইকে।
যেন করে মাছ ধরে সমুদ্রেতে[১] লোকে ॥
এহি মতে হাতে হাতে ফেলে তাকে ধরি।
যত হাতি ভিতা ভিতি এক সাথে[২] করি ॥
সেকন্দরে বলে মোর অখন তোর নামে।
জনম ভরি গেল মরি ফুরাইল কামে ॥
বলে গাযী শুন আজি ধনে মাতি আছ।
মোকে ধরি হৈয়া বৈরি তোমবা মরিতে চাহ ॥
গাযী কান্দে অনুবন্ধে[৩] না না ছন্দে রাও।
বন্দশিরে তদপরে গাযী জিন্দার পাও ॥
যখন লইয়া গেল হস্তীর বহরে।
নিদানে পড়িয়া গাযী আল্লা আল্লা স্মরে[৪] ॥
একশত হস্তীর সাক্ষাতে কাল দর্প।
গাযীকে মারিতে চলে যেন কাল সর্প ॥
বিষম আকার [হস্তী] দেখিতে প্রাণ উড়ে।
পর্বত সমান মুদগর[৫] বান্ধিলেক শুঁড়ে[৬] ॥
ঐরাবত[৭] সমান হস্তী যম অবতার।
হীরা বান্ধা[৮] দন্ত জার চক চক ধার ॥
তাল খেজুর[৯] জিনি হস্তীর দন্ত ও দীঘল[১০]।
পাঁচ সাত জন লোক থাকে দন্তের তল ॥
মহাক্রোধে চলে হস্তী নিঃশ্বাস খরতর।
হাড়িয়া কোণেতে জেন গর্জিয়া আইল ঝড় ॥
পৃথিবী[১১] কাঁপিয়া চলে গাযীক মারিবার।
ধুলায় আন্ধার হৈল সকল সংসার ॥
কান্দে গাজী দয়ার হাজি তরাও এহিবার।
হেন নিদানে মোর নাহিক নিস্তার ॥
পিতা হয়া অসহায়[১২] হৈল মিত্র নাহি কেও।
পড়িলাম দুর্জনেব[১৩] হাতে তরাইয়া লেও ॥
তুমি না তরাইলে মোর বান্ধব[১৪] আছে কে।
হেন খবর না জানে মাএ তরায়া লবে সে ॥
সেহিকালে লড়িলেন আল্লার আসন।
অল্লা বলে দোস্ত[১৫] নবী কোথাএ দেহ মন ॥
আমার আসন দোলে কিসের কারণ।
পয়গম্বরে[১৬] বলে গাযী করিছে ক্রন্দন ॥
নবি বলে শুন আল্লা পরওয়ারদিগার।
বড়খাঁ গাযীক পাঠাইছ[১৭] জনম লইবার ॥
বাদশাই না করে গাযী তক্তের উপরে।
হস্তীর তলে ঢালে বাদশা প্রাণ বধিবারে ॥[১৮]
হাহাকার করি তবে বলেন নিরাঞ্জন।
আমার ফকির গাজীর কে বধে[১৯] জীবন ॥
করমে নযর[২০] গাযীকে বখ্‌শিল[২১] খোদাএ।
গাযীর শরীর জেন হইল বজ্রকাএ।[২২]
বেড়িয়া কামড় মারে গাযীর শরীরে।
না ফুটে হস্তীর[২৩] দন্ত গাযীর উপরে ॥
আল্লার নাম জপে গাযী করিয়া ধ্যান।
অঙ্গে লাগি হস্তীর[২৩] দন্ত হৈল খান খান ॥
দন্তের বেদনাতে হস্তী বড় দুঃখ[২৪] পাএ।
মাহুত মরিয়া হস্তী ডাকিয়া পালাএ ॥
আল্লার ফরমান হৈল বড় খাঁ গাযীর আগে।
গাযীকে ছাড়িয়া হস্তী[২৩] হৈল একদিগে ॥
হৈল আল্লার গজব যত হস্তীর[২৩] পর।
গাযীক সালাম[২৫] করি হস্তী[২৩] উঠিয়া দিল লড় ॥
গাযীক দেখিয়া হস্তী[২৩] নাহি নাড়ে মুণ্ড[২৬]।
পলাইল লড় দিল লুকাইয়া শুণ্ড[২৭] ॥
পলাইল যত হস্তী[২৮] দশনে[২৯] অঙ্গহানি।
পদভরে হুহুঙ্কারে কম্পিত মেদিনী[৩০] ॥
হস্তী হইতে পড়িয়া মাহুতের ভাঙ্গে হাত।
কত হস্তী[২৮] পাড়া দিল মাহুতের মাথাত ॥
মালিকে বলেন শুন[৩১] হুর পরিগণ।
গাযীর উপরে কর ফুল বরিষণ[৩২] ॥
মাথা ফাটি মৈল লোক জে বাঁচিল আর।
বাদশার সামনে[৩৩] জায়া কহে সমাচার ॥
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ[৩৪] পয়ার প্রবন্ধ[৩৫]।
হেন অবিচার শুনি[৩৬] মনে লাগে ধন্দ ॥
দেখি বাদশা সেকন্দর বলে হাএ হাএ।
গাযীক কোলেত করি আপনে বুঝাএ ॥
অহে প্রাণ পুত্র হৈলা শুন[৩৭] আমার উত্তর।
এক পুত্র হৈলা তুমি জন্মে[৩৮] সুখ মোর ॥

---

১. সমুদ্ররে। ২. সাত্তি। ৩. অনুবন্দে। ৪. স্বরে। ৫. মগ্দগুর। ৬. ষুড়ে। ৭. ঐরাপোত। ৮. হিরাবান্দা। ৯. খাজুর। ১০. দিগল। ১১. প্রিথিবি। ১২. অসাঞ। ১৩. দুর্জ্জনের। ১৪. বন্দব। ১৫. দোশ্‌ত। ১৬. পএকাম্বরে। ১৭. পটাইছ। ১৮. হশ্‌তির তলে ডালে বাদসা প্রাণ বদিবারে। ১৯. বদে। ২০. করোমে নজোরে। ২১. বক্ষিল। ২২. গাজির সরিল জেন হইল ব্রর্জ্জকাএ। ২৩. হশ্‌তির। ২৪. দুক্ষু। ২৫. হশ্বতি। ২৬. ছার্ল্লাম। ২৭. মোণ্ড। ২৮. ষুণ্ড। ২৯. হশ্‌তি। ৩০. দসনে। ৩১. মেদনি। ৩২. ষুন। ৩৩. বরিসন। ৩৪. ছামনে। ৩৫. বর্ক্ষ। ৩৬. প্রবন্ধ। ৩৭. ষুনি। ৩৮. ষুন। ৩৯. জম্মেষুক।

করহ বাদশাই বাছা পাটেতে বসিয়া।
নিরবধি[১] দেখি আমি নঞান ভরিয়া ॥
তোমার কারণে এহি রাজ্য ধন ভূম।
শাস্ত্র[২] ভেদি হয়া কেনে আক্কেল হৈল কম ॥
করহ রাজ্যের[৩] কাম না হও মলিন।
এমত কাহার আছে কপাল প্রবীণ ॥
মুল্লুকের[৪] যত লোক হবে আজ্ঞাকারী।
নিত্য কর বাছা ঘোড়াত সোয়ারী[৫] ॥
মোর ভাগ্য হউক তোমার দেখিয়া বদন।
হরিষে কবহ রাজ্য[৬] বৈরাট ভুবন ॥
শুনিঞা গাযী[৭] অন্তরে হৈল ক্রোধমান।
টান দিয়া আপন অঙ্গের লৈল বস্ত্র[৮] খান ॥
ফাড়িয়া যে বানাইল খেলেকা একখানি।
ক্রোধে গলাএ পড়িল মউতের কাফনি ॥
বেনোঞা[৯] ফকিব হৈল সভার মাজার।
ডাকিতে লাগিল বাদশা বলে মার মার ॥
ডাক দিয়া কোতয়ালেক বলে বাদশাজাদা।
খাণ্ড আতি আন ডাকি পঞ্চাশ পিয়াদা ॥
লড়পাড়ি কোতয়াল না বান্ধে মাথার কেশ।
কাণ্ড আত সহরে জায়া হইল প্রবেশ ॥
কোতয়াল বলে শুন জঙ্গি পালহান।
তলব করিল বাদশা আইস বিদ্যমান[১০] ॥
খান্তা হাতে করি আইল পঞ্চাশ খাণ্ড আতি[১১]।
জঙ্গি জঙ্গ রাজপ্যাদা হস্তে খড়্গ কাঁতি[১২] ॥
নাঙ্গা খ তলোয়ার বন্দুক কামান।
বাদশার হুযুরে আইল যত পালহান ॥
বলে বাদশা কাট গাযীক কর দুইখান।
হেন কর্ম[১৩] নাহি কর হারাইবা প্রাণ ॥
ধাক্কা দিয়া লয়া যাও[১৪] জঙ্গল মাঝার।
ভাণ্ডতে করি সুন্নৎ[১৫] আনহ দরবার ॥
গাযীর [রক্ত] দিয়া গোসল করিব।
তবে সে আন্দরে আমি খানা পানি খাব ॥
কাটহ গাযীর মুণ্ড[১৬] করিয়া দুর্গতি।
না কাটিলে হারাইবা প্রাণ খাড়য়াতি ॥
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ্ নই মোল্লার দাস।
চলিল ধানুকা হাতে করি খ বাঁশ ॥
ক্রোধ হয় ধাক্কা দিল গাযীক তখন।
মাটিতে পড়িয়া গাযী স্মরে[১৭] নিরাঞ্জন ॥
ধাক্কার প্রতাপে[১৮] গাযী বড় পাইল দুঃখ[১৯]।
ভূমিতে পড়িয়া গাযীর ছেচা গেল মুখ ॥
হাহাকার করি গাযী করিছে ক্রন্দন।
পিতা হয়া বৈরী[২০] হৈল জান না নিরঞ্জন ॥
মনেতে ছিল মোর লইতে আল্লার নাম।
বাপে চাহে কাটিবার আল্লা নবী বাম ॥
এহি বলে কান্দে গাযী ঝরে চক্ষের পানি।
পাইক লয়া জাএ গাযীক করিয়া টানাটানি ॥
জঙ্গিবাজ সিপাই তারা ক্রোধেতে আগল।
খোজা সাড়া বল শীঘ্র চলহ জঙ্গল ॥
মাব মার করিয়া চলিল মহিপাল।
আগে লড় দিয়া জাএ সহরের কোতাল ॥
কপাল হারিলে ভাই কেহই নএ কার।
গোলাম সাহেব মারে না করে বিচার ॥
এহি কারণে বলি যে কপাল বড় ধন।
মিত্র লোক বৈরী[২১] হয়া করে বিড়ম্বন ॥
গহীন কানন বন পর্বত শিখড়।[২২]
গাযীকে কাটিতে লইল তাহার উপর ॥
কান্দিয়া কহিছে গাযী সবার খাতির।
কোন অপরাধে[২৩] তোরা কাট মোর শির ॥
আল্লার হুকুম মোকে হইতে ফকির।
পড়িয়া ফিরি আমি আল্লার যিকির ॥
আমাকে ছাড়িয়া তোরা বাবাকে বুঝাও।
সঙ্গে আছে এক মাণিক তোরা লয়া জাও ॥
একটি মাণিক ভাই এক রাজার ধন।
বসিয়া খাইবে অন্ন[২৪] কতেক জীবন ॥
আমাকে কাটিয়া তোরা কি পাইবা সুখ[২৫]।
মাএ না শুনিয়াছে[২৬] মোর হৈছে জত দুঃখ ॥
যখন[২৭] কান্দিয়া মাও ধরিবে পিতার পাও।
কোথাএ রাখিলা পুত্র শীঘ্র আনি দাও ॥
এড়াইতে না পারে পিতা মোর মাএর দাএ।
তোমা সবাক ধরি পিতা মোকে যদি চাএ ॥
বলিয়া মারিলাম গাযী তোমার বচনে।
পিতা হয়া পুত্রে মারে কহে কোন জনে ॥
বাদশার নবীন বুদ্ধি[২৮] সর্ব লোকে কএ।
প্রমাদ[২৯] করিবে শেষে বুঝিবে নিশ্চএ ॥
এতেক কহিল গাযী সবার সাক্ষাতে।
মনেতে ভাবিয়া বলে যত খাড়আতে ॥

১. নিরবদি। ২. সাশৃতর। ৩. আর্জ্জের। ৪. মুর্ল্লোকের। ৫. ছোওারি। ৬. আজ্য। ৭. ষুনিঞা গার্জির। ৮. বশৃতর। ৯. বেনোঞা? ১০. নির্দ্দমান। ১১. খাণ্ডআতি। ১২. খর্গকাতি। ১৩. কক্ষ। ১৪. গেল। ১৫. ছুর্ন্যাৎ। ১৬. মোণ্ড। ১৭. স্বরে। ১৮. প্রতাবে। ১৯. দ্বথ। ২০. বরি। ২১. বরি। গহিন কানন বোন পর্ব্ব সিখড়। ২২. গহীন কানন বোন পর্ব শিখড়। ২৩. অপরাদে। ২৪. অর্ণ্ন্য। ২৫. ষুক। ২৬. ষুনিয়াছে। ২৭. জখন। ২৮. বুর্দ্দি। ২৯. প্রবাদ।

প্রধান খাড়আতে বলে শুন সর্বজন।
গাযী যে কহিল মিথ্যা নহেক বচন ॥
সত্য যে কহিল গাযী কভু মিথ্যা নএ।
বাদশার নবীন বুদ্ধি সর্বলোকে কএ ॥
এক মানিক দিবে গাযী বাটিয়া লইব।
চাতুরি করিয়া মোরা বাদশাক বুঝাইব ॥
সকলে বলেন শুন প্রধান সিফাই।
কি কথা কহিয়া ভাণ্ডিব বাদশার ঠাঞিঃ ॥
প্রধান করিয়া আমরা তোমাকে মানিব।
মানিকের বেশি ভাগ তোমার তরে দিব ॥
কানে কানে কহি তোর[১] শুন সত্য ভাসি।
নগর হইতে এক কিনিঞা আন খাসি ॥
এইখানে সেই খাসির গরদান[২] মারিয়া।
তার রক্ত লয়া জাই ভাণ্ড পুরিয়া[৩] ॥
সেহি রক্ত দিব আমরা শাহ্‌জাদার[৪] ঠাঞিঃ।
গাযীক রাখিয়া এথা মোরা চলি জাই ॥
শুনিঞা এতেক বাক্য যতেক লশ্‌করে[৫]।
খাসি কিনিবারে চলে নগর মাঝারে ॥
চাহিয়া বেড়াএ খাসি নগর ভিতর।
একখাসি পাইল বিধবা বুড়ীর ঘর ॥[৬]
পাইকগণে বলে কথা শুন[৭] বুড়ি মাও।
খাসি বেচিতে[৮] তুমি কত কড়ি চাও ॥
বুড়ি বলে লইব আমি শত এক টাকা।
যে কহিলাম সেহি লইব নাহি কিছু ঢাকা ॥
সকলি কহিল আর মূল্য[৯] নাহি বলি।
কোমর হইতে শত এক টাকা বুড়িক দিল খুলি ॥
টাকা পায়া খাসি আনে সবার সাক্ষাতে।
লহ লহ বলিয়া খাসি তুলিয়া দিল হাতে ॥
খাসি হাতে করি লোক চলে শীঘ্রগতি[১০]।
গাযীর সামনে[১১] আইল যত খাড়আতি ॥
কোরবানি[১২] করিল খাসি গাযীর কারণ।
সুন্নতে[১৩] ভরায়া ভাণ্ড করিয়া যতন[১৪] ॥
গাযী বলে জাও তোরা এহি ভাণ্ড লয়া।
বাবাজি প্রবোধ[১৫] মানুক সুন্নত[১৬] দেখিয়া ॥
একটি মাণিক গাযী দিল সবার[১৭] হাতে।
আনন্দ হইয়া সব গেল খাড়আতে ॥
বাদশার সাক্ষাত জায়া হইল হাযীর।
কহিতে লাগিল বাদশা হৈয়া দিলগির ॥
কাটিয়াছ নাকি গাযীক কহ বিদ্যমান[১৮]।
সুন্নৎ[১৯] আনিয়া দেও আমি করি স্নান[২০] ॥
জেন মাত্র বাদশা এহি কথা কৈল।
সুন্নতের ভাণ্ড[২১] আনি বাদশার আগে দিল ॥
সুন্নতের ভাণ্ড[২১] বাদশা নজরে দেখিল।
আন্দরে জাইয়া বাদশা খানা খাইল ॥
যখন তলব বাদশা করিবে তোমারে।
তখন তোমাকে আমরা পাব কোথাকারে ॥
গাযী বলে রব আমি এহি বৃক্ষতলে[২২]।
অবশ্য[২৩] পাইবা লাইগ এথা আইলে ॥
সবে বলে কি মতে প্রত্যয়[২৪] তোমার পাই।
গাযী বলে লাগে আমাক আল্লার দোহাই ॥
সুন্নতে[২৫] গোছল বাদশা করিল সকাল।
আজি হৈতে মৈল গাযী ফুরাল জঞ্জাল ॥
রহিল বাদশা সেকন্দর তক্তের উপর।
জঙ্গলে শুনহ তোরা গাযীর খবর ॥

গাযী বলে মৈল খাসি বদলে আমার।
আল্লার দরবারে বুঝি হৈলাম গুণাগার ॥
এতেক ভাবিল গাযী আপন হৃদয়[২৬]।
ধরিয়া খাসির মুণ্ড[২৭] ধরেতে লাগাএ ॥
পশ্চিম শিওরে করি খাসি শোওয়াইল[২৮]।
আল্লাজির নিজ নাম পড়িতে লাগিল ॥
মন্ত্র[২৯] পড়ি ফুঁক গাযী খাসির অঙ্গে দিল।
আল্লা আল্লা বলি খাসি উঠি[৩০] খাড়া হইল ॥
গাযীক দেখিয়া খাসি করিল সালাম[৩১]।
গাযী বলে লেহ মুখে[৩২] আল্ল নবির নাম ॥
গাযী বলে ঘাস খায়া ফির বনে বন।
যখনে অসহায় পড় করিও স্মরণ ॥[৩৩]
এথেক শুনিঞা খাসি গেল বনবাস।
অরণ্যে খাইয়া ফিরে পাএ পানি ঘাস ॥[৩৪]
ব্যাঘ্র সিংহ[৩৫] যদি আইসে [তাকে] খাইবার।
গাযীর দোওয়াএ তারা না পারে ধরিবার ॥

গাজী বলে দীননাথ পরয়ারদিগার[৩৬]।
বৃথা[৩৭] জিয়া রৈলাম আমি ভবের মাঝার ॥
এহি আরয[৩৮] যখন করিল জিন্দাপীর।
গাযীর ফরিয়াদ[৩৯] গেল আল্লার হাজীর ॥

১. কহে মোর। ২. গরদন। ৩. প্বরাইয়া। ৪. সাহাজাদার। ৫. লৰ্স্করে। ৬. একখানি পাইল বিদ্ববা বুড়ির ঘর। ৭. ষুন। ৮. খরিদ্যা। ৯. মোর্ল্ব নাহী বুলী। ১০. সিগ্রগতি। ১১. ছামনে। ১২. কোরমানি। ১৩. ছুর্ণ্যতে। ১৪. জোর্ত্তন। ১৫. প্রবদ। ১৬. ছুর্ণ্যাত। ১৭. শবার। ১৮. বির্দ্দমান। ১৯. ছুন্ন্যতে। ২০. স্থান। ২১. ছুন্ন্যতের ভাণ্ডয়া। ২২. বৃিক্ষতলে। ২৩. অর্ব্বসে। ২৪. প্রতয়। ২৫. ছুণ্ন্যাত। ২৬. হ্রিদএ। ২৭. মোণ্ডু। ২৮. শোওাইল। ২৯. মোন্ত্র। ৩০. উটি। ৩১. ছার্ল্বাম। ৩২. মোখে। ৩৩. জখনে অসঞে পড়ে করিও স্বঙরোন। ৩৪. অরন্ন খাইয়া ফিরে পাএ পানী ঘাষ। ৩৫. সীঙ্গি। ৩৬. পরবদিগার ৩৭. ব্রেথা। ৩৮. আরজ। ৩৯. ফৈরাদ।

দীননাথে বলে দোস্ত কথা মধুমএ।
গাযী যে ফরিয়াদ[১] করে তাহা মিথ্যা[২] নএ ॥
কোন জন ফেরেস্তা[৩] জাবে গাযীর গোচর।
আসা আর সেহলি দেই সুবর্ণ দস্তার ॥[৪]
একশত তসবি দিব নামের শুমার।[৫]
সুবর্ণ[৬] খেলেকা দিব গাযীর গলার ॥
কহিছে রসুল তবে ভাবিয়া হৃদয়।
জিব্রাইল ফেরেস্তা জাবে তাকে হুকুম হএ ॥
কহিল রসুল তবে বৃথা[৭] না হইল।
ডাক দিয়া সব দ্রব্য[৮] জিব্রাইলেক দিল ॥
হুকুম করিল যবে নাথ নিরাকার[৯]।
চলিল ফিরেস্তা তবে হুকুমে আল্লার ॥
গাযীর পোষাক লইল গাটুরি বান্ধিয়া।
নিকৃষ্ট[১০] ফকির হইল কায়া বদলিয়া ॥
ভাঙা এক তাজ দিল মাথার উপর।
ছিড়া তেনা চীর পরিল অঙ্গের উপর ॥[১১]
ভাঙ্গা আসা লইল হাতে বিকৃত[১২] বদন।
ঢিল চক্ষু মুখে নড়ে বাতাসে দশন।[১৩]
এহি মূর্তি[১৪] হয়া জাএ পর্বত শিখড়[১৫]।
জায়া প্রবেশিল ফকির গাযীর গোচর ॥
কান্দে এক ভাঙ্গা ঝুলি ছিড়ি ছিড়ি[১৬] পড়ে।
আচম্বিত দাঁড়াইল[১৭] গাযীর নিঙড়ে ॥
আল্লা নেঘাবান[১৮] আছে গাযীর উপর।
আল্লার আলম গাযীব নাহি অগোচর ॥
নিরখিল ফকির যখন[১৯] আগে হৈল খাড়া।
সালাম[২০] করিল গাযী দস্ত[২১] করি জোড়া ॥
গাযী বলে কোথাএ চলিছো মহাশএ।
ফকির বলেন মোকে পাঠাইল[২২] খোদাএ ॥
ফকির বলেন কি নাম তোমার শুনি।
মোর নাম বড় খাঁ গাযী রাখিয়াছে আপনি ॥
ফকির বলেন শুন গাযী বচন আমার।
আমাকে পাঠায়া দিল নাথ নিরাকার ॥[২৩]
ভিস্তে উত্তরিল হাল তোমার কারণ।
লহ গাযী সেহি হাল পরহ এখন ॥
এহি বলী ভাঙ্গা ঝুলী দিল একটান।
খিলেকা দস্তার[২৪] আর বারাইল আসা খান।
সেহলি তসবি[২৫] পৈল কোমরের জিঞ্জির।
কিশ্‌তি কাচকেল[২৬] দিয়া উড়াইল ফকির ॥
দেখিতে দেখিতে গেল শূন্যে[২৭] মিলাইয়া।
ধন্দ হইয়া রহিল গাযী চরিত্র দেখিয়া ॥
গাযী বলে হাল মোকে পাঠাইল পরওয়ার[২৮]
এতদিনে পিতামাতা[২৯] না লইল খবর।
এহি দণ্ডে আমি যদি জাই বারাইয়া।
মরিবে জননী মোর সাগরে ঝাপ দিয়া ॥
করার করিলাম আমি পাইকের বিদ্যমান[৩০]।
কি জানি নাবুঝ পিতা তার বধে প্রাণ।[৩১]
গেইলে আমাকে কেহ নাহি পাবে দিশ।
দেখি কত দিনে করে আমার উদ্দিশ[৩২] ॥
সালাম[৩৩] করি নিল গাযী যে দিল খোদাএ।
আপনার অঙ্গ[৩৪] গাযী গাছেতে ছাপাএ ॥
রহে পীর বড় খাঁ গাযী গাছের উপর।
কহে শেখ খোদা বখশ গাযীর নফর ॥

দিসা : রিথইনা না বল আরে অহো।

ত্রিপদী

গাযীকে কাটিয়া বনে   সৈন্য[৩৫] আইল যখনে
দেখিয়া কান্দিছে কালু পীর[৩৬]।
দুই হাতে কুটে হিয়া   কহিল ওসমাক জায়া
কান্দি পৈল ওসমার হাযীর ॥
আরে মাও শুন[৩৭] কথা   কাটিল গাযীর মাথা[৩৮]
নিশ্চিন্তে[৩৯] পালঙ্গে আছ বসি।

১. ফৈরাদ। ২. মির্থা। ৩. ফিরেশ্‌তা। ৪. আশা আর সেহলি দেই সোবণ্য দশ্‌তার। ৫. একসত তছবি দিব নামের ষুমার। ৬. সোবণ্ন্য। ৭. ব্রেথা। ৮. দর্ব্ব। ৯. নৈরাকার। ১০. নিকৃষ্ট। ১১. চিরা, তেনা চেড় পরীল রঙ্গপর। ১২. বিক্রীত। ১৩. ঢিল চক্ষ মোখে লড়ে বাতাসে দসন। ১৪. মোর্ত্ত। ১৫. সিকর। ১৬. ছেড়া ২। ১৭. অচমভীত ডাড়াইল। ১৮. লেখামান। ১৯. তখন। ২০. ছার্ব্বাম। ২১. দোশ্‌ত। ২২. পটাইল। ২৩. আমাকে পটাইয়া দিল নাত নৈরাকার। ২৪. দশ্‌তার। ২৫. তছবি। ২৬. কাচ-কেল অর্থ বুঝা গেল না। ২৭. ষুণ্ন্যে। ২৮. পরবর। ২৯. মাথা। ৩০. বীর্দ্দমান। ৩১. কী জানি না বুদ পীতা তার বদে প্রাণ। ৩২. উদ্দিস। ৩৩. ছার্ব্বাম। ৩৪. রঙ্গ। ৩৫. ষুণ্ন্য। ৩৬. কাল্বপির। ৩৭. ষুন। ৩৮. কাটিল তোর থাজির মাথা। ৩৯. নিচিন্তে।

তার সুন্নৎ[১] ভাণ্ডে আনি পিতা ধুইল অঙ্গখানি।
দেখি মোর শরীর পৈল খসি ॥
শুনিয়া ওসমা কথা পাষাণে[২] ভাঙ্গিল মাথা
কান্দিয়া জাএ বাদশার সভাএ।
আওলায়া মাথার কেশ[৩] দূর কর্ল লাজ বেশ[৪]
কান্দিয়া পৈল সেকন্দরের পাএ ॥
আহারে নিষ্ঠুর[৫] পতি পুত্রক রাখিলা কুতি
মনে তোমার কিছু নাহি দয়া।
একপুত্র আগে হৈল শিকার করিতে গেল
প্রাণ গাযীক[৬] ফেলাইলা কাটি।
তোমার কঠিন[৭] ছাতি আমি হৈলাম অধোগতি[৮]
শেষকালে হৈল বিড়ম্বন[৯]।
নাহি বস রসভার হবে পুত্র পাছে আর
এবে আমি করিব কেমন।
না করিল বাদশাই তাহাতে পড়ুক ছাই
ভিক্ষা করি খাইব মাঙ্গিয়া।
জান তো লোক জনে না[১০] রৈল ত্রিভুবনে
মাটি দিত দুহাক লাগিয়া ॥
বাটপাড়ে খাইবে ধন ভস্ম[১১] হউক লোকজন
নাম কৈলা হাঁটকুড়া বলিয়া।
এহি পুত্র লয়া ঘরে কোনজন সহিতে পারে
শিশুকালে[১২] না গেল মরিয়া ॥
না লইল দীন নাথে মারিলা আপন হাতে
হেন হৃদএ কাহার কঠিন।
ওসমার ক্রন্দন শুনি[১৩] বাদশা কি বলে বাণী
বুঝি মোর নসিব হৈল হীন ॥
কোতয়ালেক দিয়া ডাক বিবরণ[১৪] কহিল তাক
ডাকি আনতো ফের সিপাই[১৫]।
চলিল কোতাল মানা যথা আছে তোপখানা[১৬]
বাক্য শুন তোপদার ভাই।
বাদশার তলব হৈল সকলকে যাইতে হৈল
বিলম্ব না কর হাওয়ালদার[১৭]।
এতেক শুনিয়া সবে নানা অস্ত্র[১৮] লইল তবে
চলিল হুযুরে বাদশার ॥
তীর তর কোচ বজ্র চান কামান কোদণ্ডবাণ
সর্ব সাজ করিল তৈয়ার।
দফাদার কুম্ভমুখী[১৯] অস্ত্রদার ধানুকী[২০]
খাড়া হৈল কাতারে কাতার ॥
বাদশার সামনে জায়া রহে[২১] কর জোড় হয়া
হুকুম করিল রাজ্যপতি।
গাযীর কদম শিরে আওয়াল[২২] আখেরে।
পদ বন্দ করিয়া ভকতি[২৩] ॥

১. ছুগ্ন্যত। ২. পাশানে। ৩. কেস। ৪. বেস। ৫. নিস্টুর। ৬. গাজিক। ৭. কটিন। ৮. অধগতি। ৯. বিড়মন। ১০. নাম। ১১. ভশ্ম্য। ১২. সিষুকালে। ১৩. ষুনি। ১৪. বিভরন। ১৫. সিফাই। ১৬. তোফখানা। ১৭. হাওালদার। ১৮. অশ্ত্র। ১৯. কুম্ভমোখি। ২০. অস্ত্রদার। ২১. কহে। ২২. আত্তাল। ২৩. ভগতি।

দিসা : আমার মনের আনল জ্বলে জ্বলে উঠে
ওরে আনল নিভেনারে জলে।[১]

পদ

বাদশা বলেন শুন যতেক সিপাই[২]।
যত খাণ্ডআতি[৩] ধরে আন এহি ঠাঞি ॥
কোথাএ রাখিল গাজীক দেউক মোরে।
বিবির ক্রন্দনে মোর সদাই আখি[৪] ঝরে ॥
শুনিঞা চলিল তোপদার মহিপাল।
আগে লড় দিয়া জাএ মালাশা কোতাল ॥
খোজা সারা চলিল হস্তে মুশল।
ডাঙ্গ কান্দে চলিলেন চোপদার সকল ॥
সকলেব প্রধান চলে শোভা[৫] সিংহ নাম।
চাবুক হস্তেত[৬] করি চলিল কৃপারাম[৭] ॥
খাণ্ডয়াত[৮] [স্থানে] জায়া হৈল উপাসন।
হাতাহাতি ধরিলেন খাড়োয়াত পঞ্চাশজন ॥
হস্তে[৯] দড়ি লাগাইল চোপদার মহিপাল।
দড়ি ধরি আগে চলিল কোতাল ॥
হস্ত[১০] বান্ধিয়া চোরেক লয়া জাএ টানি।
বাদশার দরবারে লয়া খাড়া কর্ল আনি ॥
সমাচার কহি আর শুন শাহজাদা।
বলাবলি সব ধরি আনিলাম প্যাদা।
ক্রোধ হয়া মুখে[১২] চায়া বলে সেকন্দর।
মোর গাযী কোথা আজি আনহ সত্বর[১১] ॥
সবে কএ মহাশএ[১২] একোন বিচার।
তোমার বোলে সকলে মারিয়াছি তাহার ॥
বাদশা কএ এমত হএ ভবের মাঝার।
আমি পিতা সেহি সুতা[১৩] হেন অবিচার ॥
ছাড় মায়া আন জায়া বিলম্ব না হএ।
পিতা অতি হীন মতি[১৪] কোন শাস্ত্রে[১৫] কএ ॥
ছলে বলে কৌতূহলে একোন বিচার।
আপে মারি আনে ধরি চাহ বারে বার ॥
ক্রোধে জ্বলে বাদশা বলে শুন শোভাসিং।[১৬]
এহি ঘড়ি হাতে কাড়ি মার সব টিঙ্গ ॥
এত জোর পুত্র মোর ফেলাছে কাটিয়া।
খাড়োআতি ধর অতি ফেলাও মারিয়া ॥
মোর গাযী তোরা আজি কেনে আইলা কাটি।
খাড়াআতি যত ইতি মারহ গুটি গুটি ॥
কান্দিয়া কএ পড়ে পাএ শুন[১৭] শাহ্জি।
হুকুম তোমার কি দোষ আমার পাএজি ॥
মোকে ধর কেনে মার হুকুম তোমার।
আগে বল পাছে ভুল কি দোষ আমার ॥
আমরা কত আছি তোমার হুকুমের চাকর।
মন রোষে কিবা দোষে মারহ নফর ॥
বাদশা কএ মিথ্যা[১৮] নএ হুকুম কেমন ॥
পিতা হয়া ছাড়ে মায়া কহে কোন জন ॥
শুনি কথা হেঁট মাথা কর্ল লোকজন।[১৯]
[কহে] খোদা বখশ সেহি সকল রফিক নন্দন ॥

[১৪ পালা সমাপ্ত]

১. ওরে আনল নিভেনারে আনল জলে। ২. সিফাই। ৩. খাণ্ডাতে। ৪. আক্ষি। ৫. সবাসিঙ্গ। ৬. হশ্‌তেত। ৭. কৃিপারাম। ৮. খাণ্ডাত। ৯. হশতে। ১০. মোখে। ১১. সর্ত্তর। ১২. সবে কএে মোহাসএে। ১৩. ষুতা। ১৪. হেনমতি। ১৫. সাত্রে। ১৬. ক্রোধে জলে বাদসা বোলে ষুণ ষুবাসিঙ্গ। ১৭. ষুন সাহাজি। ১৮. মির্থা। ১৯. ষুনি কতা হেস্ট মাথা কর্ব্ব লোকজোন।

১৫ পালা

দিসা : নবীন বাদশার বুধ[১] কি কহিব ভাই।
মরির মরিব অখন আর উপাএ নাঞিঁ ॥

পদ

বল ভাই আল্লার নাম হয়া এক মন
বদন ভরিয়া বল আল্লা গাযীর কাবণ
বাদশা বলে চাতুরি ছাড় হারামখোর।
গোলাম হয়া হেন কর্ম্ম[২] করিলেন মোর ॥
বাদশাই না করে আমি দেখাই ডর[৩]।
কোনরূপে বসিবে আসি পাটের উপর ॥
তোমা সবাক কুদিল[৪] লাগিল কি কারণ।
মার মার করি বাদশা ডাকে ঘনে ঘন ॥
ক্রোধে মারে বাদশা চোকদারের গাএ লাথি।
এতক্ষণে না কাটিল দুষ্ট খাড়আতি ॥
লাথি খায়া মহীপাল উঠিল গর্জিয়া।
রশি লাগায় হাতে কোদণ্ডে ফাড়িয়া ॥
কান্দিতে লাগিল সবে যত খাণ্ডআতি[৫]।
প্রাণদান দেহ মোকে রাজ্য-নরপতি ॥
ক্রোধ হইছে শাহ্জাদা জেন অজাগর[৬]।
মার মার খাড়আতি পাঠাও[৭] যমের ঘর ॥
ধাক্কা দিয়া লয়া গেল যত চোপদার[৮]।
শোভাসিং[৯] নিল খাণ্ডা শির কাটিবার ॥
খাড়াআতি বলে প্রাণ রক্ষা নাহি আর।
কান্দিয়া[১০] কহে বাদশার আগে সমাচার ॥
শুন[১১] বাদশা আলমপানা মোর নিবেদন।
ঘড়িক বিলম্ব কর না মার জীবন ॥
পহরেকের মধ্যে[১২] গাযীক দিতে নাহি পারি ॥
পহরেক অন্তরে সবাক ফেলাইও মারি ॥
এতেক শুনিয়া বাদশা বলে ক্রোধ হয়া।
কোথায় আছে আন গাযীক ছাড় সব মায়া[১৩] ॥
জোড় দন্তে কন্দিয়া বলে খাড়আতি সকলে ॥
লয়া চলো আমা সবাক গহীন কাননে ॥
বাদশা বলে শোভাসিং শুন মোর কথা।
লয়া যাও খাড়আতিক যাইতে চাএ যথা ॥
এতেক শুনিঞা যাত্রা[১৪] করিল মহিপাল।
লয়া জাএ খাড়আতিক গহীন কানন ॥
যথা[১৫] আছে বড় খাঁ গাযী তথাএ চলিল।
বৃক্ষপরে[১৬] থাকি গাযী আগমে জানিল ॥
গাযী বলে বৃক্ষ[১৭] গোটা আমি করিব মায়া[১৩]।
বৃক্ষের[১৮] উপরে অঙ্গ রাখিব ছাপিয়া ॥
এহি বলি শাহ্[১৯] গাযী হুঙ্কার ছাড়িল।
শ্বেত মক্ষি[২০] হয়া গাযী গাছেতে পড়িল ॥
পত্র আড় হয়া গাযী লুকায়া[২১] রহিল।
হেনকালে লোকজন বৃক্ষের[১৮] গোড়ে আইল ॥
তালাশিয়া[২২] দেখে তারা বৃক্ষের ডাইনে বামে।
আগাও রে দয়ার গাযী প্রাণ নিল যমে ॥
আহারে দয়ার গাযী গিয়াছ ছাড়িয়া।
কেনে ছাড়িয়া গেলা গাযী বদের ভাগী হয়া ॥
কাটিবে আমার শির নাহিক নিস্তার[২৩]।
অন্তকালে বাস তোমার নরক মাঝার ॥
এতেক শুনিঞা গাযীর বড় দয়া হৈল।
আচম্বিতে[২৪] দেহা ধরি সামনে আইল ॥
দেখি খাড়আতিগণ পৈল গাযীর পাএ।
তোমার কারণে সবার প্রাণ লইতে চাএ ॥
গাযী বলে প্রাণ লৈতে চাএ কি খাতিরে।
সবে বলে মিঞা তোমাক চাএ পুনর্বারে[২৫] ॥
গাযী বলে ছাড়িয়া দেহ খাড়আতি সকল।
বাবার দরবারে মোকে শীঘ্র[২৬] লয়া চল ॥
এতেক শুনিঞা ছাড়িয়া দিল খাড়আতি।
চলিল গাযীক লয়া যথা[২৭] নরপতি ॥

১. বুদ। ২. কম্ম। ৩. ডড়। ৪. শবাক কুদিন। ৫. খাণ্ডআতি। ৬. অজার্গর। ৭. পটাও। ৮. চোকদার। ৯. সভাসিঙ্গ। ১০. কান্দিয়া ২। ১১. ষুন। ১২. মৰ্দ্দে। ১৩. ময়া। ১৪. জাত্রা। ১৫. জেতা। ১৬. বৃিক্ষতলে। ১৭. বৃিক্ষ। ১৮. বৃিক্ষের। ১৯. সাহাগাজি। ২০. সেত মাক্ষি। ২১. র্বকিয়া। ২২. তর্ব্বাসিয়া। ২৩. নিশ্তার। ২৪. অচম্বভিতে। ২৫. প্বন্ন্যবারে। ২৬. সিগ্র। ২৭. জত।

খাড়া কর্ল গাযীক লয়া বাদশার গোচর।
কান্দিয়া গাযীক কোলে নিল সেকন্দর ॥
ওসমা দেখিল গাযী আইল ফিরিয়া।
গাযীর পাএ পৈল কেশ দুই অর্ধ[১] করিয়া ॥
আহারে অভাগীর বাছা গেছিলে কোথাএ।
গাযী বলে বনবাস দিয়াছিল পিতাএ ॥
ক্ষেমিল ক্রন্দন বিবির[২] গাযীক দেখিয়া।
বিবি বলে করো বাদশাই তক্তেতে বসিয়া ॥
মাএর বচনে গাযী জবাব নাহি দিল।
সেকন্দর বলে পুত্র প্রবোধ[৩] মানিল ॥
এহি বলি গেল বিবি মহল ভিতর।
পুত্রেক বাদশাই দিতে চাহে সেকন্দর ॥
পাত্রমিত্র উযীর নাযীর প্রজা বীরবল।
ডাক দিয়া সেকন্দর আনিল সকল ॥
সকলে বলেন বাদশা শুন[৪] সমাচার।
কি কারণে তলব করিলা আরবার ॥
শাহ্[৫] সেকন্দরে বলে শুন সব ভাই।
গাযীক করহ সবে তক্তের বাদশাই ॥
সবে বলে বৈস গাযী তক্তের উপর।
খবর পাঠাইয়া[৬] দেই দিক[৭] দিগন্তর ॥
সহরে সহরে ফিরুক তোমার দোহাই।
গাযীর উপরে হৈল বৈরাটের বাদশাই ॥
শুনিতে শুনিতে[৮] গাযী হৈল ক্রোধভার।
বল দেখি বাদশাইর কার্য[৯] কি আমার ॥
আল্লার ফকির আমি ফিরিব যথা তথা।
কার্য[৯] নাহি বাদশাহির ছাড়িব মাতা পিতা ॥
পাত্রমিত্র প্রজাগণের কি কার্য[৯] আমার।
ফকিরের ভাবনা নাহি ভবের মাঝার ॥
কার নয় দোস্ত ফকির কার নয় পর।
সদায় লাগাইছে প্রেম যথা পরয়ার ॥
গাযী বলে বাবাজি করো অবধান।
উচিত বলিব আমি না কর অভিমান ॥
তোমার বাদশাই বাবা আমি কি করিব।
গলাএ খেলেকা দিয়া দুনিঞা দেখিব ॥
এখন খাইছ বাবা রাজ্য অধিকার।
পরিণামে এহি তোমার হইবে জঞ্জাল ॥
বৈরী[১০] আছে যম রাজা করি নিবেদন।
সকলেক ছাড়ি তোমাক ধরিবে যখন ॥
সকল ছাড়িয়া তোমাক লয়া জাবে ধরি।
সকল লস্করে তোমাক লইবেন বেড়ি ॥
যখন লইবে যম বল নাহি আর।
ধন যত দেখ কিছু নহে আপনার ॥
এমন বচন যদি বড়াখাঁচা গাযী কহিল।
শুনি বাদশা সেকন্দর বড় ক্রোধ হৈল ॥
সভা মধ্যে[১১] বড় লাজ দিল আমার তরে।
বাদশাই না করে কেনে পাটের উপরে ॥
বাদশাই করিতে কোন ভএ নাহি তোরে।
মাঙ্গিয়া খাইবে বেটা প্রতি[১২] ঘরে ঘরে ॥
গাযীর বাক্য[১৩] শুনিয়া বাদশা হৈল রাগ।
সকল লস্করের তরে বলে দিয়া ডাক ॥
গলাএ পাথর বান্ধি[১৪] ফেলাও সাগরে।
দেখি গাযীক কিমতে রাখে পরয়ারে ॥
সাত সাঙ্গের পাথর গাযীর গলাত বান্ধিয়া।
কহর দরিয়াত গাযীক দেহত ঢালিয়া ॥
বেড়িয়া ধরিল গাযীকে সকল লস্কল।
গাযীর গলাতে বান্ধে সাত সাঙ্গের পাথর ॥
গাযী বলে রাখ মোকে পরয়ার দিগার।
বিষম সাগরে মৈলাম ধরোহ কাণ্ডার ॥
আল্লার রহমত আছে গাযীর উপরে।
কাহার শক্তি আছে গাযীক মারিবারে ॥
সাগরে ফেলিল গাযীক পাথর বান্ধি গলে।
কমল পুষ্প[১৫] হয়া পাথর ভাসে জলে ॥
কমল বিকশিত[১৬] জেন হৈল পাথর।
তাহার উপর বৈসে গাযী সোনার ভমর ॥
কমল দেখিয়া গাযী[১৭] হাসে খল খল[১৮]।
সকল নদিয়া[১৯] লোক দেখিল কমল ॥
খবর হইল তথা বাদশাকে তখন।
গলার পাথর হৈল গাযীর কমলের বরণ ॥
বাদশা বলেন তোরা শুন সমাচার।
সাগর হইতে গাযীক আন আর বার ॥
বুঝিলাম গাযীর উপরে আছে রহম আল্লার।
গাযীক বোলায়া আমি হৈলাম গুণাগার ॥
এমত শুনিঞা সবে করিল গমন।
আরবার গঙ্গা তীরে দিল দরশন ॥
তুলিয়া আনিল গাযীক বাদশার বচনে।
আদর করিয়া বাদশা বসাইল সামনে ॥

১. অর্দ্ধ। ২. বিবি। ৩. প্রবদ। ৪. যুন। ৫. সাহা। ৬. পটাইয়া। ৭. দিগ দিগান্তর। ৮. যুনিতে ২। ৯. কাজ্য। ১০. বরি। ১১. সবা মর্দ্দে। ১২. প্রিথি। ১৩. বাক্ষ্য। ১৪. বান্দি। ১৫. কোমল প্বস্ক। ১৬. বিকসিত। ১৭. গাজি। ১৮. খলে খল। ১৯. লদিয়া = নদিয়া, নদীর বা নদী তীরের লোক।

বাদশা বলে গাযী তুমি ফকির আল্লার।
তোমাক তাপ দিয়া আমি হইলাম গুণাগার ॥
যদি বা মরিতে[১] পুত্র এসব প্রকারে।
হের দেখ যহরের গুলি আছে মোর ঘরে ॥
আগে দেখিতে পুত্রের হএবা মরণ।
বিষ খায়া ত্যজিব পাছে আপনার জীবন ॥
একথা মিথ্যা[২] যদি বলি তোমার ঠাঞি।
তবে আমাক লাগে আল্লার দোহাই ॥
প্রাণের দোসর পুত্র জাহত মরিয়া।
কাহার মুখ[৩] দেখি আমি রহিব চাহিয়া ॥
বাদমাই কর দেখি নঞান ভরিয়া।
আমি মৈলে জাইও তুমি গলে খেতা দিয়া ॥
পিতার বাণী গাযী শুনি না দিল উত্তর।
কান্দিয়া দাঁড়াইল কালু গাযীর গোচর ॥
ফকির হয়া জাও গাযী ছাড়িয়া বাদশাই।
নফর তোমার কালুক রাখি কোন ঠাঞি ॥
দরবার হইতে দুহে তখন উঠিল।
যুক্ত ভাবে[৪] দুই ভাই নিজ পুরী আইল ॥
কান্দিয়া কহিল কালু[৫] শুনহ খবর।
আমি কালু ফকির হব তোমার নফর ॥
ফকির হব বলি দুহে স্মরে[৬] আল্লাজি।
ফকির হইলে তার বাদশাইর[৭] কার্য কি ॥
এহি করার করি দুহে গঙাইল রজনী।
প্রভাতে শুনিল দুহে কুকিলার ধ্বনি ॥
গাযী আর কালু হৈল একই সমান।
ফজরে গেলেন গাযী পিতার দরশন ॥
গাযী বলে শুন পিতা যাহিরের খোদাএ।
জাইব ফকির হয়া চিত্তে নাহি রএ ॥
তাহা শুনি সেকন্দর বলে স্তুতি বাণী[৮]।
অনুরাগ হয়া বাবা মোরে ছাড় জানি ॥
গাযী বলে না থাকিব কহে বারেবার।
ঘরেত থাকিতে হুকুম নাহিক খোদার ॥
এহি বলি জাএ গাযী হইতে ফকির।
পশমে পশমে[৯] বলে আল্লার যিকির ॥
বাদশা বলে তুমি পুত্র হৈলা নিদারুণ।
তোমার্কে রাখিয়া মোর নাহি কিছু গুণ ॥
চোরের পুত্র চোর হএ সাউধের পুত্র সা।
বাদশাই করিতে তুমি না পাইলা ভরসা ॥
জাত বিদ্যা না করিলে সে জন অধীন।
তপিস্যা[১০] জে বেশ্যা[১১] হএ সেই অকুলীন ॥
কুলীন অকুলীন হৈলে বড় পাএ লাজ।
লজ্জায়[১২] না বৈসে সেহি রাজ সভার মাঝ ॥
চিন্তাতুর হয়া তার প্রাণ হৈল শেষ[১৩]।
তুমিহ বাদশার পুত্র জাইবা পরদেশ[১৪] ॥
কিছু লজ্জা[১৫] নাহি তোমার হৈবা দ্বার ধরা[১৬]।
অন্ন পানি[১৭] বিনে তুমি হবে আধা মরা[১৮] ॥
গাযী বলে শুন পিতা না কর জঞ্জাল।
নসিবে লেখিছে দুঃখ নাহি আমার ভাল ॥
জন্মিলাম[১৯] তোমার ঘরে বিধি আমার বাম।
ফকির না হৈলে আমি তোমার বদনাম ॥
হাতি ঘোড়া উট গাড়ী মোর ভাগ্যে[২০] নাই।
ফকিরী লেখিছে মোর ললাটে[২১] সাই॥
যে লেখিছে সে হৈবে আর নাহি খণ্ডে।
আল্লা নবির নাম লয়া ফিরি দণ্ডে দণ্ডে[২২]॥
বাদশা বলে আল্লার ফকিরেক রাখিতে না পারে।
একবার তক্তে বৈস পুত্র বলি তোরে ॥
আমাকে দিয়াছে আল্লা বহু মূল্য[২৩] ধন।
পুত্র কন্যা[২৪] নাহি ঘরে খাইবে কোন জন ॥
তুমি ফকির হইলে মোর হইবে খোঁটা।[২৫]
কি দোষে ফকির হইলে সেকন্দরের বেটা ॥
না করিও গাযী তুমি এহিসব কাজ।
উচিত নহে পুত্র হয়া পিতাক দিতে লাজ ॥
গাযী বলে আল্লার নাম হৃদয়ে[২৬] কর্লাম দড়।
তোমার পুত্র ফকির হএ তোমার ভাগ্য বড় ॥
ফকির করিয়া যাক[২৭] সৃজিল আল্লাজি।
আল্লার দোওয়াতে তাহার ধনের কাজ[২৮] কি ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ মনে ধাজ্য জার।[২৯]
সেই কি[৩০] পারিবে বাবা ফকির হৈবার ॥
জিঙন্তে ঢালিলাম[৩১] গলে মউতের কাফনি।
কত কোটি বাদশাক আমি তৃণ করে জানি[৩২] ॥
আর কি বলিব বাবা শুন আমার ঠাঞি।
পাটেৎ বসিতে মোর আল্লার হুকুম নাঞি ॥
মিনতি[৩৩] করিয়া গাযী পিতার তরে তোষে।
হাযারেক সালাম করে তক্তে নাহি বৈসে ॥

---

১. না মরিস। ২. মির্থা। ৩. মোক্ষ। ৪. যুক্তিভাবে। ৫. সবে। ৬. স্বরে। ৭. বাদসার কায্য। ৮. শৃতুতি বানি। ৯. পসমে ২। ১০. তপিস্য–তাপসিনী অর্থে বোধ হয়। ১১. বেস্যা। ১২. লজ্যাএ। ১৩. সেস। ১৪. পরদেস। ২৫. লজ্যা। ১৬. দারধরা। ১৭. অন্ন্য-। ১৮। আদামরা। ১৯. জন্মিলাম। ২০. ভাগ্য। ২১. লওলাটে। ২২. ডণ্ডে২। ২৩. মোর্ল্ব। ২৪. কন্ন্যা। ২৫. তুমি ফকির হৈলে মোর হৈবে কুলে খোটা। ২৬. হিদয়ে কর্ব্বাম জড়। ২৭. জাক শ্রীজাল। ২৮. ধায্য। ২৯. লোব মোহ কাম ক্রোধ মোনে খাজ্য জার। ৩০. সে। ৩১. ডালীলাম। ৩২. তীন্ন্য করী জানী। ৩৩. মিন্ন্যতি।

বাদশা বলে গাযী তুমি আল্লার ফকির।
ভাগ্য হউক দেখি বাছা তোমার যাহির ॥
গাযী বলে বাবাজি বলি তোমার তরে।
কি যাহির দেখিবা বাবা বল দেখি মোরে।
আমার শক্তি কি যাহির করিবারে।
দেখাব যহুরা আমি আল্লা যদি করে ॥
এসব শুনিয়া বাদশা আনন্দিত মনে।
বিষম আরতি[১] গাযীক দিমু এতদিনে ॥
তাগাসূতে[২] ছিল বাদশার কড়ার সুই লয়া
কহর দরিয়াত সূই[৩] ফেলাএ পাক দিয়া ॥
এই সূই[৩] গাযী আনিয়া দেহ মোরে।
তবে সে আমার ফকির জানিব তোমারে॥
তাহা দেখিয়া গাযী হৈল চমৎকার।
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ্‌ পাঁচালির সার ॥

ত্রিপদী

করি জোড় করে পিতার গোচর
মিঞা গাযী কহে কথা।
শুনহ ভারতী এ বড় আরতি
এ বড় মরনের কথা ॥
তোমার সাক্ষাতে কই যদি না পাই সূই
তবে আমি না আসিব ফিরিয়া।
যদি না পাই সূঁই[৩] প্রাণে জীবার নই
মরিব আমি সাগরে পড়িয়া ॥
করিয়া সালাম[৪] চলে গুণধাম
সুঁই ঢুঁড়িবার তরে।
সাগরের কূলে[৫] গাযী জিন্দা গেলে[৬]
বসিলেন নদীর তীরে ॥
গাযী বলে পরয়ারে এহিবার রাখ মোরে
নহে আজি মরিব সাগরে।
মোরে করো দয়া দেহ পদ ছাঞা
সুঁই মিলায়া দেহ মোরে ॥
গাযীর ক্রন্দনে মালুম নিরাঞ্জনে
খোয়াজেকে ডাকি বলে কথা।
গাযী জিন্দার পাএ খোদা বখশে কএ
খোয়াজ আইল তথা ॥

পয়ার ছন্দ।

করুণা করিয়া কান্দে গাযী জিন্দাপীর।[৭]
সেহিকালে আইল [তথা] খোয়াজ খিজির ॥[৮]
গাযীর স্থানে[৯] আইল খোয়াজ ফকীরের বেশে[১০]।
সামনে আসিয়া খোয়াজ[১১] গাযীকে জিজ্ঞাসে[১২] ॥
কি কারণে কান্দ মিয়া শুনহ বচন।
তোমার ক্রন্দনে দোলে আল্লার আসন ॥
তোমার কারণে আল্লা মোকে দিল ভেজিয়া
কি কারণে ক্রন্দন করহ দাঁড়াইয়া[১৩] ॥
গাযী বলেন সাহেব কি কব[১৪] বচন।
তোমাকে না চিনি সাহেব তুমি কোন্‌জন ॥

---

১. রারোতি। ২. তাগাসিতে। হা. মী–তালাসিতেছিল কড়াল সূই লইয়া ৩. যুই। ৪. ছার্ল্লাম। ৫. কুলে। ৬. গেইলি। ৭, ৮. এ দুই পঙ্‌ক্তি ত্রিপদীতে ছিল। যথা : করুন্য করিয়া কান্দে/গাজি জিন্দা পির বন্দে/সেহিকালে আইল খোওাজ। হালুমীরের পুথিতে আছে পয়ারে। যথা : করুণা করিয়া কান্দে গাজি জিন্দাপির। সেহিকালে আইল খোওাজ খিজির। ৯. শৃতানে। ১০. বেসে। ১১. খোওাজ। ১২. জিগ্যাসে। ১৩. ডাড়াইয়া। ১৪. কবো।

খোয়াজে[১] বলেন না চিন গাযী জিন্দাপীর।
দরবারে থাকি [আমি] খোয়াজ খিজির ৷৷[২]
তোমার কান্দনে [মোকে] ভেজিল নিরাঞ্জন।
কি কারণে কান্দ তুমি কহ বিবরণ[৩] ৷৷
কান্দিয়া ধরিল গাযী খোয়াজের পাএ।
পিতা হয়া পুত্রের[৪] যহুরা দেখিতে চাএ ৷৷
কড়ার সুঁই[৫] দরিয়াত ফেলে পাক দিয়া।
আমাকে বলিল সুঁই দেহত আনিঞা ৷৷
সেই কারণে আমি কান্দি গঙ্গার তীরে।
কোথা পাব সুঁই আমি বিষম সাগরে ৷৷
খোয়াজে বলেন তুমি না কর ক্রন্দন।
আল্লা করে সুঁই তুমি পাইবা এহিক্ষণ ৷৷
সরাসবি বলি খোয়াজ[৬] করিল স্মরণ[৭]।
সালাম করিল তবে আসিয়া দুইজন ৷৷
কি কারণে সাহেব তলব কর তুমি।
জে বলিবে সেহি কর্ম্ম[৮] করিব অখন আমি ৷৷
খোয়াজে বলেন বাছা শুন[৯] দুই জন।
যে কারণে তোমাকে করিলাম স্মরণ[১০] ৷৷
এহি গাযীর জনম হৈল সেকন্দরের ঘরে।
ফেলাইল দরিয়াত সুঁই[১১] যহুরা বুঝিবারে ৷৷
সাগরের পানি তোল পর্বতে টানিয়া ৷৷
তবে ইহার সুঁই[১১] দিব একাএ ঢুঁড়িয়া ৷৷
ভাটি বাঁকে জায়া ছাড়িল হুঙ্কার।
সাগরের পানি তোলে পর্বত উপর ৷৷
শুকাইল নদী পড়িল বালুর চর।
শুকানে পড়িয়া মরে ইমচ্ছ মকর ৷৷
দরিয়াত বসিল খোওয়াজ মনে মনে গুণি।
একে একে গুণিল খোয়াজ সাগরের পানি ৷৷
মচ্ছ মকর শিশুক ঘড়িয়াল বিদ্যমান।[১২]
একে একে তল্লাষ করে সর্বজনার স্থান ৷৷
দরিয়া মাঝার নাহি সুঁই-এর প্রচার।
ব্যাকুল হৈল খোয়াজ[১৩] ভাবে জারে জার ৷৷
পাতালে নামে খোয়াজ[১৩] আগম[১৪] করিলা।
পাতালে আছে সুঁই আগমে[১৫] জানিলা ৷৷
যেকালে সিকন্দর সুঁই দিলেন ঢালিয়া।
বাট্‌কিয়া মচ্ছ লইল সুঁই ভক্ষণ করিয়া ৷৷
সুঁই লইয়া বাইট্‌কা মচ্ছ ত্রাসিত হৈয়া।
শ্বেত পাথরের[১৬] তলে আছেন ছাপায়া ৷৷
তাহার খবর খোয়াজ ধ্যানে জানিঞা।
সরাসরির তরে তবে দিলেন ভেজিয়া ৷৷
সরাসরি জাএয়া মচ্ছক বন্ধন করিল।
খোয়াজ[১৩] গাযীর কাছে মচ্ছক আনি দিল ৷৷
ভএ পায়া মচ্ছ সুঁই উগারিয়া[১৭] দিল।
বাপের সুঁই পায়া গাযী তখনি চিনিল ৷৷
গাযীরে বলেন মচ্ছ বলি তোমার তরে।
সুঁই চুরি করি কেনে দুঃখ দিলু মোরে ৷৷
সুঁই-এর কারণে মোর আকুল জীবন।
আজি বধিব তোক রাখে কোন্ জন ৷৷
ক্রুদ্ধ[১৮] হয়া বাইট্‌কা মচ্ছক মারিবার চাএ।
খোয়াজে বলেন গাযী ইহা উচিত নএ ৷৷
তুমি বড় খাঁ গাযী ফকির আল্লাব।
এত বড় অপযশ রাখিবে সংসাব।[১৯]
এমত শুনিঞা গাযী ক্রোধ খেমিল।
মনে গোস্বা হয়া কিছু গর দোওয়া করিল ৷৷
সুঁই চুরি করিয়া তুই রাখিলু কাল খোঁটা।
তোর শরীরে হউক সুঁই-এর বিন্দুকাঁটা ৷৷
বড় দুঃখ[২০] দিলু মোক দরিয়ার মাঝে।
ছাতিনিঞা[২১] ব্যাধি হউক তোমার মগযে ৷৷
জেবা জন পুরুষে তোমার শির খাবে।
অবশ্য ব্যাধি তার শরীরেতে হৈবে ৷৷
এমত করিয়া মচ্ছক বিদায় করি দিল।
খোয়াজ আর গাযী [তবে] আনন্দ হইল ৷৷
সুঁই পায়া খোয়াজেক সালাম করিল।
পৃষ্ঠে[২২] হস্ত দিয়া খোয়াজ দোওয়া ফরমাইল ৷৷
সরাসরি ছাড়িল সাগরের নীর।[২৩]
সমুদ্রের মচ্ছ মকর সব হইল স্থির ৷৷[২৪]
বিদাএ হইয়া খোয়াজ গেল দরবারে।
সুঁই লয়া গেল গাযী পিতার গোচরে ৷৷
চারি পহর রাত্রি সুঁই তাল্লাষ করিল।
বিহানে আসিয়া সুঁই বাপের তরে দিল ৷৷
আপনার সুঁই বাদশা তখনি চিনিল।
গাযীর পানে চায়া বাদশা কান্দিতে লাগিল ৷৷
আল্লার পিয়ারা ফকির পীর বড় খাঁ গাযী।
কি করিবে ইহাক কাহার দাগাবাজি ৷৷

---

১. খোওয়াজে। ২. দরবারে থাকীলাম খোওাজ খিজির। ৩. বিভরন। ৪. আমার। ৫. কড়া-ষুই। ৬. খোওাজ। ৭. সঙরন। ৮. কহ্ম। ৯. সুই। ১০. সঙরোন। ১১. ষুই। ১২. মৰ্চ্ছ মগর সিষু ঘড়িয়াল বিৰ্দ্দমান। ১৩. খোওাজ। ১৪. আগাজ। ১৫. আগাজে। এই দুই শব্দ হালুমীরের পুথি থেকে গৃহীত। ১৬. সেত পাৰ্থরের। ১৭. উভারিয়া। ১৮. ক্রোৰ্দ্ধ। ১৯. মূ. এক তৌলা মানিক সয়াল সংসার। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ২০. দ্বক্ষু। ২১. হা. মী-ছত্রিশ। ২২. পিষ্টে। ২৩. সবাসরিক ছাড়িয়া সাগরের তীর। ২৪. সমোন্দরের মাছ মগর সব হইল শৃতির।

দিলেন আমার ঘরে কড়ার ফকির।
বদ্‌বখ্‌ত[১] হৈল মোর ইছার শরীর ॥
হেন দুঃখভাবে মনে শাহ্ সেকন্দর।
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ গাযীর কিঙ্কর ॥
তাহা শুনিয়া গাযী না করিল রাও।[২]
সত্বরে[৩] চলিয়া গেল যথা গাযীর মাও ॥
বাবাজীর কদমে গাযী সালাম জানাঞা।
জননীর স্থানে গাযী উত্তরিল জায়া ॥
আন্দরে জায়া গাযী দিল দরশন।
দেখিয়া জননী মাও না ধরে জীবন ॥
মুখে[৪] চুম্ব দিয়া মাও পুত্র নিল কোলে।
কতবা বিঘিনি আছে[৫] তোমার কপালে ॥
পুত্র কোলে লয়া মাও[৬] কান্দে জারে জার।
তোমাক না দেখিয়া প্রাণ না রহে আমার ॥
গাযী বলে মাতাজি বলি তোমার তরে।
আল্লাব করমে মোক কে মারিতে পারে ॥
অনেক কান্দিয়া মাও চিত্ত নিভারিল।
তাম পাকাইয়া মাএ গাযীক খাওয়াইল[৭] ॥
তাম খাইয়া গাযী আনন্দিত মন।
জননীর কোলে গাযী করিল শয়ন[৮] ॥
দিবা গেল সন্ধা হইল রজনী প্রবেশ।
মাএর সাক্ষাতে[৯] কহে যত উপদেশ ॥
শুন শুন ওগো মা মোর নিবেদন।
ফকির হইতে মোর শ্রাধা[১০] হৈল মন ॥
হেন বাক্য যখন[১১] বলিল জিন্দাপীর।
ব্যঘ্র-ডর[১২] পাযা জেন কম্পিত শরীর ॥
ওসমা বলেন বাবা কি বলিলা বাণী।
কোথা জাইতে চাও আমাক করি অনাথিনী ॥
নিশ্চয়[১৩] জাইবা যদি হইয়া ফকির।
দশনে[১৪] হানিঞা আগে মোর খাও শির ॥
না খাও আমার শির কাট খড়্গ[১৫] দিয়া।
পাছে জাও দূর দেশে আমার মাথা খায়া ॥
নহে তুমি মোকে ছাড়ি জাইবা দূরদেশে।
আমি গলাতে কাটারী দিব তোমার হুতাশে ॥
আর কেহ নাহি মোর এহি সপ্ত দ্বীপে[১৬]।
কহ আমি মাও হয়া বঞ্চিব কিরূপে ॥
যুলহাউস পুত্র মোর কলেজা কর্ল পানি।
পশ্চাতে জন্মিলা[১৭] গাযী লইলে পরানি ॥
আর লোকের পুত্র হইলে মাতাপিতা পালে।
আমার ঘরে পুত্র হয়া প্রাণ বধে শেলে[১৮] ॥
গাযীক লইয়া কোলে কান্দে গাযীর মাও।
না দিব ছাড়িয়া বাছাক কোথাএ জাইতে চাও ॥
গেল মোর হাউস পুত্র হৃদে[১৯] রইল ঘুণ।
তাহাতে অধিক বাছা তুমি নিদারুণ ॥
দুই পহর রাত্রি হৈল মাএ পুত্রে বসি।
বাক্য বলাবলি সরে গেল অর্ধনিশি ॥[২০]
গাযী বলে দীননাথ[২১] পরয়ারদিগার।
জননীর চক্ষেতে নাহি নিদ্রার প্রচার ॥
কিমতে জাইব আমি না দেখি উপাএ[২২]।
কোন অপরাধে মোকে রাখিলা খোদাএ ॥
আমাব জননী জাগে জাব কি প্রকারে।
অঙ্গ[২৩] দোলাইলে মাএ হস্ত চাপি ধরে ॥
না পারি উঠিতে আমি কিমতে বারাব।
আল্লা নবির নাম কিমতে পাইব ॥
এহি বলি ভাবে গাযী মনে আপনার।
নিদ্রা লাগাইব চক্ষে করিব প্রকার ॥
কহে শেখ খোদা বখশ্ রফিকের নন্দন।
নিদ্রালী বলিয়া গাযী করিল স্মরণ[২৪] ॥

১৫ পালা সমাপ্ত[২৫]।

১. বদি বক্ত। ২. তাহা ষুনি সেকন্দর না করীল রাও। ৩. সর্ত্তরে। ৪. মুক্ষে। ৫. আছে বাছা তোমার কপালে। ৬. মামা। ৭. খাওাইল। ৮. সোয়ান। ৯. শাক্ষ্যাতে। ১০. শ্রাদা। ১১. জখন। ১২. ব্রেঘ্রডড়। ১৩. নির্ছএ। ১৪. দসনে। ১৫. খর্গ্দ। ১৬. দিপে। ১৭. প্রছাদে জন্মিলা। ১৮. সেলে। ১৯. হিদে। ২০. বাক্য বোলাবোল সরে গেল অর্দ্দনিশি। ২১. দিননাত। ২২. রূপাএ। ২৩. রঙ্গ। ২৪. সঙরোন। ২৫. সমেআপ্ত।

১৬ পালা[১]

দিসা : ঘাটের নৌকা ঘাটে থুইয়া
পলাবে বেপারি রে।
বাছা অলিচান্দ রে[২]
মোরে কোন অপরাধে[৩] ছাড়িয়া জাও রে।

পদ।

লও ভাই আল্লার নাম দিল করিয়া ভাটি।
মৈলে নবী গলার খিলেকা কলেমা হৈব মাটি ॥
আড়াই প্রহর রাত্রি যখন গগনে হৈল।
নিদ্রালী নিদ্রালী বলি স্মরণ[৪] করিল ॥
গাযীর তলব হৈল নিদ্রালীক যখন।
সহিতে না পারে নিদ্রালী গাযীর স্মরণ[৪] ॥
সত্বরে[৫] চলিয়া আইল গাযীর বিদ্যমান[৬]।
কহ মিঞা তলব করিলা কি কারণ ॥
গাযী বলে তোমাক ডাকিলাম একারণ।
জননীর চক্ষে নিদ্রা লাগাও অখন ॥
ফকির [হয়া] জাব আমি শুনহ আমারে।
জননী না দেএ ছাড়ি জাইব কি প্রকারে ॥
গাযী নিদ্রালীক[৭] কহে ওসমার গোচরে।
আল্লার করণি[৮] ভাই কে বুঝিতে পারে ॥
নিদ্রাএ কাতর বিবি মাথা নাহি তোলে।
পালঙ্গেত শুইল বিবি গাযীক লয়া কোলে ॥
বড় নিদ্রা গেল বিবি হয়া অচেতন[৯]।
কোল[১০] হৈতে উঠে[১১] গাযী ভাবিয়া তখন ॥
কাল নিদ্রা গেল বিবি ইছার নঞানে।
খালি কর্ল মাএর কোল নাথ নিরাঞ্জনে ॥
শাইল শুয়া পাখি ছিল ওসমার পুরে।
মামাজি ওসমা বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে[১২] ॥
জাগ জাগ ওগো মা কি কর নিদ্রাএ।
চক্ষু মেলি দেখ তোমার বাছা ছাড়ি জাএ ॥
বিস্তর[১৩] ডাকিল পাখি বিবি নাহি জাগে।
কান্দিয়া আরয করে গাযীর জে আগে ॥
শুন পীর বড় খাঁ গাযী মোর মাথা খাও।
রাত্রিকালে কেনে তুমি মাএক ছাড়ি জাও ॥
গাজী বলে শুন তুমি পক্ষী শাইল শুক[১৪]।
ভ্রমিয়া বেড়াব আমি আল্লার মুল্লুক[১৫] ॥
ফিরিয়া আসিব আমি জননীর আগে।
জননী না জাগাও তুমি মোর দিব্য[১৬] লাগে ॥
তাহা শুনি শাইল শুয়া[১৭] রৈল চুপ হয়া।
এহি বলি জাএ গাযী দেশান্তর[১৮] হৈয়া ॥
এহি বলি সাহেব গাযী আকাশে[১৯] চাএ।
মাহেন্দ্র ক্ষণে[২০] গাযী ফকির হয়া জাএ ॥
সুবর্ণ[২১] দীস্তার বান্ধে চারি চন্দ্র দোলে।
সুবর্ণ খেলেকা গাযী তুলিয়া দিল গলে ॥
সুবর্ণ জিঞ্জির দিয়া কোমর বান্ধিল।
বিচিত্র তাগা মিঞা গলে তুলি দিল ॥
হাতে লইয়া আসা খড়ম দিল পাএ।
কোমর বান্ধিয়া গাযী ফকির হইয়া জাএ ॥
নবীর দলক[২২] মিঞা অঙ্গেতে পরিল।
চন্দ্র জিনিঞা রূপ জ্বলিতে[২৩] লাগিল ॥
কোমর বান্ধিয়া গাযী জপে আর বার।
জননীর পানে[২৪] চায়া কান্দে জারে জার ॥
জননীক কুর্ণিশ[২৫] করে পড়ে চক্ষের পানি।
তোমার কদমে মাও বিদাএ হৈলাম আমি ॥
এহিজে দারুণ শেল মরমে রহিল।
তোমার দুগ্ধের ধার আল্লা না শুজাইল[২৬] ॥
মরি জাই জননী মাও তোমার বালাই নিয়া।
তোমার পানে[২৭] চাইতে জাএ প্রাণ বিদরিয়া ॥
তুমি আর না কান্দিও মাও আমাক লাগিয়া।
গাযীর কারণে তুমি পাষাণে[২৮] বান্ধ হিয়া ॥

১. মূলে নেই। ২. চান্দোর। ৩. অপরাদে। ৪. স্বঙরোন। ৫. সর্ত্তরে। ৬. বির্দ্দমান। ৭. নিদ্রাক। ৮. করানি। ৯. অচৈতন। ১০. কোলে। ১১. উটে। ১২. উর্চ্চস্বরে। ১৩. বিশৃতর। ১৪. সাইল ষুক। ১৫. মুর্ল্লক। ১৬. দিৰ্ব্ব। ১৭. সাইল ষুওা। ১৮. দেসান্তর। ১৯. আগাজ। ২০. মহিন্দির ক্ষেনে। ২১. সোবণ্ন্য। ২২. দর্ল্লক। ২৩. জলিতে। ২৪. প্রাণে। ২৫. ক্রোনিষ। ২৬. ষুজাইল। ২৭. প্রাণে। ২৮. পাসানে।

জাইবার কালে তোমাক নাগেনু বলিয়া।
এহি সে কারণে মাও মরিবে কান্দিয়া ॥
এহি অগ্নি তোমার জ্বলিবে রাত্রদিন।
এহি বলিয়া কান্দিবে মাএ আমার কারণ ॥
ছাড়িয়া পালানু মুই মন্দির মাঝার।
আজি হৈতে হইল তোমার দুনিঞা আন্ধার[১] ॥
আহারে দারুণ বিধি এহি ছিল কপালে।
জননীক পাইব আমি আর কোনকালে ॥
জননীক পাইব আমি মিলাবে নিরাঞ্জন।
নহে জে পাইলাম কদম জনমের মন ॥
অনেক কান্দিয়া গাযী হইল হতাশ[২]।
গমন করিল গাযী ছাড়িয়া নিঃশ্বাস[৩] ॥
যাত্রা করিয়া গাযী জাএন সাক্ষাতে।
আইস আইস বলি কেবা ডাকে আচম্বিতে[৪] ॥
দধি লহ দধি লহ ডাকে গোয়ালিনী[৫]।
পুষ্পের পসরার লয়া ভেটিল মালিনী[৬] ॥
যাত্রাকালে[৭] ধেনুর বাছা সামানে দাঁড়াএ।
যাত্রাকালে মাহুত আসি অঙ্কুশ[৮] বাজাএ ॥
ডাহিন বামে সুন্দর দেখিল নৃত্যগীত[৯]।
সধবা[১০] নারীর কাঁকে কলস পূর্ণিত[১১] ॥
চলিল সাহেব গাযী স্মরি[১২] পরোয়ার।
যাত্রাকালে পাইল গাযী ডাইন নাকে স্বর[১৩]।
সুযাত্রা[১৪] পাইয়া গাযী আনন্দিত মন।
বাঞ্ছা[১৫] সিদ্ধি করিবে মোর মালিক নিরাঞ্জন ॥
যাত্রা করে শাহ্ গাযী কাল নিদ্রা দিয়া।
পাছ করিল দুই দেহড়ি আন্দর ছাড়িয়া ॥
যেন রাম বনবাস অযোধ্যা[১৬] আন্ধার।
তেমতি বৈরাট পুরী হৈল অন্ধকার ॥
লণ্ডভণ্ড হৈল পুরী বৈরাট ভুবন।
খালি ধর থুইয়া যেন মরা রৈল জীবন ॥
আন্দরের বাহির যখন বড় খাঁ গাযী হৈল।
রূপবতী কাজলী দাসী স্বপন[১৭] দেখিল ॥
এহি স্বপন[১৭] দেখিল জে ওসমা দুঃখিনী[১৮]।
গাযীর শোকে ঝাপ দিল সমুদ্রের পানি ॥
স্বপন[১৭] দেখিয়া দাসী উঠিল কান্দিয়া।
কিছু নাহি দেখে দাসী চেতন[১৯] পাইয়া ॥
কাজলী বলেন না কান্দিও মন স্থির[২০] বান্ধ।
রূপবতী বলেন বহিন তুমি কেনে কান্দ ॥
শুইয়াছি[২১] দুই জনা মহল মাঝার।
দুই জন কান্দে কেনে একি অবিচার ॥
কাজলী বলেন বহিন অপূর্ব স্বপন[১৭]।
এহি বলি বাহিরে বারাইল দুই জন ॥
বাহিরে আসিয়া তবে চৌদিকে নিহারে।
পুরী ছাড়ি গেল গাযী দেখেন নযরে ॥
দুই দাসী বলে মিঞা ধরি তোমার পাও।
সকলি ছাড়িয়া তুমি কোথাএ জাইতে চাও ॥
গাযী বলে শুন[২২] দাসী না করিও শোর[২৩]।
জননী জাগিলে জে জঞ্জাল হৈবে মোর ॥
তিনমাস পরে আমি আসিব ফিরিয়া।
জননীক রাখিও তোরা সান্ত্বনা[২৪] করিয়া ॥
ব্যাজ না করিও তোমরা আমাক জাইতে।
এক তসবী[২৫] লও প্রতেক জানিতে ॥
যদি আমার হয় কোন অবশ্য[২৬] নিদান।
তসবি হইবে কাল সন্ধা বিহান ॥
কোন স্থানে[২৭] হএ যদি আমার মরণ।
তসবি হৈবে তখন হিঙ্গুল বরণ ॥
আনন্দ অপার যদি থাকি বার মাস।
ঐমত তসবি রবে ধবল প্রকাশ ॥
সত্য পরীক্ষা আমি দিলাম তোমার ঠাঞি।
ব্যাজ না করিও তোরা আমি শীঘ্র[২৮] জাই ॥
দাসী জাতে[২৯] মন স্থির[৩০] নহে কোনকালে।
দুই চারি কথা কৈলে শীঘ্র তত্ত্ব[৩১] ভুলে ॥
দাসী বলে জাহ মিঞা আসিও সকাল।
বিবির সাক্ষাতে আমার না কইও হাল ॥
ফিরিয়া আইল দাসী তসবি পায়া হাতে।
আল্লা আল্লা বলি গাযী পাও তোলে পথে ॥
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গাযী মাও ছাড়িয়া জাএ।
কান্দিয়া কান্দিয়া সপ্ত দেহড়ি এড়াএ ॥
গাযী বলে দীননাথ পরয়ারদিগার।
মাও বাপ ছাড়া কর্ল যতেক ইয়ার ॥
এঘর বাসর টঙ্গি দিব্য মনোহর।[৩২]
ছাড়িনু রাজ্য বাদশাই তোমার নামেব পর ॥
দয়া না ছাড়িও আল্লা দেশান্তর[৩৩] জাঙ।
বাপ মাএর সঙ্গে দেখা পাঙ কিনা পাঙ ॥

১. আন্দার। ২. হুতাসন। ৩. নির্শ্বাস। ৪. অচমভিতে। ৫. গোওালিনি। ৬. মাইলানি। ৭. জাত্রাকালে। ৮. অঙ্কস। ৯. নির্ত্তগিদ। ১০. সদবা। ১১. প্বণ্নিত। ১২. স্বঁওরে। ১৩. নাকেশ্বর। ১৪. ষুযাত্রা। ১৫. বাঞ্ঝ্যাসিদ্দি। ১৬. অজুধ্যা আন্দার। ১৭. সপন। ১৮. দুখনি। ১৯. চৈত্তন। ২০. শৃতরি বান্দ। ২১. মুইয়াছি। ২২. মূন। ২৩. সোর। ২৪. সন্তনা। ২৫. তছবি। ২৬. অর্ব্বস। ২৭. শৃতানে। ২৮. সিগ্র। ২৯. জাইতে। ৩০. স্তির। ৩১. তর্ত্ত। ৩২. এ ঘর বাশর টঙ্গি দির্ব্ব মনহর। ৩৩. দেসান্তরে।

কান্দিয়া দাঁড়াইল গাযী অষ্টম দ্বারে।
ছাড়িনু রাজ্যের[১] মায়া তোমার নামের পরে ॥
কালু জিন্দা শুইয়া আছে অষ্টম দ্বার।[২]
সেহিকালে জাগরণ কালু করার আল্লার ॥
সেহিপথে জাএ গাযী কান্দিয়া কান্দিয়া।
কালু জিন্দা শুনে তাহা শয্যাএ থাকিয়া ॥
কালু বলে শেষ[৩] রাত্রে কান্দে কোন জন।
শয্যা হৈতে উঠে কালু শুনিয়া ক্রন্দন ॥
দেহড়ির দ্বারে আইল কালু দস্তগির।
দেখে গাযী কান্দিয়া জাএ হেঁট করিয়া শির ॥
বাদশার পালক পুত্র কালু হাজারা।
পাঁচ শও উমরার খামিন্দ সেই উমরা ॥[৪]
গাযীর সহিতে তাহার অনেক পিয়ার[৫]।
গাযী আর কালুকে আল্লা করাইল দীদার ॥
ফকিরি দলক[৬] দেখি কালু চিত্তেৎ বুঝিল।
কান্দিয়া গাযীর পাও কালু যে ধরিল ॥
হাহাকার করিয়া কালু গাযীর ধরে পাও।
নিদারুণ হয়া সাহেব কোথাএ ছাড়ি জাও ॥
অনুরাগে[৭] জাও মিঞা সকলি ছাড়িয়া।
অধম কালুকে লেও কোলে উঠাইয়া[৮] ॥
কালু ক্রন্দনে গাযী বড় শোক[৯] পাইল।
গলাগলি ধরি দুহে বহুত কান্দিল ॥
গাযী বলে শুন কালু আমার বিনয়[১০]।
ঘরেতে থাকিতে নিষেধ করেন খোদাএ ॥
কালু বলে শুন সাহেব মোর নিবেদন।
আমাকে সঙ্গতি লেহ জাই দুইজন ॥
সঙ্গে নাহি লেহ মোক কিসের জীবন।
তোমার গুদড়ি বহি করিব গমন ॥
গাযী বলে রাও নাহি কাড় কালু ভাই।
নিঃশব্দ[১১] হইয়া চল বৈরাট এড়াই ॥
জননী শুনে যদি এসব খবর।
হইবে জঞ্জাল শেষে ফিরিয়া লইবে ঘর ॥
এহিমতে জাএ সবে ছাড়ি নিজ পুরী।
চেতন[১২] [না] পাইল তবে দ্বারী ও প্রহরী ॥
কহে শেখ খোদা বখশ গাযীর বাখান।
গাযীক স্মরিয়া[১৩] রচিলাম নবীন গান ॥

পদ

হাতে নিল আসা খড়ম দিল পাএ।
সুবর্ণ দিস্তার দিল কালুর মাথাএ ॥
গলাএ তসবি দিল কোমরে জিঞ্জির।
গলাতে খিলেকা দিয়া হইল ফকির ॥
সুবর্ণ সেহলি গলে তাগা ধাগা লয়া।
খঞ্জন গমনে মিঞা চলিল হাঁটিয়া ॥
মৃগ[১৪] ছাল একখান কালুর কান্দে দিল।
কিস্ত চামলা কুড়া দণ্ড উদাসা ভরিল ॥
গাযীর পিরিতে কালু সকলি ছাড়িল।
মাহেন্দ্র ক্ষণে[১৫] দুই ভাই যাত্রা করিল ॥
শাহ সেকন্দর বাদশা তক্তের অধিকারী।
তার পুত্র বড় খাঁ গাযী কড়াকের ভিখারী[১৬] ॥
বাপ মাও রাজ্য পাট সকলি ছাড়িয়া।
মুল্লুক ছাড়িয়া দুহে দেশান্তর চলিলা ॥
বৈরাট নগর ছাড়ি করিল গমন।
অরণ্য[১৭] কাননে দুহে দিল দরশন ॥
কানন বন এড়িয়া দুহে জাএ ধীরে ধীরে।
উপস্থিত দুই ভাই বংশ নদীর তীরে ॥
এমত সমএ হইল রজনী প্রভাত।
পশ্চিম আকাশ কোণে গেল নিশানাথ ॥[১৮]
প্রভাতে উঠিল[১৯] বিবি ওসমা সুন্দরী।
গাযী পুত্র কোলে নাঞি পালঙ্গ দেখে খালি ॥
চারিপাশে[২০] দেখে বিবি পুত্র নাহি কাছে।
আউল পড়িয়া গেল বিবির হিয়ার মাঝে ॥
হাহা পুত্র বলিয়া পড়ে অঙ্গ[২১] আছাড়িয়া।
মরা শরীরে মাও রহিল পড়িয়া ॥
খানিক অন্তরে বিবি পাইল চেতন[২২]।
কি হৈল কি হৈল বলি জুড়িল[২৩] ক্রন্দন ॥
আহারে দারুণ বিধি কি লিখিলে[২৪] কপালে।
গাযী পুত্র বিনে আমি কাকে নিব কোলে ॥
এহি সে দারুণ শেল হৃদয়ে[২৫] রহিল।
কোন দিগে গেল পুত্র বলিয়া না গেল ॥
আর না দেখিব পুত্র বদন তোমার।
অন্ধকার করিয়া গেলা মাএর সংসার ॥
আর না দেখিব পুত্র তোমার চন্দ্র মুখ।
মরমে রহিল শেল বিদরি জাএ বুক ॥

১. আর্জ্যের ময়া। ২. কার্ল্ব জিন্দা ষুইয়া আছে অস্টমদার। ৩. সেস। ৪. পাচ সও উমোরার খামিন্দ সেই উমোরা। ৫. প্যার। ৬. ফকির দর্ল্বক। ৭. রব্বরাগে। ৮. উটাইয়া। ৯. সোগ। ১০. বিনায়ে। ১১. নিসব্দ। ১২. চৈতন। ১৩. স্বঙরিয়া। ১৪. ম্রিগ। ১৫. মহীন্দির খেনে। ১৬. ভিকারি। ১৭. অরিন। ১৮. পশ্চীম আষাড় কোনে গেল দিননাথ। ১৯. উটিল। ২০. চারিপাসে। ২১. রঙ্গ। ২২. চৈতন। ২৩. যুড়িল। ২৪. লেখিয়াছে। ২৫. হ্রিদয়ে।

পরাণের পরাণ মোর নঞানের তারা।
আঁখে[১] না দেখিলে না জাএ পাসরা ॥
কাহার বা কাটিনু মুই অখণ্ড কলার বালি।
পুত্র শোগী[২] বলিয়া মোকে কেবা দিল গালি ॥
কাহাব বা কাঁচা আইলে মুঞি তুলিয়া দিনু পাও।
সে গালি দিল ওসমা পুত্রের মাথা খাও ॥
অঞ্চলের সোনা মোর কোথা খসি পইল।
অন্ধলের[৩] লড়ি মোর কেবা কাড়ি লৈল ॥
আহারে প্রাণের গাযী কোথা গেলে পাব।
তোমাকে না দেখিলে প্রাণে না বাঁচিব ॥
এহিমতে বিধি মোক দেউক মরণ।
পুত্র লাগি প্রাণ ঝরে জাঙ পাতাল ভুবন ॥
পাতালের সর্প যদি মোকে ধবি খাএ।
জনমেব অগ্নি মোব তবে সে নিরাএ ॥
একাকিনী অভাগিনীর আর কেহ[৪] নাঞি।
সকল দুঃখ[৫] পাসরিলাম গাযীর পানে[৬] চাই ॥
কিবা রাত্রি কিবা দিন কান্দেন জননী।
ডেঙ্গুব[৭] হারায়া জেন ফিবিছে বাঘিনী[৮] ॥
মচ্ছ চিনে গহীন গম্ভীর পক্ষী চিনে ডাল।
মাএে জানে পুত্রের দয়া প্রাণ পুড়ে[৯] যার ॥
সেহি জননীর কথা শুন মন দিয়া।
যার[১০] নাই বাবা মাও তাঞি দুনিয়ার অভাগিয়া ॥
যার[১০] আছে বাপ মাও তাই কোলে বসি খাএ।
যার[১০] নাই বাপ মাও তাঞি দুনিয়ার দুঃখ চাএ ॥
যার[১০] নাই মাতাপিতা তারা কেমনে জিএ।
ঠাণ্ডা পানি থাকিতে গরম পানি পিএ ॥
চারি পহর দিন মোর জাএ নানান দুঃখে।
দিন গেলে অবশ্য[১১] মাও বলিবে মুখে[১২] ॥
আবালে পালে মাও কাঁকে কোলে লয়া।
হেন মাতাপিতাক না চিনে সেহি অভাগিয়া ॥
এক ধার দুগ্ধ[১৩] মাএর লক্ষ টাকা মূল[১৪]।
আমাক বিকাইলে না হবে সমতুল ॥
এক ধার দুগ্ধর গুণ শুজা[১৫] নাহি জাএ।
শত মজিদ দিলে তবু সমান নএ ॥
বাপ মাও ছাড়ি যেবা দূর দেশে জাএ।
সোনার বাঙ্গে কামাই কর্লে তবু আটিবার নএ ॥
শঙ্খ[১৬] সিন্দুর দিয়া জেবা বিভা কর্ল নারী।
ভাল মনুষ্যের ছাওয়াল হৈলে থাকে দিনা চারি ॥
তাহার অধিক নারী ভাল মনুষ্যের হএ।
ছএ মাস পুরাইলে যার[১৭] মনে যেবা লাএ ॥
অন্য অন্য[১৮] লোকে কান্দে ঠাণ্ডা পানি পিএ।
মাও জননী কান্দে যাবত[১৯] প্রাণে জিএ ॥
তূষ ঘুটিয়ার অগ্নি গুমোসিয়া যেন জ্বলে[২০]।
সেই মত মাএর প্রাণ নিরবধি[২১] ঝুরে ॥
পুত্রের কারণে যে জননীর পুড়ে[২২] হিয়া।
নিরবধি কান্দে মাও কেশ[২৩] এড়ি দিয়া ॥
কতেক কহিব আমি মাএর করুণা।
কহে শেখ খোদা বখ্শ[২৪] করিয়া ভাবনা ॥
বড় খাঁ গাযী গেল বাদশা কর্ণেতে শুনিল।
তক্তের উপরে মিঞা কান্দিয়া পড়িল ॥
তক্ত হইতে কান্দিয়া পড়িল জমি পর।
গাযী গাযী বলিয়া বাদশা ডাকে উচ্চৈঃস্বর[২৫] ॥
আপনাব খাতিরে তোমাক করিনু বিড়মন।
ছাড়িয়া পালাইলা বাছা সেই সে কারণ ॥
আমি জানিব কি জাইবা ছাড়িয়া।
তবে কেনে দিব দুঃখ[২৬] আপন মাথা খায়া ॥
পরাণের পরাণ গাযী মনে হয়া গোশ্বা।
গাযী পুত্র বিনে মোর মরণের দশা ॥
বুকেতে হানিল শেল[২৭] পৃষ্ঠ হৈল পার।
যেদিগে চাঙ মুঞি সেদিকে আন্ধার[২৮] ॥
যে দিগে নজর করি সেদিকে দেখি কূয়া।
শির জ্বলি অগ্নি উঠে পুত্র[২৯] শোকের ধুয়া ॥
দেশে দেশে বাদশা মনুষ্য[৩০] পাঠাইল।
কোনস্থানে বড়খাঁ গাযীর লাইগ না পাইল ॥
ফিরিয়া আইল সবে বৈরাট নগরে।
কান্দিয়া কহিল সবে বাদশার গোচরে ॥
গাযীক হারায়া বাদশা হইল পাগল।
রাজ্য[৩১] বেড়িয়া হইল ক্রন্দনের রোল ॥
বড়খাঁ গাযী পালিবে রাজ্য মনে ছিল আশা।
এবেসে জানিলাম ভাই প্রজার কুদশা ॥
বড়খাঁ গাযী বিনে সবে হৈল অনাথ।
উযীর নাযীর কহে সবে এহি বাত ॥
পক্ষীগণ কান্দে তারা ডালেতে বসিয়া[৩২]।
ঝুরে বৃক্ষের[৩৩] পাতা পড়েন খসিয়া ॥
লতা তৃণ[৩৪] কান্দে আর তরুলতা গাছ।
শিশু ঘড়িয়াল কান্দে জলে কান্দে মাছ ॥

১. আক্ষে। ২. ষুগি। ৩. অন্দলের। ৪. কেহু। ৫. দুক্ষু। ৬. প্রাণে। ৭. ডেঙ্গুর = বাছুর। হা. মী. ডব্বর। ৮. বাগিনী। ৯. পোড়ে। ১০. জার। ১১. অর্ব্বসে। ১২. মোখে। ১৩. দুর্গ্দ। ১৪. মোল। ১৫. ষুজা। ১৬. সঙ্ক। ১৭. জার মানে জেবা লএ। ১৮. অণ্ন্য ২। ১৯. জাবত। ২০. জলে। ২১. নিরবধি। ২২. পোড়ে। ২৩. কেস। ২৪. বর্ক্ষ। ২৫. উর্দ্ধস্বর। ২৬. দুক্ষু। ২৭. সেল পিস্ট। ২৮. আন্দার। ২৯. পুত্রের সোগে ধোয়া। ৩০. মোনর্শ্য পটাইল। ৩১. আজ্য। ৩২. পড়িয়া। ৩৩. বৃক্ষের। ৩৪. তির্ন্নি।

আসমান যমিন কান্দে বাদশার ক্রন্দনে।
শির পৃষ্ঠে[১] সেকন্দর না ধরে পরাণে ॥
ধন্দ হইল বাদশা ঝুরে রাত্র দিন।
কান্দিতে কান্দিতে মিঞার তনু হৈল ক্ষীণ[২] ॥
কতেক কহিব আর বাপের ক্রন্দন।
সাহেব গাযীর কথা শুন দিয়া মন ॥
চারি পহর দিন হাঁটিল ঘোর বনে।
কথার দোসর কেবল ভাই কালু সনে ॥
মনুষ্যের[৩] প্রচার নাহি জঙ্গল মাঝারে[৪]।
অসকালে গেল দুহে বংশ নদীর তীরে ॥
ওপারে আছেন রাজ্য চাঁপাই নগর।
অপূর্ব গ্রাম সেহি চালে চালে ঘর ॥
বিচিত্র নগরের কথা কহন না জাএ।
হীরামন মাণিক কত ধূলায় লুটাএ ॥
চাঁপাই নগরের লোক কেহ নএ কাঙ্গাল।
সোনা রূপা দিয়া বান্ধে সহস্র জাঙ্গাল ॥
কাহার পুষ্কর্ণির পানি কেহ নাহি খাএ।
গোড়াতে চড়িয়া রাজ্যের প্রজা বেড়াএ ॥
সুখী বিনে দুঃখী[৫] নাই সেহি রাজ্যের প্রজা।
সেহি গ্রামের অধিকারী শ্রীরাম নামে রাজা ॥
হিন্দু বিনে রাজ্যেত যবন নাহি দেশে।
সকলি হিন্দু সেহি রাজ্যেতে বৈসে ॥[৬]
দ্বারী প্রহরী[৭] আর কোতাল মণ্ডল।
সে রাজ্যের যত প্রজা সকলি ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ রাজা ব্রাহ্মণ প্রজা দেওয়ান[৮] ব্রাহ্মণ।
[ব্রাহ্মণ] বিনে শূর্দ্র[৯] তথা নাহি একজন ॥
একদিন রাজা যদি যবনের[১০] দেখে মুখ।
তেরাত্রি করেন[১১] রাজা ভুজনে বেসুখ ॥
বংশ নদীর তীরে গ্রাম ঝলমল করে।
কালু আর গাযী দাঁড়াইল[১২] এপারে ॥
ঘাটের কূলে বৈসে গাযী সঙ্গে কালু ভাই।
পার হৈতে নৌকা কিশ্‌তি কিছুই নাই ॥
কহর সংগ্রাম নদী বিপুল বিসার ।[১৩]
নৌকা নাহি ঘাটে তার নাহিক কাণ্ডার ॥
সমুদ্র[১৪] দেখিয়া গাযীর উড়াল প্রাণ।
গাযী বলে ভাই [কালু] নাহি বুদ্ধিজ্ঞান[১৫] ॥
কালু বলে সাহেব তুমি ফকীর আল্লার।
আল্লাকে স্মরিয়া[১৬] তুমি সাগর হও পার ॥
তাহা শুনি শাহ্ গাযীর জ্ঞান[১৭] উপজিল।
আল্লাজির নিজ নাম জপিতে লাগিল ॥
কালুর কান্ধে ছিল পোশ নিল টান দিয়া।
আল্লা নবির নামে দিল সমুদ্রে[১৮] ভাসাইয়া ॥
সালাম[১৯] করিয়া গাযী তাথে দিল পাও।
গাযী বলে আইস কালু শীঘ্র[২০] পার হও ॥
কালু বলে শুন তুমি ফকির আল্লার।
পোশে চড়িব আমি প্রাণ হারাইবার ॥
তিনবার তুমি আগে হও ওপার।
প্রত্যয়[২১] বুঝিয়া আমি নদী হবো পার ॥
তাহা শুনিয়া গাযী পোশে সোওয়ার হয়া ॥
তিনবার হৈল পার পোশেতে চড়িয়া ॥
প্রত্যয় বুঝিয়া তবে কালু দুস্তগির।
হেঁটশিরে[২২] নামে তবে সমুদ্রের[২৩] তীর ॥
কিনারে নামিঞা কালু ভাবে মনে মনে।
মৃগ[২৪] ছাল দুহার ভর সহিবে কেমনে ॥
ভাবা গুনা করে কালু পোশে দিল পাও।
জাহাজ জিনিয়া পোশ হৈল দিব্য[২৫] নাও ॥
উড়িয়া চলিল জেন তুরকী[২৬] সোওয়ারে।
তিলমাত্রে হৈল খাড়া জাইয়া ওপারে ॥
কূলে উঠিয়া বলে কালু অপূর্ব[২৭] বিচার।
পোশে চড়ি হৈলাম যেন টাঙ্গনের সোওয়ার ॥
চক্ষের নিমিষে[২৮] পার হৈলাম দুই জন।
অপূর্ব যন্তুরা তোমাক দিয়াছে নিরাঞ্জন ॥
উপরে আসমান নীচে[২৯] পানি গহীন গম্ভীর।
পোশে চড়ি পার হইল গাযী জিন্দাপীর ॥
আল্লার প্যায়ারা পীর গাযী বিনোদিয়া।
পার হৈল বংশ নদী পোশ বিছাইয়া ॥
সালাম করি গাযীর পাএ পোশ কান্ধে লএ ।[৩০]
আল্লা নবির নাম লয়া দেশান্তর[৩১] জাএ ॥
কূলেতে উঠিয়া দুহে জাএ হেঁট[৩২] মাথে।
অকরুণে[৩৩] এক নারী কান্দে বৈসে পথে ॥
কালু বলে শুন মাও অনাথিনী নারী।
কি কারণে পথে বৈসে কান্দ একাশ্বরি[৩৪] ॥
বিষম দারুণ পথ চোর বাটপাড়।
মধ্যে মধ্যে[৩৫] আছে বনে দুষ্ট বন ঝাড় ॥

১. পিষ্টে। ২. খিন। ৩. মোন্‌শ্যের। ৪. মাজারে। ৫. ষুকি বিনে দ্বখি। ৬. সকলি হিন্দুয়ান সেহি রাজ্যেত বৈসে। ৭. দ্বারি পহরি। ৮. দেওান। ৯. ষুদ্রে। ১০. জৈবনের দেখে মোখ। ১১. করিয়া। ১২. ডাড়াইল। ১৩. কহর সংগ্রাম লদি বিভার বিথার। ১৪. সমুদ্দর। ১৫. বুর্দ্ধিগ্যান। ১৬. স্বরিয়া। ১৭. গ্যান। ১৮. সমোদ্দরে। ১৯. ছার্ব্বাম। ২০. সিগ্র। ২১. প্রতয়। ২২. হেন্ট সিরে। ২৩. সমোদ্দরের তির। ২৪. মৃর্গ। ২৫. দিব্ব। ২৬. তুরিকি। ২৭. অপ্বর্ব্ব। ২৮. নিমসে। ২৯. আছমান নিছে। ৩০. ছার্ব্বাম করি গাজির পাএ পাস কান্দে লএ। ৩১. দেসান্তর। ৩২. হেন্ট। ৩৩. অকুরোনে। ৩৪. একাশ্বরী। ৩৫. মর্দ্দে ২।

নাবী বলে বাটওয়ার জঙ্গলে নাহি ভএ।
মুখে লাথি দিয়া মোর ছাড়িল তনয়[1] ॥
তকাবণে কান্দি আমি পুত্রের কারণ।
দবিয়াত ঝাপ দিয়া তেজিব জীবন ॥
কালু গাযীর পাও ধরি কান্দে অনাথিনী।
বাছা হাবা হয়া আমি মাও বোল নাহি শুনি ॥
প্রাণে[2] নাহি ধবে আর ছাড়িনু গৃহবাস[3]।
পাগল হইল মন পুত্রের হতাশ ॥
দুই চক্ষে নাহি দেখি পৃথ্বী[4] অন্ধকার।
উদ্দিশ না পাইলাম আমি অভাগিনীর বাছার ॥
বাছা বাছা বলিযা নারী পড়িল কান্দিয়া।
গাযী বলে উঠ নারী ঘরে যাও ফিরিয়া ॥
তাহা শুনি অনাথিনী উঠি লড় দিল।
পুত্রের উদ্দিশে নারী দেশান্তরে গেল ॥
কালুর সাক্ষাতে গাযী কহে সেই দণ্ড[5]।
গাযী বলে দেখ ভাই পথের পাষণ্ড[6] ॥
কালু বলে শুন মিঞা দুঃখের[7] কাহিনী।
এমত ফিরিবে ভাই আমার জননী ॥
নাবীক দেখিয়া দুহেব[8] মাও মনে পৈল।
মাও মাও বলিয়া দুহে কান্দিতে লাগিল ॥
কহে শেখ খোদা বখশ বিবস বেদনা।
মাএর কারণে দুহে করিছে করুণা ॥

১৬ পালা সমাপ্ত[9]।

১. তোনাএ। ২. প্রাণে। ৩. গ্রীহবাস। ৪. পিথি। ৫. ডণ্ড। ৬. পাসণ্ড। ৭. দুক্ষের। ৮. দুহে। ৯. সমেআপ্ত।

১৭ পালা

লাচাড়ী

গাযী বলে কালু ভাই মুখে[১] মোর পড়ুক ছাই
মাও বাপ ছাড়ি কি কারণ।
জনম করতা বাপ মাও পাইল দুঃখ[২] তাপ
তবে সে দেখিলাম ত্রিভুবন[৩] ॥
কালু বলে শুন ভাই চল মাও দেখিতে জাই
সেবি জাএ পিতার কদম।
গাযী বলে তাহা নএ খোদার কালাম রদ হএ
দোজখে লইবে কাল যম ॥
জে লেখিছে পরয়ারে খণ্ডাতে কেবা পারে
ললাটে[৪] লেখিয়াছে দীননাথ[৫]।
চল জাই দেশান্তরে ভ্রমিয়া আসিব পরে
আল্লা মোরে করিয়াছে অনাথ ॥
শুনি কালু কহে বাণী না বাঁচিবে জননী
এ তাপ পরাণে নাহি সএ।
মাও ছাড়া বড় পাপ দুঃখ তাপে দিবে শাপ[৬]
কি জানি অদৃষ্টে[৭] কিবা হএ ॥
চল যাই পরবাসে গেইলা গৃহ[৮] বাসে
ফিরিয়া আসিঙ ভুবন।
আগে গাযী কালু পাছে সর্বথা লাগা আছে
রাজপথে জাএ দুইজন ॥
কালু কালা বর্ণ[৯] ভাগে সূর্য বর্ণ[১০] গাযী আগে
দিবা জায়া সন্ধ্যা উপনীত।
নবীন পুতলী[১১] তনু যেন পূর্ব কোণের ভানু
চাঁপাই নগরে উপস্থিত[১২] ॥
সেহি রাজ্যের অধিপতি শ্রীরাম নরপতি
তাহার গ্রামেত হৈল খাড়া।
আল্লা নবীর নাম লয়া যিকির ছাড়িল যায়া
শুনি চমৎকৃত[১৩] রাজার পাড়া ॥
শুনিএগ্রা[১৪], আল্লার নাম ক্রুদ্ধ[১৫] রাজা শ্রীরাম
কোথাকার যবন[১৬] নিরান্তর।
পূর্ণ[১৭] করি বিরচন রফিকের নন্দন
সে বান্দা গাযীর কিঙ্কর ॥

১. মোখে। ২. দক্ষু। ৩. ত্রিভোবন। ৪. লওলাটে। ৫. দিননাতে। ৬. দক্ষু তাপে দিবে সাপ। ৭. অদস্টে। ৮. সিগ্র। ৯. বর্ণ্ন্য। ১০. মুর্জ্জবণ্ন্য। ১১. প্পথলি। ১২. উপশৃথিত। ১৩. চমতকিত। ১৪. মুণিএগ্রা। ১৫. ক্রোর্দ্ধে। ১৬. জৈবন। ১৭. প্পর্ণ্ন্য।

পদ

ঘরে ঘরে ফিরে দুহে বাসার নাগিয়া।
কেহ[১] জাগা নাহি দেহ যবন দেখিয়া ॥
বাড়ী বাড়ী ঘরে ঘরে দুই ভাই ফিরিল।
যবনের[২] কারণে কেহ জাগা নাহি দিল ॥
কোন জনা বলে ফকির জ্ঞান নাহি তোরে।
মরিতে আইলা কেনে চাঁপালি নগরে ॥
আমাগেরে রাজা তবে জাত[৩] ব্রাহ্মণ।
দ্বারী প্রহরী[৪] আর কোতাল প্রজাগণ ॥
একদিন রাজা যবন দেখিবার পাএ।
তেরাত্রি করিয়া রাজা তবে অন্ন[৫] খাএ ॥
যবন ফকিরকে জাগা না দিব নগরে।
আমাগেরেক[৬] রাজা শুনে কাটিবে তলোয়ারে[৭] ॥
যবন[৮] ফকিরেক জাগা দিতে নাহি পারি।
ফকিবের কাল বাজা পাটের অধিকারী ॥
চাঁপালি নগরে নাই কলেমার প্রচার।
সেহি দেশে কেনে আইলা ফকির আল্লার ॥
হাসিয়া বলেন বাণী গাযী জিন্দাপীরে।
কলেমাতে সাবধান[৯] করিমু ঘরে ঘরে ॥
গাযী বলে ভাই কালু শুন উপদেশ।
রাজ্য ছাড়িয়া ভাই আইলাম পরবাস ॥
কেহ জাগা নাহি দেএ ফকির দেখিয়া।
কার বাড়ি জাইব ভাই বাসার লাগিয়া ॥
প্রজার বাড়িতে ফিরিলাম বাসার[১০] কারণ।
রাজার বাড়িতে জাব ভাই দুই জন ॥
বড় পূণ্যবান[১১] [রাজা] শ্রীরাম অধিকারী।
অবশ্য[১২] পাইব জাগা গেলে তাহার বাড়ি ॥
রাজার ডরেতে জাগা না দেএ প্রজাগণ।
একবার বুঝিব জায়া শ্রীরামের[১৩] মন ॥
সন্ধ্যাকালে দুই ভাই করিল গমন।
রাজার বাড়ীতে জায়া দিল দরশন ॥
বাহির দ্বারেতে আইল দুই ভাই ফকির।
আল্লা নবির নাম নিয়া ছাড়িল যিকির ॥
কহে শেখ খোদা বখস্ গাযীর কিঙ্কর।
একবার বল আল্লা পাপ জাউক দূর ॥

ত্রিপদী।

আল্লা আল্লা গাযী বলে শুনি[১৪] রাজা ক্রোধে[১৫] জ্বলে
ডাক দেয়[১৬] কোতালের তরে।
যবন বেটা কেন হেথা[১৭] শীঘ্র[১৮] করি জাহ তথা
ধাক্কা দিয়া করহ বাহির।
চলে কোতাল নাহি লেখা দুই ফকিরেক মারে ধাক্কা
বাড়ি হৈতে দেএ হাকাইয়া।
গাযী বলে পরয়ার[১৯] এহি ছিল কপালে মোর[২০]
অপমান মোর বিদেশে আসিয়া ॥
তোমার নামে অনুশ্বর ছাড়িনু মুক্রি[২১] ঘর দ্বার
ধনমাল রাজ্য[২২] অধিকার।
না শুনিনু কার কথা গলাএ পরিনু খেতা
কেন এত অপমান আমার ॥
কান্দিয়া গাযী চলে গহীন কানন বনে
ঘোর বনে করিল বৈসন।
কাননে বসি দুই জন করিছেন ক্রন্দন
গেল আল্লার আসন ॥

১. কেহু। ২. জৈবনের। ৩. জাইত। ৪. দ্বারি পহরি। ৫. অর্ণ্ন্য। ৬. আমাঘেরেক। ৭. তলয়ালে। ৮. জৈবন। ৯. সবধান করিমো। ১০. বাশার। ১১. প্বণ্ন্যবান। ১২. অবস্য। ১৩. শ্রীরাম মোন। ১৪. ষুণিএ্রা। হা. মী.–শুনি। ১৫. অগ্নি জ্বলে। হা. মী. ক্রোধে জ্বলে। ১৬. দিয়া। ১৭. হেতা। ১৮. সিগ্র। ১৯. পরয়ারে। ২০. মোরে। ২১. মোক্রি। ২২. আজ্য।

সাহেব বলে হুরপরী তোরা জাহ তরাতরি
জাহ শীঘ্র[১] না কর বিলম্ব।
সোনার চান্দয়া লও নিশান[২] লয়া জাও
বিছায়া দাও গাযীর পালঙ্গ ॥
আরশ হৈতে লও খানা লয়া জাও যত জনা
পিবারে সোরাইতে[৩] লেহ পানি।
চলে সব হুরপরী নানান দ্রব্য[৪] হস্তে করি
গাযীর স্থানে আইল তখনি॥
আইল পরী সেহি ঠাঞি যথা[৫] বসি দুই ভাই
বিছাইয়া দিলেন পালঙ্গ।
দেখে দুই ভাই কান্দে পরীগণ পৈল ধন্দে
পরীগণের মলিন বদন ॥
দুই ভাই কোলে কবি মুখ[৬] ধোওয়ায় হুর পবী
বসাইল পালঙ্গ উপর।
চাইল নিশান[৭] গাড়ে চান্দয়া টানাএ শিরে
কহে পরী গাযীর গোচর ॥
তোমার ক্রন্দন শুনি মালুম হৈল দীনমণি[৮]
আর তুমি না কর ভাবনা।
ভেজিল সাহেব ধনি সোরাইৎ পিবার পানি
বসি খাও আরশের খানা ॥
আল্লার করম ভাল রাজার দেখি দুষ্টকাল[৯]
শুনি গাযী ছাড়িল যিকির[১০]।
আল্লা স্মরিয়া[১১] মনে তাম খাইল[১২] দুই জনে
পালঙ্গে বসিল[১৩] গাযী পীর ॥
দুই ভাই খানা খায়া দুই জন বসিল জায়া
আনন্দে রহিল দুই জন।
দুই ভাই পালঙ্গে বৈসে হুরপরী চারি পাশে[১৪]
চেরাগ লাগাইল সারি সারি।
দিলে কাটে গাযী পীর রাজাক বাজিল তীর
ক্রুদ্ধ[১৫] হৈল অগ্নির সমান।
মনে কাটে গাযী পীরে কেবা খণ্ডাইতে পারে।
রাজপুরে লাগিল আগুন[১৬] ॥
দুই পহর রাত্রিভাগে রাজার পুরে[১৭] অগ্নি লাগে
আগে পুড়ে[১৮] শ্রীরাম রাজার বাড়ি।
পোড়া জাএ রাজার ঘর রাজ্যে[১৯] হইল অগ্নির ডর[২০]
ধনমাল পুড়ে[২১] রাজার পুরী ॥
রাজ্য হৈল অগ্নিময়এ[২২] দেখি সবে পাইল ভএ
হস্তী ঘোড়া পুড়িল ভাণ্ডার।[২৩]

১. সিগ্র। ২. নৃিসান। ৩. সোরাৎ। ৪. দর্ব্ব হশ্তে। ৫. জথা। ৬. মোক ধোওাএ। ৭. নিসান। ৮. দিনমনি। ৯. দ্বস্টকাল। ১০. জিগির। ১১. স্বরিয়া। ১২. লইল। ১৩. বসিয়া। ১৪. হুর পরি চারি পাসে। ১৫. ক্রোর্দ্দ। ১৬. অগনি। ১৭. পুরিত। ১৮. পোড়ে। ১৯. রায্যে। ২০. ডড়। ২১. পোড়ে। ২২. রগ্নিমএ। ২৩. হশৃতি ঘোড়া প্বড়িল ভাণ্ডার।

প্রজাগণ লয়া সাথে[১] রাজা কান্দে ভূমিতে
কেনে হৈল অবস্থা[২] আমার।
জাও কোতাল দুই জন দৈবক ব্রাহ্মণের স্থান
ডাকিয়া আনহ এথাকার ॥
শুনিব[৩] শাস্ত্রের কথা কেনে হইল অবস্থা[৪]
রাজ্য মোর হইল সংহার ॥[৫]
কোতালে[৬] শুনিঞা কথা দৈবক আনিল তথা
রাজা বলে শুন দ্বিজবর[৭]।
সর্বরাজ্য জ্বলি[৮] জাএ কেনে হেন দুঃখ[৯] হএ
পাঞ্জি দেখি কহ মহাশয়[১০]।
রাজার বচন শুনি পাঞ্জি খোলে দ্বিজমণি[১১]
পাতিয়া জানিল বচন।
লাগিয়া গাযীর পাএ খোদা বখ্‌শে[১২] কএ
ভাবিয়া গাযীর চরণ।[১৩]
শাস্ত্র[১৪] পড়িয়া যেন জানিলেন ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা শুনহ বচন ॥

পদ

বৈরাট সহরে আছে বাদশা সেকন্দর।
এ তিন ভুবন যে গণিঞা লইছে কর ॥
তাহার ঘরে পুত্র বড় খাঁ গাযী নাম।
ফকির হইয়া আইল তোমার যে[১৫] গ্রাম ॥
ঘরে ঘরে ফিরিল যে[১৫] বাসার লাগিয়া ॥
কেহ জাগা নাহি দিল যবন[১৬] দেখিয়া ॥
তোমার বাড়িতে আইল বাসার খাতিরে।
কোতয়াল মারিয়া[১৭] ধাক্কা বাড়ীর বাহির করে ॥
কাননে বসিয়াছে সঙ্গে হুর পরী।
পীর ভজিতে চল রাজ্য অধিকারী ॥
দিল কাটিল গাযী মনে করি কক্ষা[১৮]।
যদি কলেমা পড় তবে রাজ্য পাইবে রক্ষা ॥
আওয়াল[১৯] কলেমা পড় হও মুসলমান[২০]।
সর্ব শাস্তি হইতে পাইবে পরিত্রাণ ॥[২১]
কলেমা না পড়িলে তোমার রক্ষা নাঞি।
ভএ পায়া রাজা বলে ব্রাহ্মণের ঠাঞি ॥
শুনিয়া[২২] তোমার কথা প্রাণ হালে ডরে।
কেমনে জাইব আমি গাযীর গোচরে ॥
জ্যোতিষে[২৩] বলেন রাজা ভএ [না] বাস তুমি।
কোনবাতে চিন্তা নাঞি সঙ্গে যাব আমি ॥
সকল প্রজার তরে ডাক দিয়া আনিল।
জ্যোতিষ[২৩] ব্রাহ্মণেক তবে সঙ্গে করি নিল ॥

---

১. সাতে। ২. অবশ্‌তা। ৩. ষুণিঞা সাশ্‌তবের কথা। ৪. অবশ্‌তা। ৫. আজ্য মোর হইল সাঙ্গহার। ৬. কোথালে ষুণিঞা। ৭. দির্জ্জবর। ৮. জলি। ৯. দ্বক্ষু। ১০. মোহাসএ। ১১. দির্জ্জমনি। ১২. বক্সে। ১৩. প্রকৃতপক্ষে ত্রিপদী এখানে শেষ হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে বর্ধিত ত্রিপদী যে লিপিকরের কারসাজি তা পাঠ থেকেই সুস্পষ্ট। যথা :

শাস্তর পরিয়া বেন জানিলেন ব্রাহ্মণ
কেন রাজা ভএ বাস তুমি
শুন বচন মোরে বৈরাট শহরে
যথা আছে বাদশা সেকন্দর।
এতিন ভুবন যার গণিঞা লইছে কর
তাহার পুত্র বড় খাঁ গাযী পীর।
শেখ খোদা বখশে কএ ত্রিপদী সারা হয়
নকল করে খয়ের জমা ফকীর।

এই বিভ্রান্তিকর পাঠ হালু মীরের পুথির সঙ্গে 'পদ' এর চার পঙ্‌ক্তির পাঠ মিলিয়ে খাড়া করা হয়েছে।
১৪. সাশ্‌তর। ১৫. জে। ১৬. জৈবন। ১৭. মারিল। ১৮. তক্ষ্যা। হা. মী—কক্ষা। ১৯. আওাল। ২০. মছলমান। ২১. সর্ব্বসস্য হইতে পাইবে পরিস্থান। ২২. ষুনিয়া। ২৩. জৌতিসে।

গলাএ কুড়াল বান্ধি রাজাএ চলিল।
পাত্র প্রজা যত[১] সকলি গমন করিল ॥
যেমত জাএ রাজা তাহা বলি আমি।
এক গালে চুন দিল আর গালে কালি ॥
আগে চলিল তবে দৈবক ব্রাহ্মণ।
মধ্যে[২] চলিল রাজা পাছে প্রজাগণ ॥
চারিদিগে ঘিরিয়া চলে প্রজা সকল
চতুরদিগে জ্বালাইল দিব্য মশাল ॥[৩]
দূরে থাকিয়া দেখে রাজা গাযীর বিদ্যমান[৪]।
সুবর্ণ[৫] নিশান দেখি রাজা কম্পমান ॥
পালঙ্গে বসিয়া আছে ভাই দুইজন।
চারিদিগে চামব ঢুলাএ[৬] যত পরিগণ ॥
চন্দ্র সূর্য[৭] জ্বলে দুহে রূপের প্রকাশিত[৮]।
গাযীর আগে আসিয়া রাজা হৈল উপস্থিত ॥
গাযীক দেখিয়া রাজা প্রাণেতে ডরাএ।
কান্দিয়া ধরিল জায়া মিঞা গাযীর পাএ ॥
না জানিঞা তোমাকে করিনু অপমান।
তাহার শাস্তি[৯] পাইনু মুই[১০] পাপিষ্ঠ পরাণ।
গাযী বলে শুন রাজা দুঃখ[১১] ভারি মনে।
কোতয়াল মারিল ধাক্কা সেহিটা সহি কেমনে ॥
একেতো কোতয়াল জাতি চাকুরী অধীন।
নির্দয়[১২] শরীর তার বড়ই কঠিন ॥
তেড়া পাগ বান্ধে মাথে ছাঞাতে দিস্টান।
আমার সাক্ষাত আইল করিয়া গুমান ॥
হেঁট শিরে বলে মোকে ফকীর বরবর্।
মরিতে আইলু কেনে আমার নগর ॥
রাজা বলে জনাব তবে শুন[১৩] শাহ্জি।
আমার দুঃখের[১৪] কথা লেহ কোতয়ালের দোষকি ॥
আমি আমার নারী যে ঘরেতে ছিল।
প্রথমে তোমার অগ্নি তাহাতে জ্বলিল[১৫] ॥
তোমার হুকুমে অগ্নি ছাড়িল দেহুড়ি।
রাণীর পুড়িল কেশ[১৬] মুখে[১৭] পোড়া দাড়ি ॥
একেত পীরের অগ্নি নাহি উঠে ধোঁয়া[১৮]।
কোতয়ালের মুখ[১৯] পুড়ি করিল পুড়া মুঞা ॥
কোতয়ালের স্ত্রীর[২০] পুড়ে বসন যৌবন[২১]।
এমত পুড়িয়া সবেক কর্ল নানা স্থান ॥
সকলেক সঙ্গে করি পলাইলা তখনি।
চারি জনা ঝাপ দিলাম সাগরের পানি ॥
একে অগ্নির[২২] পোড়া তাতে পাইল জল।
যেন ছুতারে তুলিয়া ফেলাএ গাছের বাকল ॥
জল হইতে উঠিলাম তরাতরি।
ষোলশত[২৩] ঘর পুড়ে দক্ষিণ দুয়ারী ॥
তোষাখানা বালাখানা আর নবদ্বার।
পুড়িয়া সকল পুরী করিলা ছারখার ॥
চতুরশালা নাটশালা মালিকা বাসর।
জলটঙ্গি ফুলটঙ্গি দীপ্ত মনোহর[২৪] ॥
দেহড়ি চৌগলী পুড়ে[২৫] চতুরশালার ঘর।
বিরল মন্দির পুড়ে[২৫] চতরে চতর ॥
পুড়িল সকল ঘর হইয়া গেল ছাই।
গগনে উঠিল ভস্ম[২৬] আমার রাজাই ॥
রাহাপথ ঘর বাড়ি দেহুড়ি গোরাই।
কেশ ভর জাগা আনল ছাড়া নাই ॥
ও পীর দয়ায় হাদি লইলাম স্মরণ[২৭]।
অধমের পুরে গ্রামে কেনে হুতাসন ॥
এবেসে জানিনু তোমার গুণের নাহি সীমা।
মুসলমান[২৮] হৈব সবে পড়াও কলেমা ॥
পাপ বুদ্ধি[২৯] বিনাস করিনু তোমায় ঠাঞি।
পূর্ব কথা মনে তোল আল্লার দোহাই ॥
অধমে গুণা করে সুজন[৩০] জনে ক্ষেমে।
এহিবার মাপ করো বালকের তরে ॥
না ছাড়িব পাও তোমার চলো মোর পুরী।
আমি পাপী হৈনু তোমার নামের ভিখারী ॥[৩১]
তুমি যদি ছাড় হাদি আমি না ছাড়িব।
বাজন্ত[৩২] নেপুর হয়া চরণে বাজিব ॥
আল্লার ফকীর তুমি নাম কল্পতরু।
আমি তোমার সেবক তুমি আমার গুরু ॥
পড়িয়া কান্দে শ্রীরাম রাজা গাযীর চরণে।
প্রজাগণ কান্দে সব পড়িয়া জমীনে ॥
নানা বিলাপ[৩৩] করি রাজা কান্দে পাও ধরি।
কিছু মনে না ভাবিও চলো মোর পুরী ॥
রাজার কাকুতি[৩৪] দেখি কালু জিন্দা কএ।
শুন মিঞা ফকিরেকে গুমান ভাল নএ ॥
উবেটার সাধ্য কি[৩৫] ধাক্কা মারে মোকে।
আল্লাজি লেখিয়াছে দুঃখ[৩৬] কি করিয়া রোকে ॥

১. জত। ২. মর্দ্দে। ৩. চতুর দিকে জালাইল দিবক মসাল। ৪. বির্দ্দমান। ৫. সোবর্ণ্ন্য। ৬. ডুলাএ। ৭. ষুর্জ জলে। ৮. প্রকাসিত। ৯. সাশ্তী। ১০. মোই পাপিস্ট। ১১. দ্বক্ষু। ১২. নিদয়া সরিল। ১৩. ষুন সাহাজি। ১৪. দ্বক্ষের ১৫. জলিল। ১৬. কেস। ১৭. মোখে। ১৮. ধুঙা। ১৯. মোখ। ২০. শ্তিরির পোড়ে। ২১. জৈবন। ২২. অগ্নিপোড়া। ২৩. সোলসত ঘর পুড়ি। ২৪. মনুহর। ২৫. পোড়ে। ২৬. ভর্স্ম্য। ২৭. সঙরন। ২৮. মোছলমান। ২৯. বুর্দ্দিবিনাস। ৩০. ষুজোন জোনে ক্ষেমে। ৩১. আমি পাপি হইলাম তোমার নামের ভিকারি। ৩২. বাজোন্ত। ৩৩. বিলাপ। ৩৪. কাগতি। ৩৫. সার্দ্দ। ৩৬. দ্বক্ষু কি করিবে রোকে।

বে আয়েব[১] ফকীর আএব নাহি ধরে।
গালি দিলে এক বান্দা ক্রোধ নাহি তারে ॥
পৃথিবীর[২] যেমত আএব দরদ।
তেমতী আএব নাহি ফকির মরদ ॥
আএব দার হইলে তার বড় [কু] লক্ষণ।
ক্রুদ্ধ[৩] হবে তার পরে সাহেব নিরাঞ্জন ॥
এতেক কহিল যদি কালু দস্তগির।
দয়া উপজিল গাযীর দয়ার শরীর[৪] ॥
গাযী বলে শুন রাজা পাও দেহ ছাড়ি।
কিছু সন্দে নাহি রাজা জাব তোমার বাড়ি।
তাহা শুনি শ্রীবাম রাজা ছাড়ি দিল পাও।
গাযী কালু দুই ভাই তুলিল[৫] গাও ॥
আগে কালু মধ্যে[৬] গাযী পাছে দৈবক রাজন।
তাহার পশ্চাতে[৭] জাএ পাত্র প্রজাগণ।
রাজপুরী হৈল জায়া কালু গাযী খাড়া।
বাজরাণীক দেখে তাহার মুণ্ড[৮] গেছে পোড়া ॥
জানিয়া পুছিল গাযী মহারাজার ঠাঁই।
এ ছাল্বাব[৯] মুণ্ডে কেন কেশ হএ নাই ॥
কোতালের স্ত্রী[১০] আইল নাই তার স্তন[১১]।
গাযী বলে এ রাজ্যের ব্যবহার[১২] কেমন।
স্তন কেশ[১৩] নাহি সব রাজ্যের নারীর।
ঘর দ্বার কাল কেনে রাজার পুরীর ॥
রাজা বলে শুন সাহেব[১৪] গুণা মাপ কর।
আজগবি অগ্নি লাগি পোড়া গেল ঘর ॥
আহাবে দয়ার হাদি তেজ অভিমান।
কলেমা পড়াও মোক কর মুসলমান ॥
বন্দিলাম তোমার পদ অধমের মন।
বহাল কর পুরী রাজ্য কেশ আর যৌবন ॥[১৫]
আমাকে কবুল [তুমি] করহ জিন্দাপীর।
গলাত কাটারী দিমু[১৬] তোমার হাজীর ॥
অজানে করিলে পাপ ক্ষমা করে যে।
আলমের মধ্যে[১৭] তার বড় আছে কে ॥
বড় ঘাট[১৮] করে যদি পুত্র আপনার।
সে পুত্রক পিতা নাকি পারে ছাড়িবার।
তাহা শুনি বড় খাঁ গাযীর দয়া উপজিল।
রাজার উপর গাযী রহম করিল ॥

গাযী বলে দীননাথ পরওয়ারদিগার।
রাজা হয়া করে মোক এত পরিহার ॥
গুনা মাফ করো হাদি আমার খাতির।
যেমন ছিল তেমত হউক রাজার মন্দির ॥
গাযী জিন্দা কৈল কথা বৃথা[১৯] না হইল।
যেমনি ছিল রাজ্য তেমনি হইল ॥
আর বার বড় খাঁ গাযী দোওয়া[২০] ফরমাইল।
কোকিলার[২১] চামর জিনি রানীর কেশ[২২] হৈল
পুনর্বার[২৩] করিল দোওয়া[২৪] শ্রীরাম রাজন।
রাজার দাড়ি পূর্ণ[২৫] হৈল কোতালিনীর[২৬] স্তন।
যেমতি আছিল তেমনি হৈল আরবার।
যেমত আছিল পুরী তেমন হৈল নির্মাণ[২৭]।
চান্দোয়া শিরিনী রাজা আনে বিদ্যমান[২৮] ॥
শির হইতে টিকি কাটি স্থাপিল[২৯] ইমান।
রাজাক পড়াইল গাযী এ চারি কলেমা ॥
আওয়াল দোয়ম সিয়ম চাহারাম অদ কবুল।[৩০]
ইন্নাতয়না গুপ্ত[৩১] কলেমা পড়াএ হকতুল।
শরিয়ত[৩২] পড়াএ আর কলেমা তরীকত[৩৩]।
শুনাইল হকিকত পশ্চাতে মারফত ॥[৩৪]
লাহুত ভেদিয়া কর্ল শরীরের[৩৫] বিচার।
নাসুদে[৩৬] বসিয়া কর্ল দমের খবর ॥
মুলকুত মোকানে ভাই কালা করে লাট।
জবরুদ মোকামে বৈসে[৩৭] শ্রীকলার হাট ॥
মন পবনের ভেদ কহে জিন্দা পীর।
হংসরাজ করে নৃত্য[৩৮] উজানীর নীর ॥
আর আর কথা যত কহিল তত্ত্ববাণী।
অধম বালক[৩৯] আমি তাহা কিবা জানি ॥
গাযীর কদমে রাজা করিল সালাম[৪০]।
প্রথমে গাযীর শিষ্য[৪১] হইল শ্রীরাম ॥
কোতালেক পড়াএ কলেমা পাত্রমিত্রগণে।
তাহার পাছে পড়াএ কলেমা যত প্রজাগণে ॥
কলেমা পড়িয়া রাজা বড় খোশ[৪২] হৈল।
সাতাইশ গম্বুজের মসজিদ[৪৩] গাযীর নামে দিল ॥
পাষাণের দেওয়াল দিল স্ফটিকের[৪৪] স্তম্ভ।
সুবর্ণে নির্মাণ কর্ল মসজিদের কুম্ভ ॥[৪৫]
সুবর্ণের[৪৬] কলস দিল মাণিকের তারা।

১. বেয়াএব। ২. প্রিথিবির। ৩. ক্রোর্দ্ধ। ৪. সরিল। ৫. তোলাইল। ৬. মর্দ্ধে। ৭. প্রছাদে। ৮. মোণ্ডু। ৯. এ ছার্ব্বার মুণ্ডে কেন কেস হয় নাই। ছার্ব্বার অর্থ বুঝা গেল না। ১০. স্তিরি। ১১. শৃতম। ১২. বেবহার। ১৩. শৃতন কেস। ১৪. ছাহেব। ১৫. বহাল করো পৃরি রাজ্য কেস আর জৈবন। ১৬. দিমো। ১৭. মর্দ্ধে। ১৮. ঘাইট। ১৯. ব্রেথা। ২০. দোওা। ২১. কুখিলার। ২২. কেস। ২৩. প্বণ্ন্যবার। ২৪. দোয়া। ২৫. প্বণ্ন্য। ২৬. কোতাণ্ন্যির শৃতন। ২৭. নিম্মাণ। ২৮. চান্দোওা সিরিনি রাজা আনে বির্দ্দমান। ২৯. ছাপ। ৩০. আওাল দৈওম সৈওম চাহারম অদ করুল। ৩১. ইন্ন্যাতয়ানা গুপ্ত। ৩২. সরীওত। ৩৩. তরীকুল। ৩৪. মুনাইল হকিকোত প্রছাদে মারফোত। ৩৫. সরিলেন। ৩৬. নাছুদে। ৩৭. বৈস্বে। ৩৮. নির্ত্ত। ৩৯. বার্ব্বক। ৪০. ছার্ল্লাম। ৪১. সিস্য। ৪২. খোর্স্ব। ৪৩. সাতাইষ গমজে মজিদ। ফটিকের শৃতম্ব। ৪৪. লাগাইল প্রবাল। ৪৫. সোবর্ণ্ন্যে নিম্মান কর্ল্ব মজিদের কুম্ব। ৪৬. সোবর্ণ্ন্যের।

রজতের ঝালর দিল মুকতার ঝারা ॥
হীরা লাল চুনী মুকতা লাগইল প্রবাল।[১]
রোশন নির্মাণ[২] করে হিঙ্গুল হরিতাল ॥
আর যত করে অঙ্গ[৩] করে জলমল।
সারি সারি লটকাইল ময়ুর[৪] মোরছল ॥
সুবর্ণের চান্দয়া দিল মসজিদে টানায়া।
বিচিত্র কাবাবা দিল উপরে বানায়া ॥
সুবর্ণ পালঙ্গ দিল পুষ্পের[৫] বিছানা।
শিওরে সুবর্ণ গিরদা দিল উপরে
সমুখে[৬] সরোবর দিল পাথর বান্ধা ঘাট।
মজিদের দ্বারে দিল জোড় জোড় কপাট ॥
কামিলা করিল মজিদের নির্মাণ[৭]।
সামনে গাড়িয়া দিল ধবল[৮] নিশান ॥
সুবর্ণ পালঙ্গে দুহে হিলাইল গাও।
আপন হাতে করে রাজা শ্বেত[৯] চামরের বাও ॥
পঞ্চাশ[১০] খাসি রাজা করিল তক্‌বির।
একমনে করে রাজা শিরনী গাযীর ॥
দরূদ সালাম[১১] হৈল গাযীর উপর।
আনন্দে রহিল গাযী মজিদের ভিতর ॥
তবে সে প্রজাগণ হয়া একমন।
আড়াই দিন মাঙ্গিল তারা শিরনীর[১২] কারণ ॥
গাযীর নামে করে শিরনী পঞ্চখাসি দিয়া।
প্রজাগণের দুঃখ[১৩] পীড়া পড়িল খণ্ডিয়া ॥
আনন্দে রহিল গাযী চাঁপাই মাঝার।
রাত্রিদিন পদসেবা করেন গাযীর ॥
খেদমত করেন সবে থাকিয়া হাজীর।
এহিমতে রহিল গাযী চাঁপাই ভুবন।
কহে শেখ খোদা বখ্‌স্ রফিক নন্দন ॥

কতদিন রহিল গাযী চাঁপাই নগর।
শ্রীরাম রাজাক কহে গাযী কেমন উত্তর ॥
গাযী বলে শুন রাজা ছাড় মোর মায়া।
কালি আমি জাব তোমার চাঁপালি ছাড়িয়া ॥
আল্লার হুকুম নাহি থাকিতে একস্থান।
নিরাঞ্জনের গোচরে আমি হৈব বেইমান ॥
এতেক শুনিল[১৪] যদি শ্রীরাম রাজন।
পীরের সামনে[১৫] কহে কেমন বচন ॥
প্রাণ উড়িল[১৬] রাজার শুনিঞা এহিবাত।
কোথা জাইতে চাহ মোকে করিয়া অনাথ ॥
তুমি মোর পিতা বটে তুমি মোর সাঞি।
তুমি বিনে অভাগিয়ার আর কেহ[১৭] নাঞি ॥

তুমি যদি ছাড়িয়া জাহ মোর কিবা গতি।
কোথা জাইতে চাহ মোর মুখে[১৮] দিয়া লাথি ॥
গাছ রূপিয়া সাহেব করিয়া যতন[১৯]।
তুমি ছাড়ি গেলে গাছের কে করিবে পালন ॥
আমি ছিলাম গাছ তুমি আছিলা ঘিরিয়া।
গরু মৈষে খাবে গাছের মুণ্ড[২০] মুচুড়িয়া ॥
না জাও না জাও সাহেব উপযুক্ত নএ।
গাছ রূপি ছাড়ি গেলে পাছে কিবা হএ ॥
তাহা শুনি কহে গাযী শুনহ শ্রীরাম।
তোমার সঙ্গে হৈব দেখা লইলে মোর নাম ॥
দেখিবার শ্রাধা যদি থাকেহ তোমার।
গোসল করিয়া মোকে ডাক তিনবার ॥
অবশ্য[২১] আসিব আমি তোমার হাজীর।
না আইলে কহিও তুমি মিথাই[২২] যাহির ॥
এতেক শুহিঞা রাজা প্রবোধ[২৩] মানিল।
গাযীর কদম ধরি বিস্তর কান্দিল ॥
চাঁপাইল নগরের পাত্র প্রজাগুলা।
সকলে ক্রন্দন করে হয়া ওলামেলা ॥
রাজরাণী কান্দে তাঞি উদাম করি কেশ।
কোতালিনী কান্দে পুরে ছাড়ি লাস বেশ ॥
প্রজার গৃহিনী[২৪] কান্দে মাথে ভাঙ্গে হাঁড়ি।
সধবা[২৫] বোওয়ারি কান্দে শতে শতে রাঁড়ি[২৬] ॥
বুড়ি কান্দে বুড়া কান্দে ছাওয়াল যুয়ান।
নিশাচোর কান্দে আর বির পালয়ান ॥
এহিমত কান্দিয়া গাযির ধরে পাও।
দয়াহীন হয়া হাদি কোথাএ ছাড়ি জাও ॥
গাযি বলে জাইব আমি দুনিঞা দেখিবার।
আল্লা নবী আনিলে আসিব আরবার ॥
গাযী কালু পরিলেন আপনার বসন।
সুবর্ণের দস্তর দিল শিরে ততক্ষণ ॥
গলাতে তসবী[২৮] দিল খেলকা সেহলী।
দিলেন সেহলরি মুখে[২৯] সুবর্ণের[৩০] কালি ॥
পাএতে খড়ম[৩১] দিল কমরে জিঞ্জিল।
হস্তেতে সুবর্ণ আসা চলিল ফকীর ॥
আগে গাজী মধ্যে[৩২] কালু পশ্চাতে[৩৩] শ্রীরাম।
চাঁপাইল নগরে প্রজা চলিল সংগ্রাম ॥
রাজা প্রজা যত জন থোএ আগবাড়ি।
চাঁপাইনগর গাযী কালু জাএ ছাড়ি ॥
রাজা প্রজাগণ সবে ফিরি আইল ঘরে।
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ্ রচিয়া পয়ারে ॥

[১৭ পালা সমাপ্ত]

১. হিরালাল চুনী মোকুতা লাগাইল প্রবাল। ২. রোসন নিষ্কান। ৩. রঙ্গ। ৪. মওর মরছল। ৫. পুষ্কের। ৬. সমোকে। ৭. নিষ্কান। ৮. তর্ব্বল নিসান। ৯. সেত। ১০. পঞ্চ্যাস। ১১. ছার্ব্বাম। ১২. সিরিনির। ১৩. দুক্ষু। ১৪. মুনিঞা। ১৫. ছামনে। ১৬. উড়াইল। ১৭. কেহু। ১৮. মোখে। ১৯. জর্ত্তন। ২০. মোণ্ড মোচুড়িয়া। ২১. অর্ব্বসে। ২২. মির্থাই। ২৩. প্রবদ। ২৪. গ্রিহিনি। ২৫. সদবা। ২৬. আড়ি। ২৭. সোবর্ন্নের। ২৮. তছবি। ২৯. মোখে। ৩০. সোবর্ন্নের। ৩১. পঞ্চম। ৩২. মর্দ্দে। ৩৩ প্রছাদে।

[১৮ পালা]

চলি জাএ শাহ[১] গাযী কালু জিন্দা সাথে[২]।
মনুষ্য[৩] এড়িয়া গাযী জাএ বন পথে ॥
প্রথমে পাইল বন নাম চতুর্মুখী[৪]।
যে বনে জাইতে চন্দ্র সূর্য[৫] নাহি দেখি ॥
তাহার পাছে পাইল জঙ্গল অন্ধকার[৬]।
সে বনের মধ্যে না জাএ বাএর সঞ্চার[৭] ॥
সে বন ছাড়িয়া পাইল বন অন্ধকূপ[৮]।
তাহাক ছাড়িয়া পাইল হিজিলার কূপ ॥
সুন্দর বন[৯] এড়ায়া পাইল হীরা বন।
সেহি বনে হএ সবে সিঙ্গির পত্তন ॥
তাহা দেখিয়া দুহার উড়িল[১০] জীবন।
সিংহেব[১১] গর্জনে দুহে[১২] কাঁপে ঘনে ঘন ॥
তথা রক্ষা করি লইল নাথ[১৩] নিরাকার।
সিংহের[১৪] তরাসে বন হয়া গেল পার ॥
তাহার পাছে পাইল এক গড়ান বিষম।
সেহি বনে এক কুটি বাঘের জনম ॥
খানুয়া খান দৌড়া বাঘ ফকিরের ঘ্রাণ[১৫] পাইল
দৌড়াদৌড়ি করিয়া বাঘ তথাএ আসিল ॥
দুই গোফ করিল যেন হাড়িয়া চামর।
গমন করিল যেন পর্বত শিখর[১৬] ॥
গাএর লোম কর্ল যেন শক্তি[১৭] শেল বাণ।
লেঙ্গুর ঘুমায়া কর্ল বাঘের কামান ॥
গর্জিয়া চলিল বাঘ ফকির ধরিতে।
কালু জিন্দা দেএ লড় গাযীর পাছ হৈতে ॥
লড় দিয়া কালু বলে শুন মিঞা ভাই।
দড়িবে দারুণ বাঘ পালাইয়া যাই ॥
গাযী বলে ভএ নাহি কালু দস্তগির।
ব্যাঘ্র[১৮] দেখি কেন ডর হইয়া ফকির ॥
এহি বলি পড়ে গাযী যিকির আল্লার।
বাঘের শরীরে অগ্নি লাগিল জ্বলিবার[১৯] ॥
দন্ত কড়মড় করি ছাড়িল গর্জন।
জলে ঝাপ দিয়া [বাঘ] নিভাএ হুতাসন ॥
খানদৌড়া বলে ভাই শুনহ খানুঞা।
এ ফকির মনুষ্য নহে জলা মুঞা (?)[২০] ॥
আমাগেরে গুরু নাই সয়াল সংসারে।
ভজিব ফকিরের পাও ইমানের জোরে ॥
খানুঞা বলেন কি দেখহ চাহিয়া।
সত্বরে চলহ যাই ফকির ভজি গিয়া ॥
গলাতে জড়িয়া লেঞ্জ চলিল তখন।
গাযীর পাএতে যায়া পড়িল দুইজন ॥
খানদৌড়া বলে কথা শুন মিঞাজি।
ভজিব তোমার পদ ভএ আছে কি ॥
তাহা শুনি বড় খাঁ গাযী খোশ মন হয়া।
দুই বাঘেক কর্ল দোয়া শিরে দস্ত দিয়া ॥
যাহরে দুই বাঘ দোওয়া[২১] কর্লাম আমি।
অগ্নি পানিত না মরিবা অমর হও তুমি ॥
কারাগারে পৈলে তোমাক না দেখিবে কেও।
যুদ্ধমুখে মুখে হৈবে তোমার পর্বত সমান গাও ॥
এতেক শুনিয়া বাঘ বড় খোশ[২২] হইল।
হাযার সালাম দুহে গাযীর পাএ দিল ॥
গাযী বলে শুন বাপু বাঘ দুইজন।
তোমার সঙ্গতি বাপু আছে কএক জন ॥
শুনিঞা খানদৌড়া কহে আমরা সরদার।
আমাগেরে আজ্ঞাকারী বাঘ দুই হাযার ॥
গাযী বলে শুন বাছা বলি যে তোমাক।
তোমার সঙ্গতি বাঘ দেখাও আমাক ॥
খান দৌড়া বলে ভাই খানুঞা প্রধান।
সঙ্গের যতেক বাঘ ডাক দিয়া আন ॥
কহে শেখখোদা বখ্স্[২৩] বাঘক দিল ডাক।
অরণ্য[২৪] ভাঙ্গিয়া বাঘ আইল ঝাঁকে ঝাঁক ॥
প্রথমে আইল বাঘ নাম রং পোসা।
পাটের ভিঞে বসি মারে গোটা গোটা মোষা ॥

১. সাহাগাজি। ২. সাতে। ৩. মন্বস্য। ৪. চতুর মোখি। ৫. ষুর্জ্জ। ৬. অন্ধকার। ৭. ছঞ্চ্যার। ৮. অন্ধকুফ। ৯. ষুন্দবোন। ১০. উড়াইল। ১১. সিঙ্গের। ১২. দুহার। ১৩. নাম নৈরাকার। ১৪. সিঙ্গির। ১৫. ঘ্যান। ১৬. সিকড়। ১৭. সক্তি সেলবান। ১৮. ব্রেঘ্র। ১৯. জলিবার। ২০. লিপিকর প্রমাদে এ পাঠ উদ্ধার করা যায়নি। জলা মুঞা বা কুলা মুঞা—কোনটাই অর্থবোধক নয়। ২১. দোও। ২২. খোর্ষ। ২৩. বর্ক্ষ। ২৪. অরূন।

তার পাছে আইল বাঘ নাম মতিচুর।
গোটে গোটে ধরি খাএ গৃহস্থের[১] কুকুর ॥
তার পাছে বাঘ আইল নাম সোনাতাড়।
বনে বনে ঢুড়ি খাএ মরা গরুর হাড় ॥
তার পাছে বাঘ আইল যার গাএ গুল।
গাছেত চড়িয়া খাএ বনফল ফুল ॥
তার পাছে বাঘ আইল খানদৌড়ার বাপ।
কচ্ছপ ধরিয়া খাএ পিষ্ঠে ফেলি চাপ ॥
তার পাছে বাঘ আইল নাম লোহাচুর।
শতে শতে বাড়ি পিষ্টে না ছাড়ে বাছুর ॥
কালাপাহাড় বাঘ আইল অঙ্গ হৈল পল।
দড়ি ছিড়ি খাএ ধরি নিচাম্বা ছাগল ॥
তার পাছে আইল বাঘ নাম লোহাজাঙ্গ।
হস্তি পিষ্টে নিঞা লাফে ইছামতী গাঙ ॥
তার পাছে আইল বাঘ নাম উদয়তারা[২]।
রাত্রি নিশা ভাগে যায়া ঢেঁকিত[৩] জুড়ে বারা ॥
গৃহস্থের[৪] বউ যদি ঢেঁকি[৫] দেখিতে যাএ।
লাফিয়া ধরিয়া তাক জঙ্গলে বসি খাএ ॥
সীতাহার বাঘ আইল চলে ধীরে ধীরে।
পূর্ণ[৬] দুই হস্তী হৈলে উদর নাহি ভরে ॥
তার পাছে বাঘ আইল নাম লোহাকাড়া।
এক ডাকে ভাঙ্গিয়া যায় গ্রাম সাতাশ পাড়া ॥
তার পাছে বাঘ আইল নাম আলমচান্দী।
আটিয়া কাটিতে ধরিয়া খাএ ব্রাহ্মণের বান্দী ॥
নাগেশ্বরী[৭] বাঘ সেহি বড় গুণ ধরে।
লুকায়া থাকেন তাঞি লাঙ্গলের ভঙরে ॥
হাল বএ হালুয়া দিশ নাহি[৮] পাএ।
হালুয়াক লইয়া বাঘ পথে বসি খাএ ॥
তার পাছে বাঘ আইল নাম তার হুমা।
জমীনে ছাড়িলে ডাক আসমানে উঠে ধূমা ॥
ছুছিয়া হামুঞা আর আদম খোরাগণ।
পান্তা পাড়ার বাঘ আসি দিল দরশন ॥
কাইল মনুষ্য আনে আজি তাকে খাএ।
আজি যাক ধরিয়াছে তাক খোঁড়া করি থোএ ॥
এহিমত বাঘগুলি হয়া সুখ ঠাম।
কালু গাযীর পাএ পড়ি করিল সালাম[৯] ॥
অবশেষে বাঘ আইল ছুছিয়া কোসারি।
সান্‌কি ধুইতে[১০] ধরি খায় গৃহস্থের নারী ॥

মাথা ভেঙ্গরা বাঘ আইল দীঘল[১১] তার কাএ।
শুশুক[১২] মারিয়া তাঞি নিতি[১৩] মাংস খাএ ॥
তার পুত্র বাঘ আইল খোঁড়া দুই ঠেঙ্গ।
ছেচুড় পাড়ি ধরি খাএ দিব্য[১৪] হোলা বেঙ্গ ॥
এহিমতে বাঘগুলা আইল থরে থর।
গাযীক সালাম করি যাএ দিগন্তর ॥
গাযী বলে খানদৌড়া শুন দিয়া মন।
স্মরণ[১৫] লইলে যাইও লয়া বাঘগণ ॥
এহি বলি গেল বাঘ সে বন ছাড়িয়া।
ঘোরতর[১৬] কোকাফে চলিল হাঁটিয়া ॥
তিন দিনস তিন রাত্রি হাঁটে দুই জনে।
তিন দিনে দেখা নাহি মনুষ্যের সনে ॥
ক্ষুধায়[১৭] কাতর গাযী চলিতে না পারে ॥
গাযী বলে ভাই কালু যাব কি প্রকারে ॥
শরীর শুকাইল গাযীর শুকাইল অন্ত।
রাও নাহি সরে গাযীর শুকাইল দন্ত ॥
অন্ন[১৮] বিনে তনু ক্ষীণ মুখে[১৯] নাহি রস।
জঙ্গলে মরিব বুঝি হৈল অপযশ ॥
কোমরে হাত দিয়া গাযী হাঁটে বন পথে।
ক্ষণে ক্ষণে[২০] বৈসে গাযী হাত দিয়া মাথে ॥
হালকা পুতলি গাযী পড়িল ঢলিয়া।
কাতর হইল গাযী খানা না পাইয়া ॥
চলিতে না পারে গাযী মাথা ঘুম খাএ।
কালু দেওয়ান[২১] বলে আমি যাইব কোথাএ ॥
ক্ষুধাএ[২২] আকুল প্রাণ নহে গাযী স্থির।
পিয়াসে[২৩] কাতর গাযী না হএ বাহির ॥
চলিতে না পারে গাযী কর্ণে[২৪] বাজে বাও।
রোগ ব্যাধি নাহি কিছু অন্ন[২৫] পীড়া ঘাও ॥
মিঞা গাযী বলে ভাই শুনহ বচন।
কাতর হইল প্রাণ খানার কারণ ॥
গাযীর পানে[২৬] চাইতে কালুর পুড়ে[২৭] মন।
কোথাএ পাইব খানা [এ] অরণ্য[২৮] বন ॥
হাঁটিতে না পারি আমি চক্ষু হৈল ঘোর।
কাননে মনুষ্য নাঞি যাব কার ঘর ॥
বাদশার ঘরে জন্ম[২৯] গাযীর ক্ষুধা[৩০] নাহি জানে।
তিনদিন বিনে ভাতে চলিবে কেমনে ॥
ফকিরের সমান ভাই দুঃখ[৩১] নাহি কার।
খোদাএ হইলে রাযী[৩২] আনন্দ অপার ॥

১. গ্রিহস্তের। ২. উদাএ তারা। ৩. ঢিকিত জোড়ে বারা। ৪. গ্রিহস্তের। ৫. ঢিকি। ৬. প্বর্ণ্ন্য। ৭. লাকের্শ্বরি। ৮. নাঞি। ৯. ছার্ব্বাম। ১০. ধুতে। ১১. দির্ঘল। ১২. সোসঙ্গ। ১৩. নিথি। ১৪. দির্ব্ব। ১৫. সঙরন। ১৬. ঘোবতোক। ১৭. ক্ষিদাএ। ১৮. অণ্ন্য। ১৯. মোক্ষে। ২০. ক্ষেনে ২। ২১. কার্ল্বদেওান। ২২. ক্ষিদাএ। ২৩. প্যায়াসে। ২৪. কর্ণ্নে। ২৫. অণ্ন্য। ২৬. প্রাণে। ২৭. পোড়ে। ২৮. অরন্ন বোন। ২৯. জন্ম। ৩০. ক্ষিদা। ৩১. দ্বক্ষু। ৩২. আজি।

শরীর জ্বলিয়া গাযীর[১] হইয়া গেল ছাই।
মস্তক ছেদিয়া উঠে তাত[২] দম পবন নাই ॥
তাহা দেখি কালু দেওয়ান কান্দে অকরুণে[৩]।
কালু বলে কোথাএ যাব তামের কারণে ॥
কালু বলে সাঞি আল্লা অখিলের শির।[৪]
অন্ন জ্বালাএ মৈল বুঝি গাযী জিন্দাপীর ॥[৫]
সাহেব মরিলে মোর নসিব হৈবে বাম।
কাননে মনুষ্য[৬] নাহি কোথাএ পাইব তাম ॥
আছলা[৭] গুদড়ি যত গাযীর আগে থুইয়া।
সামনে আছিল গাছ তাথে চড়ে যাইয়া ॥
বড়ই উচ্চ[৮] গাছ চড়ে তাহার উপর।
তাহাতে চড়িয়া কালু করিল নযর ॥
কিছু না দেখিল কালু জঙ্গল জুড়িয়া[৯]।
কানন মাঝারে দেখে সাত খানি কুড়িয়া ॥
অরণ্য জঙ্গলে[১০] আছে কাঠুরিয়া[১১] সাত ভাই।
সাতখানি ঘর তার আছে একি ঠাঞি ॥
তাহা দেখি কালু জিন্দা নামে তরাতরি।
গাযী বলে ভাই কালু দেখিলা নাকি বাড়ি ॥
কালু বলে উঠ[১২] সাহেব চলহ সত্ত্বর[১৩]।
নিকটে দেখিলাম সাহেব ভাঙ্গা সাত ঘর ॥
তাহা শুনিঞা গাযী উঠে তরাতরি।
ধীরে ধীরে চলে গাযী আসা হাতে ধরি ॥
চলিতে না পারে গাযী ক্ষুধায়[১৪] কাতর।
প্রবেশ হইল যায়া সাতখানি[১৫] ঘর ॥
বৃক্ষ তলে[১৬] বসিলেন গাযী জিন্দাপীর।
দম দম বলি কালু ছাড়িল যিকির[১৭] ॥
ফকীরের যিকির[১৭] শুনি কাঠুরিয়া সাত ভাই।
একজনা ডাকিয়া বলে আর জনার ঠাঞি ॥
ফকীরের যিকির শুনি কাঠুরিয়াগণ।
জঙ্গলে ফকীর আইল একথা কেমন ॥
চমৎকার হয়া উঠে সাত ভাই চারি ঘড়ি।
কালু বলে মনুষ্য নাই পলাতকা বাড়ি ॥
কালু বলে মিঞা সাহেব আল্লার ফকির।
মনুষ্য বাড়িতে নাহি মিথ্যাই[১৮] যিকির ॥
গাযী বলে ভাই কালু করিব কেমন।
অবশ্য[১৯] মনুষ্য আছে ডাক ঘনে ঘন ॥
কালু কহে[২০] কেঙরে বাবু ডর হুয়া হাএ বড়া।
পহর রোজ হুয়া ফকীর দরজামে খাড়া ॥
তাহা শুনি সাত ভাই গণে মনে মনে।
আমরা যে ডরিয়াছি[২১] ফকীর জানিল কেমনে ॥
সত্ত্বরে[২২] বারায়া দেখ[২৩] ফকীরের মুখ।
দেখিলে ফকির পদ খণ্ডি যাবে দুঃখ[২৪] ॥
তাহা ভাবি সাত ভাই সত্ত্বরে[২২] বারাএ।
কালুক দেখিয়া তারা সালাম জানাএ ॥
জোড় দস্তে কহে কথা কালু জিন্দার আগে।
দেখিলাম তোমার পাও জনমের ভাগে[২৫] ॥
অরণ্যেত[২৬] থাকি আমরা সাত ভাই।
আমাগেরে দুঃখর[২৭] কথা তোমার আগে কই ॥
সারাদিনে কাটি আমরা অরণ্যের[২৮] খড়ি।
বাজারে বেঁচিয়া পাই দেড় বুড়ি কড়ি ॥
দিবা গেলে এক সন্ধ্যা[২৯] রাত্রে হএ ভাত।
সংসারের মধ্যে[৩০] নাই এমত অনাথ[৩১] ॥
পরিধান যে দেখ একখানি কপনি।
পুরে দিগম্বর[৩২] হয়া থাকে যত কাঠুরাণী[৩৩] ॥
বিনে বস্তরে[৩৩] সাত জন না বারায় বাহিরে।
বৃক্ষছাল[৩৫] পরি থাকে পুরীর ভিতরে ॥
একসের চাউলের অন্ন[৩৬] বিনে নুনে খাই।
কাইল বিয়ানে খাব কি কড়ার সম্বল নাই ॥
দুঃখের বৃত্তান্ত[৩৭] কহে ভাই সাত জন।
উভার উঠিল মনে জুড়িল ক্রন্দন ॥
এমন কঠিন করি সৃজাইল[৩৮] জিন ধনি।
হেন শক্তি নাহি যে কদমে দেই পানি ॥
জঙ্গলের মধ্যে থাকি মনুষ্যের[৩৯] দেখা নাই।
কি দিয়া ভজিব পদ যাব কোন ঠাঞি ॥
কাঠুরিয়ার দুঃখ শুনি[৪০] কালু দস্তগির।
তোমাগেরে ভাগ্যে আইল বড় খাঁ গাযী পীর ॥
কাতর হয়াছে গাযী অন্ন জ্বালার[৪১] ঘাএ।
থোড়া কিছু অন্ন[৪২] গাযী এহি সময়[৪৩] পাএ ॥
স্থির[৪৪] হয়া গাযী যদি রহমত দৃষ্টি[৪৫] করে।
সুবর্ণের[৪৬] মানিক হবে সবার আন্দরে ॥

১. সরিল জলিয়া গাজির। ২. তাইত। ৩. অকুরুনে। ৪. কার্ল্ব বোলে সাঞি আর্ল্বা অকিলের সির। ৫. অণ্ন্য জালাএ মৈল বুজি গাজি জিন্দাপির। ৬. মন্বস্য। ৭. আছড়া। ৮. উঞ্চল। ৯. বুড়িয়া। ১০. অরুন জঙ্গল। ১১. কাটুরিয়া। ১২. উট। ১৩. সর্ত্তর। ১৪. ক্ষিদাএ। ১৫. সাতখানির। ১৬. বিক্ষ্যতলে। ১৭. জিগির। ১৮. মিথাই জিগির। ১৯. অবশ্য মন্বস্য। ২০. কাহে। ২১. ডরিয়া। ২২. সর্ত্তরে। ২৩. দেখিল। ২৪. দুখ। ২৫. ভার্গে। ২৬. অরুনেত। ২৭. দ্বক্ষের। ২৮. অরুনের। ২৯. সন্দা। ৩০. মর্দ্দে। ৩১. অনাত। ৩২. দিগাম্বর। ৩৩. কাটুরানি। ৩৪. বশ্তরে। ৩৫. বিক্ষ্যছাল। ৩৬. অর্ণ্ন্য। ৩৭. দ্বক্ষের বির্ত্তান্ত। ৩৮. শ্রীজাইল। ৩৯. মন্বস্যের। ৪০. কাটুরিয়ার দ্বক্ষু ষুনি। ৪১. অর্ণ্ন্য জালার। ৪২. অর্ণ্ন্য। ৪৩. সোমাএ। ৪৪. স্তির। ৪৫. দিস্ট। ৪৬. সোবর্ণ্ন্যের।

গাযীর নাম শুনিঞা চলিল সাতজনে।
সালাম করিল গাযীক পড়িয়া জমিনে ॥
গাযীর পানে চাহিয়া সবার আকুল জীবন।
যার যার[১] ঘর তারা ঢুড়ে জনে জন ॥
ঘর ঢুড়ি হয়রান[২] হইল সাতজনা।
কার ঘরে না বারাইল অন্ন[৩] একদানা ॥
অন্ন[৩] না পায়া তারা করে হাএ হাএ।
ভজিতে না পাই পীর কি হবে উপাএ ॥
ভজিব পীরের পদ এহি ছিল মনে।
ভজিতে না পারিলাম বাম হইল নিরাঞ্জনে ॥
ভজিব বলিয়া ছিল মনেতে কামনা।
বাম হইল দীননাথ ঘরে নাই দানা ॥
আর দিন দানা কিছু ছিল সবার ঘর।
সকলি হরিয়া নিছে পাক পরয়ার ॥
ললাটে[৪] লেখিয়াছে নিঠুর দীননাথ।
কেনে দুঃখ[৫] নাশ হবে ফকিরেক দিয়া ভাত ॥
আর কিছু নাহি আছে সাতখানি দাও।
তাকে বান্ধা থুইয়া ভজি ফকীরের পাও ॥

এতেক প্রকার তারা ভাবিয়া অন্তরে।
সাতখানি দাও লইয়া চলিল বাজারে ॥
মুদির স্থানে থুইল বান্ধা করিয়া কড়ার।
ফকির ভজিতে নিল নানা উপহার ॥
সোওয়া[৬] সেরে চাউল লৈল পোওয়া[৭] ভরঘৃত।
একসের দুগ্ধ[৮] লইল রম্ভা[৯] সুচরিত ॥
সোওয়া পোওয়া লইল চিনি নতুন বাসন।[১০]
একিন বান্ধিয়া[১১] তারা চলিল তখন ॥
আপন অন্দরে যায়া দিল দরশন।
গোসল করিল তবে কাঠুরিয়া গণ[১২] ॥
কাঠুরিয়াগণ সবে আনন্দ হইয়া।
নতুন[১৩] বাসনে খানা দিল চড়াইয়া ॥
গাযীর স্মরণে[১৪] তারা নীচে দিল জাল[১৫]।
আল্লার হুকুমে অন্ন ধরিল উথাল ॥
দুই রম্ভা চিনি দিল তাহাতে ফেলাইয়া।
উত্তর করিয়া খানা লইল পাকাইয়া ॥
কহে শেখ খোদা বখ্শ্[১৬] রফিকের নন্দন।
বৃক্ষতলে[১৭] থাকি গাযী জানিল তখন ॥

১৮ পালা সমাপ্ত[১৮]

১. জারজার। ২. হয়ারান। ৩. অর্ণ্ন্য। ৪. লওলাটে। ৫. দুক্ষু। ৬. সোত্তা। ৭. পোওা ভর ঘ্রিত। ৮. দুগর্দ। ৯. রম্বা। ১০. সোওা পোওা লইল চীনি নৈত্তন বাসন। ১১. বান্দিয়া। ১২. কাটুরিয়াগন। ১৩. নৈত্তন। ১৪. স্বওরোন। ১৫. জলি। ১৬. বর্কে। ১৭. ব্রিক্ষতলে। ১৮. সমেআপ্ত।

[১৯ পালা]

লাচাড়ি

অন্নতে সরপোশ দিয়া[১] শিরে নিল উঠাইয়া
গাযীব কাছে যাএ সাত জন।
গাযী বলে দীননাথ [পবয়ার দিগার]
সহী[২] বান্দাব এত বিড়ম্বন ॥
ঘবে নাহি দানা পায়া সপ্ত দাও বান্ধা থুইয়া
এত দুঃখ[৩] আমাব খাতিবে।
গাযী ভাবে মনে মন তবে আইল সাতজন
তাম রাখে[৪] গাযীব হুযুবে ॥
কান্দিয়া জমিনে পৈল গাযীক সালাম কৰ্ল
গলে বস্ত্র[৫] খাড়া সাতজন।
গাযীর সামনে কএ শুন পীর দয়ামএ
আমাতে অধম কেহ[৬] নাই ॥
অন্নবস্ত্রে অতিহীন[৭] খড়ি কাটি রাত্রি দিন
বেচি তাকে সহব বাজারে।
দেড়[৮] বুড়ি কড়ি হএ তাহাতে যে কিনিতে পাএ
এক সন্ধ্যা[৯] অন্ন হএ ঘরে ॥
শুন ভাই সর্বজন আমার যে বিবরণ[১০]
দুঃখ আমার হৈল শেষকালে।
ভাই ভাতিজা যত ছিল সব ঠাঞি ঠাঞি হৈল
একা মোক করিল সকলে ॥
কি কহিব দুঃখের বাণী শুন বাবা সে কাহিনী
যাহা করে আপনে সোবহান।[১১]
অন্ন বস্ত্র[১২] দেনে আলা সেহিত মাবুদ মাওলা
আমি অধম কি বলিব আর।
অধিক নাচার করি আমাক সৃজিল[১৩] বারি
যাহা করে অদৃষ্টে[১৪] আমার ॥
অধিক নাচার করি সৃজিল[১৫] অধিকারী
[আমা] হেন অধম কেহ নাই।
ঘরে স্তিরি সাত জন বৃক্ষ ছাল[১৬] পরিধান
ঘর ছাড়ি না যাএ অন্য[১৭] ঠাঞি ॥

---

১. অন্ন্যেতে সরপোষ দিয়া। ২. সকি, (সহী = খাঁটি) ৩. এতো দুক্ষু। ৪. আখে (র-বিলোপে)। ৫. বত্র। ৬. কেহু। ৭. অর্ণ্ন্য বত্র রতিহিন। ৮. ডেড়। ৯. সন্দা অর্ণ্ন্য। ১০. বিভরন। ১১. ছোবহান। ১২. অর্ণ্ন্যবত্র। ১৩. শ্রীজাইল। ১৪. অদিস্টে। ১৫. শ্রীজিল। ১৬. ব্রিক্ষছাল। ১৭. অন্ন।

কিছু না করিবে রোষ ক্ষেমিবে আমার দোষ[১]
দুঃখ দেখি না বাসিবা ঘৃণা।
নহে তোমার যোগ্যমান[২] মনে [না] ভাবিও আন
কবুল করহ থোড়া দানা ॥
শুনে গাযী করে হাস দুঃক্ষ তোমার হবে নাশ
আমি ফকীর তোমাতে কাঙ্গাল।
ফকীর সমান দুঃক্ষ[৩] নাই ভিক্ষা করি নিত্য খাই[৪]
বলে ফকির নানান দুঃখ[৩] হাল ॥
গাযী বলে দীননাথ কাঠুরিয়া দিল ভাত
না খাইলে হব গুণাগার।
গাযীর দাসের দাসে বিরচিল খোদা বখ্‌শে
কৃপা[৫] কর নাথ নিরাকার[৬] ॥

পদ

বল ভাই আল্লার নাম বার এহিবার।
খণ্ডাবে কাঠরিয়ার দুঃখ গাযীর নযর ॥[৭]
সরপোশ খুলিল [তবে] কালু[৮] দস্তগির।
উভরিয়া নিল তবে গাযীর হাজীর।
সেহি তাম শাহ গাযী দশ ভাগ করে।
একভাগ দিল তবে আন্দর ভিতরে ॥
আর সাত ভাগ দিল সাত ভাইয়ের আগ।
একভাগ কালুক দিল আপনে এক ভাগ ॥
অল্প তাম দেখিয়া তারা মনে মনে হাসে।
দুনা তাম হইলে আমরা খাইব এক গ্রাসে[৯] ॥
গাযী জিন্দা খাএ আর কালু দস্তগির।
সাতজন কাঠরিয়া খায় গাযীর হাযীর ॥
সালাম করিয়া তাম বড় গ্রাসে[৯] খাএ।
গাযীর দোওয়াএ[১০] তাম অফুরাণ হএ ॥
আগমে জানিল গাযী তাহার প্রমাণ।
অল্প তাম দেখিয়া তারা করিছে অল্পজ্ঞান[১১] ॥
আল্লাক স্মরিয়া[১২] গাযী দোওয়া ফরমাএ[১৩]।
যত অন্ন[১৪] খাএ তারা তত অন্ন[১৪] হএ ॥
উদর ভরিয়া তাম খাইল তখন।
যত অন্ন[১৪] পাতে রৈল ছাড়ে দশ জন ॥
মনে মনে জানে সবে জাহিরের পীর।
দুঃখনাশে পাঠাইল[১৫] করিম কাদির ॥

অন্নগুটি খাইয়া গাযী পাখালিল হাত।
পান তাম্বুল খায় গাযী ভাই কালুর সাথ ॥
অন্ন খাএ সাত ভাই আনন্দ অপার।
গাযীর সামনে কর্ল কুর্‌নিশ[১৬] হাযার ॥
গাযী বলে দীননাথ শুকুর[১৭] দরবারে।
এত দুঃখ[১৮] দেহ কেনে মমিনের তরে ॥
এত দুঃখ[১৮] দেহ ইহাক আমাক লাগে ব্যথা[১৯]।
দুঃখ[১৮] নাশ কর হাদি দীনের করতা ॥
মোনাজাত ভেজিল গাযী আল্লার দরগাত।
পশ্চিম আকাশ কোণে গেল দিননাথ ॥
দিবা যাএ সন্ধাকাল হইল সেহিকালে।
গাযী কালু রহিল দুহে দরক্তের তলে ॥
দুই পহর রাত্রি যখন হইল গগনে।
নিদ্রাএ কাতর কালু কিছু নাহি জানে ॥
শয্যা[২০] ছাড়ি উঠে গাযী[২১] আল্লার নাম লয়া।
আসা হাতে করি গাযী চলিল হাঁটিয়া।
ধীরে ধীরে শাহ[২২] গাযী গমন করিল।
কহর দরিয়ার কূলে[২৩] দরশন দিল ॥
দরিয়ার কিনারে গাযী সত্ত্বরে[২৪] দাঁড়াইল।
গঙ্গামাসী বলিয়া গাযী তিন ডাক দিল ॥
স্মরণ[২৫] করিল গাযী গঙ্গাকে তখনে।
বাসিয়া উঠিল গঙ্গা মকর[২৬] বাহনে ॥
গঙ্গা বলে কেবা ডাক সেবক কাহার।
আমি বড় খাঁ গাযী পীর সেবক তোমার ॥

১. খেমিবে আমার দোস। ২. যুর্গমান। ৩. দ্বক্ষু। ৪. ভিক্ষ্যা করি নির্ত্য খাই। ৫. ক্রিপা। ৬. নৈরাকার। ৭. খণ্ডিবে কাটুরিয়ার দ্বক্ষু গাজির লজর। ৮. গাজি। ৯. গাসে। ১০. দোওাএ। ১১. অল্লগ্যান। ১২. স্বঙরিয়া। ১৩. ফরোমাএ। ১৪. অর্ণ্ন্য। ১৫. দ্বক্ষুলাসে পটাইল। ১৬. কুরূনিস। ১৭. মুকুর। ১৮. দ্বক্ষু। ১৯. ব্রেথা। ২০. সজ্যা। ২১. কার্ব্বি। ২২. সাহাগাজি। ২৩. দরিয়া কুলে। ২৪. সর্ত্তরে ডাড়াইল। ২৫. স্বউরোন। ২৬. মগর।

গাযী বলে শুন মাসী না চিন আমারে।
সেকন্দরের পুত্র আমি আইনু এথাকারে ॥
তাহা শুনি নারায়ণী[১] ধীরে ধীরে বলে।
কেনে আইলা প্রাণ গাযী রাত্রি শেষ[২] কালে ॥
গাযী বলে আইলাম আল্লার ফকির।
আলমে পড়িয়া ফিরি আল্লার জিকির ॥
বহু শ্রমে[৩] আইলাম মাসী ঘোরতর[৪] বন।
আমাকে খাওয়াইল[৫] খানা কাঠুরিয়াগণ ॥
সাতলক্ষ ধন মাসী দেহ এহি ক্ষণে।
বাত্রি শেষে আইলাম মাসী তোমার বিদ্যমানে[৬]
গঙ্গা বলে হৈলা যদি আল্লার ফকির।
ধন লইয়া কি করিবা ছাড়িয়া যিকির ॥
সকল ছাড়িয়া তুমি ভাব আল্লাজি।
ফকিব হইলে তার ধনের কার্য[৭] কি ॥
ফকিরেক লইতে ধন আল্লার হুকুম নাঞি।
মাল গণি হলে ক্রোধ হবে আল্লা সাঞি ॥
গাযী বলে শুন মাসী আমার উত্তর।
সপ্ত কাঠুরিযা আছে জঙ্গল ভিতর ॥
বড় নেকবখ্‌ত[৮] তারা ভাই সাতজন।
কিবা দোষে পাএ দুঃখ[৯] থাকে ঘোর বন ॥
দেখিয়া তাহার দুঃখ[৯] পোড়ে মোর মন।
ফকির হইয়া দুঃখ[৯] না যাএ সহন ॥
সাত ভাইয়ের মনে মাসী বড়ই প্রবিন[১০]।
করিয়াছে নিঠুর আল্লা সবার অধীন ॥
সেহি কারণে আইলাম মাসী রাত্রি অবশেষে[১১]।
সাত লক্ষ ধন মোকে দিবেন অবশ্যে[১২] ॥
শুনিঞা করুণাময়ী[১৩] আনন্দিত মন।
আহা পদ্মাবতী বলি করিল স্মরণ[১৪] ॥
গঙ্গার আদেশ শুনি আইল পদ্মাবতী[১৫]।
বিনয় বচনে তাকে করেন ভগতি ॥
এহি বড় খাঁ গাযী পীর বাদশার নন্দন।
আমার চাতালে[১৬] আছে ইহার বাপের ধন ॥
সেহি ধন লইতে আইল গাযী জিন্দা পীর।
বিলম্ব না কর ধন দেহত হাযীর ॥
তাহা শুনি পদ্মাবতি আনন্দিত মন।
সাত ঢেউ দিয়া তোলে সাতলক্ষ ধন ॥
বুর্জ্জমান হইল ধন দরিয়ার কিনারে।
রাজা গজা এত ধন দিতে নাহি পারে ॥

ধন দেখি তুষ্ট [হৈল] গাযী জিন্দা পর।
ত্বরিত চলিয়া আইল কালুর হাযীর ॥
উঠ উঠ[১৭] ভাই কালু চক্ষু মেলি চাও।
প্রভাত হইল রাত্রি কুলি কাড়ে রাও ॥
গাযীর বৃত্তান্ত[১৮] কালু কিছু নাহি জানে।
চমতকার উঠে কালু গাযীর বচনে ॥
গাযী বলে ভাই কালু শুন মন দিঞা।
কাঠুরিয়া সপ্ত ভাএক আনহ ডাকিয়া ॥
দরিয়ার কিনারে আমি রাখিয়াছি ধন।
দেখাইয়া দেহ ধন আনুক সাত জন ॥
তাহা শুনি যাএ কালু ডেরার কিনারে।
ধনা কাঠুরিয়া বলি ডাকেন সত্তরে[১৯] ॥
ডাক শুনি বাহিরে আইল সাতজন।
চরণ বন্ধিল তবে কালুর[২০] তখন ॥
কালুর বলে সাতজন আমার সঙ্গে চল।
গাযী দিল ধন আল্লা রহমত কর্ল।
চলিলেন সাত ভাই কালুর সহিত।
গগনেতে হইল যেন চন্দ্রের উদিত ॥
দরিয়ার কিনারে তবে করিল প্রয়ান[২১]।
দেখে ধন তীরে আছে হয়া বুর্জ্জমান ॥
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ্ গাযী জিন্দার বাণী।
চত্রিমাসে পাইল যেন মরা বৃক্ষে[২২] পানি ॥

দিসা : পাইল অমূল্য[২৩] ধন গুরু দেবের বরে
আল্লা হইল রাযী[২৪] গাযীর করম[২৫] নযরে ॥

পদ।

দেখিয়া অমূল্য[২৩] ধন ভাই সাত জনে।
হাতে মাথে কান্ধে করি বহে ততক্ষণে ॥
সারাদিন ভরি তারা এত ধন উঠায়[২৬]।
সাতঘরে নাহি ধরে রাখে[২৭] আঙ্গিনাএ ॥
কাঠুরাণী[২৮] সকলে হৈল ক্রোধমান।
কিবা গুলায় ভরাইলা ঘর সাত খান ॥
শুইবার স্থান নাহি বসিব কোথাএ।
গোশ্বা হয়া সাতজনা বাপ ঘরে যাএ ॥
ছোট নই আমরা বড় লোকের জাত।
আমাগেরে বাপের ঘর সাড়ে ষোল হাত ॥

১. নারাইয়নি। ২. সেশ। ৩. শ্রোমে। ৪. ঘোরতক। ৫. খাওাইল। ৬. বির্দ্দমানে। ৭. কাজ্য। ৮. নেক বক্ত। ৯. দ্বক্ষু। ১০. প্রবিণ– ১১. অবোসেসে। ১২. অর্ব্বস্বে। ১৩. করুনামহি। ১৪. স্বশুরোন। ১৫. পর্দ্দাবতি। ১৬. চাত্তালে। ১৭. উট ২। ১৮. বিত্তান্ত। ১৯. সর্ত্তরে। ২০. গাজির। ২১. পয়ান। ২২. ব্রিক্ষে। ২৩. অমুর্ব্বি। ২৪. আজি। ২৫. করমে। ২৬. উডাএ। ২৭. আখে। ২৮. কাটরানি।

এক খোপে এক জন আরেক খোপে রান্ধে[১]।
মধ্য[২] খোপে থাকে তারা পরম আনন্দে ॥
কাঠুরিয়া বলে সবে পীর দিল ধন।
মুখ বেকা করিয়া বলে[৩] সাত জন ॥
বাপ ঘর হইতে আমি আইলাম স্বামীর ঘর।
বাপ জন্মে[৪] নাহি জানি ধন এত বড় ॥
শুইতে[৫] না পাই স্থান ধনের কিবা কাজ।
বাহিরে আনহ ধন শুতি[৬] ঘরের মাঝ ॥
কাঠুরাণী[৭] সবে বাক্য[৮] এমতি বলিল।
বৃক্ষতলে[৯] থাকি গাযী আগমে জানিল ॥
কাঠুরাণীর[৭] বাক্য[৮] শুনি হাসে জিন্দাপীর।
ধন দেখি নারী সব হয়াছে অস্থির[১০] ॥
বাপ জন্মে[৪] না দেখিছে ধনের বয়ান।
ধন নষ্ট করিয়াছে শুইবার[১১] স্থান ॥
গাযী বলে ভাই কালু শুনহ[১২] বচন।
বড় দুঃখ[১৩] দেখিয়া কাঠুরিয়াক দিলাম ধন ॥
তাতে মন্দ বলে[১৪] মোকে কাঠুরিয়ার নারী।
নির্মাণ[১৫] করিয়া দিব কাঠরিয়ার পুরী ॥
জঙ্গল মাঝার পুরী করিব নির্মাণ[১৫]।
বানাইয়া দিব আমি শুইবার স্থান ॥
এহি মনে ভাবি গাযী বসিল তখন।
হেন কালে আইল ভাই সাত জন ॥
গাযীর সাক্ষাতে আসি করিল সালাম[১৬]।
হুকুম করহ সাহেব করি কোন কাম ॥
শাহ্ গাযী বলে তোরা আজি ঘরে চল।
করা যাবে যুক্তি মত কালি যাহা বল ॥
শুনিএগা আনন্দ হৈল সাত সহোদর[১৭]।
ফকীরেক করিয়া নতি গেল নিজঘর।
সাত ভাই সাত দ্বারে শুইয়া নিদ্রা যাএ।
কাঠুরাণী সাতজন শুইল তথাএ ॥
এক পহর গেল রাত্রি দোওজে পহর।
বিশ্বকর্মা[১৮] বলি গাযী ডাকেন সত্বর ॥
বড় খাঁ গাযী ডাকিলেন জানিল বিশাই।
আঠার সাগ্‌রেদ সঙ্গে চলিল দশ ভাই ॥
বাইশ পুত্র নিল সঙ্গে ষোল[১৯] শত নাতি।
মর্ত্তে[২০] চলিল বিশাই হাতে রত্ন বাতি ॥
অগাধ[২১] জঙ্গলে গাযী যথা আছে বসি।
গাযীক সালাম করে কর্মকার[২২] আসি ॥
গাযী আর লোকমান হইল সম্ভাষণ[২৩]।
কহ পীর বড় খাঁ গাযী ডাক কি কারণ ॥
কোন বাতে গর্‌আরামে আছ জিন্দাপীর।
হুকুম কর তুমি আইলাম হাযীর ॥
গাযী বলে ভাই লোকমান আমার বাক্য[২৪] ধর।
নির্মাইয়া[২৫] দেহ মোকে নবীন বাসর ॥
বড় দুঃখ[২৬] পাএ সেহি কাঠুরিয়া সাতজন।
সাত ভাএক দিলাম আমি সাতলক্ষ ধন ॥
সাতখানি ঘর ছিল ধন নাহি ধরে।
কাঠুরিয়ার নারীগণ আছেন বাহিরে ॥
থাকিতে স্থান নাহি পাএ মোক বলে মন্দ।
সপ্ত ক্রোশ জুড়িয়া বাড়ির করহ বন্ধ ॥
সপ্ত বাড়ী বান্ধ ভাই আমার খাতির।
চৌদিগে গড় কুণ্ড করহ পুরীর ॥
শুনিএগা লোকমান হাকিম হাসে খিলখিল।
বুঝিলাম বুঝিলাম গাযী বুঝিলাম সকল ॥
লোকমান জিজ্ঞাসিল যত কর্মকার[২২]।
দিহটি হইল হাতে দিব্য[২৭] মশাল ॥
জঙ্গলে করিল যেন সূর্যের[২৮] উদএ।
চতুর দিকে খোদে মাটি গহিন বিজএ[২৯] ॥
চৌদিগে সঙ্গম চকিদার এক ভিতি।[৩০]
সপ্ত বাড়ির ছন্দ কর্ল সাত কীর্ত্তি[৩১] ॥
দেহড়ি তোলে কত চতোরে চৌতারি[৩২]।
তোশাখানা বালাখানা তোলে সারি সারি ॥
নাটশালা ফুলটঙ্গী জলটঙ্গী কোট।
বিরল মন্দির তোলে মণিমএ কোট ॥
দালান ইমারত তোলে চৌকি আলি চারি।
ষোলশত ঘর তোলে দক্ষিণ দুয়ারী ॥
কির্ত্তাবিত্ত[৩৩] (?) পুরি তোলে বাহিরে বিশাল।
সুবর্ণ[৩৪] ইটাএ বান্দা এসপ্ত জাঙ্গাল ॥
মধ্যে মধ্যে[৩৫] তুলিল দিব্য[৩৬] তোশাখানা।
দ্বারেতে বিচিত্র তোলে বারাম সপ্তখানা ॥
হাসাইল মুরা ঢেঁকি শালার নবরত্নের ঘর।
দালান কোঠা মঠ[৩৭] বাঙ্গেলা ইমরত থরে থর ॥

১. আন্দে। ২. মর্দ্দে। ৩. বুলিয়াছে। ৪. জর্ম্মে। ৫. যুইতে। ৬. যুতি। ৭. কাষ্টরানি। ৮. বার্কক। ৯. বিৃক্ষতলে। ১০. অশ্‌তির। ১১. যুইবার। ১২. যুনহ। ১৩. দুক্ষু। ১৪. মোন্দ বোলে। ১৫. নিষ্মান। ১৬. ছার্ম্মাম। ১৭. সহদর। ১৮. বিষু কম্মা। ১৯. সোলসত লাতি। ২০. মত্ত্যে। ২১. অঘাত। ২২. কম্মকর। ২৩. সম্বাসন। ২৪. বার্কক। ২৫. নিষ্মাইয়া। ২৬. দুক্ষু। ২৭. দিৰ্ব্ব। ২৮. যুর্জ্জের উদাএ। ২৯. বিজএ অর্থ বুঝা গেল না। ৩০. এ পদের অর্থ বোঝা গেল না। ৩১. ক্রিতি। ৩২. চতোরে চৌত্তারি। চতর অর্থে। ৩৩. কির্ত্তাবিত্ত অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ৩৪. সোবর্ণ্ন্য। ৩৫. মর্দ্দে ২। ৩৬. দিৰ্ব্ব। ৩৭. মোট।

সপ্ত সরোবর দিল সাত বাড়ির আগে।
শানে বান্ধা চারি ঘাট করে ভাগে ভাগে ॥
টল টল করে জল উথলে[১] সাগর।
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে তাহার উপর ॥
ডাহুক ডাহুকী উড়ে সরোবরের জলে।
সারস[২] সারসী আর রাজহংস খেলে ॥
সরোবরের ঘাটে বানাইল বৃন্দাবন[৩]।
গুঞ্জরে ভমরা[৪] ঝাঁকে ঝাঁকে অনুক্ষণ ॥
কুহু কুহু করিয়া কুকিলা[৫] উড়ে ঝাঁকে।
মউর সারঙ্গ পক্ষী ঘন ঘন ডাকে॥
পাষাণে নির্মাণ[৬] দেওয়াল চৌপাশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভমরা উড়ে পুষ্পের সুবাসে[৭] ॥
বাড়ি নির্মাইল[৮] বিশাই চিত্রমএ ভাগে।
গাযীর মসজিদ বান্ধে সপ্ত বাড়ি আগে ॥
পাষাণে বান্ধিল ঘর ফটিকের স্তম্ভ।
সুবর্ণে নির্মাণ কর্ল মসজিদের কুম্ভ ॥[৯]
সালে বান্ধা কাঙ্গুর রত্ন ঝোপা ঝোপা।
মাণিকের চূড়া দিল উপরে টোপ খোঁপা ॥
মউর মুরছল দিল চান্দয়া বিছানা[১০]।
সুবর্ণের গির্‌দা দিল[১১] বারাম খানা ॥
আশে পাশে গিরদা থুইল শিওরেতে মোড়া।
তাহাতে বিছায়া দিল ভাল ভাল কাপড়া ॥
ধবল নিশান দিল আসা কাসা ঝাণ্ডা।
বেলয়ারী লটকাইয়া দিল বেগমের আণ্ডা ॥
সমুখে পুষ্‌কর্ণি[১২] দিল পাথর বান্ধা ঘাট।
মজিদের দ্বারে হানে বজ্র কবাট ॥
দুই পালঙ্গের উপর বসিল দুই ভাই।
গাযীর আগে মাঙ্গে বিদাএ কামিলা বিশাই ॥
গগন মণ্ডলে গেল সকল কামিলা।
প্রভাত হইল রাত্রি ডাকিল কুখিলা ॥
গুণ গুণ গুঞ্জরে[১৩] ভমরা অনুক্ষণ।
প্রভাতে চৈতন পাইল কাঠুরিয়াগণ ॥
কহে শেখ খোদা বখশ অপূর্ব বিচার।
পুরী দেখি কাঠুরিয়া হইল চমৎকার ॥

১৯ পালা সমাপ্ত[১৪]।

১. উথালে সাগরে। ২. সারসা। ৩. বিন্দাবোন। ৪. ভুমরা ঝাখে ২ অনুক্ষণে। ৫. কুখিলা ছাড়ে উড়ে ঝাকে। ৬. নিষ্মাণ দেওাল। ৭. ষুবাসে। ৮. নিষ্মাইল। ৯. সোবর্গ্নের নিষ্মান কৰ্ব মজিদে কুম্ব। ১০. বিছায়া। ১১. দিয়া। ১২. সমুকেপুসকিনি। ১৩. গঞ্জরে। ১৪. সমেআপ্ত।

[২০ পালা]

পদ

চক্ষু[১] মেলি দেখে সব কাঠুরিয়া[২] গণ।
হাহাকার করিয়া তারা জুড়িল[৩] ক্রন্দর ॥
প্রাণের বৈরী[৪] হৈল ভাই ফকির ধন দিয়া।
কোনবা রাজা আনিঞাছে সকলের বান্ধিয়া ॥
কোথাএ মোর ভাঙ্গা ডেরা কোথাএ[৫] ফকির।
কেমন পুরী আমরা হইব বাহির ॥
গণ্ডগোল করি সব কান্দে সাত জন।
কাঠুরিয়ার[২] সাত নারী পাইল চেতন[৬] ॥
বাপ জন্মে[৭] না দেখিয়াছে হেন রত্ন পুরী।
ভূমে পড়ি কান্দে সব কাঠুরিয়ার[৮] নারী ॥
[রাগে] বলে সাত নারী কাঠুরিয়-র[৮] আগ।
খড়ি কাটি খাইতে কুবুদ্ধি পাইল লাগ ॥
পূর্বে মানা কর্লাম আমি কি করিব ধন।
ধনের নিওতে গেল সকলের জীবন ॥
তাহা শুনি কাঠুরিয়া[২] না করিল রাও।
লড় দিয়া চল সবে সত্বরে পালাও ॥
হেন যুক্তি মনে ভাবি কাঠুরিয়াগণ[৯]।
পূর্ব মুখে দিল [লড়] পলাইতে মন ॥
পূর্ব মুখে আছে পাঁচিল[১০] বহু উচ্চতর[১১]।
আচম্বিতে পাঁচিল[১২] লাগে মাথার উপর ॥
পশ্চিম উত্তর দিগে আইল ঘুরিয়া।
পলাইতে দ্বার নাহি বেড়াছে কান্দিয়া ॥
গণ্ডগোল করি তারা কান্দে চৌদ্দজন[১৩]।
মজিদে থাকিয়া গাযী জানিল তখন ॥
হাসিয়া বলেন গাযী কালু জিন্দার ঠাঞি।
বাপ জন্মে[১৪] কাঠুরিয়া পুরী দেখে নাঞি ॥
এহি ক্ষণে উঠিয়া কালু পুরীর মধ্যে যাও।
ক্রন্দন নিরন্ত[১৫] কর সবাকে বুঝাও[১৬] ॥
তাহা শুনি যাএ কালু পুরীর ভিতর।
ভয় নাহি ভয় নাহি ডাকেন সত্বর ॥[১৭]
ভএ নাহি কর তোরা স্থির কর মন।
গাযীর দোওয়াএ[১৮] তোমার মন্দির রতন[১৯] ॥
কান্দিয়া কহিছে তারা কালুর হাযীর।
ভাল টাকা দিয়াছিলা আল্লার ফকির ॥
কালু বলে প্রত্যয়[২০] না পাও সাত জন।
কালু বলে সঙ্গে আইস ফকিরের সদন ॥
তাহা শুনি কম্পমান[২১] সাত জন হয়া।
বড় খাঁ গাযীর আগে আইল চলিয়া ॥
কান্দিয়া কহেন সবে মিয়া গাযীর তর।
পুনর্বার লয়া[২২] ধন প্রাণ লক্ষা কর ॥
আপন ইচ্ছায়[২৩] দিয়াছিলা লহ আরবার।
ধন দিয়া প্রাণ সবার চাহ মারিবার ॥
গাযী বলে চিন্তা না করো সাতজন।
মোর দোওয়াএ[১৮] হৈল তোর রাজ্য ধন ॥
হরষিত হইল তারা এহি কথা শুনি।
গাযীক সালাম করে লুটায়া[২৪] ধরণী ॥
গাযী বলে শুন তোরা আমার উত্তর।
কাননে বসাইব আমি বিখণ্ড নগর ॥
কোন রূপে চিন্তা না করিও সাত ভাই।
কুল বনে হবে পুর তোমার রাজাই ॥
খোশবক্ত হইল শুনিঞা সাতজন।
কাঠুরানী[২৫] বলি সবে ডিমক বচন ॥
উমর[২৬] কাঠুরিয়ার নারী বলে কথা হাসি।
জঙ্গ হইব আমি [না হৈলে] রাজার মহিষী[২৭] ॥
নলিনের স্ত্রী[২৮] বলে আমি কি কাঙ্গাল।
তুমি হইবা রাজরাণী আমি বলি ভাল ॥
এহি বলি নারীগণ করে হুড়াহুড়ি।
রাজা হইতে চাহে সবে করিয়া জড়াজড়ি ॥
তাহা শুনি গাযী বলে ছাড় সবে দ্বন্দ্ব।
সকলি না হইবা রাজা যাহার নিরবন্ধ ॥

১. চক্ষ। ২. কাটরিয়া। ৩. যুড়িল। ৪. বরি। ৫. কোথাএ মোর ফকির। ৬. চৈতন। ৭. জম্মে। ৮. কাটরিয়ার। ৯. কাটরিয়া। ১০. পাচি। ১১. অঞ্চতর। ১২. অচমভিতে প্রাচি। ১৩. চর্দ্দোজোন। ১৪. জম্মে। ১৫. নিরশৃত। ১৬. বুজাও। ১৭. ভয়ে নাহি ২ বলিয়া ডাকেন সর্ত্তর। ১৮. দোওাএ। ১৯. রর্ত্তন। ২০. প্রতায়। ২১. তাহাষুনি কম্পবান। ২২. পুর্ণ্যবার লই। ২৩. ইর্ছএ। ২৪. লোটায়া। ২৫. কাটয়ানি। ২৬. উম্মর কাটরিয়ার। ২৭. মহিসি। ২৮. শৃত্তিরি।

তাহা শুনি দ্বন্দ্ব[১] ত্যাগ[২] করে সব নারী ॥
বিধির নির্বন্ধ হবে উমর[৩] চৌধুরী ॥
কহে শেখ খোদা বখশ সুরস[৪] পাঁচালী।
আনন্দ হইল সবে হাতে দেএ তালি ॥
বাপ জন্মে[৫] না দেখিয়াছে বিচিত্র মন্দির।
আনন্দ উল্লাস হৈল যতেক নারীর ॥
মাথে মাথে সোন্দা[৬] তৈল চিকুর দশন।
নিকৃষ্ট[৭] জনেক দেখে পতঙ্গ যেমন ॥
শুনিয়া গাযীর বাণী কালুর খোশ্বমন।
গাযীর নামে বাঁশগাড়ি করে কুল বন ॥
দিবস বহিয়া গেল হইল সন্ধাকালে।
মায়াতে চলিল গাযী মায়ার ভুলান ॥
বর্ধমান[৮] পুরী জায়া হৈল উপনীত।
ঘরে ঘরে স্বপন দেখাএ আচম্বিত[৯] ॥
উঠ উঠ[১০] প্রজাগণ কত নিদ্রা যাও।
এহিক্ষণে দেশ ছাড় প্রাণে[১১] বাঁচি লও ॥
রক্তমুসি[১২] রোগ সব হৈবে ঘরে ঘরে ॥
অতি অমঙ্গল হৈবে রাজ্যের ভিতরে ॥
কুল বনে আছে কাঠুরিয়া[১৩] সাত ঘর।
তথাএ বসতি কর্লে হইবা ধনের ঈশ্বর[১৪] ॥
তথাএ হয়াছে সহায়[১৫] গাযী যিন্দাপীর।
তাহার দোওয়াএ[১৬] হয়াছে পাষাণের মন্দির ॥
তথাএ বসতি কর্লে হইবা ধনমএ।
রোগ পীড়া দুঃখ[১৭] শূল রাজ্যে নাহি হএ ॥
এহিরূপে স্বপন[১৮] দেখাল ঘরে ঘর।
সকলের স্বপন[১৮] কহে কাঙ্গাল তালেবর ॥
স্বপন[১৮] দেখায়া পীর হইল অন্তর্ধান[১৯]।
প্রভাত হইল রাত্রি প্রত্যূষ[২০] বিহান ॥
গৃহস্থ[২১] কাঙ্গাল লোক উঠিল জাগিয়া।
শয্যাতে[২২] থাকিয়া ঝুরে ভাবিয়া ভাবিয়া ॥
মনে মনে সবে বলে হৈল অমঙ্গল।
রাত্রি পোহাল লোক মিলিল সকল ॥
একজন বলে ভাই অপূর্ব কাহিনী।
স্বপন[১৮] দেখিয়াছ নাকি আজিকার রজনী ॥
আর জন বলে ভাই বড় কৈলা মনে।
রাজ্য ছাড়িবার কেবা কহিল স্বপনে[১৮] ॥
আর জন বলে ভাই সেই কথা পুছি।
আর জনে বলে ভাই আমি দেখিয়াছি ॥
স্বপন[১৮] দেখিয়া সবে মনে ধোকাধুকি[২৩]।
পাষণ্ড হইবে রাজ্য কোন বলে থাকি ॥
শুনিঞাছি কুল বনে কাঠুরিয়ার বাড়ি।
তথা বাস কর্লে হব ধনের অধিকারী ॥
রোগ পীড়া না থাকিবে সেহি রাজ্যের মাঝ।
চল জাই তথা [ভাই] এথা নাহি কাজ ॥
আর জনে বলে ভাই স্বপনের কথা।
কি জানি ছাড়িয়া রাজ্য হইবে অবস্থা ॥
কানাকানি করে সবে হইয়া অস্থির[২৪]।
কোন কর্ম[২৫] করে এথা গাযী জিন্দাপীর ॥
মায়ার ভাণ্ডার গাযী রাজ্য[২৬] অনুবন্ধ।
কায়া বদিলা[২৭] পীর হইল নগ্ন[২৮] কন্ধ ॥
ব্রাহ্মণের মূর্তি হইল গাযী জিন্দাপীর।
হস্তে নিল পাঞ্জি[২৯] পুঁথি কমল শরীর ॥
সভাকরি বসিয়াছে যত প্রজাগণ।
জয় জয় দিয়া খাড়া হইল ব্রাহ্মণ ॥
প্রজাগণ প্রণামিল লুটায়া[৩০] ধরণী।
দ্বিজেকে[৩১] আনিয়া দিল বসিতে আসনী ॥
সকলে বলে শুন ব্রাহ্মণ গোসাঞি।
এক অসম্ভব কথা তোমাকে শুধাই[৩২] ॥
দ্বিজে[৩৩] বলে না শুধাও[৩৪] পাইনু তত্ত্ব[৩৫] গুণি।
ছাড় ছাড় রাজ্যের মায়া মরিবা এখনি।
ভূমিতে পাড়িয়া খড়ি দ্বিজে[৩৩] লেখা করে।
আসিবেক এক সকস[৩৬] খাইবে সবারে ॥
ছাড়হ রাজ্যের মায়া[৩৭] যাহ কুল বন।
কাঠুরিয়ার গৃহে যায়া করো প্রবেশন ॥
তাহা শুনি প্রজাগণ মনে পাইল ডর।
সত্য কহিল দ্বিজমণি[৩৮] ছাড় ঘর দ্বার ॥
রাত্রে যে দেখিলাম স্বপন দ্বিজে কইল সেই।
নিজ রাজ্য হইল দুষ্ট রাজ্য আমার অই ॥
অথা হইতে দ্বিজমণি[৩৮] হইল অন্তর্ধান।
তথা যাইয়া দ্বিজ[৩৯] করিল পয়াণ ॥

১. দন্দ। ২. তেগ। ৩. উম্বর। ৪. ষুরস্য পাচালি। ৫. জন্মে। ৬. সোন্দা স্তল। ৭. নিকিস্ট। ৮. মূ. বর্ত্তমান। খুব সম্ভব বর্ধমান। 'বর্ত্তমান' বলে কোন স্থানের নাম হতে পাবে না। ৯. অচম্ভিত। ১০. উট ২। ১১. প্রাণ বাচি লেও। ১২. রক্তমুসি অর্থ বুঝা গেল না। কোন ব্যাধির নাম বোধ হয়। ১৩. কাটরিয়া। ১৪. ইর্শ্বর। ১৫. সঞে। ১৬. দোওাএ। ১৭. দ্বখি। ১৮. সর্পন। ১৯. অন্তধ্যান। ২০. প্রথস্ব। ২১. গ্রিহশৃত। ২২. সর্জ্জাতে। ২৩. ধোকর্কাধুকি। ২৪. অচস্থির। ২৫. কন্ম। ২৬. আজ্য। ২৭. বদিলা = বদলিয়া, বদল করে। ২৮. নগুন কন্দ। ২৯. পাঞ্জি। ৩০. লোটায়া। ৩১. দিজেকে। ৩২. সোদাই। ৩৩. দিজে। ৩৪. সোদাও। ৩৫. তথ্য। ৩৬. সকস না মকস? মকস শব্দ 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে' আছে। যথা : মকসের পশর হইল শকুন রাখালে। ৩৭. ময়া। ৩৮. দিজমনি। ৩৯. দিজ।

সেহিগ্রাম ছাড়িয়া দ্বিজ হইল অন্তর্ধান।
কাঠুরিয়ার পুরে আসি দিল দরশন ॥
কাঠুরিয়ার পুরে আসি বসিল পালঙ্গে।
কহিল সকল কথা কালু জিন্দার সঙ্গে ॥
বাঁশ গাড়ি করে পির জঙ্গল জুড়িয়া।
কালু যিন্দা বম[১] টুকে মজিদে বসিয়া ॥
বাঁশ গাড়ি করিল তবে গাযীর উপদেশে।
অন্য[২] রাজার গ্রাম ভাঙ্গি গাযীর গ্রামে বৈসে ॥
খাইবার খরচ পাএ তাকাবির[৩] কড়ি।
দিগ বিদিগ হইতে প্রজা বৈসে সারি সারি ॥
কহে শেখ খোদা বখ্শ গাযী জিন্দার কীর্ত্তি[৪]।
জঙ্গল মাঝার লোক বৈসে নানান জাতি ॥

দিসা : ও বাজার লাগিল রে চান্দের বাজার

পদ।

লহ ভাই আল্লার নাম বার এহিবার।
মনুষ্য দুর্লভ[৫] জনম হএ কিনা হএ আর ॥
প্রথমে বসিল লোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
বেদপাঠ ক্ষণ[৬] লগ্ন গণে নিত্যনিত ॥
নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য দণ্ডী ব্রহ্মচারী।[৭]
আচার্য দৈবজ্ঞ চূড়ামনি[৮] সারি সারি ॥
কাএস্থ বসিয়া গেল লাহিড়ী ভাদুড়ি।
কুমার বসিয়া গেল যারা বেচে হাঁড়ি ॥
কুঁড়ি বৈসে বেঁচে মলা[৯] কামার ছুতার।
মুচি ফিরিঙ্গি বৈসে ছৈহরি সোনার ॥
বারই বসিল যারা রাজ্যে বেঁচে পান ॥
কাটিহারা বাজিকরা নর্তকীয়া[১০] কান ॥
চাণ্ডাল জালুয়া বৈসে যারা মচ্ছ[১১] মারে।
ডোম ভোকলা[১২] হাড়ী তারা বৈসে থরে থরে ॥
কাঁসারী ঠাঁটারী বৈসে সেকারী[১৩] নাহারী।
মালী জাতী বৈসে ফুল গাঁথে সারি সারি ॥

বৈদ্য বৈসে নাড়ী ধরা ভেদ করে বেদী।
ঠিক ঠিক কহে বাক্য আদ্য[১৪] বেদ আদি ॥
কইবর্ত বসিয়া গেল যারা বেচে[১৫] ধান।
নরসুন্দর[১৬] জাতি বৈসে হাতে খুরশান ॥
কোচ মেচ[১৭] যুগী জোলা ধনিঞা চুনিঞা।
লক্ষে লক্ষে সদাগর আগর বাণিঞা ॥
গন্ধর্ব[১৮] বণিক বৈসে হাজারী বাজারী।
লড় কোত্তালি[১৯] তথা বৈসে পাজারু[২০] চামারি ॥
গোলক বসিল জাতি বাক্য[২১] ধিত্য ভাট।
নর্তকী[২২] বসিয়া গেল যারা করে নাট ॥
ভাউয়া ভাউকি[২৩] বৈসে বুলিয়া[২৪] ঢুলিয়া।
ধাওয়া[২৫] দোষাদ বৈসে আর গোওয়ালিয়া ॥
পাঁচ পিলিয়া[২৬] কাসিদ চঙ্গ[২৭] জঙ্গ তেলী তাঁতী।
জল্লাদ[২৮] বসিল আর হীরা ধোপাজাতি ॥
ডাএক[২৯] কলঞ্চী বৈসে কাহের মুহারা[৩০]।
আমির উমরা[৩১] লোক কান্দে বহে যারা ॥
কাটিহারা মির শিকারি[৩২] ডাটিয়ারা[৩৩]।
নুনের দোকানে বৈসে মাল বাজিকরা ॥
দেখিয়া গাযীর পুরী ভএ পাইল যমে।
যবন বসিল সব গ্রামের পশ্চিমে ॥
মুসলমান বসিল মাথাএ পাক রাজা।
মাসে মাসে চান্দের করে নিত্য রোজা ॥
খোশ বক্ত বসিল যত মুসলমান।
সৈয়দ মল্লিক বৈসে মোঘল পাঠান ॥
কাজী[৩৪] মুন্সী পড়ে কিতাব কোরাণ।
ব্রাহ্মণ সুজন পড়ে ভারত পুরাণ ॥
কবিরাজ বসিলেন তেজে পঞ্চরোজা।
জঙ্গী জঙ্গ রাজ বৈসে আসি গণ্ডা খোজা ॥
সাহু[৩৫] জাতি বসিল যারা সুরা[৩৬] বেচে।
আশি ঘর মাতাল বসিল তার কাছে ॥
দক্ষিণ পাটনে বৈসে যত বেশ্যা[৩৭] গণ।
নানান নৃত্য[৩৮] নাট নাটুয়া বাদ্য বাজন ॥
হাজঙ্গ বেলদার বৈসে[৩৯] খনা কামি[৪০] খাএ।
ধাওয়া[৪১] জাতি জাল মাল মচ্ছ বেচাএ ॥

১. বমটুকে অর্থ বুঝা গেল না। ২. অর্ণ্ন্য। ৩. তাগাবির। তাকাবি ঋণ? ৪. কিত্রি। ৫. দুর্লব। ৬. খেন। ৭. নির্তানন্দ ভোটাচার্য্য ডণ্ডি ব্রহ্মচারি। ৮. আচাজ্য দৈবগ চুড়ামনি। ৯. মুলা। ১০. নিত্যকিয়া। ১১. মর্ছ। ১২. ডোকলা। হা. মী. ভোখলা। ১৩. সেকারী নাহারি অর্থ বুঝা গেল না। সেকারা স্বর্ণকার হতে পারে। নাহারী কি? ১৪. আর্দ্দ। ১৫. বেজে। ১৬. লরষুন্দর। ১৭. মেছ। ১৮. গন্ধব। ১৯. লড় কোত্তালি অর্থ বুঝা গেল না। ২০. পাজারু ঢামারি। অর্থ বুঝা গেল না। ২১. বাক্যধিত্য। পাঠে ভুল আছে। ২২. নির্ত্তকি। ২৩. ভাউয়া ভাউকি–বাউরি নামক এক হিন্দু জাতি? ২৪. চুলিয়া–কোন হিন্দু জাতি বিশেষ। ২৫. ধাওয়া–অর্থ বুঝা গেল না। ২৬. পাঁচ পিলিয়া অর্থ বুঝা গেল না। ২৭. কাসিদ জাল্লাদ = জল্লাদ। ২৮. চঙ্গজঙ্গ অর্থ বুঝা গেল না। ২৯. ডাএক কলঞ্চী অর্থ বুঝা গেল না। ৩০. মুহারা–কাহের মুহারা পাল্কী বহনকারী অর্থ বোধ হয়। ৩১. উক্ষরা। ৩২. মীর শিকারী = প্রধান শিকারী। ৩৩. ডাটিয়ারা অর্থ বুঝা গেল না। ৩৪. কাজি। ৪৫. সও। ৩৬. সোরা। ৩৭. বের্শা। ৩৮. নিত্য। ৩৯. বৈস্যে। ৪০. খনাকামি–অর্থ বুঝা গেল না। ৪১. ধাওয়া–মৎস্যজীবি কোন সম্প্রদায় বোধ হয়।

বসিল ছত্রিশ জাতি সাধু সদাগর।
ইন্দ্রপুরী জিনি রাজ্য বিজয়[১] নগর ॥
দালান কোঠা মঠ[২] মজিদ প্রসন্ন[৩] বাসর।
দেখি মূর্ছাগত[৪] [হয়] দান দেব নর ॥
কওতুক আনন্দে বৈসে প্রজা থরে থর।
গাযীর নগরে প্রজা চালে চালে ঘর ॥
সুবর্ণের[৫] পতাকা উড়ে নগরের ভিতর।
হাট ও বাজার বৈসে গাযীর নগরে।
সুবর্ণ[৬] সহস্র জাঙ্গাল নগর ভিতরে ॥
মজিদে থাকিয়া গাযীর খোশ[৭] হইল মন।
কালুকে ডাকিয়া কহে স্বরূপ[৮] বচন ॥
গাযী বলে যাহ কালু আন্দরে লাগিয়া।
কাঠুরিয়া[৯] সাত জনাক আনোহ ডাকিয়া ॥
কালু যারা ডাক দিয়া আনিল সাতজন।
গাযীক সালাম[১০] করে কাঠুরিয়া[৯] গণ ॥
গাযী বলে তোমাগেরে জ্যেষ্ঠ[১১] ভাই কে।
আমার সাক্ষাতে তাহার পরিচএ দে ॥
উমর[১২] কাঠুরিয়া[৯] বলে গাযীর বিদ্যমান।
সকলের জ্যেষ্ঠ[১১] আমি সকলের প্রধান ॥
আর সবে বলে সাহেব অহি কথা হএ।
প্রধান করিয়া ইহাক বলি যে সবাএ ॥
গাযী বলে শুন বাবা এক মন করি।
সকলের প্রধান হৈল উমর[১২] চৌধুরী ॥
তাহা শুনি ছএজন হেঁট[১৩] শিরে রএ।
আমা সবা ভাগ্যে[১৪] সাহেব কিবা গতি হএ ॥
তাহার ছোট মনাই হৈল দিওয়ান।
পাত্র মিত্র হৈল তাহার মাধব সুজন[১৫] ॥
তিন ভাই তাহার হিসাবের মুহুরী।
হিসাব আদালত করি রাজ্য[১৬] করে স্থিরি ॥
কর্মচারী[১৭] নবীসীন্দা[১৮] হইল জলিল।
কনিষ্ঠ[১৯] মহাজন [হৈল] মামুদ খলিল ॥
তৈয়ব তলাপাত্র হৈল রাজ্য অধিকার।
নানা সুখ[২০] করি করে রাজ্যের বেপার ॥
খোশ বক্ত[২১] হৈল কাঠুরিয়া[২২] সাতজন।
গাযীর সামনে [করে] প্রণতি বচন ॥
সপ্তজন বলে সাহেব বান্ধিলাম একিন।
পড়াও কলেমা আমরা হৈব তলকিন ॥
গাযী বলে সপ্তজন লও মোর দোওয়া।
পড়হ কলেমা আন শিরনী চান্দয়া ॥
তাহা শুনি সাত ভাই বাজারেতে গেল।
সোওয়া সের শিরণি[২৩] কিনিয়া আনিল ॥
সপ্ত পঞ্চ বস্ত্র[২৪] লইল প্যালা দুগ্ধ আর।
ঐ বস্ত্র[৯] বাঁচাইবে দোজখের তাপ ॥
তালি পেতে[২৫] অল্প বস্ত্র[৯] দেএ যেবা জন।
অঙ্গেতে লাগিবে আসি দোজখের হুতাশন ॥
চান্দয়া শিরিনি লয়া শীঘ্র[২৬] আইল চলি।
রচে শেখ খোদা বখ্শ সুরস[২৭] পাঁচালি ॥
ইতি। কুড়ি পালা সমাপ্ত[২৮]।

১. ব্রিজও। ২. মোট। ৩. প্রসর্ণ্ণ্য। ৪. মুছর্ছাগত। ৫ সোবর্ণ্ন্যের পতুকা। ৬. সোবণ্ণ্য। ৭. খোর্ষ। ৮. সরূপ। ৯. কাটরিয়া। ১০. ছার্ষাম। ১১. জেস্ট। ১২. উম্মর। ১৩. হেস্ট। ১৪. আমার সভার ভার্গে। ১৫. যুজান। ১৬. রায্য করে স্তিরী। ১৭. কম্মচারি। ১৮. লবী সীন্দা। ১৯. কনেস্টে। ২০. যুকে। ২১. রক্ত। ২২. কাটরিয়া। ২৩. সোওা সওসের সিণ্ণ্যি। ২৪. বস্তর। ২৫. তালিপেতে অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ২৬. সিগ্র। ২৭. যুরস। ২৮. সমেআপ্ত।

২১ পালা

পদ ছন্দ

দোগুনা নামাজ পড়াএ সাত ভাই-এর তরে।
সাত ভায়েক পড়াইল কলেমা আখেরে ॥
শুনাইল অনন্ত নাম ধরে নানা গুণ[১]।
রাহাপথ[২] কহিল যত হএ পাপ পুণ্য[৩] ॥
তরিবার জ্ঞান[৪] ধ্যান মরিবার পথ।
কর্ণে[৫] ধ্বনি শুনাইল চিন্তে মনোরথ[৬] ॥
লাহুদ লাসুদ কহে মুলকুত যব্‌রুত।[৭]
মরসুল সরুয়া দোওয়াজে সাহুত ॥[৮]
আর যত গুপ্ত[৯] অন্ত ভাই সাতজন।
সত্বরে বন্দিল [আসি] গাযীর চরণ ॥
শুনিয়া গুরুর শব্দ উল্লসিত[১০] মন।
বিরচিয়া গান করে রফিক নন্দন ॥

লাচাড়ি

গাযী বলে কালু ভাই শুনহ আমার ঠাঁই।
রহম করিল দীননাথ[১১]।
নিকৃষ্ট[১২] যতেক লোক অন্নে বস্ত্রে পাএ শোক[১৩]।
দুঃখ নাশ বাড়ুক হায়াত ॥[১৪]
আল্লার দরবারে মিঞা গাযী আরয করে
বালক আমার বড় দুঃখী।[১৫]
মোর ওয়াস্তে[১৬] লোকজন রহম পাঠাও[১৭] ধন
মন হউক মহাসুখী[১৮] ॥
গাযীর আরয শুনি আদেশিল দীনধনি
পুরাইব মনের কামনা।
শুনিয়া গাযীর তত্ত্ব ভেজিলেন রহমত
নগরেতে বরষিল সোনা ॥
নিরঞ্জনে খোশমন সুবর্ণের বরিষণ[১৯]
বরষিল গ্রামের উপর।
আজগবি ধূমধাম সুবর্ণের[২০] বরিষণ
একগোটা প্রচণ্ড[২১] পাথর ॥
করম[২২] করে নিরাঞ্জন হৈল সোনা বরিষণ
বরষিল আড়াই পহর বেলা।
গাযী বলে কালু ভাই বলি যে তোমার ঠাঁই
রহম করিল নিরঞ্জন।

১. গুর্ণ্ন্য। ২. বাহাপত। ৩. পুর্ণ্ন্য। ৪. গ্যান। ৫. কর্ণ্ন্যে। ৬. মণ্নরথ। ৭. লাহুদ লাছুদ কহে মোলকুত জুবুরত। ৮. মরছুল সরুয়া দোওাজে ছাহুত। পাঠের ভুলের জন্য অর্থ বুঝা গেল না। ৯. গোপ্ত। ১০. উর্ল্লাসিত। ১১. দিননাত। ১২. নিকিস্ট। ১৩. অর্ণ্ন্যে বস্তে পাএ সোগ। ১৪. দুক্কুনাস বাড়ুক হায়াত। ১৫. বাল্লক আমার বড় দুখি। ১৬. আস্ত। ১৭. পটাও। ১৮. মোহাছুকি। ১৯. ষোবর্ণ্ন্যের বরসোন। ২০. ষোবর্ণ্ন্যের। ২১. প্রচুণ্ড। ২২. কর্ম্ম।

ভাল মোর কামনা বরষিয়া গেল সোনা
কি থুইব নগরের নাম।
কালু বলে শুন পীর কহি যে তোমার হাযীর
এহি সকল[১] তোমার সন্ধান।
যেবা জন আল্লার হএ জানিয়া লইবে হৃদয়[২]
তাহার বিঘিনি যায় দূর।
আল্লার করম দেখ আমার জবাব রাখ
গ্রামের নাম রাখ সোনাপুর ॥
গ্রাম বড় অনুপাম হইল সোনাপুর নাম
কৌতুকে রহিল প্রজাগণে।
ঘরে নাহি সহিবার স্বর্গে শব্দ হুহুঙ্কার[৩]
লোকে বলে মইলাম এতদিনে ॥
গাযীক স্মরণ[৪] করি কান্দে গলাগলি ধরি
আল্লা কেনে হৈল দয়াহীন।
গ্রাম বাজ্য গেল ভরি জীব জন্তু গেল মরি
মেদিনী[৫] হইল কম্পমান[৬] ॥
ভঙ্গ দিল দেবরাজ মেঘ গেল স্বর্গ মাঝ[৭]
রৌশন হইলে পৃথিখান।[৮]
ঝলমল কবে সোনা দেখিলেন সর্বজনা
কুড়াইয়া আনিল সত্ত্বর[৯]।
আপনার বন্দে যারা সকলি লইল তারা
ভরি ভরি থুইলেন ঘর ॥
গগনে উঠিল সূর্য[১০] দিবাকর হইল রাজ্য
আনন্দে রহে লোকজন।
নাট্যনৃত্য[১১] বাদ্য ভাণ্ড যখন শুনে সেহি দণ্ড[১২]
মনে ভাবে রফিকের নন্দন ॥

পদ

কুড়াইয়া আনিল সোনা যত প্রজাগণ।
ভরিয়া থুইল ঘর হরষিত মন ॥
এক বৃদ্ধ[১৩] ছিল গ্রামে বড় ভাগ্যবান[১৪]।
দশ পুত্র ছিল তার গুণের প্রধান ॥
মাটি কাটিয়া উঁচা[১৫] করিয়াছিল ভিটা।
গড়িয়া পড়িল সব সুবর্ণের[১৬] ইটা ॥
জিজ্ঞাসিয়া দেখে তারা আপনার বন্দ।
না পায়া সুবর্ণের[১৬] ইটা মনে মনে ধন্দ ॥
পড়শীর[১৭] বাড়ি সব আছিল ভরিয়া।
বুড়ার পুত্র আনে ইটা চুরি করিয়া ॥
ইটা চুরি করিতে দেখিল এক বুড়ী।
বুড়ার পুত্রক ধরি তার হস্তে দিল দড়ি ॥
পুত্র গণের ডাকে বুড়া করে হাএ হাএ।
আগাও পরশীগণ[১৮] ইটা চুরি যাএ।
পীর গাযী করি দোওয়া[১৯] ইটা দিল মোরে।
বাড়ির পাছের ইটা সব নিল[২০] চোরে ॥
বুড়ি পুত্র আসিয়া চোরের ধরে ঘাড়।
ছএ বুড়ি মারিল কিল গালে দিল চড় ॥

১. সগল। ২. হ্রিদএ। ৩. সর্গে সব্দ হুহাঙ্কার। ৪. স্বঙরোন। ৫. মেদনি। ৬. কম্পবান। ৭. মেগ গেল সর্গ মাজ। ৮. রোসন হইল প্রিথিখান। ৯. সর্ত্তর। ১০. সুর্জ্জ। ১১. নাট নিত্য। ১২. জখন ষনে সেহিডণ্ড। ১৩. বিধ্র। ১৪. ভার্গমান। ১৫. উচা। ১৬. সোবণ্ন্যের। ১৭. পরসির। ১৮. পরসিগন। ১৯. দোওা। ২০. গেল।

ঢেকা দিয়া লয় তাকে জন পাছ ছুএ।
হাযীর করিল তাক গাযীর সভাএ ॥
গাযী বলে ইহাক কেনে আনিলা ধরি।
সবে বলে এ বেটা ধন করিয়াছে চুর ॥
গাযী বলে ইহাক [না] করহ প্রহার।
রাজ্য ধন জন যত সকলি আমার ॥
গাযী বলে শুন তোরা মোর বাক্য লেও।
একটা করিয়া ইটা সকলি ইহাক দেও ॥
সকলি ধনী[১] হইলা এক জন কাঙ্গাল।
উচ্চ করিয়া ভিটা টুটিল কপাল ॥
না মার না মার ইহাক এ বড় অধম।
একটা ইটা দিলে কার না হইবে কম ॥
এথেক শুনিঞা সবে আনন্দ হইয়া।
বুড়ার দশ পুত্রক দিল বরাতে লেখিয়া ॥
খুলিয়া দিলেন তাহার হস্তের বন্ধন।
মাঙ্গিয়া আনিল সোনা ভাই দশ জন ॥
দিন দশ ভরি তারা আনিল সাধিয়া।
পঞ্চাশ হাজার ইটা পাইল গণিঞা ॥
গাযীক ডাকিয়া তারা হইল মুরিদ।
বাড়ির আগে দিল এক গাযীর মসজিদ ॥
খোশ্ব হৈল গাযী তার বুঝিয়া ঈমান।
উমর চৌধুরী[২] তাহাক করিল দেওয়ান ॥
কহে শেখ খোদা বখস এ গান নবীন।
বল ভাই আল্লার নাম যতেক মোমিন ॥
আনন্দ হইল লোক রাজ্যের[৩] ভিতরে।
ঈমান আনিল তারা গাযীর উপরে ॥

২১ পালা সমাপ্ত[৪]।

১. ধনিল। ২. উম্মর চৌধরি। ৩. রায্যের। ৪. সমেআপ্ত।

২২ পালা

পদ

গাযীর সামনে নহে ছাড়া এক দণ্ড।
হংস অণ্ড নিয়া যেন থাকএ কুষ্মাণ্ড ॥[১]
এহিরূপে করে গাযী রাজ্য[২] পালন।
পুত্রের সমান দয়া প্রজা জনে জন ॥
পশ্চিম আকাশ[৩] কোণে গেল দিনপতি।
অন্ধকার হৈল দিবা উপস্থিত রাতি ॥
খানাপানি খায়া সবে করিল শয়ন।
মজিদে শুইল, [তারা] ভাই দুই জন ॥
আল্লার দরবারে ছিল যত হুরপরী।
খোদার হুকুমে [তারা] আছে লক্ষ চারি ॥
সুন্দর শরীর তাহার রবির কিরণ।
মূর্ছাগত হএ সবে দেখি দেবগণ ॥
এক নখের[৪] রূপ নাহি মেদিনী[৫] মণ্ডল।
চন্দ্র সূর্য[৬] জিনিঞা রূপ করে ঝলমল ॥
এহেন[৭] সুন্দর রূপ ভুবন জিনিঞা।
আমরা নাকি মৃত[৮] হয়া ছাড়িব দুনিঞা ॥
আর জনে বলে বহিন তাহা নাহি জানি।
আর জনে বলে পুনঃ[৯] সেহি কথা শুনি ॥
শুনিঞাছি আলমে জন্মিয়াছে[১০] একবার।
অবশ্য শুজিবে[১১] লোক কাল যমের ধার ॥
তাহার হাত এড়ান নাহি এ তিন ভুবন।
হেন মৃত্যু[১২] কথা ভাই কাহার নাহি মন ॥
খাব কি পরিব ভাই কি মতে রাখিব নারী।
এহি তিন কথা হৈল আলমের বৈরী[১৩] ॥
লোকের নাহিক দোষ কর্লে অবিচার।
পুত্র হয়া মাতা পিতাক না পারে দেখিবার ॥
দর্প করি কহে কথা আর এক পরী।
আসিয়াছে আলমে পুনঃ[৯] নাহি যাই মবি ॥
আর পরী বলে বহিন না কর আউল।
চলহ পুছিব যায়া সাক্ষাতে রসুল ॥
এহিমতে ভাবিয়া চলিল পরিগণ।
নবির কোর্শে যায়া দিল দরশন ॥
বাহির দ্বারের দারোয়ান[১৪] চন্দ্রপরী।
পূর্ব পরী গেল তথা হস্ত ধরাধরি ॥
নবীর দ্বারে সেহি চন্দ্রপরী নাম।
পূর্বপরী যায়া তাকে করিল সালাম[১৫] ॥
পরিগণে বলে মাও শুন দারয়ানী।
কুর্শে বসিয়া নবী আছে নাকি শুনি ॥
চন্দ্রপরী বলে তোরা শুনহ বচন।
কুরশে বসিয়াছে দিনের রৌশন[১৬] ॥
জোড় হস্তে দাঁড়াইল যত পরিগণ।
শুনহ সাহেব বলি আমার বচন ॥
ত্রিভুবন জিনিঞা মোরা রূপে গুণে সার।
আমরা সবার মৃত্যু[১২] নাকি আছে আর বার ॥
মোহাম্মদ রসুল বলে শুন আমার ঠাঞি।
এ ভবে আসিয়া কার মৃত্যু[১২] ছাড়া নাঞি ॥
পীর পরগাম্বর[১৭] গন্ধব যক্ষ নর।
সকলে মরিয়া যাবে গুরুসে অমর ॥
আল্লা বিনে সংসারে আর যত আছে।
সকলে মরিয়া যাবে কিবা আগে পাছে ॥
কিবা আগে কিবা পাছে মৃত্যু[১৮] গলার মালা।
অবশ্য যমের ধার শুজিবে[১৯] কোন বেলা ॥
আমি যে কুরশ[২০] পতি করি যে বিচার।
আমার উপরে আছে যমের অধিকার ॥
পীর পয়গাম্বর[২১] যত আছেন দরবারে।
জন্মিয়া[২২] মরণ একবার আছেন সংসারে ॥
শুনিয়া রসুলের মুখে এহি সব বাত।
কান্দিয়া লাগিল পরী মাথে দিয়া হাত ॥
আহারে নিঠুর আল্লা একি কর্ম তোর।
কি কারণে দিলু মোকে এরূপ সুন্দর ॥

১. হংস আণ্ড নিয়া জেন থাকএে কসণ্ড। ২. আজ্য। ৩. আসাড়। ৪. এক লক্ষের। ৫. মেদনি। ৬. মুর্জ্জ। ৭. এহুনো। ৮. মিত্ত। ৯. পুর্ণ্ন্য। ১০. জন্মিয়াছে। ১১. অর্ব্বসে মুজিবে। ১২. মিত্ত্য। ১৩. বরি। ১৪. দারোয়ানি। ১৫. ছার্ল্বাম। ১৬. রোসন। ১৭. পয়েকাম্বর। ১৮. মিত্ত্য। ১৯. মুজিবে। ২০. ক্রোরস। ২১. পয়েকাম্বর। ২২. জন্মিয়া।

এরূপ সুন্দর মোর পুড়িয়া[১] যাউক ছাই।
জন্মিয়া[২] পরীর বংশে মিথ্যাই[৩] বড়াই ॥
আসিয়া মরিব যদি না থাকিব আর।
এহিক্ষণে রঙ্গ রূপ হউক ছারখার ॥
পরিগণ বলে যদি মরিব সকল।
চলহ দেখিয়া আসি মেদিনী[৪] মণ্ডল ॥
হাজার সালাম[৫] কর্ল রসুলের পাএ।
আল্লা আল্লা বলি তারা গগনে উড়াএ ॥
আল্লা রসুলের নাম পাপীব জঞ্জাল।
শেখ খোদা বখ্‌শে কহে তোমার নামের কাঙ্গাল।
[তোমার নামের মর্ম্ম[৬] শুনি যার পাশ।
ঘড় দ্বার ছাড়ি তার হই দাসের দাস ॥
আমার মুর্‌শিদ বটে নূর হোসেন নাম।
যাহার নামে ভেস্তে যাব দোজখ হারাম ॥]

পদ

বল ভাই আল্লার নাম দম করি মাদার।
অধমে লাগিছে তোমার কালাম জপিবার ॥
শূন্য ভরে[৭] পরিগণ করিল গমন।
এক মুহূর্তে[৮] এড়াইল চৌদা ভুবন ॥
সপ্তম শিখরে যায়া হৈল উপস্থিত।
মহিষ কেশরী গণ্ডার দেখে আচম্বিত ॥
হরিণ কাল সার ব্যাঘ্র দেখে থরে থর।
উট গাধা দেখে কত প্রকাণ্ড কুঞ্জর ॥
তাহা সভাক দেখি পরী আনন্দিত মন।
বিশ্বাসিয়া[৯] বলে কথা করিয়া যতন ॥[১০]
শুন শুন ভাই সবে নিবেদন আমার।[১১]
তোমাদের মৃত্যু[১২] নাকি আছেন সংসার ॥
মহিষ গণ্ডার কুঞ্জর কেশরী সবে কএ।
এ ভব-সংসারে আসি মৃত্যু[১২] ছাড়া নএ ॥
তাহা শুনি পরিগণে ভাবে মনে মন।
আজি কালি হবে যদি সবার মরণ ॥
হস্তী[১৩] ঘোড়া পাহাড় পর্ব্বত যত আছে।
সকলি মিশিয়া যাবে নিরাঞ্জনের কাছে ॥
এ তিন ভুবনে যত দেখ দয়া মায়া।
সকলি যাইবা ভাই খাকে মিশাইয়া ॥
এতেক বচন সবে মনেতে ভাবিয়া।
আনন্দে চলিল সবে চিত্ত[১৪] নিভারিয়া ॥
পাহাড় পর্বত সবে দেখে থরে থর।
মৃণাল খাইতে কত নামিল সরোবর ॥
যেহিস্থানে দেখে সব পুষ্পের কেয়ারী।
সুগন্ধ পুষ্পের[১৫] বাস লহে সব পরী ॥
ফলমূল খাএ সবে উদর ভরিয়া।
রাজপুরী দেখে কত আনন্দ পুরিয়া ॥
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ্ অসার[১৬] মধুর।
হেনকালে উত্তরিল গাযীর সোনাপুর ॥
দেখিয়া গাযীর পুরী বাখানে সবাএ।
ইন্দ্র[১৭] রাজার পুরী বহিন এমত না হএ ॥
দেখিয়া গাযীর পুরী যত পরিগণ।
দেখ দেখ ওগো বহিন ইন্দ্রের[১৮] ভুবন ॥
ইন্দ্র রাজার পুরী ভাই গগন মণ্ডল।
তাহার অধিক দেখি অরণ্য[১৯] জঙ্গল ॥
কোন দেব আসিয়াছে কোন পয়গাম্বর[২০]।
জঙ্গলে বানায়াছে বহিন সুন্দর নগর ॥
শুন শুন ওগো বহিন প্রাণ নাহি ধরি।
চল চল যাই বহিন দেখিবার পুরী ॥
আর পরী বলে বহিন না ধরে পরান।
বিচারিয়া দেখি বহিন এহি পুরীখান ॥
কি দিয়া গড়িয়াছে পুরী না যাএ চিনন।
হেন পুরী দেখিলে পাপ হএ বিমোচন[২১] ॥
এত বলি প্রতিষ্ঠা[২২] করিছে পুরী দেখি।
আকুল হইয়া পুরে আইল সব সখী ॥
ঘর দেখে[২৩] দ্বার দেখে[২৪] আঙ্গিনা প্রাচীর।
সাড়ক ছাটন দেখে[২৪] রূয়া ছাপা তির।
চালের ছাওন দেখে[২৪] স্তম্ভ[২৫] আর দেওয়াল ॥
লোক জন দেখে ঘরে কোলের ছাওয়াল[২৬] ॥
হাএ হাএ করে সবে দেখি রূপ রঙ্গ।
ঝলমল করে কত সুবর্ণের[২৭] পালঙ্গ ॥
নিরক্ষিয়া দেখিল কাঠুরিয়ার[২৮] পুরিখান।
হালাই কর স্থানে স্থানে ছান্দিছে দোকান ॥
দেখিয়া গাযীর পুরী বাখানে সবাএ[২৯]।
এ পুরী দেখিলে পাপ বিমোচন[৩০] হএ ॥

১. পড়িয়া। ২. জন্মিয়া। ৩. মির্থ্যাই। ৪. মেদনি। ৫. ছার্ল্লাম। ৬. মম্ম। বন্ধনীর মধ্যে চার পঙ্ক্তি লিপিকরের কারসাজি বলে সন্দেহ হয়। কবির গুরুর নাম যে নইমুল্লা তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এখানে নূর হুসেনের নাম দেখে মনে হয় তিনি কবির গুরু নন। ৭. ষুণ্ন্যভরে। ৮. মুর্ত্তে। ৯. বির্শ্বাসিয়া। ১০. জর্ত্তন। ১১. ষুণ ২ ভাই সবে নিবেদনে আমারে। ১২. মিত্ত্য। ১৩. হশ্‌তি। ১৪. চিত্ত্য। ১৫. ষুগন্দ পস্কের। ১৬. অসার মদ্ধর। ১৭. এন্দর। ১৮. এন্দরের। ১৯. ররিন। ২০. পয়েকাম্বর। ২১. বিরচন। ২২. প্রিতিষ্টা। ২৩. সখি। ২৪. দেখি। ২৫. স্তম্ব। ২৬. ছাওাল। ২৭. সোবর্ণ্নের। ২৮. কাটরিয়ার। ২৯. সভাএ। ৩০. বিরচন।

দেখিয়া সকল পুরী আনন্দিত মনে।
এক চাপে গেল সবে বাহির উদ্যানে[১] ॥
বাড়ির সামনে[২] আছে গাযীর মজিদ।
তাহার উপরে দৃষ্টি[৩] পইল আচম্বিত[৪] ॥
মজিদের রঙ্গ যেন রবির কিরণ।
অকস্মাৎ[৫] হইল যেন সূর্য[৬] দরশন ॥
ঘোর অন্ধকার হৈল সবার নঞান।
গাযীর মজিদ দেখি আকুল পরাণ ॥
হেঁট শির[৭] করিয়া বলে পরিগণ।
একি বাণাঞা আছে বহিন না যাএ চিনন ॥
আর পরী বলে বহিন স্থির[৮] কর চিত।
ঝলমল করে একটা মানিক মজিদ।
আর পরী বলে বহিন অপূর্ব বিচার।
নর হযা হেন কর্ম[৯] পারে করিবার ॥

মজিদের কাঙ্গুরে চড়ি দেখে চৌতারা।
মাণিকের ঝারণ[১০] কত চকমকি হীরা ॥
চতুরদিগে গাঁথা আছে রজতের গুলা।
নিপাস হইল চক্ষু[১১] হৃদয়ে[১২] হৈল শূলা[১৩] ॥
মধ্যে মধ্যে চন্দ্র সূর্য[১৪] আছে সারি সারি।
কত কত স্থানে আছে লক্ষ তারা ধরি ॥
আর পরী বলে বহিন শুনহ বচন।
ইহার ভিতরে আছে সেজন কেমন ॥
খোলহ কেওয়াড়[১৫] চলো বিচারিয়া দেখি।
তাহা শুনি কেওয়াড়[১৬] ধরিল সব সখী ॥
টানিঞা খুলিল সবে কবাটের খিল।
শুইয়া আছে দুই ভাই কমল শরীর[১৭] ॥
কহে শেখ খোদা বখশ নাচাড়ি প্রবন্ধ[১৮]।
বিশ[১৯] অক্ষবে কহি নাচারি প্রবন্ধ[১৮] ॥

২২ নং পালা সমাপ্ত[২০]

১. উর্দ্দানে। ২. ছামনে। ৩. দিস্ট। ৪. অচম্বিৎ। ৫. অকসাত। ৬. ষুর্জ্জ। ৭. হেস্টসিরে। ৮. স্তির। ৯. কর্ক্ষ। ১০. ঝারোল। ১২. চক্ষ। ১৩. হ্রিদএ। ১৪. ষুল। শূল অর্থে। ছন্দের জন্য শূলা। ১৫. মর্দ্দে ২ চন্দ্র ষুর্জ্জ। ১৬. কেওাড়। ১৭. সরিল। ১৮. প্রবন্দ। ১৯. বিস। ২০. সমেআপ্ত।

২৩ পালা

লঘু ত্রিপদী লাচাড়ি

গাযীর রূপ দেখি আকুল সব সখী[১]
হাএ হাএ[২] করে রূপ দেখি।
যেন পহরের দিনে দেখা সূর্যের[৩] সনে
ঝলক লাগিছে দুই আঁখি ॥
এই মনোহর[৪] পরম সুন্দর[৫]
বিধির নির্মাণ[৬] মুখ।
হৃদয়[৭] টলমল মুখ[৮] ঝলমল
বেকত খঞ্জন মুখ ॥
এ যোগ মিলান বাহা কাচের ঢাল
কপালে চন্দ্র উদিত।
মুকতা দশন[৯] খঞ্জন গমন
দেখি পরী হৈল মোহিত[১০] ॥
আমরা যত পরী আল্লার আলম ফিরি
সকলের প্রধান রঙ্গ।
আমরা দেখিয়া কান্দি বিনাইয়া
সকলের মন হৈল ভঙ্গ ॥
পাসরিতে নারি প্রাণে নাহি ধরি
পদ নাহি চলে দেখি।
লাগি কাম ফাঁস ছাড়িল নিঃশ্বাস[১১]
কান্দে সব চন্দ্রমুখী ॥
হাএ বিধাতা হেন মূরতা[১২]
কেমনে করিল সৃজন[১৩]।
আহা মরি যাই লইয়া বালাই
কিমতে হব পাসরণ ॥
দেখিল[১৪] শিতানে পশ্চাতে[১৫] পৈথানে
হৃদয়[১৬] দেখে বারেবার।
আজানু লম্বি[১৭] বাহু সুললিত[১৮]
দেখি পরী জারে জার ॥
রফিক নন্দন করিল রচন[১৯]
ত্রিপদী নহে বড় ছোটা!

১. সকি। ২. হাএে ২। ৩. ষুর্জ্জের। ৪. মনুহর। ৫. ষুন্দর। ৬. নিষ্মান মোন। ৭. হ্রিদএ। ৮. মোক্ষ। ৯. মুকুতা দসন। ১০. মহিত। ১১. নির্ব্বাস। ১২. মূর্তি অর্থে। ছন্দের জন্য মুরতা। ১৩. শ্রীজন। ১৪. দেখিলাম। ১৫. প্রছাদে। ১৬. হ্রিদএ। ১৭. রজান নম্ভিত। ১৮. ষুলালিত। ১৯. অচন।

দিসা : ও আমার হিয়া হৈল জরজর।
পাঞ্জর বিন্ধিল[১]রে সই[২] ঘুণে ॥

পদ

আল্লা আল্লা বল ভাই নবী কর সার।
ফাতেমা গুণের নিধি রসুল[৩] কাণ্ডার ॥
আল্লা আল্লা বল ভাই আল্লা আল্লা বল।
দেহে দম থাকিতে কেনে আল্লার নাম ভুল ॥
পাও নাহি চলে বহিন আর কোথা জাই।
মনে কহে এহিরূপ বসিয়া ধিয়াই ॥
নঞানে দেখিলাম আজি এ না বড় রূপ।
সার্থক জনম গাযীর ভাগ্যবতীর[৪] পুত ॥
কালিয়া মেঘের আড়ে যেন বিজলির[৫] ছটা।
কাঁচা[৬] সোনা জ্বলে[৭] যেন সেকন্দরের বেটা ॥
রূপের নাগর গাযী ত্রিভুবনের ধন্যা।
ইহার সমান নাকি সংসারে আছে কন্যা ॥
আমা সবার রূপ নহে পৃথি[৮] সমতুল।
এরূপ দেখিয়া বহিন গেল জাতিকুল ॥
এমত সুন্দরী নাহি পৃথিবী[৯] ভ্রমিঞা।
তাহার সহিতে হএ পুরুষের বিয়া ॥
দেখিয়া গাযীর রূপ আকুল পরিগণ।
দর্প করি দক্ষিণের পরী কি বলে বচন ॥
গাযীকে দেখিয়া কেনে হইলা আকুল।
আমি যে দেখেছি কন্যা নহে সমতুল ॥
আর পরী জ্বলিয়া কি বলে উত্তর।
বল দেখি তাহার কোথাএ বাড়ি ঘর ॥
বলে তাহার বাড়ি শুধাইলা[১০] মোরে।
সে কন্যা আছে রাজ্য ব্রাহ্মণ নগরে[১১] ॥
দালান কোঠা[১২] মঠ[১৩] বিনে খড়ের নাহি ঘর।
সেহি রাজ্যে প্রজার এহি ব্যবহার ॥
অমূল্য[১৪] পুরীর কথা কহন নাহি যাএ।
হীরামন মাণিক কত ধূলাএ লুটাএ ॥
বিচিত্র পতাকা[১৫] উড়ে নগরের ভিতর।
সুবর্ণের[১৬] কলস আছে প্রতি[১৭] ঘরে ঘর ॥
সুখী বিনে দুঃখী[১৮] তথা নাহি পাত্র প্রজা।
সেহি গ্রামের অধিকারী মটুক নামে রাজা ॥
ব্রাহ্মণ রাজা ব্রাহ্মণ প্রজা ব্রাহ্মণ দিওয়ান[১৯]।
ব্রাহ্মণ বিনে শূদ্র[২০] তথা নাহি একজন।
দ্বারী পহরী আর কোতাল মণ্ডল।
সেহি রাজ্যের যত প্রজা সকলি ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ নগরে যদি[২১] পায় মুসলমান।
গোসাঞের দ্বারে কাটি দেএ বলিদান ॥
পঞ্চ পুত্র মটুক রাজার ত্রিভুবনের ধন্যা।
পঞ্চ পুত্রের কনিষ্ঠ[২২] কেবল আছে এক কন্যা ॥
পিতা মাতা দুই জনার পরাণে পরাণ।
অতি হাবিলাসে থুইল চম্পাবতী নাম ॥
নও বছর [হএ] সেহি কন্যার বএক্রম।
মদন পাগল কন্যা পুরুষের যম ॥
কতেক কহিব তার রূপের সিঙ্গার।
রূপে গুণে পারে সেহি সংসার মজাইবার ॥
শীশের সিন্দুর[২৩] যেন মুকতার[২৪] ঝারা।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন স্বরগের তারা ॥[২৫]
নাসিকার গঠন যেন কানায়ার হাতের বাঁশি[২৬]।
জগত মোহিত করে চন্দ্র মুখের[২৭] হাসি ॥
ডালিম্ব জিনিঞা স্তন[২৮] উঞ্চ পএধর।
উত্তম কাঁচুলি শোভে তাহার উপর ॥
বচন শুনিতে তার কি কহিব আমি।
কতেক কহিব তার রূপের গাঁথনি ॥
অতি ভাগ্যবতী কন্যা আনন্দিত চিত।
ধর্ম কর্ম[২৯] কি কহিব ভবানীর সাগ্‌রিদ[৩০] ॥
মণ্ডবেত যায়া যখন পূজে মহামায়া।
কৈলাস[৩১] ছাড়িয়া হএ চম্পাবতীক দয়া ॥
স্নান[৩২] করিতে যখন বান্ধা ঘাটে যাএ।
মকর বাহনে[৩৩] গঙ্গা হএন সদর[৩৪] ॥
যে ঘরে থাকেন কন্যা চম্পাসুন্দরী।
ঘর বেড়ি থাকে এক লক্ষ পহরী ॥
একাশ্বর[৩৫] থাকে কন্যা কেহ নাহি সাথ[৩৬]
মাও পুষ্পবতী[৩৭] কেবল রান্ধিয়া[৩৮] দেএ ভাত ॥

১. বিন্দিল। ২. সৈ। ৩. অছুল। ৪. ভার্গবত্তির। ৫. বির্জ্জলি ছাটা। ৬. কাঞ্চ্যা। ৭. জলে। ৮. প্রিথি। ৯. প্রিথিমি। ১০. মূলে—সোধান নাহি মোনে। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ১১. মূলে—ভুবনে। হা. মী.—নগরে। ১২. কোটা। ১৩. মোট। ১৪. অমোর্ল্যি। ১৫. পতুকা। ১৬. সোবর্ণ্যের। ১৭. প্রিথি। ১৮. মুকি বিনে দুখি। ১৯. দেওান। ২০. মুদ্র। ২১. মূ. পাএ জাইতে মোছলমান। হা. মী গৃহীত পাঠ। ২২. কনেস্ট। পরে সাত পুত্রের কথা আছে। মনে হয় সাত পুত্রই সঠিক পাঠ। ২৩. সিসের সেন্দুর। ২৪. মোকুতার। ২৫. দুই চক্ষ জ্বলে জেন সরগের তারা। ২৬. বাসি। ২৭. মুক্ষের। ২৮. শ্‌তন। ২৯. ধক্মকক্ষ। ৩০. সাগরিত। ৩১. কর্ল্লাস। ৩২. স্তান। ৩৩. মগর বাহনি। ৩৪. সদাএ। ৩৫. একার্স্বর। ৩৬. সাত। ৩৭. প্বক্ষবতি। অন্যত্র চম্পার মায়ের নাম লীলাবতী। ৩৮. আন্দিয়া।

দক্ষিণ রাএ গোসাঞি বিক্রমের ঠাকুর।
যার দর্পে স্বর্গেত[১] কাঁপিয়াছে দেব সুর[২] ॥
রাজ্য[৩] সহিতে লোক যাহার সেবা করে।
মটুক রাজা রাজ্য খাএ সেই গোসাঞির বরে ॥
তাহার এক নক্ষের রূপ নাহি গাযীর শরীরে[৪]।
মিথ্যাই[৫] আকুল কেনে হও বারে বারে ॥
দক্ষিণের পরী যদি এতেক বলিল।
উত্তর ভাগের পরী তখন জ্বলিয়া[৬] উঠিল ॥
ত্রিভুবন জিনিঞা মোরা রূপের আগল।
তাহার অধিক গাযী অঙ্গ[৭] ঝলমল ॥
ইহার অধিক আর ত্রিভুবনে নাঞি।
মিথ্যা মিথ্যা[৮] অকারণ করহ বড়াঞি ॥
সে বলে কেনে তোরা কর অহঙ্কার।
চম্পা বিনে রূপ নাহি এভব[৯] সংসার ॥
আর পরী বলে তুই চুপ হয়া থাক।
অহঙ্কার কর মিথ্যা[১০] কাটা যাবে নাক ॥
ক্রুদ্ধ[১১] হয়া পরিগণ দিল বাহু নাড়া।
চুল ধরাধরি সবে লাগিল ঝগড়া ॥
তাহার মধ্যে[১২] এক পরী কি বলে বচন।
এতেক ঝগড়া তোরা কর কি কারণ ॥
না কর ঝগড়া তোরা পোহাইল রাতি।
চল গাযীকে লয়া যাই যথা চম্পাবতী ॥
না করো ঝগড়া সকলে হও চুপ।
একত্র[১৩] করিয়া দেখি কাহার কেমন রূপ ॥
সুন্দরীর নিকট গাযীর পালঙ্গ থুইয়া।
কম বেশি রূপ আমরা লইব বুঝিয়া ॥
তাহা শুনি[১৪] পরিগণ মনে মনে কএ।
চল চল তথা যাই এহি যুক্তি হএ ॥
সাবধান[১৫] হয়া চল গাযীকে যাই লয়া।
কালু যদি জাগে তবে না দিবে ছাড়িয়া ॥
গাযীক লইতে যদি কালু যিন্দা জানে।
চোর বলি ধরিয়া মারিবে জনে জনে ॥
কালু যিন্দা জাগিলে[১৬] হৈবে জাতি নাশ।
যাইতে নাহি পারিব আপনার বাস ॥
এতেক ভাবিয়া সবার মনে হৈল রঙ্গ[১৭] ॥
চারিদিগে হুর পরী ধরিল পালঙ্গ[১৮] ॥
উদ্দিশ[১৯] না পাইল কালু যতেক পরীর।

ধরিয়া গাযীর পালঙ্গ করিল বাহির ॥
স্বর্গেতে[২০] উড়াএ তারা পাখা[২১] বান্দি বাএ।
ছএ মাসের পথ[২২] তারা পলকেতে[২৩] যাএ ॥
মুহূর্ত মধ্যে[২৪] প্রবেশিল গয়া বাণারসি।
প্রেম গ্রাম মধুরা ছাড়ে জগন্নাথ[২৫] কাশী ॥
হরা [আর] শ্রীরার[২৬] ঘাট হইলেক পার।
এক পরী বলে বহিন কত দূর আর ॥
দক্ষিণের পরী বলে দেখ উচ্চল[২৭]।
ঝলমল করে আগে রাজার ময়াল ॥
তাহা শুনি পরিগণ মনের হরিষে।
ব্রাহ্মণ নগরে গেল চক্ষের নিমিষে[২৮] ॥
দেখিয়া রাজার পুরী বাখানে সবাএ।
পাও নাহি চলে আর মএদানে দাঁড়াএ ॥
কত বড় রাজা তাহার কতেক সম্পদ।
ছএ মাস বেড়ালে পুরী নাহি হএ অন্ত ॥
ঝলমল করে কত মাণিকের তারা।
নেতের পতাকা[২৯] উড়ে রজতের ঝারা ॥
রাত্রি দিবা ভেদ নাহি দিব্য[৩০] মশালে।
সদাই উজ্জল[৩১] পুরী মানিক প্রবালে ॥
লক্ষে লক্ষে সরোবর সুবর্ণ[৩২] বান্ধা ঘাট।
ব্রিরালই[৩৩] সুবর্ণ[৩২] জাঙ্গাল মধ্যে মধ্যে[৩৪] হাট।
সুবর্ণ[৩২] কলস আছে আঙ্গিনাতে পড়ি।
পরী সব শূন্য[৩৫] ভরে দেখে উড়ি উড়ি ॥
ধন্য ধন্য[৩৬] বলে পরী দেখিয়া নঞানে।
এমন পুরীর মধ্যে পশিব কেমনে ॥
চম্পার মন্দির কোথা দিশা নাহি পাএ।
কন্যার মন্দির বহিন রহিল কোথাএ ॥
এহি বলি শূন্যেতে[৩৭] উড়িল[৩৮] হুর পরী।
উদ্দিশ[৩৯] না পাএ কেহ কোথাএ সুন্দরী ॥
টুঁড়িয়া বেড়াএ তারা যত রাজপুরী।
দক্ষিণ কিনারে যাএ বাএ ভর করি ॥
দক্ষিণ কিনারে যায়া করে নিরীক্ষণ[৪০]।
হরি হরি বলিয়া জাগিয়াছে লক্ষজন ॥
এহি সব রঙ্গ দেখে থাকিয়া আকাশে।
এক লক্ষ পহরী তার হাতে খড়গ[৪১] আছে ॥
কার হাতে খড়গ[৪১] বজ্র কার হাতে শর।
দিহটি মশাল কার হাতেৎ খঞ্জর ॥

১. সগেত। ২. ষুর। ৩. রাজ্জ্য। ৪. সরিলে। ৫. মির্থাই। ৬. জলিয়া। ৭. রঙ্গ। ৮. মীর্থা ২। ৯. ভুব। ১০. অহাঙ্কার করে মির্থা। ১১. ক্রোর্দ্ধ। ১২. মর্দ্দে। ১৩. একাত্র। ১৪. ষুনি। ১৫. সাবধান। ১৬. জাগেলী। ১৭. রঙ্গে। ১৮. পালঙ্গে। ১৯. উর্দ্দিস। ২০. সর্গেতে। ২১. পাকা। ২২. পত। ২৩. পর্ব্বকেতে। ২৪. মূর্তি মর্দ্দে। ২৫. জগনাত কাসি। ২৬. ছিরার। ২৭. উর্চ্চাল। ২৮. নিমসে। ২৯. পতুকা। ৩০. দিবক। ৩১. উর্জ্জল। ৩২. সোবণ্ন্য। ৩৩. ব্রিরালই শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ৩৪. মর্দ্দে ২। ৩৫. সুর্ণ্ন্য। ৩৬. ধর্ণ্ন্য ২। ৩৭. ষুর্ণ্ন্যেতে। ৩৮. উড়াইল। ৩৯. উদ্দিস। ৪০. নিরক্ষন। ৪১. খর্গ।

রায় বাঁশ দণ্ড লাঠি হস্তে ধনুক বাণ।[১]
চৌদিগে বান্ধা আছে লোহার কামান ॥
পরিগণ দেখিয়ে বলিয়াছে হাএ হাএ।
চম্পার মন্দির এথা জানিলাম এথাএ ॥
মন্দির গড়িছে[২] তার পাথরের চাল।
উপর দিয়া ঘিরা আছে শূন্য[৩] ব্রক্ষজাল ॥
শূন্য ভরে[৪] পক্ষী যদি যাএ উড়াঙ দিয়া।
অবশ্য[৫] হইবে বন্দী জালেতে ঠেকিয়া ॥
চৌদিগে পহরী জাগে বলে মার মার।
পরিগণ পালঙ্গ রাখে চম্পার দ্বার ॥
লক্ষে লক্ষে পহরী জাগিছে খড়গ লয়া।
শেষ রাত্রি আছে সব অচেতন[৬] হয়া ॥
খুলিল কেওয়াড়ের[৭] খিল যত পরিগণ।
পালঙ্গ ধরিয়া কর্ল ঘরে প্রবেশন॥
মন্দিরে আছেন শুইয়া[৮] কন্যা চম্পাবতী।
উজ্জ্বল করিয়াছে ঘর শরীরের জ্যোতি[৯] ॥
তাহার নিকটে গাযীকে থুইল যখন।
রবি শশী[১০] হৈল যেন একত্র[১১] মিলন ॥
চন্দ্রর সমান গাজী সূর্যের সমান নারী।[১২]
বিজলীর[১৩] ছটা যেন ললাটে[১৪] স্বর্গ পুরী ॥
ডগ্‌মগ্ জ্বলে যেন পূর্ব কোণের ভানু।
চন্দ্র ছাপা হৈল যেন দেখি দুহার তনু ॥
মরা কাম চিয়া উঠে[১৫] প্রাণে নাহি ধরে।
রতি সহে শতে শতে কাম ঝুরি মরে ॥
বিনাইয়া বিনোদিনীর আইল বিনোদ।
মুর্ছাগত পরীসব নামানে প্রবোধ[১৬] ॥
কহে শেখ খোদা বখশ প্রেম রসের জ্বালা।
গাযী চম্পার রূপ দেখি পরী বিকলা ॥

ত্রিপদী

দেখিয়া দুহার রূপ গগনে সূর্যের[১৭] ধুপ
পরীর মন হৈল জার জার।
গগন মণ্ডল করে ঝলমল
চক্ষু যেন গোকুলের[১৮] আকার ॥
বাঘের কামান দুই ভুরু যেন
কেশ মাথার হাড়িয়া চামর।
দেখি কন্যার রূপ গগনে ছাপাএ ধুপ
স্বর্গে লজ্জা[১৯] পাএ ভাস্‌কর ॥
কন্যা যবে বাহির হএ মেঘতলে চন্দ্র যাএ
হাএ হাএ করে স্বর্গ পুরে[২০]।
পরী সব ধড়ফড়[২১] হৃদয়ে[২২] মারিল চড়
দেখি দুহাক[২৩] দুঃখ যাএ দূরে ॥
পরিগণে বলে হাএ কেমন বিধাতা হএ
এহি রূপ করিল সৃজন[২৪]।
শ্রীফল জিনিঞা স্তন[২৫] মুক্তা হারের দশন
হস্তে শোভে মাণিক কঙ্কন ॥
নোটন পৃষ্টেত[২৬] দোলে হাঁসুলী মাদুলী গলে
নাসিকা বেসর ঝলমলি।
চাকিকড়ি কর্ণমূলে[২৭] মুখ যেন চন্দ্র জ্বলে[২৮]
কাল সর্প জিনিঞা কেশ বেণী ॥

১. আএবাস দণ্ডলাটি হশৃতে ধনুক বান। ২. গটিছে। ৩. ষুন। ৪. ষুর্ণ্ন্যভরে। ৫. অবস্য। ৬. অচৈতন। ৭. কেওাড়ের। ৮. ষুয়া। ৯. যুতি। ১০. সসি। ১১. একাত্র। ১২. চন্দ্রর সোমান গাজি ষুর্জ্জের সোমান নারি। ১৩. বির্জ্জলির। ১৪. লওলাটে সর্গপুরি। ১৫. উটে। ১৬. প্রবদ। ১৭. ষুর্জ্জের। ১৮. গকুলের। ১৯. সর্গে লর্জ্জা পাএ ভানু ভাসকর। ২০. সর্গপুরি। ২১. ধড়পড়। ২২. হ্রিদএ। ২৩. দুহার দুক্ষু। ২৪. শ্রীজন। ২৫. শৃতন। ২৬. পিষ্টৈত। ২৭. কর্ণ্ন্যমুলে। ২৮. মুক্ষজেন চন্দ্র জলে।

বাও অঙ্গরি বন্ধ হেম তাড় বাজুবন্ধ
চন্দ্র ধরিয়াছে ডালেডাল।
আনুট[১] (?) গঞ্জরি সাজে ঝুনুঝুনু ঘুঙ্গুর বাজে
উজন্তী[১২] সুবর্ণ পাত মাল ॥
বিজলির ঝঙ্কার[৩] অঙ্গে শোভে অলঙ্কার
কুখিলের ধ্বনি মুখের রাও।
বিনাইয়া বিনোদিনী কৃষ্ণের রাধেক[৪] জিনি
সুবর্ণের কান্তি জ্বলে গাও ॥
পরী সব হেঁট মুখে প্রথম মস্তক দেখে
চক্ষু মুখ দেখে নিরক্ষিয়া।
লাগিয়া গাজীর পাএ রফিক নন্দন কএ
রচিলাম হৃদয়ে[৫] ভাবিয়া ॥

২৩ পালা সমাপ্ত[৬]।

১. আনুট অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ২. উজান্তি। ৩. ঝলঙ্খার। ৪. কিস্টের আধেক। ৫. হ্রিদএ। ৬. সমেআপ্ত।

২৪ পালা

দিসা : ওবে কালিয়াব ভাবে, ওরে বন্ধুয়ার[১] ভাবে
হিয়া জার জার হে। পাঞ্জর বিন্ধিল[২] রে ঘুণে ॥

পদ

আল্লা আল্লা বল ভাই দম কর মাদার।
অধমে লাগিছে তোমাব কালাম জপিবার ॥
ফারসী[৩] নাগবী পড়ে আরবী[৪] কালাম।
পড়িল ছত্রিশ অক্ষর গুরুর ষোল নাম ॥[৫]
মস্তক কপাল দেখে দ্বিতীয়ার[৬] চান্দ।
নঞানে নঞানে দেখে ভুরুদাম ফান্দ ॥
হৃদয়ে হৃদয়ে[৭] দেখে নাভির[৮] কমল।
দুহার ললাটে[৯] করে চন্দ্র টলমল ॥
সরস নিরস তাবা বুঝে[১০] ততক্ষণ।
কেবা ছোট কেবা বড় না জাএ লিখন ॥
দুই ঠাঞি দুই জনার রাখিল পালঙ্গ।
কম বেশি না হৈল এক সমান[১১] অঙ্গ ॥
দুই জনার হএ যদি এক সঙ্গে বিয়া।
আনন্দের সীমা নাহি দুহাকে দেখিয়া॥
আর পরী বলে বহিন শুন[১২] দিয়া মন।
তোরা নাকি দেখিয়াছ রাজার মধুবন ॥
থাকুক এথা শাহ্ গাজী চম্পার নিকটে।
চলহ বাগান মোরা দেখি আসি ঝাটে ॥
মধুবনে যায়া চল মধু করি পান।
প্রমাদ হইবে হৈলে প্রত্যুষ[১৩] বিহান ॥
গাযী চম্পা মন্দিরে চেতন যদি পাএ।
কি জানি গাযীকে ছাড়ি দেএ কিনা দেএ ॥
ত্বরিৎ[১৪] আসিব আমরা লয়া পুষ্পবাস[১৫]।
চেতন[১৬] পাইলে কন্যা করিবে বিনাশ ॥
এহি বলি পরিগণ করিল গমন।
প্রবেশ হৈল যায়া বাজার মধুবন ॥
সুবাও সুগন্ধ[১৭] তখন উঠিল গগনে।
শুভ শুভ[১৮] বলিয়া প্রবেশিল পুষ্প[১৯] বৃন্দাবনে ॥
হাএ হাএ করে তারা দেখি বাগখান ॥
ডালেত বসিয়া তারা মধু করে পান ॥
পাকা পাকা খাএ ফল কাঁচা[২০] সব ছিড়ে।
বাছিয়া বাছিয়া[২১] সব পাকা ফল পাড়ে।
কাহার অঙ্গেতে[২২] কেহ পড়ে গড়ি দিয়া।
লণ্ডভণ্ড করিল বাগ ফল মূল খায়া ॥
ফুলগুলি ছিড়িয়া তারা লহে তার বাস।
মটুক রাজার মধুবন করিল সর্বনাশ ॥
মনযোগ করিয়া তারা ফল ফুল খাএ।
নিদ্রাএ কাতর হৈল পুষ্পের[২৩] সুবাএ ॥
গাযী-চম্পার[২৪] কথা এথা মনে বিসরিয়া[২৫]।
সুখ[২৬] পায়া নিদ্রা যাএ ডালেত পড়িয়া ॥
পরিগণ রহিল তথা হয়া পাসরণ।
কহে শেখ খোদা বখ্শ চম্পার চেতন[২৭] ॥

দিসা :আরে ও মন চোরা কেমনে আইল[২৮]
এ মন্দিরে।

পদ

নিদ্রা ভঙ্গ হৈল কন্যা চক্ষু মেলি চাএ।
উজ্জ্বল[২৯] মন্দির গাযীর অঙ্গের ছাটাএ ॥
মনে মনে ভাবে তবে চম্পা চন্দ্রমুখী[৩০]।
দেখিয়া পুনঃ মুন্দিলেক আঁখি ॥[৩১]

---

১. বন্দুয়ার। ২. বিন্দিল। ৩. ফারচি। ৪. আরব্বি। ৫. উপরের চার পদের সঙ্গে পরবর্তী পদের কোন ভাবগত মিল নেই। মনে হয় লিপিকর প্রমাদে এগুলি অন্যস্থান থেকে এখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ৬. ত্বতিয়ায়। ৭. হ্রিদএ ২। ৮. লাবির। ৯. লণ্ডলাটে। ১০. বুজে। ১১. সোমান রঙ্গ। ১২. ষুন। ১৩. প্রর্থৰ। ১৪. তুরিৎ। ১৫. পূর্ষ্ফবাস। ১৬. চৈত্তন। ১৭. ষুবাও সুগন্দ। ১৮. ষুব ২। ১৯. পুষ্ফ বিন্দাবোনে। ২০. কাটা। ২১. বাচিয়া ২। ২২. রঙ্গেতে। ২৩. পুষ্ফের ষুনাএ। ২৪. গাযির চাম্পার। ২৫. বির্ষরিয়া। ২৬. ষুক। ২৭. চৈতন। ২৮. আর্ব্ব। ২৯. উর্জ্জল। ৩০. চন্দ্র মকি। ৩১. উর্জ্জল দেখিয়া পুর্ণ্ন্য মুন্দিলেক রাখি।

বিধাতার নিরবন্ধে চম্পা[১] গাযী হবে এক।
মন্দিরে একত্র হৈল জানিতে[২] প্রতেক। ॥
কতকক্ষণ[৩] অন্তরে গাযী গাও মোড়া দিল।
চম্পাবতীর হৃদে গাযীর হস্ত পৈল ॥
শাহ্[৪] গাযীর হস্ত পৈল চম্পাবতীর বুকে।
ভাই কালু বলি ডাকে মনের সুখে[৫] ॥
পুরুষের হস্ত পৈল চম্পাবতীর হৃদে[৬] ॥
মদন পাগল কন্যা জাগে কাম ছেদে ॥
চিয়া উঠিল[৭] কন্যার মদন কাম বাণ ॥
পুরুষের তাড়ন দেখি আকুল পরাণ ॥
চোর চোর করি কন্যা চক্ষু মেলি চাএ।
কুন্তমুখী খড়্গ খান হাতিয়া বেড়াএ ॥
মনে কএ কোথাএ গেল খড়্গ নিদারুণ[৮]।
কাটিয়া ফেলামু আজি চোরের গরদান ॥
আগে চোরের মুণ্ড ফেলামু কাটিয়া।
পহরী সবাক দিমু সমুদ্দরে[৯] ভাসায়া ॥
কোন দুষ্ট পহরী মোক করিল প্রকার।
সিধঁ[১০] কাটিয়া চোর আইল মন্দির মাঝার ॥
নিদ্রাএ কাতর কন্যা না মেলে নঞান।
খড়্গ তালাশিতে[১১] পাইল চোরের হস্ত খান ॥
হৃদে[১২] মাথে নাহি বস্ত্র[১৩] গাযীর ধরি কর।
উঠিয়া বসিল কন্যা পালঙ্গের উপর ॥
চক্ষু মেলি দেখে কন্যা গাযীর বদন।
অচেতন[১৪] হৈল কন্যা আকুল মদন ॥
ক্ষণেক[১৫] অন্তরে কন্যা চেতন[১৬] পাইলা।
আহারে দারুণ চোর প্রাণ কাড়ি নিলা ॥
কেনেহে দুষ্ট চোর অভাগীর মন্দির।
দেখিলে প্রহরী[১৭] তোর কাটিবেক শির ॥
উঠরে[১৮] দারুণ চোর চক্ষু মেলি চাও।
কহত মধুর বাক্য[১৯] স্থির[২০] হউক গাও ॥
মনে মনে কান্দে কন্যা প্রহরীর[২১] ডরে।
চম্পাকলী বলি কন্যা চাহে ভুগিবারে ॥
এক মনে চাহে কন্যা ধরিবাক[২২] চোর।
জার জার হৈল তনু প্রহরীর[২১] ডর ॥
বাপ মাও বিনে কন্যা নাহি চিনে ভাই।
দাসী বিনেঁ এ জনমে দাস দেখে নাই ॥

মনে মনে ভাবে কন্যা গোকুলের হরি।
তকারণে হেনরূপে[২৩] মন কর্ল চুরি ॥
গগনের সূর্য[২৪] কেনে করিয়া বাহানা।
দেব দান গন্ধব কিবা মুনি জনা ॥
স্থির[২৫] নাহি হএ কন্যা মদনের বাণে।
ধিক ধিক জ্বলে অগ্নি কন্যার পরাণে ॥
সহিতে না পারে কন্যা যৌবনের জ্বালা[২৬]।
প্রেম তাপে কাম ছেদে তনু হৈল কালা ॥
উভে গ্রাসিতে[২৭] চাহে ডরে হালে গাও।
উঠরে দারুণ চোরা কত নিদ্রা যাও ॥
ধরিতে না পারি আমি অভাগিনী নারী।
হিয়া জার জার মোরা সহিতে না পারি ॥
প্রাণ হরিলা আমার ঘরেতে আসিয়া।
ঝুরিয়া মরিব আমি তোমাক না দেখিয়া ॥
দেখিতে কুমার যদি গগনে উড়াএ।
বারাইয়া যাবে প্রাণ প্রেমের[২৮] জ্বালাএ ॥
যে থাকে সে থাকে আমার ললাট[২৯] মাঝার।
নির্ভয়[৩০] হইয়া আজি জাগাব কুমার ॥
দেব দান হএ যদি উড়িয়া [যায়] দণ্ডে।
তাহার দিড়ে[৩১] মৃত্যু[৩২] হৈলে যাইব বৈকুণ্ঠে ॥
যদি বা এহি কুমার হএ গর্ন্ধব[৩৩] নর।
প্রণতি করি পাএ দিব স্বয়ম্বর ॥
ভূত প্রেত দৈত্য[৩৪] দান করিয়া থাকে ছল।
রাজাকে ডাকিয়া দিব মন্ত্র পড়া জল ॥
রক্ষা মন্ত্র জ্বালাএ মায়া হবে ধ্বংস।[৩৫]
রর্ত্তনির[৩৬] ঘাটে খাবে মৃত[৩৭] নর মাংস ॥
এহি সব মনে[৩৮] ভাবি রাজার কুমারী।
গন্ধ তৈল[৩৯] দিয়া ভরাইল খোরা খুরি ॥
গন্ধ তৈল[৩৯] লয়া কন্যা বসিল পালঙ্গে।
গাযীর গাত্রে দিল ছিটা মহারঙ্গে[৪০] ॥
বাদশাই শরীর গাযীর পাইল গন্ধ ছিটা।
ঘৃত[৪১] মধু হৈতে গাযীর নিদ্রা হৈল মিঠা ॥
অচেতন[৪২] হৈল গাযী নিদ্রাএ বিভোর[৪৩] ॥
দুই হাতে গাযীর পাও লাগিল চাপিবার ॥
গাযীতে চম্পাতে ছিল নসিবের বাটা।
পাএর চাপনে মিঞার নিদ্রা গেল কাটা ॥

১. চাম্পার গাজি। ২. জামিত। ৩. কতেকক্ষন। ৪. সাহা। ৫. ষুকে। ৬. হ্রিদে। ৭. উটে। ৮. নিরদারুন। ৯. সমুর্দ্দের ভাসিয়ার। ১০. সিন্দ। ১১. তর্ল্লাসিতে। ১২. হ্রিদে। ১৩. বশ্তর। ১৪. অচৈতন। ১৫. খেনেক। ১৬. চৈতন। ১৭. পহারি। ১৮. উটরে। ১৯. বাক্ষ। ২০. স্তির। ২১. পহারির। ২২. ধরিবাকে। ২৩. হেনরূপ। ২৪. ষুর্জ্জ। ২৫. স্তির। ২৬. জালা। ২৭. গ্রাহাসিতে। ২৮. প্রেম জালাএ। ২৯. লওলাট। ৩০. নিভয়ে। ৩১. দিড়ে অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ৩২. মির্ত্তঃ ৩৩. গন্দব লর। ৩৪. ভূত প্রেরত দর্ত্ত। ৩৫. রক্ষ মন্ত্র জালাএ মায়া হবে ধঙ্স। ৩৬. রর্ত্তানির ঘাটে। পাঠে ভুল আছে। ৩৭. মিত্ত্যা। ৩৮. মোন। ৩৯. গন্দ তর্ল্ল। ৪০. মোহরংঙ্গে। ৪১. ঘিৃত্ত্য। ৪২. অচৈতন। ৪৩. বেভর।

চক্ষু[১] নাহি মেলে মিয়া ঘুমে হাইম ছাড়ে।
গাও মোড়া দেএ গাযী রাও নাহি কাড়ে ॥
কতক্ষণ অন্তরে গাযী মেলিলেক চক্ষু।[২]
আকুল হইল গাযী দেখি চম্পার মুখ[৩] ॥

ভাই কালু কালু বলি ডাকে অকস্মাৎ[৪]।
চুপচুপ[৫] বলি কন্যা মুখে দিল হাত ॥
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ্‌ রসের কাহিনী।
দুই জনা করে প্রেম নহে জানাজানি ॥

লঘু ত্রিপদী।

গাযী জার জার তনু থর থর
দেখিয়া কন্যার মুখ[৬]।
নএগনে নএগন আকুল পারাণ
নাহি মেলে লাজে চোখ[৭] ॥
বলে হাএ হাএ[৮] নাহিক উপাএ[৯]
কি মতে আইলাম এথা।
কাহার সুন্দরী এবা কার পুরী
কার সঙ্গে কহি কথা ॥
দেখিয়া কামিনী[১০] কাটিছে যামিনী[১১]
কামবাণ হৈল মনে।
দেহ আলিঙ্গন চাহে ঘনে ঘন
স্থির[১২] নাহি কর কেনে ॥
জন্মিয়া[১৩] পরানে আপন নয়ানে
না দেখিয়াছি পর নারী।
দেখি তোমার রূপ নাহি ধরে বুক
হুতাশ হইয়া মরি ॥
দেহ মোরে কোল সঙ্গে বোলাবোল
স্থির[১৪] কব মোর হিয়া।
কন্যা বলে ছি বাক্য[১৫] বল কি
না হইল মোর বিয়া ॥
গাযী বলে মরি শুনহ[১৬] সুন্দরী
যদি করো মোরে হাস।
তোমার লাগিয়া যাইব মরিয়া
শেষে হবে নরকবাস[১৭]।
শুনি হেন কথা কন্যা হেঁট মাথা[১৮]
মনে হৈল চমৎকার।
মনে মনে বলে কথা কহে ছলে
ভএ দেখাএ রাজার [কুমার] ॥
শুন[১৯] দারুণ চোর এত প্রাণ তোর
ডাক দিব দক্ষিণ রাএ বীর।

১. চক্ষ। ২. কতেক্ষন অন্তরে গাজির মেলিলেক চক্ষ। ৩. মুক্ষ। ৪. অকসাত। ৫. চুব ২। ৬. মুক্ষ। ৭. চক্ষ্য। ৮. বলেন হাএ। ৯. রূপাএ। ১০. কামনি। ১১. জামিনি। ১২. স্তির। ১৩. মরিয়া। ১৪. স্তির। ১৫. বাক্ষ্য। ১৬. ষুনহ ষুন্দরি। ১৭. লক্ষবাশ। ১৮. কর্ন্ন্যা হেস্ট মাথা। ১৯. ষুন।

ধরি দুষ্ট চোর দিব বরাবর
খঞ্জরে কাটিবে শির ॥
কোন দেশ হৈতে আলি শেষ রাতে[১]
আর কর বলৎকার।
তরুণ যুবতী নাহি জানি রতি
তুমি যুবক কুমার ॥
খড়্গ সূর্য ছাটা শির[২] যাবে কাটা
না দেখিবে[৩] বাপ মাও।
দেখিএ পণ্ডিত তোর[৪] কি উচিত
আর মোকে কিছু কও ॥
পুস্তক রচন করিল যে জন
তার বাস কিষ্টপুর[৫]।
খোদা বখশে কএ গাযীর বিনএ
পাঁচালি কএ মধুর ॥

ইতি। ২৪ পালা সমাপ্ত[৬]।

১. শেস রাত্রে। ২. ছির। ৩. দেখিব। ৪. তোরে। ৫. কবির নিবাস কিষ্টাপুর অর্থাৎ কৃষ্ণপুর। অন্যত্র আছে গ্রাম খড়িয়া বাদাএ আমার জন্মস্থান। কুতপুরে বাস করি প্রকাশিলাম গান॥ ৬. সমেআগু।

২৫ পালা

পদ

স্থির[১] হয়া বলে গাযী শুনহ[২] সুন্দরী।
তোর দক্ষিণা রাএক আমি জানি তিন্ন্য করি ॥
বাজাক না করি ডর পএ দল তামাম।
আখেরে বুঝিব[৩] যখন বাজিবে সংগ্রাম ॥
হাসিয়া বলিছে কন্যা শুন দুষ্ট চোর।
কোন জাতি উৎপত্তি[৪] কোন রাজ্যে[৫] ঘব ॥
ততক্ষণে বিবি চম্পা দেখিল নযরে[৬]।
সেহলি তস্‌বী[৭] গলে ঝলমল করে ॥
সুবর্ণেব[৮] দিস্তাব গলে কোমরে জিঞ্জির।
হযরতী খেলেকা গলে আল্লার ফকীর ॥
গাযীকে দেখিয়া চম্পা মনে চমৎকৃত[৯]।
অবাক হইল কন্যা দেখিয়া বিপরীত ॥
যবন[১০] দেখিয়া কন্যা হইল বিমন[১১]।
আমার ঘরে কেনে [এ] দারুণ যবন[১০] ॥
হৃদের[১২] উপরে তোমার বিজলির ঝঙ্কাব[১৩]।
শিরে মাথে উড়ে তোমার কোন অলঙ্কার ॥
থর থর করি কন্যা ডাকেন পহরী।
আগাও আগাও ঘরে চোর করে চুরি ॥[১৪]
ডাকিতে পহরিগণ মনে হইল আন।
কি জানি নসিবে থাকে আল্লার ফরমান ॥
নিরঞ্জন মনে ভাবি রাজার কুমারী।
ললাট[১৫] গণিতে কন্যা হস্তে নিল খড়ি ॥
আসমান জমিন গণে পাতালের বালি।
সপ্তম পাতাল গণে যথা[১৬] নাগ কালি ॥
ত্রিভুবন গণিঞা কন্যা ভূমে দিল রেখ[১৭]।
গাযী বিনে পতি নাঞি পাইল প্রতেক[১৮] ॥
ধক ধক করে তবে চম্পার শরীর[১৯]।
কি দোষে যবন[১০] পতি মুই[২০] অভাগীর ॥

আর আর কুলবতী পাইব কুলদান।
অভাগীর ললাটে কেনে জাত মুসলমান ॥[২১]
আকুল হইল কন্যা গণিঞা কপাল।
জ্ঞান[২২] বুদ্ধি হরি কন্যা যেন বোকা কাল ॥
আউলাইল পরাণ কন্যার পড়ে গাযীর পাএ।
তোমাতে আমাতে ঘর লেখিয়াছে খোদাএ ॥
তোমাব কদমে মোর রাখিনু[২৩] শরীর।
কহিব সকল কথা কাল বাপের হাযীর ॥
তুমি মোর ইষ্ট দেব তুমি নিরঞ্জন।
আর কেহ[২৪] নাঞি মোর এ তিন ভুবন ॥
তুমি মোর শিরেব[২৫] ছত্র আমি ছত্রধারী।
আল্লার দোহাই যদি যাও পরিহারি[২৬] ॥
তুমি নাহি[২৭] দিলে স্থান[২৮] আর দিবে কে।
বাপ মাও দেএ স্থান[২৮] ক্রোধ হএ সে ॥
প্রভাত হইলে কালি কব বাপ মাএ।
বুঝিব আমাকে ছাড়ি দেএ কিনা দেএ ॥
দুষ্টমতী হয়া পিতা নাহি দেএ বিয়া।
একাহি দুই জনাক ফেলাবে মাবিয়া ॥
তরয়ালে কাটিয়া যদি পাঠাএ[২৯] যমের ঘব।
হিসাবে যাইব আমরা বৈকুণ্ঠ[৩০] নগর ॥
নহে দুই জনে যদি দেএ বনবাস।
বন মধ্যে দুই জনে করিব গৃহবাস[৩১] ॥
খেদাইয়া দেএ যদি পাইয়া মনস্তাপ[৩২]।
মাঙ্গিয়া খাইব আমরা যথা তোমার বাপ ॥
কহ দেখি শুনি[৩৩] এখন তোমার খবর।
কোথা হৈতে আলি তুমি আমার গোচর ॥
কোথা তোমার উৎপত্তি[৩৪] কোথা বাপ মাও।
দেব পয়গম্বর[৩৫] কিবা সত্য[৩৬] কথা কও ॥
তাহা শুনি[৩৭] পীর গাযী বলেন হাসিয়া।
শুনহ[৩৭] আমার বাক্য এক চিত্ত[৩৮] হয়া ॥

১. স্তির। ২. ষুনহ ষুন্দরি। ৩. বুজিব। ৪. উর্তুপতি। ৫. রার্জ্জে। ৬. লজরে। ৭. তছবি। ৮. সোবর্ণ্ন্যের। ৯. চমতকিত। ১০. জৈবন। ১১. বেমন। ১২. হিদের। ১৩. ঝাঙ্খার। ১৪. আগাও আগাও ঘরে মোর চোর ঘরে চুরি। ১৫. লওলাট। ১৬. জেথা। ১৭. এক। ১৮. পরিতেক। ১৯. সরির। ২০. মোর। ২১. অভাগির লওলাটে কেনে জাইত মছলমান। ২২. গ্যান বুর্দ্ধি। ২৩. আখিনু সরির। ২৪. কেহু। ২৫. সিরে। ২৬. পরিহরি। ২৭. নাঞি। ২৮. স্তান। ২৯. পটাএ। ৩০. বৈকন্ট। ৩১. গ্রিহবাস। ৩২. মনতাপ। ৩৩. ষুনি। ৩৪. উর্তুবতি। ৩৫. পএকাম্বর। ৩৬. সর্ত্ত। ৩৭. ষুনহ। ৩৮. চিত্ত্য।

শুনিয়াছ লোক মুখে বৈরাট নগর ॥
সেকন্দর নামে বাদশা রাজ্যের ঈশ্বর[১] ।
মোর পিতার দাপটে[২] সয়াল সংসার ডরে[৩] ।
পরীর পাখা[৪] খসি পৈল গউরের ঘরে ॥
পাতালে গিয়াছে পিতা করের কারণ ।
প্রাণ ডরে বলি রাজা না করিল রণ ॥
বাদশার ঘরণী বিবি ওসমা সুন্দরী ।
তার গর্ভে মোর জন্ম সংহারেতে বৈরী ॥[৫]
ত্রিভুবন[৬] জিনিঞা বাদশা জগতের ধন্যা ।
যোল দানে দিল বিভা ওসমা নামে কন্যা ॥
বলি রাজার কন্যা ওসমা অনুপাম ।
তারি গর্ভে জন্ম[৭] মোর বড় খাঁ গাযী নাম ॥
নও বচ্ছরের আমি হৈলাম বাপের ঘরে ।
আমাকে কহিল পিতা বাদশাই করিবারে ॥
না করিলাম বাদশাই বলিলাম হাযীর ।
চাদর ফাড়িয়া গলে হৈলাম ফকীর ॥
ক্রোধ করি পিতা মোকে ঢালিল[৮] হস্তীর তলে
পলাইল হস্তী মোক রাখিল পরয়ারে ॥
গলাএ পাথর বান্ধি ফেলাইল সাগরে ॥
কমল পুষ্প হৈয়া পাথর ভাসিলেক জলে ॥
কড়ার সুঁই[৯] ফেলিল দরীয়াত পাক দিয়া ।
আমাকে বলিল সুঁই[৯] দেহ মোক আনিঞা ॥
আল্লাজি স্মরিয়া[১০] মুঞি গেনু যে সাগরে ।
আনিঞা দিলাম সুঁই[৯] বাবাজির তরে ॥
আবার বলিল পিতা করিতে রাজ্য পাট ।
না করিলাম বাদশাই আমি ছাড়িলাম বৈরাট ॥
বিদাএ হৈতে গেলাম আমি জননীর স্থান ।
শুনিঞা জননীর কৰ্ণ ক্রন্দন অভিমান ॥
কাল নিদ্রা জননীর নঞানে লাগায়া ।
নিশাভাগে[১১] আইলাম নিজ গ্রাম ছাড়িয়া ॥
রাত্রি শেষে[১২] পলাইনু বাদশাই ছাড়িয়া ।
গলাএ খিলেকা দিনু চাদর[১৩] ফাড়িয়া ॥
দেহুড়ীর ভিতরে ছিল কালু পালক ভাই ।
তাহাকে সঙ্গে[১৪] করি আনু ছাড়িয়া বাদশাই ॥
ঘোড়া হাতি ধন মাল সকলি ছাড়িয়া ।
গলাতে খিলেকা দিয়া সঙ্গে আইল ভাইয়া ॥

পোষ বিছায়া বংশ নদী হৈলাম পার ।
চাপাইল নগরে আইলাম শ্রীরাম রাজার দ্বার ॥
রাজার হুকুমে মোকে কোতয়ালে দিল ধাক্কা ।
পুরী সংহারিলাম তার দিয়া তিন ফাক্কা ॥
অবশেষে[১৫] রাজার গলে কুড়ালি বান্ধিয়া ।
আমার কদমে রাজা পড়িল গড় দিয়া ॥
কলেমা পড়ায়া তাহাক করিলাম মুসলমান[১৬] ।
পুনর্বার[১৭] শ্রীরাম রাজার হৈল রাজ্যখান ॥
জাহির করিলাম তথা রাজার আওয়াস[১৮] ।
পুনরপি[১৭] তাকে ছাড়ি হৈলাম উদাস ॥
চলিলাম দুইভাই আল্লাক স্মরণ[১৯] ।
দিবা রাত্রি চলি তবে নাহি বিশ্রাম[২০] ॥
এহি মতে চলি যে নাহি অবসর[২১] ।
উত্তরিলাম দুই ভাই কানন ভিতর ॥
প্রবেশিলাম দুই ভাই কানন জঙ্গলে ।
অন্ন বিনে তণু ক্ষীণ[২২] পাও নাহি চলে ॥
তাহার মধ্যে ছিল সাত কাঠুরিয়া[২৩] অনাথ ।
দাও দড়ি বান্ধা থুইয়া খাওয়াইল[২৪] ভাত ॥
তাহাকে দেখিয়া মোর দুঃক্ষ[২৫] হৈল মন ।
সাত জনাক দিলাম আমি সাত লক্ষ ধন ॥
জঙ্গল ভাঙ্গিয়া তথা বসাইলাম নগর ।
বিশ্বকর্মা[২৬] দিল মসজিদ নগর ভিতর ॥
আড়াই পহর সোনা বরষিলাম সেহি গ্রাম ।
বাছিয়া[২৭] রাখিলাম তার সোনাপুর নাম ॥
মজিদ ভিতর শুইয়া[২৮] ছিলাম দুই ভাই ।
আচম্বিতে[২৯] আইলাম এথা উদ্দিশ[৩০] নাহি পাই ॥
শুইয়া[২৮] ছিলাম দুই ভাই দুই পালঙ্গে ।
চেতন পাইয়া দেখা হইল তোমার সঙ্গে ॥
কোথা[৩১] কালু ভাই রহিল কোথা[৩১] সোনাপুর ।
বৈরাট[৩২] নগর নিজ রাজ্য কত দূর ॥
জননীর কোলে ছিলাম কালু সে দেওয়ান[৩৩] ।
তাহার সঙ্গে থাকি এবে হৈলাম যুয়ান[৩৪] ॥
মাও বিনে চক্ষে না দেখিয়াছি পর নারী ।
তোর রূপে হুতাশ[৩৫] করিল সুন্দরী ॥
বুঝিলাম আমাক এথা আনিল মরণে ।
খোদাই গজব[৩৬] মোর হৈল এতদিনে ॥

১. রাজ্জের ইর্ষর। ২. দবটে। ৩. উড়ে। ৪. পাকা। ৫. তার গর্ব্বে মোর জক্ষ সংহারেতে বরি। ৬. ত্রিভুবনে। ৭. জক্ষ। ৮. ডালিল। ৯. ষুই। ১০. স্বঙরিয়া। ১১. নিসাভাগে। ১২. সেসে। ১৩. চার্দ্দর। ১৪. সংঙ্গে। ১৫. অবসেসে। ১৬. মোছলমান। ১৭. প্রন্ন্যবার। ১৮. আত্তাস। ১৯. সোরন। ২০. বিচখন। ২১. অবিশ্বর। ২২. অর্ণ্ন্য বিনে তন্ন খিন। ২৩. কাটরিয়া। ২৪. খাওাইল। ২৫. দ্বক্ষ। ২৬. বিষুকক্ষা। ২৭. বাচিয়া। ২৮. ষুইঞা। ২৯. অচমভিতে। ৩০. উর্দ্দিষ। ৩১. কোতা। ৩২. চাপাইল। ৩৩. দেওান। হা. মী.–জননীর কোলে ছিলাম বালক অজ্ঞান। ৩৪. যুওান। হা. মী–এমন বয়সে এখন হয়েছি যুয়ান। ৩৫. হুতাসন করির্ল্ব ষুন্দরি। ৩৬. খোদাএ গজব।

একে নিদারুণ হয়া ছাড়াইল দেশ।
এখন আনিল মোক মৃত্যু[১] অবশেষ ॥
যে হউক সে হউক আর না যাবে খণ্ডিয়া।
প্রাণ রাখ তুমি মোরে আলিঙ্গন দিয়া ॥
মোর পিতার দাপটে[২] পৃথি নহে স্থির।
অষ্ট লোহার গড় দিছে পাথর প্রাচীর ॥
পাহাড় পর্বতের কর লইছে কৌতূহলে[৩]।
তারি বংশে জন্ম মোর এ দুঃখ কপালে ॥[৪]
নাথ নিরাকার মোর বড় নিদারুণ।
কহিতে দুঃখের[৫] কথা জ্বলন্ত[৬] আগুন ॥
বাদশার ঘরে জন্ম[৭] হৈল লএ রাজ্যকর।
আমাকে নিষ্ঠুর[৮] আল্লা করিল দেশান্তর ॥
হেন বাক্য শাহ্ গাযী কহিল যখন।
তক্তের উপরে থাকি জানিল[৯] নিরঞ্জন ॥
আল্লা বলে দোস্ত নবী মনে আফ্‌সোস্[১০]।
রাজকন্যা পায়া গাযী করে মোরে দোষ[১১] ॥
আপন কড়ারে[১২] গাযী হৈল দেশান্তর।
গুণাগার হৈল গাযী লেখ পয়গাম্বর[১৩]।
যখন যাইব গাযী হাউস উদ্ধারিতে[১৪]।
কিছু দুঃখ[১৫] পাবে গাযী হাউসের হাতে ॥
দীননাথ কৈল কথা বৃথা[১৬] নাহি হৈল।
রসুলের[১৭] কাগজে গাযীর গুণা লেখা গেল ॥
হীন বুদ্ধি খোদা বখ্‌শ্ আর সব আগল।
খোদাক না দেও দোষ আপন করম ফল ॥
দিসা : ও ভমর তোমার জ্বালায়[১৮] প্রাণ
আর বাঁচে না রে।
গাযী বলে প্রাণপিয়া শুনহ[১৯] বচন।
প্রাণ বক্ষা[২০] কর মোরে দিয়া আলিঙ্গন ॥
দেখিয়া তোমার রূপ ধরিতে না পারি ॥
জার জার[২১] হৈল প্রাণ হতাশ হয়া মরি ॥
নতুন[২২] কঙল[২৩] তনু বিজলির ছটা।
মজিলেন কাম কুণ্ডে সেকন্দরের বেটা ॥
থর থর কাঁপে[২৪] গাযী কন্যার যৌবনে[২৫]।
হুতাশ হইল গাযী তৃষ্ণাতুর[২৬] মনে ॥
আস আস বলি গাযী বাহু পসারিল।
অনলের[২৭] তেজে যেন ঘৃত[২৮] উথলিল ॥
ছট্‌ফট্[২৯] করে গাযী দেখি চম্পার রূপ।
আকুল হইল গাযী দেখি কন্যার রূপ ॥
থর থর কাঁপে গাযী মদন তরঙ্গে।
বাহু পসারিয়া কন্যাক চাপি ধরে বুকে ॥
গাযী বলে প্রাণ পিয়া রাজার নন্দন।
শান্ত[৩০] কর মোর প্রাণ দিয়া আলিঙ্গন ॥
কন্যা রূপ দেখি গাযী বিকশিত মন।
মোন মএ জিনিয়া গাযীর দেখিয়া দুই স্তন ॥
গাযীর আগম দেখি রাজার নন্দিনী[৩১]।
ব্যাঘ্র[৩২] দেখিয়া যেন আকুল হরিণী[৩৩] ॥
ব্যাকুল হয়া কন্যা পড়ে গাযীর পাএ।
অবিভা[৩৪] কন্যার সঙ্গে হেন না যুয়াএ।
তুমিত পণ্ডিত প্রভু প্রচণ্ড প্রতাপ[৩৫]।
বলৎকাব করিলে প্রভু[৩৬] হএ বহুত পাপ ॥
তুমিত পর[৩৭] পুরুষ আমি পর নারী।
নরক বাসী[৩৮] হৈবা প্রভু পর নারী হরি ॥
তোমাতে আমাতে থাকে লিখন কপালে।
আলিঙ্গন দিব আমি জগতে[৩৯] চিরকালে।
শুনিঞা[৪০] কন্যার কথা ঘুচিল মদন।
রাও নাহি কাড়ে গাযী বিষাদিত মন ॥
চম্পা বলে প্রাণপতি না হও মলিন।
মোরে [নাহি] পরিহার হয়া দয়াহীন ॥[৪১]
ভাবিতে লাগিল কন্যা হৃদএ[৪২] ভিতর।
কি জানি আমাকে ছাড়ি জাএ দুষ্ট চোর ॥
বুঝিতে লাগিল কন্যা আকুল পরাণ।
গাযীর সাক্ষাতে দিল বাটা ভরি পান ॥
প্রমাদ বুঝিয়া গাযী পান মুখে দিল।
চম্পাবতী বলে পান মোকে ছাড়ি খাইল। ॥
শুনিঞা কন্যার বাণী গাযী লজ্জা পাএ।
যাচাযাচি[৪৩] করে পাঁন কন্যা নাহি খাএ ॥
কন্যা বলে প্রথমে ছাড়িয়া খাইল পান।
পশ্চাতে[৪৪] ছাড়িয়া যাবে কোন বস্তুজ্ঞান[৪৫] ॥
পর[৭] পুরুষ তুমি নাহি জান মর্ম্ম[৪৬]।
যে জন পণ্ডিত তার নহে হেন ধর্ম্ম[৪৭]।

১. মির্ত্ত। ২. দপটে প্রিথিবি লহে স্তির। ৩. কতুহলে। ৪. তারি বংসে জক্ষ মোর এ দ্বক্ষু কপালে। ৫. দ্বক্ষের। ৬. জলন্ত। ৭. জক্ষ। ৮. নিস্টুর। ৯. জানিল সামি নীরাঞ্জন। ১০. আবসোষ। ১১. দোষী অর্থে। ১২. করালে। ১৩. পয়েকাম্বর। ১৪. উর্দ্দারিতে। ১৫. দ্বক্ষু। ১৬. ব্রেথা। ১৭. রছুলের কাগজে। ১৮. যালায়। ১৯. যুনহ। ২০. রক্ষ্যা। ২১. জহর ২। ২২. নৈতুন। ২৩. কোমল অর্থে। ২৪. করে। ২৫. জৈবনে। ২৬. ত্রিসনাতুর। ২৭. আনলের। ২৮. ঘিৃত্ত্য উথালিল। ২৯. ছটবট। ৩০. সান্ত। ৩১. নন্দনি। ৩২. ব্রেঘ। ৩৩. হরনি। ৩৪. অবিবাহিতা অর্থে। ৩৫. ত্তমিত পণ্ডিত র্প্রভু প্রছণ্ড প্রতাব। ৩৬. র্প্রভু। ৩৭. পরার। ৩৮. লক্ষ বাসি। ৩৯. জগত চিরৎকাল। ৪০. যুনিঞা। ৪১. মোর পরিহরি জদি হয়া দয়াহিন। ৪২. হ্রিদএ। ৪৩. জাচাজাচি। ৪৪. প্রছাদে। ৪৫. গ্যান। ৪৬. মর্ক্ষ। ৪৭. ধক্ষ।

এতেক শুনিঞা গাযীর প্রাণ আউলাইল।
চম্পাবতীব হস্ত ধরি উরুতে[১] বসাইল ॥
হস্ত বেড়ি লয়া গাযী কন্যার মুখে দিল।
লাজ ভএ জ্ঞান ধ্যান সকলি হরিল ॥
দরিদ্র[২] পাইল যেন রত্নের ভাণ্ডার।
গগনের চন্দ্র পাইল হস্তে আপনার ॥
বাপ মাও ভাই বান্ধব[৩] কাখ নাহি দয়া।
সকলি বিসরিত[৪] কন্যা মুখে পান পায়া ॥
আঁখি টলটল[৫] দুহে আর মিঠা বোল।
কন্যা বলে প্রাণনাথ মোরে দেহ কোল ॥
গড়ি দিয়া পৈল কন্যা শাহ্ গাযীর গাএ।
হস্ত ধরাধরি দুহে গড়াগড়ি জাএ ॥
কন্যার চিকুর খৈসে ছিড়ে গলার হার।
গাযীর খসিয়া পইল শিরের দস্তার ॥
সকলি ভূঞ্জিল কন্যার মদন যৌবন[৬]।
কিন্তু না রতি হইল বিভার কারণ[৭] ॥
খোশ্ব হয়া বিবি চম্পা কহে আরবার।
কি জানি ছাড়িয়া যাও করহ কড়ার[৮] ॥
গাযী বলে কিবা সত্য করিব সুন্দরী।
কন্যা বলে বদলিব হস্তের অঙ্গুরী[৯] ॥
হাস্যবান হয়া বলে বদল পালঙ্গ।
এতেক শুনিঞা গাযীর মনে হৈল রঙ্গ[১০] ॥
অঙ্গুরি পালঙ্গ দুহে করিল বদল।
বিভার কারণে দুহে বদল সকল ॥
কন্যা বলে শুন পতি বাক্য আমার পাশে।
তোমার পালঙ্গে আমার কেমন নিদ্রা আসে ॥
হাসিয়া শুইল[১১] কন্যা গাযীর পালঙ্গে।
কন্যার পালঙ্গে গাযী শুইল কৌতুক রঙ্গে[১২] ॥
মগন হইল কন্যা মগন সুন্দরী।
বিভার কারণ বদল হস্তের অঙ্গুরি ॥
সুবুদ্ধি[১৩] আছিল কন্যার কুবুদ্ধি[১৪] হৈল মতি।
গাযীক স্মরিয়া[১৫] নিদ্রা গেল চম্পাবতী ॥
দুহার নঞানে নিদ্রা আইল ততক্ষণ।
মধু বনে শুন এখন পরীর কথন ॥
শিহরিয়া[১৬] বলে পরী ঘুমিয়া নঞান।
বিস্মরিয়া[১৭] আছ সবে হইল বিহান ॥
চল চল বলিয়া পরীর লড়ালড়ি।
দুই পরী বলে [চল] এবে শে রাজবাড়ি ॥
চম্পার মন্দিরে যায়া হইল উপনিত।
দেখিয়া চরিত্র দুহার হৈল চমৎকৃত[১৮] ॥

দেখ দেখ ওহে বহিন অপূর্ব বিচার।
গাযীর শিরেতে কেনে নাহিক দস্তার ॥
আর চরিত্র বহিন দেখহ আসিয়া।
কন্যার মাথার চুল আউলাইছে খসিয়া ॥
কুমারীর হৃদে[১৯] দেখ পুরুষের তাড়ন।
গাযীর অঙ্গেতে[২০] কেনে নাহিক বসন ॥
বাটা ভরা পান [দেখ] হয়া আছে খালি।
এবাই এবাই বলি পরী হস্তে দেএ তালি ॥
আর পরী বলে বহিন নৈতন যুবতী।
উঠি হয়াছে দুহার মরম পিরিতি ॥
আর পরী বলে বহিন করিলাম দারুণ।
গাযীকে লইলে কন্যার হৃদে হবে শূল[২১] ॥
কি দিয়া ঘটিয়াছে[২২] দুহাক না যাএ চিনন।
রবি শশী হৈছে যেন একত্র[২৩] মিলন ॥
এক তনু ভাঙ্গিয়া করিয়াছে দুই ঠাঞি।
এক অঙ্গ রূপ দুহার ভিন্ন কিছু নাঞি ॥[২৪]
দুই জনের হএ যদি বিভা একান্তর[২৫]।
চন্দ্র সূর্য হএ যেন দুই জনের ঘর ॥
কি রূপে লইব ইহাক বলে সেই বোল।
না দেখিলে গাযী জিন্দা হইবে পাগল ॥
গাযীকে না দেখিয়া চম্পা মরিবে কান্দিয়া।
বাপ মাএ অন্ন[২৬] ইহার না দিবে রান্ধিয়া[২৭] ॥
করিলাম দারুণ কর্ম[২৮] বুদ্ধি বল নাই।
হে বলে বড় খাঁ গাযী থাকুক এহি ঠাঁই ॥
আর পরী বলে বহিন ভাল কইলা কথা।
গাযীর ভাই কালু কান্দি মরিবে সর্বথা ॥
যেহোক সেহোক বহিন রাত্রি পোহায়া জাএ।
রাত্রি পোহায়া গেলে গাযীকে কাটিবে রাজাএ ॥
ধরহ পালঙ্গ সবে বুদ্ধি[২৯] কর দূর।
বিলম্ব না কর বহিন চল সোনাপুর ॥
যথা হৈতে গাযীকে আনিল সব সখী[৩০]।
চলহ গাযীকে তথা সকলে গিয়া[৩১] রাখি ॥
চারিদিকে পালঙ্গ ধরিল হুর পরী।
গাযীকে লইয়া উড়ে বাএ ভর করি ॥
পালঙ্গ লইয়া পরী তারা যেন ছুটে।
এক মুহূর্তে[৩২] আইল পরী মজিদের নিকটে ॥
কহে শেখ খোদা বখশ নতুন[৩৩] মধুর।
চক্ষের নিমিষে প্রবেশিল সোনাপুর ॥
কালু জিন্দা শুইয়াছে[৩৪] নিদ্রায় অচেতন।[৩৫]
গাযীর পালঙ্গ রাখে কালুর ডাহিন ॥

[—২৫ পালা সমাপ্ত]

১. উরাতে। ২. দলিদ্র। ৩. বন্দব। ৪. বিস্বরিৎ। ৫. আক্কিটুল ২। ৬. জৌবন। ৭. কারবার। ৮. করার। ৯. অঙ্গরি। ১০. রংঙ্গ। ১১. ষুইল। ১২. কত্তুবংঙ্গে। ১৩. ষুবুর্দ্ধি। ১৪. কুবুর্দ্ধি। ১৫. সঙরিয়া। ১৬. সিহরিয়া। ১৭. বীসরিয়া। ১৮. চমতকিত। ১৯. হ্রিদে। ২০. রঙঙ্গেতে। ২১. ষুল। ২২. গটিয়াছে। ২৩. একাত্র। ২৪. এক রঙ্গরূপ দ্বহার চির্ণ্ন্য কিছু নাঞি। ২৫. একান্তর। ২৬. অর্ণ্ন্য। ২৭. আন্দিয়া। ২৮. কন্ধ। ২৯. বুর্দ্ধি। ৩০. সাকি। ৩১. গ্যায়া। ৩২. মুর্ত্তে। ৩৩. নৌতন। ৩৪. নিমগে। ৪ ষুইয়াছে। ৩৫. অচৈতেন।

২৬ পালা

দিসা : ও বাউল করিয়া ছাড়িয়া গেলা[১]

পদ

রহিল বড়খাঁ গাযী কালুর গোচর।
কন্যার বৃত্তান্ত[২] শুন ব্রাহ্মণ নগর ॥
চেতন[৩] পাইয়া কন্যা দেখে অকস্মাৎ[৪]।
অঙ্গুরী[৫] পালঙ্গ আছে নাহি প্রাণনাথ ॥
হা হা প্রাণনাথ বলি পড়ে গড়ি দিয়া।
কোথা গেল প্রাণপতি আমাকে ছাড়িয়া ॥
আপন বুক[৬] কন্যা আছাড়ে ভূমিত।
ছিড়িলি মাথার কেশ চিত্ত উদাসীত ॥
ছিড়িল গলার হার ভাঙ্গে পাএর বাঁক।
হস্তের কঙ্কন খুলি দূরে মারে পাক ॥
অঙ্গের[৭] বসন ফেলি যাএ গড়াগড়ি।
মস্তকে তুলিয়া ভাঙ্গে রন্ধনের[৮] হাঁড়ি ॥
গগনের চন্দ্র আজি নিশিতে[৯] পাইনু।
কোন অপরাধে আজি চন্দ্রক হারাইনু ॥
এ ছার নঞানে মোর কেনে আইল নিন্দ।
মাণিক হারাইলাম ঘরে চোরে দিল সিন্দ ॥
আহারে দারুণ চোরা কেন গেলি ছাড়ি।
বিভা না হইতে মোক করি গেলি আড়ি ॥
সাগরেতে ঝাপ দিব খাইব যহর[১০]।
তেজিব আপন প্রাণ তোমার নামের পর ॥
হাএ হাএ করে কন্যা শিরে[১১]কর হানি।
শেল[১২] ঘাও খায়া যেন[১৩] কাতর হরিণী[১৪] ॥
বৃক্ষ[১৫] হইতে পড়িয়া যেন ভাঙ্গিল হাত পাও
হা হা প্রাণ নাথ বিনে মুখে নাহি রাও ॥
আসমানের বজ্র যেন[১৬] পইল কন্যার মাথে।
ধড়ের জীবন বারাইয়া গেল কোন পথে ॥
এহিমতে কান্দে কন্যা রাজার রূপসী[১৭]।
চম্পার করুণা শুনি জাগে এক দাসী ॥
এক দাসী সর্বদাসী তোলে টানি টানি।
উঠহ নিবাসী সব কান্দে ঠাকুরাণী[১৮] ॥
এক লক্ষ পহরী[১৯] জাগে দাসীর লড়ালড়ি।
চম্পাকে জিজ্ঞাসা[২০] করে দাসী পাএ পড়ি ॥
কহ কহ ঠাকুরানী কান্দ কি কারণ।
দুই চক্ষু ঝুরে কন্যার নাহিক বচন ॥
কোলাহল[২১] শুনিঞা আইল কন্যার সাত ভাই।
কি হৈল তোমার বহিন কহ মোর ঠাঞি ॥
কান্দিয়া আইল কন্যার মাতা [আর] পিতা।
চম্পার জননী ভাঙ্গে পাষাণেতে[২২] মাথা ॥
আইল চম্পার মাও কিবা বাক্য বলে।
প্রমাদ বুঝিয়া রানী কন্যাক নিল কোলে ॥
নিরবধি[২৩] চিন্তা আছে তোমাকে লাগিয়া।
সমযুগ্য[২৪] বর পাইলে তোমাকে দিব বিয়া ॥
নও মামা আইল কন্যার প্রজা আদি দাস।
সকলে বলেন মাও কহ আমার পাশ ॥
পুরের[২৫] ব্রাহ্মণী আইল চম্পার ক্রন্দনে।
সদাএ ঝুরিছে কন্যা আকুল পরাণে ॥
নও মামা বলে মাও কহ মোর সাক্ষাতে।
স্বপন[২৬] দেখিছ নাকি আজিকার রাতে ॥
সাত ভাই বলে বহিন কহ দেখি শুনি[২৭]।
কি স্বপ [ন][২৮] দেখিয়াছ আজিকার রজনী ॥
গলাগলি ধরি বলে ব্রাহ্মণের নারী।
মায়াছল কৈল বুঝি পাপ গ্রহচারী ॥
লীলাবতী কান্দিয়া বলে বাছা মোর ঝি।
ভাই বধূ বলে সবে কহ ঠাকুর ঝি ॥
কাহাকে না কহে কন্যা মরমের ব্যথা[২৯]।

১. গেল্যা। ২. বিতান্ত। ৩. চৈত্তন। ৪. অকসাত। ৫. অঙ্গরি। ৬. বুগ। ৭. য়ঙ্গের। ৮. অন্দনের। ৯. নিসিতে। ১০. জহর। ১১. সিরে। ১২. সেল। ১৩. জেন। ১৪. হরনি। ১৫. বৃিক্ষ। ১৬. আছমানে বর্জ্জজেন। ১৭. উপসি। ১৮. ঠাকুরয়ানি। ১৯. পহড়ি। ২০. জির্গাসা। ২১. কলহল। ২২. পসানেত। ২৩. নিরবদি। ২৪. সমযুর্গ। ২৫. পুরে ব্রাহ্মনি। ২৬. সর্পন। ২৭. ষুনি। ২৮. সর্প। ২৯. ব্রেথা।

ইষ্ট বন্ধু কান্দে কন্যার ভাই মাতা পিতা ॥
বৈদ্য[১] বলি তলব করিল মহারাজ ॥
রাজার আদেশে আইল সাত কবিরাজ ॥
রাজা বলে বৈদ্য[১] বাপু কহ ভেদ করি।
কি রোগ হৈল কন্যার দেখ অনুসারি ॥
একজনে পড়ি দিল নিদানি দীঘির[২] জল।
বাটিয়া খাওয়াইল ঔষধের[৩] বাকল ॥
কেহ মন্ত্র জপ করে অঙ্গে কানে ফুকে।
ব্রহ্ম মন্ত্র[৪] জপ পড়া পানি দিল মুখে ॥
কাছ ভোট গলে দেএ সিদ্ধ মন্ত্র ঝাড়ে।
মরমে বাজিছে শেল রাও নাহি কাড়ে ॥
এক জনে বলে কন্যার জন্মিলেক[৫] নেশা।
আর জনে বলে আন উবদ সরিষা ॥
রোগ ব্যাধি হৈলে ঔষধে[৬] সুস্থ হএ।
চম্পার রোগে পাইল মন্দ্র দুইগুণ জ্বালাএ[৭] ॥
ঔষধে না হৈল সুস্থ[৮] দেখিল রাজন।
ভাণ্ডারীকে আজ্ঞা কৰ্ল আনিতে ব্রাহ্মণ ॥
নিশাদল নামে কোতাল কেশ[৯] নাহি বান্ধে।
লড় দিয়া চলি যাএ ঠেঙ্গা লয়া কান্ধে ॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডল যারা ডাকেন কোতয়াল।
শ্রীঘ্র[১০] করি আইস গোসাঞি ডাকে মহাকাল ॥
রাজার আদেশে আইল যতেক পণ্ডিৎ।
পাঞ্জি পুঁথি হস্তে করি আইল তুরিৎ ॥
প্রণামিঞা বলে রাজা শুন[১১] দ্বিজগণ।
কি রোগ হৈল কন্যার করহ গণন ॥
তাহা শুনি খোলে সবে জ্যোতিষ[১২] শাস্তর।
তাহাতে না পইল ভেদ গণে নাড়ি চক্কর ॥
কন্যার শরীরে কিছু নাহি রোগ ভেদ।
নাড়ি চক্র চৌদ্দ শাস্ত্র[১৩] কি করিবে ভেদ ॥
একজন বিপ্র ছিল ভবানীর দাস।
সে জন কিঞ্চিৎ পাইল শাস্ত্রেত[১৪] প্রকাশ ॥
ডরে বিপ্র না কহিল রাজার সাক্ষাত।
সবে বলে ভেদ না পাইলাম নরনাথ ॥
রোগ পীড়া দেব দৃষ্টি[১৫] শাস্ত্রেত নাহি দেখি।
উদাস বিচল মন হেন রূপ দেখি ॥
বুঝিতে না পাইল রাজা আপনার ঝিএর ব্যথা[১৬]।
ব্রাহ্মণ চলিল সব শাস্ত্র[১৭] বান্ধি পোতা ॥

ক্রন্দন করিয়া তবে বলিয়াছে রাজন।
একবার দয়ার ঝি বলহ বচন ॥
পিতার ক্রন্দনে কন্যার মুখে নাহি রাও।
থর থর কাঁপিয়াছে কন্যার সর্ব গাও ॥
রাতের অদ্ভুত কথা মনে সর্বক্ষণ।
কোথা গেল প্রাণ নাথ লইয়া জীবন ॥
রাও নাহি মুখে কন্যার অন্তরে অগনি[১৮]।
শিকার করিতে যেন নিঃশব্দ[১৯] বাঘিনী ॥
রাজা বলে মৈল কন্যা আর নাহি বাঁচে।
কান্দিয়া চলিল রাজা পাত্র মিত্রর কাছে ॥
সকল চলিয়া গেল আইল রজনী।
কন্যার নিকটে রৈল কন্যার জননী ॥
রন্ধন[২০] ভোজন নাহি রাজার অন্দরে।
সকলি ক্রন্দন করে বাসরে বাসরে ॥
লীলাবতী কন্যার মাও কহিল কান্দিয়া।
পুছিতে লাগিল কন্যাক হস্ত মাথে দিয়া ॥
আর কেহ নাহি ঝি তোমার মন্দিরে ॥
এখন বলহ ঝি আমার হাজারে ॥
কহিতে বলিতে না কহিবা তুমি।
আগে তোকে মারিয়া পশ্চাতে[২১] মরিব আমি ॥
মনে মনে বলে কন্যা এহি কথা বটে।
মাএক না কহিলে কহিব কার নিকটে ॥
এতেক ভাবিয়া কন্যা মুখে নাহি বাণী।
কহিব তোমাকে কথা শুনহ[২২] জননী ॥
দশ মাস দশ দিন রাখিছে ছাপিয়া[২৩]।
তেমতি আমার দোষ লইবেন রাখিয়া ॥
পিতা স্বর্গ স্থান[২৪] মাও তুমি বসুমতী[২৫]।
স্বর্গ গৰ্জ্জিলে হএ পৃথিবী[২৬] ঋতুবতী ॥
অঝর স্বর্গের[২৭] বিন্দু নাহি তার অন্ত।
শম্ভু[২৮] নামে বসুমতী[২৫] উদরে করে বন্ধ ॥
স্বর্গের[২৭] পড়িয়া বিন্দু পৃথিবী গৰ্ভিত।
তকারণে ফুল ফল হএ পৃথিবীত ॥
পিতা স্বর্গ[২৭] তুমি পঞ্চ[২৯] জানি এ বিচারে।
মাএ বিনে ঝিএর লাজ কে রাখিতে পারে ॥
কন্যার শুনিঞা[৩০] বাণী রাণী হৈল কাল।
কহ কহ শুন[৩১] মাও তোমার দুঃখ[৩২] হাল ॥
কন্যা বলে শুন[৩৩] মাও দুঃখের[৩৪] কাহিনী।

১. বৰ্দ্দ। ২. দিগির। ৩. ঐসেদের। ৪. ব্রহ্মামোন্দ। ৫. জহ্মিলেক। ৬. ঐসদে ষুস্ত। ৭. জলাএ। ৮. ঐসদে না হইল ষুস্ত। ৯. কেষ। ১০. সিগ্র। ১১. ষুল দিজ্যগণ। ১২. জঙতিস সাস্তর। ১৩. চৰ্দ্দসাস্ত্র। ১৪. সাস্ত্রেত। ১৫. দিস্ট সাস্ত্রেত। ১৬. ব্রেথা। ১৭. সাস্ত্র। ১৮. অগুনি। ১৯. নিসব্দ বাগিনি। ২০. অন্দন। ২১. প্রছাদে। ২২. ষুনহ। ২৩. ছাফিয়া। ছাপাইয়া অর্থে। ২৪. সৰ্গস্থান। ২৫. বসমতি। ২৬. প্রিথিবি রিতুবতি। ২৭. সর্গের। ২৮. সম্বু। ২৯. পঞ্চ। এ পদের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে বলে মনে হয়। ৩০. যুনিঞা। ৩১. ষুনি। ৩২. দ্বক্ষু। ৩৩. ষুন। ৩৪. দ্বক্ষের।

বাপেকে কহিও মাও মোর দুঃখ[১] বাণী ॥
যে কারণ চিত্ত মাও উদাস আকুল।
সে কথা কহিতে মাও হৃদে[২] বাজে শূল[৩] ॥
পিতার সাক্ষাতে কৈও মোর দুঃখের কাহিনী।
যে নিধি হারাল মোর তাকে দেউক আনি ॥
কহিতে লাগিল রাণীক যত দুঃখ[১] হাল।
শেষ খোদা বখশে[৪] কহে প্রেম বড়ই জঞ্জাল

ত্রিপদী

শুন মাও মোর কথা যাহাতে হইল ব্যথা[৫]
নিশির ব্যবহার কহি শুন[৬]।
কহিতে শরীর[৭] কালা দুই চক্ষু[৮] তালা তালা
হৃদে[২] মোর জ্বলেন[৯] আগুন ॥
আজিকার নিশি[১০] ভাগে লোকজন নাহি জাগে
নিঃশব্দে[১১] পহরী নিদ্রা জাএ।
আচম্বিত[১২] এক খাটে [আইল] আমার নিকটে
এক কুমার গন্ধর্ব[১৩] তুল্য কাএ ॥
রবি শশী তুল্য অঙ্গ[১৪] সুবর্ণের[১৫] পালঙ্গ
আমার মন্দিরে আসিয়াছে।
দেব কি দানব নর পীর কি পয়েগাম্বর
একা মাত্র কেহ নাই কাছে ॥
হেনকালে শয্যা[১৬] হৈতে জাগি আমি নিদ্রা হৈতে
দেখিয়া আকুল হৈল মন।
আমি বলি আইল চোর খড়্গ তল্লাশিনু মোর
চোরের হস্ত পাইনু তখন ॥
ধরিয়া উঠিনু[১৭] যবে কুমার জাগিল তবে
অচেতন[১৮] হৈলাম দোহে ঘরে।
শেষে সম্ভরিয়া মন[১৯] দোহে প্রেম আলিঙ্গন
দোহাক দেখি দোহার প্রাণ ঝুরে ॥
নাম কৈল পিতা মাতা[২০] যথা থাকে তার কথা
জাতি কুল কহে বিদ্যমান[২১]।
কহিতে লাজ হএ তোমাক দেখিয়া ভাএ
সেহি কুমার জাতি মুসলমান ॥
যেজন আমার স্বামী না দেখিলে মরি আমি
হেন রূপ ত্রিভুবনে নাঞি।
আমার যদি হএ পতি তুমি মাও ভাগ্যবতী[২২]
কোথাএ পাবা এরূপ জামাঞি ॥
বাপুর সাক্ষাতে কও সেজন আনিয়া দেও
তবে মোর দূরে যাউক রোগ।

১. দুক্ষু। ২. হ্রদে। ৩. যুল। ৪. বক্সে। ৫. ব্রেথা। ৬. যুন। ৭. সরলি। ৮. চক্ষ। ৯. জলেন। ১০. নিসি। ১১. নিসন্দে পহারি। ১২. অচমভিত। ১৩. গন্দ। ১৪. রবি সসি তুল্য রঙ্গ। ১৫. সোবর্ণ্ণের। ১৬. যর্জ্জা। ১৭. উটিনু। ১৮. অচৈতন। ১৯. সেসে স্বন্তরিয়া মোন। ২০. মাথা। ২১. বির্দ্দনান। ২২. ভার্গবতি।

আনি দিতে নাহি পাও মোর আশা ছাড়ি দেও
মরি যাব পায়া এহি শোক[১] ॥
কন্যার শুনিঞা বাণী[২] ক্রোধ হৈল রাজরানী
কি বল কি বল ছার মুখে।
শুনি[৩] রাজা হেন কথা তোমার কাটিবে মাথা
প্রহরীক মারিবে এহি দুঃখে ॥
শুনিঞা[৪] রানীর বাণী দুই চক্ষে পড়ে পানি
আর কন্যা হইল হুতাশ।
কন্যা বলি যদি পিতা আমার কাটিবে মাথা
তবে দুঃখে[৫] হইবে বিনাশ ॥
আমার মনের[৬] বাণী না বুঝিলা জননী
তবে আর কব কার ঠাঞি।
মাএ না বুঝিল[৭] ব্যথা আর কব কাকে কথা
তবে আমার মিথ্যাই[৮] বড়াঞি ॥
শুনি[৩] কন্যা হৈল কাল মাএ নাহি বলে ভাল
ঝাঁপ দিব সাগর মাঝার।
শেখ খোদা বখ্‌শে বলে গাযীর কদম তলে
বল আল্লা দম কর মাদার ॥

লঘু ত্রিপদী

কন্যা বলে কহিলাম এহি তত্ত্ববাণী[৯]।
তোমার মনে যাহা মানে
সে করহ জননী ॥
যাহাতে যাহার দুঃখ কহি সেহি কথা[১০]।
হিয়া জার জার জ্বলে নিরন্তর[১১]
আর কাটে মোর মাথা ॥
শুনিঞা[১২] কন্যার মুখে রানী পাইল দুঃখ[১৩]।
অনল জ্বলে[১৪] কহিতে চলে
রাজার সমুখ ॥
কুল মজাইলু ঘরে যবন[১৫] আনিঞা।
কব মহারাজে তোকে কোন লাজে
রাখিবে শুনিঞা[১২] ॥
কন্যা বলে ছার জীবন কেনে আছ প্রাণে।
কবে ওলাওলি মাএ দেএ গালি
কব কার সামনে[১৬] ॥
রানী গেল রাজপুরে কন্যা রৈল ঘরে।
হৃদে[১৭] অনুক্ষণ গাযীক স্মরণ[১৮]
পাগল হইয়া ফিরে ॥

১. সোগ। ২. কন্ন্যার ষুনিঞা বানি। ৩. ষুনি। ৪. ষুনিঞা। ৫. দ্বক্ষ। ৬. মোনে। ৭. বুজিল ব্রেথা। ৮. মির্থাই। ৯. তর্ত্তবানি। ১০. কতা। ১১. জলে নিরান্তর। ১২. ষুনিঞা। ১৩. দ্বখ। ১৪. আনল জলে। ১৫. জৈবন। ১৬. ছামনে। ১৭. হ্রিদে। ১৮. স্বরন।

লজ্জা না করিল রানী রাজার বিদ্যমান[১]।
কন্যা গাযী বলে হৃদে অনল জ্বলে[২]
ধিক ধিক পরাণ ॥
ব্যাকুল হইয়া কন্যা যাএ সরোবরে।
নও মামি চলে দাসীরা সকলে
কেহ কন্যার হস্ত ধরে ॥
সরোবরের ঘাটে করে ভবানী পূজন।
শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি[৩] ডাকেন ভবানী
স্বামীর[৪] কারণে ॥
আইস ত্রিজগতের[৫] মাতা ভগতে ডাকে এথা।
আমার স্বামী নাহি দেও তুমি
পাষাণে[৬] ভাঙ্গিব মাথা ॥
ভক্ত বৎসলা দেবীর[৭] দয়া উপজিল।
চম্পার দরশন সিংহের[৮] আসন
চণ্ডী যে আইল ॥
শূন্যভরে[৯] থাকি চণ্ডী বলে ডাক দিয়া।
গাযী মোর ভক্ত ফকিরেতে শক্ত
করিবে তোমাক বিয়া ॥
যেমন জাতি আমি কার্তিক গণাই[১০]।
এহি বরাবর গাযী কালু মোর
ছাড়া এক ঘড়ি নাই ॥
তুমি যেমন ভক্ত মাও তেমন ভক্ত সে।
আমি ঘড়ি ঘড়ি তাকে নাহি ছাড়ি
নিতে পারে তাকে কে ॥
নিশ্চিন্তে[১১] আপন ঘরে তুমি থাক বসি।
তুমি নদীর কূলে[১২] যাও কোন ছলে
দেখা করিবে[১৩] আসি ॥
তোমাকে পাসরি কন্যা নাহি থাকে[১৪] ভুলি।
শ্রাধা[১৫] থাকে মনে দাসিগণের সনে
হবে গাযীর বলাবলি ॥
এহি বলি গেল দুর্গা কৈলাস[১৬] ভুবন।
কন্যা নিজ ঘরে চলিল সত্ত্বরে[১৭]
বিষাদিত[১৮] হৈল মন ॥
কহে কন্যা চম্পাবতী করুণ[১৯] হৃদএ।
চম্পার করুণা বিরহ বেদনা
রফিক নন্দনে কএ ॥

[২৬ পালা সমাপ্ত।]

---

১. বির্দ্দমান। ২. হ্রিদে আনল জলে। ৩. সঙ্খঘণ্টা ধনি। ৪. সামির। ৫. ত্রিনএগানের। ৬. পসানে। ৭. ভগত বছলা দেবির। ৮. সিদ্ধির। ৯. ষুণ্যভরে। ১০. কানাই। গনাই = গণেশ। ১১. নিচিন্তে। ১২. কুলে ১৩. করিব। ১৪. তাকে নাহি। ১৫. ছ্রাদা। ১৬. কর্ব্বাস। ১৭. সর্ত্তরে। ১৮. বীসাদিত। ১৯. করুনা হ্রিদএ।

২৭ পালা

দিসা : আরে আজব লিখন।
লিখন রদ[১] হবার নএ রে ॥

পদা।

রহে বিবি চম্পাবতী আপনার ভুবন।
সোনাপুর নগরে গাযী পাইল চেতন[২] ॥
চেতন[২] পাইয়া গাযী বলে হাএ হাএ।
রাত্রের[৩] সুন্দরী চম্পা রহিল কোথাএ ॥
হা হা প্রিয়া বলি গাযী উঠিল কান্দিয়া।
কোথা গেল প্রাণেশ্বরী[৪] আমাকে ছাড়িয়া ॥
এত প্রেম নেহা সঙ্গে কড়ার করিয়া।
শশীমুখী[৫] গেল মোকে কি দোষ পাইয়া ॥
কেনে মোর বধিলা[৬] প্রাণ কেনে দিলে দেখা।
কে মোরে আনিঞা দিবে কাকে দিবে লেখা ॥
পিয়া পিয়া বলি গাযী বালুশে[৭] দেএ কোল।
শিহরিয়া[৮] উঠে কালু গাযীর শুনি রোল ॥
কি হইল বলি কালু গাযীর ধরে পাও।
করুণা অনল[৯] মনে নাহি মুখে রাও ॥
কান্দিয়া ডাকিল কালু সোনাপুরের লোক।
কালু কান্দে গাযীর কারণ পায়া বড় শোক[১০] ॥
সোনাপুর রাজ্য লয়া পড়িল ঘোষণা।
গাযীকে দেখিতে চলিল সর্বজনা ॥
দেখিতে চলিল সবে কি নারী পুরুষ।
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ চলে কেহত মুরুখ ॥
দেখিতে চলিল কত গর্ভবতী[১১] নারী।
নিজ ছাওয়াল[১২] কোলে কার ঘরে পরিহরি ॥
বালকেক দুগ্ধ দিতে কার নাহি মোহ।[১৩]
কোন কোন যুবতী চলে হস্তে কাঁকে পোহ ॥

গাযীকে দেখিতে লাকে পাড়ে লড়ালড়ি।
লাঠি[১৫] ধরি চলে [সবে] বুড়া আর বুড়ী ॥
কড়িয়া জাঙ্গাল আর[১৬] দিয়া বাহু নাড়া।
আঁখির নিমিষে[১৭] ভাঙ্গে সোনাপুর পাড়া ॥
দেখে যে গাযী পড়িয়া করিছে ছটফট[১৮]।
আসিয়া দেখিল গাযীক মজিদের নিকট ॥
সবে বলে মিঞাজি কি হইল তোমার।
বেথা[১৯] শূল বিষ কিবা বল সমাচার ॥
কান্দিআ আকুল সবে দেখি গাযীর হাল।
জ্ঞান ধ্যান বাক্য[২০] মুখে নাহি যেন কাল ॥
এক জনে বলে মিঞাজির হৈল রাত্রি নিশা।
শীঘ্র[২১] করি পড়ি দেহ উবদ[২২] সরিয়া ॥
কেহ বলে মিঞাজির বাসুলি[২৩] হইল বোকা।
কেহ বলে ঔষধ[২৪] বাটিয়া মাথে দেও ঠোকা।
কেহ বলে খোওয়া[২৫] হৈল কেহ বলে পাঁচ।
কেহ মন্ত্র জপ কির দেএ ভোটা কাচ ॥
কেহ বলে নিদানি দীঘির আন জল।
কেহ বলে আগে আন ঔষধের[২৬] বাকল ॥
সাত[২৭] পাঁচ কহে সবে গাযী গড়াগড়ি।
মুখে তুলি দেএ কেহ ঔষধের[২৮] বড়ি ॥
মুখে নাহি দেএ গাযী চক্ষু[২৯] ঘুরাএ।
কাকে বা মারেন লাথি কাকে ধাক্কা দেএ ॥
আর নাহি বাঁচে মিঞা সোনাপুর অস্থির[৩০]।
কালু যিন্দা আকুল হয়া ভূমে ঠোকে শির ॥
আহারে দয়ার ভাই মোরে গেলা ছাড়ি।
একারণ ভরসা দিয়া ছাড়াইলা বাড়ি ॥
কার লক্ষে রব আমি যাব কোন দেশ[৩১]।
মোর ভাই লইলা আল্লা পায়া[৩২] কোন দোষ ॥
তখনি বলিলাম[৩৩] ভাই চল যাই ফিরি।
জননী ছাড়িয়া ভাই একোন[৩৩] ফকিরি ॥

১. অদ। ২. চৈতুন। ৩. রাত্রেতে ষুন্দরি। ৪. প্রানের্শ্বরি। ৫. সসিমুখি। ৬. বদিলা। ৭. বালুসে=বালিশে। ৮. সিহরিয়া। ৯. করূনা আনল। ১০. সোগ। ১১. গর্ব্ববতি। ১২. ছাওাল। ১৩. বার্ল্বকেক দুর্গ্ধ দিতে নাহি কার মহ। ১৪. পোহ শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ১৫. লাটি। ১৬. দিয়া আর। ১৭. আক্ষির নিমসে। ১৮. ছটবট। ১৯. ব্রেথা ষুল। ২০. গ্যান ধ্যান বাকর্ক। ২১. সিগ্র। ২২. উবদ—শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ২৩. বাসুলি=বাগুলি? ২৪. ঔসদ। ২৫. খোওা। ২৬. ঐসদের। ২৭. ছাচ। ২৮. ঐসদের। ২৯. চক্ষ। ৩০. অস্তির। ৩১. দেসে। ৩২. পাএ। ৩৩. বুঝিলাম। ৩৪. একন।

উঠ উঠ[১] প্রাণ গাযী ডাকে তোর কালু।
কোন অপরাধে সাহেব মোকে ছাড়ি গেলু ॥
আমাকে ছাড়িতে সাহেব মনে তোর লইল।[২]
ভরিল সাউধের[৩] ভরা কালুসে ভাসিল ॥
তোমার দোষ নাঞি ভাই করে আল্লা সাঞি।
তুমি যাও নিজপুরে কালু কোন ঠাঞি ॥
তুমি যদি যাহ মরি মোকে লেহ সাথ[৪]।
আমাকে ভাসাইলা সাহেব[৫] করিয়া অনাথ ॥
সবে বলে না কান্দিও মিঞা গাযীর ভাই।
আবদুল্লা হাকিম আছে তাকে ডাক দেই ॥
আবদুল্লা হাকিমের কথা সবার হৈল মনে।
ওলাওলি করি তাকে ডাক দিয়া আনে ॥
আবদুল্লা হাকিম সেহি বড়ই পণ্ডিৎ।
গাযীর সামনে চলি আইল ত্বরিৎ ॥
মজিদের দ্বারে যায়া খাড়া হয়া দেখে।
এহি কারণে তন্ত্র মন্ত্র[৬] কিছুই নাহি লাগে ॥
সত্ত্বরে আলদুল্লা হাকিম গাযীর ধরে কর।
নাড়ি ধরা হাকিম জানে সকল খবর ॥
আবদুল্লা বলেন সাহেব আমি জানি কাজ।
সকলের মধ্যে[৭] কইলে হবে তোর লাজ ॥
আমি জানি ভাল ভাল হইল যে রোগ।
ফকীরের উচিত নহে হেন রোগ শোক[৮] ॥
বেনাম ফকীর করি করে সর্বজন।
হেন দরবেশ দেখি তোমার শুদ্ধ[৯] নহে মন ॥
ভয়[১০] পাইল বড় খাঁ গাযী মনে আপনার।
অষ্ট বেদ[১১] ভেদ বেটা পারে কহিবার ॥
শুনিলে হাসিবে লোক লজ্জা[১২] আপনার।
আস্ত ব্যস্তে[১৩] কহে কথা গাযী খন্দকার[১৪] ॥
গাযী বলে ভাল হৈল সে আর নাহি রোগ।
আপনার গৃহবাসে[১৫] যাও সর্ব লোক ॥
শরমের খাতিরে গাযী উঠিয়া বসিল।
কালু জিন্দা বলে ভাএর রোগ দূরে গেল ॥
সকলে বিদ্রাএ হৈল এতেক শুনিঞা।
ভাল মন্দ না বলে গাযী শরম পাইয়া ॥

দিবস বয়্যা গেল রাত্রি উপস্থিত[১৬]।
গাযীর মনের রোগ [না] হৈল ঘুচিত ॥
সদাএ ভাবনা গাযী মনে নাহি সুখ[১৭]।
চম্পার কারণে গাযী সর্বক্ষণ দুঃখ[১৮] ॥
হইল বিভোর[১৯] রাত্রি কালু দেএ খানা।
চম্পাবতীর শোকে[২০] গাযী নাহি খাএ দানা ॥
নাহি খাএ খানা গাযী সদায় উশ্বাস[২১]।
কালু জিন্দা না খাইল রৈল উপবাস ॥
রাত্রি নিশা ভাগে লোক কেহই নাহি জাগে।
জোড় হাতে কালু জিন্দা কহে গাযীর আগে ॥
হস্তে খ লয়া কালু গাযীক বলে কও।
তেজিব আপন প্রাণ গলে দিয়া দাও ॥
গাযী বলে শোন ভাই প্রাণের দোসর।
কহিতে শরম বড় আমার উত্তর ॥
কহিব তোমাকে ভাই মনের ভাবনা।
সোনাপুর থাকিতে ভাই খোদাএ কর্ল মানা ॥
ছাড়িব রাজ্যের[২২] মায়া তুমি চল সাথে।
সোনাপুর রৈলে[২৩] ভাই মরিব এথাতে ॥
কি বল কি বল ভাই মরিবে কেমন।
কহ দেখি শুনি[২৪] তোমার দুঃখের[২৫] কথন ॥
এহিক্ষণে কহ মরুক কালু নফর।
যুগে যুগে থাক যাবত[২৬] চন্দ্র দিবাকর ॥
কহ দেখি শুনি তোমার মরণের সুখ[২৭]।
কহে শেখ খোদা বখশ আল্লজি রসুল[২৮] ॥

নাচাড়ি বিতনা।

শুনরে কালু ভাই দুঃখ[২৯] বলি তোর ঠাঞি
নিশীতে হইল সেহি ব্যথা[৩০]।
কহিতে পরান ফাটে অগ্নি জ্বলে[৩১] শুকান কাঠে
মুখে মোর নাহি আসে কথা ॥

---

১. উট। ২. আমাকে ছাড়িয়া সাহেব মোনে তোর লইল। ৩. সাউদের। ৪. সাত। ৫. ছাহেব। ৬. তোন্ত্র মোন্ত্র। ৭. মর্দ্দে। ৮. সোগ। ৯. ষুর্দ্দ। ১০. ভয়ে। ১১. অস্ট ব্যাদ। ১২. লজ্জীৎ। ১৩. অস্তে বেশতে। ১৪. খন্দগার। ১৫. গ্রিহবাসে। ১৬. উপশ্‌ত্তীৎ। ১৭. ষুক। ১৮. দ্বখ। ১৯. বেভোর। ২০. সোগে। ২১. উর্শ্বাস। ২২. বার্জ্জের। ২৩. রৈল। ২৪. ষুনি। ২৫. দ্বক্ষের। ২৬. জবত। ২৭. ষুক। ২৮. অছুল। ২৯. দ্বক্ষু। ৩০. ব্রেথা। ৩১. জলে ষুকান কাটে।

আওয়াল জুম্মা বারে[১] দুই ভাই পালঙ্গ পরে
শুইয়া[২] ছিলাম মজিদ মাঝার।
আল্লার হুকুম হইল মোকে লয়া কেবা গেল
দেখিয়া পরাণ জার জার ॥
বিধাতার ছিল লেখা সুন্দরীর সহিতে দেখা
গিয়াছিলাম ব্রাহ্মণ নগর।
হেন রূপ নাহি দেখি প্রাণ লইল শশীমুখী[৩]
পতি বলি দিল স্বয়ম্বর ॥
বিভার কড়ার করি বদলিল অঙ্গুরী[৪]
পাএ মোর পড়িল কান্দিয়া।
আমি কইলাম[৫] তার পাশে রহিলাম তোমার আশে
প্রেম ডোরে লইল বান্ধিয়া ॥
যত কইল[৬] সুন্দরী কহিবার নাহি পাবি
সেহ কন্যা জাত[৭] ব্রাহ্মণ।
চম্পাবতী তার নাম রূপে গুণে অনুপাম
বদলিল পালঙ্গ বসন[৮] ॥
নানান রঙ্গে কত[৯] খেলি কন্যার চিকুর[১০] খুলি
আউলাইল[১১] কাঁচুলি কাবাই।
পান তাম্বুল খায়া দুই পালঙ্গে রহিনু শুইয়া[১২]
প্রেম মনে দুহে নিদ্রা যাএ ॥
প্রভাতে নঞান মেলি নাহিক ব্রাহ্মণের বালি
না দেখিয়া হইলাম [অ]চেতন[১৩]।
যদি তারে নাহি পাব দরিয়াতে ঝাঁপ দিব
তবে মোর বাড়িল জঞ্জাল ॥
শুন[১৪] কালু বলি তোরে এহি রোগ হৈল মোরে
কহিলাম যত দুঃখ অন্ত।
তথা মোর যাইতে সাধ[১৫] নাহি কর প্রমাদ[১৬]
চল ভাই ধর সেহি পন্থ[১৭] ॥
কালু বলে চুপে চাপে তথা যাইব কোনরূপে
শুনিলে[১৮] হাসি[বে] লোকজন
মহে নহে হেন কাজ পশ্চাতে[১৯] পাইবা লাজ
বিরচিল রফিক নন্দন ॥

দিসা : আর মন উদাস হইল।
উদাস হইল মন না রহিবে[২০] ঘরে ॥

পদ

কালু বলে ফকিরেক ইহা উচীত নএ।
গাযী বলে খোদার কলম রদ নাহি হএ ॥
কালু বলে এমত হয়াছ চম্পাক দেখি।
গাযী বলে আকুল করিল চন্দ্রমুখী ॥
কালু বলে সেহি কথা জানিলাম কেমনে।
গাযী বলে কপালে লেখিছে নিরঞ্জনে ॥
কালূ বলে শেষে[২১] জানি পর্দ হএ চূর।
দুর্গতি হইবে[২২] কোথা ছাড়ি সোনাপুর ॥
গাযী বলে আমার হাতে আছে তার চিন।

১. আওয়াল যুম্মাবায়ে। ২. যুইয়া। ৩. সসিমুখি। ৪. অঙ্গরি। ৫. কইল্যাম। ৬. কইল্য। ৭. জাইত। ৮. বশন। ৯. কর্ত্ত। ১০. চিকুর্দ্ধ। ১১. আইলাইল। ১২. যুইয়া। ১৩. বৈতন। ১৪. যুন। ১৫. সাদ। ১৬. প্রবাদ। ১৭. পন্ত। ১৮. যুনিলে। ১৯. প্রছাদে। ২০. রহীব। ২১. শেশে। ২২. হইবো।

মরিলে এড়ান নাহি পাব একদিন ॥
কালু বলে মিঞা সাহেব ছাড়হ খেয়াল[১]।
আনন্দে রহিব এথা কি আমার জঞ্জাল ॥
নামাতে[২] কব আমি নগর মাঝার।
সোনাপুর জুড়িয়া ভাই তোমাকে দিব লাজ ॥
গাযী বলে নিদারুণ হইলা ভাই তুমি।
রাত্রিকালে মনস্তাপে ছাড়ি যাব আমি ॥
এথা রহিলে ভাই না বাঁচিব প্রাণে।
কিবা গলে দড়ি দিব কিবা হুতাসনে ॥
নাহি চল সঙ্গে মোর হবা বদের ভাগী।
তোমার সাক্ষাতে আমি প্রাণ দান মাঙ্গী ॥
না চল আমার সঙ্গে তুমি ভাই কিসে।
অমৃতের ভাণ্ড মোর জিনিলেক বিষে[৩] ॥
সর্ব অঙ্গ জিনিঞা মোর শিরে উঠে ধুঙা।[৪]
চক্ষু মোর হৈল ঘোর রাজ্য [হৈল] কূয়া ॥
এহি বলিয়া[৫] গাযী জুড়িল ক্রন্দন।
কালু জিন্দা বলে আমি করিব কেমন ॥
আহা আল্লা নিরঞ্জন শুকুর[৬] দরগাএ।
যাহার বক্তে দুঃখ লেখে সুখ[৭] নাহি হএ ॥
ভুঞ্জিয়া সকল[৮] দুঃখ করিলাম মোকাম।
তাহার উপরে বুঝি বিধি হইল বাম ॥
না গেলে এড়ান নাহি না জানি কিবা হএ।
কি জানি আমাক ছাড়ি দয়ার সাহেব যাএ ॥
যাইব যাইব বলে কালু দস্তগীর।
না কান্দ না কান্দ ভাই মন কর স্থির[৯] ॥
নগরের যত প্রজা ডাক দিয়া আনে।
মেলানি[১০] মাঙ্গেন কালু প্রজাগণের স্থানে[১১] ॥
শুন শুন প্রজগণ বলি যে সবায়[১২]।
তোমাগের স্থানে[১৩] আমি মাঙ্গি যে বিদাএ ॥
এতদিন ছিলাম বাপু নগর তোমর।
পুনর্বার[১৪] থাকিতে হুকুম নাহিক খোদার ॥
শাহ বড় খাঁ গাযী বলে উমরের[১৫] তরে।
সঁপিলাম[১৬] সকল প্রজা তোমার গোচরে ॥
যতনে[১৭] পালিও প্রজা না ভাবিও আন।
বহু শ্রমে বসাইলাম নগর খান ॥
আল্লা নবী আনে যদি আসিব ফিরিয়া।
পুনর্বার[১৪] দেখিব পুরী নঞান ভরিয়া ॥

আল্লা যদি নাহি আনে না আসিব আর।
এহি যে হইল দেখা তোমার আমার ॥
আনন্দ উল্লাস[১৮] যেন থাকএ নগর।
দোষ ঘাট মাফ করিবা খিতাব উমর ॥
তোমাকে সঁপিলাম[১৬] রাজ্য আমি সোনাপুর।
আশীর্বাদ করিলাম সবার[১৯] দুঃখ যাউক দূর ॥
হেন বাক্য যখন কহিল জিন্দাপীর।
শুনিয়া গাযীর কথা আকুল শরীর ॥
কি বল কি বল সাহেব দারুণ বচন।
কোথা যাইতে চাহ সাহেব করিয়া নিধন ॥
বহুসাধ[২০] ছিল তোমার সেবিতে কদম।
প্রাণ বধি[২১] কোথা যাইবা হয়া কাল যম ॥
এতক বলিল তবে উমর[২২] চৌধুরী।
কান্দিতে লাগিল সে গাযীর পাও ধরি ॥
সোনাপুর জুড়িয়া সব উঠিল ক্রন্দন।
হাহাকার করি তারা কান্দে জনে জন ॥
বড় সুখে[২৩] ছিলাম সাহেব তোমার ভরসা।
হারায়া গুণের নিধি কার করিব আশা ॥
নিষ্ঠুর শরীর[২৪] তোমার মনে নাহি দয়া।
কোথা যাইতে চাহ তুমি নিদারুণ হয়া ॥
আর হেন কেবা আছে কে বুঝিবে মোহ[২৫]।
যথা তথা যাহ সাহেব মোকে সঙ্গে লেহ ॥
সাত ভাই কান্দে তারা বলে হাএর হাএ।
সাত ভাইর স্ত্রী[২৬] কান্দে ধরিয়া গাযীর পাএ ॥
আর যত কান্দে লোক কহিতে না পারি।
বড়া বুড়ী কান্দে সব নগরের নারী ॥
কোলের ছাওয়াল[২৭] কান্দে দ্বন্দ্ব[২৮] পাড়া পাড়া।
উট হাতি কান্দে আর হংস ঘোড়া ভেড়া ॥
বনের হরিণ কান্দে পশু স্থলচর[২৯]।
মাথে[৩০] হাতে কান্দে ব্যাঘ্র[৩১] ভল্লুক বানর ॥
উমরের ক্রন্দনের গাভিনী[৩২] গাব ছাড়ে।
নতুন[৩৩] বৃক্ষের পত্র সেহ ঝরে পড়ে ॥
প্রজাগণের ক্রন্দনে গাযীর পোড়ে মন।
কালু জিন্দা কান্দে[৩৪] স্মরিয়া নিরঞ্জন ॥
বহুত কান্দিয়া সবে স্থির[৩৫] কর্ল মন।
গাযীর সামনে[৩৬] কহে প্রণতি বচন ॥
উমর চৌধুরী বলে শুন দস্তগীর।

১. খিয়াল। ২. নামাতে অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ৩. বীশে। ৪. শব রঙ্গজীনীঞা মোর সিরে উটে ধুঙ। ৫. কহী বুলীতে। ৬. ষুকুর। ৭. ষুক। ৮. শকল ঘক্ষ। ৯. স্তির। ১০. মীলানী। ১১. স্তানে। ১২. সভাএ। ১৩. স্তানে। ১৪. প্বণ্নবার। ১৫. উম্মরের। ১৬. শপীলাম। ১৭. জর্ত্তনে। ১৮. উর্ল্লাশ। ১৯. শভার ঘক্ষ জাউক ঘর। ২০. শাদ। ২১. বদি কথা। ২২. উম্মর। ২৩. ষুকে। ২৪. নীষ্টুর সরীল। ২৫. মহ। ২৬. শাত ভাইর শৃত্তীরী। ২৭. ছাওাল। ২৮. ঘন্দু। ২৯. চলচর। ৩০. মাতে। ৩১. বেঘ্রভর্ল্লক। ৩২. গাবিনি। ৩৩. নৈত্তন বৃীক্ষের। ৩৪. কানে শওরিরা নীরাঞ্জন। ৩৫. স্তির। ৩৬. ছামনে।

খেদমত করিব আমরা থাকিয়া হাযীর ॥
গাযী বলে না থাকিব চিত্ত নাহি রয়।[১]
নিশ্চিন্তে[২] রহিলে ক্রোধ হইবে খোদাএ ॥
শুনিঞা গাযীর মুখে বাত বড়ই কসা।
বহুত কান্দিয়া গাযীর[৩] ছাড়িলেক আশা ॥
গাযী বলে শুন উমর বান্দিয়া ঈমান।
দরশন পাইবা তুমি করিলে ধ্যান ॥
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ্‌ গাযী জিন্দার পাএ
সোনাপুর ছাড়িয়া গাযী হইল বিদাএ ॥

পদ

বল আল্লার নাম বারে এহিবার।
মনুষ্য[৪] দুর্লভ জনম হএ কি না হএ আর ॥
বল ভাই আল্লাম নাম বার এহিবার।
অধম লাগিছে তোমার কালাম জপিবার ॥
সবে বলে হাদী সাহেব আসিও সকালে।
দরশন পাইলে মাত্র স্মরণ করিলে ॥
কান্দিয়া সকল লোক গাযীক বলে যাও।
কি দোষ করিলাম আর ফিরিয়া নাহি চাও ॥
তাহার পাছে শাহা গাযী খোশ্ব[৫] হৈল মন।
সুবর্ণ দস্তার শিরে পড়িল তখন ॥
সুবর্ণ[৬] সেহলি গলে কোমরে জিঞ্জির।
হযরতী খেলেফা গলে কমল-শরীর ॥
আসা নিল হাতে খড়ম দিল পাএ।
তসবী[৭] গলাতে দিল ঝলমল হএ ॥
আছেলা[৮] গুদড়ি যত কালুর কান্দে দিয়া।
কালু গাযী যাএ তবে সোনাপুর ছাড়িয়া ॥
যাত্রা করিল গাযী স্মরিয়া[৯] পরয়ার।
যাত্রাকালে পাইল গাযী ডাইন নাকে স্বর[১০] ॥
আইসহ বলিয়া কেবা ডাকিয়াছে আচমবিত।
সধবা বিবির কাঁখে কলসি পূর্ণিৎ ॥[১১]
দধি লহ দধি লহ ডাকে গোয়ালিনী[১২]।
পুষ্পের পশার লয়া ভেটিল মালিনী[১৩] ॥
ধেনু বাছা বাছা বলি সামনে[১৪] দাঁড়াএ।
গজ কান্ধে মাহুত আসি অঙ্কুশ বাজাএ ॥
সুযাত্রা দেখিয়া গাযী ভাবে মনে মন।
বাঞ্ছাসিদ্ধি[১৫] করিবে মোর মালিক নিরঞ্জন ॥
আগে গাযী পাছে কালু করিল পয়ান ॥
সোনাপুরের লোক কান্দে ধরিয়া জোগান ॥
কান্দিয়া সকল লোক থোয়[১৬] আগ বাড়ি।
সোনাপুর আন্ধার হইল কালু গাযী ছাড়ি ॥
নগর যুড়িয়া নাঞি হরিষ আরাম[১৭]।
না নড়ে বৃক্ষের[১৮] পাতা রাজ্য ছমছম[১৯] ॥
হোসেন মরিয়া যেন মদিনা ছারখার।
তেমতি হইল দিবা সোনাপুর আন্ধার ॥
সোনাপুর ছাড়িয়া পাইল গ্রাম সোনমতী।
তাহার তলে হইল পার নদী পদ্মাবতী[২০] ॥
তাহাক ছাড়িয়া পাইল গ্রাম কাশিপুর।
তাহাকে ছাড়িয়া পাইল গ্রাম সুবাসুর[২১] ॥
মধুপুরে সোনা নদী প্রজা চালে চালে।
ইছামতী পার হৈল ডুম্বরিয়ার তলে ॥
বর্ধমান[২২] ঝাড় শুশু গ্রাম তিলক পাড়া।
মুনিপুর পাকড়িয়া তাতে পাইল সাড়া ॥
সোনা গ্রাম সুন্দর ধন গ্রাম কুলাজুতি।
তাহার পূর্বে পার হইর গঙ্গা ভাগীরথী[২৩] ॥
যাদুবাড়ি লোহদাড়ি[২৪] ওলশিয়াপাড়া।
সেরাত্র রহিল তথা দুইসহোদরা[২৫] ॥
শর্বরী পোহায়া গেল হইল ফজর।
লোকজনে পুছে ফকির বাবা কতদূর ॥
ধাওয়া পুর আগে গ্রাম [পাএ] মতিচুর।
শাতালি পাতালি গ্রাম আর মধুপুর ॥
সপ্তদিন হাঁটিয়া পাইল গ্রাম হাজী কোলা।
তাহার তলে হইল পার নদী গিরিনালা ॥
নওগাঙ জোড়গাড়ি আর তেলী হারা।
আমির পুর লগ্ন[২৬] হারা গ্রাম পাইকপাড়া ॥
বানদীঘি ইন্দাহার শালগুণ মাতরাই।
সে রাত্রি প্রবাস তথা করে দুই ভাই ॥
মাকুল শাকুল গ্রাম এড়াইল ভালে ভালে।
হিয়াল পার্বতীপুর গেল সন্ধা কালে ॥
ছোট বড় কত গ্রাম যাএবা ছাড়িয়া।
তারপরে পাইল দুই ভাই কহর দরিয়া ॥
দরিয়ার কূলে বসি ভাবে মনে মন।

১. গাজী বোলে না থাকীব চীত্ত্য নাহী রয়ে। ২. নীচীন্তে। ৩. গাজী। ৪. মনুর্শ্য দুর্ল্বব। ৫. খোর্শ্ব্য। ৬. শোবর্ণ্ন্য। ৭. তছবী। ৮. আছেলা গুদড়ি কাঁথা-কাপড় অর্থে। ৯. স্বঙরিয়া। ১০. নাকের্শ্বর। ১১. শদবা বিবীর কাকে কলশি প্বর্ণ্নিত। ১২. গোওালিনি। ১৩. মাইলানি। ১৪. ছামনে। ১৫. বার্ঞ্চ্যশির্দ্দি। ১৬. থুই ২। ১৭. রারাম। ১৮. বিৃক্ষের। ১৯. ষুমশাম। ২০. পর্দ্দবতি। ২১. ষুবাষুর। ২২. বর্তমান উল্লেখের আগেও বর্তমান গ্রামের কথা আছে। বর্ধমান নগরের লোক এনেই সোনাপুর নগর স্থাপন করা হয়। শব্দটা খুব সম্ভব বর্ধমান। ২৩. ভাগরিথি। ২৪. জাদৃআড়ি লোহডাড়ি। ২৫. শহদো। ২৬. নগ্ননা।

গাযী বলে ভাই কালু করিব কেমন ॥
নাও কিস্তি[১] কিছু নাই পার হই কিসে।
আল্লা তাল্লা পাঠাএ নৌকা হিলানি বাতাসে ॥
নৌকা দেখি দুই ভাই মোনাজাত ভেজিল।
দরূদ পড়িয়া দুই ভাই নৌকায়[২] চড়িল ॥
পার হইল দুই বাই আল্লাজিক স্মরণ[৩]।
রাত্রি দিবা চলে তবে চলে[৪] বিচক্ষণ ॥
হারামতী পার হইল তাহার দক্ষিণে।
চাটগ্রাম শোবরা পাইল তাহার সামনে ॥
মদনপুর শ্যামপুর গ্রাম বানেশ্বর।
তাহাকে ছাড়িয়া পাইল বিজয় নগর ॥
চাপড়াপাড়া[৫] ছাতিন গাড়া গ্রাম নন্দীপুর।
সে গ্রাম ছাড়িয়া দুই ভাই গেল কতদূর ॥
বহু শ্রমে পার হৈল নিযুর পানি।
তাহার দক্ষিণে পাইল গ্রাম বড় ফেনী ॥
সেই গ্রমের দক্ষিণে গাযী দৃষ্টি[৬] করি চাএ।
শ্রীধব বাজার রাজ্য দেখিবার পায় ॥
শ্রীধর রাজার রাজ্য পশ্চাৎ[৭] করিয়া।
হাসান বাজাব বাড়ি আগে পাইল জায়া ॥
নবদিন[৮] পার হইল সে রাজার দেশ।
কাঞ্চন নগরে জায়া হইল প্রবেশ ॥
জযপুর কিষ্টপুর গ্রাম নিশাকোন।
তাহাক ছাড়িয়া পাইল মাণিক পাটন ॥
তাহাক ছাড়িয়া পাইল কংশের ভুবন।
সেরাত্রে রহিল তথা ভাই দুই জন ॥
রজনী প্রভাত হৈলে চলে দুই ভাই।
পথে পাইল গ্রাম নিকটে জসাই ॥
সাপমারা শ্রীপুর পাইল কোছমুড়ি।
সোবরা খামারপাড়া আর হিজল গাড়ি ॥
লকি কোলা সোনাতোলা যুজাড়িয়া গড়ি।
হাজিপুর গোদাগাড়ি তাকে গেল ছাড়ি ॥
কুঙ্গরি বিধিগ্রাম সেহ গেল ছাড়িয়া।
তাহার সামনে দেখে কহর দরিয়া ॥
লোকজনক পুছে আগে ইকোন সহর।
সবে বলে ঐ গ্রাম রাজা শশধর[৯] ॥
পার হইয়া দুই ভাই রহিল সেই দেশে।
মধুপুর ঘৃতবাড়ি[১০] নযরেতে আইসে ॥
ক্ষণেবা মনুষ্যের বাড়ি ক্ষণে থাকে পথে।[১১]
কোন দিন বৃক্ষতলে[১২] যাএ এহি মতে ॥
যায়া প্রবেশিল [দেশে] সৈয়দ রাজার।
এক বৃদ্ধক[১৩] ডাকিয়া পুছিল সমাচার ॥
কালু বলে বৃদ্ধ[১৪] বাপু শুন মোর বাণী।
ব্রাহ্মণ নগর মিঞা হবে কতখানি ॥
বৃদ্ধ[১৪] বলে শুন বাপু নাহি জানি তত্ত্ব[১৫]।
লোক মুখে শুনা যাএ দশদিনের পথ ॥
শুনিয়াছি সেহি রাজা বড় দুরাচার।
যবন[১৬] পাইলে রাজা করে সংহার ॥
কুলে শীলে ধর্মে কর্মে সর্ব তত্ত্বে ভাল।[১৭]
এহি বড় দারুণ রাজা ফকিরের কাল ॥
শিশুমূর্তি ছাওয়াল[১৮] ফকির দুই জন।
না যাও না যাও তোমার হারাইতে জীবন ॥
গাযী বলে মাবিবে রাজা তাহা আমি জানি।
কিমতে যাইব তাহা কহ পথখানি ॥
বৃদ্ধ[১৪] বলে যাহ ফকীর হারাবা পরাণ।
গ্রামের দক্ষিণে পাইবা বাদশাই শইরান[১৯] ॥
তিনদিন হাঁটিয়া পাইল মহল রাজার।
দামগাড়ী বড় শাঙ পাইল রাজাহার ॥
পানিতোলা দৈহারা গেল কালুগাড়ি।
গুজিয়া পাড়া মোকামতলা মাস্তান[২০] গেল ছাড়ি।
এহিমতে যাএ পীর কত কব আর।
আর কত গ্রাম ছাড়ে লেখা নাহি তার ॥
চারিদিন পার হইল বগুরার রাজার।
যায়া উত্তরিল পীর তাহার কিনার ॥
একে একে সেহ গ্রাম ছাড়িলেক হেলে।
জয়াকুণ্ড গ্রামে প্রবেসিল সন্ধাকালে ॥
সে বাত্রি রহিল তথা দুই সহোদর।
শর্বরী পোহায়া গেল হইল ফজর ॥
লোকজনে বলে ফকির যাবা কতদূর।
সামনে পাইল নদী গলে কান্তাপুর ॥
ফকিরে বলেন যাব ব্রাহ্মণ নগর।
সবে বলে তবে বেটা যাবে যমের ঘর ॥
দুর্দণ্ড[২২] রাজা সেহি মটুক নৃপতি[২৩]।
যবন[২৪] পাইলে কাটি করিবে রতিরতি ॥
ভএ পায়া কালু বলে চল যাই ফিরি।

১. কিশ্তি। ২. নৌখায়। ৩. স্বওরন। ৪. নাহি। ৫. চাপোড়া পাড়া। ৬. দিষ্ট। ৭. প্রছাদ। ৮. নবদ্বীপ? ৯. সোশধর। ১০. ঘির্ত্তবাড়ি। ১১. খেনেবা মনুর্ষ্বের বাড়ি খেনে থাকে পতে। ১২. বিক্ষতলে। ১৩. বিধক। ১৪. বিধ। ১৫. তর্থ। ১৬. জৈবন। ১৭. কুলে শিলে ধম্মে কম্মে শর্ব্ব তর্ত্তে ভাল। ১৮. সিষু মুর্ত্তিছাওাল। ১৯. সরাইখানা? ২০. মাশ্তান—মাহস্থানের কথা বলা হয়েছে কি? সুন্দরবনের মহাস্থান আসবে কোথা থেকে? কিন্তু পরে চতুর্থ পদে 'বগুরার বাজার'-এর উল্লেখ দেখে মনে হয় কবি মহাস্থানের কথাই বলেছেন। ২১. দ্বরডণ্ড। ২২. নিরূপ পতি। ২৩. জৌবন।

মটুক রাজার চরে পাইলে লয়া যাবে ধরি ॥
বড় ভএ রাগে ভাই লোক মুখে শুনি।
চলচল ফিরি যাই ভাই গুণ মণি ॥
গাযী বলে ভাই কালু ভয় কি খাতির।
ফিরিয়া গেইলে ভাই না হবে যাহির ॥
চলি যাএ দুই ভাই গেল কত দূর।
সামনে পাইল যায়া গ্রাম কান্তাপুর ॥
কান্তাপুরের রাজা সেই নাম কান্তাধর।
মধ্যে[১] আছেন তার বিষম সাগর ॥
ব্রাহ্মণ নগরের কথা পুছে যত আদি।
ওপারে ব্রাহ্মণ নগর মধ্যে আছে নদী ॥
আনন্দ হইল তবে শুনি দুই ভাই।
আল্লা নবি বলি সেদিন রহিল তথাই ॥
বটবৃক্ষ ছিল এক ক্ষীর[২] নদীর কূলে ॥
দুই ভাই রহিল সেহি বটবৃক্ষের তলে ॥
কালু বলেন মন ঝুরে দিবারাতি।
রাজ ভোগে ভুলিয়াছে কন্যা চম্পাবতী ॥
রাস্তা নাহি রাজপুরে যত ইমারত।
কি মতে দেখিব চম্পাক করিয়া কিমত ॥
গাযী বলে শুন তুমি কালু প্রাণের ভাই।
অবশ্য[৪] কন্যার দেখা হইবে এহি ঠাঞি ॥
কিবা পর্ব্বত আর গহীন সাগর।
অগ্নি মধ্যে[১] দিতে ঝাপ তাতে নাহি ডর ॥
উহাতে আমাতে থাকে নসিবের বাটা।
এহিখানে থাকি পাইব কন্যার সাথে দেখা ॥
উহাতে আমাতে থাকে বিধাতার এক।
এহিখানে থাকিয়া জানিব প্রতেক ॥
আজি দিবস থাকিয়া জানিব দুই জন।
এথা বসিয়া জানিব সকল বিবরণ[৪] ॥
এহিখানে পাই যদি চম্পা দরশন।
তবে সে যাইব ভাই বিভার কারণ ॥
যদি চম্পাবতী না দেএ দরশন।
কালি অন্য দেশে চলি যাইব দুইজন ॥
ব্রাহ্মণ নগরের ঘাট সমুখে রাখিয়া।
আগাজ[৫] করিয়া বসিল দুই ভাইয়া ॥
বিষম সাগরে ফেলিল নিরঞ্জন।
চম্পাবতীর পরীক্ষা বুঝিব অখন ॥

এমত বলিয়া গাযী করিল বৈসন।
সেহিকালে দুলিল আল্লার আসন ॥
আল্লা বলে দোস্ত নবী করিব কেমন।
গাযী বসিয়া তৌলে বিবি চম্পার মন ॥
আজি যদি না পাএ গাযী চম্পার দরশন।
না হইবে বিভা তবে কহিলাম অকারণ ॥
অন্য[৬] দেশে যাবে গাযী কড়ার ভিখারী[৭]।
চম্পা রহিল তবে হয়া অকুমারী ॥
আল্লা বলে দোস্ত নবী মোর কোলে না রএ।[৮]
মন্দিরে স্বপন[৯] দেখে গাযীক চম্পাএ ॥
ব্রাহ্মণ নগর চম্পা দেখিল স্বপন[৯]।
রাত্রি নিশা ভাগে গাযীর সঙ্গে দরশন ॥
স্বপনে[৯] আসিয়া করে প্রেম আলিঙ্গন।
নানামতে রঙ্গ খেলা[১০] করে দুই জন ॥
চম্পাবতীর মনদুঃখ হইল ঘুচিত।
কন্যা বলে প্রাণনাথ ছিলা কোন ভিত ॥
নিষ্ঠুর শরীর তোমার নিষ্ঠুর পরাণ।
কি মতে পাসরি মোরে ছিলা অন্য স্থান[১১] ॥
খিল খিল হাসে কন্যা গাযীর কোল পায়া।
ঘৃত[১২] চিনি খায়া যেন পূর্ণ[১৩] হইল কায়া ॥
গাযী বলে প্রাণ দিয়া আছি যে নিকটে।
দরশন পাইবা কালি ক্ষীর[১৪] নদীর ঘাটে ॥
দৃষ্টি করি [যদি] দেখিবা নদীর কূলে।[১৫]
দুই ভাই আছি মোরা বট বৃক্ষ[১৬] তলে ॥
কান্তাপুরের পূর্ব দিগে নদীর ওপার।
অবশ্য[১৭] পাইবে দেখা করিলে নযর ॥
কন্যা বলে প্রাণ [পতি] যদি মিথ্যা[১৮] কও।
দরশন না পাইলে আমি গলে দিব দাও ॥
গাযী বলে শশীমুখী[১৯] করিয়াছি আশা।
তোমার আশে আসিয়াছি আল্লাজির ভরসা ॥
শুনিঞা গাযীর মুখে কন্যা আনন্দিত।
আসিয়া ছাড়িয়া যাইতে নহেত উচিত ॥
এহি মতে সারা রাতি করিয়া বিহার[২০]।
চেতন[২১] পাইল কন্যা সময় ফজর ॥
আস্তে ব্যস্তে[২২] উঠে কন্যা চৌদিগে নিহালে।
আসিয়া প্রাণের নাথ মোর ছাড়ি গেলে ॥
কান্দে কন্যা শশীমুখী[২৩] করুণা করিয়া।
এছার শরীর মোর না যাএ মরিয়া ॥

১. মর্দ্দে। ২. খির। ক্ষীর নদী এখানে সাধারণ নদী অর্থে। মধ্য যুগের কাব্যে নদী অর্থে ক্ষীর নদীর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ৩. অর্ব্বসে। ৪. বিভরন। ৫. আগাজ শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ৬. অর্ন্ন্য দেসে। ৭. ভিকারি। ৮. এ পদের অর্থ ঠিক বুঝা গেল না। পাঠে খুব সম্ভব ভুল আছে। ৯. সর্পন। ১০. খেলি। ১১. স্তান। ১২. ঘিৃর্ত্ত। ১৩. পূর্ণ্য। ১৪. খির। ১৫. দিস্ট করি দেখিল নদির কূলে। ১৬. বৃিক্ষ। ১৭. অর্ব্বসে। ১৮. মির্থা। ১৯. সসিমুখি। ২০. বিহর। ২১. চৈতন। ২২. অশৃতে বেস্তে। ২৩. সসিমুখি।

ছয় মাস গেল বয়া দেখ এক মাস।
নহে ছাড়িব প্রাণ পতির হতাশ ॥
কেনে মোরে দিল দেখো কেনে কর্লা রঙ্গ।
এমনি ছাড়িলাম ভাল হয়া মন ভঙ্গ ॥
ঘাটে যদি না পাই দেখা আপন নযরে।
অমনি ছাড়িব প্রাণ পড়িয়া সাগরে[১] ॥
তবে হৈবা প্রাণনাথ মোর বধের[২] ভাগী।
আখেরে তরিয়া লইবা এহি ভিক্ষা মাঙ্গি ॥
তুমি হৈবা বধের[২] ভাগী আল্লা নবী জানে।
আখেরে পাইব জাগা নিরঞ্জনের স্থানে[৩] ॥
এহি বড় মনে দুঃখ[৪] না হইল দেখা।
আমি অভাগীর ভাগ্যে[৫] কি আছে লেখা ॥
না দেখিলাম অভাগিনী চরণ তোমার।
আর কোন দুঃখ[৬] নাহি এহি দুঃখ[৬] সার ॥
সেবিয়া কি করিব আমি নাহি একতিয়ার।
অন্তকালে পাই যেন চরণ তোমার ॥
তোমার সাক্ষাতে আমি এহি করি আশা।
সাগরের ঘাটে গেলে মরণের দশা ॥
প্রভাত উঠিয়া রামা শোক[৭] অনুস্বরে।
দাসীগণ নও মামী জাগিল সত্বরে[৮] ॥
চম্পার করুণা শুনি[৯] আকুল পরানি।
সকলি জাগিল [যত] পুরের ব্রাহ্মণী ॥
সকলে বলেন মাও কি হইল তোমার।
আজি কেনে কান্দ মাও মন্দির মাঝার ॥
কান্দিয়া কহিল শুন যত সখিগণ।
স্নান[১০] করিতে যাব আমি সাগর গমন ॥
চল চল সখিগণ আমার সহিত।
ক্ষীর নদী সাগরে স্নান করিব তুরিত ॥[১১]
চিত্ত নাহি রহে ঘরে চল যাই ঝাটে।
স্নান[১০] করিয়া আসি আমরা ক্ষীর[১২] নদীর ঘাটে ॥
ঐ ঘাটে করিলে স্নান[১০] দূরে যাবে ব্যথা[১৩]।
সত্য সত্য কহিলাম মনহিত কথা ॥
লীলাবতী কন্যার মাও সখিগণকে কয়।
গঙ্গাস্নান[১০] করিলে যদি রোগ দূর হএ ॥
সকলি চলহ[১৪] সঙ্গে না কর জঞ্জাল।
বিলম্ব না করিও তোরা আসিও সকাল ॥
দাসীগণে বলে যাও নাহি যাব আমি।
সকল ব্রাহ্মণী যাউক কন্যার নও মামী ॥

তাহা শুনি দাসীগণ হরষিত অন্তর।
গিলা আওলা তারা লইল বিস্তর ॥
তৈল খৈল লইল ভরিয়া খোরাখুরি।
আনন্দ হইয়া চলে যতেক সুন্দরী ॥
আগে চলে দাসীগণ কন্যা চলে পাছে।
সাত ভাই বধূ চলে কন্যার কাছে কাছে ॥
সাত ভাই বধূ চলে কন্যার হস্ত দিয়া।
মধ্য[১৫] ভাগে চলে কন্যা হালিয়া ঢুলিয়া ॥
নও মামী চলে সঙ্গে সুন্দরী রমণী।
স্নান[১০] করিবারে যাএ যতেক ব্রাহ্মণী ॥
চলিতে না পারে কন্যা ধীরে ধীরে হাঁটে।
দরশন দিল যারা ক্ষীর[১৬] নদীর ঘাটে ॥
বান্ধা ঘাটে দাঁড়াইল[১৭] কন্যা চন্দ্রমুখী।
ওপারে বসিয়াছে দুই ভাই দেখি ॥
গাযী বলে ভাই কালু দেখহ নঞানে।
আইল রাজার কন্যা দেখ বিদ্যমানে[১৮] ॥
ইহা শুনি কালু দেওয়ান উঠিয়া দাঁড়াইল।[১৯]
সূর্য সাক্ষী[২০] করি কালু দেখিতে লাগিল ॥
আপনার মন কালু আপনে বুঝাএ।
রাজকন্যার পরীক্ষা বুঝি কহে হএ ॥
এমন সুন্দরী[২১] দেখী কেবা রহে ঘরে।
তত্ত্বজ্ঞান[২২] শাহা গাযী তার প্রাণে ধরে ॥
সাত ভাউজ নও মামী আর পঞ্চ দাসী।
স্বর্গ মচ্ছবে দাঁড়াইল পরম রূপসী ॥[২৩]
স্নানের[২৪] কি কার্য্য আছে তাহা নাহি মনে।
নিরবধি জুরে মন গাযীর কারণে ॥
ঝুট মুট সিনানর গাযীর কারণ।
গাযীক দেখিতে চাহে উপর নঞান ॥
উর্দ্ধমুখী[২৫] হয়া কন্যা দৃষ্টি[২৬] করি চাএ।
চন্দ্রবদন গাযীর দেখিবারে পাএ ॥
যেন মাত্র বিবি চম্পা কালু গাযীক দেখিল।
দরশন হৈতে আত্মা হিয়াতে আইল ॥
ধড়ফড়[২৭] করে কন্যা বলে হাএ হাএ।
উভে গ্রাসিতে চাহে হস্তে নাহি পাএ ॥
চক্ষে চক্ষে গাযীর সঙ্গে হৈল দরশন।
কান্দিয়া রাজার কন্যা হৈল দরশন।
কান্দিয়া রাজার কন্যা হৈল অচেতন[২৮] ॥
ধরিয়া লইল কোলে যতেক ব্রাহ্মণী।

১. শাগরে। ২. বদের ভাগি। ৩. শ্তানে। ৪. দ্বক্ষু। ৫. আমার অভাগির ভার্গে। ৬. দ্বখ। ৭. সোন। ৮. শর্ত্তরে। ৯. ষুনি। ১০. স্তান। ১১. খির নদি সাগর স্থান করিব তুরিত। ১২. খির নদির। ১৩. ব্রেথা। ১৪. চলিল। ১৫. মর্দ্দে। ১৬. খির। ১৭. বান্দা ঘাটে দাঁড়াইল। ১৮. বির্দ্দমানে। ১৯. ইহা ষুনি কার্ল্ল দেওান উঠিয়া ডাড়াইল। ২০. ষুর্জ্জ সাক্ষি। ২১. ষুন্দরি। ২২. তর্ত্তগ্যান। ২৩. সর্গ মর্চ্ছবে ডাড়াইল পরম উপসি। ২৪. স্থানে। ২৫. উর্দ্দমখি। ২৬. দিস্ট। ২৭. ধড়পড়। ২৮. অচৈতন।

চেতন করাইল কন্যাক মুখে দিয়া পানি ॥
চম্পা বলে সমুখে না রহ এক জন।
খানিক বসিয়া করি গঙ্গা দরশন ॥
সমুখ[১] ছাড়িয়া সবে এক ভিত হইল।
গাযী আর চম্পা তবে দীদার হইল ॥
গলে বসন দিয়া চম্পা সালাম[২] করিল।
হস্ত তুলি সাহেব গাযী দোওয়া[৩] ফরমাইল ॥
কপালে ঘাও মারে চম্পা গাযীর দিগে চায়া।
নঞানের জলে গেল বসন ভিজিয়া ॥
ওপারে[৪] প্রাণের নাথ মধ্যে আছে নদী।
উড়াঙ দিয়া যাইতে চাঙ পাখা না দেয় বিধি ॥
গাযীক দেখিয়া কন্যা করিছে ক্রন্দন।
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ্‌ রফিক নন্দন ॥

ত্রিপদী

কান্দে কন্যা শশীমুখী[৫] গাযীর বদন দেখী
কেনে পতি গেছ[৬] ছাড়িয়া।
তুমি হেন দুষ্ট মতি নাহি কোন নারীর পতি
তেজি প্রাণ সগরে পড়িয়া ॥
আইসহ প্রাণের নাথ অভাগিনীক লেহো সাথ[৭]
তনু কালা তোমার হুতাশে।
কি করিলাম ঘাট[৮] দোষ বৃথা[৯] মোরে কর্লা রোষ
দেখা তোমার পাইলাম পন্থ্‌ পাশে ॥
সবে মাত্র দেখা পাইনু চরণ তোমার না সেবিনু
এহি দুঃখ[১০] পাসরিতে না পারি ॥
হাহা পতি দুষ্ট মতী এতদিন ছিলা কুতি
পুরুষের বড় কাষ্ঠ[১১] হিয়া।
দেখি কন্যার প্রাণ ফাটে কান্দিয়া পড়িল ঘাটে
দাসীগণ তুলিল ধরিয়া ॥
মনে মাও স্তির[১২] বান্ধ ঘাটে আসি কেনে কান্দ
সবে বলে কি হইল রোগ।
ভালত আইলাম ঘাটে কহ মাও শুনি ঝাটে
নারীগণের মনে হইল শোক ॥
স্নানের কার্য[১৩] নাঞি চল ঝাটে ঘরে যাই
শুনিলে[১৪] কুপিত মহারানী।
হরিষে আইলাম চলি ঘাটে দশা গেল মিলি
ধন্দ্ব সবে মুখে নাঞি বাণী ॥
রাজাএ শুনিলে কালি[১৫] সবাক পাড়িবে গালি
ভেসে[১৬] যাউক গঙ্গার সিনান।
যত দিন আর জীব হেন ঘাটে না আসিব
সুখে[১৭] আসি হারালাম পরাণ ॥
কন্যা বলে শুন মাও মোর মুখে লাথি দেও
প্রাণনাথ মোর গেছিল[১৮] ছাড়িয়া।

১. সমুক। ২. ছার্ল্বাম। ৩. দোওা। ৪. উপারে। ৫. সর্সিমুকি। ৬. গ্যাছ। ৭. শাত। ৮. ঘাটি। ৯. ব্রেথা। ১০. দ্বক্ষু।
১১. কান্ট। ১২. স্তির। ১৩. কাজ্য। ১৪. ষুনিলে। ১৫. রাজাএ ষুনিলে কলি। ১৬. ভস্য। ১৭. ষুকে। ১৮. গ্যাছিল।

সবে দরশন পাই ধরিবাক নাহি চাই
আসি মোকে গেছিল[1] ছাড়িয়া ॥
সবে বলে শুন কন্যা কোথায় আছেন ধন্যা
আমরা না পাই দরশন।
স্বর্গে কি সমুদ্রে[2] থাকে দেখাইয়া দেহ তাকে
বিরচিল রফিক নন্দন ॥

[ইতি। ২৭ পালা সমাপ্ত]

১. গ্যাছে। ২. সমুদ্ররে।

২৮ পালা

দিসা : সেই পরান বান্ধিয়াছে যেমন
কালিয়ার চরণে।

পদ

বল আল্লা বল নবী বদন ভরিয়া।
অধম মওলার নামে প্রেম লাগাইয়া ॥
কন্যা বলে শুন[১] মামী বচন আমার।
কহিলে পাইবা লজ্জা আমার বিচার ॥
পশ্চাতে[২] পাইবা লজ্জা হবা অধোমুখী।
এহি ক্ষণে প্রাণনাথকে আমি দেই দেখি ॥
শুনিঞা[৩] কহিয়াছে কথা সাত ভাই-বধূ।
পাগল হইলা বিহন খায়া কেমন মধু ॥
কন্যা বলে মনের কথা বলিব সবার তরে।
দিব্য[৪] কর সবে হাত দিয়া মোর শিরে ॥
চম্পার [শিরে] হাত দিয়া সকলে কহে কথা।
কার স্থানে[৫] কই যদি খাই তোমার মাথা ॥
চম্পা বলে শুন[১] মোর দুঃখের[৬] কাহিনী।
কহিতে কহিতে উঠে[৭] জলন্ত অগনি ॥
যত কথা গাযীর সঙ্গে হয়েছিল বাসরে।
কান্দিয়া কহিল কন্যা সকলের হাযীরে ॥
হের দেখ বসিয়াছে সেহি [মন] চোর।
সেহি প্রাণ চুরি করি লয়া গেছে মোর ॥
এহি কথা চম্পাবতী যে কালে কহিল।
ওপার[৮] লাগিয়া সবে নযর করিল ॥
চন্দ্র সূর্য উদএ যেন ভূমে প্রকাশিত।
দেখিয়া গাযীর রূপ সকলি মূর্ছিত[৯] ॥
সকলে আকুল হইল গাযীকে দেখিয়া।
ছটফট[১২] করে প্রাণ নাহি ধরে হিয়া ॥
চম্পা বলে নও মামী শুন[১] আমার ঠাঞি।
ভাল করে দেখ তোমার ভাগিনী জামাঞী ॥
চম্পাবতীর নও মামী জিহবাত[১৩] কামড় খাএ।
চম্পার বচনে তারা বড় লজ্জা পাএ ॥
চম্পা বলে তোর জামাঞি দেখহ নিকট।
মঞ্চ[১৪] হৈতে নামে সবে নাকে দিয়া ঘোঙ্গট ॥
প্রাণ বিদরিয়া যাএ গাযীক দেখিয়া।
ভালত[১৫] ঝুরে চম্পা ইহাকে লাগিয়া ॥
মঞ্চ[১৪] হইতে নামিঞা বসিল বান্ধা[১৬] ঘাটে।
গাযীকে দেখিয়া সবে মোহে[১৭] প্রাণ ফাটে ॥
ভাউজ সবে হরষিত হৈল সবার মনে।
হাস্যবান হয়া সবে চাহে গাযীর পানে[১৮] ॥
হাসিয়া হাসিয়া কেহ বড় খাঁ গাযীক বলে।
ঈসৎ হসিয়া গাযীক ডাকে হাত ছানে[১৯] ॥
ওপারে[২০] বসিয়া কেনে কাতর হয়া চাও।
ধরিতে[২১] না পারি প্রাণ নদী পার হও ॥
হাস্যবান চম্পাবতী সাত ভাউজ লয়া।
মিনতি[২২] করি কহে কথা গলে বসন দিয়া ॥
ধন্য ধন্য কালু দেওয়ান বলে সর্বক্ষণ।
শুভক্ষণে[২৩] দুইজনের হৈল দরশন ॥
যেমতি রাজার কন্যা তেমতি গাযী নিধি।
একতনু দুই ভাগে নির্মাইল বিধি ॥[২৪]
কালু বলে আমি বুঝিলাম কারণ।
তোমাতে উহাতে লিখন খণ্ডায় কোনজন ॥[২৫]
মনের সন্দেহ দূরে গেল বুঝিল[২৬] অখন।
গাযীক এথা থুইয়া কালি করিব গমন ॥
কহিব রাজার তরে তাকে কিবা ডর[২৭]।
বিধাতা লেখিয়াছে তোক চম্পাবতীর ঘর ॥
একথা বলিয়া দুই ভাই বসিল একান্তরে[২৮]।
চম্পার তামাশা[২৯] তারা দেখিল নযরে ॥

১. ষুন। ২. প্রছাদে। ৩. ষুনিঞা। ৪. দিৰ্ব্ব। ৫. স্তানে। ৬. দ্বক্ষের। ৭. উটে জলন্ত অগুনি। ৮. উপার। ৯. মুরচিৎ। ১০. ষুৰ্জ্জ উদাএ। ১১. সকল। ১২. ছটবট। ১৩. জিবাত। ১৪. মৰ্ছৰ। ১৫. ভালইতোনা। হা. মী. গৃহীতপাঠ। ১৬. বান্দার। ১৭. মহে। ১৮. প্রানে। ১৯. সালে। ২০. উপারে। ২১. ধরাইতে। ২২. মিন্যতি। ২৩. ষুবক্ষণে। ২৪. মু. দ্বই তন্ব এক ভাগে নিম্মাইল বিধি। হা. মী. একি তনু দুই ভালে নিম্মাইল বিধি। ২৫. তোমাকে উহাকে লিখিৎ খণ্ডাইবেকোন জন। হা. মী. উনাতে তোমাতে লিখন খণ্ডায় কোনজন। ২৬. আমার। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ২৭. ডড়। ২৮. একান্তরে। ২৯. তামেসা।

মঞ্চ হইতে নামে চম্পা সাত ভাউজ লয়া।
বসিল ঘাটেতে কন্যা স্নানের[১] লাগিয়া ॥
স্নান করে চম্পা [বতী] গাযীর পানে[২] চায়।
হস্তপদ মাঞ্জে আর নএ্রান ফিরায়[৩]।
আউলাইল[৪] মাথার কেশ পড়িল ধরণী।
চন্দনের গাছে যেন বেড়িল নাগিনী[৫] ॥
খইলে[৬] মাখিয়া কেশ খোঁপা বান্ধিল।
গগনে শোভিত যেন তারাগণ হৈল ॥
পঞ্চ দাসী চম্পার অঙ্গ করিল মাঞ্জন।
নাপিতে ঘসিয়া[৭] যেন উঠাইল দর্পণ ॥
পানিতে লুকায়া তনু উপরে মুখ[৮] সাজে।
কমল বিকশিত জেন সরোবর[৯] মাঝে ॥
স্নান করি রাজকন্যা উঠিল উপরে।
তেমতি বাদশার পুত্র আছে নদীর তীরে ॥
হাতছানে গাযী[১০] বলে জাহ নিজ ঘরে।
তোমার আমার হবে ঘর আল্লা যদি করে ॥
গলে বসন দিয়া চম্পা সালাম[১১] করিল।
হস্ত তুলি সাহেব গাযী দোওয়া ফরমাইল ॥
চলিল রাজার কন্যা ফিরি ফিরি[১২] চাএ।
সকল ব্রাহ্মণী কন্যার চারি পাশে যাএ ॥
চলিল রাজার কন্যা আইল নিজঘরে।
জননীর সাক্ষাতে যায়া লাগিল বলিবারে ॥
ছয়মাস হৈল আমি ভবানী না পূজি।[১৩]
ছয়মাস হৈল আমি অন্ন নাহি রুচি ॥[১৪]
তোমার সাক্ষাতে আমি করি নিবেদন।
আজি পূজিব আমি চণ্ডীর চরণ ॥
কন্যার মুখেতে রানী এতক শুনিয়া[১৫]।
ডাক দেএ দাসিগণকে জিজ্ঞাসা[১৬] করিয়া ॥
রানী বলে দাসী তোরা শুন[১৭] আমার কথা।
মাধবী মালিনীক[১৮] তোরা ডাকি আন হেথা ॥
সত্বরে[১৯] ডাক দেহ না কর বিলম্ব।
মালিনীক[১৮] ডাকিয়া আন এহি দণ্ড ॥
লড় পাড়ি যমুনা দাসী না বান্ধে মাথার কেশ।
মালিনীর পুরে যায়া হইল প্রবেশ ॥
দাসীকে দেখিয়া মালিনী ভয় পাইল বড়।
কেনে যমুনা দাসী তুমি লড় পাড় ॥
দাসীগণ বলে কতা না বলিল মোকে।
এহিক্ষণে চল তোমাক বুড়া রানী ডাকে ॥
না কর বিলম্ব [তুমি] এহি দণ্ডে নড়।
তিলেক বিলম্ব হইলে গালে খাব চড় ॥
শুনিয়া[১৫] মালিনী তবে হইল ত্রাসিত।
কিবা ছিদ্র পাইল রানী হইছে ক্রোধিত[২০]।
সেহিক্ষণে[২১] মালিনী[২২] চলিল দড়বড়ি।
যমুনা দাসী আইল অর্ধ[২৩] পথ ছাড়ি ॥
রানী আর চম্পাবতী আছে একান্তরে[২৪]।
হেনকালে মালিনী[২২] আইল গোচরে ॥
দণ্ডবৎ[২৫] হইল আসি দোহার চরণে।
দেখিয়া ক্রোধ ভয় মালিনী[২২] গণে মনে ॥
কতক্ষণ রহি রানী কহেন গর্জিয়া।
শুনরে মালিনী[২২] তোর এত বড় হিয়া ॥
ক্রোধিত মহারানী করে ধড়ফড়।
কেহ হেথা নাহি যে তোর গালে মারে চড় ॥
তবে চম্পাবতী বলে ক্রোধ ক্ষম[২৬] মাও।
কিছু না বলিও উহাক ধরি তোমার পাও ॥
যে কারণে উহাকে আনিল ডাকিয়া।
সেহি সব কথা তুমি কহ বিবরিয়া ॥
কন্যার বচনে রানী ক্রোধ ক্ষেমা দিল।
হস্তে পান দিয়া মালিনীক[২৭] কহিতে লাগিল ॥
শুনরে মালিনী[২৮] [তোকে] আর পাব পরে।
এহিদণ্ডে যাও তুমি হাটের[২৯] মাঝারে ॥
এ পঞ্চ কাহন কড়ি দিলেন আনিএ্রা।
পূজার দ্রব্যজাত[৩০] আনহ কিনিএ্রা ॥
চম্পা করিবে তবে কালিকার ব্রত[৩১]।
সকালে আসিও তুমি লয়া দ্রব্যজাত[৩০] ॥
জনচারি দাসী চেড়ী সঙ্গে করি লও।
বান্ধহ কড়ির ছালা এহি দণ্ডে[৩৩] যাও ॥
হরিষ বদন কন্যা চম্পা সুন্দরী।
চিড়া কলা মালিনীক[২৭] দিল থাল ভরি ॥
পৃষ্টে[৩৩] করি নিল মালিনী[২৮] কড়ির ছালা।
কি কি দ্রব্য[৩৪] লাগে তাহা কহ চম্পামালা ॥
হাসিয়া হাসিয়া চম্পা কহে অনুরাগে।
তুমি কি না জান ব্রতে[৩৫] কি কি দ্রব[৩৪] লাগে ॥
কহিব দ্রব্যের[৩৬] কথা শুনহ প্রবন্ধে।
দ্রব্যজাতের[৩৭] নাম কহিব নানাছন্দে ॥

---

১. স্থানেতে। ২. প্রানে চায়া। ৩. ফিরায়া। ৪. আইলাইল। ৫. বাঘিনী। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ৬. ঘিৃতে। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ৭. নাভি মুসিয়া। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ৮. মুখে সাজ। ৯. সরবর মাজ। ১০. হাতসালে গাজিক। ১১. ছার্ল্বাম। ১২. ফিরিয়া। ২। ১৩. হা. মী. নওদিন হইল আমি কিছু খাই নাই। ১৪. হা. মী. নওদিন হইল আমি ভবানী পূজি নাই। ১৫. ষুনিএ্রা। ১৬. জির্গাসা। ১৭. ষুন। ১৮. মাইলাইনিক। ১৯. সর্ত্তরে। ২০. ক্রধিত। ২১. খেনে। ২২. মাইলানি। ২৩. র্রর্দ্দ। ২৪. একান্ততে। ২৫. ডণ্ডবত। ২৬. খেম। ২৭. মাইলানিক। ২৮. মাইলানি। ২৯. পুরীর। ৩০. দর্ব্বজাত। ৩১. ব্রেত। ৩২. ডণ্ডে। ৩৩. পিস্টে। ৩৪. দর্ব্ব। ৩৫. ব্রেতে। ৩৬. দর্ব্বের। ৩৭. দর্ব্বজাতের।

লাচাড়ি

শুনহ মালিনী[১] সই দ্রব্যজাতের[২] নাম কই
তাতে তুমি দিয়া যাও মন।
সে দ্রব্য[৩] অমূল শুনহ সকল
সে দ্রব্য না মিলে সদান্তর ॥
পাথরেব সঙ্গে যুদ্ধ তার রক্তে পূজা শুদ্ধ[৪]
যতনে তাহাকে লেহ মূল[৫]।
শুক্‌ল[৬] গঙ্গার জল আকাশের জএ ফল
আর লেহ আকাশের গোটা।
ফুল ফল নাহি জাত আন সেহি গাছের পাত
কালীপূজা করিব সর্ব্বথা[৭] ॥
মধু কুণ্ডের পানি লেহ সত্য[৮] কড়ি গনি দেহ
আর লেহ সাগরেব দধি।
অগ্নিজ্বালে[৯] ফুটে ফুল তাহা লেহ করি মূল
তাহা লেহ কেশরী চম্পাবতী ॥
হরিতাল বর্ণ[১০] ফল যাতে দেবী ব্যাকুল
সেহি ফল ফলের প্রধান।
অকুলীন কুলীন চিনি[১১] চম্পা নামে লেহ কিনি
যার পিণ্ডে তুষ্ট দেবগণ ॥[১২]
বসুমতীর ডিম্ব লেহ সত্য[১৩] কড়ি গান দেহ
আর লেহ কিনি গক্ষীর বাছা।
ব্রহ্মার আহুতি[১৪] এহি সব দ্রব্য জাতি
শীঘ্র করি তুমি যাহ হাটে।
ঘরে আইস[১৫] শীঘ্র গতি কহিলাম চম্পাবতী
শুন হের মালিনী[১৬] সই।

পদ ছন্দ

এহি সব দ্রব্যের[১৭] নাম কন্যাএ কহিল।
বুঝিয়া মালিনী[১৬] তবে হাটে চলি গেল ॥
এ পঞ্চ কাহন কড়ি বোচকাএ[১৮] বান্ধিয়া।
দাসী দুইজনাক নিল সঙ্গতি করিয়া ॥
দুই ঠোঁট[১৯] লাল করি খায়ার খাইয়া।
আগে পাছে দাসী যাএ বাহু লাড়া দিয়া ॥
সত্ত্বরে চলিল দাসী খরতর হাঁটে।
মহল মাঝারে যায়া পঙছিল ঝাটে।
তিলেক বৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া রহিল।
পথ শ্রমের ঘাম যত সব শুকাইল ॥
কড়িব মথুয়া ছালা[২০] দাসীর হস্তে[২১] দিয়া।
হাট মধ্যে দ্রব্য জাত বেড়াএ কিনিয়া ॥
প্রথমে লইল যার মুণ্ডে অনল[২২] দিয়া।
পূজে চণ্ডিকা দেবি জে দন্ত পুড়িয়া ॥
তাহার পাছে কিনিল ব্রহ্মার আহুতি[২৩]।
মধু কুণ্ডের পানি নিল সের চারি চিনি ॥

১. মাইলানি। ২. দর্ব্বজাতের। ৩. দর্ব্ব। ৪. তাহার রাক্তে প্বজা মুর্দ্দ। হা. মী. তাহার বন্যে প্বজা সুর্দ্ধ। ৫. মুলে। হা. মী. মূল্য। ৬. যুকান। ৭. সর্ব্বদা। হা. মী. কলি প্বজা করিব সর্ব্বথা। ৮. সত। হা. মী. সত্য। ৯. অগ্নিরজালে। ১০. বর্ণ্ন্যে। ১১. অকুল কুলিন চিনি। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ১২. জাহার পিণ্ড তুস্ট দেবিগণ। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ১৩. স ৩। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ১৪. ব্রাহুতি। ১৫. আইল সিগ্রগতি। ১৬. মাইলানি। ১৭. দর্ব্বের। ১৮. বোকচাএ। ১৯. উট। ২০. বেন। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ২১. হশ্‌তে। হা. মী. কান্ধে। ২২. আনল। ২৩. ব্রাহুতি।

গুয়া নামে কিনিল গগনের নানান গুণ।
সাগরের দধি নিল গুয়া খাওয়া[১] চুন ॥
ভাণ্ড ভরি দুগ্ধ লইল শুক্‌ল[২] গঙ্গার জল।
জয়ফল[৩] কিনিলেন নামে নারিকেল ॥
ফল ফুল নাহি ধরে গাছে সিদ্ধা পরিমাণ।
সেহি গাছের পাতা নিল[৪] সাত বিড়া পান ॥
অগ্নি জ্বালে ফুটে ফুল কিনি নিল[৫] খই।
শালি[৬] ধানের চিড়া কন্যার নামে সই ॥
হরিতাল বর্ণ ফল পাকা কলা নাম।
বাছিয়া কিনিল কলা চম্পা বর্তমান ॥
বানিঞার ফুল নিল সেন্দুরের বড়াড়ি।
বসুমতীর ডিম্ব নিল নামেতে কেসরি ॥
কবুতরের[৭] বাছা নিল জোড়া চারি।
চন্দন কিনিল যে পাথরে যুদ্ধ করে ॥
কিনি দ্রব্যজাত[৮] মালিনী মনে মনে গণে।
কি জানি কোন দ্রব্য বিসবিত হই মনে ॥
যদি দ্রব্যজাত[৮] জাই বিসরিয়া।
বুড়া বানী পাড়িবে গাইল গর্জিয়া গর্জিয়া ॥
প্রস্তুত[৯] করিয়া দ্রব্য বসিল এক ঠাঞি ॥
দাসীগণেক ডাক দিল আইস হের রাই ॥
ডাকমাত্র দাসীগণ আইল লড় দিয়া।
কিনি দিল নাড়ু কলা আঁচল ভরিয়া ॥
দাসীর সঙ্গে মালিনীর হয়ে গেল মিলা।
আপনে কিনিয়া খাইল গোটা চারি কলা ॥
খায়া দায়া[১০] মুখ তাবা মুছিল[১১] বসনে।
কেবা কর্খ[ন] দেখে মোকে লজ্জা লাগে মনে ॥
মালিনী বলেন দাসী বোঝা তোল ঝাটে।
বেলা অসকাল হৈল ঘরে চাহি জাইতে ॥
বলিতেহি মাত্র দাসী [বোঝা] লয়া জাএ।
হস্তেত পানের মুষ্টি মালিনী আগে ধাএ ॥
হাঁটিতে হাঁটিতে হৈল বেলা অসকাল।
চম্পাবতীর পুরে আসি দিল দরশন ॥
দাসীর মাথার বোঝা নামাইল হস্তে[১২]।
গনিঞা লইল দ্রব্য[১৩] আপনার সাক্ষাতে ॥
তবে কন্যা চম্পাবতী হরষিত অন্তরে।
একে একে দ্রব্যজাত থুইল আপন ঘরে ॥
কালি ব্রত[১৪] দিব [আমি] সংকল্প[১৫] করিয়া।
মালিনীক কহিল চুসিয়া ভুশিয়া[১৬] ॥
শুনহ মালিনী তুমি জাহ নিজ ঘরে।
সকালে আসিও তুমি কালি প্রাতঃকালে[১৭] ॥
এথাতে আসিয়া তুমি কর স্নান দান।
তুমি আমি এক পূজা করিব দুই জন ॥
নিশ্চএ করিব আমি কালিকার ব্রত।
আজি নিমন্ত্রণ[১৮] আমি দিলাম আগত ॥
যদি গর্ব করিয়া না আইস পুনর্বার[১৯]।
যমুনা দাসীর হাতে করিনু প্রকার ॥
চিড়া কলা মালিনীকে থাপা চারি দিল।
কন্যাকে প্রণাম করি বিদাএ হইল ॥
চলি জাএ মালিনী পড়িয়া বিকল।
কতেক কহিব আমি কি মোর জঞ্জাল ॥
এহি মতে মালিনী গেল নিজ ঘরে।
বান্ধিয়া[২০] না খাইল ভাত রহিল অনাহাবে ॥
মালিনী রহিল এথা নিঃশব্দে শুইয়া।
আর কথা শুন ভাই চম্পাবতীক নিয়া ॥
কালিকা পূজিবে কন্যা দাঁড়াইল চিত।
শুকন[২১] বসন পাড়ি শুইল ভূমিত ॥
মালঞ্চে ভমরাগণ ঘন কাড়ে নাদ।
মালিনী জানিল রাত্রি হইল প্রভাত ॥
রজনী হৈল প্রভাত সূর্য[২২] উদয়ন।
কোন বেলা ঘর দ্বার করিব মাঞ্জন ॥
চক্ষু ঘষিতে ঘষিতে[২৩] মালিনী সত্বরে চলিল।
চম্পার বাসরে মালিনী তখনি আইল ॥
উঠ উঠ চম্পাবতী স্নান করিতে চল।
চক্ষু মেলি দেখ কন্যা হয়েছে উজাল ॥
আস্ত ব্যস্ত[২৪] করি চম্পা ভূমিতে দির পাও।
স্নান করিয়া কন্যা শুদ্ধ[২৫] কর্ল্ল গাও ॥
পুরির মধ্যে চম্পা করিল শঙ্খধ্বনি[২৬]।
কালিকা পূজিবে আজি রাজার নন্দিনী ॥
স্নান করি পরে কন্যা শুক্ল[২৭] বসন।
সব অঙ্গ[২৮] ভূষিত কর্ল আগর চন্দন ॥
অনাহারে চম্পাবতী রহিল দিনমান।
সন্ধাতে শঙ্খের ধ্বনি[২৯] পূজার পয়ান ॥
সুবর্ণ[৩০] মন্দির স্থান লেপিল চন্দনে।
সুবর্ণ[৩১] মণ্ডব ঘট বসাইল স্থানে স্থানে ॥

১. খাওা। ২. মুকান। ৩. জলফল। ৪. আন। ৫. লয়া। ৬. সাল্বী। ৭. কবিতোর। ৮. দর্ব্বজাত। ৯. প্রর্ত্ত্য। ১০. নিয়া। ১১. মুছিয়া আচলে। ১২. হশ্‌তে। ১৩. দর্ব্ব। ১৪. ব্রেথ। ১৫. সন কর্ল্প। ১৬. হা. মী. মাইলানিক কহিল কিছু তুমি ভুঞ্জিয়া। ১৭. প্রতেক কালে। ১৮. নিমন্তোন। ১৯. প্বণ্ন্যবার। ২০. আন্দিয়া। ২১. মুকান। হা. মী. স্বকল। ২২. মুৰ্জ্জ উত্যপোন। ২৩. ঘুষিতে ২। ২৪. অশ্‌তে বেশ্‌তে। ২৫. মুর্দ্দ। ২৬. সঙ্কধনি। ২৭. মুকান। ২৮. রঙ্গ। ২৯. সঙ্কের ধনি। ৩০. সোবর্ণ্ন্য। ৩১. সেন্দুরের।

[পূজার বিদিত দ্রব্য থুইল স্থানে স্থানে][১]
ঘৃত ঘড়ি পঞ্চবাতি থুইল সন্বিধানে[২] ॥
বলি রক্ত মধু শক্ত প্রস্তুত করিয়া।
সারি সারি থুইল তাহা কোটরা[৩] ভরিয়া ॥
[নানা উপহার দ্রব্য সেহি স্থানে রাখে।
কালিকা পূজার বাক্য জপ করে মুখে ॥][৪]
আসন করিয়া বৈসে[৫] হেঁট করি মুণ্ড।
হস্তে গুণে[৬] মুকে জপে দেবের মহামন্ত্র ॥
স্বর্গে আছিল দেবী কৌতুক উচ্ছবে।
পড়িল জটের পুষ্প মন্ত্রের প্রভাবে ॥
ভাবিত হইল দেবী স্বর্গেত থাকিয়া ॥
কে মোকে স্মরণ[৭] করে অসহায়[৮] পড়িএগ ॥
ধিয়ানে বসিয়া দেবী সকলি জানিল।
খাট পাটসহ দেবী মর্তেত[৯] নামিল ॥
ধূপ দীপ দিয়া চম্পা জ্বালাইল[১০] পূজনা।
রহিতে না পারে দেবী ভক্ত[১১] বৎসলা ॥
ভক্ত বৎসলা[১২] দেবী রহিতে না পারে।
রথ আরোহণ আইল চম্পার গোচরে ॥
উচ্চ[১৩] দেখিয়া বৃক্ষ[১৪] নীচু দেখি তাল।
সমুখে দেখিল দেবী আম্র[১৫] কাঁঠাল ॥
রথে চড়ি শীঘ্র চলিল মহামাএ।
মণ্ডবে বসিল দেবী দিয়া জয়জয় ॥
চণ্ডীর চরণ দেখি উঠিল কান্দিয়া।
ভৈরবী ভবানী মাতা কহিছে হাসিয়া ॥
চণ্ডী বলে রাজকন্যা শুনহ বচন।
আমাকে স্মরণ[১৬] বাছা কর্লা কি কারণ ॥
চম্পা বলে শুন মাও করি নিবেদন।
তোমাকে স্মরণ[১৬] করি স্বামীর কারণ ॥
তারিণী বলেন বাচা ভএ নাহি তোরে।
আনিয়াছি তোমার পতি গঙ্গার ওপারে ॥
কালিকার বচন শুনি চম্পাবতী বলে।
লেখিয়াছ যবন[১৭] পতি আমার কপালে ॥
মাতা পিতা লজ্জা পাএ লোকে হাস্য করে।
মাতা বিনাসি জাতিকুল বাক্য শুনি তোরে ॥
চণ্ডী বলে শুনি হাস্য করে জেবা নরে।
অবশ্য[১৮] মরিবে সে[হি] গাযীর সমরে ॥
ছোট নহে বড় খাঁ গাযী আল্লার ফকির।
মেদিনী[১৯] মণ্ডলে হইল যাহার যাহির[২০] ॥
তাহার সহিতে বাদ করে যেবা জন।
অবশ্য[১৮] তাহাক গাযী করিবে নিধন[২১] ॥
জেন মাত্র ভবানী বলিল উত্তর।
কহিতে লাগিল চম্পা জোর করি কর ॥
ত্রিভুবনের মধ্যে[২২] নহে বচন অন্যথা[২৩]।
যে বলিলা সেহি সিদ্ধি করিবা সর্বথা ॥[২৪]
আনন্দে রহিল কন্যা দেবীর বাক্য রাখি।
মিথ্যা হইলে কারণ বাক্য ধর্ম কর্ল সাক্ষী ॥[২৫]
পার্বতী বলেন কন্যা সুজন[২৬] চতুর।
গাযী কালু হবে তোমার বাপের ঠাকুর ॥
চিন্তা না কর কন্যা মন কর স্থির[২৬]।
পহরেক মধ্যে[২২] কাইল আসিবে কালু পীর ॥
পুনর্বার[২৮] কহে কন্যা দুর্গার হাযীর।
দেখিতে না পারে রাজা যবন[১৭] ফকির ॥
পার্বতী বলেন তোর দুরাচার বাপ।
পূর্ব জন্মে কৃষ্ণ[২৯] ওয়াক দিয়াছিল শাপ ॥
কৃষ্ণের[৩০] ভক্ত ছিল ফকির যবন[১৯]।
কৃষ্ণের সামনে তাকে করিল বিড়ম্বন ॥
কুপিয়া শাপিল কৃষ্ণ[৩১] ঘুমিএগ নএগান।
ফকিরে মারিয়া তোকে করিবে মুসলমান ॥
জেন মাত্র শ্রীহরি বাক্য কহিল।
কান্দিয়া দুরাচার বেটা কৃষ্ণের পাএ পৈল ॥
কৃষ্ণে বলে ভকত মোর প্রধান ফকির।
তাকে অপমান কর আমার হাযীর ॥
অবশ্য যবন[৩২] হইবা বাক্য বৃথা[৩৩] নাঞি।
ব্রাহ্মণ হয়া হবে তোমার যবন[৩৪] জামাঞি ॥
বিস্তর কান্দিল বিপ্র না হইল এড়ান।
তকারণে দেখিতে না পারে মুসলমান[৩৫] ॥
সেহিশাপ এতদিনে হইল খণ্ডন।
সেহি পাপে তোমার পতি হইল যবন[১৭] ॥
যবন[১৭] দেখিয়া যদি কর অল্প জ্ঞান[৩৬]।
অন্তকালে হবে তোমার নরকেতে স্থান[৩৭] ॥

---

১. হা. মী. পুঁথি থেকে গৃহীত। মূলে নেই। ২. সন্বিধান শব্দ হালুমীরের পুঁথিতেও আছে। সাবধানে অর্থে বোধ হয়। ৩. বাক্য জপ করে মুখে। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ৪. হা. মী. পুঁথি থেকে গৃহীত। ৫. ঢাকোন আসনে বৈসে। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ৬. গলে। ৭. স্বরোন। ৮. অশ্বোএ্ব। ৯. মর্থেত। ১০. জালাইল খুজনা। ১১. ভগত বচলা। ১২. ভগত রচলা। ১৩. উচ্য। ১৪. বিৃক্ষনীচ্য। ১৫. ওমব্র। ১৬. সঙরোন। ১৭. জৌবন। ১৮. অবস্য। ১৯. মেদনি। ২০. হাজির। ২১. নিদন। ২২. মর্দ্দে। ২৩. অন্ন্যথা। ২৪. জে বুলিলা সেই সির্দ্দে করিয়া সর্ব্বথা। ২৫. মিত্যা হইল কারন বাক্য ধক্ক কর্ম্ম সাক্ষি। ২৬. ষুজান চাতুর। ২৭. স্তির। ২৮. খুন্ন্যবার। ২৯. খুর্ব্ব জম্মে কিস্ট। ৩০. কিস্টের ভগত। ৩১. কিস্ট। ৩২. অর্ব্বসে জৌবন। ৩৩. ব্রেথা। ৩৪. জৈবন। ৩৫. মোছলমান। ৩৬. গ্যান। ৩৭. শতান।

এতেক বলিয়া চণ্ডী অন্তর্ধান[১] হৈল।
আদ্য[২] অন্ত বুঝি কন্যা পূজা পূণ্যাহ্ দিল ॥
এক দাসীক ডাকিয়া কন্যা কি বলে উত্তর।
একজন জাও মোর পতির গোচর ॥
একটি সুবর্ণের থালি ভরিয়া নৈবেদ্যি[৩]।
ঘৃত[৪] চিনি মোণ্ডা রম্ভা দিল যত আদি ॥
খিড়কীর দ্বারে দিল বাহির করিয়া।
নেতের বস্ত্রে ছাপিয়া নিল শিরেতে ধরিয়া ॥
কন্যা বলে শুন তোরা সহচারী রাই।
কহিবা দুঃখের[৫] কথা প্রাণ নাথের ঠাঁই ॥
কহিও তাহার পদে মোর নমস্কার[৬]।
শীঘ্র[৭] করি আসি করুক আমার উদ্ধার[৮] ॥
মালিনী[৯] বলেন কন্যা আমি জাব লয়া।
কি দেখিয়া দেহ তুমি দাসীকে পাঠাইয়া ॥
সেহিত ফকির গাযী বড় ভাগ্যবান[১০]।
দাসীকে দেখিয়া বুঝিবে অল্পজ্ঞান[১১] ॥
চলিল মালিনী[৯] [তবে] থাল মাথে করি।
ঘাটের উপরে খাড়া হৈল তরাতরি ॥
নাইয়াকে ডাকিয়া যে দরিয়া হৈল পার।
গাযীর সামনে[১২] দিল নানা উপহার ॥
সালাম[১৩] করিল মালিনী[৯] কালু গাযীর পাএ।
কন্যার বৃত্তান্ত[১৪] সব কালু গাযীক কএ ॥
গাযীর আগে মালিনী কহে জোড়হাতে।
আইলাম আমি তোমার শ্বশুরের[১৫] ঘর হতে ॥
চম্পাবতীর নও মামী পরম সুন্দরী।
লীলামাধই তোমার সুন্দর শাশুড়ী[১৬] ॥
চম্পার কারণে সাহেব যত পাইলা দুঃখ।
বিস্মরিত[১৭] হৈবে দেখি শাউরির[১৮] মুখ ॥
হাসিয়া মালিনী[৯] গাযীক কহে [নানা] কথা।
লাজ পায়া শাহ্ গাযী হেঁট করে মাথা ॥
মালিনী[৯] বলেন সাহেব স্থির কর হিয়া।
কপালে লিখিল তোমার চম্পার সঙ্গে বিয়া ॥
পাগল হইছে কন্যা তোমার কারণ।
দশ পাঁচের[১৯] সঙ্গে গেইলে পাবা দরশন ॥
তোমাকে দিয়াছে হের চণ্ডীর প্রসাদ।
আমি অখন আইলাম করিও আশীর্বাদ ॥[২০]
এতেক বলিয়া তবে চলিল মালিনী[৯]।
গাযী বলে চিন্তা নাহি আসিব এখনি ॥
আনন্দে মালিনী[৯] চলে নদী হয়া পার।
চম্পাবতীর স্থানে [যায়া] কহে সমাচার ॥
খোমবক্ত হইল শুনিয়া চম্পাবতী।
সাগরে ভাসিয়া জেন কূলে হৈল স্থিতি[২১] ॥
শেখ খোদা বখ্শে[২২] বলে গাযীর চরণে[২৩]।
কোন কর্ম্ম[২৪] করে এথা ভাই দুই জনে[২৫] ॥

পদ

বড় খাঁ গাযী বলে শুন কালু[২৬] ভাই।
ঘটক হইয়া জাও শ্বশুরের[২৭] ঠাঞি ॥
কালু বলে জাব আমি কি কি দ্রব্য[২৮] নিয়া।
খালি হাতে না জাব আমি ঘটক হইয়া ॥
গাযী বলে পান তাম্বুল লহ মোণ্ডা চিনি।
আনন্দে চলহ ভাই চিন্তা কর জানি ॥
টাকা ভাঙ্গাইল দুহে কান্তার বাজার।
বিভার কাজে লৈল পীর নানা উপহার ॥
লইয়া সকল দ্রব্য[২৮] উদাসা ভরিল।
ব্রাহ্মণ নগর জাইতে মনেত ভাবিল ॥
যাত্রা করেন পীর জাইতে সেহি দণ্ড।
যাত্রাকালে দেখে কালু বহুত পাষণ্ড ॥
ভএ পায়া কালু বলে শুন দয়ামএ।
যাত্রা না হৈল ভাল না জানি কিবা হএ ॥
একেলা গেইলে ভাই না বাঁচিব প্রাণে।
তোমার কদম আর না দেখিব নএানে ॥
গাযী বলে ভয় নাই প্রাণের দোসর।
ঘড়ি ঘড়ি দণ্ডে দণ্ডে লইব খবর ॥
কালু বলে তোমার আজ্ঞা নহেত লঙ্ঘন[২৯]।
অন্তকালে পাই জেন তোমার কদম ॥
সালাম[৩০] করিল কালু শাহ্ গাযীর পাএ।
ব্রাহ্মণ নগর জাইতে হইল বিদাএ ॥
কান্তাপুর ছাড়িয়া কালু করিল গমন।
দরিয়ার ঘাটে জায়া দিল দরশন ॥
সেহিঘাটের ঘাটিয়াল হরা পাটনী।
ঘাটে খাড়া হয়া কালু ডাকিল তখনি ॥

১. অন্তধ্যান। ২. আর্দ্দ। ৩. নবর্দ্দি। ৪. ঘ্রিত্য। ৫. ঘক্ষের। ৬. নমেস্কার। ৭. সিগ্র। ৮. উধার। ৯. মাইলানি। ১০. ভাগ্যমান। ১১. অল্পগ্যান। ১২. ছামনে। ১৩. ছার্ল্লাম। ১৪. বির্ত্তান্ত। ১৫. সম্বুরের। ১৬. সাম্বুড়ী। ১৭. বিশ্মৌরিত। ১৮. দেখি তোমার মামী স্বউরির মুখ। ১৯. দস পাছের। ২০. আমি অখন আইলাম বিদাএ করিও আসিবাদ। ২১. স্তিতী। ২২. বকোসে। ২৩. চরন। ২৪. কম্ম। ২৫. জোন। ২৬. কাল্ল প্রানের ভাই। ২৭. সম্বুরের। ২৮. দর্ব্ব। ২৯. লঙ্গন। ৩০. ছার্ল্লাম।

ডাক শুনি আইল হরা শ্রীরা[১] দুই ভাই।
সালাম[২] করিল আসি ফকিরের ঠাঞি॥
কালু বলে পার করি দেহ দুইজনে।
ব্রাহ্মণ নগর জাব কন্যার জোটনে॥
তাহা শুনি কহে হরা বাক্য[৩] নানাছন্দে।
কড়ি দিয়া পার হয়া চলহ আনন্দে॥
কালু বলে হই আমি ফকীব আল্লার।
ভিক্ষা করি খাই আমি সবার দুয়ার॥
কোথা পাব কড়ি আমি সঙ্গে মোর নাঞি।
পার করি দেহ জে তোমাতে ভিক্ষা চাই॥
হরা বলে যবে জাবা আমার আলয়।
তখন আমি দিব ভিক্ষা সাধ্যে যেবা হএ॥
পার হতে দেও মোকে পাঁচ পণ কড়ি।
পার হয়া জাও তবে নৌকার উপর চড়ি॥
কালু কহে বান্ধা[৪] রাখি সুবর্ণ[৫] ইজার।
তথাপি আমাক হরা তুমি কর পার॥
হরা বলে ইজারের কত মূল্য[৬] হএ।
এক হাজার রুপীয়া মূল্য[৬] ইহার নির্ণয়[৭]॥
এতক শুনিঞা খোশ হৈল পাটনী।
কালুর ইজার বান্ধা রাখিল তখনি॥

ইযার লইয়া কালুক করি থুইল পার।
হরা শ্রীরার ছোট ভাই পরিল ইজার॥
আটিয়া ইজারের বন্ধ তখনি বান্ধিল।
কালুর দোওয়ায়[৮] বন্ধন বজ্র সমান হৈল॥
লগ্‌গি[৯] শুবন্দি করিবার না পারে পাটনী।
হরা শ্রীর বন্ধন ধরি করে টানাটানি॥
টানাটানি করিতে ইজার খসাইতে না খসে।
ফকীরের কুদরতী ইজার আরও জায়া বৈসে॥
অধম পাটনী জাতি পায়াছিল সুখ[১০]।
পীরের ইজার পিন্দে হেন ছার মুক॥
বহুত টানিল ইজার তার না নড়ে বন্ধন।
হাঁকাহাঁকি করিতে বেটা তেজিল জীবন॥
হরা শ্রীরা দুই ভাই বহুত কান্দিল।
ফকীরের ইজার লয়া ভাই মরি গেল॥
যত দিন ঘাটে আমরা জীয়ে[১১] প্রাণে রব।
কড়ি বিনে কার চিজ বন্ধক না রাখিব॥
এহি বলি দুই ভাই করিল রোদন॥
তবে গিয়া ঘাটে মরা করিল বিসর্জন[১২]॥
রহিল পাটনী এথা শোক অনুসরে[১৩]।
কহে শেখ খোদা বখশ[১৪] রচিয়া পয়ারে॥

—ইতি। ২৮ পালা সমাপ্ত[১৫]

১. বীরা। ২. ছার্ল্বাম। ৩. বাক্ষ্য। ৪. বান্দা। ৫. সৌবণ্ন্য। ৬. মুল্বী। ৭. লিলাএে। ৮. দোওায়। ৯. লঘি। ১০. ষুক। ১১. জিব। ১২. বিসদান। ১৩. অনুর্ব্বরে। ১৪, বক্ক রছিয়া। ১৫. সমেআপ্ত।

২৯ পালা

ত্রিপদী।

চলে কালু রাজ পথে সুবর্ণ[১] দস্তার মাথে
 পান তাম্বুল কান্ধেতে করিয়া।
ঝলমল অঙ্গ জ্বলে খঞ্জন গমন চলে
 রাজপুরে দৃষ্টি[২] করে গিয়া ॥
দেখেন রাজার পুরী গড় আছি সারি সারি
 চতুর দিগে বেউরের তারাই।
অগাধ কুম্ভের[৩] জল করে সব ঝলমল
 কুম্ভীর শিশু উলটে সদাই ॥[৪]
সুবর্ণ বাসর টঙ্গী ...[৫]
 হলকে হলকে বান্ধা হাতি।
টাঙ্গন তুরকি ঘোড়া বান্ধা আছে জোড়া জোড়া
 পশুগণ[৬] চরে নানান জাতি ॥
ডাহুকা ডাহুকি উড়ে খঞ্জন খঞ্জনি পড়ে
 সারসা সারসী আরমোড়া।
কুখিলা কুখিলী উড়ে হেঙা ডুব ডুব করে
 জলে ভাসেন হংস জোড়া ॥
লক্ষে লক্ষে মধুবন ফুটে ফুল অনুক্ষণ
 গুণগুণ গুঞ্জরে ভমরা।
বন্দুক কামান ধরি বরকন্দাজ সারি সারি
 তীর লয়া ফিরেন পাহারা ॥
শূল শেল দণ্ড ঝাটি[৭] বজ্র[৮] চক্র কোটি কোটি
 শূন্যকারে[৯] উঠেন অনল।
মাল যোদ্ধার[১০] কুম্ভনাদে বজ্র জেন কর্ণ[১১] ছেদে
 হিন হিন ঘোড়ার কোলাহল[১২] ॥
রাজা বড় পুণ্যবান[১৩] পূজা করে ত্রিনএান
 নিরবধি সেবে সদাএ শিব।
এহি বড় অবিচার কর্ম[১৪] করে ছারখার
 দণ্ড করে যবন[১৫] জীবন ॥
দক্ষিণা রাএ বলবান[১৬] যাকে সেবে রাজ্যখান
 যার দর্পে পৃথী[১৭] নয় স্থির।

১. সোবর্গ্যের। ২. দিস্ট। ৩. অগাত কুম্বের। ৪. কুম্ভির সিষু উলটে শদাই। ৫. এ চরণ নেই। ৬. পষুগণ। ৭. ষুলসেল ডণ্ড ঝাটি। ৮. বর্জ্জ। ৯. ষুণ্ন্যকারে উটেন আনল। ১০. যোর্দ্দার। ১১. বর্জ্জজেন কর্ণ্ন্য। ১২. কলহল। ১৩. প্বণ্নবান। ১৪. কম্ম। ১৫. জৈবনের। ১৬. বলমান। ১৭. প্রিথি লয়ে স্তির।

সাগর সমান বুদ্ধি গঙ্গা তূল্য রাজচিত্তি[১]
পাট রানী কমল শরীর ॥
জেমত উমুরা[২] স্থান করিয়াছে নির্মাণ[৩]
কৈলাস[৪] জিনিয়া রাজপুরী।
প্রবাল পাথর চুনী জেন জ্বলে দিনমনি
চন্দ্র সূর্য[৫] করিয়াছে চুরি ॥
দেখি কালুর[৬] প্রাণ উড়ে কেমনে জাব নিওড়ে
প্রাণ মোর বধিবেক হেলে।
ক্ষণে[৭] মন দিড় করি চলিল রাজার পুরী
বৈসে কালু কদম্বের তলে ॥
যতেক নগরের নরে আইল কালুর গোচরে
কালু জেন মধ্যে[৮] কাল যম।
শেখ খোদা বখশে[৯] কএ কৃপা[১০] কর গাযী মুএ্রে[১১]
মোর রাস্তা[১২] তোমার কদম ॥

পদ।

কোন কর্ম[১৩] করে বসি কালু দস্তগীর।
সাত পাঁচ গনিয়া মন কর্ল স্থির[১৪] ॥
সন্ন্যাসীর বেশে আমি জাইব প্রথম।
বুঝিব রাজার আগে কত পরাক্রম ॥
সন্ন্যাসী বুঝিয়া পাছে হইব যবন[১৫]।
তবে সে করিব পাছে কন্যার জোটন ॥
নানান মায়া জানে কালু বুদ্ধি বেশ[১৬] ভাল।
হস্তেত স্ফটিকের[১৭] মালা কান্ধে মৃগ[১৮] ছাল ॥
পৃষ্টে[১৯] আছে কমণ্ডলু[২০] উদর বীভণ্ড।
শেল চক্র দক্ষিণ করে নিল দণ্ড ॥
গলাতে রুদ্রাক্ষের[২১] মালা চৈতন্যের নাম।
ঝুলির মধ্যে[২২] গোটা দশ রাখে শালগ্রাম ॥
কপট সন্ন্যাসীরা বেশে করিল গমন।
ক্ষণেবা চৈতন জপে ক্ষণে বিসরণ[২৩]।
সভা মারি নরপতি আছে সুখে বসি।[২৪]
হেনকালে প্রবেশিল কপট সন্ন্যাসী ॥
গোবিন্দ গোবিন্দ জপে সন্ন্যাসী কপটী।
প্রণাম কৈল রাজা সভা হৈতে উঠি ॥
মনে মনে ভাবে কালু মালিক রাব্বানা।
তাওই করিল প্রণাম হৈল বুঝি গুণা॥
সকলে প্রণাম করে সভাসদগণ[২৫]।
মৃগছাল[২৬] কপটিয়া করিল অসন ॥
মহারাজা বলে শুন সন্ন্যাসী ঠাকুর।
কোথা বাস[২৭] আইলা কবে জাবা কতদূর ॥
সন্ন্যাসী বলেন থাকি প্রেম গ্রাম মথুরা।
তথা জাই যথা[২৮] পাই কৃষ্ণ[২৯] হরি হরা ॥
রাজা বলে আজি থাক আমার আলএ।
কালি প্রাতে[৩০] চলিও মন যথা লএ ॥
দেখিয়া রাজার[৩১] পুরী কালু চমৎকার[৩২]।
চোকদার সীপাই[৩৩] কত হাযারে হাযার ॥
সামনে আরজি রেগি[৩৪] আরজি লয়া হাতে।
খোজা সাড়া জঙ্গী ভাঙ্গি উকিল শতে শতে ॥
কালু বলে শুন রাজা করি আশ্বীর্বাদ[৩৫]।
কৈলাস শিখড়ে জাব নাকর প্রমাদ ॥[৩৬]
আসিবার কালে আমি রব এক নিশি।
বুঝিয়া রাজার নিত[৩৭] উঠিল সন্ন্যাসী ॥
রাজা বলে আশীর্বাদ[৩৮] করিও গোসাঞি।
কহিলাম তোমাকে আজি রহ এহি ঠাঞি ॥

১. গঙ্গা তুর্ল্ব রাজ চির্ত্ত। ২. উমুরা শৃতান। উমুরা শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ৩. নিম্মান। ৪. কর্ল্বাস। ৫. ষুর্জ্জ। ৬. কার। ৭. খেনে। ৮. মর্দ্দে। ৯. বক্ষে। ১০. কিরপা। ১১. মএ্রে। ১২. আশ্তা। ১৩. কম্ম। ১৪. স্তির। ১৫. জৈবন। ১৬. বিহস। ১৭. ফটিকের। ১৮. মৃিগ। ১৯. পীষ্ট। ২০. কুমণ্ডল। ২১. উদ্রকের। ২২. মর্দ্দে। ২৩. বিস্বরোন। ২৪. সবা করি নৃিরফপতি আছে ষুকে বসি। ২৫. সবাসদোগণ। ২৬. মৃিগছাল। ২৭. বাশ। ২৮. জতা। ২৯. কৃিস্ট। ৩০. প্রাতেক। ৩১. আজার। ৩২. চমতকার। ৩৩. সীফাই। ৩৪. রেগি শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ৩৫. আস্বিবাদ। ৩৬. কর্ল্বাষ সিকড়ে জাব না কর প্রমবাদ। ৩৭. নিত–নীতি, মানসিক অবস্থা অর্থে। ৩৮. আসিবাদ।

সন্ন্যাসী বলেন রাজা না হইও মলিন।
আসিতে থাকিব রাখিও যত দিন।
এহি বলি চলে কালু ছাড়ি রাজ পুরী।
কদম্বের তলে কালু গেল তরাতরি ॥
ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর বেশ ফেলিলেন জটা।
বুযুর্গ্[1] ফকির হৈল সেকন্দরের বেটা ॥
শিরেত দস্তার বান্দে কোমরে জিঞ্জির।
হযরতী খিলেকা গলে চলিল ফকীর ॥
আসা নিল হাতে উদাশা নিল কান্ধে।
সেহলি তসবি[2] গলে চলিল আনন্দে ॥
জায়া প্রবেশিল মিঞা রাজ পুরীর মাঝা।
এক বৃদ্ধ[3] দেখি তথা ফকীরের সাজ ॥
কোথা জাও কোথা জাও ফকীরের বেটা।
রাজার দ্বারেতে গেলে মুণ্ড জাবে কাটা।
ফির ফির আরে ফকীর লইয়া জীবন।
দুরাচার রাজা তোমার বধিবে পরান॥
ফকীরে বলেন বৃদ্ধ[3] কেনে দেখাও ডর।
কত রাজা আছে আমার পিতার নফর ॥
বিভা কাজে জাই আমি লইয়া পএগাম[4]।
তাহাতে পাষণ্ড কর এহি তোমার কাম॥
বৃদ্ধ[3] বলে না শুনিলা বড় বাপের বেটা।
বলিদানে জাবা তুমি হয়া চণ্ডীর পাঁঠা[5] ॥
চলে যিন্দা শাহ্[6] কালু রাজার দরবার।
ফকীর দেখিয়া সবে হৈল চমৎকার[7] ॥
দ্বারীর সাক্ষাতে খাড়া হৈল কালু পীর।
আল্লা আল্লা বলি কালু ছাড়িল যিকির[8] ॥
কহে শেখ খোদা বখশ কালুর দুঃখ হাল[9]।
সিংহের মুখে যেন পড়িল শৃগাল ॥[10]

কালুর হিন্দী[11] বাত।

কালু কহে সুন্‌রে দরয়ানি মেরে রাজ।
জল্‌দি জাকে কঁহো তেরে মটুক মোহারাজ ॥
আন্দর্‌মে জো চম্পাবতী আএ লয়া পএগাম।
জো করেঙ্গে শাদী উনকে বড়া খাঁ গাযী নাম ॥
খাপ্পা হোকে দরয়ানী কাহা দিয়া মোহারাজে।
আএয়া যবন[12] লয়া জোটক কেউ করকে সাজে ॥
জোর করে কিঞা বর্‌বরে মার্‌নে চাহে[13] মুঝে।
মোন মেড়ারা উট্‌কে চলা কাহা মেরে রাজে ॥
গোশ্বা হোকে রাজা কোফে ভেজ দিয়া দোশাড়া।
জল্‌দি চল ফকীরকো ডালে খোদ্‌কে এক ঠো গাড়া ॥
মোহারাজাকে বাত সুন্‌কে[14] জল্‌দি চালা-সাড়া।
যবন দেখ্‌কে তল্‌য়ার বান্ধকে দরজামে খাড়া ॥[15]
ফকীরকা সাত্[16] দুচার বাত খাপা হোকে কাহা।
কেঙরে ফকীর দরজামে [কিয়া] কামকো রাহা ॥
ফকীর কাহে কঁহো তেরে মহারাজাকে মেরে বাত।
কিয়া কাঁহেঙ্গে তো জব হাম বি দম করেঙ্গে সাত ॥
জোও বাত হ্যাঁএ মেরে দিলমে তো-জোকো কাহেনা কিয়া।
এহি তেরে দীল্‌মে আয়া মুঝে হরত্ দিয়া ॥
কুত্তা হোকে সিঙ্গীকে নজদীগ কেঁও আয়া তাঞি চালা।
জো কেহেঙ্গে মেরে দিলমে সব ছেড়েঙ্গে মালা ॥
তো জো আয়া মারনে মুঝে সির[17] তোরেঙ্গে তেরা।
সোন্‌কে[18] মোহারাজা তেরে ঝাট উফারে মেরা ॥
আসা লেকে মারনে রোকে দড়বড় ফকীর খাড়া।
জবর দেখকে[19] জল্‌দি ভাগে ডর হুয়া দোসাড়া ॥
লড় দেয়া ফীর না চায়া ফকীরকা হুয়া গোসা।
দোসাড়াকো মারনে ফকীর দড়বড় ফীকে আসা ॥
দোসাড়া ভাগে আসা না লাগে মোহারাজা আগে খাড়া।
আসা লাগকে পাথর[20] ফাককে আওর গীড়া তোড়া ॥
ডর হোকে দোসাড়া কহে সোন্‌তো[21] মোহারাজ।
জলদী ভাগো আওর কীয়া দেখো ছোড়কো এহী রাজ ॥
ফকীরকো মারনে[22] তোম্ ভেজা হাএ[23] মুঝে।
হাম দোনকো মারা ফকীর মারনে আয়া তুঝে[24] ॥
গোশ্বা হোকে মোহারাজা সিপাই সবকো ডাকে।[25]
মোহারাজাকো হুকুম সাত্[26] চোকদার আয়া ঝাঁকে ॥
ফকীরকো ধর্‌নে চলে সীফাই সব কাতার।
শেখ খোদা বখশ কহে গুরুকা নাম সার ॥

পদ

ক্রোধ হয়া মহারাজা [বলে] শুনহ কোতাল।
ডাকিয়া আনহ সীপাই যত পালহান ॥

১. বুজুরুক। ২. তছবি। ৩. বির্দ্ধ। ৪. পএকাম। ৫. পাটা। ৬. সাহা। ৭. চমতকার। ৮. জিগির। ৯. দুক্ষুহাল। ১০. সিঙ্গের মুখে জেন পড়িল শ্রীকাল। ১১. হিণ্ডির। ১২. জৈবন। ১৩. মারানে। ১৪. ছোনকে। ১৫. জৈবন দেখে-তলয়াল বান্ধে দরজামে খাড়া। ১৬. ছাত। ১৭. ছির। ১৮. ছোনকে। ১৯. দেখে। ২০. পাথল। ২১. ছোনত। ২২. মারোনে। ২৩. ভেজো হাএ। ২৪. তুজে। ২৫. গোর্শ্বা হোকে মোহারাজাকো সিফাই সবকো ডাকে। ২৬. ছাত।

কোথাকার যবন[১] আসি করে বলৎকার[২]।
মারিয়া পাঠাও বেটাক যমের দুয়ার[৩] ॥
সাড়াকে মারিয়া লৌভ[৪] পায়াছে সে।
আমি অখন মারি তারে রক্ষা করে কে ॥
থর থর কাঁপে রাজা পায়া বড় দুঃখ[৫]।
চম্পা কন্যাক বিভা করে যবনের মুখ ॥
চম্পাবতীর কথা যে কহিল ছারমুখে।
কান্ধ হতে মুণ্ড উপারিব আপন সুখে ॥
রাজার তর্জন দেখি কালু দণ্ড রাএ।
লড় দিয়া জাএ বেড়া ফিরি নাহি চাএ ॥
সিপাই চোকদার খোজ আনে ডাক দিয়া।
এক হাজার লোক তারা আইল সাজিয়া ॥
রাজার সামনে আসি হইলেন খাড়া।
কহিতে লাগিল সবে দস্ত করি জোড়া ॥
শুন বাদশা আলমপানা গরীব নেওয়াজ[৬]।
হুকুম বলহ মোরা করি কোন কাজ ॥
বাদশা বলে মার বেটা দারুণ ফকীর।
এত অহঙ্কার করে আমার হাজীর ॥
শুনিঞা ক্রোধ হৈল চোকদার তালজঙ্গ।
যার যুদ্ধে দেবগণ রণ দেএ ভঙ্গ ॥
খড়গ লয়া খাড়ওয়াতি চলে ঝাঁকে ঝাঁকে।
যার যুদ্ধে দেবগণ স্থির[৭] নাহি থাকে ॥
গর্জিয়া চলিল সবে সরদার।
গর্জিয়া চলিল সবে ফকীর ধরিবার ॥
খড়গ চক্র লেঞ্জা তীর কামান খঞ্জর।
হস্তে দণ্ড লয়া [সবে] চলিল সত্বর[৮]।
মার মার করিয়া বলেন ডাক দিয়া।
ফকীরেক আসিয়া লইল ঘিরিয়া ॥
গোশ্বা হয়া করে কেহ দণ্ডের[৯] প্রহার।
দারুণ সীপাই সব মনে নাহি দয়া।
হস্তে ধরি তোলে কেহ বন্দুকের হুড়া দিয়া ॥
কালু বলে শুনরে বরবর হেওয়ান[১০]।
আল্লাজি তুড়িবে তোর সবার গুমান ॥
কারবা কথা কেবা শুনে মারিবার সন্ধান।
ঢেকা দিয়া লয়া গেল রাজার বিদ্যমান[১১] ॥
কালু বলে শুন রাজা মোর হিত বাণী।
তোর সম[১২] কত রাজাক তৃণ[১৩] করি জানি ॥
মারিতে পাঠায়াছিল্যা কাল যম সাড়া।
তোর যোগ্য[১৪] কত রাজা পিতার আগে খাড়া ॥
কত নফর আছে পিতা সেকন্দরের পাটে।
লক্ষ কোটি রাজা হেন ছত্রতলে খাটে ॥
চন্দ্র সূর্য[১৫] সমতুল নহ ধনুর্ধর[১৬]।
তাহাক বান্ধিয়া পিতা লইছেন কর ॥
পাহাড় পর্বত সম নহ বলবান।
লইছে তাহার কর তৃণের[১৭] সমান ॥
দাপটে[১৮] পরীর পাখা পড়িল খসিয়া।
মউর মোরছল হর পৃথিবী[১৯] জুড়িয়া ॥
বলীরাজার সম নহত আপনে।
তাহাকে ধরিতে গের করের কারণে ॥
প্রাণ ডরে বলীরাজা রণে না যুঝিল।
কন্যা ছিল ওসমা পিতাক দান দিল ॥
তাহা গর্ভে জন্মে[২০] পীর বড় খাঁ গাযী নাম।
তারি বিভা কাজে আইলাম লয়া পএগাম ॥
উপর পুরুষ হৈতে আছে এহি ধন্যা।
উচিত করিতে বিয়া ব্রাহ্মণের কন্যা ॥
তোমার এখানে [আমি] ব্রাহ্ম বাক্য শুনি।
তবে কেনে তোমার ঘরে গাযীর ঘরণী ॥
আজি আমি আসিলাম কাল আসিবে সে।
নসীবের লিখন তাহা খণ্ডাইবে কে ॥
দিবে কিনা দিবে[২১] রাজা তোর বেটিক বিয়া।
প্রাণ গেলে চম্পাবতীক না জাব ছাড়িয়া ॥
শুইয়া[২২] ছিলাম দুই ভাই পালঙ্গের উপরে।
সোনাপুর হৈতে গাযীক আনিল পরী হরে ॥
হুর পরী আনিল গাযীক বিধি তার লেখা।
রাত্রে তোমার কন্যা সঙ্গে গাযীর হৈল দেখা ॥
মগম হইল চম্পা পরম সুন্দরী।
বদল করিল গাযী হস্তের অঙ্গুরি ॥
আপন অঙ্গুরি চম্পা গাযীর হস্তে দিল।
গাযীর অঙ্গুরি চম্পা নক্ষেত রাখিল ॥
পালঙ্গ বদল হৈল অতি বড় রঙ্গ।
তোমার কন্যার ঘরে আছে গাযীর পালঙ্গ ॥
খোদার দরিমানী হইল দুই জন।
তকারণে হৈল [এথা] গাযীর আগমন ॥
ছয়মাস হেল গাযী অন্ন[২৩] নাহি খাএ।
কাল আইলাম কান্তাপুর শুন মহাশএ ॥
ঘাটে গেল তোর কন্যা গোসলের ছলে।
গাযীর সনে অনেক কথা কহিল হাত ছানে[২৪] ॥
তোমার কন্যা এথা চণ্ডী পূজিয়া।

১. জৈবন। ২. বলতকার। ৩. দ্বওার। ৪. লোব। ৫. দ্বখ। ৬. নেওাজ। ৭. স্তির। ৮. সর্ত্তর। ৯. ডণ্ডের। ১০. হেমান। ১১. বির্দ্দমান। ১২. সয়ে। ১৩. তিণ্ন্য। ১৪. যুগ্য। ১৫. মুর্জ্জ। ১৬. ধনুধর। ১৭. তিণ্ন্যের। ১৮. দপটে। ১৯. প্রিথিবী মুড়িয়া। ২০. জম্নে। ২১. দিবু কি না দিবু। ২২. মুইঞা। ২৩. অর্ণ্ন্য। ২৪. সালে।

তাহার তরে মলিনী আইল বার্তা দিয়া ॥[১]
একথা শুনিঞা ক্রোধ হইল নৃপতি[২]।
এহিক্ষণে দুষ্টকে কর রতি রতি ॥
মার মার করে রাজা পাটের উপর।
এত অহঙ্কার করে আমার হাযীর ॥
বলিদান কর বেটাক গোসাঞির দ্বার।
পতঙ্গ হইয়া পৈল প্রদীপ মাঝার ॥[৩]
শ্রীকাল তর্জন করে সিংহের[৪] গোচর।
মূষিকে[৫] ভরিল বুঝি বিড়ালের উদর ॥
কাল সর্পের মুখে আসি ফন্দিল মণ্ডকী[৬]।
কুঞ্জর সহিত যুদ্ধে আইল জম্বুকী[৭] ॥
বেঘ্রের সহিত যুদ্ধে আইল হরিণী[৮]।
তামাশা[৯] দেখিতে আইল হেন ছার কানী ॥
কালীর সহিত অসুর আইল যুঝিবার।
কালু বলে সেহি দুর্জন অসুর ভাতার ॥
মার মার করে রাজা ভূমে মারে ঘাত।
বাওন হইয়া বেটা চান্দে বাড়াএ হাত ॥
সকলে বলেন রাজা আরয আমার।
এহি ফকীর হএ যদি বাদশার কুমার ॥
অবশ্য[১০] শুনিবে বাদশা দুই চারি মাস।
ব্রাহ্মণ নগর বাদশা আসিবে অবশ্য[১০] ॥
মারিবে সকল লোক না বাঁচাবে আর।
সেহি কথা শুনি রাজা মনে চমৎকার ॥
সেহি কারণ ডর লাগে চিত্তে লাগে ভয়।
রাজা বলে তাহার পুত্র হএ কিনা হএ ॥
রাজা বলে পাত্র মিত্র বাক্য রাখ মোর।
কাল যবন[১১] বন্দী কর অন্ধকার ঘর ॥
পোতা ঘরের দ্বারে ধাক্কা দিলেন কোতাল।
দ্বারে পড়িয়া কালুর অঙ্গের গেল ছাল ॥
হাহাকার করিয়া কালু করিছে ক্রন্দন।
কোথা রৈলা দয়ার গাযী আমার বিড়মন ॥
কোতালে পাড়িল ঘরে হস্তে দিয়া ডোর।
বুকের উপর তুলি দিল বাইশ মন পাথর ॥
হাতে দোহাতা কালুর কমরে জিঞ্জির।
পাএতে দাঁড়কা[১২] দিয়া বান্ধিল ফকীর ॥
বজ্র কেওয়াড়[১৩] দিল দ্বারেতে ভিড়িয়া।
কারাগারে কালু জিন্দা রহিল পড়িয়া ॥
রহি ক্রোধে গেল রাজা চম্পাবতীর ঘরে।
গাযীর পালঙ্গ দেখে চম্পার মন্দিরে ॥
দাসী দিয়া পালঙ্গ বাহির করিল।
খড়্গে কাটিয়া পালঙ্গ অগ্নিতে[১৪] জ্বালাইল ॥
গাযীর অঙ্গুরি ছিল চম্পাবতীর করে।
দাসী দিয়া আনিল রাজা দেখিল নযরে ॥
ক্রোধে ফিকিল রাজা দূরে পাক দিয়া।
প্রাণ উড়াইল চম্পার ডরে হালে হিয়া ॥
হস্তে খড়্গ জাএ [রাজা] চম্পারে কাটিবারে।
সকল ব্রাহ্মণী আসি রাজার তরে ধরে ॥
চম্পাক লইয়া পালাএ কন্যার জননী।
রাজাকে ঘিরিয়া থাকে কুলের[১৫] ব্রাহ্মণী ॥
আর ঘরে চম্পাবতী রহিল পলায়া।
দরবারে বসিল রাজা মহা ক্রোধ হয়া ॥
রাজার সাক্ষাতে কোতয়াল দির দরশন।
ফকির বন্দী শুনি রাজা আনন্দিৎ মন ॥
তবে গিঞা স্নান দান করিল দণ্ড রাএ।
তবে গৃহে[১৬] জায়া রাজা অন্নজল খাএ ॥
খোশ[১৭] হয়া বসিলেন পাটের উপর।
কহে সেখ খোদা বখশ গাযীর কিঙ্কর ॥

লঘু ত্রিপদী।

কান্দে কালু আর পড়ি কারাগার
আর না সহিতে পারি।
গাযী বলি কান্দে সদাএ অনুবন্দে
আহারে ভাই গুনেরী ॥
তোমার দয়া নাই রহিলা কোন ঠাঁই
কালু তোর মরিল জীবনে।

১. তোমার তরে মাইলানি আইল বাত্রা দিয়া। ২. নিরপ পতি। ৩. প্রিতিঙ্গা হইয়া পৈল প্রিদীবের মাজার। ৪. সিঙ্গির। ৫. মুসোকে। ৬. মেণ্ডকী। ৭. জামুকি। ৮. হরনি। ৯. তামসা। ১০. অর্ব্বসে। ১১. জৈবন। ১২. ডাড় কা। ১৩. কেওাড়। ১৪. অগ্নিৎ জলাইল। ১৫. কুর্ব্বাৎ। ১৬. গিৃহে। ১৭. খোর্শ।

তুমি রৈলা কোথা আমি মরি এথা
আমি মরিলাম পরানে ॥
প্রাণ জারে জার না বাঁচিব আর
তোমার কদম বিনে।
তোমার দিদার মৃত্যু কালে[১] আর
দেখা না হইল[২] তোমার সনে ॥
আমার কপালে ছিল কোন বা ফলে
বাড়ী ঘর রৈল কোথা।
কোথাএ মাতাপিতা আমি থাকি এথা
কার সঙ্গে কই কথা ॥
আহা গাযী ভাই দেখা শুনা নাই
এবে না চাও ফিরিয়া।
আসিতে পাষণ্ড হৈল সেহি দণ্ড
প্রাণ মোর জাএ ফাটিয়া ॥
আহা প্রাণের ভাই দেখা শুনা নাই
বাক্য বৃথা[৩] হৈল তোমার।
ধরি মোর তরে রাখে কারাগারে
বুকে পাথর বাইশ মণ ভার ॥
হস্তে পাটের দড়ি পাএ লোহার বেড়ি
উঠিতে বসিতে শক্তি[৪] নাই আমার।
আহা গুণের ভাই ফিরিয়া নাহি চাহ
ধিক জহুরা তোমার ॥
কালুর করুণা গাযীর ভাবা গুণা
আসিয়া বার্তা[৫] লও।
সফল জীবন যাহার কারণ
মৃত্যু[৬] কালে দেখি পাও ॥
ভরসা খোদায় গাযীর দোওয়ায়[৭]
বন্ধন বিরচন হৈল।
কন্যা চম্পাবতী না হৈলা তার পতি
তবে আমার মরণ বিফল ॥
না বল অধম তোমার কদম
ছাব্বিশ অক্ষরে বন্ধ।
আল্লা নবি বল মুমিন সকল
দেখিয়া লোক হইল ধন্দ ॥

২৯ পালা সমাপ্ত।

১. মিত্যকালে। ২. দেকা না হইল। ৩. ব্রেথা। ৪. সক্তি। ৫. বার্ত্রা। ৬. মিত্ত্য। ৭. দোওা।

৩০ পালা

পদ

কান্দিয়া কালু যখন[১] করিল স্মরণ[২]।
বট বৃক্ষতলে[৩] গাযী জানিল তখন ॥
কালুর পানে চায়া গাযী আছিল বসিয়া।
আচম্বিত[৪] শিরের দস্তার পড়িল খসিয়া ॥
দস্তার পড়িল গাযী হৈল চমৎকার।
ভাই কালু কালু বলি লাগিল কান্দিবার ॥
আহা ভাই প্রাণের কালু মৈল মোর কারণ।
কালুক উদ্ধার[৫] আমি করিব কেমন ॥
আহা আল্লা দীননাথ শুকুর দরবার।
মোর ভাই মৈল বুঝি রাজার কারগার ॥
কালু যদি মরিবে অন্ধ কারাগারে।
ছাড়িব পরাণ আমি পড়িয়া সাগরে ॥
চণ্ডীর প্রসাদ গাযী তিন ভাগ করি।
এক ভাগ ফিকিলেন মটুক রাজার পুরী।
সেহি ভাগ পইল জায়া কালুর গোচর।
গাযীর হুঙ্কারে পইল বুকের পাথর ॥
রক্ষা পাইল কালুর প্রাণ রহিল পড়িয়া।
এক ভাগ চম্পার নামে দিলেন ছাড়িয়া ॥
আর এক ভাগ নিল কোমরে বান্ধিয়া ॥
কালু কালু বলি[৬] গাযী চলিল কান্দিয়া ॥
চম্পাবতীর ভাগ চলিল কৌতূহলে।
ছাপিয়া রাখিল কন্যা বালিশের[৭] তলে ॥
কালু কালু বলি[৬] গাযী ধায়া জাএ লড়ে।
প্রবেশ হইল জায়া জঙ্গল বিহড়ে ॥
সোনাপুর জঙ্গলে গেল গাযী জিন্দাপীর।
চেলা বাঘ বলি গাযী ছাড়িল জিকির ॥
সাহেব গাযী ছাড়িল ডাক চেলা বাঘ করি।
গাযীর আওয়াজে[৮] বাঘ পাড়ে লড়ালড়ি ॥
খান দৌড়া বেড়া ভাঙ্গা বাঘক দিল ডাক।
গাযীর স্মরণে[৯] বাঘ আইল ঝাঁকে ঝাঁক ॥
মতিচূর লোহাজঙ্গ আইল কেশরী ॥
বাএ ভর করি আইল বাঘ নাগেশ্বরী[১০] ॥
ডুম্বরিয়া বাঘ আসি দাঁড়াইল সাক্ষাত।
কেন্দুয়া হামুঞা আইল জোড় করি হাত ॥
আদম খোরা বাঘ আর গোবাঘা ছুচিয়া।
মাথা ভেঙ্গরা বাঘ আইল চারি পাও ঘুমিঞা ॥
পোড়ামাথা[১১] বাঘ আইল নাম জগেশ্বরী।
একি বাঘে খাইতে পারে মটুক রাজার পুরী ॥
আর এক বাঘ আইল নাম সীতাহার।
আশি গণ্ডা হস্তী যাহার দিবসে আহার ॥
আড়িয়া ঝগড়িয়া বাঘ ঘোর অন্ধকার।
কাল মুণ্ডা বাঘ আইল জিনিঞা পাটওয়ার।
উত্তরিয়া বাঘআইল ভেঙরে[১২] লুকাএ।
উলট মারিয়া জে হালুয়াক ধরি খাএ ॥
যুগিয়া পন্তা পাড়ার বাঘ আইল শুন তার কথা।
মনুষ্য মারিয় খাএ কাদায়[১৩] লেপে মাথা[১৪] ॥
তার পাছে বাঘ আইল নাম তার হুমা।
জমীনে ছাড়িলে ডাক আসমানে উঠে ধুমা ॥
তার পাছে বাঘ আইল নাম তার চান্দি।
পাত কাটিতে ধরি খাএ ব্রাহ্মণের বান্দী ॥
শত শত[১৫] চলে বাঘ গণিতে না পারি।
গাযীক ভেটিতে বাঘ পাড়ে দৌড়াদৌড়ি ॥
এহিমতে আইল বাঘকে জানে সবার নাম।
সাত শত[১৬] বাঘ গাযীক করিল সালাম[১৭] ॥
গাযী বলে শুন বাপু যত বাঘগণ।
মোর ভাই কালু মরে ব্রাহ্মণ ভুবন ॥
বড়ই অসহায়[১৮] মোর পড়িল নিদান।
কিরূপে হএ মোর ভাই এর পরিত্রাণ ॥
খান দৌড়া বলে চিন্তা নাহি মিঞাজি।
মারিব তোমার বৈরী[১৯] ভয় আছে কি ॥

১. জখন। ২. স্বওরোন। ৩. বৃিক্ষতলে। ৪. অচমভিত। ৫. উর্দ্দার। ৬. বুলিয়া। ৭. বাল্বসের। ৮. আওাজে। ৯. শ্বৌঙরোনে। ১০. নাকের্ষরি। ১১. পুড়ামাতা। ১২. ভঙরে। ভেঙর=চাষের ভেঙর। ১৩. কাদনে। ১৪. মাতা। ১৫. সাত সও। ১৬. সাত সও। ১৭. ছার্ল্বাম। ১৮. অর্ষএে। ১৯. বরি।

বেড়াভাঙ্গা লাঠিয়া বলে আর নাগেশ্বরী।
ব্রাহ্মণ মাংস[১] খাই চল সুখে[২] উদর ভরি ॥
তোমার হুকুম পাই যত[৩] বাঘগণ।
রাজপুরী বেড়িয়া মারিব জনে জন ॥
আনন্দ হইয়া গাযী করে আশীর্বাদ[৪]।
সকলেক খাইতে দিল চণ্ডীর প্রসাদ ॥
যুগে যুগে জিও বাছা যত বাঘ মোর।
পাষাণ[৫] সমান অঙ্গ হউক অমর ॥
প্রসাদ খাইয়া বাঘ আনন্দিত হৈল।
লাফালাফি ঝাপাঝাপি মার মার বলিল ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া চলে হাযারে হাযারে।
কাতারে কাতারে বাঘ দুন্দু শব্দে ডাকে।
আগে পাছে বাঘ সব জাএ ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
সোনার খড়ম পাএ আসা ডাইন করে।
বাঘ লয়া জাএ গাযী ব্রাহ্মণ নগরে ॥
জেপত দিয়া জাএ গাযী খন্দকার[৬]।
আগে পাছে জাএ বাঘ ভরিয়া পাথার ॥
নগর বাজার দিয়া বাঘ নিয়া জাএ।
নগরিয়া লোকে দেখি তরাসে পলাএ ॥
লোকে বলেন ভাই এ বড় প্রমাদ[৭]।
এত বাঘ দেখি ফকীরের সম্পদ[৮] ॥
এমত সুন্দর ফকীর এত জানে গুণ।
এমত সুন্দর ফকীর না দেখি কখন ॥
অঙ্গ হইতে রূপ পড়িছে চুইয়া।
এত বাঘ লয়া জাএ জ্ঞান[৯] করিয়া ॥
ভয় পায়া লোকে বলে জেবা জন বুঝা।
কোথা[১০] হৈতে আইল ফকীর দারুণ বাঘের ওঝা[১১] ॥
তাহা শুনি গাযী বলে মইলাম আমি লাজে।
ফকীরি দরবেশি গেল বাঘের ওজা[১১] সাজে ॥
বাঘের ওজা[১১] করি যদি লোকজনে কএ।
তাহা শুনি মিঞা গাযী বড় লজ্জা পাএ ॥
গাযী বলে আল্লা জানিও নিরাঞ্জন।
লোকে জ্ঞানী[১২] ফকির বলে করিব কেমন ॥
দোগানা নামাজ পড়ি শুকুর ভেজিল।[১৩]
আল্লার দরগাত গাযী মুনাজাত করিল ॥
আল্লা মিঞা জেহি করে সেহি কাম হএ।
বড় খাঁ গাযীর আওয়াজ বৃথা[১৪] হবার নএ ॥
সকল বাঘেক গাযী বাথান[১৫] করাইল।
আল্লাক স্মরিয়া[১৬] গাযী আসন করিল ॥
ধ্যানে বসিল যদি গাযী যিন্দাপীর।
আল্লা নবির নাম লয়া ছাড়িল যিকির ॥
গাযী বলে বাঘগণ শুনহ প্রণতি।[১৭]
বাঘরূপ ছাড়িয়া হও দুম্বার মূরতি ॥[১৮]
এতক বলিয়া গাযী দোওয়া ফরমাএ।
মায়া দুম্বা হয়া সব বাঘগণ জাএ।
বাউর ফকির গাযী হইল তখন।
ফেলিল উত্তম বস্ত্র খেতা পরিধান ॥
পাছে পাছে জাএ খেতা কোমরে বান্ধিয়া।
আগে চলে দুম্বাগণ লাফিয়া ফান্দিয়া ॥
নগরের নরনারী হিলি দিয়া চাএ।
দুম্বা দেখিবার লোক পাছে পাছে ধাএ ॥
লড় দিয়া পাছে পাছে জাএ সব গিরি।
সবে বলে দেখিতে জাই দুম্বার বেপারী ॥
নতুন[১৯] বয়স ফকির পাগলের বেশ।
দুম্বার বেপার[২০] করি ফিরি দেশে দেশ ॥
পাগল মূরতি দেখি ফকির আউল।
কেমনে দেএ ফকির এত দুম্বার মূল ॥
হাসিয়া হাসিয়া কহে গাযী খন্দকার।
ছোট হইতে করি এই দুম্বার বেপার ॥
এক জনে বলে ফকীর মোর বাক্য নেও।
বিক্রি করে একটা দুম্বা মূল করিয়া দেও ॥
ফকীরে বলেন ব্রাহ্মণ নগরের রাজ্যেশ্বর[২১]।
লক্ষ টাকা দিছে[২২] তাঞি দুম্বার উপর ॥
তাহারি মূলের দুম্বা কিনি লয়া জাই।
কিনা দুম্বা দিতে মোর বাপের সাধ্য[২৩] নাই ॥
পুনর্বার[২৪] জাব আমি দুম্বার কারণ।
সে খেপে লইও দুম্বা যাহার যত[২৫] মন ॥
সাত পাঁচ কহে গাযী সবাকে বুঝাএ।
রাজপথ দিয়া গাযী দুম্বা লয়া জাএ ॥
রাত্রি হৈলে মএদানে থাকেন বৃক্ষতলে[২৬]।
রজনী প্রভাত হৈলে তথা হৈতে চলে ॥
আর দিন পথে গাযী রহিল একরাতি।
সে গ্রামের লোক যত ভাবিল যুগতি ॥
যত দুষ্টগণ তারা আর ভাব করি।
নিশি রাত্রে আইল দুম্বা করিবার চুরি ॥
আল্লাকে ভাবিযা গাযী করিছে আসন।

১. ব্রহ্ম মাংষ। ২. ষুখে। ৩. জতো। ৪. আসিবাদ। ৫. পসান। ৬. খন্দগার। ৭. প্রম্বাদ। ৮. শম্বাদ। ৯. গ্যান। ১০. কোতা। ১১. রজো। ১২. গ্যানি। ১৩. দোগুনা পড়িয়া গাযী ষুকুর ভেজিল। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ১৪. ব্রেথা। ১৫. থানা। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ১৬. স্বৌরিয়া। ১৭. ১৮. হা. মী. গাযী বলে বাঘ সবে তোমাক দিলাম বর। দুম্বারূপ হও দেখি আমার গোচর। ১৯. নৈতুন। ২০. বেপারি। ২১. রাজ্যস্বর। ২২. দিচে। ২৩. সার্দ্দ। ২৪. পূর্ণ্ন্যবার। ২৫. জএটা। ২৬. বৃক্ষতলে।

হেনকালে আইল তথা চোর দশজন ॥
আগমে জানিল গাযী চোরের খবর।
নিঃশব্দে[১] রহিল গাযী বিছানার উপর ॥
গাযী বলে দেখিব আজি চোরের বিড়ম্বন।
বড় আশে আসিয়াছে দুম্বার কারণ ॥
চাপে চুপে আইল তারা হয়া ভিড়াভিড়ি[২]।
খানদৌড়া বেড়াভাঙ্গার গলাত দিল দড়ি ॥
খানদৌড়া বলে সাহেব তোমার হুকুম পাই।
চোর সবেক্ ধরি মোরা উদর ভরাই ॥
দশজন চোরে যখন টানে দড়ি ধরি।
খানদৌড়া তোলে চোরের মাথার খাপরী ॥
গাযীর হুকুম নাই মারিবার নর।
কিলায়া ভাঙ্গিল দশ চোরের কোমর ॥
গড়াগড়ি জাএ সবে করে ধড়ফড়।
বুকেতে বসিয়া চোরের গালে মারে চড় ॥
আগাও আগাও বাপু দুম্বার বেপারী।
তামাশা দেখিতে আইলাম নহি তোমার বৈরী[৩] ॥
শামাল তোমার দুম্বা না ভাবিও রোষ।
তামাশা দেখিতে তাহার হএ কিবা দোষ ॥
হাসিয়া বলেন গাযী বাক্য বড় খাশা।
আমার দুম্বার বাপু এমতি তামাশা[৪] ॥
তাহা শুনিঞা চোরগণ বলেন কান্দিয়া।
পাইলাম তাহার প্রতিফল[৫] দুম্বাকে বান্ধিয়া ॥
এতদিনে জানিলাম দুম্বার[৬] বড় কিল।
পৃষ্ট[৭] পরে পড়ে জেন চৌদ্দ সৈইরা শিল[৮] ॥
কহে শেখ খোদা বখ্শ্ গাযীর নফর।
গাযী বলে খানদৌড়া কিল ক্ষমা কর ॥
ইতি ৩০ পালা সমাপ্ত[৯]।

---

১. নিসন্দে। ২. ভড়াভিড়ি। ৩. বরি। ৪. তামেসা। ৫. প্রিতিফল। ৬. দম্বা। ৭. পিস্ট। ৮. সিল। ৯. সমেআপ্ত।

৩১ পালা

পদ।

শুনিঞা গাযীর বাণী খানদৌড়া ছাড়ে।
ছাড়ি দিল খানদৌড়া পাক দিয়া ঘাড়ে ॥
লড় দিয়া পালাইল চোর দশ[১] জনা।
একেক[২] চোরে পানি খাইল তিন তিন বদনা[৩]
প্রতিফল[৪] পায়া চোর রহিল হরিষে।
তিনদিন না বারাএ গড়াগড়ি বিষে ॥
রজনী প্রভাতে গাযী[৫] তথা হৈতে উঠে।
সারাদিন হাঁটি আইল হরা মাঝির ঘাটে ॥
ক্ষীর নদী[৬] সাগর সেহি বড়ই বিষম।
হরা শ্রীরা খেওয়া দেএ সাগর সঙ্গম[৭] ॥
কাতারে কাতারে সব দুম্বা হৈল স্থির[৮]।
ঘাটের ঘাটিয়াল বলি ডাকেন ফকীর ॥
বাড়িত থাকিয়া হরা হিলি দিয়া চাএ।
দুম্বা [আ] কার দেখিয়া বলেন হাএ হাএ ॥
হরা বলে শুন ভাই শ্রীরা আইস ঝাটে।
কাতারে কাতারে দেখি কিবা ফিরে ঘাটে।
হিলি দিয়া শ্রীরা মাঝি দেখে দৃষ্টি[৯] করি।
শ্রীরা বলে আইল ফকির দুম্বার বেপারী ॥
বৈঠা কান্ধে লয়া হরা আগে আগে ধাএ।
চউর কান্ধে লয়া শ্রীরা ধীরে ধীরে জাএ ॥
গুমান করিয়া দুহে ধীরে ধীরে হাঁটে।
প্রবেশ করিল জায়া নিজ খেওয়ার ঘাটে ॥
হরা বলে মিঞা সাহেব সাল্লাম[১০] আমার।
কতদিন হৈতে কর দুম্বার বেপার ॥
গাযী বলে দুম্বার বেপার করিয়াছি প্রথম।
পার করি দেহ বাপু সাগর সঙ্গম[৭] ॥
গণিঞা সকল দুম্বা করিল শুমার।
দশটাকা দেহ ফকির দুম্বা করি পার ॥
গাযী বলে আদেশিল মটুক রাজন।
তারি টাকা লইয়াছিলাম দুম্বার কারণ ॥
সেকেন্দর বাদশার পুত্র বড়খাঁ গাযী নাম।
তারি সঙ্গে রাজকন্যার হয়েছে পএগাম[১১]।
তাহার বাড়িতে দুম্বা করিয়া খরিদ।
দিয়া জাব টাকা আমি আসিয়া তাগিদ ॥
তোমার পাড়ের কড়ি না রাখিব আর।
বিলম্ব না কর হরা শীঘ্র[১২] কর পার।
হরা বলে [জানি] কলি[১৩] লোকের মায়া।
কত যে পার হইল কড়ি দিবার চায়া ॥
আসিবার[১৪] কালে জাএ অন্য[১৫] ঘাট দিয়া ॥
কড়ি নাঞি জাও ফকির ঘরে ফিরিয়া ॥
গাযী বলে বান্ধা রাখ সুবর্ণের[১৬] দস্তার[১৭]।
তথাপি আমাকে হরা তুমি কর পার ॥
হরা বলে তুমি ফকির জাহত ফিরিয়া।
চিরা তেনা কত আছে কাঞ্চিৎ পড়িয়া ॥
গাযী বলে সুবর্ণের[১৬] সেহলী রাখ মোর।
হরা বলে এমত মোর আছে নাএর ডোর ॥
গাযী বলে রাখ সুবর্ণের[১৬] ইজার।
বিলম্বনা কর হরা তবু কর পার ॥
হরা বলে শুন শ্রীরা কথা মোর ঠাঞি।
এ ফকির বুঝা গেল ঐ ফকিরের ভাই ॥
সে ফকিরের ইজার লয়া ভাই মৈল পড়ি।
এ ফকিরের ইজার লয়া আর ভাই মরি ॥
যত দিন আমরা জিব ভবের মাঝার।
অন্য দ্রব্য[১৮] না রাখিব থাউক যেন ইজার ॥
গাযী বলে পার হৈতে নাহিক ভরসা।
বান্ধা রাখ হরা মোর সুবর্ণের[১৯] আসা।
হরা বলে চৌউর বৈঠা আছে দাড় লাঠি।
হারাইলে থোপে জায়া আর আনিব কাটি ॥
কত লাঠি আছে মোর পাটনীর পুরী।
পার হবার চাও ফকীর করি চাতুরালী ॥

১. দসো জোনা। ২. এহাক। ৩. বদেনা। ৪. প্রিতিফল। ৫. হইলে। ৬. খির নদি। ৭. শঙ্গাম। ৮. শৃতির। ৯ দিস্ট। ১০. ছার্ল্লাম। ১১. পএগ্রাম। ১২. সিগ্র। ১৩. কেলের। ১৪. আসিতের। ১৫. অণ্ন্য। ১৬. সোবণ্র্যের। ১৭. দশৃতার। ১৮. অণ্ন্য দৰ্ব্ব। ১৯. সোবণ্র্যের।

বিনে গুরু পথ[১] পাএ সাধ্য[২] আছে কার।
বিনে দানে ভব সিন্ধু[৩] কেবা হএ পার ॥
গাযী বলে তবে হরা সাধ্য[২] কিছু নাঞি।
পার করি দেহ হরা ভিক্ষা কিছু চাই ॥
হরা বলে যবে তুমি জাবে মোর পুরী।
যে জোড়ে আমার সাধ্যে[২] করিব হাজুরি ॥
এমনি করি এক ফকির নদী পার হৈল।
প্রাণের দোসর ভাই মোর ইজার পরি মৈল ॥
সেকথা কহিতে মোর জ্বলে[৪] আগুন।
ফকিরেকে পার করি নাহি কোনগুণ ॥
গাযী বলে পারের বদল দুম্বা একটা লেও।
বিলম্ব না কর হরা পার করিয়া দেও ॥
শ্রীরা বলে শুন হরা নাহি জান মর্ম[৫]।
শুক্র[৬] বারের দিন হবে ছোট ভায়ের কর্ম[৭]।
দুম্বা কাটিয়া আমরা শুক্র বারের রোজ।
জ্ঞাতি[৮] কুটুম্ব লোকের করাইব ভোজ ॥
বহুত বাঁচিব আমরা কিনিতে শূকর[৯]।
বড় শুদ্ধ[১০] হবে কাম সুরার[১১] উপর ॥
শ্রীরা বলে শুন ফকির দুম্বার বেপারী।
দুইটা দুম্বা দেহ [যদি] তবে পার করি ॥
গাযী বলে তবে হরা বহুত অন্যায় হএ।
সাত টাকা করি মোর না চৌদ্দ টাকা জাএ ॥
হরা বলে তবে আমি পার নাহি করি।
ফিরিয়া বাড়িতে জাহ দুম্বার বেপারী ॥
গাযী বলে ঘাটিয়ালের হএ এহি রীত[১২]।
পাটনীর সঙ্গে কথা নহে কদাচীত ॥
গাযী বলে জাহ হরা দুই দুম্বা লও।
আর কিছু কথা নাহি পার করি দেও ॥
পাটনী বলেন ফকির শুন বিদ্যমান[১৩]।
বাছিয়া লইব দুম্বা জাতে মূল্যবান[১৪] ॥
যাহা ইচ্ছা তাহা লেও গাযী মনে হাসে।
পাবা তার প্রতিফল[১৫] দোষ নাহি শেষে ॥
বৈঠা কান্দে লয়া হরা জাএ ধীরে ধীরে।
বড় বড় চায়া দুম্বা তালাশিয়া ফিরে ॥
চৌউর লয়া শ্রীরা গেল সেই দুম্বার পালে।
খানদৌড়া বেড়াভাঙ্গা পাইল হেন কালে ॥
খানদৌড়া বেড়াভাঙ্গার শরীর ডাঙ্গর।
সেহি দুম্বা নিতে ভাবে মনের ভিতর ॥
শ্রীরা বলে হরা ভাই শুন মোর ঠাঞি।
এহি দুইটার চাহিতে আর বড় নাঞি ॥
লড় দিয়া আসি হরা সেই দুম্বার পালে।
খানদৌড়া বেড়াভাঙ্গার কান ধরিতে বান্ধে ॥
দুই বাঘে বলে গাযী তোমার হুকুম পাই।
নহে তার প্রতিফল[১৫] এখনি দেখাই ॥
তোমার হুকুমে মোর পাটনী কান ধরে।
পাটনীর ছেচিব মুখ আল্লা যদি করে॥
গাযীর হুকুমে বাঘ রাও নাহি কাড়ে।
বৈঠাতে লায়ায় ডোর বাহির করি গাড়ে ॥
দুই বাঘ বান্ধা রহিল বৈঠার সহিতে।
গাযীকে আসিয়া পার করিল ত্বরিতে ॥
গাযীক করিল পার দুম্বা যত আর।
দুই তিন ক্ষেপে দুম্বা করি দিল পার ॥
পার হয়া গেল গাযী কিনারা উপর।
দুম্বা লয়া চলে সব হয়া থরে থর ॥
শেখ খোদা বখশে কহে বাহাদুরের পোতা।
নূর শাহ ফকিরে জানে[১৬] গাযীর মনের ব্যথা[১৭] ॥
পূর্ব খড়ি বাদাতে [মোর] জন্ম স্থান[১৮]।
কিষ্ট পুরে বা করি প্রকাশিলাম গান ॥
পিতামাতা ভাই বান্ধব নাহিক সংসারে।
কিবা গুণা কিরয়াছিলাম খোদা দরবারে ॥
তকারণ একা মোক করিল নিরঞ্জন।
কেবল ভরসা মোর গুরুর চরণ ॥
ভাই বন্ধ[১৯] ইষ্ট মিত্র কিবা করে কাম।
আমার দোসর কেবল আল্লা নবির নাম ॥
একেলো আসিয়া ভবে একেলা বেড়াই।
খোদার হুকুম হৈলে একা চলি জাই ॥
কার সঙ্গে কেবা জাবে সব মিথ্যা[২০] মায়া।
সকলি থাকিবে জাবা পাপ পুণ্য[২১] লয়া ॥
দুম্বা লয়া গাযী রহিল বৃক্ষতলে[২২]।
হরা শ্রীরা দুই ভাই দুম্বা লয়া চলে ॥
আগে [দুম্বার] দড়ি ধরি হরা মাঝি জাএ ॥
নেঙ্গুর ধরিয়া শ্রীরা হাঁকিয়া খেদাএ ॥
খানদৌড়া বলে ভাই রাজে মৈলাম আজি।
ঘরে গেলে দাদ ইহার পাবে[২৩] হরা মাঝি[২৪] ॥
কি করিব গাযী জিন্দার বাক্য লঙ্ঘন[২৫] হএ।
স্মরণ[২৬] করিলে ফল পাইবা নিশ্চয়[২৭] ॥
হাসিয়া হাসিয়া তারা দুম্বা লয়া চলে।
দুই দুম্বা বান্ধিলেক গরুর গোওয়ালে ॥

১. পত। ২. শার্দ্দ। ৩. সেন্দু। ৪. জলেন। ৫. মম্ম। ৬. মুকর। ৭. কম্ম। ৮. গ্যাতি। ৯. মুকুর। ১০. মুর্দ্দ। ১১. শরার। ১২. নিত। ১৩. বির্দ্দমান। ১৪. মুল্বমান। ১৫. প্রিতিফল। ১৬. জর্ষ। ১৭. ব্রেথা। ১৮. জম্মশ্যাতন। ১৯. বন্দ। ২০. মির্থা। ২১. প্বণ্ন্য। ২২. বৃক্ষ্যতলে। ২৩. পাব। ২৪. মাজি। ২৫. লঙ্গন। ২৬. সঙরোন। ২৭. নির্ছয়।

এক পাঞ্জা ঘাস আনি দিল খাইবার।
অন্ন[১] খাইতে তারা আনন্দ অপার[২] ॥
আনন্দ হইয়া তারা অন্নজল[৩] খাএ।
হরা মাঝির স্ত্রী[৪] গোয়ালে ধূমা দেএ ॥
খানদৌড়া বলে শুন[৫] বেড়াডাঙ্গা ভাই।
গাযী যিন্দার প্রসাদে আজি ঘাস দূর্বা খাই ॥
ধূমায় অন্ধকার ঘর হইল অস্থির[৬]।
হেনকালে স্মরণ[৭] করিল গাযীপীর ॥
বৃক্ষতলে[৮] থাকি গাযী দোওয়া[৯] ফরমাএ।
খানদৌড়া বেড়াভাঙ্গা বাঘরূপ হএ ॥
আইস আইস বলি ডাক দির গাযীপীর।
ভয়ঙ্কর মূর্তি হৈল দুই বাঘের শরীর ॥
ছিড়িল গলার ডোর ফিকিল অন্তর।
গোটে গোটে গরু মারে গোয়ালের[১০] ভিতর ॥
ঢোকে ঢোকে রক্ত খাএ গোয়ালেতে বসি।
হেন কালে পোহাইল বিশুদ[১১] বারের নিশি ॥
শুক্রবার দিন আসি হইল প্রবেশ।
গোওয়ালের দিকে কেহ না করে তালাশ ॥
ব্রাহ্মণ দাওয়ালকে ডাকিবার জাএ।
কুটুম্ব সকলককে নিমন্ত্রণ[১২] দেএ ॥
ধনা দাওয়াইল[১৩] আগে আইল দুম্বা কাটিবার।
দুম্বা কাটা খড়্গলৈছে যাতে বড় ধার ॥
গাছ হৈতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়াছে এক ঠেঙ্গ।
লাফিয়া লাফিয়া হাঁটে জেন হোলা বেঙ্গ ॥
আগে আগে জাএ দেড় ঠেঙ্গিয়া ধনা।
পাছে জাএ ব্রাহ্মণ তার এক চক্ষু[১৪] কানা ॥
কানা জাএ ডানে বামে নাহি চিনে পথ[১৫]।
খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আগে জাএ খোড়া দত্ত ॥
প্রবেশ হইল জায়া পাটনীর ঘর।
গৌরব করিয়া বৈসে বিছানার উপর ॥
জ্ঞাতি কুটুম্ব সবে আইল তথাএ।
কাতারা গাড়িল এক মধ্য[১৬] আঙ্গিনাএ ॥
ধনা ধাওয়াঈল তবে মারিয়া কাছটি।
কান্ধে [তে] লইয়া খাণ্ডা করি পরিপাটি ॥
হরাকে বলিল তবে আনন্দে ব্রাহ্মণ।
বাহিরে আনহ দুম্বা করি আচরণ[১৭] ॥
কহে শেখ খোদা বখশে গাযীর কীর্তন[১৮]।
দুম্বা আনিবার তরে হরা চলিল তখন ॥

ত্রিপদী।

হস্তে খড়্গলয়া ধনা বসিছে ব্রাহ্মণ কানা
হরা গেল দুম্বা আনিবার।
খাঁড়া লয়া খাণ্ডায়াতি হরা গেল শীঘ্র গতি
প্রবেশিল গোয়ালের দ্বার ॥
দুই বাঘ দুন্দু ছাড়ি হরাকে ধরিল পাড়ি
হুহুঙ্কার বাঘের গর্জন।
দুই বাঘ বড় রোষে থাপা দিল অণ্ড কোষে
বাপ বাপ হরার ক্রন্দন ॥
আগাও ওরে ভাই দুম্বা রৈল কোন ঠাঞি
প্রাণ জাএ দুই বাঘের হাতে।
বাঘের হাতে হয়া বন্দী লাগিলেক বাঘ চুন্দি
দন্ত ভাঙ্গে জেন বজ্রঘাতে ॥
হরা জাএ গড়াগড়ি জাএ বাঘ তাহাক ছাড়ি
প্রবেশিল দাওয়াইলের আগ।
গগন মণ্ডল ডাকে হাড়িয়া কোণের মেঘে
খোঁড়া দত্ত খাণ্ডা কর্ল ত্যাগ ॥

---

১. অণ্ন্য। ২. আপার। ৩. অণ্ন্যজল। ৪. শতিরি গোওালে। ৫. ষুন। ৬. অশৃর্তির। ৭. শ্বরন। ৮. বিৃক্ষতলে। ৯. দোওা। ১০. গোওালের। ১১. বিৃসতবারের। ১২. নিমোন্তন। ১৩. দাওাইলের। ১৪. চক্ষ। ১৫. পত। ১৬. মর্দ্দ। ১৭. উর্চরন। ১৮. কিৃর্ত্তন।

খোঁড়ার জবানবন্দী ভূমে পৈল খায়া চুন্দি
ধড়ফড়[১] আঙ্কল ব্রাহ্মণ।
দ্বিজের উকাড়াএ দাড়ি গোরক্ত দিল মাখি
দাওয়াইলেক ধরিল তখন ॥
মুখেত মারিল লাথ ভাঙ্গিল বত্রিশ[২] দাঁত
লঘ্‌ঘি[৩] করিয়া দিল মুখে।
যতেক জ্ঞাতিগণ খোঁড়া কর্ল্ল জনে জন
দুম্বা ভোজন খাও সুখে ॥
হরা পাটনীর নারী স্থাপি[৪] ছিল ঘট বারি
লুকাইল কেওয়াড়ের আড়ে।
দুই বাঘ দুন্দু ছাড়ি তাহাকে ধরিল পাড়ি
ঐ মাগি বড়ই বদ্‌জাত[৫] ॥
দুই বাঘ ক্রোধে ফুলে ধরিল তাহার চুলে
খানদৌড়া বৈসে তার ঘাড়ে।
গোয়ালে দিছিল[৬] ধূমা অখন তার লেহো সীমা
গোটে গোটে উকড়াইল[৭] চুল।
বাঘের চরণ ধরি কান্দিয়াছে হরার নারী
আমি নারী তোমার পাএর ধূল ॥
শ্রীরা মাঝি ঘরে ছিল ফকিরের দোহাই দিল
রক্ষা কর দুম্বার বেপারী।
না জানিঞা কর্ল্লু পাপ লাগিল ফকিরের শাপ
আমি অধম তোমার সেবক।
ফকিরের লয়া নাম কান্দে মাঝি শ্রীরাম
পৈল আসি বাঘের চরণ।
তরাও ফকিরের বাঘ প্রণাম তোমার আগ
প্রণতি[৮] করি এ অধম।
না জানি তোমার মায়া অধমেকে কর দয়া
আহা শাস্তি করিলা অনেক।
শ্রীরার ক্রন্দন শুনি দুই বাঘে মনে গণি
ফকিরের বুঝিলা প্রতেক ॥
দুই চক্ষু সূর্যের[৯] রেখ দুই গোফ হাড়িয়া মেঘ
লোম জেন শক্তি[১০] শেলের বাণ।
লেঙ্গর টঙ্কার করি ছড়িল হরার পুরী
চলি গেল গাযীর বিদ্যমান[১১] ॥
দরিয়া হইল পার গাযীর নাম নেসার
পাএ আসি করিল সালাম।
খোদা বখ্‌শে কএ পাটনীর দুঃখ[১২] হএ
বল ভাই আল্লা নবির নাম ॥

ইতি ৩১ পালা সমাপ্ত[১৩]।

১. ধড়পড়। ২. বর্ত্তিশ। ৩. লর্ঘি। ৪. শৃতাপি। ৫. বরজাত। ৬. দিছুর্ব্ব। ৭. উকুড়াইল। ৮. প্রণ্ন্যতি। ৯. ষুর্জ্জের রেক। ১০. সক্তিসেলের বান। ১১. বির্দ্দমান। ১২. ঘক্ষু। ১৩. সমেআপ্ত।

৩২ পালা

দিসা : ওরে নসিবের লিখন।
লিখন রদ[১] হবার নয়রে ॥

পদ

কানা দ্বিজ[২] পড়িয়া গড়াগড়ি জাএ।
জ্ঞাতি[৩] কুটুম্ব লোক বলে হাএ হাএ ॥
ধনা দাওয়াইল[৪] পড়ি আছে মার্গ[৫] উবাদ[৬] হয়া।
বন্ধু বান্ধব[৭] আইল খবর পাইয়া ॥
ধনার দুই পুত্র আসি ক্রোধে দেএ গাইল।
জেটে সেটে লড় পাড়লালা দাওয়াইল[৪] ॥
লুকাইয়া যাও বেটা নাজাও কহিয়া।
পাটনীর পুরে আসি পায়াছ তার ক্রিয়া[৮] ॥
দন্তগুলা ভাঙ্গিয়া মুখ করিছে বিকট।
এখন ফুরাইল তোর দেড় ঠেঙ্গিয়ার চটক[৯] ॥
গালি দিয়া লএ তাক করি ধরাধরি।
দুই পুত্র লএ তাক দস্ত[১০] সাঙ্গো করি ॥
ব্রাহ্মণের চারিপুত্র মনে করি কোপ
ভাল হৈছে উকুড়াছে টিকি দাড়ি গোফ ॥
আসিতের কালে তোক করিয়াছিলাম মানা।
এক চক্ষের বদলে তোর দুই চক্ষু[১১] কানা ॥
কান্ধে করি লইল ব্রাহ্মণের চারি পুত।
আর নাকি জাবু মেলচ[১২] বুড়া ভূত ॥
জ্ঞাতি[৩] কুটুম্ব জাএ কান্দাকাটি করি।
লেংড়া খোঁড়া জাএ সবে নিজ নিজ পুরী ॥
এহি মতে জাএ সবে আপনার ঘর।
চলে পীর বড় খাঁ গাযী ব্রাহ্মণ নগর ॥
খানদৌড়া বেড়াভাঙ্গা সঙ্গতি করিয়া।
ব্রাহ্মণ নগরে গাযী উপনীত গিয়া ॥
সন্ধাকালে উপস্থিত[১৩] রাজার নগরে।
কেহ[১৪] নাজানিল বার্তা[১৫] নগরের নরে ॥
রাজার বান্ধা ঘাটে গাযী করিল বৈসন।
সেহিক্ষণে নড়ি গেল আল্লার আসন ॥
নিরঞ্জনে বলে শুন[১৬] যত হুর পরী।
ব্রাহ্মণ নগরে তোরা জাও তরাতরি ॥
এত দুঃখ[১৭] পাএ গাযী তোমার কপটে।
বিছানা লইয়া জাহ রাজার বান্ধাঘাটে ॥
এথাতে হুর পরী চলে লইয়া বিছানা।
[গাযী] বিদ্যমানে[১৮] আইল পরী যতজনা ॥
আইল সকল পরী না করে বিলম্ব।
গাযীক বিছায়া দিল সুবর্ণ[১৯] পালঙ্গ ॥
সুবর্ণ[১৯] নিশান তথা সকল গাড়িল।
সুবর্ণ[১৯] চান্দয়া তথা টানাইয়া দিল ॥
অযু[২০] করিয়া গাযী পালঙ্গে বসিল।
অযু[২০] নামাজ পড়িয়া গাযী ফারাগত হৈল ॥
দুম্বা দেখিয়া গাযী হুঙ্কার ছাড়িল।
দুম্বা রূপ ছাড়িয়া সবে বাঘরূপ হৈল ॥
ঐ পালঙ্গে বৈসে পরী দেখে মূর্তিবাঘ।
চৌথরিয়া করি রাঘ রাখে ভাগে ভাগ ॥
কাতারে কাতারে রহিল সেই বাঘের থানা।
কাল যমে জায়া জেন পাতিল জন্তনা ॥
চারি পাঁচ করিয়া বাঘ বাড়িতে জাএ।
দশ বাঘ বসিল জায়া দেওয়ানের[২১] সভাএ ॥
ব্যাঘ্রময়[২২] হৈল সব নৃপতির[২৩] পুরী।
নিশাভাগে চোর ফিরে করিবার চুরি ॥
আর এক চোরে চুরি করি ধন মাল খাএ।
ঐ চোরের হাতে পইলে জীব প্রাণ জাএ ॥
বনে বাঘ কাঞ্চিৎ বাঘ বাঘ ঘাটে পথে।
যথা দৃষ্টি[২৪] করি তথা বাঘ শতে শতে ॥
গাযী জিন্দা পীর রৈল চান্দয়ার তল।
পুড়িয়া বৃক্ষের[২৫] খড়ি জ্বালায়[২৬] আনল ॥

১. অদ। ২. দিজ। ৩. ´গ্যাতি। ৪. দাওাইল। ৫. মারগো। ৬. উব্দ শব্দ খুব সম্ভব উপর অর্থে। ৭. বন্দ বান্দব। ৮. কিয়া। ৯. অচটক। ১০. দশৃত। ১১. চক্ষ। ১২. মেলচ শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ১৩. সন্দাকালে উপস্তিৎ। ১৪. র্কেহ্। ১৫. বাত্রা। ১৬. ষুণ জত হুর পরি। ১৭. দ্বক্ষু। ১৮. বির্দ্দমানে। ১৯. সোবর্ণ্ন্য। ২০. রযু। ২১. দেত্তানের সবাএ। ২২. ব্রের্ঘমএ। ২৩. নিরপতির। ২৪. দিস্ট। ২৫. বৃক্ষের। ২৬. জলাএ।

জ্বলিতে[১] লাগিল খড়ি কিবা রাত্রি দিন।
বসিয়াছে পালঙ্গে গাযী কিবা রাত্রি দিন।
বসিয়াছে পালঙ্গে গাযী গুণে প্রবীণ ॥
রাত্রিকালে কোন কর্ম্ম[২] করে বাঘগণ।
আঙ্গিনাএ খুঁজিয়া ফিরে গো ছাগল কারণ ॥
টাটী বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলাএ মএদানে।
ঘরের ছাওন[৩] খুলি রুয়া[৪] ধরি টানে ॥
চালেত পড়িয়া কেহ নাচিয়া বেড়াএ।
চেতন[৫] পাইয়া কেহ বলে হাএ হাএ ॥
আজি কেনে হৈল এত ভূতের ধামালি।
ব্রহ্মজ্ঞান[৬] পড়িয়া কেহ করে দেএ তালি ॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া পড়ে[৭] মন্ত্র যত জানে।
গাযীব দারুণ বাঘ কিছুই নাহি মানে ॥
ভূত পেরেত[৮] হইলৈ মন্ত্র পড়াএ জাএ।
মন্ত্র শুনিএগ্রা বাঘ গর্জ্জিয়া বেড়াএ ॥
লোকে বলে এত দিনে কাল পূর্ণ[৯] হৈল।
তন্ত্র মন্ত্র নাহি মানে ঘরে বুঝি আইল ॥
কেহ জাএ মাচার তলে গুড়গুড়ি মারিয়া।
কেহবা বসিয়া কান্দে বিপরীত[১০] করিয়া ॥
কৃষ্ণ[১১] রাম রোজা এক বড় গুণবান[১২]।
তাহাব চালে বাঘ গর্জ্জে জেমন কামান ॥
কৃষ্ণ[১১] বামে বলে ভূতে দাগা দেএ মোরে।
দেমাগ করিয়া বোঝা মন্ত্র জপ করে ॥
মোর নামে ভূত ভাগে শুনি লাগে দুঃখ[১২]।
মোর গৃহে[১৪] দাগা দেএ ভূত প্রেতের মুখ ॥
বাড়ি বন্ধ করোঙ মুঞি আসন করিয়া।
কালীর খাপরে ভূত জাও সংসার ছাড়িয়া ॥
কিচনী খিচনী ডাইন যোগিনী[১৫] ব্রহ্ম মন্ত্র জ্বলে[১৬]।
দস্যু দানা খেদাইল হাড়ির জির বলে ॥
কৃষ্ণ চন্দ্র দেবের ব্রহ্ম বাণ ছুটে।[১৭]
শিবের ত্রিশূল ভূতের বুকে [গিয়া] ফুটে ॥
মোর বাড়ি ছাড়িয়া নাহি অন্যস্থানে জাও।
শিব দুর্গার মাথে মুছেক দুই পাও ॥
এহি মন্ত্র পড়ি রোজা করে তালি দেএ।
মন্ত্র শুনিএগ্রা বাঘ টুই ফাড়ি দেএ ॥
কিছু নাহি মানে ভূত বিষম গর্জ্জন।
রোজা বলে আজি বুঝি ভাঙ্গিল গগন ॥
রোজার ভাঙ্গিল গলা রাও নাহি সরে।

চারেত থাকিয়া বাঘ কুম্ভনাদ করে ॥
শর্বরী[১৮] পোহায়া গলা সূর্য[১৯] উদয়।
গলা ধরাধরি বাঘ ঘাটেতে[২০] বেড়াএ ॥
কালদণ্ড কোতয়াল উঠিল বিহানে।
প্রথম হইল দেখা পাঁচ বাঘের সনে ॥
খুলিত দেখিয়া বাঘ উঠিয়া লড় দিল।
আঙ্গিনার মধ্যে[২১] জায়া চুন্দি খায়া পৈল ॥
কালদণ্ডের পাছে পাছে পঞ্চ বাঘ জাএ।
বুকেতে বসিয়া তার মোচ উকড়াএ ॥
এহি বেটা রাখিয়াছে কালুক কারাগারে।
দেই তার প্রতিফল[২২] কে রাখিতে পারে ॥
দুর্গতি করিয়া তাহাক দিলেন ছাড়িয়া।
রাজার বাড়িতে জাএ ছেঁচুড়[২৩] পাড়িয়া ॥
চমৎকার হৈল দেখিয়া মহাকাল।
থর থর কঁপিয়া বলিয়াছে কোতাল ॥
কালদণ্ডে বলে রাজা নিবেদন আমার।
কহিতে দুঃখের[২৪] কথা মনে চমৎকার ॥
এক ফকীরের বন্দী করিয়াছ রাজন।
আর এক ফকির আইল লয়া বাঘগণ ॥
বিহানে উঠিলাম আমি লয়া রামনাম।
পঞ্চ বাঘে ধরিয়া করিল এহিকাম ॥
তরাতরি চড়ে বাজা বালাখানার পর।
খাড়া হয়া তার পর করিল নজর ॥
একগুণ বাঘ রাজা পঞ্চগুণ দেখিল।
থর থর করিয়া রাজার গায়ে জ্বর[২৫] আইল ॥
দেখে বাঘগণ কাতারে কাতারে বেড়াএ।
এক বাঘে গরু ধরে পাঁচ বাঘে খাএ ॥
তরাতরি নামে রাজা ডাকে সেনাগণ।
কালদণ্ড কোতাল ডাক সবাক দিল তখন ॥
প্রথম উমরা[২৬] আইল নাম হৃদসিং[২৭]।
বলদে চড়িয়া আইল সুবর্ণ বান্ধা শিং[২৮]।
তাহাকে পঠাইল রাজা দেখিতে ফকীর।
চরচিয়া বাঘ বলে আইস শীঘ্গির[২৯] ॥
ক্রোধ হৈয়া হৃদসিংহ[২৭] বলেন গর্জ্জিয়া।
বাঘ সিংহ যত আইসে ফেলাব মারিয়া ॥
এহি বলি হৈল বীর বলদে সোওয়ার[৩০]।
কুপিয়া চলিল সে রণের মাঝার ॥
প্রবেশ হইল[৩১] জায়া গাযীর নিকটে।

১. জলিতে। ২. কম্ম। ৩. ছাত্তন। ৪. উয়া। ৫. চৈতন। ৬. ব্রম্মগ্যান। ৭. কেহ। ৮. পেরোত। ৯. খন্ন্য। ১০. বিপরিৎ। ১১. কিস্ট। ১২. গুনমান। ১৩. দ্বখ। ১৪. গৃিহে। ১৫. যুগনি। ১৬. ব্রহ্মা মোন্ত্র জলে। ১৭. কিস্টচন্দ্র দেবের ব্রাহ্মন বান ছুটে। ১৮. সর্ব্বরি। ১৯. যূর্জ্জ। ২০. ঘাটাত। ২১. মর্দ্দে। ২২. প্রিতিফল। ২৩. ছেচুর। ২৪. দ্বক্কের। ২৫. জর। ২৬. উম্মরা। ২৭. হ্রিদসিঙ্গ। ২৮. সিঙ্গ। ২৯. সিগ্রির। ৩০. সোওার। ৩১. হইয়া।

পাছে পাছে[১] বাঘগণ আইসে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
থাপা দিয়া হৃদ সিংহক দিল ফেলাইয়া।
বলদেক ধরিয়া বাঘে ফেলাএ মারিয়া ॥
হৃদ সিংহর মনেত হৈল গুণাগুলি।
বাঘের গর্জনে [হৈল] কম্পিত মেদিনী[২] ॥
ভএ পায়া হৃদসিংহ লড় দিয়া জাএ।
ধরধর করিয়া বাঘ পাছে পাছে ধাএ ॥
বড় বলবান[৩] দেখি বাঁচিল পরাণ।
চুন্দি খায়া পইল জায়া রাজার বিদ্যমান[৪] ॥
হৃদসিংহ বলে কথা শুনহ রাজন।
হাযারে হাযারে বাঘ না জাএ গণন ॥
থর থর কাঁপে বীর না ধরে প্রাণ।
মাঙ্গহ সকল লস্কর সাজ পালহান ॥
কালদণ্ড কোতাল সকলেক বার্তা[৫] দেএ।
সাজিল সকল বীর করিতে দিগ জএ ॥
প্রথমে সাজিল লোক জঙ্গি জঙ্গবর।
তোফেত সিপাই আইল বত্রিশ হাজার ॥
সাজ সাজ[৬] বলিয়া হৈল ঘোষণা[৭]।
হস্তে দণ্ড[৮] লয়া সাজিল লক্ষ জনা ॥
কেহ অশ্ব[৯] বাহনে আইল কেহ গজে।
পএদল গাড়িত কেহ সাজে রথ ধ্বজে[১০]।
গাড়ি চরকা ভরি তুলিল কামান।
নানান অস্ত্র লহে কেহ ব্রহ্ম[১১] চক্রবাণ ॥
তীর তরকোচ সাজে শতে শতে ঘোড়া।
জঙ্গের তবল বাজে কাঁসি ঘড়ি কাড়া ॥
শেখ খোদা বখ্শে কহে রফিকের নন্দন।
মাল সাদ মারিয়া চলে উমরা শত জন ॥

দিসা : জঙ্গে সাজিলরে নৃপতি[১২] রাজন!
জঙ্গেত সাজিলরে!!

পদ।

ক্ষিতি পাল কৃতী পাল ধূমদণ্ডকাল।[১৩]
হৃদ সিংহ জগ সিংহ কান্ধে ব্রহ্মজাল ॥[১৪]
লোহা জঙ্গ তাল জঙ্গ ঘট জঙ্গ রাএ।
বাইশ হাযার সৈন্য[১৫] যাহার সঙ্গে দাএ ॥

মার মার কাট কাট উঠির গগনে।
ধর ধর মার মার বলে ঘনে ঘনে ॥
দুম দুম গুম গুম হান হান ডাকে।
এক চাপে সৈন্য[১৬] [সব] চলিল লাখে লাখে ॥
আগে আগে গাড়ি চলে ভরিয়া কামান।
চান্দয়ার তলে গাজী হৈল সাবধান[১৭] ॥
বাঘ গণেক ডাক দিয়া করে এক ঠাঁই।
লক্ষে লক্ষে বাঘ আইল সীমা সংখ্যা নাই ॥
বাঘ গণেক ধরি গাযী দোওয়া ফরমায়[১৮]।
গঙ্গাক স্মরিয়া জলে কামান ভরাএ ॥
গড় গড় করিয়া বাঘ করে সিংহ ধ্বনি[১৯]।
বাঘের গর্জন মুনি কম্পিত মেদিনী[২] ॥
আসিয়া রাজার সৈন্য[২০] সামনে দাঁড়াএ।
লক্ষে লক্ষে বাঘগণ মারিবার ধাএ ॥
ধুঙাএঞ আনল দিল রাজার প্রদল।
ধূমাএ অন্ধকার হৈল গগন মণ্ডল ॥
কামান ধরিয়া তারা বড় ক্রোধে ছাড়ে।
থাকুক বেন আনল কামান মৈল জাড়ে ॥
কামান হৈল বৃথা[২১] কম্পে সেনাগণ।
হেনকালে প্রবেশ হইল বাঘগণ ॥
ধনুক ধরিয়া তীর ছাড়ে বাহাত্তর[২২] ঝাঁক।
একিবারে গাযীর মরিল দুই বাঘ ॥
রণজএ করিয়া নাচে রাজার সৈন্যগণ।
দেখি পীর বড়ীখাঁ গাযী বিমর্ষ[২৩] মন ॥
আল্লাক স্মরিয়া[২৪] গাযী লম্ফ দিয়া আইল।
বাঘের পৃষ্ঠেত[২৫] আসি আসার বাড়ি দিল ॥
মরিছিল দুই বাঘ উঠিল গর্জিয়া।
রাজার প্রদলেত[২৬] জায়া পইল লম্ফ দিয়া ॥
পেটে কাড়ম দিয়া ঘোড়ার খুলে ভুঁড়ি।
মাহুতের মাথাত গর্জিয়া মারে গুড়ি ॥
খড়্গ[২৭] ধরিয়া লোক আইসে ঝাঁকে ঝাঁক।
পদে কাড়ম দিয়া লোক মারে লাখে লাখ ॥
কেহ গদা মারে কেহবা মুশল।
বাঘের গর্জনে বুদ্ধি হরিল সকল ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে [বাঘগণ] হস্তীর ধরে শুণ্ডে[২৮]।
লড় দিয়া জাএ রাজা অমর জিঙত কুণ্ডে ॥
মরা সৈন্যের[২৯] উপর কুণ্ডের জল দিল।
হরি হরি করিয়া লোক চেতন[৩০] হইল ॥

১. পাচে ২। ২. মেদনি। ৩. বলমান। ৪. বির্দ্দমান। ৫. বাত্রা। ৬. শাজ ২। ৭. ঘোশোনা। ৮. হশ্তে ডন্ড। ৯. অর্শ্ব্য। ১০. রথধজে। ১১. ব্রহ্ম। ১২. নিৃপতির। ১৩. খ্যেতিপাল কেৃতিপাল ধুমদণ্ড কাল। ১৪. হ্রিদসিঙ্গ জর্গ সিঙ্গ কান্দে ব্রহ্মা জাল। ১৫. ২২ হাজার ষুণ্ন্য। ১৬. ষুন্ন। ১৭. শবধান। ১৮. দোওা ফরোমাএ। ১৯. সঙ্গধনি। ২০. ষুন্ন্য। ২১. ব্রেথা। ২২. বার্ত্তর ঝাক। ২৩. বিমরিস। ২৪. শ্বোওরিয়া। ২৫. পিশৃটেত। ২৬. প্রদল্যে। ২৭. খর্গ। ২৮. ষুন্ডে। ২৯. ষুণ্ন্যের। ৩০. চৈতন।

গর্জিয়া চলিল লোক রণ করিবার।
লাফিয়া বেড়াএ বাঘ হাজারে হাজারে ॥
যত সৈন্য[১] মারে রাজার রণের মাঝার।
কুণ্ডের জলে মহারাজা জিয়াএ পুনর্বার[১] ॥
বন্দুকের গুলিয়ে তরকোচে হএ হানি।
দশে পঞ্চে বাঘ মরে শেলের অগণি ॥
আসার বাড়ি দিয়া গাযী জিয়াএ বাঘগণ।
প্রাণের শক্তি [তে] বাঘ করে ঘোর রণ ॥
দন্ত কড়মড় করি মারে গুটি গুটি।
এক কোটি[২] মারিতে জিয়াএ আর কোটি ॥
এক কোটি[২] মারিলে বাঘ তিন কোটি বাঁচে।
সিংহনাদ[৩] করিয়া বাঘ লাখে লাখে নাচে ॥
যত লোক মারে রাজার তত লোক হএ।
যথা দৃষ্টি[৪] করে তথা রাজসৈন্য[৫] মএ ॥
শিবের সেবক রাজা বলে নহে কম।
জিঙত কুণ্ডের বলে পলাএ কাল জম ॥
বড় খাঁ গাযী ছোট নহে বড় গুণ ধরে।
পৃথিবী[৬] জিনিতে পারে কলেমার হুঙ্কারে ॥
বাঘমএ সৈন্যমএ গগনে উড়ে ধূল।
হুম হুম গুমগুম যুদ্ধ হুলস্থূল[৭] ॥
গাযী বলে কি করিব পাক পরয়ার।
কি রূপে জিনিব বেটাক হৈল সমসর[৮] ॥
আল্লা আল্লা বলি গাযী মুনাজাত ভেজিল।
গাযীর আরয আল্লা তখনি জানিল ॥
তরাতরি জিবরাইল আইল চলিয়া।
গাযীর কর্ণেত[৯] পড়িল উড়াও দিয়া ॥
কর্ণেত[৯] পড়িয়া ফেরেশতা কহেন খবর।
জিঙত কুণ্ড আছে রাজার পুরীর ভিতর ॥
কুরবানি[১০] করিয়া গরু গোস্ত ফের কুণ্ডে।
গোবধ[১১] হইলে আর না বাঁচিবে দণ্ডে ॥
জাতিনাশ হইবে অমর কুণ্ড।
পলাইবে হস্তীগণ লুকাইবে শুণ্ড ॥
এতেক শুনায়া[১২] জে ফিরেস্তা জিবরিল।
শূন্য ভরে[১৩] খোদার দরবারে চলিল ॥
শেখ খোদা বখ্শে কহে আল্লা নবীর নাম!
বুদ্ধি পায়া শাহ গাযী করে সেহিকাম ॥

পদ

ময়দান হইতে [তবে] এক গরু আনি।
আল্লা নবির নামে গরু করিল কোরবানি[১৪] ॥
বাঘগণ খাএ গরু করি নুচ পুচ।
হস্তে ধরি নিল গাযী এক দানা গোছ ॥
শঙ্কচিলা[১৫] করি গাযী করিল স্মরণ[১৬]।
ডাক শুনি শঙ্খচিলা[১৫] আইল তখন ॥
গাযী বলে শঙ্খচিলা[১৫] বাক্য রাখ দণ্ডে।
গোস্ত ফিকো তুমি রাজার জিঙত কুণ্ডে ॥
নক্ষে ছেদি গোস্ত শঙ্খ লইল তখন।
বাও ভর করি চিল উড়িল গগন ॥
খুঁজিয়া বেড়াএ চিল হেঁট[১৭] করি মুণ্ড।
পুরী মধ্যে দেখিল ছিল অমর জিঙত কুণ্ড।
কুণ্ডের মাঝারে শঙ্খ গোস্ত দানা ফেলে।
রাম [নাম] করি জীব পশিল পাতালে ॥
জাতি নাশ হইল কুণ্ডের আর নাহি ধরে।
সাহুধের ভরা জেন সাগরেতে মারে ॥
পুনর্বার[১৮] যুদ্ধ করে যথা বাঘ মিলি।
মরা সৈন্য পরে রাজা জল দিল ঢালি ॥
জাতি নাশ হৈছে কুণ্ড আর নাহি ধরে।
জিঙত কুণ্ডের জল পায়া আর সৈন্য মরে ॥
রাজা বলে জএ বিধি কর্মের[১৯] হৈল ফল।
আর সৈন্য মরে কেনবা পায়া কুণ্ডের জল ॥
জে কুণ্ডের জল পায়া মরা সব তরে।
সেহি কুণ্ডের জল পায়া জীব থাকিতে মরে ॥
আর নাহি ভাল দেখি হয়া গেল মন্দ।
কোথাকার[২০] কালযমে লাগালেক[২১] ধন্দ ॥
বাঘগণ যুদ্ধ করে দন্ত কড়মড়ি।
হস্তির ছিড়িল মুণ্ড ঘোড়ার ছিড়ে ভুঁড়ি ॥
আর নাহি বাঁচে সৈন্য রাজার হৈল হারি।
কান্দিতে লাগিল রাজা শিব শিব করি ॥
টানাটানি করি বাঘ সৈন্য গণকে খাএ।
দেখি রাজা নরপতি[২২] বলে হাএ [হাএ] ॥
ডাক দিয়া বলে গাজী রাজার বিদ্যমান[২৩]।
শীঘ্র[২৪] করি চম্পাবতীকে মোরে কর দান ॥
ছাড়ি দেহ আমার সোর আর কালুভাই।
বিবাদের কার্য[২৫] নাই দেশে চলি জাই ॥

১. প্বণ্ন্যবার। ২. কুটি। ৩. সিঙ্গলাদ। ৪. দিস্ট। ৫. ষুন্ন্য। ৬. প্রিথিবি। ৭. হুলাস্থূল। ৮. শমেসর। ৯. কণ্ন্যেত। ১০. কুরমানি। ১১. গোবর্দ্ধ। ১২. ষুণিএগ্গা। ১৩. ষুণ্ন্যভরে। ১৪. ক্রোমানি। ১৫. শঙ্কচিলা। ১৬. শ্বোরন। ১৭. হেস্ট। ১৮. প্বণ্ন্যবার। ১৯. কম্মের। ২০. কোতাকার। ২১. লাগিলেক। ২২. নিরপতি। ২৩. বির্দ্দমান। ২৪. সিগ্র। ২৫. কাজ্য।

না মান আমার বাক্য হও আগুসার।
সংহার করিয়া শুজি[১] কাল যমের ধার ॥
কুপিয়া উঠিল রাজা জেন অজাগর।
ছিড়িব তোমার মুণ্ড নির্বোধ[২] বর্‌বর্ ॥
মুখের ভরমে বলে অন্তরে মলিন।
রাজা বলে আমাকে লাগিল কুদিন ॥
সৈন্যগণ মরে রাজার মিথ্যা মুখে রাগ।
পলাইল মটুক রাজা রণ করি ত্যাগ[৩] ॥
লড় দিয়া গেল রাজা আন্দর মাঝার।
না পারিল মটুক রাজা রণ করিবার ॥
রাজা বলে কি করিব বুদ্ধি[৪] বল নাঞি।
কোথাকার কাল দুষ্ট আইল এহি ঠাঞি ॥
রাজা বলে পাত্র মিত্র শুন[৫] আমার বাণী।
দক্ষিণা রাএ বীরকে স্মরণ[৬] করি আনি।
সেহি জন না হইলে নাহি পরিত্রাণ[৭]।
চলহ স্মরণ[৮] লই [গিয়া] তার স্থান[৯] ॥
ভার দুই দধি কলা চম্পা[১০] বর্তমান।
অখণ্ড সরস[১১] গুয়া ঝাড়া বান্ধা পান ॥
গাছ বান্ধা লহে [শত] জোড় নারিকেল।
ঘড়া[১২] ভরি লইল চিনি লাড় গঙ্গার জল ॥
কান্ধে ভার করি চলে ভাণ্ডারী যতেক জন।
কান্দিয়া ব্যাকুল[১৩] রাজা করিল গমন ॥
পাত্র মিত্রকে রাজা সঙ্গতি[১৪] করিয়া।
দক্ষিণ রাএর পুরীতে হৈল উপনীত জায়া ॥
শেখ খোদা বখ্‌শ্ কবি বিরচিয়া বলে।
কান্দিয়া দাঁড়াইল রাজা বীরের মহলে ॥

—ইতি। ৩২ পালা সমাপ্ত[১৫]।

১. ষুজি। ২. নিরবোদ। ৩. তেগ। ৪. বুর্দ্দি। ৫. ষুন। ৬. ষুবল। ৭. পরিত্তান। ৮. শ্বৌরন। ৯. শৃতান। ১০. পাম্প।
১১. দোখণ্ড ষুরুজ। ১২. ঘোড়া। ১৩. বিয়াকুল। ১৪. সঙ্গতি। ১৫. সমেআপ্ত।

৩৩ পালা
ত্রিপদী।[১]

পাত্র মিত্র প্রজাগণ রাজা চলে তৎক্ষণ
দক্ষিণ রাএর প্রবেশিল মন্দিরে
বীর আছে নিদ্রাভুলে রাজা গেল হেনকালে
কান্দিয়া দাঁড়াএ[২] নৃপবরে।
রাজা বলে বীরবর অসময়ে[৩] রক্ষা কর
আর মোর নাহি পরিত্রাণ।
এক ফকির দুষ্টকাল সঙ্গে লয়া বাঘশাল
অনেক মারিল পালহান ॥
দারুণ যবন[৪] জাতি তোমা বিনে অব্যাহতি
কে করিবে সাধ্য[৫] আছে কার।
তুমি ইষ্ট ভাই বন্ধু পার কর ভব সিন্ধু[৬]
জাতি কুল রাখহ আমার ॥
বৈসে রাজা মাথে হাতে শিরে পৈল বজ্রাঘাতে
কহিলে মোর গোত্রে হানি হএ ॥
জাতিকুল হয় নাশ সেহি মনে বড় ত্রাস
বহু লজ্জা হইবে নিশ্চয়[৭] ॥
কান্দে রাজা নাহি জ্ঞান[৮] কর গোসাঞি পরিত্রাণ
জাতি রক্ষা করহ ঠাকুর।
তোমার চরণে কহি না জানি তোমার মহি
কর প্রভু মোর দুঃখ[৯] দূর ॥
জিঙত কুণ্ডের বল সেহি গেল রসাতল
গোমাংস দিয়াছে সেহি কুণ্ডে।
মোর যত পালহান করিলেন বজ্রজ্ঞান[১০]
সহস্র বাঘ খাইলেক ধরি।
বৃথা[১১] মোর রাজ্য খণ্ড নিতে চাহে ছত্র দণ্ড
আর চাহে চম্পা বিদ্যাধরি[১২] ॥
কি করিব হাএ হাএ জলন্ত[১৩] অগ্নির প্রায়
উপনীত হৈল মোর কাল।
কি করিব কোথা যাব কেবামোকে উদ্ধারিব[১৪]
কি হইল দারুণ জঞ্জাল ॥
শেখ খোদা বখশে ভণে সত্য মিথ্যা[১৫] ধর্মে জানে
শুদ্ধঅশুদ্ধ[১৬] কিবা জানি।
করি বুদ্ধি[১৭] নানা ছন্দ কোন রূপে পদ বন্ধ
করিলাম পুস্তক পরিমাণি ॥

দিসা : আমাক জানে না। আমার বিক্রম কিছু জানে না।
জানিবে অবশেষে হে ॥

১. তিরিপদি। ২. ডাড়াএ নিরপবরে। ৩. অসোমাএ। ৪. জৈবন। ৫. সার্দ্ধ। ৬. সেন্দু। ৭. নিৰ্ছএ। ৮. গ্যান। ৯. দুক্ষু। ১০. বজ্রগ্যান। ১১. ব্রেথা। ১২. বির্দাধরি। ১৩. জলন্ত অগ্নির প্রাএ। ১৪. উর্দ্দারিব। ১৫. মির্থা ধর্ম্মে। ১৬. সুর্দ্দ অসুর্দ্দ। ১৭. বুদ্দি।

পদ

যেন মাত্র নৃপমণি[১] কহিল হেন বাণী।
জ্বলিয়া[২] উঠিল বীরের মনের অগনি ॥
কোন জন শৃগাল[৩] আইল সিংহের[৪] মাঝার।
নিদ্রার ব্যাঘ্র[৫] বেটা আইল চিয়াইবার ॥
কোন বেটা কাঁকলাস বাসি পড়িল গাএ।
কে করিল ব্রহ্ম বধ[৬] কার প্রাণ জাএ ॥
কার ঘরে মইল আজি শনিবারের মরা।
মণ্ডুকী[৭] সর্পের সঙ্গে বাজাল[৮] ঝগড়া ॥
কোন সুখে বিড়ালের কাছে কে ধরিল সর্প।
হরিণী ব্যাঘ্রের[৯] কাছে আসি করে দর্প ॥
কোন মাছ বন্দী হৈল জালুয়ার জালে।
কোন ব্যাঙ ছেদা গেল লাঙ্গলের ফালে ॥
কোন পশু[১০] মারা গেল নলুয়ার নলে।
কোন শিশু[১১] মারা গেল পড়িয়া গঙ্গার জলে ॥
পতঙ্গ[১২] হইয়া পড়ে প্রদীপ[১৩] মাঝার।
মশাকে[১৪] মারিয়া আজি হইল খাকার।
পঞ্চম মঙ্গল কার হৈল বজ্রাঘাত।
কার্তিক অমাবস্যায় কে হইল অনাথ[১৫] ॥
মার মার করিয়া উঠিল দক্ষিণ রাএ।
বাণ অস্ত্র সৈন্য[১৬] লয়া রণ মুখে ধাএ ॥
পঞ্চ সেরি দোনে নিল তিন বিশ চিড়া।
জল পান করিতে বীর পাড়িলেন পিড়া ॥
[লইলেন] দধি দুগ্ধ নানান উপহার।
জল পান করিলেন পলকের মাঝার ॥
দক্ষিণ রাএ জাইবে রণে পড়িল ঘোষণা।
বাজিতে লাগিল সব জঙ্গের বাজনা।
আশি গণ্ডা কাড়া বাজে বিয়াল্লিশ গণ্ডা ঢাক।
রক্ত লোচনে বীর গোফে দেএ পাক ॥
বাইশ হাত ভুনি খান আটিয়া পরিল।
বাইশ মণ লোহার শিকল[১৭] কোমরে বান্ধিল ॥
বাইশ মণ লোহার টোপ মাথাএ তুলি দেএ।
বাইশ মণ লোহার খড়ম দিল দুই পাএ ॥
বাইশ মণ লোহার ডাঙ্ ধরে দুই হাতে।
গাও ঝাড়া দিয়া বীর চাএ চারি ভিতে ॥
তীর তরকচ নিল বন্দুক কামান।
গাএতে সাজন[১৮] করে বজ্র সমান ॥
ক্রোধে গাও ঝাড়ে [বীর] করে মহা দর্প।
দক্ষিণ রাএর গর্জনে দুনিএগ্রা ভূত্রিকম্প ॥
আছিল রবির ছটা হৈল অন্ধকার।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জমি লাগিল কাঁপিবার ॥
গজ স্কন্ধে[১৯] চড়িয়া বীর চলিল সংগ্রাম।
যাত্রা কালে বিস্মরিত[২০] হৈল ভবানীর নাম ॥
বড়ই ভকত[২১] বীর ভবানীর দাস।
নাম বিস্মরিয়া[২২] জাএ হৈতে সর্বনাশ ॥
রথভরে ভবানী বলিল ডাক দিয়া।
পীর গাযীর খপপরে[২৩] বেটা জাও সংহারিয়া ॥
এক পাত্র পুষ্প জল নাহি দিল মোরে।
দক্ষিণ রাএ পড় ক আজি গাযীর খপপরে[২৩]।
মার মার করি গেল বাহির উদ্যানে[২৪]।
বাঘের উপরে জায়া ক্রোধে অস্ত্র[২৫] হানে ॥
গাযী বলে দীননাথ পরয়ার্দিগার।
দারুণ দুর্জনের হাতে রক্ষা নাহি আর ॥
দণ্ডঝাটি[২৬] ধরি বীর ক্রোধে ঝাঁকিল[২৭]।
চান্দয়ার তলে গাযী আসা ফিকিল ॥
আসা আর দণ্ডঝাটি লাগিয়া একাত্তর।
চুর্ণ[২৮] হয়া পৈল শেল ভূমির উপর ॥
পুনর্বার[২৯] ধরিয়া ধনুকে জুড়ে বাণ।
দড় বড়ি আসা ধরি গাযী হৈল সাবধান[৩০] ॥
গাযীর হুঙ্কারে তীর বাঘেক নাহি লাগে।
হস্তীক[৩১] ধরিল জায়া শতে শতে বাঘে ॥
দশে বিশে দশনে হস্তীর ধরে শুণ্ড।
লড় দিয়া জাএ হস্তী আছাড়িয়া মুণ্ড ॥
দক্ষিণ রাএ পালাইল ছাড়িয়া সংগ্রাম।
অসহায়[৩২] নিদানে জপে ভবানীর নাম ॥
আইস আইস ত্রিনএগ্রানে ডাকে দক্ষিণ রাএ।
বীরের স্মরণে[৩৩] দুর্গা হইল সদয় ॥
পুনর্বার[২৯] স্থাপিয়া[৩৪] দুর্গার ঘটবারি।
পূজার[৩৫] আসনে বীর বৈসে[৩৬] অনুস্বরি ॥
ভকত বৎসলা[৩৭] দেবীর দয়া উপজিল।
সিংহ[৩৮] রথে থাকি চণ্ডী মরমে মজিল ॥
বহুত কান্দিয়া বীর করিল স্মরণ[৩৩]।
স্মরণে[৩৩] আইল মাতা অসুরঘাতিনী[৩৯] ॥

১. বিরপমনি। ২. জলিয়া। ৩. শ্রীকাল। ৪. সিঙ্গির। ৫. বেগ্রে। ৬. বর্দ্দ। ৭. মেণ্ডকি। ৮. বাজিল। ৯. হরনি বেগ্রের। ১০. পষু। ১১. সিষু। ১২. পিতঙ্গ। ১৩. প্রিদিব। ১৪. মোসাকে। ১৫. অনাত। ১৬. ষুণ্ন্য। ১৭. ছিকল। ১৮. সাজোয়ান। ১৯. কন্দে। ২০. বিস্বরিত। ২১. ভগত। ২২. বির্স্বরিয়া। ২৩. খাপোড়ে। ২৪. উধানে। ২৫. অশ্রর। ২৬. ডণ্ডে ঝটিল। দণ্ড ঝাটি—যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ। ২৭. নিক্ষেপ করল অর্থে। ২৮. চুর্ণ্ন্য। ২৯. পুণ্ন্ধার। ৩০. সবধান। ৩১. হশ্তকি। ৩২. অসোঁএে। ৩৩. শ্বোন্তরণে। ৩৪. স্তাপিয়া। ৩৫. প্বষুক। ৩৬. বৈর্শ্বে অনুস্বরি। ৩৭. ভগতবছলা। ৩৮. সিঙ্গ। ৩৯. ননন্দিনি।

ভবানীর চরণ দেখি আনন্দ অপার।
সপ্ত প্রদক্ষিণে বীর করিল নমস্কার ॥
দক্ষিণ রাএ বলে মাতা আমি তোর শিষ[১]।
তোমার চরণে আমি করি যে[২] উদ্দিশ ॥
কোথাকার[৩] আইল এক কাল যমদূত।
তাহাক সংহারিতে[৪] দেও প্রেত দানাভূত ॥
মনে মনে পার্বতী হৈল হাস্যবান।
গাযীক চিনিতে পারে কাহার এত প্রাণ ॥
তোমাব [প্রার্থনা] আমি না পারি বঞ্চিতে।
কী করিতে পারে গাযীক ভূত [আর] প্রেতে ॥
তারিণী বলেন বাপু মোর বাক্য লেও।
কত ভূত প্রেত[৫] তুমি আমার স্থানে[৬] চাও ॥
দক্ষিণ রাএ বলে চাহি দুই তিন হাজার।
তবে সে দারুণ দুষ্টক করিব সংহার ॥
ভূত প্রেত[৫] কবি দুর্গা করিল স্মরণ[৭]।
শুনে হেন কালে আইল দস্যু দানাগণ ॥
এক হাজাব ভূত সাজে তিন শত ডাকিনী।
বমবম[৮] করিয়া সাজে চৌষট্টি যুগিনী ॥
এক হাজাব দস্যু সাজে তিন শত দানা।
পঞ্চাশ যুগিনী সাজে সন্ন্যাসী শতজনা ॥[৯]
কড়মড় দশন আর বিকট বদন।
কার পাএর গোড়া[১০] আগে পিঙ্গল লোচন।
কাব নাহি স্কন্ধ[১১] ভাই কার নাহি মুণ্ড।
বিকৃত[১২] আকার যেন গর্ভে যেন কুণ্ড ॥
মাভৈ মাভৈ আর বমবম[৮] বলে।
ভরতি ভরতি[১৩] বলি বণমুখে চলে ॥
হস্তীর উপরে বীর হৈল আরোহণ[১৪]।
চতুর দিগে[১৫] বেড়িয়ে চলিল ভূতগণ ॥
চণ্ডীর চরণে বীর করিল প্রণাম।
যাত্রা[১৬] করিল বীর করিতে সংগ্রাম ॥
যাত্রা করিল বীর রণেতে জাইতে।
রহ রহ করিয়া কেবা ডাকে আচম্বিতে[১৭] ॥
তাহা নাহি মানে বীর ধায়া জাএ রোখে[১৮]।
দেহুড়ির দ্বার বীরের মাথে [তে] ঠেকে ॥
এহি মতে পড়ে আর কতেক বিঘিনি।
উড়িয়া পড়িল ঘটে সমুখে[১৯] গৃধিনী ॥

খাঁ খাঁ করে কাগ শুকান ডালে বসি।
খালি কাঁকে কুম্ভ লয়া আইল মহিষী ॥
ভর যুবতী উদাম চুলে বামে টিকটিকি ডাকে।
সমুখে[২০] দেখিল আসি শিরে ভস্ম[২১] মাখে ॥
উৎপাত বৃষ্টি[২২] জেন রক্তবর্ণ শিল[২৩]।
জড়াজড়ি করিয়া সামনে পইল চিল ॥
কাঠুরিয়া কাষ্ঠ[২৪] নিয়া আগে হইল খাড়া।
নদীর কিনারে হিন্দু মৃত দিছে পোড়া ॥[২৫]
উছোট[২৬] লাগিল পাএ নাকে আইল হাঁচি[২৭]।
বাছার শোকে[২৮] কান্দে গাবী চক্ষে হানে মাছি ॥
কিছু নাহি মানে বীর ক্রোধে ব্যাকুল।
লুম লুম করে ভূতে শব্দ[২৯] দুল দুল ॥
কহে শেখ খোদা বখশে সব মিথ্যা[৩০] মায়া।
যশ অপযশ[৩১] কেবল এহি জাবে রয়া ॥

দিসা : ওরে ভূতের রণে
ওরে প্রেতের রণে কম্পিত মেদিনী[৩২]।

পদ

একবার আল্লার নাম বল সর্বজন।
দোজখ ছাড়িয়া হবে বেহেস্তে[৩৩] গমন ॥
লেঙ্গা পেঙ্গা চলিল অরুণ যক্ষকাল[৩৪]।
বেড়া মকর চলে বেঙ্গ মহাজাল ॥
মার মার করি বীর বলে ডাক দিয়া।
অখন আইস দুষ্ট রণেতে সাজিয়া ॥
শব্দ[৩৫] শুনি মহা গাযী ভাবে পরয়ার।
পুনর্বাব[৩৬] আইল বেটা রণ করিবার ॥
দোওয়া ফরমাইয়া[৩৭] গাযী ব্যাঘ্র পাঠাইল।
গাযীক স্মরিয়া[৩৮] বাঘ রণে চলিল ॥
লাফিয়া বেড়াএ বাঘ সৈন্য[৩৯] খুঁজিয়া।
যুদ্ধ[৪০] করে ভূতগণ শূন্যেত[৪১] থাকিয়া ॥
মার মার করে ভূত গগন মণ্ডল।
বাঘগণ ধরিবার নাহি পাএ কল ॥
দন্ত কড় মড় করি ফান্দিয়া বেড়াএ।

১. সিস। শিষ্য অর্থে। ছন্দের জন্য শিষ। ২. করিএে। ৩. কোতাকার। ৪. সংগ্রারিয়া। ৫. পেরত। ৬. শ্তানে। ৭. শ্বোবন। ৮. বুম২। ৯. পঞ্চ্যাস যুগিনি সাজে সন্ন্যাসি সাত জোনা। ১০. পায়ের গোড়ালী অর্থে। ১১. কন্দ। ১২. বিক্রিত। ১৩. ভারতী অর্থে কি? ১৪. আরাহোন। ১৫. চৌতুর দিগে। ১৬. জাত্রা। ১৭. অচভিতে। ১৮. রোকে। ১৯. সমুকে গ্রিধনি। ২০. সমকে। ২১. ভর্স্ব। ২২. বিস্টি। ২৩. বর্ণ্ব্য সিল। ২৪. কাটরিয়া কাস্ট। ২৫. নদির কিনারে হেন্দ মিথা দিছে পোড়া। ২৬. উজষ্ঠ। ২৭. হাছি। ২৮. সোগে। ২৯. সবদ। ৩০. মির্থা। ৩১. জস অপোজস। ৩২. মেদনি। ৩৩. ভেহেশ্তে। ৩৪. জক্ষকাল। ৩৫. সবদ। ৩৬. প্বণ্যবার। ৩৭. দোওা ফরমাইল। ৩৮. স্বোঙরিয়া। ৩৯. ষুণ্ন্য। ৪০. যুর্দ্ধ। ৪১. ষুণ্ন্যেৎ।

অকস্মাৎ[১] মারে ভূত দেখা নাহি পাএ।
শূন্যকারে[২] দান ফিরে জেন বাও রূপ।
বাঘ পর কিল পড়ে জেন দুপাদুপ।
শূন্যের[৩] উপরে বাঘ নাহি পাএ হাতে।
বজ্র পরে আকস্মাৎ[১] দেখা নাহি সাথে[৪]।
দুপ্‌দুপ্[৫] করি নাচে তিন শত ডাকিনী।
দস্যু দানা ভূত প্রেত চৌষট্টি[৬] যুগিনী।
কড়মড় করে বাঘ মিথ্যা মিথ্যা[৭] লাফে।
নিজ জোশে[৮] আছাড়ে বাঘেক দৈত্য[৯] বাও রূপে ॥
যার সঙ্গে দেখা নাহি তারে কেবা আঁটে।
তকারণে বাঘের আছাড়ে মুণ্ড ফাটে ॥
কিচিনি মিচিনি যক্ষ পঞ্চাশ বিষম।
বিকট দশন সবার মূর্তি কালযম ॥
কিল হুল চড় থাপর বজ্রাঘাত মারে।
বাও গতি হয়া দানা ফিরে শূন্যকারে[১০] ॥
কাতর[১১] হইল সব যত বাঘগণ।
হালিয়া দুলিয়া আইল গাযীর সদন[১২] ॥
ধ্যান করে দেখে গাযী ভাবিয়া রববানা।
শূন্যকারে[২] যুদ্ধ করে যত দস্যু[১৩] দানা ॥
দুগা মাসীর কর্ম গাযী দেখে কৌতূহলে।[১৪]
হেটে[১৫] গাছ কাটে উপর পানি ঢালে ॥
ভাল দয়া বাসে মাসী বহিন পুত বলিয়া।
মোর নামে এত ভূত দিয়াছে তুলিয়া ॥
নবির কলেমা পড়ে ভেজে মুনাজাত।
ভূত প্রেতের বুকে জেন পড়ে বজ্রাঘাত ॥
জ্বলিয়া[১৬] উঠিল যেন কুণ্ডের অনল।
ভূত প্রেতের গাএ যেন পড়িল গরল ॥
আল্লাক স্মরিয়া[১৭] গাযী ছাড়িল হুঙ্কার।
স্বর্গ[১৮] মর্ত্ত পাতাল লাগিল কাঁপিবার ॥
ভয় পায়া দানাগণ ফাপর হইল।
দক্ষিণ রাএক ছাড়িয়া উঠি লড় দিল ॥
রণ ত্যাগ[১৯] করি তারা লড় দিয়া জাএ।
গাযীর কালামের তেজ পাছে পাছে ধায় ॥
পুণর্বার বাঘ গাযী দিলেন ছাড়িয়া।
দক্ষিণ রাএক জায়া ধরিল পাড়িয়া ॥
চতুর দিকে দেখে বীর নাহি ভূতগণ।
পালাইল দক্ষিণ রাএ ত্যাগ[১৯] করি রণ ॥
বাঘগণ আইল সবে ছাড়িয়া সংগ্রাম।
গাযীর সামনে[২০] আসি করিল সালাম[২১] ॥
শেখ খোদা বখশে কহে রচিয়া পয়ার।
দক্ষিণ রাএ হইল জেন বর্‌বর্ আকার ॥
ইতি—৩৩ পালা সমাপ্ত[২২]।

১. অকসাত। ২. ষুণ্ন্যকার। ৩. ষুণ্ন্যের। ৪. সাতে। ৫. ভূপভূপ। ৬. চৌসষ্টি যুগনি। ৭. মির্থা ২। ৮. যসে। ৯. দত্ত। ১০. ষুণ্ন্যকারে। ১১. কাতার। ১২. শোদন। ১৩. দস্য। ১৪. দুর্গা মাসির কন্ম পরি দেশে কতুহলে। ১৫. হেটে = নীচে অর্থাৎ গোড়ার অর্থে। ১৬. জলিয়া। ১৭. স্বরিয়া। ১৮. সর্গ। ১৯. তেগ। ২০. ছামনে। ২১. ছার্ল্লাম। ২২. সমেআপ্ত।

৩৪ পালা

ত্রিপদী

বড় আশে নৃপবরে[১] পাঠাইয়া দিল মোরে
না পারিলাম ফকিরের সাথে।
মিথ্যা[২] দেখি দশ ভুজা তাহার করিনু পূজা।
হারি মোর যবনের[৩] হাতে ॥
যতেক দেবতাগণ পূজিলাম অকারণ
কেহ নাহি আইল মোর কাজে।
মিথ্যা মোকে রাজ্যেশ্বরে[৪] আমার সেবা করে
পরাভোগ পাইলাম বাঘের মাঝে ॥
হায় হায় মনে দুঃখ[৫] কিরূপে দেখাব মুখ
অপযশ[৬] হইল আমার।
ভূত প্রেতের এত গর্ব যুদ্ধ[৭] মুখে হৈল খর্ব
পলাইল হয়া ছারখার ॥
ব্রাহ্মণ নগরের নরে সদা মোর সেবা করে
কোথা হৈতে আইল কালযম।
মায়া করি বাঘ আনি মোর গর্ব কর্ল হানি
এত দিনে বুদ্ধি হৈল কম ॥
কান্দে বীর দক্ষিণরাএ সদাএ বলে হাএ হাএ
প্রবেশিল ক্ষীর নদীর কূলে।
স্নান[৮] করি গঙ্গার জলে তর্পণ সুবোল বলে
বদন ভিজিল চক্ষের[৯] জলে ॥
আরাধিয়া দক্ষিণ রাএ গঙ্গাতে মরিতে চাএ
সদয় হৈল পতিত পাবনী।
ব্রহ্মবধ[১০] হএ জলে মকর বাহিনী[১১] বলে
কেন বাছা মরহ আপনি[১২] ॥
কান্দি বলে বীরবরে গঙ্গাক প্রণাম করে
শুন মাও দেবের ঈশ্বরী[১৩]।
কোথাকার এক কাল সঙ্গে লয়া বাঘ পাল
সে মোর হৈল প্রাণের বৈরী[১৪]।
নগরের সৈন্যসেনা[১৫] পার্বতীর দস্যু[১৬] দানা
কেহ নাহি তার আগে আঁটে।

১. নিৃপবরে। ২. মির্থা। ৩. জৈবনের। ৪. রাজের্ষরে। ৫. হাএে২ মোনে ষখ। ৬. অপজস। ৭. যুর্দ্দ। ৮. স্তান। ৯. চক্ষর।
১০. ব্রাহ্মবদ। ১১. বাহনে। ১২. আপনে। ১৩. ইস্বর। ১৪. বরি। ১৫. মুণ্ন্যশেনা। ১৬. দস্য।

আর বুদ্ধি বল নাঞি আইলাম তোমার ঠাঞি
কুম্ভীরগণ দেহ মোর ঝাটে ॥
শেখ খোদা বখশে কএ সর্বত্রে কুশল হএ
পুস্তক রচিলাম মনে গণি।
আমি হীন অনুপদ না ভজিনু গুরুর পদ
অন্তকালে কিবা হএ জানি[১] ॥

পদ

দক্ষিণ রাএ বলে মাতা শুন ভগবতী।
তোমার চরণ বিনে নাহি অব্যাহতি[২] ॥
তোমার স্থানে[৩] মাও আছে যত কুম্ভীর।
সেবকে[৪] দয়া করি দেহত শীঘ্‌গির[৫] ॥
শুনিল গঙ্গা যখন রাএর বচন।[৬]
গঙ্গা বলে শুন বাছা ফকিরের কথন ॥
উহার বাপের নাম বাদশা সেকন্দর।
আল্লার আলম বেড়ি দিছে অষ্ট লোহার[৭] গড়
গাছ মাছ দরিয়ার কর লইছে বাহু বলে।
পাহাড় পর্বতের কর লইছে কৌতূহলে[৮] ॥
সেকন্দরের যত কথা দক্ষিণা রাএক বলে।
তাহার ধন মাল আছে আমার হাওয়ালে ॥
বলী রাজার কন্যা ওসমা সুন্দরী[৯]।
তাহার তনয় নাম বড় খাঁ গাযী ॥[১০]
আল্লার পিয়ারা গাযী সংসারের ধন্যা।
উহায় করিবে[১১] বিয়া ব্রাহ্মণের কন্যা ॥
উহার দোষ বাছা আমাক নাহি দিবা।
নিশ্চয়[১২] চম্পার সঙ্গে গাযীর হৈব বিভা ॥
আমি আর দুর্গা বাছার সহায়[১৩] আছি।
কি করিতে পারে উহার করি দাগাবাজি ॥
পুত্রের চাহিতে[১৪] বাছা গাযীক লাগে দয়া।
আমরা আনন্দ আছি গাযীক দিতে বিয়া ॥
কী করিবা যুদ্ধ বাছা বড় খাঁ গাযীর সন।
হেলাএ জিনিতে পারে যমীন[১৫] আসমান ॥
আমি আর দুর্গা দিব চম্পার অলঙ্কার।
রাজাকে বুঝাও[১৬] জায়া বিভার প্রচার ॥
বীর বলে অপযশ[১৭] মটুক রাজার স্থানে।
কী মতে কহিব জায়া রাজার বিদ্যমানে[১৮] ॥
যবনের সহায়[১৯] হয়া পাইবা কী সম্পদ।
একোন অধর্ম[২০] মাও সেবক কর বধ[২১] ॥
গঙ্গা বলে দিব কুম্ভীর তোমার কারণে।
পুছিলে না বলিও মিঞা গাযীর স্থানে ॥
এতেক বলিয়া গঙ্গা মকর বাহিনী।
কুম্ভীর কুম্ভীর করিয়া ডাকেন আপনি ॥
প্রথম আইল কুম্ভীর অরুণ ধোজঙ্গ।
ঠুঠিয়া জাঠিয়া আর বেগম সুরঙ্গ ॥
সুম্বুর কুম্বুর আর ঠোঁটত ধার।
বেহুদাবে কটাও আর কুমুদ সংহার ॥
কণ্ট দাড়া আইল কুম্ভীর ঘাউর মুঞা।
শিশু ঘড়িয়াল উদর জেনে কুয়া ॥
গজারিয়া আন্ধারিয়া ভেওসা সরুয়া।
আর আর আইল যত কে জানে সবার নাম।
সকলে আসিয়া করে গঙ্গাক প্রণাম ॥
গঙ্গা বলে জাহ বাপু দক্ষিণ রাএর সনে।
গাযীক জিনিবা তোরা জানিলাম মনে ॥
গজ কান্ধে দক্ষিণ রাএ হইল সোওয়ার[২২]।
কুম্ভীর চলির সব হাজারে হাজার ॥
দক্ষিণ রাএ বীর জাএ রণেতে সাজিয়া।
পলাএ নগরের লোকে বিপদ দেখিয়া ॥
আগে যাএ কুম্ভীরগণ [ধীর] পদে[২৩] হাঁটি।
বুক লাগি উঁচু নিচু সব হৈল মাটি ॥
ছাগল কুকুর সব কুম্ভীর ধরি খাএ।
মার মার কুম্ভনাদ দক্ষিণা রাএ জাএ ॥
বাহির উদ্যানে জায়া হৈল উপনীত।
মার মার করে বীর ডাকে আচম্বিত ॥
[তাহা] দেখি শাহ্ গাযী হেঁট[২৪] করে শির।
অখন আনিল বেটা দারুণ কুম্ভীর ॥
গাযী বলে বাঘগণ শুন মোর বাত।

১. গতি। ২. রব্যাহতি। ৩. স্তানে। ৪. সেবোক। ৫. সির্গির। ৬. যুনিল গঙ্গার জখন দক্ষিণ রাএর বচন। ৭. অম্বাকাসার। ৮. কউতুহলে। ৯. যুন্দরি। ১০. তাহার প্বত্রতনার নাম বড়খা গাজি। ১১. উহারা করিছে। ১২. নির্ছয়। ১৩. র্শ্বএ। ১৪. প্বত্রেক চাহিয়া। ১৫. জমিন আছমান। ১৬. বুজাও। ১৭. অপজস। ১৮. বির্দমানে। ১৯. জৈবনের সএ। ২০. অধন্ম। ২১. বদ। ২২. সোওার। ২৩. পদ্যে। ২৪. হেস্ট।

পুনর্বার[১] কর যুদ্ধ কুম্ভীরের সাথ ॥
শুনিঞা আনন্দ হৈল যত বাঘগণ।
দুন্দ্ব[২] ছাড়ি জাএ বাঘ করিয়া[৩] গর্জন ॥
তাহা দেখিয়া কুম্ভীর হৈল আগ বরাবর।
বাঘ আর কুম্ভীরে লাগিল মহামার ॥
লাফিয়া পড়িল বাঘ কুম্ভীরের পৃষ্ঠে[৪]।
পৃথিবী কম্পিত হৈল বাঘের দাপটে ॥
বিকট[৫] করিয়া মুখ যত কুম্ভীরগণ।
কড়মড় করি ধরে বাঘের চরণ ॥
কুম্ভীবেব পৃষ্ঠে কামড় ধরেন বাঘে।
ক্রোধে কামড়াএ কুম্ভীরেক নাহি লাগে ॥
যত কুম্ভীব আইল বীরের নাহি তার অন্ত।
বিকট[৫] করিয়া মুখ সারি সারি দন্ত ॥
এক কুম্ভীরের পৃষ্ঠে[৪] পঞ্চ বাঘ চড়ে।
ঝাড়িয়া কুম্ভীব জেন পাখী পয়ার[৬] ঝাড়ে ॥
কুম্ভীবের লেঙ্গুব বাঘে ধরে শক্তি বোষে।
গর্জিয়া কুম্ভীরে [ধরে] বাঘের অণ্ড কোষে ॥
ভয়ঙ্কব[৭] মূর্তি সব দেখিল কুম্ভীর।
বাঘেব অঙ্গ[৮] চিরিয়া করিল চৌচির ॥
বাঘেব পেট কুম্ভীবে ছিড়ে কুম্ভীরের ভাঙ্গে দাড়া[৯]।
কুম্ভীবের লেঙ্গুর ছিঁড়ে পৃষ্ঠে[৪] দিয়া পাড়া ॥
যুদ্ধ করে বাঘ কুম্ভীর বহে ঘনস্বর।
হাবি জিত নহে কার একি সমসর[১০] ॥
নিঃশক্তি[১১] হৈল বাঘ ক্ষীণ[১২] হইল বল।
খাড়া হৈয়া দেখে গাযী চান্দোয়ার তল[১৩] ॥
গাযী বলে দীননাথ দারুণ জঞ্জাল।
কুম্ভীর আনিঞা বেটা হৈল দুষ্ট কাল ॥
বাঘে হারিল গাযী নযরে দেখিল।
হুর পরীর তরে গাযী কহিতে লাগিল ॥
গঙ্গা মাসীর কর্ম[১৪] পরী দেখ কৌতূহলে[১৫]।
মূলে[১৬] গাছ কাটে উপরে পানি ঢালে ॥
ভাল দয়া বাসে মাসী বহিন পুত বলিয়া।
মোর নামে এত কুম্ভীর দিয়াছে তুলিয়া ॥
পবন বলিয়া গাযী করিল স্মরণ[২০]।
ডাক মধ্যে[২১] প্রবেশিল পঞ্চাশ পবন ॥
গাযী বলে পবন আল্লার পানে[২২] চাও।
ভস্ম[২৩] ছার উড়ায়া[২৪] কুমীরের গাএ দেও ॥

গগনে উঠিল সূর্য[২৫] করিয়া তর্জন।
হুঙ্কার করি বাও তুলিল পবন ॥
রুদ্রের তর্জনে আর পবনের বাএ।
কুম্ভীরের অঙ্গ জেন হৈল বজ্রকাএ ॥
মুখ অঙ্গ শুকাইল[২৬] কুম্ভীরের নাহি ধার।
তাহাতে দারুণ বাঘ দিল মহামার ॥
বাঘেক ধরিতে কুম্ভীর মুখ পসারাএ।
দারুণ পবনের বাএ উদর শুকাএ ॥
জল মধ্যে সিংহ কুম্ভীর শুকনার শৃগাল।[২৭]
শুকনার[২৮] মরদ বাঘ পানিতে জঞ্জাল।
লাফিয়া লাফিয়া বাঘ কুম্ভীরেক ধরে।
শ্বাস[২৯] খরতর হয়া[৩০] কত কুম্ভীর মরে ॥
গাএ মুখে রস নাহি কী করিবে বলে।
ছেঁচুড় পাড়িয়া কুম্ভীর ঝাঁপ দিল জলে ॥
পাছে পাছে ধাএ বাঘ গর্জ্জন করিয়া।
কুম্ভীরেক আছাড়ে নেঙ্গুর ধরিয়া ॥
মুখ পর চড়িয়া উকড়ায়[৩১] ভুঁড়ি।
কারো মুখ[৩২] ছিঁড়িল মস্তকে দিয়া গুড়ি ॥
ফাঁপর হইয়া সব পানিতে পড়িল।
দক্ষিণা রাএ বীরেক বাঘে আসিয়া ধরিল ॥
শতে শতে বাঘে হস্তীর শুণ্ড ধরে।
নেঙ্গুর ধরিয়া কেহ পৃষ্ঠ পর চড়ে ॥
দক্ষিণা রাএক থাপা দিয়া দিলেন ফেলিয়া।
হস্তী হৈতে পড়িল বীর অচেতন[৩৩] হয়া ॥
লড় দিয়া জাএ বীর হস্তীকে ছাড়িয়া।
দশে বিশে বাঘ বীরেক ধরিল পাড়িয়া ॥
কিল লাথি মারে কেহ মনে করি কোপ।
দাড়ি ধরি টানে কেহ উকড়াইল[৩৪] গোঁফ ॥
বুকেতে বসিয়া কেহ গালে দিল চড়।
পদতল দিয়া বীর উঠিয়া দিল লড় ॥
লড় দিয়া জাইতে বীর আছাড় কত পরে।
পশ্চাতে[৩৫] ফিরিয়া চাএ আসিয়া বুঝি ধরে ॥
ঘন শ্বাস[৩৬] বহে বীরের ধড়ে নাহি প্রাণ।
লড় দিয়া গেল বীর রাজার বিদ্যমান[৩৭] ॥
দক্ষিণা রাএক দেখি রাজা হৈল চমৎকার।
বীরের দুর্গতি দেখি পুছে সমাচার ॥
কহে শেখ খোদা বখশে হৃদয়ে[৩৮] ভাবিয়া।
রাজার সাক্ষাতে বীর কহে বিনাইয়া ॥

১. প্বণ্ন্যবার। ২. মুন্দুর। ৩. করিল। ৪. পিস্টে। ৫. বেকট। ৬. পয়ার—পাখা ঝাড়ে অর্থে। ৭. ভএহুঙ্কার। ৮. রঙ্গ। ৯. ভাড়া। ১০. সমস্বর। ১১. নিসক্তি। ১২. খিন। ১৩. চান্দার জে তল। ১৪. কন্ম। ১৫. কউত্তহলে। ১৬. হেটে। ২০. স্বোরন। ২১. মর্দ্দে। ২২. প্রানে। ২৩. ভস্ব। ২৪. উড়িয়া। ২৫. ষুর্জ্জ। ২৬. ষুকাইল। ২৭. জল মর্দ্দে সিঙ্গ কুম্ভির ষুকানের শ্রীকাল। ২৮. ষুকানের। ২৯. সাস। ৩০. হএ। ৩১. উদড়াএ। ৩২. মোক্ষ। ৩৩. অচৈতন। ৩৪. উকুরাইল। ৩৫. প্রছাদে। ৩৬. সাস। ৩৭. বির্দ্দমান। ৩৮. হ্রিদএ।

পদ

কান্দে বীর দক্ষিণা রাএ রাজার সাক্ষাত।
যুদ্ধে[১] না পারিলাম আমি শুন নরনাথ[২] ॥
হাএ হাএ করে বীর ললাটে[৩] মারে ঘাও।
রাজ্য দণ্ড ছাড়ি রাজা অন্য[৪] দেশে যাও ॥
আমি না পারিলাম রণে কে পারিবে আর।
এতদিনে হৈল মোর দর্প ছারখার ॥
ছোট হৈতে করিলাম যুদ্ধ বিক্রম[৫] বিস্তর।
শ্রীকাল চড়িল আসি দেউল উপর ॥
হারি মোর কার সাথে না হইল বএসে।
বহু দুঃখ দিল মোরে ঐ যবন[৬] শেষে ॥
বুদ্ধি বল না আইসে শুন নরপতি।
কেবা মোকে উদ্ধারিবে যাব কোন ভিতি ॥
রাজা বলে কেনে কান্দ পুনঃ[৭] সাজ জঙ্গে।
পড়িলে ভেড়ার পালে মইষের শিঙ[৮] ভাঙ্গে।
বীরে বলে শুন রাজা পুনঃ[৭] না যাইব।
দারুণ দুর্জনের হাতে প্রাণ হারাইব ॥
চান্দা টানি বসিয়াছে আনল কিনারে।
বাঘগণ আসিয়া যেন বোওয়াতের মচ্ছ মারে
হুর পরী সঙ্গে বেটা দারুণ ফকীর।
কিবা মন্ত্রেত ভূত প্রেত কুম্ভীর নএ স্থির ॥[৯]
বাঘ বিনে লোক জন কিছুই নাহি ধরে।
রণে প্রবেশি মাত্র বাঘ যুদ্ধ করে ॥
বীরের বচনে রাজা পাইল মর্মাঘাত[১০]।
কি করিব কি করিব বলে নরনাথ ॥
দক্ষিণা রাএ বীর মোর রাজ্যের প্রধান।
তাহাতে অধিক আছে কোন পালহান ॥
রাজা বলে পুনর্বার[১১] করিব সংগ্রাম।
যেরূপে মরে দুষ্ট করিল সেহি কাম ॥
রাজা বলে পাত্রমিত্র বাক্য শুন মোর।
জিজ্ঞাসিয়া আন রাজ্যের যতেক লস্কর ॥[১২]
শুনিয়া রাজার বাক্য চলে চোপদার।
সাড়া বাড়া দিয়া ফিরে রাজার বাজার ॥
কাড়া ঢোলের সঙ্গে ডাকি কহেন ঢুলি।
যে না যাবে রণে তাক রাজা দিবে শূলি ॥
খবর পাইয়া যেবা ঘরে থাকে বসি।
কালি তাকে রাজা ধরি গলে দিবে ফাঁসি ॥
স্ত্রী[১৩] বিনে পুরুষ যদি থাকো [কোন] ঘরে।
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া তার ভাসাবে সাগরে ॥
এহি বলিয়া সহরে দিল [ঢুলী] কাড়া।
ব্রাহ্মণনগর জুড়ি পরিলেক সাড়া ॥
বহুলিয়া বরকন্দাজ সাজিল সিপাই।
উট গাড়ি হাতি ঘোড়া তার লেখা নাই ॥
হুলস্থূল[১৪] হইল সহর গণ্ডগোল।
কর্ণে[১৫] ধ্বনি লাগে শুনি সৈন্যের[১৬] কোলাহল ॥
তোফেত সিপাই সাজে জঙ্গে কুটি কুটি।
গৃহস্থ[১৭] লোক আইল কান্ধে লয়া লাঠি ॥
খড়েগ খড়েগ[১৮] লাগি শব্দ উঠিল ঝঙ্কার[১৯]।
লক্ষে লক্ষে চলিল ঠেঙ্গার পাটয়ার ॥
বৃহস্পতি[২০] নরপতি গ্রহপতি সাজে।
রন্ রন্ ঝন্ ঝন্ যুদ্ধ[২১] ঘণ্টা বাজে ॥
সাজিল উমরা[২২] সব করিয়া গৌরব।
প্রাণ হারাইতে লোক চলিলেন সব ॥
কেহ হাতি কেহ ঘোড়া কেহ সাজে রথ।
গাড়িত কামান তোলে দোলমাল পথ ॥
আরাধনা করে তবে মটুক নৃপতি[২৩]।
শিব দুর্গা পূজিয়া পূজিল পদ্মাবতী[২৪] ॥
রাজার স্মরণে[২৫] পদ্মা হইল সদএ।
হংস রথে চড়িয়া আইল বিদ্যময়[২৬] ॥
রাজা বলে শুন মাও শঙ্কর নন্দিনী।
মোরে দয়া করি মাও শীঘ্র দেহ ফণী ॥
পদ্মা বলে দিব সর্প বাঁচিতে না পারি।
তুমি যাইবা সর্প লয়া খাকার আমারি ॥
দিব দিব সর্প আমি বলে পদ্মাবতী।
ত্রিজগতে এড়ান নাহি গাযী চম্পাবতী ॥
সর্প সর্প বলি পদ্মা[২৭] নাগ হুঙ্কারিল।
ললাট[২৮] ফাটিয়া তক্ষক বারাইল ॥
উদএ গিরি নাগ আইল অরুণ কেশরী।
পর্বত হৈতে আইল সর্প অজাগরি।
ডাড়াচিয়া ভেমটিয়া খণতিয়া ফণী।
মহাকাল পাষাণ্ড নাগ শিরে যার মণি ॥
অরুণ বরণ [সর্প] সাজিল নাগিনী ॥
বোড়া কাকরিয়া সাজে শতেক[২৯] সাপিনী ॥

১. যুন্দে। ২. নরনাত। ৩. লওলাটে। ৪. অণ্ন্য। ৫. বিক্রিম বিশ্‌তর। ৬. জৈবন সেসে। ৭. খুন্ন্য। ৮. সিঙ্গ। ৯. কিবা মোন্ত্রেত ভুত প্রেরত কুম্ভির নএ স্তির। ১০. মক্ষাঘাত। ১১. খুণ্ন্যবার। ১২. জিগ্যাসিয়া আন আর্জ্জের জতেক লস্কর। ১৩. শ্রী। ১৪. হুলাস্তল। ১৫. কর্ন্ন্যে। ১৬. ষুর্ন্ন্যের কলহল। ১৭. গ্রিহ। ১৮. খর্গে ২। ১৯. ঝাক্কার। ২০. বিৃহষ্‌পতি। ২১. যুর্দ্দে। ২২. উম্মরা। ২৩. নিরপপতি। ২৪. পর্দ্দাবতি। ২৫. স্বরনে। ২৬. বিধ্যমএ। বিদ্যমান অর্থে। ছন্দের ছন্দ বিদ্যময়। ২৭. পর্দ্দা। ২৮. লওলাট। ২৯. সতে সাকিনি।

একুশ কোটি নাগ সাজে ভুবন তরাসে।
গোমা গোক্ষুর[১] সাজে চক্ষের নিমিষে[২] ॥
ধনেশ্বরী শঙ্খিনী[৩] পর্বতিয়া বোড়া।
তক্ষকের নিঃশ্বাসে পর্বত যাএ পোড়া ॥
ত্রিশ কোটি নাগ তবে করিল সাজন।
জএ জএ করিয়া সাজে মটুক রাজন।
সারথী অনিঞা রথ দিল বিদ্যমান[৪]।
মেঘ আছরা দিয়া চলে যত সৈন্যগণ[৫] ॥
রথের প্রতিমা[৬] হতে সর্প জোড়া জোড়া।
শতে শতে জোড়ে রথে হাতি আর ঘোড়া ॥
বীর ডাকে পৃথি[৭] নড়ে বাজে ঘন্টা ঘড়ি।
মেদিনী[৮] কম্পিত হৈল রথের হড়হড়ি ॥
সপ্তদ্বার নবদ্বার বারদ্বারী পাছ।
প্রবেশ হইল যায়া বান্ধা ঘাটের কাছ ॥
দেখি পীর বড় খাঁ গাযীর[৯] উড়িল প্রাণ।
ডাক দিয়া বাঘ গণেক বাতাইল সন্ধান ॥
নাগ মানব আর কুঞ্জর বিস্তর।
অশ্ব বাহনে আইল মূর্খ[১০] শান্তনর ॥

আএ আএ বলিয়া রাজা ডাকে উভরাএ।
অখন তোমার বাঘ করুক পরাজএ ॥
সৈন্যগণ[১১] মারিয়া মোর বহু কর্ল হানি।
এখন ফুরাইল তোর বাঘের ফুটানি ॥
বাঘগণ মারিব তোর দিয়া লাথিগুড়ি।
অনলে জ্বালাব তোর আচেলা গুদড়ি ॥
তসবি ছিড়িয়া তোর ফকিরি করঙ দূর।
কাটিয়া তোমার মুণ্ড দেঙ যম পুর ॥
তন্ত্র মন্ত্র টোনাটুনি সে কিছু অনেক।
পরীক্ষা বুঝিতে তার মার সৈন্যেক[১১] ॥
সৈন্যগণ মারি মোর বহু দিল দুঃখ।
আর না দেখিবু বাপু মায়ের মুখ ॥
কান্দিয়া মরিবে তোর দুঃখিনী[১২] বাপ মাও।
কেন তুমি রাত্রি যোগে পলায়া নাঞি যাও ॥
মার মার করে রাজা রথের উপর।
শতে শতে ঝঙ্কারিল[১৩] কামান খঞ্জর ॥
মনেতে ভাবিয়া শাহ্‌ খোদা বখশে কএ!
অখন মটুক রাজার হবে পরাজএ ॥

—৩৪ পালা সমাপ্ত[১৪]।

---

১. গকুর। ২. নিমশে। ৩. সানকানি। ৪. বির্দ্দমান। ৫. ষুন্যগণ। ৬. প্রিথিমা। ৭. প্রিথিমি। ৮. মেদনি। ৯. গাজি উড়াউল। ১০. মুক্ষ সান্তনর। ১১. ষুন্যেক। ১২. দুখনি। ১৩. ঝাঙ্কারিল। ১৪. সমেআপ্ত।

৩৫ পালা
ত্রিপদী

বসিয়া চান্দার তলে		গাযী আল্লা আল্লা বলে
আমারে তরাও দীননাথ[১]।
এক মনে ধ্যান ধরি		আল্লাকে আরয করি।
শূন্যকারে[২] উঠাইল হাত ॥
কেনেবা পাঠাইলা মোরে		দুনিঞাতে প্রেম ডোরে
হারালাম আপনার প্রাণ।
যদি মোরে রক্ষা করো		শিরে আসি ছত্র ধর
এহি সে আরয তোমার স্থান ॥
জন্মিয়া[৩] আলমে ভাল		দ্বন্দ্ব-কাজে গেল কাল
এত দিনে হৈল জীবনাশ[৪]।
তনু হইল নিরবল		অঙ্গ করে টলমল
কেনে বিধি করিল নিরাশ[৫] ॥
গাযী করে জোড়হাত		আদেশিল দীননাথ[১]
জিবরাইলক পাঠাল সত্ত্বর[৬]।
জাহ বাছা মনুষ্যপুরে[৭]		কালু গাযীর হাযীরে
মটুক রাজাক করহ কাতর ॥
আদেশিল নিরঞ্জনে		ফিরিস্তা আনন্দ মনে
স্বর্গে[৮] থাকি মর্তে দিলপাও।
ছাড়িয়া আপন অঙ্গ[৯]		হইল যেন পতঙ্গ
যাএ যেন পবনের বাও ॥
প্রবেশিল রাজার পুরে		এরূপ রাখিয়া দূরে
আল্লা বলি দিল গাও ঝাড়া।
ধরিয়া ফকিরের বেশ		ছাড়িয়া মাথার কেশ
গাযীর সামনে হইল খাড়া ॥
ফিরিস্তার রূপ দেখি		গাযী হৈল বড় সুখী[১০]
জোড় হাতে করিল সালাম[১১]।
খোদা বখ্‌শে করে বন্দ		বিচারিয়া বলমন্দ[১১ক]
এবে গাযী জিনিবে সংগ্রাম ॥

পদ।

আরে মন সোনার তন কেনে রৈলি ভুলি।
দিলগির না হও বান্দা বল আল্লাজি ॥
আল্লার নাম দ্বীনের কাম নবিক জান খাঁটি।
হবিব[১২] নবী গলার খেলেকা কলমা হবে মাটি ॥
আহা মন সোনার তন কাল পিঞ্জিরার পাখি।
কখন ছাড়ি[১৩] যাও দম দেহাক দিয়া ফাঁকি ॥

---

১. দিননাথ। ২. ষুণ্ন্যকারে। ৩. জন্মিয়া। ৪. জিবনাষ। ৫. নৈরাস। ৬. সর্ত্তর। ৭. মর্ত্তপুরে। ৮. স্বর্গে। ৯. রঙ্গ। ১০. ষুকি ১১. ছার্ম্মাম। ১১ক. বলমন্দ। ১২. হবি। ১৩. কখন বেন ছাড়ি

আইছ ভবে পড়ছ লোভে[১] যাবার মনে নাই।
তনে যামিন[২] দিয়া আনছ মানিক আল্লার ঠাঞি ॥
আরে মন সোনার তন সেদিন না তোর গেছে।
কাল পুরিলে[৩] দারুণ যম ফিরিছে পাছে পাছে ॥
আসিবে যম করিবে কাম হস্তে দিবে দড়ি।[৪]
নিবে বান্ধিয়া পড়িবে কান্দিয়া করিবে সোটা বাজি[৫] ॥
তখন চক্ষু মেলি দেখিবি চায়া খোল হাতে দড়ি।
এবারে ভবে যায়া কিছু দান বিতরণ করি ॥
যমে বলে আরে মন সেদিন[৬] তোর গেছে।
মরিলে মনুষ্য জন্ম শুনিছ[৭] কার মুখে ॥
রাজা আইল সাজিয়া ফিরিস্তা হৈল খাড়া।
সর্পের বিষের তেজে পৃথিবী[৮] যায়ে পোড়া ॥
গরুড়ের পড়িয়া মন্ত ফিরিস্তা দিল ডাক।[৯]
রথ ধ্বজ[১০] ছাড়িয়া সর্প গেল ঝাঁকে ঝাঁক ॥
বাঘগণ ধায়া গেল সৈন্যের[১১] ভিতর।
দন্তে চিরি গরু মারে করিয়া কাতর ॥
আল্লা বলি [য়া] ফিরিস্তা দিল ডঙ্কা[১২]।
গালে চড় দিয়া সৈন্যের[১১] লএ লাঠি ঠেঙ্গা ॥
ক্রুদ্ধ[১৩] হইল ফিরিস্তা দেখি গাযীর দুঃখ।
রাএ বাঁশিয়ার বাঁশ লইল ধনুকীর ধনুক ॥[১৪]
খড়্গ[১৫] চক্র লেঙ্গাতীর কামান খঞ্জর।
ফিরিস্তা কাড়িয়া লইল সৈন্য[১৬] বরবর ॥
সকল হরিয়া লইল ফিরিস্তা খোদার।
ফিকিয়া দিলেন সব দরিয়া মাজার ॥
বরবর হৈল সব হৈল হতজ্ঞান[১৭]।
লাথি দিয়া জিবরাইল ভাঙ্গিল রথ খান ॥
ভূমিত পড়িয়া রাজা বলে শিব শিব।
বাঘগণ শূন্যে[১৮] আছাড় মারে কত জীব ॥
রাজপুরী জুড়ি ধুন নবীর কালাম।
দেবতা পলাইল [সব] শিব[৯] শাল গ্রাম ॥
পলাইল সকল লোক হারায়া দণ্ড ঝাটি।
গৃহীলোক[২০] পলাইল হারায়া ঠেঙ্গা লাঠি ॥
দক্ষিণ রাএ বলে রাজা তখনি কর্লাম মানা।
পুনর্বার[২১] আসি লইলাম যাচিয়া যন্ত্রণা[২২] ॥
সৈন্যগণ[২৩] যেপথে গেল সেহি মোর পথ।[২৪]
যে বল সে বল রাজা তোমার দণ্ডবৎ ॥
এহি বলি দক্ষিণ রায় যাএ দীর্ঘ লড়ে।
তরাতরি যায়া বাঘে বীরেক পাছাড়ে ॥
হঙ্কার[২৫] ছাড়িয়া বীর করিল মহাদর্প।
দক্ষিণ রাএর গর্জ্জনে দুনিঞা ভুঞি কম্প ॥
হাতে ডাঙ্[২৬] করিয়া বীর হুঙ্কার ছাড়ে।
দক্ষিণ রায়ের ডাকে বাঘ চুন্দি খাড়া পড়ে ॥
দক্ষিণ রাএর ডাকে বাঘ হৈল অচেতন[২৭]।
গাযীক ছাড়ি পলাএ হুরপরিগণ ॥
আছিল রবির ছটা[২৮] হইল অন্ধকার।
স্বর্গ[২৯] মর্ত্ত পাতাল লাগিল কাঁপিবার ॥
ডাঙ্[২৬] হস্তে চলে বীর গাযীক মারিবার।
লড় দিয়া চলির বীর ডাকে উচ্চৈঃস্বর ॥
আজি যবন তোকে পঠাও যমঘর[৩০]।
এহি বলি আইল বীর কাল অবতার ॥
চৌদিগে[৩১] চাহে গাযী ব্যাকুল হৈয়া।
হুর পরী গেল সরে আমাকে ছাড়িয়া ॥
গাযী বলে নিরাঞ্জন রাখ পরয়ার[৩২]।
কোমর বান্ধিল গাযী ক্রোধিত নযর ॥
ডাঙ[২৬] হস্তে দক্ষিণ রাএ গর্জিয়া চলিল।
সোনার আসাখান গাযী হস্তে করি নিল ॥
গাযী বলে সোনার আসা বলি তোমার তরে ॥
রাজঘরের দেও মারিতে আইসে মোরে ॥
খানিক লড়হ তুমি দেও বেটার সনে।
কোমর বান্ধিয়া আমি পাছে আসি রণে ॥
বিস্‌মিল্লা[৩৩] বলিয়া গাযী আসা লইল হাতে।
দক্ষিণ রাএক মারিতে গাযী যুক্তিভাবে চিত্তে।
মার মার বলিয়া আসা ফিকিয়া মারিল।
সাঞি সাঞি করিয়া আসা ডাকিয়া চলিল ॥
ঘুমিঞা চলিল আসা পরম কৌতুকে'
শূন্যভরে[৩৪] বাজিল যায়া দক্ষিণ রাএর বুকে ॥
কোড়ার বাড়ি যেন লাগিল তখনে।
দক্ষিণ রাএ বলে বিধি যাউক জীবনে ॥
দক্ষিণ রাএ বলে মোর কর্মের[৩৫] হৈল ফল।
যবনের[৩৬] কুক্তিখান এত ধরে বল ॥
মারিতে আইলাম ভাল যবন[৩৭] বৈরী।

১. পড়ছে লভে। ২. জাবিন। ৩. প্ললিলে। ৪. আসিবি জম করিবি কম হশ্‌তে দিবে দড়ি। ৫. সোটাবাজি—অর্থ বুঝা গেল না। ৬. সিদিন। ৭. যুনছ। ৮. প্রিথিবি। ৯. গরূলের পড় য়া মোন্দ্র ফিরেশ্‌তা দিল ডাক। ১০. ধজ। ১১. যুণ্যের। ১২. ডাঙ্কা। ১৩. ক্রোর্দ্দ। ১৪. আএ বাসিয়ার বাস লইল ধনুকির ধনুক। ১৫. খর্গ। ১৬. যুণ্য। ১৭. হতগ্যান। ১৮. যুণ্যে। ১৯. সিব সলগ্রাম। ২০. গ্রিহলোক। ২১. প্পণ্যবার। ২২. জন্তানা। ২৩. যুণ্যগণ। ২৪. পত। ২৫. অহঙ্কার। ২৬. ডাঙ্গ। ২৭. অচৈতন। ২৮. ছাটা। ২৯. শর্গ। ৩০. আজি জৈবন তোকে পটাও জমঘর। ৩১. চৌও দিগে। ৩২. গাজি বলে দেখ ফিরেশ্‌তা রাখ পরবার। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ৩৩. বিছমির্ল্লা। ৩৪. যুণ্যভরে। ৩৫. কন্মের। ৩৬. জৈবনের। ৩৭. জৈবন বরি।

যবনের[১] কুক্তিখান ছাড়াইতে[২] না পারি ॥
লোহার ডাঙ্খান বীর দুই হস্তে ধরিল।
আসা ভাঙ্গিয়া গাযীর দুই খান হইল ॥
সোনার আসার পর বীর এক বাড়ি দিল।
ক্ষীর[৩] নদী সাগরে আসা তখনি ফিকিল ॥
যেখানে গাযীর আসা পড়িল সত্ত্বর।
শুকাইল দরিয়ার পানি দিল বালুর চর ॥
আসা দেখিয়া গঙ্গা বিমর্ষ[৪] হইল।
গাযীর আসা বুঝি বীর সে ভাঙ্গিল ॥
দূত[৫] দিয়া গঙ্গা মাসী আসা আনাইয়া।
বিশ্বকর্মার[৬] স্থানে আসা দিল পাঠাইয়া ॥
বিশ্বকর্মা[৬] গড়িল আসা আপনার ভুবন।
দক্ষিণ রাএক লয়া এথা শুন বিববণ ॥
আসা ভাঙ্গিয়া বীরের বড় বল হৈল।
মার মার বলিয়া বীর ডাকিয়া চলিল ॥
গাযী বলে পরয়ার এহি ছিল লিখন।
দেও কাফেরের[৭] হাতে হইল মরণ ॥
চৌদিগে চাহেন গাযী কাকে[৮] নাহি দেখে।
সোনার খড়ম গাযী দেখেন সমুখে ॥
গাযী বলে দুই খড়ম বলি তোমার তরে।
মারিতে মারিতে বীরেক আন এথা কারে ॥
চলিল খড়ম দুইখান ঘুমিঞা ঘুমিঞা।
দক্ষিণ রাএর পৃষ্ঠে[৯] পৈল উড়াগুদিয়া ॥
পড়ামাত্র খড়ম বীরের ধরিল বড়কড়ে।
বুক পৃষ্ঠে[৯] [বীরের] খড়ম ভাঙ্গি পড়ে ॥
খড়মের মাইরে বীর হইল অচৈতন।
অচেতন[১০] হইয়া বীর পড়িল তখন।
হেন কালে শাহ্ গাযী আপনে উঠিল।
খসাইয়া ছুরিখান হস্তে করি নিল ॥
দক্ষিণ রায়ের বুকের পর করিল আসন[১১]।
ছুরি দিয়া কাটিল বীরের বাম কান ॥
কান কাটিয়া গাযী নাক কাটিবার ধাএ।
হেন কালে ফিরিস্তা বলে এহা উচিত নএ ॥
নাকের পর ছুরিখান ধরিল সেহি ঠাঞি।
দক্ষিণ রাএ দিল গাযীক আল্লার দোহাই ॥
আল্লা রসুলের দোহাই লাগে তোমার তরে।
নাক বেন সকল বখ্শহ আমারে ॥[১২]

যেমত করিনু সাহেব তেমনি হৈল কাজ।
বাম কান কাটলে পীর জগতে রইল লাজ ॥
দয়া করো প্রাণ রাখো শুন মন দিয়া।
চম্পাবতীর সঙ্গে তোমাকে দিব বিয়া ॥
এমত বচন যদি দক্ষিণ রাএ কহিল।
ঈষৎ[১৩] হাসিয়া গাযী ছুরিখান রাখিল ॥
সাত হাত টিকি বীরের মাথার উপর।
ধরিল টিকি গাযী দিয়া বামকর ॥
সচল পর্বত যেন টানিঞা আনিল।
পালঙ্গের পায়ার সাথে বান্ধিয়া রাখিল ॥
হাতে পাএ দড়ি দিয়া করিল বন্ধন।
তখন আইল [তথা] হুর পরিগণ ॥
সালাম করিল সবে গাযী মিঞার তরে[১৪]।
গাযীক ঘিরিয়া বৈসে কাতারে কাতারে ॥
গাযী বলে শুন শুন হুরপরিগণ[১৫]।
বিপদকালে ছাড়িয়া পলাইলা কী কারণ[১৬] ॥
পরিগণে বলে গাযীক আর ফিরিস্তা।
ভাল হইল দুষ্টক করিলা অবস্থা ॥
বীরেক বান্ধিল গাযী পালঙ্গের পায়াএ।
এথাএ রাজার সৈন্য[১৭] সকলে পলাএ ॥
ঝাপিয়া সাগরে পৈল সৈন্যগণের[১৮] পাল।
গাযীর দোওয়াএ হইল শিশু[১৯] আর ঘড়িয়াল ॥
হাতি ঘোড়া পলাইল চীৎকার[২০] করি।
চম্পাক ছাড়িয়া পলাএ একলক্ষ প্রহরী ॥
খালি হইল রাজার পুরী করে টলমল।
ডাহিনে বামে দেখে রাজা নাহি সৈন্যগণ[২১] ॥
হাএ হাএ করে রাজা শিরে মারে চড়।
কাখ কিছু না বলিল দিল দীর্ঘ লড় ॥
থর থর কাঁপে রাজা দুই চক্ষু মুঞ্জি।
দড়বড়ি মন্দিরের দ্বারে দিল কুঞ্জি ॥
পড়িয়া রহিল রাজা ঘরের এক কোণে।
দন্তে চিরি গরু খাঙ যদি সাজঙ রণে ॥
রণে যায়া বুঝিলাম রণের বড় ঘাও।
ফকিরের সনে রণে সাজে মাঁগ আর মাও ॥
রহিল মটুক রাজা বাঘ পাইল চেতন।
ধীরে ধীরে গাযীর কাছে আইল সর্বজন ॥
সালাম করিল বাঘ গাযী মিঞাক যায়া।

১. জৈবনের। ২. ছোড়াইতে। ৩. খির। ৪. বিমসির। ৫. দত্ত। হা. মী. দুত। ৬. বিসুকন্মার। ৭. দেও কাফের। ৮. কাখ। ৯. পিৃস্টে। ১০. অচৈতন। ১১. বসিল যুক্তিমান। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ১২. নাক বিনে সকল বশকহ আমারে। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ১৩. ইসদ। ১৪. ছার্ব্বাম করিল তবে গাজি ফিরেশ্তার তরে। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ১৫. গাজি বোলে দেখ জিবরাইল হুর পরি কাম। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ১৬. বিপত্য কালে পলাইলা ছাড়িয়া সংগ্রাম। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ১৭. ষুণ্ন্য। ১৮. ষুণ্ন্যগণের। ১৯. সিষু। ২০. চিরতকার। ২১. ষুন্ন্যগণ।

কাতারে কাতারে বৈসে হেঁট মাথা হয়া ॥
গাযী বলে বাঘ সবে মরি বালাই নিয়া।
সবে পলাইল মোকে একেলা রাখিয়া ॥
খানদৌড়া বেড়াভাঙ্গা জোড় দস্ত হইল।
মিঞা গাযীর তরে কহিতে লাগিল ॥
এমন হুঙ্কার[১] বেটা ছাড়িল এহি দেও।
অচেতন[২] হইলাম সবে না রহিল কেও ॥
তুমি সাহেব গাযী জানে [এ] সংসারে।
দক্ষিণ রাএক দেহ যায়া বাঘের তরে ॥
শরীর ডাঙ্গর বেটার রাজার গোসাঞি।
হুকুম করহ আমরা বীর রক্ত[৩] খাই ॥
এমত বচন যদি বাঘেরা কহিল।
তরাসে দক্ষিণা রাএ কান্দিতে লাগিল ॥
দক্ষিণা রাএ বলেন তবে কান্দিয়া কান্দিয়া।
আমার আরয সাহেব শুন মন দিয়া ॥
বাঘের ঠাঞি আমাকে না দেও ধরিয়া ॥
সত্য চম্পাবতীর সঙ্গে তোমাক দিব বিয়া।
হাসিতে লাগিল সব বাঘ পরী সকল[৪] ॥
পালঙ্গের পরে গাযী হাসে খল খল[৫]।
গাযী বলে বীরেক না খাও ধরিয়া।
সত্য কর্ল দক্ষিণ রাএ চম্পাক[৬] দিবে বিয়া ॥
গাযী বলে বাঘ সবে প্রাণের নহন।
ভাই কালু দুষ্ট রাজাক আনহ এখন ॥
সকল বাঘগণ যে গাযীর[৭] হুকুম পাইল।
কালু মিঞা রাজাক আনিতে যাত্রা করিল ॥
দেহুড়ি পাছ করি যাএ মনের কৌতকে।
পার হইল পাচিটা[৮] দিয়া একলাফে ॥
আর যত বাঘ সব বাহিরে রহিল।
মর্দা চতুর দুই বাঘ তখনি বসিল ॥
দালান কোঠা মঠ দেখিল সারি সারি।
চৌষট্টি ঘর দেখিল দক্ষিণ দুয়ারী ॥
ঘরের দ্বারেতে আছে মানিকের তারা।
ঘরের কিনারে আছে মুকতার ঝারা ॥
তাহার মধ্যে মধ্যে গাঁথা মতির প্রবাল।
রূপ কলা লাগা আছে হিঙ্গুল হরিতাল ॥
বনের বাঘ রাজার বাড়ি[৯] তারিপ করিল।
ঘরে ঘরে রাজাক যে তালাস করিল ॥
সকল ঘর তালাশ করে বাঘ দুই জন।
রাজার সাত পুত্রক বাঘ দেখিল তখন ॥
বিবি চম্পা আছে ঐ আপন মন্দিরে।
ভুলকি[১০] দিল বাঘ ঘরের দুয়ারে ॥
বাঘ দেখিয়া চম্পা চন্দ্র বদনী।
কান্দিয়া দাসীর গলা ধরিল তখনি।
চন্দ্রের পুতুলী[১১] যেন দুই বাঘ দেখিল।
মূর্চ্ছা খায়া দুই বাঘ ভূমিতে পড়িল ॥
চেতন[১২] পাইল বাঘ খানিক অন্তরে।
চম্পাক দেখি দুই বাঘ লাগিল বলিবারে ॥
ভালত আকুল গাযী ইহার কারণ।
ঘরের দ্বারে সালাম করে বাঘ দুইজন ॥
পুলকিত[১৩] দুইবাঘ হৃদয়ে[১৪] আনন্দ।
চম্পাবতীর সনে বাঘে কী বলে বচন ॥
না পলাও মা আমাগেক কর দোওয়া।
রাজাকে লইতে গাযী দিয়াছে পাঠাইয়া।
না পাইলাম রাজার লাইগ পুরী তলাসিয়া ॥
কোথাতে মহারাজা রহিল পলাইয়া।
গাযীর নাম শুনি চম্পার ভএ গেল দূরে।
হাস্যবান হয়া চম্পা দাঁড়াএ দুয়ারে ॥
বাপুর খবর তোরা শুন[১৫] মন দিয়া।
এহি সে মন্দিরে আছে বজ্র কপাট দিয়া ॥
লয়া যাও বাপুক তোরা বাঘ দুইজন।
এমত করিয়া বাপুক না বধিও[১৬] প্রাণ ॥
শুনিঞা দুই বাঘ সালাম[১৭] করি চলে।
আনন্দ হইল চম্পা দাসিগণ সকলে ॥
ধীরে ধীরে দুই বাঘ করিল গমন।
শীতল[১৮] মন্দিরের [দ্বারে] দিল দরশন।
বাঘের প্রহারে দ্বারের কপাট ভাঙ্গিল।
পালঙ্গের পর যায়া রাজাক ধরিল ॥
হাতাহাতি রাজাক লইয়া চলিল।
বাড়ির বাহিরে রাজাক লইয়া গেল ॥
বাঘগণে বলে নানা আমার বাক্য লেও।
শীঘ্র[১৯] করি মামাজিক বাবাজিক দান দেও ॥
প্রথমে রণেত দিয়াছিলু গাইল।
অখন বুঝহ তোমার জামতার ধামাইল ॥
দুই বাঘ ধরি রাজাক করে টানাটানি।
আর বাঘে বলে আমার কোথা গেল নানী ॥
বেড়াএ বাঘ কাতারে কাতারে।

১. তঙ্কার। ২. অচৈতেন হইয়া। ৩. বিপতিয়া। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ৪. হাসিয়া বসিল বাঘ পরি ফিরেশ্‌তা। হা, মী, গৃহীত পাঠ। ৫. মটুক রাজাক করে বাঘে অবস্থা। হা, মী, গৃহীত পাঠ। ৬. আমাক। হা, মী, চাম্পাক। ৭. রাজার। ৮. পাঁচিল অর্থে কি? ৯. বাঘি। ১০. ভুলিকি। ১১. প্বথলি। ১২. চৈতন। ১৩. প্বর্ব্যকিৎ। ১৪. হ্রিদএ। ১৫. ষুন। ১৬. বদিও। ১৭. ছার্ব্বাম। ১৮. সিতল। ১৯. সিগ্র।

রাজরানী লুকিয়া আছেন মন্দিরে ॥
বাঘগণ বলে নানী আমার ছালাম[১]।
বাহিরে দেখহ তোমার জমতার কাম ॥
এক মুহূর্ত[২] বাহিরে আসিয়া হও স্থির।
এহি বলি পরিহাস্য করিল বাহির ॥
এহি বলি রাজরানীক[৩] একাত্তর থুইয়া।
চতুর দিগ নাচে বাঘ হাতে তালি দিয়া ॥
থর থর[৪] কাঁপে রাজা রানী দুইজন।
জোড় হস্তে বলে কন্যা করঙ সমর্পন ॥
স্তুতি[৫] করি রাজা রানী হৈল একাত্তর।
চম্পাবতীকে করঙ দান প্রাণ রক্ষা কর ॥
এমত শুনিয়া বাঘ খোশ্ব হইল মন।
রাজাক ধরিল পুনঃ কালুর কারণ ॥
রাজা বলে এক ফকীর করিল অহঙ্কার[৬]।
বন্দী করি থুইয়াছি কারাগার মাঝার ॥
বাঘে বলেন তোমার কোথা কারাগার।
রাজা রানীক সঙ্গে করি গেল কারাগার ॥
দেখে কালু পড়ি আছে শিরে দিয়ে হাত।
হস্ত ধরিয়া কালুক তুলিল অকস্মাৎ[৭] ॥
ছিড়িয়া ফেলিল যত হাত পাএর ডোর।
খালাষ করিয়া দিল যত ডাকাত চোর ॥
কালু বলেন তাঐ সালাম আমার।
সেহি চম্পাবতীক [তুমি] করহ দান।
মিথ্যা[৮] দোষে আমাকে করিলা অপমান ॥
কী করিব হৈলা অখন ভাএর শ্বশুর[৯]।
নহে ঘাড়ে পাক দিয়া দর্প করঙ চুর ॥
কালুর বাণী রাজা শুনি হেঁট[১০] শির করে।
খানদৌড়া বাঘে চলে কালু[১১] পৃষ্ঠ পরে ॥
ভাই ভাই বলি গাযী বাহু পসারিল।
আইস ভাই বলিয়া গাযী কান্দিয়া কহিল ॥
চক্ষের পানি পড়ে কালু চলিল হাঁটিয়া।
গাযীর পাএর পর পড়িল কান্দিয়া ॥
গাযী বলে পাইলা দুঃখ আমার কারণ।
মহাকষ্ট[১২] পাইলা ভাই রাজার বন্ধন ॥
হইল দুঃখ সঙ ভাই শুন মন দিয়া।
যদি দেখিতে পাই আমি সাহেবের বিয়া ॥
কালু কহিল যদি এমত বচন।
গলাগলি দুই [ভাই] জুড়িল ক্রন্দন ॥

লইয়া আল্লার নাম চিত্ত নিভারিল।
বদন থুইয়া[১৩] সবাএ হাস্যবান হইল ॥
দক্ষিণ রাএর তবে কালু বন্ধন দেখিল।
হাসিয়া দক্ষিণ রাএক কহিতে লাগিল ॥
হাসিয়া বলেন কালু দক্ষিণ রাএর তরে।
ভাল শাস্তি[১৪] হয়াছে তোর দেখিনু নযরে ॥
একি পালঙ্গে দুই ভাই বসিল তথা[১৫]।
সকল বাঘে রাজাক আনে গাযী আছে যথা ॥
কালুক রাখি খানদৌড়া রাজাক লৈতে আইল।
রাজাক আনিয়া বাঘে গাযীর আগে দিল ॥
গাযী বলে ঠারে বাঘগণ কার মুখ[১৬] চাও।
নানা বলি শ্বশুরের মোছ উকুরাও ॥
পাইয়া গাযীর ঠার চলিল সত্বর।
পাড়িয়া ধরিল রাজাক গাযীর হুযুর ॥
রাজাক ধরিয়া বাঘ খলখল হাসে।
নানা বলি গোফ [বাঘ] তোলে কসে কসে ॥
হেন কালে পালঙ্গ হৈতে কালু[১৭] দেখে নযরে।
থর থর কাঁপে রাজা গাযীর বাঘের ডরে ॥
কান্দিয়া কালুক রাজা কহে জোড় করে।
ষোলদানে চম্পাক বিয়া দেঙ গাযীর তরে ॥
আমার গুণা মাফ কর জামাতার তরে ॥
রাজাক লয়া আইল কালু গাযী বরাবরে ॥
রাজার গুণা মাফ কর আমার খাতিরে।
এহিক্ষণে দিবে কন্যা তোমার যে তরে ॥
মটুক রাজা হবে যে তোমার শ্বশুর[১৮]।
গুরুজনের তস্‌কির[১৯] নাহি ক্রোধ কর দূর ॥
লাজে হেঁট[২০] মাথা গাযী নাহি বলে বোল।
বাঘ আর পরীগণ[২১] হাসে খলখল ॥
হস্ত ধরি কালু দেওয়ান রাজাক লইল।
গাযী তাযীম করি পালঙ্গে বসাইল ॥
শুন বাছা গাযী মিঞা করি নিবেদন।
বারেক খালাস দেহ গোসাঞির বন্ধন ॥
বাঘ সকলেক দেহ বিদাএ করিয়া।
চল মোর ঘরে অখন কন্যা দিব বিয়া ॥
কান্দিয়া গাযীক তখন রাজা লইল কোলে।
কান্দিয়া কান্দিয়া রাজা গাযী মিঞাক বলে ॥
সাত পুত্রের কনিষ্ঠ[২২] চম্পা প্রাণের[২৩] নহন।
আওয়াল আখেরে তোমাক[২৪] সমর্পিনু অখন ॥

১. ছার্ল্বাম। ২. মুর্ত্ত। ৩. রাজারাণিক একাস্তর। ৪. থরে ২। ৫. শৃত্তি। ৬. উহাঙ্কার। ৭. অকোসাত। ৮. মিথ্যা। ৯. সম্বুর। ১০. হেস্ট। ১১. কালুর। ১২. মোহাকপট। ১৩. বদন ঘুয়া। হা. মী. গৃহীত পাঠ। ১৪. সাশৃতি। ১৫. ফিরেশৃতা। ১৬. মুক্ষ। ১৭. কালু দেখে রাজার তরে। ১৮. সম্বুর। ১৯. তসকিল। ২০. হেস্ট। ২১. ফিরেশৃতা পরিবাঘ। ২২. কনেষ্ঠ। ২৩. সেল হন। হা, মী, গৃহীত পাঠ। ২৪. চাম্পার করিমু সমর্পন। হা, মী, গৃহীত পাঠ।

পালিও আমার বাছাক আল্লার দিকে চায়া।
ধর্ম্মের[১] দিকে চায়া মোর চম্পাক করিও দয়া।
কান্দিয়া মটুক রাজা এতেক কহিল।
রাজার বচনে গাযীর দয়া উপর্জিল ॥
কালুর তরে গাযী হুকুম করিল।
দক্ষিণা রাএর বন্ধন খালাস করিল।
দক্ষিণা রাএ উঠিয়া তবে হুযুরে দাঁড়াইল।
হাত ধরি কালু তাক পালঙ্গে বসাইল ॥
দক্ষিণা রাএ বলেন গাযীর পানে[২] চায়া।
হুর পরী বাঘ[৩] দেহ বিদাএ করিয়া।
চল যায়া বিভা দিব চম্পা রূপসী।
আর মনে থাকে যদি হৈব নরক বাসী।
এমত কহিল যদি বীর দক্ষিণ রাএ।
হুর পরী বাঘ গাযী করিল বিদাএ ॥
গাযী বলে বাঘগণ জাহত চলিয়া।
তোমাগেরে প্রাসাদে আমার হৈল বিয়া ॥
সোনা মুখে গাযী যে কথা কহিল।
সালাম করিয়া বাঘ বিদাএ হইল ॥
যার যে নিজ স্থানে দিল দরশন।
বিদাএ হইল সব হুর পরীগণ ॥
পালঙ্গ চান্দয়া নিজ স্থানে রাখিল।
বাঘ আর হুর পরী[৪] নিজ স্থানে গেল ॥
কহে শেখ খোদা বখশ রফিকের নন্দন।
কালু গাযীক লয়া রাজা চলিল তখন ॥
আগে চলে দক্ষিণ রাএ মটুক রাজা পাছে।
পশ্চাতে কালু ধাএ মিঞা গাযী মাঝে ॥[৫]
মালিকা দালানে সবে আইল তখন।
পুরীখান দেখিয়া গাযীর পুলকিত মন ॥
বিচিত্র পালঙ্গে গাযীক করাল বৈসন।
রাজার সাত পুত্রের সাথে হৈল দরশন ॥
ভাণ্ডারী নফর যত আইল কৌতূহলে।
কেহ জল দেএ কেহ চরণ পাখালে ॥
সাত পুত্র মটুক রাজার আইল তৎক্ষণ।

গাযী আর কালুর সঙ্গে প্রেম আলিঙ্গন ॥
সকলে করিল গাযীর চরণ বন্দন।
প্রেম কথা আলাপন করিল সর্বজন ॥
বাদশাই বিছানা করি গাযীক বসাইল।
সোনালী চান্দয়া তার শিরে টানাইল ॥
সুবর্ণ[৬] গিরদাএ হিলাইল গাও।
দুই দিগে পড়ে মিঞার শ্বেত[৭] চামরের বাও ॥
আনন্দ হইয়া সবে নিচেতে বসিল।
সেহি কালে মটুক রাজা কহিতে লাগিল ॥
রাজা বলে কহ কালু জামাতার তরে।
এক বছর থাকুক ব্রাহ্মণ নগরে ॥
গোত্র পুত্র নফর চাকর গিয়াছে মরিয়া।
অশুদ্ধ[৮] হইলে কী মতে দিব বিয়া ॥
এমত বচন যদি কহিল রাজন।
জোর দস্তে দাঁড়াএ কালু গাযী বিদ্যমান ॥
রাজার যত কথা গাযীকে[৯] কহিল।
শুনিএগ সাহেব গাযী বড় লজ্জা পাইল ॥
যোহরের নামাজ গাযী তখনে[১০] পড়িল।
অযিফা[১১] পড়িয়া গাযী আরয করিল।
দয়া কর আহাদ রাখ পরয়ারদিগার।
রাজার লশকরের প্রাণ দেহ আরবার ॥
ব্যাকুল হয়া গাযী স্মরে[১২] নিরঞ্জন।
ব্রাহ্মণ নগরে হএ নূর বরিষণ ॥
[আল্লার করমে হএ নূর বরিষণ]
প্রাণ দান পাইল যতেক লস্করগণ ॥
গাও মোড়া দিয়া উঠে গাযী গাযী বলে।
আল্লা আল্লা বলে সবে মহা গণ্ডগোলে ॥
সেনাগণ লয়া রাজা আনন্দের নাহি সীমা।
ধন্য গাযী পীর তোমার মহিমা ॥
সার্থক চম্পা কন্যা হৈল মোর ঘরে ॥
গাযী হেন গুণ নিধি পতি হৈল যারে ॥
কহে শেখ খোদা বখশ পয়ারের গতি।
একবার বল আল্লা খণ্ডিবে দুর্গতি ॥

ইতি। ৩৫ পালা সমাপ্ত[১৩]।

---

১. ধর্ম্মেরে। ২. প্রানে। ৩. লোক। হা, মী, বাঘ। ৪. বাঘ পরি ফিরেশ্‌তা। হা, মী, গৃহীত পাঠ। ৫. আগে২ কালু ধাএ মিঞা গাজি পাছে। হা, মী, গৃহীত পাঠ। ৬. সোবন্ন্য। ৭. সেত। ৮. অষুর্দ্ধ। ৯. কালুকে। ১০. অহিক্ষনে। ১১. য়যিফা। ১২. শ্মৌরে। ১৩. সমেআপ্ত।

৩৬ পালা

পদ

আল্লা আল্লা বল ভাই আল্লা বল।
দম থাকিতে আল্লার নামটি কেন ভুল ॥
রাত্রি পোহাইল যদি ফযর বিহান।
কমর বান্ধিয়া আইল রাজার বিদ্যমান[১] ॥
লিখন লিখিয়া কাসেদ পাঠাইল নরপতি।
দেশে দেশে পাঠাএ কাসেদ যত কুটুম্ব জ্ঞাতি[২] ॥
লিখন পড়িয়া মালুম হইল এগানা।
করিবে যবনেক[৩] কন্যাদান আমরা যাব না ॥
শুনিঞাছি যুদ্ধেতে[৪] হারিছে রাজন।
বিভা দিবে কন্যাকে সেপাই যবন ॥
ব্রাহ্মণ হয়া দিবে কন্যা যবনের[৫] ঠাঞি।
রাজকন্যা সেহি দেউক আমার কার্য[৬] নাঞি
শুনিঞা এসব বাণী রাজার কাসেদ।
অমনি ফিরিয়া আইল হইয়া লজ্জিত ॥
আইল রাজার পুরে ধর লহ পান।
আপনার কন্যাক আপনে কর দান ॥
আপনার কন্যাক দিবা যবনের[৫] পাশ।
সে লোক আসিবে করিতে জাতি নাশ ॥
কহে শেখ খোদা বখশ নৈমুল্লার[৭] দাস।
শুনিঞা মটুক রাজা ছাড়িল নিঃশ্বাস ॥

ত্রিপদী ছন্দ।

শুনিঞা কাসেদের বাণী রাজা শিরে কর হানি
বিধি মোরে করিল নিরাশ[৮]।
যাহার কপাল ঘাটে অধমে তাহাক রাটে
মন্দ তাহাক বলে দাসের দাস ॥
মোর নাম মটুক রাজা পৃথিবীর[৯] লইনু পূজা
মোর যুদ্ধে কাঁপে দেবগণ।
মোর ঘরের গুয়া পান লোকে করে বস্তুজ্ঞান
ফিরিয়া আইল নিমন্ত্রণ ॥
যদি বিধি করে পার অবশ্য[১০] শুজাব ধার
বেল হেন ফাটাইব মুণ্ড।
যে করিল বস্তুজ্ঞান[১১] আমি তার লব প্রাণ
ঘর ভার করিব অগ্নিকুণ্ড ॥
কী করিব নাহি বল যবনে করিল তল
বল যুদ্ধে সঙ্গে নাহি তার।
অখন উঠিল মূল অবশ্য[১০] পাইব কূল
জনে জনে শুজাইব ধার ॥
শুন কাসেদ বাক্য মোর যত লোক আছে পুর
তাহা সবাক আনহ ডাকিয়া।
শেখ খোদা বখশে কএ বড় খাঁ গাযীর বিভা হএ
ত্রিভুবনে রহিল বাখান ॥

১. বির্দ্দমান। ২. গ্যাতি। ৩. জৈবনক। ৪. যুণিঞাছি যুর্দ্দেতে। ৫. জৈবনের। ৬. কায্য। ৭. নৈমুল্লা কবির গুরু। অন্যত্রও এর উল্লেখ আছে। ৮. নৈরাস। ৯. প্রিথিবির। ১০. অর্ব্বসে যুজাব। ১১. বস্তুগ্যান।

পদ

আহারে মোমিন ভাই হৈল হত মতি।
প্রেম রসে বান্ধা রইল কালার পিরিতি ॥
ব্রাহ্মণ নগরে ছিল যত নরনারী।
তাহা সবাক আনে রাজা নিমন্ত্রণ[১] করি।
নানান দেশ হইতে আইল নাচনী বাজনী।
সংসারের মধ্যে[২] বাদ্য যাহার বাখানি ॥
কাল কাটিহারা আইল নর্তকী আর ভাট।
ভাউরা ভাউকি আর বেশ্যাগণের ঠাঁট ॥
কালদণ্ড কোতয়াল সকলের দিল দান।
বাজার পুরিত লোক হৈল সাবধান[৩] ॥
বড় বড় লোক আইল বাখানে সবাএ।
তাহা সবাক স্থান দিল উত্তম বাসাএ ॥
যেলোক যেমত তাক তেমতি দিল স্থান।
মঙ্গল আচার হৈল রাজপুরী খান ॥
শুক্রবারের দিন আসি হৈল উপনীত।
রাগবাএ বাজানিয়া গাইনে গাএ গীত[৪] ॥
ভেউর সারঙ্গ বাজে আর সপ্ত সারা।
ইর্ল্ব্যাক[৫] পিনাক[৬] বাজে সারিন্দা চৌতারা ॥
রণশিঙ্গা বাজিয়াছে বেণু বোলা বাঁশি[৭]।
ঢোল মাদল আর দোগড় ধামা কাঁসি ॥
তবল তবলা বাজে নারন্দ মন্দিরা[৮]।
সারিঙ্গী[৯] মবঙ্গ[১০] আর জম্বুরা[১১] তম্বুরা[১২] ॥
কেন্দারা[১৩] করকা[১৪] বাজে বরঞ্জর[১৫] করতাল।
নূপুর[১৬] ঘুণ্ডরা বাজে মৃদঙ্গ[১৭] বাজে ভাল ॥
ঢাক[১৮] ঢোল বাজিয়াছে মঙ্গল থরে থরে।
নাকাড়াএ নহবত[১৯] বাজে দেউল উপরে ॥
এহিমতে বাদ্য বাজে রাজার পুরে।
স্বর্গ[২০] মাঝে আনন্দ হইল দেব সুরে ॥
নৃত্য[২১] করে নাটুয়া গাইনে গাএ গীত[৪]।
বেশ্যাগণ নৃত্য করে মন চঞ্চলিত[২২] ॥
কান কাটিহারা মঙ্গল গীত[৪] গাএ।
হাওয়াই[২৩] কর আসিয়া তামাশা[২৪] জ্বালাএ ॥
এহিমতে মঙ্গল হইল থরে থর।
শেখ খোদা বখশে কহে গাযীর কিঙ্কর ॥

ত্রিপদী।

মটুক রাজার পাড়া বিভার পড়িল সাড়া
আনন্দে চলিল লোকজন।
আম্রকলা[২৫] ঘট বারি রূপে সব সারি সারি
পুরে চম্পার আনন্দিত মন ॥
রাইগণ[২৬] ডাকিবারে পাঠাইল মালিনীরে[২৭]
মাধবী মালিনী[২৮] যাএ ঝাটে।
যতেক রাইর[২৯] বাড়ি মালিনীর[৩০] লড়ালড়ি
রাও বাএ মালিনীর[৩০] সাটে ॥
শুনহ যতেক রাই[৩১] শীঘ্র[৩২] বিভাতে যাও
কালি চম্পার গন্ধ অধিবাস।
আইসে যতেক নারী নানা জাতি বস্ত্র[৩৩] পরি
সুগন্ধ চলিল স্বর্গবাস ॥
রাঙ্গা কালা রএ অঙ্গে[৩৪] কৌতুক শুনিয়া রঙ্গে
ভরিল রাজার পুরিখান।

১. নিমন্তন্য। ২. মর্দ্দে বার্দ্দ। ৩. সবধান। ৪. গিদ। ৫ ও ৬. দুটি বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। ৭. বাসি। ৮. মঞ্জরা। ৯. সারিঙ্গ। ১০. কোনো বাদ্য যন্ত্রের নাম। ১১. জম্বুরা—কোন বাদ্যযন্ত্রের বিকৃত নাম। ১২. তানপুরার আঞ্চলিক বানান। ১৩. কোনো বাদ্যযন্ত্রের নাম। ১৪. করকা—কোন বাদ্যযন্ত্র। ১৫. বরঞ্জর—কোন বাদ্যযন্ত্র। ১৬. নফুর। ১৭. মদঙ্গে। ১৮. ঢাগ। ১৯. নাগারাএ নরদ। ২০. সর্গ। ২১. নির্ত্ত। ২২. বির্শ্বাগণ নির্ত্ত করে মোন ছর্ঞ্চলিত। ২৩. হাঐ। ২৪. তামেসা জলাএ। ২৫. অম্রকলা। ২৬. রাঐ। ২৭. মাইলানিরে। ২৮. মাইলানি। ২৯. রাওর। ৩০. মাইলানির। ৩১. রাও। ৩২. সিগ্র। ৩৩. বশ্র। ৩৪. আঙ্গা কালা বয় রঙ্গে।

নারীগণের রূপ দেখি স্বর্গের দেবতা সুখী[১]
স্থির[২] নহে পুরুষের মন ॥
সাত[৩] ভাইএর বধু আইল নও মাসিক বার্তা[৪] দিল
আর আইল আশ পরশী।
যমুনা প্রতিমা[৫] আর শতেশ্বরী পুষ্পহার[৬]
গোকুলা মুকুলা আর রূপসী ॥[৭]
সপ্ত পুত্রবধুর নাম শুনিলেক অনুপাম
কন্যার নও মামীর শুনহ বাখান।
পদুনা গৌরেশ্বরী ইন্দ্রমণি চন্দ্রগিরি
মালতী পদ্মিনী এই প্রাণ ॥
কান্তি কুলিমুঘী আর জন চন্দ্রভোগী
নও মামীর শুন নও নাম।
শেখ খোদা বখ্‌শে কএ আনন্দ মঙ্গল হএ
বল লোক আল্লা নবীর নাম ॥

—ইতি। ৩৬ পালা সমাপ্ত।

১. যুকি। ২. স্তির। ৩. ছএ। ৪. বাত্রা। ৫. প্রিতিমা। ৬. সতেস্বরি পুস্কহার। ৭. গকুল মকলা আর উপসি।

৩৭ পালা

পদ।

এহিমতে আইল নগরের নারী।
বিদিত মতে স্থাপিল সুবর্ণ ঘটবারি ॥[১]
রাইগণ[২] করিল জোগারের ধ্বনি[৩]।
করে তালি গীত[৪] গাএ যতেক রমনী ॥
পুরোহিত[৫] ডাকিয়া রাজা করে লগ্ন খণ্ড।
আম্রকলা গাড়িয়া করে ছাঞা মণ্ড ॥
রাজা বলে শুনহ মোর[৬] সপ্ত পুত।
গাযীক আনিঞা গন্ধ ছোওয়াও ত্বরিত ॥[৭]
শুনিঞা চলিল যে রাজার পুত্রগণ।
গাযীক আনিঞা পুরে দিল ততক্ষণ ॥
চালুন বাতি লয়া সব আইল গন্ধনারী।
বিধি মতে স্থাপিল[৮] সুবর্ণ[৯] ঘটবারি ॥
গাযীক দেখিয়া সবে হৈল মূর্‌ছিত।
আকাশের চন্দ্র যেন ভূমে প্রকাশিত ॥
কেহ কেহ দেখে কেহ দেখিতে না পাএ।
যে জনে দেখেন তাহার নঞান যুড়াএ ॥
মেলিয়া[১০] নঞান গাযী যার পানে[১১] চাএ।
হাড় মাংস থুইয়া তার প্রাণ কাড়ি লএ ॥
যেন রাজার কন্যা তেন গাযী গুণনিধি।
একতনু দুই ভাগে নির্মাইল[১২] বিধি ॥
ব্রাহ্মণী সকলে গাযীক দেখিল নযরে।
আপন পতিকে নিন্দা সর্বজনে করে ॥
এক যুবতী বলে স্বামীর[১৩] পড়িছে দশন।
শাক ডাইল মুণ্ড বিনে না করে ভোজন ॥
যেদিন সই আখড় ব্যঞ্জন রান্ধি[১৪]।
মারে মোকে পিড়ার [বাড়ি] কোণাএ বসি কান্দি।
আর যুবতী বলে সই স্বামী মোর নুলা।
আনের সোহাগী[১৫] সই সেহি মোর জ্বালা[১৬] ॥
ঠাঁরে ঠোঁরে কহি কথা কর্ণ পাতি শোনে।
রাত্রি হইলে নিদ্রা জাএ গরুর শয়নে[১৭] ॥
আর যুবতী বলে সই পতি মোর কানা।
আনের সোহাগী[১৫] মোর সেই পতি জনা ॥
কোন ধনের দুঃখী নহে আমার পিয়ারা।
কোলে পৃষ্ঠে[১৮] থাকিতে সদাএ হএ হারা ॥
আর যুবতী বলে শুন দুঃখের[১৯] ভাষা।
আমার ভাগ্যে মিলিয়াছে পতি মোর ঠশা ॥
আটে দশে জুড়ি যদি দুঃখ[২০] হালের কথা।
বুঝে বা না বুঝে সে সদাএ নাড়ে মাথা ॥
আর যুবতী বলে সই গোদা মোর পতি।
খোওয়াবের ঔষধ আমি সদাএ পাই কুতি ॥
ভাদ্র মাসেতে [সই] গাছে পাকা তাল।
গোদেতে তৈল[২১] দিতে গেল সর্বকাল ॥
আর যুবতী বলে সই মোর কথা বুঝ।
অভাগিনীর পতি মোর পৃষ্ঠে[২২] দারুণ কুজ ॥
আশে পাশে শুইয়া থাকি চিতর হইতে নারে।
আড়াই হাত গোল আছে মাঝিয়ার মাঝারে ॥
রাও মিলানি[২৩] বুড়ী নানান কাছ কাছে।
পাক তৈলের[২৪] কারণে মোর চুল পাকিয়াছে ॥
সকল রাই[২৫] থাকিতে বুড়ীক পাইল রোষে।
কাঁচা হরিদ্রা[২৬] কোড়া তৈল[২৭] বুকে মুখে ঘসে ॥
বিভোর হইল বুড়ী রাই[২৫] গণের মাঝে।
সকল রাই[২৫] লয়া বুড়ী কাঁকালি ধরি নাচে ॥
বড় গুণের নাতিন মোর ঘরে আছে।
হেন বরেক দিয়া বিয়া থোঙ মোর কাছে ॥
রাইর[২৫] আড়ে থাকিয়া চম্পার জননী।
জামতা দেখিল যেন চন্দ্র চূড়ামণি ॥[২৮]

১. বিধিত মত স্তাপিল সোবণ্ন্য ঘটবারি। ২. রাওগণ। ৩. ধনি। ৪. গিদ। ৫. পুরাহিৎ। ৬. আমার সপ্ত পুত্র। ৭. গাজিক আনিঞা গন্দ ছোওাও তোরা সিগ্র। ৮. শ্তাপিয়া। ৯. সোবর্ণ্ন্য। ১০. ম্বতিয়া। ১১. প্রানে। ১২. নিন্মাইল। ১৩. স্বামি পড়ি আছে দরসন। ১৪. আন্দি। ১৫. সোহাগিনি। ১৬. জালা। ১৭. সোঞেনে। ১৮. কোন পিস্টে। ১৯. দুক্কের। ২০. দুক্ক। ২১. স্তল। ২২. পিৃস্টে। ২৩. এ দুই শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। হা. মী. আইয়ব মিসালে বুড়ি। ২৪. পাকতনের। হা. মী. পাক ত্যৈল। ২৫. রাও। ২৬. হলিদ্রা। ২৭. তইল। ২৮. জামতাক দেখিয়া জেন চন্দ্রের চূড়ামনি।

নারিগণে বলে বহিন মিলিয়াছে ভাল।
আমাগের মত নহে পোড়া কপাল ॥
এমত সুন্দর বর না আছে[১] দুনিয়াত।
আমা সবার ইচ্ছা করে যাই ইহার সাথ[২] ॥
কিন্তু একটা কথা কেবল জাত মুসলমান।
দেখিয়া ইহার রূপ না ধরে পরান ॥
হেন মনে কহে থুই অঞ্চলে বান্ধিয়া।
চুরি করি লয়া যাঙ আন্দর লাগিয়া ॥
বুঝিলাম ইহার মাএর সোনা বান্ধা বুক[৩]।
হেন জনের স্ত্রী[৪] হইতে ইচ্ছা করে মোক ॥
এহি কারণ চম্পাবতী দিল জাতিকুল।
বিবাহিতা[৫] নারী আমরা হৈলাম আকুল ॥
না হএ যবন[৬] কেনে রূপ রঙ্গ[৭] ভাল।
যাহার রূপে রাজার আন্দর হৈল আলো[৮] ॥
আর নারী বলে বহিন না ধরে পরান।
হেন না দেখিয়াছি কার রূপের বাখান ॥
বুঝ বহিন সর্বজন যদি মজে মন।
বাপ মাও ভাই বহিন যাএ অকারণ ॥
গর্ভ ধরে[৯] মাও আর জন্মদাতা[১০] বাপ।
দেখএ ভুবন সব যাহার প্রতাপ ॥
হেন গুরুজনেক নাহি দয়া ময়া।
সকল ছাড়িয়া হৈল স্ত্রী[১১] পুরুষের দয়া ॥
কে বুঝিতে পারে ভাই নিরাঞ্জনের লীলা।
আলম জুড়িয়া দিছে মিথ্যা প্রেম জ্বালা ॥[১২]
প্রেম তাপে আছে লোক সংসারেতে[১৩] স্থির।
বেগর বন্ধনে হৈছে পাএর জিঞ্জির ॥
কার স্ত্রী[১০] কার পুত্র কার বাপ মাও।
আখেরে গুরুর নাম দরিয়ার নাও ॥
কহে শেখ খোদা বখ্শ্ ভাবিয়া খোদাএ।
একবার বল আল্লা দিন বয়ে যাএ ॥

দিসা : ও মন মোর মজিলরে।
মায়ার জালে এসে চিত মোর মজিলরে ॥

পদ।

গাযী বলে কেনে নিন্দ আপনার পতি।
ডুবিয়া চৌরাশী কুণ্ডে হবা অধোগতি ॥
নিন্দিয়া আপন পতি কেনে ডুব পাপে।
সে পাপ খণ্ডাতে নারে মুনি জনার বাপে ॥
নিজপতিক জানিও সাক্ষাত নিরঞ্জন।
যাহার প্রসাদে পার হবে পাপীগণ ॥
কেনেবা নিন্দিয়া পতি হইবা পাপিনী।
অন্তিমেত হইবা তোরা নরক বাসিনী ॥
এহিমতে নারিগণ প্রবোধ[১৪] মানিল।
শাহ্ গাযীক পরশিয়া[১৫] গন্ধ ছিটাইল ॥
তক্তে বসিল গাযী কৌতুক হইয়া।
বসিল সকল রাই[১৬] আনন্দিত হৈয়া ॥
মধুর মঙ্গল গাএ নাচাড়ি[১৭] প্রবন্ধ।
কৌতুক দেখিয়া রাই[১৬] হইল আনন্দ ॥
আড়াই পহর রাত্রি যখন বাএ নিবাড়িল।
বাও রূপে শাহ্ গাযী ক্ষীর নদী[১৮] আইল ॥
গঙ্গা মাসী বলি গাযী লাগিল ডাকিবারে।
সেহি দিন ছিল[১৯] দুর্গা গঙ্গার মন্দিরে ॥
ডাক শুনি গঙ্গা দুর্গা ভাবিল[২০] অন্তরে।
আইল গাযী বিভার অলঙ্কার[২১] লইবারে ॥
সাতলক্ষ টাকা লইল দূতের মাথে দিয়া।
দুই সতিনের অলঙ্কার[২১] লইল খুলিয়া ॥
সুবর্ণ[২২] বাটাত লইল অষ্ট অলঙ্কার[২১]।
ভাসিয়া উঠিল সব গাযীর বরাবর ॥
গঙ্গা দুর্গা পূর্ণ[২৩] ধন গাযীক আনি দিল।
দূতের মাথাএ ধন দিয়া [বিদাএ] করি দিল ॥
অভরণের বাটা লয়া গাযীর গমন।
গঙ্গা দুর্গার সাক্ষাত দিল দরশন ॥
সাত লক্ষ টাকা থুইয়া দূতের গমন।
রাই গণের মন্দিরে যায়া দিল দরশন ॥
বসিল তক্তেৎ গাযী মহা কৌতুক রঙ্গে।
পূর্বে পবনের বাদ ছিল গাযীর সঙ্গে ॥
ঘোর অন্ধকার হইল পৃথিবীত[২৪]।
হুলস্থুল[২৫] হইল তবে লোক ভিতাভিত ॥
ঝড় বৃষ্টি[২৬] হএ পনর দিন ভরি ॥
দিবা রাত্রির চিন কিছু নাঞি বরাবরি ॥
বিসরিত হইল তবে পবনের ডরে।
রাখুক বিভার কার্য বাহির হইতে নারে ॥
রাজা বলে কহ কালু জামাতার তরে।
না হয় বিভার কার্য কী উপাএ করে ॥

১. য়াছে। ২. সাত। ৩. কোল। ৪. স্তিরি। ৫. বিভাহিতা। ৬. জৈবন। ৭. অঙ্গ। ৮. আল। ৯. গর্ব্বধরি। ১০. জম্মদাতা। ১১. স্তিরি। ১২. আলম যুড়িয়া দিছ মির্থা প্রেম জালা। ১৩. শংসারেৎ শৃতির। ১৪. প্রমাদ। ১৫. পরছিয়া। ১৬. রাও। ১৭. নাচার। ১৮. খির নদি। ১৯. আসছিল। ২০. জাগিল। ২১. অলঙ্খার। ২২. সোবর্ণ্ন্য। ২৩. পুর্ণ্ন্য। ২৪. প্রিথিবিৎ। ২৫. হুলাশৃতল। ২৬. বিস্টি।

রাজার স্থানে[১] শুনি কালু গাযী মিঞাক কৈল।
মহা ক্রোধ হয়া গাযী ঘরের বাহির হৈল ॥
আল্লা নবির নাম নিয়া যিকির[২] ছাড়িল।
আকাশে পাতালে গাযী একি মরদ হইল ॥
দুই চক্ষু[৩] জ্বলে[৪] মিঞার সূর্যের[৫] সমান।
আসার বাড়িএ মেঘ করে খান খান ॥
পলাইল পবন ঘুচিল অন্ধকার।
ব্রাহ্মণ নগরের লোক হইল চমৎকার ॥
পবনেক খেদায়া গাযী ছাড়িল যিকির[২]।
হুঙ্কারে হইল গাযী পূর্ব শরীর[৬] ॥
রাজা বলে স্বার্থক[৭] জনম আমার।
গাযী পীর জামাতা মোর[৮] ত্রিভুবনের সার ॥
দেহুড়ীর দ্বারে রাজা দেখিলেন ধন।
কালুক ডাকিয়া বলে ধন কী কারণ ॥
অনেক ধন আছে মোর গাযী জিন্দার পাএ ॥
ধন লয়া বিভা হএ ইহা উচিত নএ ॥
গাযীর হুযুরে রাজা কহে এহি কথা।
লজ্জাএ লজ্জিত গাযী লাজে হেঁট[৯] মাথা ॥
ভাট বৈদ্য[১০] বষ্টম ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
সকলের হাতে রাজা লুটাইল ধন ॥
কেবল লইল গঙ্গা দুর্গার অভরণ।
আনন্দে পুলকিত[১১] হৈল দণ্ডের মদন ॥
আরবার রবিবারে মাড়য়া বান্ধিল।
সোমবার দিনে হরিদ্রা[১২] বাটিল।।
রাত্রি পোহায়া গেল হইল বিহান।
যত বাদ্যধারী[১৩] করে নানান ধ্বনি গান ॥
কেহ খাএ কেহ গাএ মঙ্গল নাচাড়ী।
রাই গণের কোলাহলে তোলপাড় বাড়ি ॥
কেহ খাএ ঘৃত চিনি মণ্ডা মধু পান।
চুরি করি লহে কেহ করিয়া সন্ধান ॥
মঙ্গল বারের দিনে রাই ক্ষার[১৪] ছোওয়াইল।
এক দুই বলিয়া সপ্ত বার ফুরাইল ॥
এহিমতে মঙ্গলবার জাএ তিন পহর দিন।
মহারাজা সৈন্য[১৫] ডাকে বার দুই তিন ॥
ডাক শুনি আইল লোক হাযারে হাযার।
জোড় হস্তে দাঁড়াইল সাক্ষাতে রাজার ॥
রাজা বলে দিবা গেল সন্ধ্যা উপনীত।
বরেক সোয়ারী[১৬] করাও পূর্ণ কর গীত[১৭] ॥
শুনিঞা রাজার বাণী যত সৈন্যগণ।
রঙ্ মহলে[১৮] হইল সৈন্যের[১৯] সাজন ॥
শেখ খোদা বখশে কহে আল্লাকে স্মরিয়া।[২০]
সাজিল সকল সৈন্য[১৫] কৌতুক দেখিয়া ॥
হাতী ঘোড়া উট গাড়ি টাঙ্গন তুরস্কি।
একশত ঘোড়া সাজে কাল সপ্ত একাশি ॥
ধামা দোল কোলাহল[২১] রাজার পুরিত।
বেশ্যা বাজানিয়া সাজে তামাশা[২২] ত্বরিত ॥
রাজ বাদ্য বাজে ঘণ্টা ঘড়ি [আর] কাড়া।
দুমদুমি গুম্ গুমি রাজ্যে পইল সাড়া ॥
রাজা বলে আন শীঘ্র[২৩] সাজাইয়া বর।
বিলম্বের কার্য[২৪] নাহি চলহ সত্বর ॥
চৌরঙ্গ সাজায়া আন বরের সোওয়ার।[২৫]
সুবর্ণ[২৬] কলস আন মুক্তার হার ॥
নাপিত আনিঞা গাযীক হাজামত করাইল।
হাতে পাএ মেন্দি দিয়া গোসল করাইল ॥
বৈরাতি কাপড় মিঞাক পরাইল তখন।
পরিতে লাগিল সব নিজ অভরণ ॥
গাএতে পড়িল জামা পাএতে ইজার।
হুসনি পাগড়ি বান্ধে শিরে নৌকা দার ॥
নগরে আছিল এক মালী চিত্রকর ॥
নানান জাতি পুষ্প[২৭] আনে সুগন্ধ বাহার ॥
নানান জাতি তরুবর করিয়াছে নির্মাণ[২৮]।
পবনের বাএ সব ধরিয়াছে উড়ান ॥
সুবর্ণ জড়িত আনে বিচিত্র সেহেরা।
গাযীর শিরেত দোলে ঝলমল তারা ॥
নেঙজ[২৯] দর্পণ গাযী হস্তে করি নিল।
সুযাত্রা পাইয়া গাযী কোমড় বান্ধিল ॥
চড়িল মিঞা গাযী সোওয়ারীর পর।
মেষে আব্ছা[৩০] দিল যেন শতেক লস্কর ॥
গাড়ির হরহরি আর বন্দুকের আওয়ায।
মেঘ হড়কিল যেন স্বর্গ পুরীর মাঝ ॥
আগে বাহির হইল ঝাণ্ডা ও নিশান।
নাট গীত গাএ যত ভাড় আর কান ॥
তাহার পাছে যাএ শাহ গাযীর সোয়ারী[৩১]।
চন্দ্রমা বেড়িল যেন রাহুকে ঘিরি ॥

১. স্তানে। ২. জিগির। ৩. চক্ষে। ৪. জলে। ৫. ষুর্জ্জের। ৬. পর্ব্বত সরির। ৭. সার্ত্তক। ৮. আমার। ৯. হেস্ট। ১০. বদ্য। ১১. পুল্ব্যকিত। ১২. হলিদ্রা। ১৩. জতো ব্যাদাধরি। ১৪. খার ছোওাইল। ১৫. ষুণ্ন্য। ১৬. স্বোত্তারি। ১৭. প্বণ্ন্যা কর গিদ। ১৮. রঙ্গমঙ্গলে। ১৯. ষুণ্ন্যের। ২০. শ্বোরিয়া। ২১. কলহল। ২২. তামসাত্তরিত। ২৩. সিগ্র। ২৪. কাজ্য। ২৫. চৌরঙ্গ শ্বোরিয়া আন বরের শ্বোওার। ২৬. সোবণ্ন্য। ২৭. পুস্ফ। ২৮. নিষ্মান। ২৯. নেঙজ দর্পণ—ঠিক অর্থ বুঝা গেল না। ৩০. আছা। ৩১. শ্বোওারি।

লাফিয়া ফান্দিয়া চলে ঢালী তীরন্দাজী[১]।
লাফালাফি করিয়া যাএ পর্বতীয়া তাজী ॥
প্রথমে চলিল লোক পূর্ব মুখ হয়া।
যতেক নগরিয়া লোক পাছে চলে ধায়া ॥
বুড়া চলে বুড়ি যাএ ছাওয়াল যুবতী।
হাতী ঘোড়ার পদভরে কম্পিত বসুমতী[২] ॥
শেখ খোদা বখশে বলে শাহা গাযীর গান।
পূর্ব মুখে চলে সৈন্য[৩] ধরিয়া জোগান ॥

লাচাড়ি।

প্রথম দিহটি চলে দীপক আর মশালে
উজ্জ্বল হইল যেন দিন।
রাত্রি যেন দিবা হৈল অন্ধকার কোথা গেল
দিবস রজনী নাহি চিন ॥
[যথা] নিমন্ত্রণে[৪] যায়া আসিয়াছিল[৫] ফিরিয়া
সেহি গ্রামে হইল উপনীত।
চৌরঙ্গে চৌদলে গাযী রাজ সৈন্য দিব্য[৬] তাজি
মনে রাজা আছেন কুপিত ॥
রুদ্রপুর[৭] নামে গ্রাম গেল সৈন্য[৩] সেহি ঠাম
গ্রামের প্রধানেক নিল ধরি।
প্রধান বারজন ধরে রাজার সৈন্যগণ
বল আল্লা ছাড় হরি হরি ॥
লাগায়া হস্তেত দড়ি লয়া যাএ ছেঁচুরি
বান্ধা ঘোড়ার পিছারার সঙ্গে।
আগে চলে অশ্ব গাযী যাএ সেহি গ্রাম ছাড়ি
আনন্দে কৌতুকে চলে রঙ্গে ॥
উত্তর মুখে সৈন্য ধাএ জয় পুর গ্রামে যাএ
ধরিলেন তাহার প্রধান।
দশজন প্রধানের হাত ঘোড়ার পিছার সাথ[৮]
বান্ধিলেন মুচড়িয়া কান ॥
ধরিয়া সে দশজন চলিলেক তৎক্ষণ
পশ্চিমে গেল কান্তাপুর।
কান্তাধর রাজার গ্রামে তাকে ধরে প্রথমে
দ্বন্দ্ব পৈল সহরে প্রচুর ॥
কান্তা রাজার সৈন্যগণ সাজেন প্রতিজন
মার শব্দে উঠিল সিপাই।
মার মার শব্দ করি রাজ সৈন্য লইল ঘিরি
গাযী বলে বাজিল লড়াই ॥
দেখিয়া সৈন্যের ঠাট গাযীর হইল মন কাঠ
মার মার গাযী বলে বসি।
খোদা বখশে ভণে মহামার সৈন্য গণে
বয়া যাএ তিন পহর নিশি ॥

—ইতি। ৩৭ পালা সমাপ্ত[৯]

১. তিরদার্জি। ২. বসমতি। ৩. ছুণ্ন্য। ৪. নিমনতোণ্ন্য। ৫. আসিছিল। ৬. দির্ব্ব। ৭. উদ্রপুর। ৮. সাত। ৯. সমেআপ্ত।

৩৮ পালা

পদ।

মার মার করিয়া কান্তার সেনাগণ।
তিন শত বন্দুকেতে দিল হুতাসন ॥
বন্দুকের দ্বন্দ্ব শব্দে পড়িল লস্কর।
পর্বতেত[১] বজ্র তাড়ে যেন পুরন্দর ॥
হুঙ্কার করিয়া কান্তার সৈন্য[২] [সব] ধাএ।
দুমদুম [করিয়া] গাযীর সৈন্য[২] জাএ ॥
হান হান করিয়া দুই দলে হৈইল দেখা।
গুম্ গুম্ করিয়া মারে নাহি লেখাজোখা ॥
দুল দুল শব্দ পাইল কান্তা পুরের মাঝ।
গিড় গিড় শব্দে ফাটে কামানের আওয়ায ॥
বুম বুম করিয়া বাজে উটের উপরে বম।
ঝন ঝন কাড়া বাজে করিছে পরাক্রম ॥
মার মার করিয়া সৈন্যের[৩] ডাকাডাকি।
ধাধা করিয়া সাজে হস্তীর বেঘকি[৪]।
যেমত মটুক রাজা তেমনি কান্তাধর।
কাকো কেহ জিনিতে নারে একি সমসর[৫] ॥
গাযী বলে দীননাথ[৬] দারুণ সঙ্কট।
শাহ্ গাযী আরয করে আল্লার নিকট ॥
আল্লাকে স্মরিয়া[৭] গাযী ছাড়িল হুহুঙ্কার[৮]।
কান্তা রাজার পুরীর মাঝে লাগিল মহামার ॥
শাহ্ গাযীক দিল আল্লা আলমের ফকিরী।
মটুক রাজার জিত কান্তার হইল হারি ॥
পলাএ সকল লোক কান্তা রাজার চর।
ধরিয়া লইল তাক গাযীর লস্কর ॥
দক্ষিণ দিকে চলি যাএ যত সৈন্যগণ[৯]
সিন্ধুপুর গ্রামে যায়া হইল উপাসন।
সেহি গ্রামে ছিল [এক] কুলিন ব্রাহ্মণ।
পশুপতি নামে ছিল প্রধান একজন ॥
প্রথমে ধরিয়া তাক করিল বন্ধন।
হাতাহাতি লএ তাকে যত সৈন্যগণ[৯] ॥
আগে যাএ সৈন্যগণ হুহুঙ্কার করি।
চৌদিগের লোক সব আনিলেক ধরি ॥
বন্দুকে দ্বন্দু শব্দে সংসার অস্থির[১০]।
যত রম্ভার[১১] গাছ [হৈল] আহার হস্তীর ॥
গির গিড় শব্দ হইল রাজ্য[১২] হৈল দম্প[১৩]।
ব্রাহ্মণ নগর জুড়ি হইল ভূঞি কম্প ॥
বন্দুক কামানের গুলি তারা যেন ছুটে।
টলমল করে রাজ্য হস্তী ঘোড়ার দাপটে[১৪] ॥
আগে আগে যাএ ঝাণ্ডা চমক নিশান।
পাছে পাছে নৃত্য[১৫] করে মঙ্গল করে গান ॥
বিল ঝিল খাল পৈখর [আর] চকি জান।
হস্তী ঘোড়ার পদভরে হইল এক সমান ॥
উষ্টা খায়া লোক যে পড়িল পাছাড়।
শতে শতে পৃষ্ঠে[১৬] চড়ি চূর্ণ[১৭] করে হাড় ॥
শতে শতে স্বর্গে[১৮] উঠে কামানের গুলি।
ছাইলা মরি গেল কত কর্ণে[১৯] লাগি তালি ॥
কাহার রমণী কেহ লয়া জাএ হরি।
দুঃখ[২০] পায়া কান্দে কেহ হাএ হাএ করি ॥
অগ্নি লাগি পোড়া গেল কাহার মাথার ফেটা।
কেহ বলে হাএ হাএ মৈল মোর বেটা ॥
কাহার রমণী কেহ লয়া করে খেলি।
কাহার স্ত্রী[২১] হারাইল কার সঙ্গে মিলি ॥
কেহ জাএ সাথ[২২] ছাড়ি হয়া দিশ ভুলা।
এহি মতে গোল হয়া চলে লোক গুলা ॥
থমকে থমকে চলে যতেক লস্কর।
মশাল দিহটি যেন হইল দিবাকর ॥
ঢাক[২৩] ঢোল শিঙ্গা ঢম্প বাজিল প্রচুর।
প্রবেশ হইল যায়া মহারাজার পুর ॥
হলকে হলকে হাতী ঘোড়ার গমন।
রাজপুরে প্রবেশিল যত সৈন্যগণ ॥

১. পর্ব্বত্যে। ২. ষুণ্ন্য। ৩. ষুণ্ন্যের। ৪. বেঘকি—শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ৫. সমের্ষ্বর। ৬. দিননাত। ৭. স্বঙরিয়া। ৮. হুহাঙ্খার। ৯. ষুন্ন্যগণ। ১০. অস্তির। ১১. রম্বার। ১২. আজ্য। ১৩. দম্প=দর্প অর্থে কি? ১৪. দপটে। ১৫ নির্ত্ত। ১৬. পিশৃটে। ১৭. চুন্ন্য। ১৮. সর্গে উটে। ১৯. কন্ন্যে। ২০. দুক্ষু। ২১. স্তিরি। ২২. সাত। ২৩. ঢাগ।

যত লোক জন সব আনিঞাছে ধরিয়া।
ফিরিস্তাক[১] ডাকিয়া লইল কলেমা পড়ায়া ॥
টিকি কাটি টুপি দিল কুলের মর্যাদ[২]।
তওবা[৩] করাইল সবাক কানে দিয়া হাত ॥
কলেমা পড়ায়া তাক করিল মুসলমান[৪]।
গাযীর উপরে তারা আনিল ঈমান ॥
দুর্গতি করিল তাহাক দণ্ড অধিকারী।
নব লক্ষ টাকা তাক করিল গুনাগারি ॥
ছাড়ি দিয়া বলে তোরা যাও জনে জন।
মটুক রাজার নিমন্ত্রণ[৫] থুইও মনে মন।
পরাভোগ পায়া তারা নিজ ঘরে যাএ।
শেখ খোদা বখশে কহে নতি সবার পাএ ॥

দিসা : ঘোর করিল কালিয়া মেঘেরে।
ওরে ভাই আন্ধার করি আইল দেওয়া ॥

পদ।

ডাক দিয়া বলে তবে মটুক রাজন।
প্রভাত হইল অখন কন্যা করোঙ দান ॥
রাজা বলে শুন [তুমি] বাদশার নন্দন।
আজ্ঞা কর বাক্য পাঠে[৬] আসুক ব্রাহ্মণ ॥
গাযী বলে আছে আমার ফিরিস্তা খোদার।
বেদ পাঠ আছে বহুত তাহার প্রচার ॥
তাহার হস্তে পড়াইতে পাঠাএ নিরাঞ্জন।
সেহি জন পড়াইবে কী কাজ ব্রাহ্মণ ॥
গাযীর সামনে পুষ্প[৭] রাখে সারি সারি।
ফিরিস্তাকে আজ্ঞা করে দণ্ড অধিকারী ॥
বসিলেন দুইজন শাহ গাযীর আগে।
শাস্ত্র[৮] মতে লেখা যাএ উকিল এক লাগে ॥
গাযী বলে উকিল হউক বীর দক্ষিণ রাএ।
আমার শাস্ত্রেত[৯] ভাই ইহাক জুওয়ায়[১০] ॥
শুনিঞা দক্ষিণ রাএর উড়িল[১১] জীবন।
আস্ত বাস্তে[১২] ধরে আসি গাযীর চরণ ॥
দোহাই লাগে তোমার আমি দাসের দাস।
দুর্গার ভগত মুঞি হবে জাতি নাশ ॥
সদাএ পূজঙ শিব দুর্গা দেড় পুষ্পজল।
জপ তপ শাস্ত্র বেদ সব হএ তল[১৩] ॥
তুমি গুরু হও আমি সেবক তোমার।
চরণে স্মরণ[১৪] লইলাম কর প্রতিকার ॥
এতেক শুনিঞা গাযীর মনে হৈল দয়া।
যাকে[১৫] ইচ্ছা তাক দেহ মনে ঠাহরিয়া[১৬] ॥
তাহা শুনি নৃপতি[১৭] পুত্রেক দিল ডাক।
সাত[১৮] পুত্র আইলেন মহা রাজার আগ ॥
রাজপুত্রক রাজা করিল উকিল।
বড় বলবান তার নাম শুদ্ধনিল[১৯] ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া গাযী বসিল ডাহিনে।
এহি দুই ফিরিস্তা তাকে পড়াএ তখনে ॥
এ চারি কলেমা পড়াএ ভাবিয়া অন্তর।
আক্‌ত[২০] নামা পড়াইল বান্ধিয়া মোহর[২১] ॥
চারি শরিয়ৎ কহে গাযীর বিদ্যমানে[২২]।
শুনহ ফকির [তুমি] রাখিও নিজ কানে ॥
দুলুয়া পড়িয়া মোল্লা গাযীর হাতে দিল ॥
নিরঞ্জনের নামে শিরনি[২৩] যেয়াফত করিল ॥
মোল্লা বলে কহি[২৪] তোরা সবার সদন।
লয়া যাও পাত্র কন্যা কর সমর্পণ[২৫] ॥
এত শুনিঞা রাজা উঠে তরাতরি।
সত্বরে তুলিল সে গাযীর হস্ত ধরি ॥
বাম হাতে গাযীর হাত ধরিল তখনি।
দক্ষিণ হাতে ছিটে আগে ভিঙ্গারের পানি ॥
উদ্যানেতে[২৬] বাজে বাদ্য দোগড় ধামা কাঁসি।
প্রবেশ হইল গাযী পুরের মধ্যে[২৭] আসি ॥
যত রাই[২৮] গণ করে[২৯] মঙ্গল আচারি।
ছাঞা মণ্ডপে কন্যাকে আনে [তারা] ধরি ॥
তখনে গাযীক লয়া মহা কৌতু[ক] রঙ্গে।
বসাইল দুই জনেক দুই পালঙ্গে ॥
যেমত ব্যবহার কন্যাক করে[২৯] দান।
মঙ্গল আচারি গাএ যত রাইগণ[২৮] ॥
যেমন আচার তারা করিল তেমন।
শেখ খোদ বখশে কহে করো সমর্পণ ॥

পদ।

মহারাজাক তখন আনিল ডাক দিয়া।
কর কন্যাদান এখন বেলা জাএ বয়া।

১. ফেরেশ্‌তা শব্দ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। পাঠে ভুল আছে। ২. মর্জ্জাৎ। মর্যাদা অর্থে। ছন্দের জন্য মর্যাদ। ৩. তহবা। ৪. মছলমান। ৫. নিমন্ত্র। ৬. পাটে। ৭. পুস্ক। ৮. সাশ্‌তর। ৯. সাশ্‌তেত। ১০. যুওাএ। ১১. উড়াইল। ১২. অশ্‌তে বেশ্‌তে। ১৩. স্তল। ১৪. স্বগুরোন। ১৫. জাক। ১৬. ঠাহারিয়া। ১৭. নিৃপতি। ১৮. ছএ। ১৯. ষুর্দ্দনিল। ২০. আক্ত। ২১. মুহর। ২২. বির্দ্দমানে। ২৩. সিন্নি। ২৪. ষুন। ২৫. সম্পরন। ২৬. উর্দ্দানেতে। ২৭. মর্দ্দে। ২৮. রাও। ২৯. তারা।

শুনিঞা[১] মটুক বাজার আকুল জীবন।
হাহাকার করি রাজা জুড়িল[২] ক্রন্দন ॥
জেহি[৩] কন্যা হএ আরে সবার দুলালী।
পশ্চাতে[৪] সবার মনে দিয়া জাএ কালি ॥
আব আর কুলবতী কুল পাইল দান।
তোমার ললাটে[৫] হৈল জাত[৬] মুসলমান ॥
চন্দ্র সূর্যের সনে বাছা নহে দবশন।[৭]
কোন অপরাধে তোর পতি যবন[৮] ॥
কুল মজাইনু মুঞি তোমাব কারণ।
শিব দুর্গার পূজা আব না হৈল কখন ॥
তোমার প্রসাদে হৈলাম শিব দুর্গা ছাড়া।
মোর দক্ষিণ রাএর দর্প গেল তোড়া ॥
জীঙত কুণ্ড ছিল মোর নানা গুণে তেজা।
জল ছিটাইলে মরা দুখী হএ রাজা ॥[৯]
সেহি কুণ্ড গেল মোর হয়া রসাতল।
চক্ষে আর নাহি দেখি নাহি বুদ্ধি বল[১০] ॥
বিক্রম সংগ্রামে[১১] তার সঙ্গে নাহি পারি।
মারিলেক সৈন্যগণ[১২] ছেলা জ্ঞান করি ॥
তোমার ললাটে লিখা অভাগী আমার।
কিঞ্চিৎ না রহিল মোর জাতের প্রচার ॥
শেখ খোদা বখশে কহে ঝুরে রাজার[১৩] প্রাণ।
কান্দিয়া মটুক রাজা করে কন্যা দান ॥

—৩৮ পালা সমাপ্ত[১৪]

১. মুনিঞা। ২. যুড়িল। ৩. জে। ৪. প্রছাদে। ৫. লওলাটে। ৬. জাইত মছলমান। ৭. চন্দ্র যুর্জ্জেব সনে বাছা তোমাব নহে দবসন। ৮ জৈবন। ৯. জল ছিটাইল মরা জাএ দ্বখি হএ বাজা। ১০. বুর্দ্দিবল। ১১. সংগ্রাম। ১২. ষুন্যগণ। ১৩. জাব। ১৪. সমেআপ্ত।

৩৯ পালা

ত্রিপদী।

দেখিয়া কন্যার মাও ধরিতে[১] নাপারে গাও
হাএ বাছা প্রাণের নহন।
মোর মুখে লাথি দিয়া কোথাএ জাও ছাড়িয়া
হাএ প্রাণে না জাএ সহন ॥
কেমনে রহিব ঘরে প্রাণ মোর নাহি ধরে
হিয়া মোর হৈল জার জার।
খসি খসি পড়ে অঙ্গ রাজা হৈল মনভঙ্গ
শক্তিশেলে বিন্ধিল পাঞ্জর ॥[২]
আবালে পুসিলাম তোরে পড়িলা যবনের[৩] ঘরে
চোরে চুরি কর্ল মোর সোনা।
কিমতে পাসরিব প্রাণে কিমতে সব
প্রাণ কাড়ি লৈল কোন জনা ॥
আইস বাছা মাও বল জুড়াও[৪] আমার কোল
ঠাণ্ডা কর মধুর বচনে।
কে চাবে আমার কোল কে বলিবে মাও বোল
পাশরিব এ শোক[৫] কেমনে ॥
যত দয়া ছিল মনে সব গেল অকারণে
পর যবনের[৩] সঙ্গে ঘর।
সে বা থাকে কত দূরে শুনিতে পরান ঝুরে
মর্তে কি স্বর্গের উপর ॥[৬]
দুজা কন্যা নাহি আর মোকে কে করিবে পার
মরি জাব এ ভব সাগরে।
বহু দুঃখ মনে করি যদি আসে তোর পুরী
দেখি তোরে দুঃখ[৭] শোক মোরে ॥
তোমার মধুর বাণী আর না শুনিব আমি
ঝুরি ঝুরি মরিব বাসরে।
শেখ খোদা বখ্‌শে কএ খোদার কলম[৮] রদ নএ
লেখি তারে রচিয়া পয়ারে ॥

১. ধরাতে। ২. সক্তি সেলে বিন্দিল পাঞ্জর। ৩. জৈবনের। ৪. যুড়াও। ৫. সোগ। ৬. মর্ঞ্চবে কি সর্গের উপোর। ৭. দুখ সোগ। ৮. কল।

পদ

আল্লা আল্লা বল ভাই হয়া একমন।
দোজ্বখ হারাম ভাই ভেস্তে আগমন ॥
বিস্তর কান্দিয়া রাজা রানী হৈল স্থির[১]।
নঞানের জলধারা পড়িছে রুধির ॥
যত রাইগণ[২] করে জোগারের ধ্বনি[৩]।
কন্যাক সমর্পিতে[৪] রাজা আইল আপনি ॥
চম্পাবতীর হস্তে দিল পুষ্পজল ফল।
গাযীর ধরিয়া হস্ত দিল জল ফল ॥
কান্দিতে লাগিল রাজা কন্যার মুখ চায়া।
বড় খাঁ গাযীর হস্তে কন্যা দিলেন সঁপিয়া[৫] ॥
ধান্য দূর্বা[৬] দিল আর বহুমূল্য[৭] ফল।
আর আর দ্রব্যদান করিল সকল ॥
কান্দিয়া বলেন রাজা গাযীর বিদ্যমান[৮]।
সঁপিলাম তোমার হাতে আমার পরান ॥
পুশিও দুলাল মোর না ভাবিও ভিন।
দূরা খোর না বলিও হয়া দয়াহীন ॥
বহু দয়ার কন্যা মোর প্রাণের নহন।
ধর্মকে দৃষ্টান্ত[৯] করি করোহ পালন ॥
যেন মাত্র চম্পাক গাযীর হস্তে দিল।
চন্দ্র সূর্য[১০] ডগমগ জ্বলিতে লাগিল ॥
অঙ্গের অলঙ্কার[১১] যেন সারি সারি তারা।
শিরেতে সেহেরা যেন মুকতার ঝারা ॥
নাকেতে বেসর ময়ূর ধরেছে পেখম।
অনকুটি ভমরা শিরে উড়ে ঘনে ঘন ॥
কোলে করি চৌদলাএ তুলিল চম্পাবতী।
দুই সূর্যে[১২] অন্ধকার করিল যুবতী ॥
নিজ আসনে গাযী হৈল সোওয়ার[১৩]।
চলিল রাজার পুরী করিয়া আন্ধার ॥
নিজ মন্দিরে গাযী হইল উপনীত।
বেড়িয়া যতেক রাই গাএ নানা গীত ॥[১৪]
পিড়ার উপরে খাড়া কর্ল কন্যাবর।
মেঘের উপরে যেন উদিল[১৫] ভাস্কর ॥
পরশিয়া[১৬] কন্যাবর আনিল মন্দিরে।
উদ্যানেতে[১৭] বাজে বাদ্য হয়া থরে থরে ॥
মন্দিরে বসিয়া কন্যা বরে খেলে জুয়া[১৮]।
দুইজনের মিলন যেন পানে চুণে গুয়া ॥
বাদ্য পূণ্যা দিয়া সব চলিল বাজানিয়া।
হাটে যেন লোক জাএ সওদা কিনিয়া ॥
দিবস বহিয়া গেল সন্ধ্যা হৈল আসি।
স্বামীক[১৯] ভজিতে জাএ পরম রূপসী[২০] ॥
সখিগণ আনি দিল সাজের[২১] পেটারী
কনক দর্পণ কন্যা তুলে হস্ত ধরি ॥
আউলাইল চিকুর কন্যা পড়িল ধরণী।
চন্দনের গাছ যেন বেড়িল নাগিনী ॥[২২]
সুবর্ণ[২৩] কাকই দিয়া ফিরাইল[২৪] কেশ।
বান্ধিল বিচিত্র খোঁপা দোলে পিঠে বেশ ॥
নব রঙ্গের চম্পা পুষ্পে বান্ধিলেক খোঁপা।
দুলিতে লাগিল তাতে চন্দ্র ঝোপা ঝোপা ॥
সরুয়া কাঁকালি বিবির ধরা না জাএ মুঠে।
জবা পুষ্প জিনিঞা চক্ষু নোটন দোলে পিঠে ॥
হাঁসুলী মাদুলী সাজে গজমতী হার।
উছটি নূপুর সাজে পায়ে পাতমাল ॥[২৫]
পঞ্চম গুজরি পাএ ঝলমল করে।
নাসিকাএ বেসর জেন ময়ূরে[২৬] পেখম ধরে ॥
কপালে প্রজ্বলিত[২৭] যেন সিন্দুর অগনি।
হেমতাড় বাহে শোভে কটিতে[২৮] কিঙ্কিনী ॥
চক্ষেতে কজ্জল[২৯] যেন রজতের গুলা।
দুই হাতে বাহে শোভে অগ্নিবর্ণ সোনা ॥[৩০]
নক্ষ পর শোভা করে মাণিকের অঙ্গুরী।
চন্দ্রের কিনারে যেন তারা সারি সারি ॥
বাহে বাজুবন্ধ শোভে[৩১] বর্ণে সোনার কড়ি।
পরিধান করিলেন অগ্নিপাটের শাড়ী ॥
সাড়ীর উপমা দিতে নারে দেবগণ।
পৃথিবীর[৩২] যত পক্ষী সাড়ীতে লিখন ॥
শেখ খোদা বখ্শ কএ রসুলের[৩৩] পাএ।
পক্ষীর যতেক কীর্তি[৩৪] সকলেক কএ ॥

১. স্তির। ২. রাও। ৩. ধনি। ৪. সম্পিতে। ৫. সফিয়া। ৬. দ্বর্ব্বা। ৭. মুল্বি। ৮. বির্দ্দমান। ৯. ধক্ষোকে দিস্টান। ১০. ষুর্জ্জ। ১১. রঙ্গের অলঙ্খার। ১২. মোড়া। ১৩. সোওার। ১৪. বেড়িয়া জতেক রাও গাএ নানান গিদ। ১৫. উটিল। ১৬. পরছিয়া। ১৭. উর্দ্দানেতে। ১৮. যুওা। ১৯. সামিক। ২০. উপর্সি। ২১. নাশের। ২২. চন্দ্রের গাছে জেন বেড়িল বাঘিনি। ২৩. শোবর্ণ্ণ্যের। ২৪. কিড়াইল। ২৫. উজস্টি নফুর সাজে পাএ সোবর্ণ্ণ্য পাতমাল। ২৬. মোড়া ফেকম। ২৭. প্রজলিৎ। ২৮. কপালে কিঙ্কিনি। ২৯. কার্জ্জল। ৩০. দুই হাতে বাহে সোবে অগ্নি বণ্ণ্য সোনা। ৩১. সোবে কর্ণ্ণ্যে। ৩২. প্রিথিবির। ৩৩. রচুলের। ৩৪. ক্রির্ত্তি।

ত্রিপদী।

বগ বগিলা ঠগ ঠগিলা
কাদ্রদা চোরা ভেলা।
... চোঙনিয়া পক্ষী চুন চুনিয়া।
কাদা[১] চোরার দেখ মেলা ॥
হট হটিয়া কট কটিয়া
আর পক্ষী মটমটিয়া।
জটক পড়ুক পক্ষী রাজুক
জোড়া জোড়া কেচকা।
কাগা আর চিল জোড়া জোড়া মিল
নরুণ[২] চোরা পিছা লম্বা।
দোয়েল বুলবুলি যাব চিকণ বুলি
রাজহংস গলা লম্বা ॥
লেখা[৩] মাছরাঙ্গা রাএ চুনি ঠেঙ্গা
বগিলা আর রাজ।
নালী ভেলা সারি সারি মেলা
পানিকাউর বাজ ॥
হরিতাল পারুক টিয়া ও সারোক
হেমুডা বানিঞার বৌ।
শাইল শুয়া[৪] হেম আচাভূয়া।
দোয়েল ফেপরি ডাউক ॥
মঞেনা খঞ্জন জাহার গমন
সারি সারি চলি জাএ ॥
কাঠ ঠোকরা বালিহাঁস কোড়া
ফেঁচা লাফিয়া বেড়াএ ॥
কুলি মুখে রাও শুনি জুড়াএ[৫] গাও
কবুতর[৬] জোড়া জোড়া।
সাড়ীর কিনারে নানা পাখী চরে।
মধ্যে মধ্যে[৭] লেখিছে কোড়া ॥
ভাইট মনোহরী চোঁওয়ান বহুড়ী
মউর পেখম[৮] ধরি।
খোদা বখ্‌শে কএ কত লেখা জাএ
লেখিলে পুস্তক জাএ বাড়ি ॥

[—৩৯ পালা সমাপ্ত।]

---

১. কাউদা। ২. নরুম। ৩. লেখি। ৪. সাইল ষুয়া। ৫. ষুনি যুড়াএ। ৬. কবিতোর। ৭. মর্দ্দে ২। ৮. ফেকম।

৪০ পালা

দিসা : ও সই[১] পরাণ বান্ধিয়াছে কেবল
কালিয়ার চরণে[২]।

পদ।

হস্তে করি নিল কন্যা বাটাভরি পান।
মাধবী চলনে জাএ গাযীর বিদ্যমান[৩] ॥
চম্পাক থুইয়া গেল ভাউজ সাতজন।
নিদ্রাএ আছেন গাযী না পাএ চেতন[৪] ॥
দ্বারের[৫] কপাট কন্যা দিলেন টানিঞা।
জাগরণ হৈল গাযী চেতন[৪] পাইঞা ॥
চক্ষে চক্ষে চায়া চম্পা খিল খিল হাসে।
সালাম[৬] করিয়া বৈসে স্বামীর[৭] বামপাশে ॥
গাযী বলে নিদারুণ রাজার নন্দিনী[৮]।
তোমার কারণে এত দুঃখ[৯] পাইলাম আমি ॥
ভাত পানি নিদ্রা আমার নাহি কোন সুখ[১০]।
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে[১১] তোমার লাগি দুঃখ[১২] ॥
ভাই কালু এত দুঃখ[১২] পাএ বন্দীশালে।
তোমার লাগি এত দুঃখ[১২] আমার কপালে ॥
রাজ ভোগে তুমি চম্পা আছিলা ভুলিয়া।
জানিলাম তোমার পক্ষে মোরে নাহি দয়া ॥
গাযী যত কথা কএ চম্পাবতী শুনে[১৩]।
কান্দিয়া কহেন কন্যা অঝর নঞানে ॥
অরুণ নঞানে কন্যা কহিল আপনি।
কান্দিয়া কহেন কন্যা পড়ে চক্ষের পানি ॥
জানিলাম জানিলাম সাহেব তোমার বড় দয়া।
নিদ্রাতে ছাড়িয়া গেলা[১৪] না গেলা[১৪] বলিয়া[১৫] ॥
প্রভাতে পালঙ্গ দেখি তোমার অঙ্গুরি।
তোমার কারণে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥
পালঙ্গ হইতে ভূমে পড়িল[াম] কান্দিয়া।
নও দিন আছিলাম আমি ভূমিত পড়িয়া ॥
পালিছে আমার মাও জোগাছে ভাত পানি।
বিষ হেন লাগে মোক সেইত জননী ॥
স্বপন[১৬] দেখিনু মুঞি নও দিন বাদ।
স্নানের[১৭] ছলে তোমাকে দেখিনু প্রাণ নাথ ॥
মবা শরীরে[১৮] প্রাণ আইল ফিরিয়া।
পাখা পাঙ তোমার পাশ পড়ি[১৯] উড়াঙ দিয়া ॥
চণ্ডীর পূজা করিলাম তোমার লাগিয়া।
তোমাক পাইব চণ্ডী গেলেন কহিয়া ॥
যেদিন কালু দিওয়ান আসিল[২০] দরবারে।
বন্দী করিল বাপ মোক আইল কাটিবারে ॥
পলাইল মাও মোক কোলেত[২১] করিয়া।
অঙ্গুরী পালঙ্গ ফেলাইল কাটিয়া ॥
জ্বলিয়া উঠিল জীঙ শুন[২২] প্রাণনাথ।
সাত মাস দেখ[২৩] মোর উদরে নাহি ভাত ॥
কান্দিয়া দেখাএ উদর কাপড় ঘুচায়া[২৪]।
খোলে খোলে পেট চম্পার আছেন শুকায়া[২৫] ॥
উদর দেখিয়া গাযীর বড় দয়া হৈল।
মুখে মুখ দিয়া গাযী কোলে তুলি নিল ॥
বুঝিল চম্পার মন গাযী যে সুজন[২৬]।
হাতে হাতে বন্দী হইল নঞানে নঞান ॥
দুই তনু হয়া গেল একই শরীর।
দুই চন্দ্র মিলন যেন চম্পা গাযী পীর ॥
একত্তর[২৭] দুইজন বাটার পান খাএ।
দুইজনে দুহার দিকে নিরক্ষিয়া চাএ ॥
প্রেম তাপে দুই জনার হইলেন নিত।
ডুবিলেন শাহ্ গাযীর কাম কুণ্ডে চিত ॥
সাগরে ডুবিয়া যেন না পাইল[২৮] কূল।
আপনার জীবনে প্রাণে পড়িল আউল ॥
দুই তনু হইল যেন একই জীবন।
হৃদে হৃদে লাগায়ে আর বদনে বদন ॥

১. সৈ। ২. মরণে। ৩. বির্দ্দমান। ৪. চৈতন। ৫. দারের। ৬. ছার্ল্বাম। ৭. সামির। ৮. নন্দনি। ৯. দুক্ষু। ১০. ষুক। ১১. জলিয়া২ উটে। ১২. দুখ। ১৩. ষুনে। ১৪. গেইলা। ১৫. ভুলিয়া। ১৬. সর্পন। ১৭. শৃতানের। ১৮. সরিলে। ১৯. পড়ো। ২০. আসিবে। ২১. কোলেৎ। ২২. ষুন। ২৩. দেখা। ২৪. ঘুচিয়া। ২৫. ষুকিয়া। ২৬. ষুজন। ২৭. একাশৃতর। ২৮. পাইলাম কুল।

বস্ত্র পড়িল খসি দূরে গেল বেশ।[১]
ছিড়িল গলার হার আউলাইল কেশ ॥
যুদ্ধ[২] করি শাহ্ গাজী যত দুঃখ[৩] পাইল।
দুঃখ[৩] শোক[৪] লাজ ভএ সকলি হরিল ॥
কন্যা বলে প্রাণনাথ শুনহ বচন।
এহিখানে গৃহ[৫]বাস করি দুই জন ॥
গাযী বলে না করিব যাব নিজ পুরি।
বাপ মাএর সঙ্গে[৬] আসি দরশন করি ॥
বার বছর হইল আমার নাহি দরশন।
বাপ মাও গুরুজন আছে বা কেমন ॥
মইল[৭] কি বাঁচিল তাহা না জানি খবর।
মোর শোকে[৮] মাও বুঝি ভুগিল গরল ॥
বাপ মাএর কারণে গাযী কান্দিল বিস্তর[৯]।
কিমতে ভুলিবে মাও আমার খবর ॥
কন্যা বলে প্রাণনাথ স্থির[১০] কর মন।
চল জাই নিজ গৃহে[১১] কাছে[১২] প্রিয়জন[১৩] ॥
তোমাক ঘিরিয়া[১৪] মোর সদাই ভাবনা।
যথা জাও তথা যাব নাহি করি মানা ॥
এহি রূপে দুই জন কহে নানা বাণী।
বাক্য বলিয়া[১৫] দুহের পোহাল রজনী ॥
পোহাইয়া গেল রাত্রি হইল ফযর[১৬]।
বারাইল শাহ্[১৭] গাযী ছাড়িয়া বাসর ॥
চম্পা দিলেন পানি গোসল[১৮] করিল।
বাহির দালানে[১৯] গাযী হাঁটিয়া চলিল ॥
কালু আর ফিরিস্তা দুহে আছেন বসিয়া।
ফিরিস্তাক সালাম[২০] গাযী করিল আসিয়া ॥
ফিরেস্তা বলেন গাযী থাকহ অখন।
আমি যাই আরশে ক্রোধ হবে নিরঞ্জন ॥
সালা[২১] মালেক করিয়া ফিরিস্তা উড়িল।
লাএলাহা পড়িয়া তবে শূন্যে[২২] উড়াইল ॥
গাযী বলে শুন কালু আমার উত্তর।
চলহ যাইব অখন বৈরাট নগর ॥
রাজার সাক্ষাত গাযী করিল সালাম[২০]।
করহ হুকুম যাই আপনার মোকাম ॥
এতেক শুনিঞা রাজায় মুণ্ডে পইল রাজ ॥
আমার অদৃষ্ট[২৩] সব সঁপিব তোমাক[২৪]।
নহে রাজ্য করি দেই অর্ধ অংশ ভাগ[২৫] ॥
আর ছএ[২৬] পুত্র আছে আমার নিজ ঘরে[২৭]।
তাহাতে অধিক বাছা জানিএ তোমারে[২৮] ॥
পুত্রেক চাহিতে বাছা ঝিএর বড় মোহ[২৯]।
অর্ধ অংশ করি দেহি তুমি এথা[৩০] রহ ॥
কহে শেখ খোদা বখশে ভাবিয়া রব্বানা।
ছাড়িয়া রাজার পুরী যাবে তিনজনা ॥
গাযী বলে রাজ্য পাটের নাহি প্রয়োজন[৩১]।
বাপ মাও রাজ্য পাট আছে বা কেমন ॥
না কর জঞ্জাল আমি করি নিবেদন।
নিশ্চয়[৩২] যাইব আমি কহিলাম বচন ॥
বার বছর হৈল আমি ছাড়িয়াছি দেশ।
মইল কি বাঁচিল তাহা না জানি বিশেষ[৩৩] ॥
তোমার প্রাসাদে আমার বহু রাজ্য ভার।
উদাস হৈল চিত্ত[৩৪] না থাকিব আর ॥
রাজা বলে বার বছর গিয়াছে বহিয়া।
পিতামাতা তোমার শোকে[৩৫] গিয়াছে মরিয়া ॥
গাযী বলে পিতামাতা যদি থাকে মরি।
না থাকিব শূন্য[৩৬] রাজ্যে আসিব পুনঃ[৩৭] ফিরি ॥
রাজা বলে তবে যাহ দুই সহোদর[৩৮]।
আগে জায়া নিজ রাজ্যের জানহ খবর ॥
গাযী বলে কহি কন্যা[৩৯] না যাব ছাড়িয়া।
না থাকিলে বাপ মাও আসিব ফিরিয়া ॥
বিস্তর[৪০] কহিল রাজা গাযী নাহি বুঝে।
বাপ মাএর শোকে[৪১] গাযী পথ নাহি শুজে[৪২] ॥
কালু গাযীর গাএ তবে নিজ অভরণ।
শেখ খোদা বখ্শে কহে রফিক নন্দন ॥

পদ।

শুনিয়া[৪৩] কন্যার মাও বলে হাএ হাএ।
কেমনে বাঁচিবে বাছা কী করি[৪৪] উপাএ ॥
মন্দিরের বাহির বাছা না হয়[৪৫] কখন।
বিদেশীক[৪৬] কন্যা দিয়া করিলাম বিড়ম্বন ॥
কেমনে বাঁচিবে বাছা মোকে[৪৭] না দেখিয়া।

১. বশ্তর পড়িল খসি নুরের বেস। ২. যুর্দ্ধ। ৩. দুক্ষু। ৪. সোগ। ৫. গ্রিহ। ৬. সংঙ্গে। ৭. মৈইল। ৮. সোগে। ৯. বিশ্তর। ১০. স্তির। ১১. গ্রিহে। ১২. কোন। ১৩. প্রিওজোন। ১৪. করিয়া। ১৫. বানের্শ্বর। ১৬. ফজর। ১৭. সাহাগাজি। ১৮. গোছল। ১৯. দখল বুলি। ২০. ছার্ল্বাম। ২১. ছার্ল্বা। ২২. ষুন্ন্যে। ২৩. আদির্ষ্বি। ২৪. তোমার। ২৫. ভার। ২৬. অন্যত্র প্রায় সর্বত্রই সাত পুত্রের কথা আছে। ২৭. নিজঘর। ২৮. তোমার। ২৯. মহ। ৩০. এতা। ৩১. প্রিওজন। ৩২. নির্চএ। ৩৩. বিসেস। ৩৪. চিত্র। ৩৫. সোগে। ৩৬. ষুন্ন্য। ৩৭. প্বণ্ন্য। ৩৮. শহদর। ৩৯. প্বণ্ন্য। ৪০. বিশ্তর। ৪১. সোগে। ৪২. ষুজে। ৪৩. ষুনিঞা। ৪৪. কেমন রূপাএ। ৪৫. হও। ৪৬. বিদেসিক। ৪৭. মোখে।

মরিবেক বাছা মোর না দিব ছাড়িয়া ॥
আর না দেখিবা বাছা তোমার ছও ভাই।
ছএ ভাউজের সঙ্গে তোমার দেখা নাই ॥
আহারে ননদিনী বলি কান্দে ছয়[1] বধু।
গলাগলি ধরি কান্দে পরশিয়া মধু[2] ॥
লীলাবর্তী বলে বাছা প্রাণের নহন।
বিদেশী[3] স্বামীর ঘর করিবা কেমন ॥
এহি বলি কান্দে কন্যার মুখে মুখ থুয়া।
আউলাইল মাথায় কেশ পড়িল লুটায়া[4]।
সোনার পুতুলী[5] তনু ধূলাএ লুটাএ।
চম্পাবতীর গলা ধরি বলে হাএ হাএ ॥
ধরিয়া কন্যার[6] গলা কান্দিছে জননী।
এমত নিঠুর কন্যা[7] চক্ষে নাঞি পানি ॥
লীলাবতীর কান্দনে দিবস হৈল রাত্রি।
মুখে বলে হাএ হাএ গেলা চম্পাবতী ॥
রাজরানীর কান্দনে গাভিনী[8] গাব ছাড়ে।
নবীন বৃক্ষের[9] পত্র সেহ ঝুরি পড়ে ॥
শেখ খোদা বখশে কহে বৃথাই[10] কান্দন।
ভজিতে নিষেধ[11] কর স্বামী নিরাঞ্জন ॥
মিথ্যা[12] পুত্র [কন্যা] মিথ্যা[12] দুনিঞার বসতি।
এক ঘরে আসি করে আর ঘরে পিরীতি ॥
এ ভব সংসারে ভাই এহি স্থির[13] চিন।
পর জন আপন হএ আপনে হএ ভিন ॥
ছাড়হ ক্রন্দন সব দূর কর শোক[14]।
আপন জন্মের[15] কন্যা রাখে কোন লোক ॥
বিস্তর কান্দিয়া রানী প্রবোধ মানিল।
ছাড়িল কন্যার আশা কাষ্ঠ কাএ কর্ল ॥
যথা যাএ রাজা ভাই তথা যাএ রানী।
যথা বাস করে পক্ষী তথাএ পক্ষিণী ॥
যথা যাএ পুরুষ তার তথা যাএ নারী।
প্রাণের দুর্লভ[16] হৈলে রাখিতে না পারি ॥
শস্য[17] করেন লোক বহু তাক মায়া।
পাকিলে কাটেন শস্য[17] নাহি করে দয়া ॥
কাঁচা[18] শস্য[17] খাইলে ভাই প্রাণ পোড়ে তারি।
যার গরু খাএ শস্য[17] তার গুনাগারি ॥
জন্মিলে উদরে কন্যা সে নএ আপনা।
পরের ছাইলা[19] করে বাপ ঘরে হানা ॥

এহি সব ভাবি রানী স্থির[20] কর্ল চিত।
চঞ্চল নঞান করি চাহে চারি ভিত ॥
কন্যার অঙ্গেতে দিল অষ্ট অলঙ্কার।
তিন শত মোহর[21] দিল পেটারী মাঝার ॥
কন্যাক সাজাইল লোকে গাযীক যায়া কএ।
আনন্দ হৈয়া[22] অখন গাযী সাজ হএ ॥
গলাতে খিলেকা দিল সুবর্ণের[23] তাড়।
সোনালী পাগড়ি বান্ধে শিরে নৌকা দাঁড়[24] ॥
গলাতে খিলেকা দিল কমরে জিঞ্জির।
সুবর্ণের[23] আসা হাতে চলিল শীগ্‌গির[25] ॥
আচেলা গুদড়ি সব কালুর কান্ধে দিয়া ॥
সূর্য উদএ যেন শর্বরী পোহাইয়া ॥[26]
সুবর্ণ[27] চৌদলা এক দিল মহারাজ।
মানিক প্রবাল হীরা নানান বর্ণ[28] সাজ ॥
চারি জন মোহারাক[29] আজ্ঞা করিল নরপতি।
পুরীর মাঝ সাজ হৈল কন্যা চম্পাবতী ॥
সালাম[30] করিল কন্যা বাপ মাএর পাএ।
নয় মামী ছএ ভাউজ তার কাছে যাএ ॥
গলাগলি ধরি সবাক দিল আলিঙ্গন।
আশীর্বাদ করে সবে যত সখীগণ ॥
নয় মামী কহে সবে কান্দিতে কান্দিতে ॥
আন্ধার করিয়া মাও যাও আজি হৈতে ॥
ভাইবধু বলে মোর খেলার দোসর।
কী মতে পাসরিয়া মাও থাকিবা পরার ঘর ॥
সপ্ত পঞ্চ নহে মোর এক ননন্দিনী।
আকুল হইয়া কান্দে যতেক ব্রাহ্মণী ॥
আর না খেলিবা খেলা না রহিবা সুখে[31]।
অন্ধকার হৈল রাজ্য শেল[32] থুইলা বুকে ॥
তোমার নাম উঠিবে যখন আমা সবার মনে।
না দেখিয়া দুঃখ[33] তোমার বঞ্চিব কেমনে ॥
আহারে ননন্দী মাও কোথা যাইবা ছাড়ি।
মারিবে তোমার মাও আমার শাশুরী[34] ॥
তোমার ছএ ভাই কেমনে রবে ঘরে।
তোর পিতা মোর শ্বশুর[35] সেহি বুঝি মরে ॥
আজ হৈতে পুরীখান হইবে অন্ধকার ॥
আর কে করিবে মাও খেলার প্রচাব ॥
কোন রাজ্যে[36] যাবা মাও কে নিবে খবর।

১. এখানেও ছয়বধু। ২. মদু। ৩. বিদেসি। ৪. লুটিয়া। ৫. পুথুলি। ৬. ধরিছে কণ্ন্যার। ৭. কন্ন্যার। ৮. গাবিনি। ৯. বিৃক্ষের। ১০. ব্রেথাই। ১১. নিসদ। ১২. মির্থা। ১৩. শ্‌তির। ১৪. সোগ। ১৫. জঙ্মের। ১৬. দুর্ল্বব। ১৭. সর্ষ্য। ১৮. কাটা। ১৯. ছর্ল্বিৎ। ২০. স্তির। ২১. মুহর। ২২. হইল। ২৩. সোবর্ণ্ন্যর। ২৪. নৌখাদার। ২৫. সিগ্রির। ২৬. ষুর্জ্জ উদাএ জেন সর্ব্বরি পোহাইয়া। ২৭. সোবর্ন্ন্য। ২৮. বর্ন্ন্য। ২৯. মোহারা-পাল্কীবাহক অর্থে। ৩০. ছার্ল্বাম। ৩১. ষুকে। ৩২. সেল। ৩৩. দুক্ষ। ৩৪. শাষুড়ি। ৩৫. সষুর। ৩৬. বার্জ্জ্যে।

এত দুঃখ[১] লেখা মাও ললাট[২] উপর ॥
আর না দেখিবা বাপ মাও আর ভাই ॥
আর কে বলিবে সখী[৩] খেলিবার চাই ॥
কোন বিধি লেখিল বিদেশীর সঙ্গে বিয়া।
তার সঙ্গে হবে চম্পা ননদীর বিয়া।
বিস্তর[৪] কান্দিল কন্যা ছাড়ি দিল গলা।
চৌদলে চড়িল কন্যা শুভক্ষণের[৫] বেলা ॥
শাহা গাযী সালাম করে শ্বশুরের[৬] তর।
যাত্রা করিল পীর ছাড়িয়া নগর ॥
মোহারা চৌদল নিল কান্ধেত করিয়া।
গাযী কালু পশ্চাতে চলিল হাঁটিয়া ॥
যখন নগর ছাড়িয়া যাএ তিন জন।
মেঘে অন্ধকার হৈল যেমন গগন ॥
হরিষ নাহিক সুখ রাজ্যের প্রচার।[৭]
রাহু যেন গ্রাসিল সংসার অন্ধকার ॥
লীলাবতী কন্যার মাও আউলাল মাথার কেশ ॥
ধুলাএ পড়িয়া কান্দে ছাড়িয়া খণ্ড বেশ ॥
অকরুণ[৮] করিয়া কান্দে রানী সদাএ ঝুরে।
শেখ খোদা বখশে কহে বাস কিষ্টপুরে ॥

—৪০ পালা সমাপ্ত[৯]।

১. দুক্ষ। ২. লওলাট। ৩. সকি। ৪. বিশ্‌তর। ৫. যুবক্ষনের। ৬. সষুরের। ৭. হরিস নাহিক যুক রার্জ্জর প্রচার। ৮. অকুরুন।
৯. সমেআপ্ত।

৪১ পালা

পদ।

আগে কালু মধ্যে[১] জাএ কন্যার সোওয়ারী[২]।
পশ্চাতে[৩] চলিল গাযী নানা মায়াধরী ॥
ক্ষণেবা[৪] সন্ন্যাসী হএ কখন বা পেয়াদা[৫]।
ক্ষণেবা[৬] ফকীর হএ কখন বা বাদশা ॥
রাত্রি হইলে মএদানে পোহাএ নিশি।
যেমন অনাথ[৭] কাঙ্গালে পাইয়া রূপসী[৮] ॥
পদ্ম[৯] পাতার জল যেন টলমল করে।
কাণ্ডারী বিহনে নৌকা যেন ঘাটে ঘাটে ফিরে ॥
এহি মতে যাএ গাযী হাঁটি দিনচারি।
সমুখে পাইল সব ফুলের কেয়ারী[১০] ॥
নানা জাতি পুষ্প[১১] আছে হয়া[১২] বিকশিত।
তাহার ভিতরে গাযী হইল উপস্থিত ॥
সরুয়া মাধই আর গুলাল গেন্দার।
আগর চন্দন আর কস্তুরী সুসার ॥
নার্গিস[১৩] কেস নানা কুসুম গলিকা।
সম্বালাট গর পুষ্প আর সমিলিকা ॥[১৪]
সরুয়ামালি কাঠমালি আর লজ্জাবাসি।
মনোহর সুগন্ধ[১৫] আর তীর্থ[১৬] বারাণসী ॥
বগা পুষ্প[১৭] জবা পুষ্প[১৭] চাম্পা নাগেশ্বর।
ওড় বর্তমান[১৮] আর কুমুদ কেশর ॥
কড়িয়া পুষ্প[১৭] লাজ কুকুড়ি পুষ্প[১৭] গজমহি।
আগর অঙ্গর আর পুষ্প[১৭] জাহি মুহি ॥
পুষ্প[১৭] গুলা দেখি গাযী আনন্দিত মতি।
তাহার ভিতরে ফল[১৯] দেখে নানা জাতি ॥
ডালিম্ব কদম্ব আর আতা মেওয়া[২০]।
পাকিয়া রহিছে যেন অন্ধকার দেওয়া[২১] ॥
ডেউর ডেফল তাল বেল নারিকেল।
খুরমা[২২] খেজুর আর আঙ্গুর জাএফল ॥
আম জাম আছে কত কাঁঠাল কেশরী[২৩]।
জলপাই তৈকর আর কনওয়ার[২৪] সফরী ॥
চতুরদিকে ফল ফুল আছে বেশুমার।
তাহার মধ্যে আছে এক উম সরোবর ॥
ঘাটের উপরে এক কউতুক বউল।
চতুর দিকে তারা যেন ফল আর ফুল ॥
দেখিয়া সুবাও তখন তুলিল গগনি।
শীতল হইল অঙ্গ দেহার অগনি ॥
ঘাটেতে নামিঞা খাইল সুবাসিত পানি।
কালু গাযী ঠাণ্ডা হইল সুবাসিত জলে।
চৌদল হইতে কন্যা নামে কৌতুহলে ॥
কালু জিন্দা ভরি দিল সুবর্ণের ভিঙ্গার।
জল খায়া তুষ্ট বিবি আনন্দ অপার ॥
কাহের মুহরা আইল চৌদলা রাখিয়া।
তাহারা খাইল পানি ঘাটেতে[২৫] নামিয়া ॥
ফলমূল কতগুলা আনিল ছিড়িয়া।
আনন্দে বসিয়া খাএ উদর ভরিয়া ॥
গাযী বলে কাহার আছিল বাগখান।
তস্‌বি[২৬] হস্তেত [ধরি] করিল ধ্যান ॥
ধ্যানে বুঝিল গাযী বাগের খবর।
পূর্বে রুপিয়াছে বাগ শাহ সেকন্দর ॥
পাতালে গিয়াছিল যখন বলী[২৭] জিনিবার।
মালী রাখিয়া কর্ল বাগের সঞ্চার[২৮] ॥
আশি ক্রোশ করিয়াছিল পুষ্পের কেয়ারী[২৯]।
আলমের মধ্যে মোর থাকিবে নাম জারি ॥
বিদেশী পথিক[৩০] লোক যাবে পথ[৩১] বয়া।
তুষ্ট হবে লোক জন ফল-জল খায়া ॥
যুলহাউস পুত্র তার[৩২] হইল প্রথম।
বলে বলবান[৩৩] তাহার নাহি সমাসম ॥
গাযী বলে প্রথম জন্মিল[৩৪] আমার ভাই।

১. মর্দ্দে। ২. সোওারি। ৩. প্রছাদে। ৪. খেনেঘা। ৫. প্যাদা। ৬. খেনেক। ৭. অনাত। ৮. উপসি। ৯. পর্দ্দ। ১০. কেওারি। ১১. পুস্ফ। ১২. হএ। ১৩. নরগেজ। ১৪. পাঠের বিকৃতির জন্য ফুলের নাম বুঝা গেল না। ১৫. মনুহর ষুগন্দ। ১৬. তির্ত্ত। ১৭. পুষ্ফ। ১৮. বক্তমান। ১৯. সে। ২০. লেওঅ ২১. দেওা। ২২. খুরুমা। ২৩. কেসারি। ২৪. কনওার। ২৫. ঘাটেৎ। ২৬. তছবি। ২৭. বল্ব। ২৮. ছঞ্চার। ২৯. কেওারি। ৩০. বৈদেসি পতিত। ৩১. পত। ৩২. মোর। ৩৩. বলমান। ৩৪. জহ্মিল।

এ জন্মে[১] নাহি দেখা রহিল কোন ঠাঞি ॥
পুনর্বার[২] ধ্যান করে হাউসের কারণ।
বিভা কাজে গিয়াছিল পাতাল ভুবন ॥
হাহাকার করে গাযী ধ্যান ভঙ্গ দিয়া।
দুই ভাই জন্মিল[১] মাএর শূন্য[৩] হিয়া ॥
মাও দরশনে আমি যাব নিজঘর।
ভাএর কারণে আমি কন্দিব বিস্তর ॥
না জাব ছাড়িয়া আমি নহেত উচিত।
কী মতে পাসরিব [আমি] মাএর শোকিত[৪]
যে হউক সে হউক আমি না যাব ছাড়িয়া।
পাতালে যাইয়া আনি ভাই উদ্ধারিয়া[৫] ॥
এক উদরে জন্মিলাম[৬] [মোরা] দুই ভাই।
না হএ উচিত আমি তারে ছাড়ি জাই ॥
যখন পুছিবে মাও স্মরিয়া[৭] ভাএর ব্যথা[৮]।
তুমি আইলা গৃহবাসে[৯] হাউস মোর[১০] কোথা ॥
কী মতে ধরিব[১১] প্রাণ মাএর ক্রন্দনে।
সুড়ঙ্গ[১২] বহিয়া যাব পাতাল ভুবনে ॥
শেখ খোদা বখশে কহে নইমুল্লার দাস।
ধ্যান করি গাযীর মন হইল উদাস ॥

লাচারী

শুন কালু সমাচার প্রাণ মোর জার জার
ভাএর স্মরণ[১৩] হৈল মনে
এক গর্ভে[১৪] দুই ভাই জন্ম[১৫] হৈল ঠাই ঠাই
তাকে ছাড়ি যাইব কেমনে ॥
পাতালা সহরে জাই উদ্ধারিয়া[১৬] আনি ভাই
এক সঙ্গে জাব নিজপুর
কালু কহে ভাবি মনে সঙ্গে আছে পরিজনে
সেহিবা যাইবে[১৭] কতদূর ॥
পাতাল ভুবনে জাবা তবে কেনে কর্লা বিভা
কিরূপে ভ্রমিবা দেশে দেশে।
কালু তুমি-আমি জাই কন্যা রহুক এহি ঠাঞি
জাব মোরা[১৮] পূর্ব রূপ বেশে ॥
শুনি কন্যার উড়ে প্রাণ কালু গাযীর বিদ্যমান[১৯]
কান্দিয়া দাঁড়াল[২০] দুহার আগে।
জীউন্তে করিয়া আড়ি[২১] জাইবার চাহ ছাড়ি
কোন গতি হৈবে[২২] মোর ভাগ্যে ॥
না পাইয়া দরশন সদাই ঝুরিবে মন
কী রূপে বাঁচিব অভাগিনী।
গাযী বলে শুন রাই কড়ার করিয়া যাই
শর্তভঙ্গ নরক গামিনী ॥
জ্যেষ্ঠ[২৩] ভাই গুরু জনা পাতালে আছে দুই জনা
পাতালে হয়াছে পাসরণ।
তার শোগে মাও বাপ বিস্তর[২৪] পাইল তাপ
ছাড়ি যাইতে উচিত কেমন ॥

১. জন্মে। ২. পুণ্ন্যবার। ৩. ষুণ্ন্য। ৪. ষুগিত। ৫. উর্দ্দারিয়া। ৬. জম্মিলাম। ৭. স্বওরিয়া। ৮. ব্রেথা। ৯. গ্রিহবাসে। ১০. আমার। ১১. ধরাব। ১২. ষুরঙ্ক। ১৩. স্থউরন। ১৪. গর্ব্বে। ১৫. জন্ম। ১৬. উধারিয়া। ১৭. আছে। ১৮. আমার। ১৯. বির্দ্দমান। ২০. ডাড়াইল। ২১. রাড়ি অর্থে। ২২. হইবে আমার। ২৩. জেস্ট। ২৪. বিশ্তর।

শুন কথা প্রাণেশ্বরী[১]　　বুঝ[২] মন দিড় করি
　　তুমি পিয়া নহত অজ্ঞান[৩]।
শুনিঞা গাযীর কথা　　কন্যা কর্ল হেঁট[৪] মাথা
　　সব স্বরূপ নহে কিছু আন ॥
রব আমি কার লক্ষ্যে　　গাযী বলে রহো বৃক্ষে[৫]
　　মনে নাহি কব কিছু ভএ।
বুঝিয়া গাযীর মন　　কন্যা স্থির[৬] তৎক্ষণ
　　বিরচিয়া খোদা বখ্‌শে কএ ॥

[—৪১ পালা সমাপ্ত]

১. ষুন কথা প্রানেরস্বরি। ২. বুজ। ৩. অগ্যান। ৪. হেস্ট। ৫. বিক্ষ্যে। ৬. শৃতির।

৪২ পালা

পদ

কান্দিতে লাগিল কন্যা গাযীক স্মরিয়া[১]।
আহারে অভাগিনী মুঞি নাগেনু মরিয়া ॥
অনেক পুণ্যের[২] ফলে পাইনু প্রাণনাথ।
সেহি পতি জাএ মোকে করিয়া অনাথ ॥
না ধরে কন্যার মন বলে হায় হায়[৩]।
আগে ছাড়ি বাপ মাও পাছে পতি ছাড়ি জাএ ॥
আহারে নিষ্ঠুর[৪] ধনি এত দিলু দুঃখ।
জন্মিয়া[৫] ভবের মাঝে না হইল সুখ[৬] ॥
তকারণে হইল মোর এতেক দুর্গতি।
তকারণে অভাগিনীর ছাড়ি যাএ পতি ॥
আর যত নারী আছে পতি লয়া সুখ।
অভাগিনীর ভাগ্যে বিধি হইল বিমুখ[৭] ॥
কত দিনে বা হএ দেখা আইস কত দিনে।
কী জানি বা কোথা থাক বিসরিয়া[৮] মনে ॥
তোমার জ্যেষ্ঠ[৯] ভাই আছে বাপ মাও ভুলিয়া।
কী জানি আমাকে ভুল তার সঙ্গে মিলিয়া ॥
পিতামাতা ভুলি মনে নাহি অভিমান।
আমাকে ভুলিবা স্বামী কোন বস্তুজ্ঞান[১০]।
জ্যেষ্ঠ[১১] ভুলিল নাম তুমি ভুলো জায়া।
অভাগী মরিব তোমার পন্থ[১২] পানে চায়া ॥
বাপ মাও ছাড়িয়া আইলাম কতকালে।
অভাগীর পতি জাও গম্ভীর পাতালে ॥
হএ কি না হএ দেখা তোমার চরণ।
এহি রূপে বিধি[১৩] বুঝি লেখিল মরণ ॥
সেবিলে স্বামীর[১৪] পদ পাপ হএ দূর।
একান্ত সেবিলে পদ ধর্ম[১৫] প্রচুর ॥
যেমন আল্লা নিরাঞ্জন তেমত জানি স্বামী।
হারালাম[১৬] স্বামীর পদ অভাগিনী আমি ॥

কন্যার ক্রন্দন শুনি বুঝাএ যিন্দাপীর।
শুন শুন প্রাণেশ্বরী মন কর স্থির[১৭] ॥
আমি ছোট সেহি জ্যেষ্ঠ[১৮] গুরুর সমান[১৯]।
উদ্ধার করি তাকে ধর্মের দৃষ্টান ॥[২০]
পাপক্ষয়[২১] করিবে সাহেব দীননাথ[২২]।
পিতামাতার আশীর্বাদে[২৩] বাড়িবে হায়াত ॥
তোমার কারণে আমি হৈলাম হয়রান[২৪]।
তাহাকে ছাড়িয়া জাই কেমন কুজ্ঞান[২৫]।
গাযী বলে থাক এথা সবুর[২৬] করিয়া।
পাতাল হইতে আনি ভাই উদ্ধারিয়া[২৭] ॥
কন্যা বলে কী মতে থাকিব একাকিনী।
কী মতে পাইব আমি এথা অন্নপানি[২৮] ॥
কন্যা বলে কী মতে থাকিব একাশ্বর।
গাযী বলে থাক এথা বৃক্ষের[২৯] ভিতর ॥
এহি বলি শাহ্ গাযী বৃক্ষে[৩০] হাত দিল।
খোদার হুকুমে বৃক্ষ দুই অর্ধ হৈল ॥
সামাইল বৃক্ষে কন্যা বিসমিল্লা বলিয়া।
পুণর্বার[৩১] হাত গাজী দিলেন তুলিয়া ॥
দরুদ পড়িয়া গাযী বৃক্ষে[৩০] হাত দিল।
যেমত আছিল বৃক্ষ তের্মর্তি হইল ॥
এহি বলি দুই ভাই পথ বয়া যাএ।
বৃক্ষ মধ্যে[৩২] থাকি কন্যা জুড়িল দোহাই ॥
কন্যা বলে আমাকে ছাড়িয়া যাও তুমি।
কী মতে বাঁচিবে প্রাণ বিনে অন্ন পানি[৩৩] ॥
গাযী বলে খোরাক পাঠাবে নিরাঞ্জন।
এহি বলি দুই ভাই করিল গমন ॥
কন্যার বৃত্তান্ত[৩৪] তোমরা শুনহ এখন।
গাযী কালু চলে গেল কন্যা থুইয়া পথে।
হরিনাম বলে যাব শিকার[৩৫] করিতে ॥
রাজা বলে সাজ তোরা যতেক লস্কর।

১. স্বউরিয়া। ২. প্বণ্যের। ৩. হাএে ২। ৪. নিস্টুর। ৫. জন্মিয়া। ৬. ষুক। ৭. বৈমুখ। ৮. বির্স্বরিয়া। ৯. জেষ্ট। ১০. বস্তুগ্যান। ১১. জেস্ট। ১২. পন্ত। ১৩. বিধা। ১৪. সেবিলে স্বামির। ১৫. ধর্ম্ম। ১৬. হারাইলাম। ১৭. শ্‌তরি। ১৮. জেস্ট। ১৯. শোমান। ২০. উর্দ্দার করি তাকে ধর্ম্মের দিস্টান। ২১. পাপখএ। ২২. শাহেব দিননাত। ২৩. আসিববাদে বাড়িবে হিয়াত। ২৪. হএরান। ২৫. কুগ্যান। ২৬. শবুর। ২৭. উর্দ্দারিয়া। ২৮. অণ্ন্যপানি। ২৯. বিৃক্ষ্যের। ৩০. বিৃক্ষ্যে। ৩১. প্বণ্ন্যবার। ৩২. বিৃক্ষ্যমর্দ্দে। ৩৩. অণ্ন্যপানি। ৩৪. বিতান্ত। ৩৫. সিকার।

শিকার[১] করিতে যাব জঙ্গল ভিতর ॥
আজ্ঞা পায়া সাজিতে লাগিল লোকজন।
ধানুকী সিপাই[২] সব জুড়িল নাচন ॥
উট গাড়ি সাজে আর হস্তী কত ঘোড়া।
শরাসন ধনুক বান সাজে জোড়া জোড়া ॥
সারথিক[৩] আজ্ঞা কর্ল হরিনাম রাজ।
শীঘ্র[৪] কবি রথ খান করি আন সাজ ॥
শুনিঞা সারথি [তবে] যাএ রথ বাড়ি।
সাজাতে লাগিল রথ করিয়া লড়ালড়ি ॥
সুবর্ণের[৫] চূড়াএ বান্ধে আঙ্গুর চৌতার।
সুবর্ণের[৫] চারি চাকা মুখে হীরার ধার ॥
রথেতে নির্মাণ[৬] করে দীঘি সরোবর।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি পড়ে পক্ষী জলচর।
ফুটিয়াছে সরোবরে কমল শত শত।
মৃণাল[৮] খাইতে যে নামিল ঐরাবত ॥
উপর চূড়াতে দিল হাড়িয়া চামর[৯]।
শেল মুদগর[১০] তোলে রথের উপর ॥
সুবর্ণের পালঙ্গ ঢালে[১১] পুষ্পের বিছানা।
স্থানে স্থানে লাগাইল রজতের গুলা ॥
এহি রূপে রথ ঘোড়া করিয়া সাজন।
উপরেত তোলে বান আরাহন ॥
আগে বাহির হইল ঝাণ্ডা ও নিশান।
বন্দুকী পাইক ধানুকী চলে পালহান ॥
প্রবেশ হইল যায়া জঙ্গল বিহড়ে।
রথ ঘোড়া হাতি সৈন্যে[১২] বন সববেড়ে ॥
শশক[১৩] শ্রীকাল মারে হরিণ কালসার।
তীর ঘাতে মারে পশু[১৪] হাযারে হাযার।
বাজ বহরী তারা বাজ দিল ছাড়ি।
পক্ষী পক্ষীরা ধরে মৃগ[১৫] কুড়ি কুড়ি ॥
মহিষ কেশরী ধরে হস্তী আর গণ্ড।
তরু বৃক্ষ[১৬] কাটিয়া করিল খণ্ড ॥
শিকার করিয়া রাজা হইল হুতাশন।
তৃষ্ণাতুর[১৭] হয়া ফিরে জলের কারণ ॥
এহি মতে ফিরে রাজা জল জিজ্ঞাসিয়া[১৮]।
বিবি চম্পাবতীর কথা শুন[১৯] মন দিয়া ॥
সেহি দিন বিবি চাম্পা খোদার ফরমান।
বৃক্ষ মধ্যে[২০] গেল কন্যা শুন সর্বজন ॥

রাজা বলে বৃক্ষ[২১] কাটি ফেলাও-চিরিয়া।
অনুবন্ধে দেহ মোকে কন্যা[২২] ধরিয়া ॥
রাজা বলে যেবা পারে হরিতে সুন্দরী।
সাত হাযার টাকা দিয়া নির্মাইয়া[২৩] দিবপুরী ॥
শুনিয়া[২৪] রাজার বাণী যত সৈন্যগণ[২৫]।
ঝাটি ঝগড়াএ গাছ কাটে তৎক্ষণ ॥
বৃক্ষ মধ্যে[২০] থাকি কন্যা স্বামী আরাধন।
বৃক্ষ[২১] কাটিতে রাজার গেল সৈন্যগণ[২৬] ॥
সৈন্য[১৯] কাটা গেল রাজা হৈল চমৎকার।
আজগবি হইল তথা গযব[২৭] খোদার ॥
কার ভাঙ্গে হস্তপদ বিষ আর বেদনা[২৮]।
আচম্বিৎ হরিকামের চক্ষু[২৯] হইল কানা ॥
কানা খোঁড়া লুলা কালা আর ঠসা ভেঙ্গুরা।
নড়িতে না পারে সব হৈল যেন মরা ॥
শেখ খোদা বখশে কহে বাহাদুরের পোতা।
কি হইল বলিয়া রাজা রথে হানে মাথা ॥
হাএ হাএ করে রাজা রথের উপর।
ছার কাজে কেন আইনু জঙ্গল ভিতর ॥
কি কাজ শিকারে[৩০] মোর আইনু কি কারণ।
শিকার করিতে হৈল সবার মরণ।
চক্ষে নাহি দেখে রাজা রথে রৈল পড়ি।
খোঁড়া নুলা লোক সব পাড়ে গড়াগড়ি ॥
হাহাকার করে রাজা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে[৩১]।
জাইতে না পারিলাম আর আপন ঘরে ॥
বন মধ্যে[৩২] মায়া করি ছিল কোন জন।
তার শাপে[৩৩] হৈল মোর এত বিড়ম্বন ॥
রাজা বলে কে আছিল কোন মায়া ধরি।
রক্ষা কর প্রাণ সবার সেবা তোমার করি ॥
বৃক্ষ[৩৪] মধ্যে থাকি কন্যা বলে আচমবিত।
গাযী চম্পার নামে শিরনি[৩৫] কর মানসিত ॥
রাজা বলে যদি আমরা পাই প্রাণদান।
পঞ্চ খাসি দিয়া শিরনি[৩৫] করি এহি স্থান ॥
বিবি বলে যদি রাজা চক্ষু দান পাও।
বৃক্ষের গোড়ে আসি তুমি ফুল ধূলা খাও ॥
রথের সারথি সেহি ছিল মাত্র ভাল।
হস্ত ধরি মহারাজাক গাছের গোড়ে নিল ॥
জোড় হাতে বলে রাজা চরণে প্রণতি[৩৬]।

১. সিকার। ২. সিফাই। ৩. সারতিক। ৪. সিগ্র। ৫. সোবগ্ন্যের। ৬. নিস্মান। ৭. সোবগ্ন্যের। ৮. মিনাল। ৯. চামড়। ১০. মদ্বগুর। ১১. ডালে পুস্কের। ১২. ষুগ্ন্যে। ১৩. সোসন। ১৪. পষু। ১৫. মির্গ। ১৬. তরূ বিৃক্ষ্য। ১৭. ত্রিসনাতুর। ১৮. জির্গাসিয়া। ১৯. ষুন। ২০. বিৃক্ষমর্দ্দে। ২১. বিৃক্ষ্য। ২২. কন্ন্যা। ২৩. নিস্মাইয়া। ২৪. ষুনিঞা। ২৫. ষুন্ন্যগণ। ২৬. ষুগ্ন্য। ২৭. গজব। ২৮. বেদেনা। ২৯. চক্ষ। ৩০. সিকারের। ৩১. উঞ্চ্যস্বরে। ৩২. মর্দ্দে। ৩৩. স্বাপে। ৩৪. বিৃক্ষ। ৩৫. সিন্নি। ৩৩. প্রন্ন্যতি।

অজানে করিলাম ঘাট[১] কর অব্যাহতি[২] ॥
তুমি গুরু হও আমি সেবক তোমার।
না জানিয়া করিনু দোষ কর প্রতিকার[৩] ॥
চাম্পাবতী বলে বেটা পাপ দুরাচার।
নবীর উম্মতে[৪] কেনে কর অহঙ্কার ॥
এতেক শুনিঞা বাক্য বলে হরিকামে।
সোওয়া টাকার শিরনি[৫] দিল আল্লা নবীর নামে ॥
সারথি ফুল ধূলা দিল হস্তেত তুলিয়া।
খাইল হরিকাম রাজা সালাম[৬] করিয়া ॥
একিদা করিয়া রাজা ফুল কর্ল পান।
চম্পার দোওয়াএ চক্ষু পাইল দান ॥
যত লোকজন রাজার পাইল চেতন।
চম্পার দোওয়াএ সবার বাঁচিল জীবন ॥
চক্ষু দান পায়া রাজা আনন্দ হইল।
পর স্ত্রীর[৭] কারণে রাজা প্রতিজ্ঞা[৮] করিল ॥
আজি হৈতে যদি পরনারী করি দৃষ্টি[৯]।
নরকেতে পড়ি জেন হইয়া পাপিষ্ঠি ॥
পর নারী হরে যেবা[১০] করে অপরাধ[১১]।
সেহি জীবগণ জাএ নরক মাঝার ॥
পর নারী দেখি যেথা করে মন ভঙ্গ।
বিধাতা তাহাক ছলে হয়া মনতঙ্গ।
আগ পাছ নাহি জানে ফকিরী মূঢ়[১২] জন।
পর লোভে জাএ তার আপন জীবন[১৩] ॥
পর আপন নাহি মনে বন্ধু জন ইষ্ট।
দেব পরী দস্যুর[১৪] তাহাকে হএ দৃষ্ট[১৫]।
সেহি পাপে মূঢ়[১৬] লোক অকালে[১৭] মরে।
আল্লা রসূলের[১৮] দোষ কি কারণে করে ॥

সেখ খোদা বকসে কহে বুজহ বিচারি।
আমি পাপী মূঢ়[১৬] লোক কি বুঝিতে পারি ॥
সেহি মূঢ়[১৭] কাম রাজা মনে করে আন।
বেলদার লাগায়া জাগা করিল মএদান ॥
শাহ্ গাযীর[১৯] বাক্য নহেত লঙ্ঘন[২০]।
বিবি চম্পাক আহার দিল নিরঞ্জন ॥
লোক পাঠাইল রাজা আপন নগর।
পঞ্চ খাসি আনি দিল রাজার গোচর ॥
যবন মওলানা[২১] রাজা আনে ডাক দিয়া।
পঞ্চ খাসি দিল আনি তক্‌বির করিয়া ॥
আর এ পঞ্চ খাসী পাকাএ হরি কামে।
যেয়াফত[২২] করিল তারা গাযী-চম্পার নামে ॥
এক ডেগ ভাঙ্গিয়া পড়িল তৎক্ষণ।
তাহাক পাইল কাহের চারিজন ॥
যতেক যবন শিরনি খাইল প্রচুর।[২৩]
সেহি স্থানের নাম রাজা রাখে চম্পাপুর ॥
বিবি চম্পার যাহির[২৪] হৈল চম্পানগর।
শহর বাজারের লোক পাইল খবর ॥
অন্ধলে[২৫] মানস কর্লে[২৬] পাএ চক্ষু[২৭] দান।
নির্ধনি মানস কর্লে হএ-ধনবান ॥
নিপুত্র মানস কর্লে[২৬] পুত্র হএ ঘরে।
মুশ্‌কিলে[২৮] মানস কর্লে[২৬] অবশ্য কাণ্ডার ধরে ॥
কে বুঝিতে পারে ভাই গাযী চম্পার লীলা।
চম্পাপুরে হৈল তবে বার মাসিয়া মেলা ॥
শেখ খোদা বখ্‌শে কহে অনাহুতের ধ্বনি[২৯]।
চলি জাএ দুই ভাই শুন মহামুনি ॥
—ইতি। ৪২ পালা সমাপ্ত[৩০]।

১. ঘাইট। ২. অর্ব্বাহতি। ৩. প্রিতিকার। ৪. উম্মতি। ৫. সিন্নি। ৬. ছার্ল্বাম। ৭. শ্রিরির। ৮. প্রিতিগ্যা। ৯. দিস্টি। ১০. জিবা। ১১. অপোরাদ। ১২. মুড়জোন। ১৩. আপোনার জিবন। ১৪. দস্যর। ১৫. দিস্ট। ১৬. মুড়। ১৭. আকালে। ১৮. রছুলের। ১৯. শাহা গাজির। ২০. লঙ্গন। ২১. জৈবন মওলয়ানা। ২২. জিয়াপোত। ২৩. জতেক জৈবন সিন্নি খাইল প্রচুর। ২৪. জাহির। ২৫. অন্দলে। ২৬. করিলে। ২৭. চক্ষ। ২৮. মসকিল। ২৯, ধনি। ৩০. সমেআপ্ত।

৪৩ পালা
ত্রিপদী।

শুন মহামুনি[১] গাযী কালুর বাণী
ভাই উদ্ধাবিতে[২] জাএ।
জঙ্গল মএদানে শ্রম নাহি মনে
পবনের বেগে ধাএ ॥
ক্ষণেক যোগীব বেশ[৩] ক্ষণেক[৪] উদাস।
কখন ফকিবেব মতি।
মনে নিবাঞ্জন ভাবে অনুক্ষণ
নাহি মানে দিবারাতি ॥
ডিমক নগব পাইল সত্বর
শুনিতে[৫] অদ্ভুত[৬] বাণী।
সেহি রাজ্যের রাজা ডিম সবার তেজা
ছএ তাহার পাট রানী ॥
কন্যা পঞ্চ তাব নাহিক সঞ্চাব[৭]
যবনেব[৮] বড় কাল।
পাইলে মুসলমান[৯] কবে বলিদান
তথা গাযীর সন্ধাকাল ॥
দিবা বহি গেল সন্ধ্যা[১০] কাল হৈল
শুন কালু মোর কথা।
প্রভাতে উঠিয়া জাইব চলিয়া
আজি রহি ভাই এথা ॥
কালু বোলে ভাল হৈল সন্ধ্যা[১০] কাল
ঘোরতর হইল আসি[১১]!
ভাল মন্দ[১২] চায়া গৃহস্থের[১৩] বাড়ি জায়া
শুইয়া গঙাইব নিশি ॥
এতেক অন্তরে ভাবে নিরন্তরে[১৪]
চলি জাএ দুইজন।
ডিম সবার পুর প্রবেশ প্রচুর
তখনি ছাড়িল যিকির[১৫] ॥
রাজা ঘরে ছিল যিকির[১৫] শুনিল
আনন্দ অপার[১৬] মনে।

১. ষোন মোহামনি। ২. উর্দ্দারিতে। ৩. খেনেক যুগির বেস। ৪. খেনেক। ৫. সুনিতে। ৬. অদভূত। ৭. ছঞ্চ্যার। ৮. জৈবনের। ৯. মছলমান। ১০. সন্দা। ১১. আসিয়া। ১২. ভাগ মোন্দ্র। ১৩. গ্রিহস্তের। ১৪. নিরানতরে। ১৫. জিগির। ১৬. আপার।

জত চরাচর পাঠাএ সত্ত্বর[১]
ধর অতিথি[২] দুই জানে ॥
শুনি সে বচন চর যত জন
ফকীর লইল ঘিরি।
রাজা বলে চর বাক্য ধর মোর
রাত্রে রাখ বন্দী করি ॥
শর্বরী[৩] বিহানে আমার বিদ্যমানে
আনি দিবা দুই নর।
দেবি দশ ভুজা তাহার করিব পূজা
নর মানস আছে মোর ॥
দুই জনার হাত বান্ধ একসাথ[৪]
বন্দী করি রাখ কারাগারে।
রফিক নন্দন করেন জোটন
বিনে সূতে[৫] মালা হারে ॥

পদ।

শাহ্ গাযী[৬] কালু যখন পড়ি গেল বন্ধে[৭]।
স্মরিয়া[৮] আপন কর্ম্ম[৯] দুই ভাই কান্দে ॥
কালু বলে মিঞা সাহেব করিলাম মানা।
আপন ইচ্ছাএ নিলা তুমি যাঁচিয়া[১০] যন্ত্রণা ॥
গাযী বলে ভএ নাহি কালু মহাজন।
দুর্জন[১১] সংহারের জন্য[১২] আমার জনম ॥
দুর্জন[১১] দেখিয়া যদি হৈবা অস্থির[১৩]।
তবে কেনে রাজ্য ছাড়ি হৈলাম ফকির ॥
স্থির[১৪] কর মন ভাই তেজ অভিমান।
কি করিতে পারে ভাই দুর্জনের[১৫] প্রাণ ॥
প্রকাণ্ড পাথরের কেওয়ার দিছেন দ্বারে।
রাজা প্রজা গেল সব নিজ ঘরাঘরে ॥
গাযী বলে কালু শুন প্রাণের ভাই।
কারাগার হৈতে চল বাহিরে বারাই ॥
আল্লার দরবারে গাযী ভেজে মুনাজাত।
পাথরের কেওয়াড়ে তুলি দিল দুই হাত ॥
জেন মাত্র শাহ্ গাযী[১৬] হস্ত পরশিল।
দারুণ পাথরের কেয়াড় দুই অর্ধ হৈল ॥
হস্ত পদের বন্ধন সব হৈল বিমোচন।
কারাগার হইতে বারাএ দুই জন ॥
দশ ভুজার স্থান ছিল [তথা] এক ঘরে।
কালু গাযী জাএ সেহি ঘরের ভিতরে ॥
চণ্ডীর মণ্ডবে বৈসে ভাই দুই জন।
আল্লা নবীর নাম পড়ে ততক্ষণ ॥
দেবতা পলাঞা জাএ ছাড়িয়া শালগ্রাম[১৭]।
পড়িতে লাগিল গাযী নবীজির কালাম ॥
ক্রোধ হয়া বলে গাযী আরে দশ ভুজা।
কোন মুখে খাইতে চাও কালু গাযীর পূজা ॥
এতদিন পূজা খায়া না পুরিল আশ।
আজি হৈতে পূজা খায়া জাবে হাবিলাস ॥
এহি বলি অঙ্গে[১৮] তার মারে আসার বাড়ি।
দশ হাত ভাঙ্গিয়া করি ফেলাএ গুড়ি ॥
হস্ত পদ ভাঙ্গি করি থুইল খোঁড়া।
শালগ্রাম ধরিয়া আগুনে দিল পোড়া ॥
ভাল করি খাও তোরা পূজার প্রসাদ।
ফকিরের সঙ্গে তোমার ভক্তের বিষাদ ॥
দুর্গতি[১৯] করিল তবে ডিমকের দেবালয়।
আঙ্গিনার মধ্যে[২০] বৈসে তুলসীর তলাএ ॥
আরাধন [করি] গাযী বাঘ[২১] গণ ডাকে।
অরণ্য[২২] ভাঙ্গিয়া বাঘ[২১] আইল ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
চিত্তুয়া চন্দনা খানদৌড়া বেড়া ভাঙ্গা।
ছুচিয়া শিয়ালা কেন্দুয়া লোহা জাঙ্গা ॥

---

১. সর্ত্তর। ২. অতিৎ। ৩. সর্ব্বরি। ৪. অর্কস্বাত। ৫. মুতে। ৬. সাহাগাজি। ৭. বন্দে। ৮. স্বরিয়া। ৯. কক্ষ। ১০. জাচিয়া জন্তনা। ১১. দ্বর্জ্জন। ১২. জণ্ন্য। ১৩. অশতির। ১৪. স্তির। ১৫. দ্বর্জ্জনের। ১৬. সাহাগাজি। ১৭. সালগ্রাম। ১৮. রঙ্গে। ১৯. দ্বগগতি। ২০. মর্দ্দে। ২১. বাগ। ২২. অরূন

ডিমসরা রাজার পুরী লইল ঘেরিয়া।
বাঘগণে বলে সাহেব হুকুম কর গিয়া ॥
কি কারণে তলব কর্লা কহ সমাচার।
গাযী বলে বাঘ শুন বচন আমার ॥
তোমা সবাক আমি কহিগো প্রণতি[১]।
ডিমসরা বাজাক ধরি করহ দুর্গতি ॥
মারিতে না পারিবা ইহাক করো বিড়মন।
বহু দুঃখ[২] পাইলাম আমবা দুই ভাই জন ॥
শুনিয়া গাযীর বাণী যত বাঘগণ।
ডিমসরাব পুরে জাযা হৈল উপাসনা ॥
ছএ বানী শুইয়া[৩] আছে হেম ছএ খাটে।
মহারাজা শুইয়া[৩] আছে তাহার নিকটে ॥
একেতো পীরের বাঘ মনে বড় রোষ[৪]।
রানীর পৃষ্ঠে[৫] দিল কিল বুড়ি দশ ॥
এবাই এবাই কবিয়া চীৎকার[৬] বাও।
লগ্‌ঘি[৭] কবি ভরাইল মহারাজার গাও ॥
চুলে গিরা দিয়া রানীক বান্ধে মাথে মাথে।
বাজাক বান্ধিল ছএ রাণীর পদ[৮] সাথে ॥
হাএ হাএ করিয়া রাজা যদি মাথা তোলে।
ছএ বাণীর পাও পড়ে রাজার কপালে ॥
দুন্ধ পৈল বাজপুরী হৈল ওলাওলি।
বন্দুকী ধানুকী জাগে মহারাজার খুলি ॥
লড়ালড়ি করি সব পাইক সরদার।
চোর চোর করিয়া আইল আন্দর মাঝার ॥
আঙ্গিনাতে বসিয়াছে ঐ দুই বন্দী।
চতুর[৯] দিগে বাঘ দেখি লাগিলেক চুন্দি ॥
বাঘগণ সবাকার[১০] ধরে মাথা ঘাড়।
পাও ধরি মারে কাখ নির্ঘাত আছাড় ॥
গালে চড় দিয়া লএ ঢাক তলোয়ার।
পলাএ সকল লোক দেখিয়া ভয়ঙ্কর[১১] ॥
ঢাল তলোয়ার দিতে চাএ মার্গের ভিতর।
চাকুরির মুখে ছাই চলহ সত্তর ॥
এতেক বলিয়া তারা উঠিয়া দিল লড়।
মর্জ্জাত রাখিয়া গেল গালে খায়া চড় ॥
শর্বরী[১২] পোহারা গেল হইল ফযর[১৩]।
আঙ্গিনাতে শুইয়া রৈল হয়া থরে থর ॥
দূরে থাকি নিবেদন করিয়াছে রাজন।
প্রাণ দান দেহো মোকে ফকির দুই জন ॥
না জানি করিনু পাপ মুই মূঢ়মতী।
তেজ অভিমান মোক কব অব্যাহতি[১৪] ॥
মুই অভাগিয়া না চিনিলাম ছার চক্ষে।
করিলা তাহার শাস্তি পার কর দুঃখে[১৫] ॥
শেখ খোদা বখশে কহে বাহাদুরের পোতা।
রাজার সাক্ষাত গাযী কহে দর্প কথা ॥

ত্রিপদী।

গাযী বলে রাজা শুন[১৬]   তোমার অনেক গুণ
কহিতে মনেত[১৭] চমৎকার।
বড় তুমি মূঢ়মতি   নর কব দুর্গতি
তকরণ নষ্টের[১৮] সঞ্চার ॥
পড়িয়াছ আমার হাতে   যে করে দীন নাথে
মূঢ়[১৯] তুড়িতে পএদা আমি।
যত নর বলিদান   দিয়াছ দেবের স্থান
তার শাস্তি পাও কিছু তুমি ॥
কাটিয়া তোমার মাথা   পূজিব সব দেবতা
তবে মোর দুঃখ জাবে দূর।
কোন রূপে কেবা ফিরে   না চিন [তুমি] নযরে
বলৎকার করহ প্রচুর ॥

১. প্রন্ন্যাতি। ২. দুক্ক। ৩. ষুইয়া। ৪. রোশ। ৫. পিৃষ্টে। ৬. চিরত্তকার। ৭. লর্ঘি। ৮. পদের সাতে। ৯. চৌতুর। ১০. সবার। ১১. ভএ হুঙ্কার। ১২. সর্ব্বরি। ১৩. ফজর। ১৪. অর্ব্বাহতি। ১৫. দুক্কে। ১৬. যুন। ১৭. মোনেৎ। ১৮. নষ্টের ছঞ্চ্যার। ১৯. মুড়।

কিবা পীর পয়গাম্বর[১] দেবতা গর্ন্ধব[২] নর
পবিচএ না কর অহঙ্কার।
যতেক তোমার গর্ব সকলি করিব খর্ব
তবে ইয়াদ [রহে] আমার ॥
কোন স্থানে কহে কেবা নরকাটি দেএ সেবা
অঙ্গ তাব জিনি ঘোর পাপে।
ঘাটে ঘাটে যত জীব এক জন এক শিব
নির্বংশ[৩] হয়াছ সেহি পাপে ॥
নর রূপে নিরঞ্জন সদাএ ফিরে নারায়ণ
তাহা কিছু না কর বিচার।
রাজা যদি করে পাপ প্রজা তার পাএ শাপ[৪]
পুণ্য[৫] কর্লে বাড়ে রাজ্য ভার ॥
রাজার পাপে প্রজা নাশ পুণ্য কর্লে স্বর্গবাস[৬]
কেনে রাজা কর পাপমতি।
শেখ খোদা বখশে কএ রাজা হৈল পরাজএ
পীরের হাতে হৈল দুর্গতি ॥

পদ।

গাযী বলে আর নাকি দিবা বলিদান।
কেনে করো ভূত পূজা কহো মোর স্থান ॥
কেনেবা মূর্তি পূজ পাথর পূজ কেনে।
গঠিয়া[৭] আপন হাতে মার কি কারণে ॥
আপন হাতে গঠি দেও আপনে কর নতি।
কি দোষে ডুবায়া মার পাপ মূঢ়মতি ॥
পাথর পূজিয়া তার কিবা হএ পুণ্য[৮]।
নর হয়া নাহি জান নরজনের গুণ ॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর[৯] নর করি জান।
নরেক ভজিলে হবে বৈকুণ্ঠেৎ স্থান ॥
পাথর দেবতা তোরা কাল করি জান।
রাও শব্দ নাহি করে সবার সমান ॥
মরাদেব পূজি ভাই পুণ্য[১০] কিছু নয়।
পূজহ মনুষ্য[১১] দেও খাএ আর কএ ॥
করিলে নরের সেবা পাপ হএ নাশ।
ভজিলে নরের পদ স্বর্গে হএ বাস ॥
নর দণ্ড[১২] করিয়া ভূতেক কর সুখী[১৩]।
তকারণে বংশ নাশ প্রজাগণ দুঃখী[১৪] ॥

রাজা বলে অহে পীর কত ভর্ৎস[১৫] আর।
সেবিলাম তোমার পদ কর প্রতিকার[১৬] ॥
লোক মুখে শুনিয়াছি[১৭] যবনের গর্ব।
সব দোষ তার হাতে তোড়া জাবে দর্প ॥
সেহি কথা শুনিএগ্রা মনেতে চমৎকার।
তকারণে করি আমি যবনের সংহার ॥
বিধির নির্বন্ধে[১৮] তাহা না জাএ খণ্ডন।
যেবা দুঃখ ললাটে খণ্ডিলে বিমোচন ॥[১৯]
সেহি দুঃখ মোর আজি[২০] হইল ঘুচিত।
ছল ছিত্রে[২১] কাল আসি হৈল উপস্থিত ॥
আমার ললাটে লিখা জাত হবে ধ্বংস।
নরবলি পাপ বুদ্ধে হৈলাম নির্বংশ ॥
এতদিনে আসিয়া প্রবেশ হইল কাল।
মার কাট রক্ষা কর নিজ ঠাকুরাল ॥
তুমি গুরু আমি শিষ্য[২২] যে হএ বিচার।
প্রহারে কি কার্য আছে মার এক বার ॥
জাতি নাশ জীবন নাশ একি সমাসম।
তোমার সাক্ষাত আমি নাহি করি ক্রম ॥
রাজার ভজনে পীরের মনে হৈল দয়া।
কৃপাযুক্ত[২৩] হয়া বাঘ দিলেন খেদায়া ॥

---

১. পএকাম্বর। ২. গন্দব। ৩. নিরঙ্গস। ৪. স্রাপ। ৫. প্বন্ন্য। ৬. প্বন্ন্য কর্ন্ধে সর্গবাশ। ৭. গটিয়া। ৮. প্বন। ৯. বক্ষা বৃিষ্ণন মএর্শ্বর। ১০. প্বন্ন্যি কিছু নএে। ১১. প্বজহ মন্বস্য। ১২. ডণ্ড। ১৩. ষুকি। ১৪. দ্বকি। ১৫. ভর্জ্জ। ১৬. প্রিতিকার। ১৭. ষুনিএগ্রাছি। জৈবনের। ১৮. নিরবন্দে। ১৯. জেব দ্বক্ষ লওলাটে খণ্ডিলে বিরোচন। ২০. আসি। ২১. ছিত্রে শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ২২. সিস্য। ২৩. ক্রিরপাযুক্ত।

বাজরানীর বন্ধন করিল বিমোচন[১]।
পীরের চরণে আসি পড়ে সপ্তজন[২] ॥
পীরে বলে ওহে বাজা ছাড় অবিচার।
শমন ভুবন বুঝ ত্বরিত সমাচাব ॥
রাজা বলে কত লাজ দেহ মহাজন।
পোড়া কত দেহ [তুমি] শানের ঘর্ষণ[৩] ॥
কুলা ধবি বাও কব কাষ্ঠের[৪] আনলে।
ছাড় দয়া কর মায়া কত বুঝাও[৫] ছলে ॥
শাহ গাযী কহে কথা কালু জিন্দার কানে।
যুক্তিপথে[৬] জাতি নাশ করিব কেমনে ॥
লোকজন যত রাজা আনে ডাক দিয়া।
সালাম[৭] কবিল গাজীক যমিনে[৮] পড়িয়া ॥
বাড়ির আগে দিল এক গাযীর মসজিদ[৯]।
পঞ্চ খাসি দিয়া শিরনী[১০] করিল ত্বরিত ॥
ডিমাক সহরে হৈল গাযীর যাহির[১১]।
পাপ মূর্তি ছাড়ি রাজা নেকি পথে স্থির[১২] ॥
গাযী বলে শুন রাজা আমার বচন।
অতিথি বোস্টম[১৩] ফকির করিও সেবন ॥
তাহার দোওয়ার বংশ হৈবে উপাদান[১৪]।
দুই পুত্র জন্মিবে[১৫] খোদাব ফরমান ॥
রুদ্র শোভা দণ্ড শোভা[১৬] হৈবে দুই জন।
হইবে আমাব শিষ্য তোমার নন্দন ॥
জোড় হাতে বাজা বোলে শুন দয়ামএ ॥
অবশ্য হইবে শিষ্য যদি বংশ হএ ॥
বিদাএ হৈলাম আমি জাইব পাতালে।
অবশ্য[১৭] আসিব আমি আসিবারকালে ॥
তুষ্ট হয়া বিদাএ হৈল ভাই দুই জন।
সেখ খোদা বখশে কহে রফিক নন্দন ॥

—৪৩ পালা সমাপ্ত[১৮]।

---

১. বিমোচন। ২. শপ্তজান। ৩. ঘোসোন। ৪. কাস্টের। ৫. বুঝাও। ৬. যুক্তিপদে। ৭. ছার্ম্বাম। ৮. জমিনে। ৯. মজিদ। ১০. সিন্নি। ১১. জাহির। ১২. শৃতির। ১৩. অতিত্য বৈস্টম। ১৪. উপদান। ১৫. জক্ষিবে। ১৬. রুদ্রসবা দণ্ডসবা। ১৭. অর্ব্বস। ১৮. সমেআপ্ত।

৪৪ পালা

ত্রিপদী ছন্দ।

দুই ভাই সেহি ঠাঞি হইল বিদাএ।
রাজার তর দিয়া বর বেগে চলি জাএ ॥
ফকিরী বেশ[১] ছাড়ে দেশ কাতর আকার।
কত দেশ করে শেষ[২] বিদিত প্রচার ॥
শ্রম বথ্যা[৩] নাহি কথা অচল শরীর[৪]।
কত পাড়া হৈলা ছাড়া দুইটি ফকীর ॥
লোকজন দরশন যদি পাএ পথে।
কানা খোঁড়া পাইল সাড়া আইল শতে শতে ॥
গাযী বলে কৌতূহলে খোদার দিষ্টান[৫]।
খোঁড়া কানা যত জনা পাউক চক্ষুদান[৬] ॥
গাযীর কথা নহে বৃথা[৭] লোকে পাইল ত্রাণ।
জোড় করে বরাবরে কহে বিদ্যমান[৮] ॥
শুন পীর হইলাম স্থির[৯] চল আমার ঘর।
সাধ্য যেবা[১০] করি সেবা চল মোর পুর ॥
গাযী কএ মিছা নএ জাহ সর্বজন।
ঘরে জায়া সাধ্য চায়া করিও সেবন ॥
কালু গাযী আমরা আজি জাব বহুত দূর।
ফিরি যদি আনে বিধি জাব তোমার পুর ॥
কথা কএ চলি জাএ ভাই দুই জন।
বিক্রমপুর কতদূর পাইল কতক্ষণ ॥
সেই দেশ [হএ] প্রবেশ হইল সন্ধ্যাকাল[১১]।
সন্ধ্যা হইল উপসিল[১২] হৈল অসকাল ॥
দুই ভাই সেহি ঠাঞি এক গৃহে[১৩] গেল।
ভাবি মনে পদভণে[১৪] খোদা বখ্স্ মন্দবোল ॥

পদ

কালু গাযী গেল [এথা] বিক্রমপুর।
গাযী বলে কালু ভাই শুনহ[১৫] প্রচুর ॥
দিবা বহিয়া গেল সন্ধ্যা হইল।
রাত্রিকালে নহে ভাই চলন ভাল ॥
শুনিঞা আইল কোতাল জোড় হাত করি ॥
কালু গাযী[ক] আসি[য়া] করিল সালাম[১৬]।
গাযী কালু বলে শুনি তোমার [কিবা] নাম ॥
তোর ঘরে আইলাম দুইটি অতিথ[১৭]।
রজনী পোহাইলে আমরা জাইব তুরিত ॥

১. বেসে। ২. সেস। ৩. বেথা। ৪. সরির। ৫. দিস্টান। ৬. চক্ষদান। ৭. ব্রেথা। ৮. বির্দ্দমান। ৯. শ্‌তির। ১০. সাদ্য জেবা।
১১. সন্ধাকাল। ১২. উপাসিল। ১৩. গ্রিহে। ১৪. ভুনে। ১৫. ষুনহ। ১৬. ছার্ল্লাম। ১৭. অতিত।

কোতালে বলেন সাহেব লহ[১] প্রণতি।
কোচ কুলেতে আমার হইছেন স্থিতি[২] ॥
মনে কিছু সুখ[৩] নাঞি শুনহ[৪] গোসাঞি।
এক পোতার মোর পুরিল প্রমাঞি ॥
রাখিছে হরি দেব নাম আমার বলি।
লাথি দেহ তুমি মোর ললাট[৫] তুলি ॥
গাযী বলে কাল শোক[৬] পড়িল কেমন।
হরি দেব বলে সাহেব শুনহ বচন ॥
রাজ্যের রাজার নাম বিক্রমেশ্বর[৭]।
দুষ্ট এক কন্যা আছেন তাহার ঘর ॥
নিত্যি[৮] খাএ সেহি কন্যা লোক একজন।
পালি করি দেএ সব যত প্রজাগণ ॥
নব লক্ষ প্রজা আছে রাজার দেশ।
আজি [ঘরে] পালি মোর হয়েছে প্রবেশ ॥
না দিয়া না বাঁচি আমি রাজ্যে[৯] থাকি তার।
পড়িছে প্রমাদ আমার নাহিক নিস্তার[১০] ॥
দুজাহানে নাহিক আমার আর একটি নন্দন।
তাঞি কি আমি জাইব একজন ॥
আমি গেইলে পুত্রের হইবে দুর্গতি।
পুত্র গেলে আর লক্ষ নাহিক স্থিতি[১১] ॥
তিন রোজ হইল না খাইয়াছি অন্ন[১২]।
অতিথ[১৩] উপবাসে আমার কি হইবে পুণ্য[১৪] ॥
তকারণে আমি সাহেব করি জোড় কর।
ক্ষেমো[১৫] আপরাধ [মোর] জাহ অন্য ঘর ॥
আপনার দেহাতো রাখিবার ধর্ম্ম[১৬]।
তবে হএ পুণ্য কারণে মর্ম্ম[১৭] ॥
যদি তনুখানি যায়তো[১৮] রসাতল।
পাপ পুণ্যের[১৯] আছে মোর কোন ফলাফল ॥
গাযী কালু বলে বাছা শুন[২০] আমার বাত।
রাত্রি হইলে আমরা দুহে না খাইব ভাত ॥
কোথাএ জাইব মোরা হইল রাত্তি[২১]।
নাহি চিনি পথ মোরা জাব কোন ভিতি ॥
উদ্যানে[২২] রহিব আমরা বৃক্ষের[২৩] তলে।
উঠিয়া জাইব আমরা রাত্রি পোহাইলে ॥
কান্দিয়া করে পুনঃ[২৪] কোতাল মিনতি।
গাযীর বিদ্যমানে[২৫] যে করিছেন স্তুতি[২৬] ॥

পাপ পুণ্য[২৭] আজি আর নাহিক আমার।
রাজা এত কর্ল তুমি জাহ তাহার ঘর ॥
এত বাক্য শুনি গাযী হৈল বিমরিষ[২৮]।
শেখ খোদা বখ্‌শে কহে নইমুল্লার শিষ্য[২৯] ॥
গাযী বলে কোতয়াল শুন মোর বাণী।
পুণ্য ধর্ম যত কর্ম লহ তত্ত্ব জানি[৩০] ॥
সাধন[৩১] সেবন আর ভক্তি মুক্তি শুন।
নরকবাসী স্বর্গবাসী যত পাপ পুণ্য[৩২]।
আইলাম তোমার গৃহে[৩৩] গোঙাইতে রাতি।
রাত্রে খেদাইয়া দিলে কোন যুক্তি[৩৪] ভক্তি ॥
অন্নদান বস্ত্রদান পুণ্যের কারণ[৩৫]।
সোনারূপা কেন কর দান রজত কাঞ্চন ॥
হীরা মুক্তা মণি মাণিক প্রমাণ দক্ষিণা।
অল্প পাপে সর্ব ধ্বংস গুরুর বাহানা[৩৬] ॥
কঠোর বাক্যে পাপ হেতু প্রীতি বাক্যে ধর্ম্ম[৩৭]।
মুক্তি যে জন জানে গুরু [র] জানে মর্ম্ম ॥
একে পুণ্য করে যে সেহিত পরসন।
উচ্চ নীচ[৩৮] করে তার লক্ষ্যে ভগবান ॥
নির্লক্ষ্যকে লক্ষ্য দেএ সেহি ধর্ম্মমতী[৩৯]।
অলখ্য করিবা[৪০] তুমি এ কোন যুকতি[৪১] ॥
এতেক শুনিয়া কোতাল করেছি ক্রন্দন।
এহিত মনুয্য নহে কোনবা মহাজন ॥
অমনি আসিয়া পৈল পীরের চরণে।
চরণে স্মরণ[৪২] লইলাম রাখহ জীবনে ॥
কোতয়ালের ক্রন্দনে গাযীর মনে হৈল দুঃখ[৪৩]।
নর হয়া নর খাএ এত বড় মুখ ॥
গাযী বলে হরি দেব শুন[৪৪] মোর বাণী।
কোন রূপে নর খাএ রাজার নন্দিনী[৪৫] ॥
কাটি মাংস খাএ কিবা অমনি করে গ্রাস।
স্ত্রী হয়া পুরুষ খাএ একি সর্বনাশ ॥
জন্ম[৪৬] নারী পরী কিবা জন্মিল[৪৭] রাক্ষসী।
তকারণ নর ভক্ষণ[৪৮] করেন রূপসী[৪৯] ॥
কও তত্ত্ব[৫০] শুনি তার কেমন বাখান।
শুনি অসম্ভব কথা চমকিল প্রাণ ॥
নারী হয়া নর খাএ কভু[৫১] নাহি শুনি।
শেখ খোদা বখ্‌শে পদ করিল গাঁধুনি ॥

১. ষুণহ প্রন্ন্যতি। ২. শ্‌তিতি। ৩. ষুখ। ৪. ষুণহ। ৫. লওলাট। ৬. শোগ। ৭. বিক্রমর্শ্বর। ৮. নিথি। ৯. রাজ্য। ১০. নিশ্‌ভার। ১১. শ্‌তিতি। ১২. অর্ণ্ন্য। ১৩. অতিৎ। ১৪. পূর্ণ্ন্য। ১৫. খেমোআপোরাদ। ১৬. ধন্ম। ১৭. মন্ম। এ চরণের অর্থ বুঝা গেল না। ১৮. জাএেত। ১৯. পুন্ন্যের। ২০. ষুণ। ২১. রাত্রি। ২২. উর্দ্দানে। ২৩. বৃক্ষের। ২৪. প্বন্ন্য কোত্তালের মিন্ন্যতি। ২৫. বির্দ্দমানে। ২৬. শ্‌তুতি। ২৭. প্বর্ণ্ন্য। ২৮. বিমর্ষ অর্থে। ২৯. সিস্য। ৩০. প্বণ্ন্য দন্ম জত কন্ম লহ তৎ জানি। ৩১. সাদন। ৩২. নক্কবাসি। সর্গবাসী জত পাপ প্বণ্ন্য। ৩৩. গ্রিহে। ৩৪. মুক্তি। ৩৫. অণ্ন্যদান। বশ্‌তদান প্বণ্ন্যর কারণ। ৩৬. বাহনা। ৩৭. ধন্ম। ৩৮. উর্ঞ্চ নির্ঞ্চ। ৩৯. নিলক্ষিক লক্ষি দেএ সেহি ধন্মমতি। ৪০. অলক্ষ করিয়া। ৪১. মুকুতি। ৪২. স্বঙরন। ৪৩. দ্বখ। ৪৪. ষুন। ৪৫. নন্দনি। ৪৬. জন্ম। ৪৭. জন্মিল রাক্ষুসি। ৪৮. ভুক্ষন। ৪৯. উপসি। ৫০. তৎ। ৫১. করে।

ত্রিপদী ছন্দ।

হরি দেব বলে শুন রাজার কন্যার গুণ
কহিতে মনেত লাগে ব্যথা।[১]
এক পহর রাত্রি জাইতে পাইক আসে শতে শতে
দিনে যাএ পালি করে যথা[২] ॥
চৌদিকে ঘিরে বাড়ি পশ্চাতে[৩] হস্তেৎ দড়ি
ধরি লয়া জাএ রাজার পুরে।
কন্যার মন্দির যথা নর লয়া জাএ তথা
খাড়া করে কন্যার হুযুরে[৪] ॥
কন্যার মন্দিরে তাকে হাযীর করে পাইকে
দ্বারে[৫] দেএ বজ্র কবাট।
সর্ব নাহি করে ধ্বংস[৬] নাহি খাএ চর্ম[৭] মাংস।
প্রাতে দেখে যেন পোড়া কাঠ[৮] ॥
গোরা বর্ণ[৯] কালা হএ কুণ্ড মাঝে ফেলি দেএ
জোক পোকে ধরিয়া মাংস খাএ।
পাইকগণ যবে ধরে ত্রাসে প্রাণ আগে মরে
বিপাকে পড়িয়া প্রাণ জাএ ॥
নাম কন্যার ভানুমতি গন্ধর্ব[১০] জিনিয়া জ্যোতি[১১]
ভানু যেন সর্ব শরীর।[১২]
দেখিতে সুন্দর প্রাণী কার্যে বড় দ্বিচারিণী[১৩]
নামে প্রাণ হয়ত[১৪] অস্থির ॥
কি করিব নাহি দিস ভুগিব গরল বিষ
দুষ্ট কন্যা না জাএ মরিয়া।
দুষ্ট রাজা কর্ল কর্ম[১৫] দ্বিচারিণীক দিল জন্ম[১৬]
চমৎকার রাজ্য[১৭] ভরিয়া ॥
ঘড়ি বাদে হবে সোম কখন বা আইসে যম[১৮]
তরিতে উপাএ বল তুমি।
ধরিলাম তোমার পাও মোরে নিস্তারিয়া লও
কি রূপে বাঁচার প্রাণ আমি ॥
খোদা বখ্শে কহে কবি আর মানব জন্ম হবি
আল্লা বল তরিতে শমন।
আগ পাছ সুখ ভোগ চিহ্ন[১৯] করি ফিরে লোক
ভাগ্যে[২০] মানব হইব কখন ॥

ইতি। ৪৪ পালা সমাপ্ত।

১. ব্রেথা। ২. জথা। ৩. প্রছদে। ৪. হাজুরে। ৫. দারে। ৬. শর্ব্ব না করে ধংষ। ৭. চন্ম মাংষ। ৮. কাট। ৯. বণ্ন্য। ১০. গন্দব। ১১. ্তি। ১২. ভানু জেন সর্ব্বত সরিব। ১৩. কাজ্য বড় মুচারিনি। ১৪. হওত অশতির। ১৫. কন্ম। ১৬. মুচাবনিক দিল জন্ম। ১৭. বার্জ্জএ। ১৮. জম। ১৯. চিণ্ন্য। ২০. ভার্গে।

পদ।

বাক্য শুনি গাযী হৈল ধন্দ।
কন্যা বটে সুন্দবী বিকৃত[১] কেন মন্দ ॥
বক্ত মাংস নাহি খাএ লোক থাকে মবি।
গুরু মুখে শুনিয়াছি[২] মাগিলে না হএ চুবি ॥
জাগিলে ঘব চুবি কখন নাহি জাএ।
কেনে দুষ্ট দ্বিচাবিনী[৩] বদেব ভাগী হএ ॥
না কান্দ কোতাল তুমি মন কব স্থিব[৪]।
তোমাব বদলে দিব আপনাব শিব ॥
কোতালে বলেন তুমি থাক অন্য[৫] ঠাঞি।
অন্য[৫] দেশেব লোক নিতে বাজার হুকুম নাঞি ॥
গাযী বলে প্রাণ দিব আপন ইচ্ছাএ।
জন্মিলে[৬] মরণ আছে তাথে কিবা দাএ ॥
কোতালেয় স্ত্রী[৭] কান্দে না মানে প্রবোধ[৮]।
পরের কারণ পর পুরুষ হইবেন বধ[৯]।
গাযী বলে না কান্দিও কোতালের নারী।
সুখ[১০] ভোগ পুত্র কন্যা সব দিতে পারি ॥
আমি পীর বড়খা গাযী কলিতে যাহির[১১]।
আল্লা নবীর নামে ফিরি হইয়া ফকির ॥
তাহা শুনি কোতালিনী ধরে পীরের[১২] পাও।
দরিদ্র জনাক সাহেব নিস্তারিয়া[১৩] জাও ॥
গাযী বলে দূর কর শোকাকুল[১৪] বেশ।
দুর্জন সংহার করি ফিরি দেশে দেশ ॥
স্থির[১৫] কর মন তোরা দুঃখ[১৬] কর দূর।
পাইকের আগে করি দেহ আমাকে হাযীর[১৭] ॥
পাইকগণ আইলে মোরা আসিব শুনিঞা।
পুছিলে বলিও উহাকে আনিছি[১৮] কিনিঞা ॥
তহার পাছে দিব আমরা উচিত উত্তর।
বলাবলির কার্য কি আমার ধর্ম[১৯] তোর ॥
এতেক বলিতে হৈল অর্ধপ্রহর বাতি।
হেন কালে পাইক আইল লয়া খড়গ কাতি ॥
উঠানে[২০] আসিযা পাইক বলে প্রীতি বাণী[২১]।
ত্বরিতে কোটাল বেটা খাও অন্ন পানি ॥
বাজকন্যা আজি বড় হয়াছে ক্ষুধাতুর[২২]।
জঞ্জাল ঘুচিবে তোমাক কবিলে হাযীব[২৩] ॥
কোতাল কান্দিযা বাবাইল আব কোতালিনী।
দুইটি মনুয্য আমবা আনিঞাছি কিনি ॥
হস্ত[২৪] তুলি দেঙ ধর আগে কবি নেও।
দুই বছবেব তরে আমাক ফাবোগ করি দেও ॥
তাহা শুনে পাইকগণ বলে তার ঠাঞি।
অন্য[২৫] লোক লইতে রাজার হুকুম নাঞি ॥
তাহা শুনি গাযী তাহাক বলিছে উত্তর।
আপন ইচ্ছাএ যাব তোমার[২৬] কিবা ডর ॥
ধ্যান করি বুঝে সহায়[২৭] আছে আল্লাজি।
অকুমাবী রাজকন্যা তাকে ভএ কি ॥
শুন শুন পাইকগণ আমার বচন।
মাতা পিতা আমা দুহাক করিছে বেচন[২৮] ॥
দুই হাজার টাকা লইছে দুহাকে বেচিয়া।
পিতা ধর্ম[২৯] পালি জাই জীব প্রাণ দিয়া ॥
তুমি যদি নাহি লও ফিরিব আওয়াস[৩০]।
অন্তিমে পিতার কোপে হবে[৩১] নরকবাস ॥
শিক্ষা[৩২] গুরু দীক্ষা গুরু অন্তিম গুরু জান।
আদ্য[৩৩] গুরু বাপ মাও সবার[৩৪] প্রধান ॥
অন্ধকার পিয়া[৩৫] যেহী দেখাল উজাল।
তার বাক্য রক্ষা[৩৬] হবে তবে ধর্মফল[৩৭] ॥
তুমি যদি নাহি চাও আপন ইচ্ছাএ যাব।
রাজাকে আরবি[৩৮] দিয়া কোতালেক বাঁচাব ॥
দরিদ্র[৩৯] মোর বাপ মাও টাকা বুঝি খাইছে।
নিকৃষ্ট[৪০] কাঙাল কোচ সাগরে ভাসিব পাছে ॥

১. বিক্রিত। ২. ষুনিঞাছি। ৩. দ্বচারিনি। ৪. শ্তির। ৫. অণ্ন্য। ৬. জম্মিলে। ৭. শ্তিরি। ৮. প্রমবদ। ৯. বদ। ১০. ষুক। ১১. জাহির। ১২. পিরে। ১৩. নিশৃতারিয়া। ১৪. শোকাকুলি। ১৫. শ্তির। ১৬. দ্বক্ষু। ১৭. হাযুর। ১৮. আনিঞাছি। ১৯. ধন্ম। ২০. উধানে। ২১. প্রিত বানি। ২২. ক্ষিদাতুর। ২৩. হাযুর। ২৪. হশৃত। ২৫. অণ্ন্য। ২৬. তোমাক নিবার ডর। ২৭. সোত্তাএ। ২৮. বারণ। ২৯. ধন্ম। ৩০. আওাস। এ শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ৩১. হবো নক্ষ বাস। ৩২. সিক্ষা। ৩৩. আর্দ্দ। ৩৪. সভার। ৩৫. এ শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ৩৬. ভক্ষ। ৩৭. ধন্মফল। ৩৮. আরজি। ৩৯. দলিদ্র। ৪০. নিকিস্ট।

ধন গেইছে জন জাবে কোতাল হৈছে চোর।
হেন অবিচার করে কোন রাজ্যেশ্বর[১] ॥
বলা বলি হৈতে হইল [অনেক] রাত্রি বাড়া।
পাইকের উপরে আইল দুষ্ট[২] দুই ধাউড়া ॥
ক্রোধে আসি দুই ধাউড়া পাইকেক মারে ছড়ি।
কি লোভে ভুলিয়াছ কোচ শালার বাড়ি ॥
রাজার আজ্ঞাএ লয়া জাব কার বাপের ডর।
কহিতে না আইসে তাক ঘরে জায়া ধর ॥
বিনে দানে রাজ্য খাএ নাহি কর[৩] কড়ি।
ঘরে গেইলে কার একতিসে[৪] দিবে দড়ি ॥
তাহা শুনি পীর গাযী ক্রোধেত প্রচুরি।
অহঙ্কারের কার্য কি চল রাজপুরী ॥
ধাউড়া বলে উত্তর দিল এই দুইটা কে।
পাইকে বলে হরি কোচের বদল ইহাক লে ॥
ধাউড়া বলে তাকি পারি লইতে অন্যজন[৫]।
গাযী বলে লইব মোরা আপনে মরণ ॥
বাপ মাও বিক্রি কর্ল হইয়া দুঃখিনী[৬]।
কোচে মোকে কিনিল বাপেক দিয়া ঋণি[৭] ॥
ধাউড়া[৮] বলে কিনি যদি লয়া থাকে কোচে।
কড়ি দিয়া কিনি লইলে কেবা তাকে পুছে ॥
কালু গাযী দুই জনাক লইল ধরিয়া।
কন্যার অন্দরে দিল হাযীর[৯] করিয়া ॥
শেখ খোদা বখশে[১০] কহে রচিয়া পয়ার।
রাজপুরের যত নারী আইল দেখিবার ॥

ত্রিপদী ছন্দ।

ব্রাহ্মণের নারী আইল সারি সারি
গাযী কালু দেখে আসি।
গাযীর বদন করি নিরীক্ষণ[১১]
মূর্ছাগত অস্থির[১২] রূপসী ॥
এহি দুই জন মদন মোহন
চক্ষু[১৩] চন্দ্র দেহা ভানু।
ভুরু[১৪] ধনু ঠাম রূপে অনুপাম
কাঞ্চন কিঙ্কিনী তনু ॥
তিল ফুলা নাসা চন্দ্রপর কাশা[১৫] (?)
চক্ষু[১৩] যেন জবা ফুল।
যেন মনোহর[১৬] পরম সুন্দর
নারী সব ব্যাকুল ॥
কন্যা ভানুমতী কাষ্ঠ[১৭] সম ছাতি
পুরুষ সংহার করে।
দেখি ইহার অঙ্গ[১৮] মদন রঙ্গ
প্রাণে নাহি আর ধরে ॥
'হেন মনে কএ ইহার হৃদএ
রাখি সদা সর্বক্ষণ।[১৯]
মন্দিরে লইয়া হুড়কা লাগায়া
সদাই করিবে[২০] রমণ ॥
দেখি যাহার অঙ্গ বাড়িল তরঙ্গ
তার মনে অমৃত রাখি।

১. আর্জ্জেশ্বর। ২. দুষ্ট॥ ৩. কড়। ৪. এখতিয়ার শব্দের স্থলে 'একতিসে' শব্দ অপ্রপ্রয়োগ বলে মনে হয়। ৫. অণ্ন্যজোন। ৬. দুখিহিনি। ৭. রিনি। ঋণ স্থলে ছন্দের জন্য ঋণি। ৮. ধাড়া। ৯. হাযুর। ১০. বক্সে। ১১. নিরক্ষণ। ১২. শ্তির। ১৩. চক্ষ। ১৪. ভুর। ১৫. 'চন্দ্রপর কাশা' শব্দদ্বয়ের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ১৬. মন্নহর। ১৭. কান্টা। ১৮. রঙ্গ। ১৯. সর্ব্ব খোন। ২০. কবিছে।

আমরা দেখিয়া ইহাকে ছাফায়া[১]
লয়া জাই সব সখী ॥
বিধাতা বঞ্চিত এ রূপ কিঞ্চিত[২]
নাহি আমা সবার পতি।
হেন করে মন ইহার কারণ
পতিক করি আত্মঘাতী[৩] ॥
যখন সুন্দরে যাইবে মন্দিরে
জীব প্রাণ সব করিবে চুরি।
লাজ ভএ তেজি সঙ্গে যাব আজি
চুম্বনের[৪] মনে অধর ধবি ॥
জন্মিলে[৫] মরণ আছে জনে জন
মরি জাব ইহার সাথে[৬]।
খোদা বখসে কএ ছাড়হ বিনএ
পাপ কুণ্ড লইল মাথে ॥

পদ

গাযী বলে শুন তোবা যত পরিজন।
এহিরূপে নিরঞ্জন লেখিছে[৭] মরণ ॥
আমা দুইএব মাও বাপ সেহি কাঙ্গালী।
সর্ব শূন্য[৮] হৈল মাএর কোল হৈল খালি ॥
আর কেহ নাহি আমা[৯] সবার বাপ মাও।
আমা দুহের শোকে বুঝি জলে ঝাপ দেএ ॥
পিতা মাতা মৈল বুঝি আমার কারণ।
বিপাকে কন্যার কাছে মৈলাম দুই জন ॥
আমা দুহের মৃত্যুশোক[১০] তোমরা বুঝ কেনে।
নিন্দিয়া আপন পতি পাপমতী মনে ॥
দেখিয়া সুরঙ্গ[১১] পুষ্প কর নানা হাস।
বেণীর উপর তুলি দেখ একি গন্ধ[১২] বাস ॥
এক পুষ্প এক বৃক্ষ[১৩] নানা জাতি শাখা।
বুঝিতেছি ভিন্ন[১৪] ভিন্ন গোড় মূল একা ॥
কিঞ্চিৎ নিন্দিলা পতি মনের হরিষে।
এহি পাপে সব নারী যাবে নরক[১৫] বাসে ॥
পঞ্চ ফুল দিয়া তোমার ভর এক সাজি।
এক রঙ্গ[১৬] বিনে আর অমৃত[১৭] নাহি রাজি ॥
নানান বর্ণ[১৮] একি বাস বুঝহ শুঙ্গিয়া[১৯]।
খাইবে নরকের পোকা পতিকে নিন্দিয়া ॥
স্ত্রী শিষ্য[২০] আপন স্বামী[২১] জান গুরু সম।
গুরু নিন্দা করে যেবা[২২] সে বড় অধম ॥
তবে বলে রঙ্গ রূপ আছে বড় ছোটা।
কর্ম[২৩] দোষে এহি বুঝ নসিবের বাটা ॥
আমি মরি মৃত্যু[২৪] তাপে তোমারা মর রঙ্গে।
অন্তিমে তরিতে না পারিবা পতি সঙ্গে ॥
শুনিহএ্যা রমণীগণ হইল লজ্জিত।
অমনি ফিরিয়া সবে চলিল পুরীত ॥
শেখ খোদা বখশে পুস্তক[২৫] করিল প্রচার।
কালু গাযী চলি গেল মন্দির মাঝার ॥
ছএজন পাইক তারা লাগাল কপাট।
চিন্তিয়া চলিয়া গেল আপনার বাট ॥
কালু গাযী চলি গেল কন্যার[২৬] মন্দির।
সূর্য উদয় যেন পোহায়া তিমির ॥[২৭]
কালু যেন কালা মেঘ গাযী যেন চান্দ।
দুহার ললাট[২৮] চন্দ্র ভুরু দাম ফান্দ ॥
সুবর্ণ[২৯] পালঙ্গ ঘরে ঝলমল করে।
সুবর্ণ[২৯] বাটাএ পান[৩০] রত্ন প্রদীপ[৩১] জ্বলে ॥
দেব গন্ধর্ব[৩২] কিবা নর বিদ্যাধরি[৩৩]।
অপূর্ব আকার রূপ দেখিতে সুন্দরী ॥

১. ছাফিয়া। ২. কিনচিত। ৩. আতমাঘাতি। ৪. চুম্বনের। ৫. জম্মিলে। ৬. শাতে। ৭. লেখিয়াছে। ৮. ষুন্ন্য। ৯. আমার। ১০. মির্ত্তসোগ। ১১. ষুরঙ্গ প্স্ক। ১২. গন্দ। ১৩. বৃিক্ষ্য। ১৪. ভিন্ন্য। ১৫. নক্ষ বাসে। ১৬. রংঙ্গ। ১৭. অম্রিত্র। ১৮. বন্ন্য। ১৯. ষুঙ্গিয়া। ২০. শ্রী সিস্য। ২১. সামি। ২২. জিবা। ২৩. কৰ্ম্ম। ২৪. মিত্য। ২৫. প্তশতক। ২৬. কন্ন্যার। ২৭. ষুর্জ্জ উদাএ জেন পোহায়া ত্রিমির। ২৮. লওলাট। ২৯. সোবর্ন্ন্য। ৩০. পাঁন। ৩১. প্রিদিব জলে। ৩২. গন্দব। ৩৩. বির্দ্দাধরি।

বিনাইয়া বিনোদিনী[১] বিরস বদন।
দেখিয়া কালুর[২] প্রাণ হৈল অচেতন[৩] ॥
গাযী চন্দ্র কালু কালা কন্যা শশধর[৪]।
লজ্জাগত চন্দ্র ভানু দেখিয়া[৫] পয়োধর ॥
গাযী কালু কন্যা যখন হৈল দরশন।
আসমানের চন্দ্র সূর্য[৬] নামিল তখন ॥
কন্যা বলে বিধাতা মোর হইল নাম।
গাযী কালুর রূপ দেখি জাগে পঞ্চ কাম ॥
কি হইল কি হইল বিধি মুই অভাগীরে।
কি রোগ জীবনে বিধি রাখিলা শরীরে ॥
এহুন বয়সে মোর কাল গেল বয়া।
কি পাপ করিলাম আমি [আ] পূর্ণ[৭] রৈল হিয়া ॥
মদন মোহন[৮] কুমার আমার মহলে।
ইহার বধের ভাগী হব কাল[৯] প্রাতঃকালে[১০] ॥
দেখিয়া দুহার রূপ স্থির[১১] নহে প্রাণ।
জাগিল দমন বাণ কাম শরশাণ[১২] ॥
জাগিলে সেহি[১৩] কাম বাণ না হবে লজ্ঘন[১৪]।
মোর ভাগ্যে[১৫] নাহি দেখা প্রেম আলিঙ্গন ॥
হৃদে[১৬] রঙ্গ যৌবন মরণ টলমল।
আনলে পুড়িল মোর সপ্তদল কঙল[১৭] ॥
কি কাজে বিধাতা দিল এরূপ যৌবন।
এতদিনে অভাগীর না হৈল মরণ ॥
যত লোক ধ্বংস[১৮] হৈল আমার মন্দিরে।
এহি পাপে কত দুঃখ[১৯] দেএ কত[২০] বরে ॥
পড়িব চৌরাশী কুণ্ডে হব নরকবাসী।
কোথাকার গন্ধর্ব[২১] আজি প্রাণ নিল আসি ॥
কান্ধিয়া পড়িল কন্যা দুহার চরণে।
মদন পাগলিনী কান্দে অরুণ নঞানে ॥
গাযী বলে ভাই কালু একি অচরিত।
সর্প হয়া মৃত্যু[২২] হৈল না বুঝি বিহিত ॥
ঘড়ি বাদে আমা দুহাক ফেলিবে মারিয়া।
রাক্ষসের নারী আছে মায়াকি করিয়া ॥
এহি রূপে আগে করে ছল আরম্ভন।
চুম্ব ধরি রক্ত শূন্য[২৩] করাএ জীবন ॥
অস্থির[২৪] না হৈও ভাই স্থির[২৫] কর চিত।
নিদানে তরাবে হাদি না হও ভাবিত ॥
মারিলে কুশলে জাবে না রাখিব মূল।
উচ্চ কুচ[২৬] কাটিয়া ফেলিব নাক চুল ॥
মনে মনে হেন যুক্তি করে দুইভাই।
কন্যা দেখি কালু জিন্দা বড় প্রেমবাই ॥
কান্দিয়া কদম ছাড়ি উঠে ভানুমতী।
দুহার সাক্ষাতে কন্যা করেন প্রণতি ॥
শুনহ সুন্দর কুমার বৈস হেন খাটে।
দেখিয়া তোমার রূপ মোর প্রাণ ফাটে ॥
কালা রঙ্গ বামে দেখি দক্ষিণে লক্ষাই।
মোর শিরে পাও তুলি দেও দুই ভাই ॥
এতেক শুনিঞা দুহে বসিল পালঙ্গে।
কন্যা বলে এহিরূপ দংশিবে ভুজঙ্গে[২৭] ॥
ভিন্ন[২৮] পালঙ্গে কন্যা বসিল তখন।
এহি পালঙ্গে তবে বৈসে দুইজন[২৯] ॥
শেখ খোদা বখ্‌শে কহে শুন[৩০] বন্ধুজন।
পঞ্চম রসের তাল গান আলাপন ॥

—৪৫ পালা সমাপ্ত

---

১. বিনদিনি। ২. গাজির। ৩. অচৈতন। ৪. সোসধর। ৫. দেখিতে। ৬. ষুর্জ্জ। ৭. প্বন্য। ৮. মহন। ৯. কাউল। ১০. প্রতেককালে। ১১. শৃতির। ১২. সারাসান। ১৩. সেএ। ১৪. লঙ্গন। ১৫. ভার্গে। ১৬. হিদে। ১৭. কমল অর্থে। ১৮. ধংশে। ১৯. দুক্ষ। ২০. ঘত। ২১. গন্দব। ২২. মির্ত্ত। ২৩. ষুনি। ২৪. অশৃতির। ২৫. শৃতির। ২৬. উঞ্চ কুঞ্জ। ২৭. ভুজুঙ্গে। ২৮. ভিন্ন্য। ২৯. তিন জন। ৩০. ষুন বন্দুজন।

৪৬ পালা

সুবর্ণের রেকাবী[১] [ধরি]   পান[২] তাম্বুল হস্তে[৩] করি
কালু গাযীর সাক্ষাতে[৪] রাখিল।

বৈসে কন্যা ভিন্ন[৫] খাটে   দেখিয়া পরাণ ফাটে
খাও খাও বলিতে লাগিল ॥

আমি বড় দূরাচারিণী[৬]   পাপী তাপী কলঙ্কিনী
শুনী মোর দুঃখের[৮] সমাচার।

আদ্য[৯] অন্ত যত বাণী   কহে কথা কমলিনী
দেখি দুহার প্রাণ জার জাব ॥

শুন[৭] কুমার মোব কথা   বিক্রম কিশোর[১০] পিতা
মার মোর দুর্বাধন[১১] রানী।

কন্যা পুত্র নাহি আর   নাহি কিছু ছিল তার
প্রথমে জন্মিলাম[১২] অভাগিনী ॥

এক দুই বছর গেলা   শিশু[১৩] সঙ্গে করি খেলা
তিন বছর হৈল উপস্থিত[১৪]।

পুষ্প বাগ বৃন্দাবনে[১৫]   গেলাম মোরা[১৬] শিশুগণে
তথা কাল হইল ঘটিত ॥

শিশু মধ্যে শিশু মতি[১৭]   বসিয়াছি বাগ[১৮] ভিতি[১৯]
তথা এক আইল কাল সাপ।

যত শিশু[১৩] ছিল সঙ্গ   সবে দিল খেলা ভঙ্গ
সবে[২০] পালাএ পায়া মনস্তাপ ॥

দুর্বল কোমল তনু   পালাইতে না পারিনু
কাল সর্প বেড়ে মোব গাএ।

বিশ্বম্ভর[২১] ফণধর   কেশ সম কলেবর
নাক দিয়া গর্ভেতে[২২] সামাএ ॥

করিলাম চিৎকার[২৩]   সর্পে না শুনিল আর
কেশ রূপে গেল গর্ভের[২৪] বাস।

নিথি নিথি[২৫] এক নরে   রাত্রেতে দংশন[২৬] করে
না পাইলে মোর সর্বনাশ ॥

মাতা আইল ঘর   বহু কর্ল তদান্তর
মন্ত্রে ঔষধে না হএ দূর।

১. ইকাবি। ২. পাঁন। ৩. হশ্তে। ৪. শাক্ষ্যাতে। ৫. ভিণ্ন্য। ৬. দ্বচারিনি। ৭. ষুণ। ৮. দ্বক্ষের। ৯. আর্দ্দ। ১০. বিক্রম কেসর। ১১. দুর্ব্বধন। ১২. জক্ষিলাম। ১৩. সিষু। ১৪. উপস্থিত। ১৫. বিন্দাবোনে। ১৬. আমি। ১৭. সিষু মর্দ্দে সিষুমতি। ১৮. বাঘ। ১৯. ভিতরে অর্থে। ২০. নরে। ২১. বিসম্বর। ২২. গর্ব্বেতে। ২৩. চিরিতকার। ২৪. গর্ব্বের। ২৫. নির্থি ২। ২৬. ডংসন।

তবে নর পালা করি নিত্যি নিত্যি[১] আনে ধরি
নিভএ নির্মাইয়া[২] দিল পুর ॥
খোদা বখশে কর্ণ শুরু নইমুল্লা তাহার গুরু
কনিষ্ঠে[৩] দাইমুল্লা নাম দিল।

পদ।

শুন শুন অহে কুমার আমার কাহিনী।
এহি রূপে বাসরে ঝুরি দুষ্ট অভাগিনী ॥
বাপ মোকে শঙ্কা ভাবে মাও হৈল কাল।
যদি আমি প্রাণে মরি ফুরাবে জঞ্জাল ॥
কহিতে দুঃখের[৪] কথা নাহি আদ্য[৫] অন্ত।
কহ দেখি শুনি আমি দুখের বৃত্তান্ত[৬] ॥
গাযী বলে বাক্য[৭] মোর শুনহ[৮] রূপসী।
দুই সহোদর[৯] মোরা পথিক[১০] বিদেশী ॥
পশ্চিম[১১] দেশেতে আছে বৈরাট নগর।
সেহি রাজ্যেতে[১২] বৈসে বাদসা সেকান্দর ॥
তাহারা নন্দন আমি ওসমা জননী।
তাহার গর্ভে জন্ম মোর বিধির কারণি ॥
পাটেতে বসিতে পিতা বলিল আপনি।
ফকীর হৈলাম গলে চড়ায়ে কাফনি ॥
রাত্রি নিশাভাগে মোরা ছাড়িলাম নগর।
নানা মায়া দুঃখ[১৩] শোকে ফিরি দিগান্তর ॥
কত গঙার তুড়িয়া আনালাম[১৪] ঈমান।
নিকৃষ্ট[১৫] জনেক কত করিলাম প্রধান ॥
আর যত কব কত ছাড়িলাম বাখান।
পুস্তক বাহুল্য[১৬] বহু অল্পে সমাধান[১৭]।
পশ্চাতে[১৮] আইলাম তোমার এহিঁদেশে।
হরিদেব কোতালের গৃহেতে[১৯] পরবাসে ॥
সপ্ত[২০] পঞ্চ নাহি তার একটি নন্দন।
তাহাকে আনিতে গেল তোমার পাইকগণ ॥
কোতালিনীর ক্রন্দনে আমার পুড়ে হিয়া।
তাকে উদ্ধারিতে আইলাম নিজ প্রাণ দিয়া ॥
এহি দুঃখ[২১] রহিল মোর প্রাণ পোড়ে তাপে।
সব দুঃখ[২১] বিনাশিব খাইল তোমার সাপে ॥
এতেক শুনিঞা কন্যার আকুল পরাণ।
কি কারণে দিতে আইলা আপন জীবন ॥
কেবা খাএ রাজ্য[২২] দেশ সেহি ধারে ধার।
ইষ্ট মিত্র নহো গোত্র কি দোষ তোমার ॥
জীব প্রাণে ভএ যদি থাকএ প্রকাশ।
তবে কেনে রাজ্য ছাড়ি আইলাম বিদেশ ॥
নর তরাইতে জন্ম[২৩] হৈল নরকুলে।
পর কর্ম্ম[২৪] এহি ধর্ম্ম[২৫] হবে পরকালে ॥
কার দুঃখ[২১] দেখি আমি সহিতে না পারি।
দুঃখ[২২] শোকে[২৬] নিপুত্র নাশিতে মায়াধারী ॥
কন্যা বলে নতি স্তুতি[২৭] করিএ সাদরে।
আমাকে কর পার এভব সাগরে ॥
তোমাকে করিব কর্তা আমি হব দাসী।
সেবিব তোমার পদ যাবত ভববাসী।
দুই চার করি গেল চৌদ্দ বচ্ছর।
দুই মধ্যে[২৮] এক হও তোমরা প্রাণেশ্বর ॥
কভু[২৯] না ছাড়িব আমি থাকিতে জীবন।
বান্ধিলাম তোমার পদে আমার নোটন ॥
তুমি ধর্তা আমি কর্তা তুমি প্রাণনাথ।
তুমি ইষ্ট আমি মিত্র লহ মোরে সাথ[৩০] ॥
অপারে পড়িয়া আমি ধরিলাম চরণ ॥
দাসী হয়া রব জায়া যাবত জীবন ॥
এত শুনি [বলে] গাযী যদি রক্ষা পাই।[৩১]
পুরাব তোমার বাঞ্ছা বলি তোমার ঠাই ॥
এতেক শুনিহা গাযী বলেন হাসিয়া।
যদি রক্ষা পাই তবে কালুক দিব বিয়া ॥
গাযী বলে কোথা সর্প শুনহ সুন্দরী।
দেখাইয়া দেহো মোকে মারিয়া উদ্ধারি ॥
কন্যা বলে প্রাণনাথ শুন তার তৎ।
শেষ রাতে বারাইবে যখন নিদ্রাগত ॥
পান তাম্বুল খায়া কন্যা শুইল হেন খাটে।
কন্যাকে দেখিয়া কালুর মোহে[৩২] প্রাণফাটে ॥

১. নির্থি ২। ২. নিশ্মাইয়া। ৩. কনেষ্টে। ৪. দ্বক্ষের। ৫. আর্দ্দ। ৬. নির্ত্তান্ত। ৭. বাক্ষ। ৮. ষুনহ। ৯. সহদোর। ১০. পতিৎ। ১১. পর্চিম। ১২. শেহি রাজ্যেত। ১৩. দ্বক্ষ সোগে। ১৪. আনিলাম। ১৫. নিকিস্ট। ১৬. পশ্তক বাহুর্ল্লি। ১৭. সমেধান। ১৮. প্রছাদে। ১৯. গ্রিহেতে। ২০. শর্ত্ত। ২১. দুক্ষু। ২২. রায্য। ২৩. জন্ম। ২৪. কন্ম। ২৫. ধন্ম। ২৬. সোগে। ২৭. শ্তিতি। ২৮. মর্দ্দে। ২৯. কবে। ৩০. সাত। ৩১. এতেক ষুনিঞা গাজি জদি রক্ষ্যা পাই। ৩২. মহে।

নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কালু শুইল তখন।
কালুর পাঞ্জাএ গাযী রইল জাগরণ ॥
দুই প্রহর গেল রাত্রি তিয়জ পহর।
কালু কন্যা দুই খাটে নিদ্রায় বিভোর[১] ॥
কুদরতী আসা গাযীর হাতের উপর।
অচেতন[২] হৈল কন্যা শ্বাস[৩] খরতর ॥
রত্নের প্রদীপ[৪] জ্বলে উজ্জ্বল[৫] তরঙ্গ।
হেনকালে নাক হৈতে বারাএ ভুজঙ্গ ॥
নিঃশব্দ[৬] হৈল গাযীর বুদ্ধি হৈল কম।
ভয়ঙ্কর[৭] মূর্তি সর্প যেন কালযম ॥
পড়িল মন্দিরের আগে দারুণ ভুজঙ্গ।
ত্রাস পায়া মরে লোক না পাএ অনঙ্গ ॥
সপ্ত প্যাঁচ[৮] দিয়া যখন তুলিলেক গ্রাস।
কুদরতী আসা গাযী মারিল নিজ জাস[৯] ॥
একেত গাযীর আসা যেন অগ্নিকুণ্ড।
সংহার হৈয়া পৈল ভুজঙ্গের মুণ্ড ॥
হুহুঙ্কার[১০] ছাড়িয়া সর্প করিল গর্জন।
মুণ্ড আছাড়িয়া সর্প ছাড়িল জীবন।
বুম্বুক[১১] ছাড়িয়া রক্ত বারাএ সত্বরে।
কেওয়ার ছাড়িয়ে রক্তবারাএ বাহিরে ॥
মবি গেল কাল সর্প গাযীর সমরে।
বিদ্যাধরির[১২] রূপ হয়া জাএ স্বর্গপুরে ॥
থাবা দিয়া হস্ত গাযী ধরে দড় করি।
সর্প হয়া এহিক্ষণে হৈলা বিদ্যাধরি ॥
জোর হাতে সুন্দরী গাযীক কহে স্তুতি ॥
শুন শুন যেহি হৈল আমার দুর্গতি ॥
স্বর্গেতে আছিলাম আমি ইন্দ্রবিদ্যাধরি ॥
সদা সর্বক্ষণ আমি তথা নৃত্য[১৩] করি ॥
নৃত্য[১৩] কবিতে হইলে মদন তরঙ্গ।
কাম ভাবে দৃষ্টি[১৪] কর্লাম তাল হৈল ভঙ্গ ॥
ক্রোধ হয়া শাপ মোকে দিল চক্রপাণি।
মর্তপুরে যাও তুমি হইয়া [সর্পিনী]।
হেন বাক্য যখন কহিল পশুপতি।
হস্ত পদ খসি হইলাম সর্পের মূরতি।
আসিতে ধরিলাম আমি ইন্দ্রের চরণ।
কতদিনে হবে মোর পাপ বিমোচন[১৫] ॥
সেকান্দর বাদশা আছে বৈরাট ভুবন।
গাযী কালু হবে তার দুইটি নন্দন ॥
রাজ্যে না থাকিবে তারা জাবে ফকির হয়া।
মটুক রাজার কন্যাক গাযী করিবে বিয়া ॥
ভাই উদ্ধারিতে দুহে যাইবে পাতালে।
বিক্রম কিশোরের রাজ্যে জাইবে সন্ধ্যাকালে ॥[১৬]
তাহার কন্যার নাম হবে ভানুমতী।
তাহার গর্ভেতে জায়া তুমি হও স্থিতি।
নিথি নিথি নর খাইতে দিবেন তোমাকে।
কালু গাযী জাবেন যে তোমার বিপাকে ॥
কন্যার সহিতে কালুর হইবে বিয়া।
গাযী জিন্দার হাতে শাপ জাইবে খণ্ডিয়া ॥
তোর কর্ম ফলে[১৭] আইল কালু গাযী।
তোমার প্রসাদে ইন্দ্র দেখি জায়া আজি ॥
এত বলি সালাম[১৮] করিল তৎক্ষণ।
শূন্যভরে[১৯] উঠি গেল স্বর্গের ভুবন ॥
সেখ খোদা বখশে রচিল কৌতুকে।
জাগরণে শাহগাযী কৃপা[২০] করে মোকে ॥
কেওয়াড় ফাটিয়া সব বারাইল শেনিত[২১]।
রক্ত ঢেউ স্রোত[২২] গেল রাজার পুরীত ॥
সর্প দণ্ড হৈল কন্যা হৈল জাগরণ।
শোনিতের[২৩] ঢেউ দেখি চমৎকার মন ॥
রোগ দূর গেল কন্যা দেখে অনুসারি[২৪]।
কালু গাযীর চরণে পড়িল বিদ্যাধরি ॥
হাএ হাএ শুভ দিনে হৈল আজি রাত্রি।
কালু গাযীর পাও ছাড়ি সর্পকে দিল লাথি ॥
আরে সর্প কালযম গেল তোর বড়াই।
আজি হৈতে গেল দর্প মুখে পৈল ছাই ॥
কাল হয়া ছিলু মোর বারই বছর।
অন্ধকাব পৃথী[২৫] আজি হইল উজ্জ্বল ॥
কিবা চুরি করিয়াছিনু কিবা তোর ধন।
বারই বছর দুঃখ[২৬] দিলু তকারণ ॥
মাও বাপ সকল মোর করিনু তিতা।
এতদিনে গেল মোর দুঃখের[২৭] পীড়িতা ॥
ইষ্ট মিত্র রক্ষী সখী হইল নিদয়া।
কাল হৈল পাইকগণ লোক আনি দিয়া ॥
কতবা করিব তারা আরতি আমার।
গৃহে[২৮] জায়া গালি পাড়ে মর দুরাচার ॥
যত লোক জন তুই করিলু নিরাশ[২৯]।
তোকে যেন বিধাতা নরকে করে বাস ॥

১. বেভোর। ২. অচত্তন। ৩. সাস। ৪. প্রিদিব জলে। ৫. উর্জ্জল। ৬. নিসব্দ। ৭. ভএহুঙ্কার। ৮. পেচ। ৯. জাস শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ১০. হুহাঙ্কার। ১১. বুম্বুক। শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ১২. বির্দ্দাধরির। ১৩. নির্ত্ত। ১৪. ধিস্ট। ১৫. বিমচন। ১৬. বিক্রম কেসরে রাজ্জ্যে জাইবে সন্দাকালে। ১৭. কম্মফলে। ১৮. ছার্ল্লাম। ১৯. ষুণ্ন্যভরে। ২০. কৃির্পা। ২১. ষুনিত। ২২. সোত। ২৩. ষুনিতের। ২৪. অন্নসারি। ২৫. পিয়া। ২৬. দুক্ষু। ২৭. দুক্ষের। ২৮. গ্রিহে। ২৯. নৈরাস।

মৃত[১] লোক যত ফেলায়া দিছে কুণ্ডে।
প্রাতঃকালে[২] তোমাকে ফেলাব সেহি কুণ্ডে ॥
অকুমারী নারী মুঞি রাখিলু খাকার।
লোকে যেন রাখে তোকে গর্ব্বের মাঝার ॥
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ শুন মন দিয়া।
এহি কন্যার সঙ্গে কালুর হবে বিয়া ॥

লঘু ত্রিপদী

তেজিয়া ক্রন্দন সুন্দরী তখন
গাযী কালুর ধরে পাও।
শুন দুই জন রাখিয়া জীবন
সঙ্গে করি মোকে লও ॥
পোহালে তিমির[৩] বাপের হাযীর
কব কাল সব কথা।
হেন ধর্ম্ম[৪] ধর নাহি কোন নর
যাব তুমি জাও যথা ॥
ছিনু[৫] কূপে বন্ধ করি মায়াছন্দ
উদ্ধার করিলা তুমি।
সর্প দুরাচার করিলা সংহার
ঘড়ি ঘড়ি দেহো গালি ॥
তুমি ইস্ট মিত্র অন্তিমের গোত্র[৬]
কৈলা মোর উপকার।
আমি দুরাচারিণী[৭] পাপি কলঙ্কিনী
কি দিয়া শুজিব ধার ॥
দিলা জীব দান রক্ষা[৮] কর্লা প্রাণ
একান্তে করিব সেবা।
এমত দুর্জন করিলা নিধন
হেন কর্ম্ম[৯] করে কেবা ॥
নিরঞ্জন সম করি পরাক্রম
কেবা করে হেন ধর্ম্ম[১০]।
সেবিব চরণ মিত্র গ্রোত্র ধন
যুগে যুগে রবে মর্ম্ম[১১]!
আহা মরি জাই লইয়া বালাই
এ রূপ দুহার অঙ্গ।
দেখি মুখ ঠাম জিএ মরাকাম
উথালে কাম তরঙ্গ[১২] ॥
দেখিয়া সুন্দর প্রাণ জার জার
মনেতে পড়িল আইল।
অরুণ নঞানী কান্দে বিরহিনী
পড়িল আউলায়া চুল ॥

১. মিৃত্যা। ২. প্রতেককালে। ৩. ত্রিরমির। ৪. ধম্ম। ৫. ছিলা। ৬. গ্রত্র। ৭. দ্বরাচিনি। ৮. রক্ষ্যা। ৯. কম্ম। ১০. ধম্ম। ১১. মম্ম। ১২. কামতঙ্গ।

বুঝাতে না বুঝে　　পদ ধরে ভুজে
　　কেশে ভুজে পাও বান্ধে।
মুক্তাব ধাব　　লোচনেব নীব
　　বিভাসিত হযা কান্দে ॥
মুখ[১] যেন চান্দ　　ভুরুদাম ফান্দ
　　নাসিকা কানাযাব বাঁশি[২]।
এ ভুজ মৃণাল[৩]　　হৃদএ কাঞ্চন ঢাল
　　ভূমি লুটে যেন শশী[৪] ॥
গাযী ঠাবে বলে　　হস্ত কবি তোলে
　　শুনহ সুন্দবী বামা[৫]।
খোদা বখশে কএ　　কন্যাব বিনএ
　　শোক কব ক্ষেমা[৬] ॥

—৪৬ পালা সমাপ্ত।

১. মুক্ষ। ২. বাসি। ৩. মৃিরনাল। ৪. সসি। ৫. আমা। ৬. খেমা।

৪৭ পালা

পদ।

ভুজঙ্গ ভুজঙ্গ দুষ্ট রহিল পড়িয়া।
স্থির[১] হৈল মন কন্যার রোগ সুস্থ[২] হয়া ॥
দুই ভাই এক সঙ্গে বৈসে হেম খাটে।
সুবর্ণের[৩] বাটা কন্যা দিলেন নিকটে ॥
তিনজন পান খাএ বিরল মন্দির।
বাক্য[৪] বলা হাস্য পূর্ণ[৫] পোহাল তিমির ॥
প্রভাতে উঠিল[৬] তবে দুর্বাধন রাণী।
বান্দী চেরিক ডাক দিয়া তুলিল তখনি ॥
পঞ্চ জন নিল রামা দাসী সহচরী[৭]।
চল চল দেখি আসি আমার সুন্দরী[৮] ॥
কোন হালে আছে বাছা প্রাণের নহন।
স্বপনে দেখিনু[৯] আজি বড় শুভক্ষণ[১০] ॥
রানী বলে শুনহ[১১] যতেক সখীগণ[১২]।
ভানুমতীর হৈল যেন স্বামী[১৩] দরশন ॥
সখী[১৪৫] বলে স্বপন[১৫] দেখিলা কতরাতে।
রানী বলে এহিক্ষণ দেখিলাম প্রভাতে ॥
দাসী বলে এত ভাগ্য[১৬] হবে আমা সবার।
দুঃখিনী[১৭] তাপিনী ঠাকুরাণীর আর ॥
এত ভাগ্য[১৬] হবে আমার কন্যার হবে বিয়া।
খুশি[১৮] হয়া জাএ সবে মন্দির লাগিয়া ॥
এহি বলি জাএ রানী কন্যার পুরীত।
রক্তরাঙ্গা তর্জন[১৯] দেখিল আচম্বিত[২০] ॥
স্তব্ধ[২১] হয়া রহিল রানী দেখিয়া শোণিত[২২]।
রক্ত মহি দেখি কেনে কন্যার পুরীত ॥
দাসিগণ বলে বাক্য শুন[২৩] মহারানী।
কোনবা নরে কাটিযা ফেলিল ঠাকুরানী ॥
এতেক শুনিল[২৪] যদি রানী দুর্বাধন।
বাছা বাছা করি রানী জুড়িছে[২৫] ক্রন্দন ॥
হাএরে নসিবের[২৬] দুঃখ[২৭] না জাএ খণ্ডিয়া।
কোন বা নরে মোর বাছাক ফেলির মারিয়া ॥
এত নষ্ট কর্ল বাছা এত খাইল নর।
না বলিয়া গেল মোর বিন্ধিল পাঞ্জর ॥
নানা বিলাপ[২৮] করিয়া কান্দে রাজ নারী।
বান্দী চেড়ী[২৯] সঙ্গে করি জাএ নিজ পুরী ॥
সত্য ছিল সর্পের যেবা[৩০] করে মুণ্ড ছেদ।
তাহাকে সঁপিব কন্যা নাহি জাতিভেদ ॥
আজি হৈতে মৈল কন্যা শেল[৩১] রৈল বুকে।
বিধি মোর বাম হৈল না লইল মোকে ॥
চৈতন্য[৩২] পাইল তবে এক সরদার।
লড় দিয়া আইল সেহি মহলে কন্যার ॥
সহজে সরদার জাতি মন্দে বলাৎকার[৩৩]।
মন্ত্র পড়ি হাত সালে ভাঙ্গিল কেওয়াড়[৩৪] ॥
দেখে সর্প মরি আছে মস্তক কাটিয়া।
সেহি রক্তের সোত গেছে কেওয়ার ফাটিয়া ॥
সরদার বলিল কথা মনেতে ভাবিয়া।
আমার সহিতে যে কন্যাক দেও বিয়া ॥
মায়া করিয়া জদি রাজাকে বুঝাই।
তবে ভানুমতি কন্যা দিবে মোর ঠাঁই ॥
প্রকারে দেখিয়া নিব এহি দুইজন।
কন্যা ঘরে লয়া সুখে[৩৫] করিব বাসন[৩৬] ॥
তবে বেটা সরদার করিল কোন কাম।
সর্পের রক্তেতে[৩৭] গড়ি দিল লীলারাম ॥
লীলারাম সরদার রক্ত[৩৮] অঙ্গে মাখিয়া।
রাজার সাক্ষাতে জাএ রক্তে রাঙ্গা হয়া ॥
নিদ্রা[৩৯] তেজিয়া রাজা উঠিল[৪০] তখন।
শর্বরী[৪১] পোহায়া গেল উঠিল তপন[৪২] ॥

১. শ্তির। ২. ষুশ্ত। ৩. সোবণ্ন্যের। ৪. বাক্ষ্য। ৫. হার্স্য পুর্ণ্ন্য। ৬. উটিল। ৭. সহচারি। ৮. ষুন্দরি। ৯. সর্পনে রাত্রেৎ। ১০. ষুবক্ষণ। ১১. ষুনহ। ১২. সাকিগণ। ১৩. সামিদরসন। ১৪. সকি। ১৫. সপন। ১৬. ভার্গ। ১৭. দুখনি। ১৮. খুসি। ১৯. তর্জ্জন শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে বুল আছে। ২০. আচভিত। ২১. শ্তব্দ। ২২. ষুনিত। ২৩. ষুন। ২৪. ষুনিঞা। ২৫. যুড়িছে। ২৬. নছিবের। ২৭. দুক্ষ। ২৮. বির্ল্লাপ। ২৯. ছেড়িক। ৩০. জিবা। ৩১. সেল। ৩২. চণ্ডতোন। ৩৩. বলতকার। ৩৪. কেওাড়। ৩৫. ষুকে। ৩৬. বাস অর্থে। ছন্দের জন্য বাসন। ৩৭. রক্তেৎ। ৩৮. সব। ৩৯. নিদ্রাএ। ৪০. উটিল। ৪১. সর্ব্বরি। ৪২. তর্জ্জন।

লিলারাম সরদার রক্তে বিভূষিত[১]।
রাজার সাক্ষাতে খাড়া হৈল আচম্বিত[২] ॥
দোহাই মহারাজা দোহাই সভাসদ[৩]।
কন্যার মহলে সর্প কবি আলু বধ[৪] ॥
তাহা শুনি হাসিয়া বলেন[৫] মহারাজ।
সর্প যে মারিবা তুমি কত বড় কাজ ॥
এক দুই করি হৈল বারই বছর।
এতদিনে কোথাএ পাইল সমর ॥
আমি কিবা জানি তুমি জান এতগুণ।
তবে কেনে এত দিনে কন্যা পাএ ত্রাণ ॥
বাজা বলে লীলারাম মুন মোর কথা।
কালিকার বন্দী[৬] শুরিয়াছ সর্বথা ॥
সরদার বলে কথা শুন মহারাজ।
মরে নাই দুই বন্দী আছে পুরীর মাঝ ॥
রাজা বলে যদি [বন্দীর] বাঁচাও জীবন।
তবে তুমি দুষ্ট[৭] সর্প মারিলা কেমন ॥
সর্প বুঝি মারিয়াছে ঐ দুই বন্দী।
মধ্যখানে[৮] লঘু বুদ্ধি করিয়াছ ফান্দি ॥
সরদার বলে যদি করি চাও বারি[৯]।
জলে ডুব দিয়া কিছু করি পুরাপুরি ॥
রাজা বলে হবে কথা কোন বস্তু জ্ঞান।
কার মনে কিবা আছে কে জানে বিধান ॥
প্রতিজ্ঞা[১০] করিয়া জলে ডুব দিতে চাএ।
দ্বন্দ্ব[১১] বাদের কার্য[১২] কি বুঝিব তথাএ ॥
রাজা বলে পাইকগণ শুন সমাচার।
দুই বন্দীকে ডাকি আন সাক্ষাতে আমার ॥
চারি পাইক চলি গেল কন্যার মন্দিরে।
গাযী কালুর রূপ দেখি পাইক ধন্দে[১৩] পড়ে ॥
পাইকগণ বলে তোমরা শুন দুই জন।
তোমাকে তলব করেন [মহা] রাজন ॥
গাযী বলে ভাই কালু চলহ সত্বর[১৪]।
দরশন করি রাজা বিক্রম কিশোর[১৫] ॥
সেহি দণ্ডে[১৬] উঠিয়া দলিল দুই ভাই।
চন্দ্র সূর্য[১৭] তারা অঙ্গে জ্বলে ঠাঁই ঠাঁই।
রাজার দরবারে জায়া হইল হাযীর[১৮]।
অঙ্গের আলো উজ্জ্বল করিল রাজপুর ॥[১৯]
দুহাক দেখিয়া রাজা হৈল মূর্ছাগত।
হেনরূপ সৃষ্টি[২০] কর্ল কোন অনমত[২১] ॥
কোনবা দেব মাযা করি আইল মোর ঘর।
এাক্ষি[২২] টুল টুল দুহার রাত্রি করি ভোর ॥
মারিল দারুণ সর্প[২৩] এহি দুইজন।
সরদার প্রতিজ্ঞা[১০] এথা করে কি কারণ ॥
রাজা বলে ছিলা তোমরা কন্যার মহলে।
মারিলা দারুণ সর্প[২৩] কোন ছল বলে।
গাযী বলে মহারাজ শুন সমাচার।
সর্পকে[২৪] মারিয়াছে তোমার সর্দার ॥
আমি মারিয়াছি সর্প কে জাবে প্রত্যয়[২৫]।
মারিলে থাকএ চিহ্ন[২৬] তলাস[২৭] নিশ্চয় ॥
বিদেশী অতিথ[২৮] আমরা ধনে বলে হীন।
যে মারিছে সর্প দুষ্ট সেহি দিবে চিন্ ॥
সরদার বলে আমি চিহ্ন[২৬] কিবা দিব।
জলে ডুব দিয়া সবে পরীক্ষা দেখাব ॥
নষ্ট বুদ্ধি সরদার ভূতে কর্ল ভর।
ডুব দিব বলি গেল রাজার সরোবর[২৯] ॥
গাযী বলে তবে আর কোন প্রয়োজন[৩০]।
গাযী বলে ভাই কালু করহ গমন ॥
রাজা প্রজা জাএ সবে জোগান ধরিয়া।
চৌদেগি পাহাড় [তারা] লইল ঘিরিয়া ॥
গাযী বলে ভাই কালু শুন মোর বাত।
ভএ নাহি দেও[৩১] ডুব সরদারের সাথ[৩২]।
আল্লা নবী শিরে ধরি আমি আছি সহায়।
থাকুক বেন শ্রীকাল সিংহে[৩৩] নাহি ভএ ॥
নও লাখ হাতি আর তিন লাখ সিংহ[৩৩]।
আমার সমরে তারা যেমত পতঙ্গ ॥
বুঝিলাম বাজিলু এথা কিঞ্চিৎ নিদান।
দর্প নাশ করিব যুদ্ধে উড়াব পাতাল ॥
কালু আর লীলারাম নামিলেক জলে।
গঙ্গা মাসী বলে গাজী ডাকে হেন কালে ॥
ভাসিয়া উঠিল গঙ্গা কেহই না দেখিল।
গায়ী গঙ্গা কথাবার্তা[৩৪] হইতে লাগিল ॥
গাযী বলে মাও মাসি ভিন্ন[৩৫] নাহি জানি।
কুম্ভীর একটা হৈলে জাএ লীলার ফুটানি ॥
অধম উত্তম বেটা না জানে মউত।
বিড়ালের যুদ্ধে আইল বাঘ বল সাথ।

১. বিভাসিত। ২. আচভিত। ৩. সবাসদ। ৪. বদ। ৫. বুলিয়াছে। ৬. রাত্রে। ৭. দুষ্ট। ৮. মর্দ্দখানে। ৯. বারি শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ১০. প্রিতিঙ্গা। ১১. দন্দ। ১২. কাজ্য। ১৩. ধন্দ। ১৪. সর্ত্তর। ১৫. বিক্রম কেসর। ১৬. তডণ্ডে। ১৭. যুর্জ্জ। ১৮. হাযুর। ১৯. অঙ্গের আল উর্জ্জল হইল রাজ পুর। ২০. শ্রীষ্ট। ২১. অনমত শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ২২. আখি অর্তে। ২৩. শর্প। ২৪. শর্পক। ২৫. প্রতএ। ২৬. চিণ্ন্য। ২৭. তর্ব্বাস নির্চএ। ২৮. বিদেসি অতিৎ। ২৯. সরবর। ৩০. পিওজোন। ৩১. দেএ। ৩২. সাত। ৩৩. সিঙ্গে। ৩৪. বাত্রা। ৩৫. ভিণ্ন্য।

তাহা শুনি গেল গঙ্গা পাতাল মাঝার।
ঠুটিয়া কুম্ভীরেক বলে ধর সরদার ॥
ঠুটিয়া কুম্ভীর আসি ঘাটে চুপি[১] দিল।
ধর্ম্ম[২] স্মরিয়া[৩] লীলা জলেতে ডুবিল ॥
কালু জিন্দা ডুব দিল লীল্লা আরাধনে।
সরদারকে ধরে কুম্ভীর মুখে নাকে কানে ॥
ঠুটিয়া কুম্ভিরের দন্তে ফুটে জেন কোচা।
নাক কান মুখ কাটি হৈল জেন বোঁচা ॥
বাপ বাপ করে বেটা জলে ঝাড়ে পাও।
ঝাপ দিয়া উঠে তীরে মুখে নাহি রাও ॥
নাক মুখ নাহি কেবল বারাইছে দাঁত।
লীলারামের মাথে জেন পৈল বজ্রাঘাত ॥
হাসিতে লাগিল সব রাজার সভাসদ[৪]।
সরদারে বলে আমার কি হৈল অপরাধ ॥
তোর[৫] ভানুমতি কন্যা নরকে[৬] হউক বাস।
তার লোভে বাদ করি হইনু সর্বনাশ ॥
ছার মুখ[৭] কি লাজে দেখাইমু কাখ।
সব অঙ্গ সুন্দর আছে নাহি মুখ[৭] নাক ॥
হেঁট[৮] মাথে লীলা রৈল মাথে দিয়া হাত।
পাছে উঠে শাহ্ কালু ভাবি দীননাথ[৯] ॥
হেঁট[৮] মাথে আছে লীলা পায়া বড় দুঃখ।
কালুর পানে[১০] চায়া দেখে আছে নাক মুখ ॥
তাহা দেখি কোপ হৈল মহা নরপতি।
লীলা রামকে খেদাইল দিয়া তিন লাথি ॥
দূর দূর সরদার পাপ দুরাচার।
গোলাম হয়া লোভ কর্ল আমার কন্যার ॥
কালু গাযীকে ধরি নিল বিক্রম কিশোর।
জামাতা আদরে নিল পুরির ভিতর ॥
গোসল করায়া দুহাক খাওয়াইল[১১] ভাত।
রাজা বলে কন্যাক সঁপিলাম তোমার হাত ॥
রাজপুরে দুই ভাই রহিল আনন্দে।
শেখ খোদা বখশে কহে পয়ার প্রবন্ধে।

পদ।

লজ্জা পায়া লীলারাম রৈল গৃহে পড়ি
বিভার মঙ্গল হৈল রাজপুরী জুড়ি[১২] ॥
নানান দেশ হইতে আইল নাচনী বাজনী।
বাদ্যে[১৩] তোলপাড় হৈল রাজপুরী খানি ॥
নারী পরিবার আইল গন্ধর্ব[১৪] শরীর।
রাজদল কুম্ভনাদে[১৫] সংসার অস্থির[১৬] ॥
কন্যাক আনিঞা পুরে করে শুভক্ষণ[১৭]।
লগ্নখণ্ড ছাঞা মণ্ডব করে তৎক্ষণ ॥
নানান জাতি পরিপাটি শাস্ত্রির বিহিত।
পুস্তক বাহুল্য[১৮] হবে তাহা না লেখিত ॥
জেমত ব্যবহার তারা করেন প্রকাশ।
দুই ঘরে কন্যা বরে করে অধিবাস ॥
শুক্রবারের[১৯] রজনী হইল উপনীত।
শাস্ত্রের বিধি সংকল্প হৈল রজনীত ॥[২০]
কন্যা বর বাহির করিল ছাঞামণ্ডে।
হস্ত ধরি কন্যাক সঁপিল সেহি দণ্ডে ॥
বাদ্য বাএ বাজনিঞা আনন্দ কৌতুক।
নানান দ্রব্য[২১] দান দিল কন্যাক যৌতুক[২২] ॥
লোটা বাটা সোরাই বদনা [আর] ঝারি।
দুগ্ধবতী গাভী পঞ্চ ঘটি খোরাখুরি ॥
সোনা রূপা দান যত করল মহারাজ।
গাযী বলে আমার দক্ষিণার নাহি কাজ ॥
দেশে দেশে লিপি মোরা ধনে নহি হীন।
বৈরাট নগরে পিতা ধনের প্রবীন ॥
বাপ শাহ্ সেকন্দর যুদ্ধে মহাকাল।
তার পুত্র যাব মোরা সহর পাতাল ॥
ভাই মোর যুলহাউস গিয়াছে পাতালে।
জঙ্গ রাজার কন্যার সাথে লেখিত কপালে ॥
তাহাকে উদ্ধারিতে[২৩] জাব মোরা দুই ভাই।
তাকারণে বলি কিছু ধন নাহি চাই ॥
এতেক শুনিঞা রাজা পাইল মর্ম্মাঘাত[২৪]।
চিত্ত আউলাইল রাজার শুনি গাযীর বাত ॥
রাজা বলে শুন বাপু বিদেশী[২৫] নন্দন।
আচবণ[২৬] করিয়া কন্যা ছাড় কি কারণ ॥
আমার ভাগ্যের[২৭] লেখা কর্ম্ম[২৮] সে আমার।
বিভা করি ছাড় কন্যা কি দোষ তাহার ॥
গাযী বলে না ছাড়িব আসিব সকাল।
দুই মাস পরে পুনঃ[২৯] ছাড়িব পাতাল ॥
ভাই উদ্ধারিয়া পুনঃ[২৯] আসিব ফিরিয়া।
গৃহে[৩০] জাইতে লয়া জাব সঙ্গতি করিয়া ॥

১. ছুপি। ২. ধৰ্ম্ম। ৩. স্বরিয়া। ৪. সবাদল। ৫. মোর। ৬. নক্কে। ৭. মুক্ষু। ৮. হেস্ট। ৯. দিননাত। ১০. প্রাণে। ১১. খাওাইল। ১২. যুড়ি। ১৩. বাদ্য। ১৪. গন্দৰ্ব। ১৫. কুভনাদে। ১৬. অশ্‌তির। ১৭. ষুবক্ষণ। ১৮. বাহুৰ্ল্বি। ১৯. ষুক্রুরবারের। ২০. সাশ্‌তর বিদি সকলপ হৈল রজনিত। ২১. দৰ্ব্ব। ২২. জৌত্তক। ২৩. উধারিতে। ২৪. মৰ্ম্মঘাত। ২৫. বৈদেসি। ২৬. আচারোন। ২৭. ভার্গের। ২৮. কৰ্ম্ম। ২৯. প্বণ্ন্য। ৩০. গিৃহে।

আমি পীর বড় খাঁ গাযী পৃথিবীর[১] ধন্যা।
যুদ্ধে জিনি কর্লাম বিভা মটুক রাজার কন্যা ॥
সঙ্গে করি আনি তাকে থুইয়া আইলাম পথে।
বৃক্ষে[২] রাখিলাম তাকে সঁপিয়া দীন নাথে ॥
পুনর্বার[৩] জাই মোরা ভাএর কারণ।
দৈব যোগে আইলাম মোবা তোমার ভুবন ॥
আল্লার লিখন তাহা না জাএ খণ্ডিয়া।
তোমার কন্যাব সাথে ভাএর হৈল বিয়া ॥
আমার ঘরনী আছে বৃক্ষ মধ্যে[৪] পথে।
তোমার কন্যা ঘরে রবে ভাগ্য[৫] ভ্রক্ষ[৬] মতে ॥
রাজা বলে মনে তোমার নাহি দয়া মায়া।
কোন পুরুষ পাতালে জাএ নারীকে ছাড়িয়া ॥
নারী কারণে নরে দেএ জীব প্রাণ।
সেহি নারী তেগ কর এহি হেন জ্ঞান[৭] ॥
এহি নারী কাব দেখ পরানের পরান।
সেহি নারী ছাড়ি জাহ কোন বস্তুজ্ঞান ॥
নাবীব কারণে কেহ পাএ দেএ বেড়ি।
নাবীর কারণে কেহ বাপ মাও জাএ ছাড়ি ॥
নারীব কাবণে কেহ হইল উদাসী।
নারীর কারণে কার গলে হএ ফাঁসি ॥
পাগল হইল কেহ নারীর কারণ ॥
সেহি নারী তোমরা ছাড় দুই জন ॥
নারী কারণে কার গলে হএ খেতা।
তব নাহি ছাড়ে সেহি নারীর মমতা ॥
দেব গন্ধর্ব সব স্ত্রী লোভ করি।
কত জন ছাড়ে দেশ কত গেল মরি ॥
স্ত্রী[৯] সত্যে দশরথ[১০] হইল নিরাশ।
রাম-লক্ষণ পুত্র বধূক দিল বনবাস ॥
স্ত্রী[৯] লোভে নারায়ণ[১১] বনবাসী হইল।
স্ত্রী[৯] লোভে রাবণ রাজা সবংশে মরিল ॥
মায়ালোভে কৃষ্ণদেব[১২] হইল পাগল।
নাঙ্গা ভগ দেখি কৃষ্ণ[১৩] কদম্বের তল ॥
জল ক্রীড়া করে গোপী বসন করে চুরি।
অসুর সংহার হৈল স্ত্রী[৯] লোভ করি ॥
গাযী বলে উহি সব দেবতার লীলা।
নরের পাতক হএ করিলে সে খেলা ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ[১৪] নারী সঙ্গ ছুরি।
ফকীর বোষ্টমের[১৫] ইহা জান প্রাণ বৈরী[১৬] ॥
ছএ দ্রব্য ফকীর [যদি] পারে ছাড়িবার।
ফকীর বাপ মাও জানিহ কল্লদ্বার[১৭] ॥
বাপ মাও স্ত্রী পুরুষ নাহি মোর দয়া।
পশ্চাতে[১৮] করিব মোহ ভাই উদ্ধারিয়া ॥
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ এহি কথা বটে।
কেনে খেদ মনে এত আসিবে নিকটে ॥

পদ।

নানান কথা কয়া গাযী বুঝাইল[১৯] রাজাক।
কালু পুনঃ বুঝাইতে লাগিল কন্যাক ॥
কালু বলে প্রাণ প্রিয়া বিদায় দেহ মোরে।
ভাই সঙ্গে জাই আমি পাতাল শহরে ॥
ভাই উদ্ধারিয়া[২০] পুনঃ আসিব ফিরিয়া।
পুনর্বার দেখিব তোমাক নএঞান ভরিয়া ॥
এতেক শুনিএঞা কন্যার মনে হৈল দুঃখ।
বুঝিলাম আমাকে বুঝি বিধি হৈল বিমুখ[২১] ॥
তুমি পতি আমি নারী কপালের লিখন।
ছাড়িয়া গেইলে আমি করিব কেমন ॥
এমত নিঠুর বাক্য কহে কার পতি।
পতি ছাড়া নারীর ভাগ্যে হএ কিবা গতি ॥
বিভার রাত্রে ছাড়ে পতি নারী অভাগিনী।
কি ছার লাইয়া রব হইয়া কলঙ্কিনী ॥
তুমি পতি আমি নারী ভিন্ন[২২] ভেদ নাঞি।
কেমনে বিধাতা করেন দুই ঠাঞি ॥
দুই চারি না হইল ছএমাস বছর।
বিভা রাত্রে কোথা যাবে শূন্য[২৩] করি ঘর ॥
রাত্রে পাইলাম নিধি হারালাম বিহানে।[২৪]
পায়া দ্রব্য[২৫] হরে জেন নিশির স্বপনে[২৬] ॥
পাতাল শহরে আছে নাগ যম মএ।
তথা হৈতে ফিরে আইসে কে জানে প্রত্যয়[২৭] ॥
না যাও না যাও পতি আমাকে ছাড়িয়া।
দাসী হয়া রবো তোমার চরণ সেবিয়া ॥
বল পতি [মুই] দাসীর[২৮] হৈব কোন গতি।
ডুবিল সাউধের ভরা ভাসিল যুবতী ॥

১. প্রিথিবির। ২. বিৃক্ষ্যেতে। ৩. পন্ন্যবার। ৪. বিৃক্ষ্যমর্দ্দে। ৫. ভার্গ। ৬. ভ্রক্ষ শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। মনে হয় পাঠে ভুল আছে। ৭. গ্যান। ৮. গন্দব। ৯. শ্রী। ১০. দশরোত। ১১. নারাইরন। ১২. কিস্টদেব। ১৩. কিস্ট। ১৪. মহ। ১৫. বৈস্টমের। ১৬. বরি। ১৭. কল্লদার। ১৮. প্রছাদে। ১৯. বুজাইল। ২০. উধারিয়া। ২১. বেমুখ। ২২. ভিণ্ন্য। ২৩. ষুন্ন্য। ২৪. রাত্রেৎ পাইলাম নিধি হারাইলাম বিহানে। ২৫. দর্ব্ব। ২৬. সর্পনে। ২৭. প্রতএ। ২৮. দাসি।

আবালে না মৈলাম কেন এখণ্ড কপালী।
পতি মোকে করি যাএ তাপের তাপিনী ॥
এ দুঃখ[১] কেন যে মোর না হইল মরণ।
হস্তে চন্দ্র দিয়া হরি লইয়া নিরঞ্জন ॥
বারই বছর মোকে করিলা তাপিতা।
তাহাক না সেবিয়া পুনঃ[২] কর্ল প্রতিব্রতা ॥
রাত্রেতে হৈল বিয়া দিনে জাএ ছাড়ি।
কাহার লক্ষে রব আমি কাঁচা চুলের রাড়ি[৩] ॥
যে নারী স্বামী নাহি তাহার প্রাণ কিসে।
ভাবিতে অঙ্গ কালা জিনে তনু বিষে ॥
কন্যার শুনিঞা বাণী কালুর নাহি রাও।
হৃদয়ে বাজিল নব বড়শির[৪] ঘাও ॥
শেখ খোদা বখ্শে কহে পঞ্চম রসাল।
পতির বাক্যে ভানুমতী হৈল যেন কাল ॥
ইতি। ৪৭ পালা সমাপ্ত।

১. দ্বক্ষ। ২. প্বন্ন্য কর্ব্ব ব্রেথা। ৩. এ্রাড়ি। ৪. বসির।

৪৮ পালা

ত্রিপদী ছন্দ।

ভাটিয়াল রাগ।

কালু বলে প্রাণেশ্বরী[১] আমি নিবেদন করি
প্রাণ মোর হৈল[২] জার জার।
ভাই মোর গুণনিধি[৩] মোকে ছাড়ি জাএ যদি
জ্ঞান[৪] কিছু নাহিক তোমার ॥
তোমার কঠোর বাণী অঙ্গে[৫] যেন দংশে ফণী
জিনে বিষে মস্তক[৬] মন্ডল।
উদ্ধার[৭] করিয়া ভাই আসিব তোমার ঠাঞি
পাসগু[৮] না কর গণ্ডগোল ॥
কন্যা বলে প্রাণনাথ বাক্য বোলে মর্ম্মাঘাত
শুনিয়া প্রাণ মোর ঝুরে।
রাত্রে বিভা দিনে জাও বুকে দিয়া বড়শীর[৯] ঘাও
সোনা মোর চুরী করে চোরে ॥
কালু বলে শুন প্রিয়া আসিব [মুঞি] ফিরিয়া
লয়া জাব আপনার পুর।
আমার জ্যেষ্ঠ[১০] ভাই তিনি গুরু সমসর[১১] জানি
উদ্ধারিলে পাপ হএ দূর ॥
বাপ মাও ভাই ভুলি কার সাথে আছে মিলি
মৈল কি বাঁচিল নাহি জানি।
চিত্ত[১২] হৈল উদাসিনী হাঁটি আইলু[১৩] রাত্রি দিনি
পাতালে জাইয়া তাক আনি ॥
তিন পহর রাত্রি পরে জননী ছাড়িনু[১৪] ঘরে
দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই।
দুই মাস ছাড় মায়া হৃদেতে[১৫] পাথর দিয়া
বিদাএ দেহ শীঘ্র[১৬] চলি জাই ॥
শুনিঞা নিষ্ঠুর[১৭] বাণী স্থির[১৮] হৈল কমলিনী
মর্ম্মঘাতে[১৯] ছাড়িল নিঃশ্বাস[২০]।
শেখ খোদা বখশে গাএ লাগিয়া গাযীর পাএ
দয়া করি দুঃখ কর নাশ ॥

১. প্রাণের্শ্বরি। ২. কর্ষ্ম। ৩. গুনের নিধি। ৪. গ্যান। ৫. অঙ্গ। ৬. মশতক। ৭. উধার। ৮. পাসগু শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে বুল আছে। ৯. বরসির। ১০. জেস্ট। ১১. সমের্শ্বর। ১২. চিত্য। ১৩. আইলাম। ১৪. ছাড়িলাম। ১৫. হ্রিদেতে। ১৬. সিগ্র। ১৭. নিস্টুর। ১৮. শৃতির। ১৯. মক্কঘাত। ২০. নির্শ্বাস।

পদ।

কন্যা বলে প্রাণনাথ হইলা নিদয়া।
দাসী বলি চিত্তে যেন থাকে [তব] মায়া ॥
কি জানি আমারে ছাড়ি পাও ভাল নারী।
এমত পুরুষের ধর্ম্ম[১] বুঝি অনুসারী ॥
পুরাতন ত্যাগ[২] কর চিন্তহ নূতন[৩]।
তবে মোর কি হালে জাএ এরূপ যৌবন[৪] ॥
পুরুষের মন যেন দুষ্ট বাট আর।
ভাঙ্গিলে হস্তের শঙ্খ জোড়া নহে আর ॥
যদি মোকে জাবা ছাড়ি কেন কর্লা বিয়া।
মরি জাব অভাগিনী আত্মঘাতী[৫] হয়া ॥
কালু বলে শুন কন্যা বাক্য[৬] মোর ঠাঞি।
তোমা ছাড়ি অন্য চিন্তি আল্লার দোহাই ॥
এতেক শুনিঞা কন্যা ছাড়িল নিঃশ্বাস।
প্রবোধ[৭] মানিয়া রামা ছাড়ে স্বামীর আশ ॥
বিদাএ হইল কালু কন্যাক ছাড়িয়া।
গাযীর কদমে কালু কুর্‌নিশে[৮] আসিয়া ॥
শ্বশুরেক[৯] সালাম করে সবাকে বুঝাএ।
রাজার কাছে বিদাএ মাঙ্গি হৈল বিদাএ ॥
নগর ছাড়িয়া দুহে জাএ কতদূর।
রচে শেখ[১০] খোদা বখশ বাস কিষ্টপুর ॥
কান্দিয়া সকল লোক নিভারিল চিত।
দুই ভাই চলি জাএ মনে আনন্দিত ॥
চলি জাএ দুই ভাই ভাবে নিরঞ্জন।
সামনে পাইল দুষ্ট ছাতিনার বন ॥
নানা জাতি বৃক্ষ[১১] তথা অরণ্য[১২] জঙ্গল।
সডর ছাড়া বট পাইকড় খোকোসা ডেফল ॥[১৩]
বার ভালী হিজীলা কেন্দার বাহাদুরী।
মউয়া ডেউয়া হাড়বস্বা সোনাল গাজারী ॥
নারিকেল খেজুর কত ডুম্বুর দুদিয়া।
এহি মত কত বৃক্ষ জঙ্গল জুড়িয়া ॥
সুগন্ধ[১৪] চন্দন বৃক্ষ সবার প্রধান।
কালু গাযী চলি জাএ লয়া তার ঘ্রান ॥
ইহাক ছাড়িয়া গাযী চলিল সত্বর।
ভাগীরথী[১৫] গঙ্গা পাইল ইহার ভিতর ॥
জঙ্গল ভিতর সেহি ভাগীরথীর[১৬] তীরে।
হাযারে হাযারে সিদ্ধা বসি তপ করে ॥

উর্দ্ধবাহু শিরে জটা ভস্ম[১৭] কলেবরে।
গাযী কালুর দৃষ্টি পৈল তাহার উপরে ॥[১৮]
কত সিদ্ধা মালা হাতে মুদিত[১৯] নঞান।
এহি রূপে বাস তারা করিয়াছে ধ্যান ॥
কতকাল [ধরি] ধ্যান করিয়াছে সিদ্ধাগণ।
কার ভাগ্যে[২০] গঙ্গা দেবী না দিল দরশন ॥
গাযী বলে ভাই কালু বিধি[২১] মোর ভাল।
পলায়া জাইতে বিধি বাড়াএ জঙ্গাল ॥
পলায়া জাই যদি সিদ্ধাকে[২২] দেখিয়া।
রহিবে খাকার মোর আলম জুড়িয়া[২৩] ॥
কালু বলে মিঞা সাহেব তোমার মহিমা।
আমার কি সাধ্য[২৪] আছে দিতে তার সীমা ॥
কোন কর্ম্ম[২৫] করে গাযী আল্লার ফকীর।
হুহুঙ্কার শব্দ করি বাড়াল শরীর ॥
আল্লা রসুলের নাম জপিল তিনবার।
সব তপ ভঙ্গ হৈল সকল সিদ্ধার ॥
আল্লার ইসিমের জোরে পৈল কেহ টলি।
চমকিয়া উঠিল কেহ হরিনাম ভুলি ॥
যত সিদ্ধা ছিল তারা পাইল চেতন[২৬]।
সামনে ফকীর দেখি হৈল হুতাসন ॥
আল্লা রসুলের শব্দে হরিলেন জ্ঞান[২৭]।
শম্প দম্প নাহি কিছু কম্পে বিদ্যমান[২৮]।
কালু বলে মিঞা সাহেব করিব কেমন।
প্রাণ হারালাম বুঝি ভাএর কারণ ॥
বিকট[২৯] বদন সবার উজষ্টা ভার।
ইহার হাতে রাখে প্রাণ শক্তি আছে কার ॥
দেখিয়া অঙ্গের ময়লা প্রাণ কাঁপে ডরে।
লড় দিয়া রাখি প্রাণ পলায়া জঙ্গলে ॥
কালু বলে প্রাণ ভাই না শুনিলা কানে।
ঐ দেখ মরিতে আইল যত সিদ্ধাগণে ॥
সিদ্ধাগণে বলে বেটা পাপ দুরাচার।
কোথা হৈতে আইলু তপ ভঙ্গ করিবার ॥
কেহ গাছ ভাঙ্গি নিল কেহ বা পাথর।
কেহ খণ্ডা নিল কেহ বত্রিশ কুঠার[৩০] ॥
মার মার করিয়া চলিল সিদ্ধাগণ।
গাযীকে মারিতে হৈল সবার আগমন ॥
কালুর হস্ত ধরি গাযী পৃষ্ঠ[৩১] পাছে রাখে।
আল্লা নবীর নিজ নাম দশায়ে জপে মুখে ॥

১. ধৰ্ম্মবুজি। ২. তেগ। ৩. নৈতন। ৪. জৈবন। ৫. আতমাঘাতি। ৬. বাক্ক। ৭. প্রমদ। ৮. কুরূনিসে। ৯. সমুরেক। ১০. সাহা। ১১. বিৃক্ষ্য। ১২. অরূন। ১৩. সমস্ত বৃক্ষের নাম বুঝা গেল না। ১৪. ষুগন্দ। ১৫. ভগরতি। ১৬. ভগবতির। ১৭. ভস্য কলেবর। ১৮. গাজিকালু দিস্ট পাইল তাহার উপর। ১৯. মন্দিত। ২০. ভার্গে। ২১. বিদ মোর ফাল। ২২. সিক্ষুকে। ২৩. যুড়িয়া। ২৪. সার্দ্ধ। ২৫. কৰ্ম্ম। ২৬. চৈতন। ২৭. গ্যান। ২৮. বির্দ্দমান। ২৯. বৈকট। ৩০. কুটার। ৩১. পিস্ট।

যেমত গাযীক মরিতে আইল সিদ্ধাগণ।
গাযীর উপরে রহম করে নিরাঞ্জন ॥
আল্লা আল্লা বলি গাযী ছাড়িল হুঙ্কার।
গাযীর মস্তক ঠেকে স্বর্গের[১] যে দ্বার ॥
দেখিয়া গাযীর অঙ্গ মহা ভয়ঙ্কর[২]।
অর্থ স্বর্গ মস্তক বিশাল গজের ঘের ॥[৩]
দেখিয়া গাযীব রূপ সিদ্ধা পাইল ডর।
বত্রিশ[৪] কুঠার ছাড়ি উঠি দিল লড় ॥
কত সিদ্ধা পালাইল বিহর জঙ্গলে।
প্রাণ ভএ পায়া সিদ্ধা ঝাপ দেয় জলে ॥
কতজন বালুচরে খন্দক বানায়া।
তাহাতে ছাপিয়া রৈল বালু[৫] মাথে দিয়া ॥
এহি মতে সিদ্ধাগণ পালাইল ডরে।
জন ষাট[৬] সিদ্ধাক গাযী এসে ধরে ॥
থব থব[৭] কাঁপিতে লাগিল সিদ্ধাগণ।
গাযীর সামনে তারা করিছে স্তবন[৮] ॥
গাযী বলে আরে বেটা ভন্ড তপস্বী[৯]।
কোন পাপে দুঃখ[১০] ভুঞ্জ জঙ্গলেতে বসি ॥
অন্ন ত্যাগি সাধ বাদ নিরঞ্জনের ওল[১১]।
পড়িবে চৌরাশি কুণ্ডে বরবর আইল ॥
কার বুদ্ধে[১২] ত্যাগ অন্ন সাধ[১৩] পরিবাদ।
নরকে কত যন্ত্রণা পায়া হৈবে প্রমাদ ॥
বিফলে জনম গেল অঙ্গ ছারখার।
পরকালে লাভ ইহার নরকে[১৪] জাইবার ॥
কোন নামে বনবাসী জপ কোন নাম।
অকারণে হৈল শাস্তি নরক মোকাম ॥
শুনহ সকল সিদ্ধা ছাড়হ ভণ্ডপানা।
তবে ত এড়াবা তোরা নরক যন্ত্রণা[১৫] ॥
পড়হ নবীর কলেমা তাতে দেহ মন।
পূর্ণ[১৬] করিব আমি গঙ্গা দরশন ॥
তাহা শুনি সিদ্ধা সবে বলে জোড়হাতে।
কলেমা পড়িব আমি গঙ্গার সাক্ষাতে ॥
যাহার কারণে দুঃখ ভুঞ্জি জঙ্গলেতে বসি।
তেগিয়া সকল মায়া[১৭] হৈলু বনবাসী।
এক মুহূর্তে[১৮] অনুরাগে হৈল ভস্মরাশি ॥
শেখ খোদা বখ্শে কহে সিদ্ধার বিচার।
পঞ্চম মঙ্গল পুঁথি করিলাম প্রচার ॥

৪৮ পালা সমাপ্ত[১৯]।

১. সর্গের। ২. ভএ হুঙ্কার। ৩. অর্দ্দ শর্গ মশ্তক বিসাস গজের ঘের। ৪. বর্ত্তিস। ৫. বার্ব্ব। ৬. শাইট। ৭. থরে থরে। ৮. শ্তবন। ৯. তপশি। ১০. দ্বক্ষুভুঞ্জি। ১১. নিরঞ্জনের অণ্ডকোষ অর্থে। ১২. বুর্দ্দে। বুদ্ধিতে অর্থ। ১৩. সাদ। ১৪. নক্ষে। ১৫. জন্তনা। ১৬. প্বণ্ন্য। ১৭. তারা। ১৮. মুত্যে। ১৯. সমেআপ্ত।

৪৯ পালা

ত্রিপদী।

যত সিদ্ধা দেখি কীর্ত্তি[১] হৈল তারা হতমূর্ত্তি
জ্ঞান[২] ধ্যান হরিলাম সকল।
দেখিয়া অতি সঙ্কট আউলায়া মাথার জট
পাএ পৈল হইয়া বিকল ॥
দেখিয়া সিদ্ধার নতি গাযী হৈল দয়ামতী।
হস্তধরি তুলিয়া বসাএ।
আনাইল নাপিত [করে] জটা বিপরীত
দণ্ড মুদ্রা কর্ণের খসাএ ॥[৩]
হস্ত পদের নক্ষ ফেলে স্নান করে গঙ্গাজলে
নবীর কলেমা পড়াএ বসি।
যোগ মন্ত্র গেল ভুলি লৈল গাযীর পদধূলি
যবন[৪] হৈল সব তপস্বী[৫] ॥
গাযী তথা দিয়া চিন রহিল বছন দিন
কোরান পড়াএ সবাকারে।
যজ্ঞ সূতা[৬] ফেলি তারা হইল মকাল সারা[৭]
ফকীর হইল তদপরে ॥
রোযা নামাজ পুণ্যদান নিথি পড়ে কোরান
গাযীর নামে বান্ধিল মজিদ।
ছাতিন নগর নাম রাখিলেন সেহি ঠাম
সারা কর্ল তুড়িয়া এজিদ ॥
তথা পীর যাহির করি ছাড়িল সিদ্ধার পুরী
চলিল পাতাল ভুবন।
সেখ খোদা বকশে কএ রফিকের তনএ
প্রচারিল গাযীর কীর্তন[৮] ॥

পদ।

বল ভাই আল্লার নাম যাতে হবে পুণ্য[৯]।
সাধুর গলার হার অধমের আগুন।
গাযী বলে শুন বাপু যত সিদ্ধাগণ।
দেহোরে মেলানি জাই ভাএর কারণ ॥
জ্যেষ্ঠ[১০] ভাই আছে মোর পাতাল ভুবন।
তাহাক আনিতে জাবো মোরা দুইজন ॥
পুনর্বার[১১] জাব মোরা আপনার ঘর।
দরশন দিয়া জাবো তিন সহোদর ॥

১. জত সিদ্ধার দেখি ক্রির্ত্তি। ২. গ্যান। ৩. ডণ্ড মুদ্রা কণ্ন্যের খসাএ। ৪. জৈবন। ৫. তপসি। ৬. জর্গমুত্য। ৭. মকাল সারা শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ৮. কৃিতোণ। ৯. প্বণ্ন্য। ১০. জেস্ট। ১১. প্বণ্ন্যবার।

সিদ্ধাগণ বলে সাহেব করি নিবেদন।
আর্জিয়া[১] আপন শস্য[২] ছাড় কি কারণ ॥
গাযী বলে না ছাড়িব থাক নিজ বাড়ী।
গাযীক প্রণাম হৈল গলে বস্ত্র[৩] জড়ি ॥
যত যত সিদ্ধা ছিল মাথা করি তল ॥
বালুচরে থাকিয়া করিছে কোলাহল[৪] ॥
কোন বেটা দুষ্ট এথা আইল বন মাঝ।
সিদ্ধা বিনাশিলা জাবা নরকের[৫] মাঝ ॥
তাহা শুনি গাযী বলে ক্রুদ্ধমতী হয়া।
বালুচরে থাক বেটা গঙ্গা সারক হয়া ॥
গাযী জিন্দা কৈল কথা বৃথা[৬] নাহি হৈল।
ঠোঁট পাখা জন্মিয়া তারা সারক হৈল ॥
জঙ্গলে আছিল যারা হয়া বৃক্ষ[৭] আড়।
কণ্ঠিকারী ঠোঁটধারী হইল ছেদাড় ॥
ঝমঝমি ছেদার আইল গঙ্গা সারক উড়ি।
গাযীর সাক্ষাৎ বাক্য কহে হস্ত জুড়ি[৮] ॥
গাযী বলে গঙ্গা সারক ছাড় পরিহার।
অন্ন ত্যাগী হৈল তোমার পতঙ্গ[৯] আহার ॥
কচু ঘেচু ওল মান নানা উপহার।
জঙ্গলে ভক্ষণ কর নাহি প্রতিকার[১০] ॥
অন্ন ত্যাগি তপ করি এহি হৈল ফল।
পশুরূপে ফিরে তারা জঙ্গলে জঙ্গল ॥
দরশন না হৈল [গঙ্গা] মিথ্যা তপস্বী[১১]।
তুমি হও গুরু মোরা হইল শিষ্য।
প্রাণ রক্ষা কর সাহেব পথের[১২] উদ্দিশ ॥
শিরে জটা পুনঃ[১৩] তারা দুই ভাগ করি।
বলিতে লাগিল গাযীর পাও ধরি ॥
গাযী বলে আইস সবে দরিয়ার তীর।
মুহূর্ত্ত[১৪] মধ্যে গঙ্গা মাসী করি এ হাজারী ॥
গাযীর পাছে সিদ্ধাগণ জাএ ধীরে ধীরে।
প্রবেশ হইল জায়া ভাগীরথীর[১৫] তীরে ॥
কাতারে কাতারে খাড়া হইল সিদ্ধাগণ।
গঙ্গা মাসী বলি গাযী করিল স্মরণ[১৬] ॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল।
গাযীর স্মরণে[১৭] গঙ্গা ভাসিয়া উঠিল ॥
সোনার কান্তি চতুর ভুজা শিব শির ধারী।
অনঙ্গ মগর পৃষ্টে[১৮] উঠে মায়াধারী।
যেন মাত্র গঙ্গামাসী হৈল দরশন।
প্রণামিতে টলিয়া পড়িল সিদ্ধাগণ ॥
দরশন দিয়া মাতা হৈল অন্তর্ধান[১৯]।
পাতাল ভুবন বলি করিল পয়ান ॥
দেখিয়া আনন্দ হৈল যত বনচারী।
প্রণাম করে গাযীক নাহি জাও ছাড়ি ॥
গাযী বলে না থাকিব আসিব ফিরিয়া।
জাইতে জাইব তোমাক দরশন দিয়া ॥

এতেক বলিয়া হৈল গাযীর গমন।
দুই সহোদর জাএ পাতাল ভুবন ॥
আগে গাযী পাছে কালু বেগে চলি জাএ।
যতেক নগরেব লোক হিলি দিয়া চাএ ॥
অল্প বএসে ফকীর মুখ[২০] যেন চান্দ।
নবীর কলেমা পড়ি হইল আনন্দ ॥
কালাম পড়ে আল্লা বলে লাএলাহার ধ্বনি।
বেগে ধাএ চলি যাএ আনন্দিত মনে ॥
দেখিতে সুন্দর কায়া সূর্য[২১] যেন জ্বলে।
রসের নাগর গুণের সাগর ধীরে ধীরে চলে ॥
অমূল্য[২২] ত্রিপিণী তথা শ্রীকলার বাজার।
তথাএ পাইল জায়া সুড়ঙ্গ[২৩] দুয়ার ॥
সুড়ঙ্গ[২৩] দ্বারের ভাই নাহি জানি ওড়।
গুরু সে কহিতে পারে তার জদ্দ জড় ॥
শেখ খোদা বখশে কএ গুরুর বচন।
কালু গাযী দুই ভাই প্রবেশে তখন ॥

পদ।

সুড়ঙ্গের[২৪] দ্বারে গাযী পড়িল নামাজ।
এহিবার তরাবে মোরে পাক নিরঞ্জন ॥
তোমার নাম অনুসরি[২৫] জাইমু পাতালে।
কাণ্ডারী হইয়া আল্লা আনিবে আমারে ॥
তুমি যদি রক্ষা নাহি কর আল্লাজি।
তবে মোর নিলক্ষ্যার লক্ষ্য আছে কি।
এত সঙ্কট তরি আইনু তোমার প্রসাদে।
এবারে তরাও মোরে আল্লা মোহাম্মদে ॥
এহি বলি কান্দিয়া ভেজিল মুনাজাত।
আগমে জানিল ধ্বনি নিলক্ষ্যার দরগাত ॥
আজগুবি হুকুম করিল পরবারে।

১. আর্জ্জিয়া শব্দ কি অর্জন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? ২. সস্য। ৩. বশৃত্র। ৪. কলহল। ৫. নক্কের। ৬. ব্রেথা। ৭. বৃিক্ষ। ৮. যুড়ি। ৯. প্রিতঙ্গ। ১০. প্রিতিকার। ১১. মির্থাতপসি। ১২. পতের। ১৩. পুন্ন্য। ১৪. মুর্ত্ত মর্দ্ধে। ১৫. ভাগরতির। ১৬. স্বওরন। ১৭. স্বওরোনে। ১৮. পিৃষ্টে উটে। ১৯. অন্তর ধ্যান। ২০. মুক্ষুজেন। ২১. মুর্জ্জ। ২২. অমুল্বি। ২৩. ষুরঙ্গ। ২৪. ষুরঙ্গের। ২৫. অনুসারে।

এহিক্ষণে জাহ বাছা পাতাল নগরে ॥
আমাকে অন্তরে যদি মনে কর্ল্যা সার।
কে তোবে মারিতে পারে শক্তি আছে কার ॥
আল্লার হুকুম শুনি গাযী আনন্দিত।
ভাই কালু সঙ্গে করি চলিল ত্বরিত ॥
সুড়ঙ্গের পথ বয়া জাএ দুই জন।
অন্ধকূপে চলি জাএ অন্ধল যেমন ॥
কতদিন হাঁটি জাএ না পাএ গগন।
গভীর[১] পাতালে গেল সহস্র[২] যোজন ॥
অকস্মাৎ[৩] আগে দেখে মুল্লুক মএদান।
সম্মুখে পাইল এক পুষ্প[৪] বাগআন ॥
বাগের ভিতর দুহে গেল ততক্ষণ।
সন্ধ্যা উপস্থিত হৈল দেখে দুই জন ॥
গাযী বলে ভাই কালু জাব কোন ঠাঞি।
নিলক্ষ্যের পাতালে আসি বুদ্ধি বল নাই ॥
বুঝিলাম দারুণ আল্লা করি মায়া ছন্দে।
পাতালে আনিল এথা মরণ প্রবন্ধে ॥
ইষ্ট নাহি মিত্র নাহি নাহিক দোসর।
হইল বিফল রাত্রি জাব কার ঘর।
বাগ মাঝে দুই ভাই বিস্তর[৫] কান্দিয়া।
শ্রম পায়া নিদ্রা গেল বাগেতে শুইয়া[৬] ॥

নিগুড় হইল রাত্রি না জাগে কোনজন।
কালু গাযী দুই ভাই নিদ্রায় অচেতন ॥
ত্রিপুরী মালিনী জাএ পুষ্প অন্বেষণে[৭]।
কালু গাযী শুইয়া আছে সেহি বৃন্দাবনে[৮] ॥
কালু যেন কালা মেঘ গাযী যেন সূর্য।
চমকিল মালিনীর মন দেখিয়া আশ্চর্য[৯] ॥
মালিনী[১০] বলেন বুঝি ভাঙ্গিল গগন।
মেঘ সাথে পড়ি সূর্য হয়াছে অচেতন[১১] ॥
ইন্দ্র সাহিতে সূর্যের[১২] হট হৈল যুঝি।
মেঘ সঙ্গে পলায়া পাতালে আইল বুঝি ॥
একবার আগে বারে আরবার হটে।
ত্রাস পাইয়া মালিনী না জাএ নিকটে ॥
একবার শাহ্ গাযী গাও মোড়া দিল।
উবাই বলি মালিনী উঠি লড় দিল ॥
বাগের বাহিরে যায়া করে চীৎকার[১৩]।
যতেক ব্রাহ্মণিগণ আইল দেখিবার ॥
মালিনী বলেন তোরা শুন সখিগণ[১৪]।
সূর্য এক বাগে আইল ছাড়িয়া গগন ॥
শেখ খোদা বখশে কহে পয়ারে রচিয়া।
মালিনী চলিল সব সখিগণ[১৪] লয়া ॥
—ইতি। ৪৯ পালা সমাপ্ত[১৫]।

১. গগুর। ২. সহস্র জোজন। ৩. অকোস্বাত। ৪. পুস্ফ। ৫. বিশ্স্তর। ৬. ষুইয়া। ৭. অন্যসনে। ৮. বিন্দাবোনে। ৯. আচার্জ্জ। ১০. মাইলানি। পুস্তকের 'মালিনী' ও 'মালিনির' শব্দ সর্বত্রই 'মাইলানি' ও 'মাইলানির'। ১১. অচৈতন। ১২. এন্দ্রের শহিতে ষুর্জ্জের। ১৩. চিরিৎকার। ১৪. সকিগণ। ১৫. সমেআপ্ত।

৫০ পালা

ত্রিপদী।

যত নারী মিলি ধরি গলাগলি
চলি স্ত্রী পুরুষ সঙ্গে।
নির্ম্মল[১] বদন গর্ন্ধব ভূষণ[২]
উত্তরিল পুষ্প[৩] রঙ্গে ॥
হস্ত ধরাধরি গেল তরাতরি
গাযী কালু আছে যথা।
নিদ্রাএ বিভোর[৪] না পাএ খবর
নারিগণ কহে কথা ॥
শুনি উলাউলি গাযী শির তুলি
চক্ষু[৫] উলটিয়া চাএ।
দেখিয়া ভাব কি পাএ পাএ লাগি
গড়িয়া পড়িল বাএ ॥
করি লোটালুটি লড়ে জাএ উঠি
নারিগণ চুন্দি লাগে।
বুক ধড়ফড়[৬] শ্বাস[৭] খরতর
হৃদএ[৮] ধক ধক করে।
কেহ মূর্ছা খাএ কেহ ফিরি চাএ
হিয়া জর জর করে ॥
যত নারিগণ পলাএ তখন
ঘরে গিয়া খায়[৯] জল।
বলিছে মালিনী[১০] পুনঃ[১১] জাব আমি
দেখি কেমন ফলাফল ॥
চলিল ত্রিপরী পুষ্প[৩] অনুসারি
উত্তরিল পুষ্প[৩] অঙ্গে[১২]।
খোদা বখশে ভণে[১৩] গুরুর চরণে
কৌতুক রচিল রঙ্গে ॥

পদ।

মালিনী বলেন দেখি মনুষ্যের মূর্তি।
চেতন[১৪] করাব আমি করি নতি স্তুতি[১৫] ॥
ধীরে ধীরে মালিনী[১৬] বাগের মধ্যে[১৭] জাএ।
দেখিয়া দুহার রূপ বলে হাএরে হাএ ॥
বিড়মন করি মালিনী[১৬] হস্ত[১৮] জোড়ে কএ।
দেব কি গর্ন্ধব[১৯] মোরে দেহ পরিচএ ॥

১. নিম্মল। ২. গন্দব ভুসন। ৩. পুস্‌ফ। ৪. বেভোর। ৫. চক্ক। ৬. বুগ ধড়পড়। ৭. সাশ। ৮. হিদএ। ৯. খাইল। ১০. মাইলানি। ১১. পুণ্ন্যা। ১২. রঙ্গে। ১৩. ভুনে। ১৪. চৈতন। ১৫. শৃতিতি। ১৬. মাইলানি। ১৭. মর্দ্দে। ১৮. হশ্‌ত। ১৯. গন্দব।

দুঃখিনী মালিনী[১] মোর নাহি কোন জন।
পীর পয়গম্বর বলি ...... বারচন ॥
তাহা শুনি গাযী বলে নাহি তৎ জানি।
উপরে আমার ঘর শুনহ মালিনী[১] ॥
বৈরাট নগরে [আছে] বাদশা সেকন্দর।
তাহার ঘরনী বিবি ওসমা সুন্দর ॥
তারি গর্ব্বে[২] জন্ম মোর নাম বড়খাঁ গাযী।
এক ভাই লইতে আনু আর এক ভাই সাজি।
যুলহাউস নাম তার মোর জ্যেষ্ঠ[৩] ভাই।
বিভার কারণে তাঞি আইল এহি ঠাঞি ॥
তাকে উদ্ধারিতে[৪] আইনু দুই সহোদর।
কোথা আছে ভাই মোর না জানি খবর ॥
তাহা শুনি মালিনী[১] বলে ধীরে ধীরে।
কি কহরে প্রাণ বাছা প্রাণ মোর ঝুরে ॥
ওসমার পুত্র তুঞি আমি ধন্দ্য[৫] বাসি।
তুমি আমাক নাহি চিন হই তোমার মাসী ॥
যে কালে ওসমা গেল পাতাল ছাড়িয়া।
সেহি হৈতে ছিল পুষ্প কলি মুখে নিঞা ॥
তোমার যুলহাউস এহি বাগে আইল।
তাহাক দেখিয়া পুষ্প বিকশিত হৈল ॥
অনেক যতনে[৬] তাকে দিলাম বিয়া।
তুই কার বুদ্ধে[৭] আইলু মাএক ছাড়িয়া ॥
আয়রে প্রাণের বাছা মোর ঘরে আএ।
যুলহাউস আর পুনঃ[৮] জাএ কি না জাএ ॥
মালিনীর বদন ভিজিল দুই চক্ষের জলে।
কালু গাযীর হস্ত ধরি নিল দুই কোলে ॥
কান্দিতে কান্দিতে জাএ মালিনী নিজ ঘরে।
কালু গাযীক লয়া গেল আপন মন্দিরে ॥
কালু গাযী মালিনীর পুরীতে চলে গেল।
গাযীর অঙ্গের তাপে পুরী হৈল আলো[৯] ॥
মালিনী বলেন আমি খ্যাতি[১০] রাখিব।
মন্ত্রণা[১১] করিয়া দুহাক ফিরিয়া পাঠাব ॥
যুলহাউসের প্রসাদে খাই[১২] ঘরে বসি।
ভাত ভাঙ্গিতে আইল কোথাকার বিদেশী[১৩]।
রন্ধন করিয়া মালিনী খাওয়াইল[১৪] ভাত।
পশ্চিম আকাশ[১৫] কোণে গেল দিননাথ ॥
খানা খাইয়া দুই ভাই বসিল পালঙ্গে।
একান্তর[১৬] দুই ভাই শুইল[১৭] মহারঙ্গে ॥
রহিল দুই ভাই শয্যা[১৮] সুখ পায়া।
হাউসের আগে মালিনী বার্তা[১৯] দিল জায়া ॥
মালিনী বলেন শুন বাদশার নন্দন।
কোথা হইতে আইল অতিথি[২০] দুই জন ॥
দেখিতে সুন্দর বড় রূপে অনুপম।
তোমার আকৃতি[২১] দুহে কালু গাযী নাম ॥
বড় বলবান দুহে বড় গুণ ধরে।
পৃথিবী[২২] দংশিতে পারে জানি অনুসারে ॥
তোমাক মারিয়া লবে তোমার অধিকার।
খেদায়া দেহ দুহাক জাউক দুরাচার ॥
যুলহাউস নাহি জানে কালু গাযীর তত্ত্ব[২৩]।
মাইলানীর কথাতে হৈল ক্রোধ যুক্ত ॥
হাউসে বলে জাউক পোহাইয়া রাতি।
কাটিব সত্বরে[২৪] মাথা হস্তে লয়া কাতি ॥
এমন অবলা যুক্তি হাউসেক কয়া।
মালিনী চলি আইল গৃহেতে[২৫] লাগিয়া ॥
গাযী বলেন মাসী গেছিলা কোথাএ।
মালিনী বলেন গেলাম পুষ্প বাগিচাএ ॥
রাত্রিকালে আইলাম পুষ্পক কর্ণ[২৬] কথা কয়া
প্রভাতে থাকেন পুষ্প বিকশিত হয়া।
কর্ণ[২৬] কথা কহিতে রাত্রি হৈল এতক্ষণ।
রাত্রি শেষ হৈল অখন করিএ শয়ন[২৬] ॥
শয্যাসুখে[২৮] মালিনী শুইয়া নিদ্রা জাএ।
শেখ খোদা বখশে কহে মিঞা গাযীর পাএ ॥
রাত্রি পোহায়া গেল উঠে দিবাকর।
যুলহাউস চেতন পাইল আপন বাসর ॥
কালু গাযী উঠিলেক মালিনীর পুর।
মোনাজাত ভেজিল দুহে আল্লার হুযুর ॥
যুলহাউস ক্রোধ হৈছে মালিনীর বোলে।
উঠিয়া বসিল মিঞা কুকিলা কুহলে ॥
চারিজন সিপাই লৈল সঙ্গেতে করিয়া।
মালিনীর পুরে হাউস উত্তরিল গিয়া ॥
গাযী কালু বসি আছে বাহির উদ্যানে[২৯]।
যুলহাউস প্রবেশ হৈল বিদ্যমানে[৩০] ॥
গাযী বলে বুঝিব জ্যেষ্ঠ ভাএর মন।
আমা দুহেক ভাই নাকি করেন চিনন[৩১] ॥
যুলহাউস বলে তোরা থাক কোন ঠাঞি।
গাযী বলে বাড়ী মোর বাপ জন্মে[৩২] নাঞি ॥

১. মাইলানি। ২. গর্ব্বে। ৩. জেস্ট। ৪. উধারিতে। ৫. ধণ্ন্য। ৬. জর্ত্তনে। ৭. বুর্দ্দে। বুদ্ধিতে অর্থে। ৮. পুণ্ন্য। ৯. আল। ১০. ক্ষিয়াতি। ১১. মোন্তনা। ১২. খাই আমি খরে বসি। ১৩. বৈদেসি। ১৪. খাওয়াইল। ১৫. আসাড়। ১৬. একাশ্তর। ১৭. ষুইল। ১৮. সর্জ্জাষুক। ১৯. বাত্রা। ২০. অতিৎ। ২১. আকির্ত্তি। ২২. প্রিথিবি। ২৩. তর্ত্ত। ২৪. শর্ত্তরে। ২৫. গ্রিহেতে। ২৬. কণ্ন্য। ২৭. সওন। ২৮. সর্জ্জাষুকে। ২৯. উধানে। ৩০. বির্দ্দমানে। ৩১. চিন। ৩২. জম্মে।

হাউসে বলেন তোরা জাইবা কোথাএ।
যথা ইচ্ছা তথা জাব তোমাক কিবা দাএ ॥
ক্রোধ হৈল যুলহাউস শুনি টিটকারি[১]।
চারি পাইকেক বলে দুহাক লয়া চল ধরি ॥
যেন মাত্র হুকুম করিল বাদশাজাদা।
গাযী কালুক ধরিবার আইল প্যায়াদা ॥
গাযী বলে ভাএর মোর নাহি দয়া ধর্ম্ম[২]।
কিঞ্চিৎ পরিচএ দিয়া বুঝাইব মর্ম্ম[৩] ॥
যেন মাত্র সিপাই গাযীর ধরে হাত।
ক্রোধে গাযী উঠি দিলে প্যায়াদার মুখে লাথ[৪]।
ছেচা গেল মুখ তার শির গেল ফুটি।
আর তিন জনের মাথে পড়িল বজ্রমুঠি[৫] ॥
দুঃখ[৬] পায়া পাইক রৈল ভূমে মাথা ঠেকি।
ক্রোধ হৈলে যুলহাউস পাইকের শাস্তি[৭] দেখি ॥
সত্য কইল মালিনী মিথ্যা[৮] নহে কথা।
রাজ্য মোর লৈতে মনে করিছে সর্বথা ॥
ক্রোধে[৯] যুলহাউস হইল খরতর।
দুই হাতে ধরিল গাযীর দুই কর ॥
গাযী বলে জানিও মালিক পরোয়ারে।
গর্ভে[১০] সহোদর ভাই চিনিতে না পারে ॥
প্রথমে হাউসে গাযী না করে বলাৎকার[১১]।
গাযীক ফিকিল হাউস শূন্যের[১২] মাঝার ॥
হৃদে[১৩] জপিল গাযী আল্লা নবীর নাম।
পাক খায়া ভূমে পড়ি করিল সালাম[১৪] ॥
ক্রোধে গাযী ধরিয়া হাউসের মধ্যস্থলে[১৫]।
শূন্যে[১৬] পাকি আছাড়িল পাকায়া মহীতলে ॥
দুঃখ[১৭] পায়া হাউস জপিল রাব্বানা।
দারুণ দুষ্টের সঙ্গে বলে পারিলাম না ॥
হাড় চূর্ণ[১৮] গুড়া হৈল কান্দে আল্লা বলি।
বড় দুঃখ[১৭] পাইলাম আল্লা তোমার নাম ভুলি ॥
এবার তরাও মোকে সাহেব দীন ধনি।
তোমার নাম বিনে আর অন্য[১৯] নাহি জানি ॥
যেন মাত্র যুলহাউস ভাবিল খোদাএ।
নির্লক্ষ্যে থাকিয়া ধনি জানিল তথাএ ॥
আল্লা বলে জীবরাইল শুনহ[২০] বচন।
সেকন্দর বাদশার পুত্র করিল স্মরণ[২১] ॥
ছোট হয়া গাযী জিন্দা করিল বলাৎকার।
জ্যেষ্ঠেক[২২] মারিল গাযী ভূমিতে আছাড় ॥

হাউস উপরে গাযী রহম দৃষ্টি করে।
গাযী হৈতে দুনা জোর হইল শরীরে ॥
বল পায়া যুলহাউস উঠিল গর্জিয়া।
শাহ্ গাযীক ধরিলেন মনে কুপিত হয়া ॥
দুইজনে যুদ্ধ করে বলে নাহি কম।
এক বিন্দু উৎপত্তি[২৩] একি সমাসম ॥
বিধির নির্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে।
ভাইএ ভাইএ যুদ্ধ করে চিনিতে না পারে ॥
হাউসের উপরে সহায়[২৪] আছে আল্লাজি।
হাউসেতে কমজোরি হইল গাযী ॥
গাযী হাউস পড়ি গেল ভূমির উপর।
যুলহাউস[২৫] বৈসে গাযীর বুকের উপর ॥
কোমর হৈতে হাউস নিকালে কাটার।
ক্রোধে দেএ হাউস গাযীর গলার মাঝার ॥
যেন মাত্র যুলহাউস গলে দেএ কাতি।
দক্ষিণ হস্তে শাহ্ গাযী ধরে শীঘ্রগতি[২৬] ॥
পূর্ণ[২৭] হাতে শাহ্ গাযী ধরিলেন ছুরি।
সেহি হাতে আছে মিঞার বাপের অঙ্গুরী ॥
অঙ্গুরী দেখিয়া হাউস ভাবিলেক মনে।
কোথা হইতে বিদেশী[২৮] আসিল এখানে ॥
পিতার আঙ্গুরী দেখি স্তব্ধ[২৯] হয়া আছে।
শাহ্ গাযী আরয করে আল্লাজির কাছে ॥
শেখ খোদা বখ্‌শে কহে ভাবিয়া মোহাম্মদ[৩০]।
রদ[৮] করে কবুল কবুল করে রদ[৩১] ॥
গাযী বলে দীননাথ[৩২] এহি ছিল কপালে।
মরণ খাতিরে মোকে আনিল পাতালে ॥
আর না দেখিব মোরা বাপ মাএর মুখ।
কি দোষে মোর লাগি বিধাতা বিমুখ[৩৩] ॥
এখন মরিব আমি জান দীননাথে।
প্রাণের দোসর কালু যাবে কার সাথে ॥
মিথ্যা[৩৪] কাজে আইলাম পাতাল নগর।
জননী মরিবে মোর পিতা সেকন্দর ॥
আমি কিবা জানি ভাই দুষ্ট মূঢ়মতি।
কার বুদ্ধে অনুরাগে করেন দুর্গতি ॥
কি মতে জানিবে মোর পিতা সেকন্দর।
শোকে[৩৫] মরি জাবে মোর প্রাণের দোসর ॥
এক তনু এক মন এক বুদ্ধিবল।
এমত প্রাণের দোসা কেমনে জাবে ঘর ॥

১. তিসকারি। ২. ধন্ম। ৩. মন্ম। ৪. লাত। ৫. বজ্রমুকুটি। ৬. ধক্ষ। ৭. সাশতি। ৮. মৃিথা। ৯. ক্রোর্দ্দে। ১০. গর্ব্ব। ১১. বলতকার। ১২. ষুণ্ন্যের। ১৩. হিদে। ১৪. ছাল্বাম। ১৫. মর্দ্দস্থলে। ১৬. ষুণ্ন্যে। ১৭. দ্বক্ষ। ১৮. চুণ্ন্য। ১৯. অণ্ন্য। ২০. ষুনহ। ২১. শ্বরন। ২২. জেশটেক। ২৩. উর্ত্তপতি। ২৪. সয়ে। ২৫. বলে পারি। ২৬. সিগ্রগতি। ২৭. পুণ্ন্য। ২৮. বৈদেসি। ২৯. তব্দ। ৩০. মোহাম্মদ। ৩১. অদ। ৩২. দিননাত। ৩৩. বৈমুখ। ৩৪. মির্থা। ৩৫. সোগে।

না চিনিবে পথ ভাই না শুনিবে কানে।
সুড়ঙ্গ তুড়িয়া ভাই জাইবে কেমনে ॥
যেন মাত্র যুলহাউস গলেধরে কাতি।
পূর্ণ হস্তে শাহ্ গাযী ধরে শীঘ্রগতি ॥
সেকন্দরের অঙ্গুরী গাযীর হস্তে আছে।
অঙ্গরী ধরিল গাযী হাউসের চক্ষের কাছে ॥
রজত কাঞ্চন কিবা হীরা মুক্তা চুনি।
প্রবাল পাথর কিবা মাণিক গাঁথুনি ॥
অঙ্গুরী দেখিয়া হাউস ধরিল গাযীর হাত ॥
এমন অমূল্য[1] নিধি পাইলা কোথাত ॥
ত্রিভুবন দিতে নারে অঙ্গুরীর[2] মূল।
চন্দ্র মণ্ডল জিনি সূর্য [নহে] সমতুল[3] ॥
গাযী বলে অঙ্গুরীর চাহ পরিচএ।
পিতা সেকন্দরের এহি অঙ্গুরী নিশ্চএ ॥
তাহা শুনি যুলহাউস চমৎকার মন।
সেকন্দরের পুত্র তুই একথা কেমন ॥
একপুত্র উপাদান হয়াছিলাম তার।
আর কেবা পুত্র আছে এভব[4] সংসার ॥
তাহা শুনি যুলহাউস বুকেত বসিয়া।
কহিতে লাগিল কথা বিনএ করিয়া ॥
কেবা তোর পিতা বটে কেবা তোর জননী।
কোন দেশে থাক তুমি কহ তত্ত্ব[5] শুনি ॥
গাযী বলে কহি কথা শুন চিত্ত দিয়া।
বৈরাট নগরে ঘর তত্ত্ব[6] দেই কয়া ॥
পিতা বাদশা সেকন্দর জননী ওসমা।
বলী[7] রাজার কন্যা সেহি কনক প্রতিমা[8] ॥
প্রথমে জন্মিল[9] বাই যুলহাউস নাম।
দেখিতে সুন্দর কায়া রূপে অনুপাম ॥
তাহাক উদ্ধারিতে আইনু রাত্রি শেষ[10] কালে।
কালু পালক ভাই সঙ্গে আইনু[11] পাতালে ॥
শুনিয়া হাউসের মন হৈল জর জর।
গড়িয়া পড়িল মিঞা ভূমির উপর ॥
হায় হায় করে মিঞা কপালে চড় দিয়া।
শাহ্ গাযীর গলা ধরি আকুল কান্দিয়া ॥
হাএরে দুষ্ট মালিনী তোর কাষ্ঠ[12] হিয়া।
ভাএ ভাএ বিরোধ করালু কি লাগিয়া ॥
জাও জাও মালিনী হৃদে জ্বালালু অগনি।
মোর শাপে[13] হও জায়া জলে কচ্ছপিনী[14] ॥
হেন বাক্য যুলহাউস কহিল যখন।
কচ্ছপিনী[14] হয়া মালিনী চলিল তখন ॥
কহে শেখ খোদা বখ্শ্ ভাই হৈল দেখা।
খণ্ডাইতে না পারে কেউ কপালের লেখা ॥

ত্রিপদী।

ভাইএ ভাইএ চিহ্ন[15] পায়া তিন কান্দে বিনাইয়া
গলাগলি কান্দে তিন জন।
আমি দুষ্ট মূঢ়মতি দয়া নাহি একরতি
ভাএর করিলাম বিড়মন ॥
দারুণ মালিনী ছার নরকেতে বাস তোর
মূঢ় বুদ্ধি হৈল তার বোলে।
কান্দিয়া হাউস পাছে দাঁড়ায়া[16] দোহার কাছে।
দুহাকে তুলিয়া নিল কোলে ॥
আস মোর প্রাণের ভাই অভাগার[17] পুরে জাই
শুনি মাতা পিতার খবর।
কালু গাযীক কোলে করি চলিল আপন পুরী
তিন সূর্য[18] হৈল দিবাকর ॥
আন্দরে পাঁচ তোলা রানী শুনিল গাযীর বাণী
লড় দিয়া চলিল বাহিরে।

১. অমূর্ল্ব। ২. অঙ্গরির মূল। ৩. সমতুল। ৪. এভুব। ৫. তর্ত্তমুনি। ৬. তর্ত্ত। ৭. বর্ল্ব। ৮. পিৃথিমা। ৯. জহ্মিল। ১০. সেশ। ১১. আইলাম। ১২. কাস্ট। ১৩. শ্তাপে। ১৪. কর্চ্ছবনি। ১৫. চিণ্ন্য। ১৬. ডাড়ায়া। ১৭. অভাগ্যার। ১৮. মুর্জ্জ।

দেখি তিন দিবাকর আইলেন দ্বার[৮] পর
সোনার কান্তি জ্বলে[১] শবীরে ॥
একি রূপ আকার তনু যেন মাত্র স্বর্গের[২] ভানু
গাযী হাউস না জাএ চিনন।
কন্যা বলে প্রণেশ্বব কোন জন দেওর মোর
পবিচয[৩] দেহ প্রাণধন ॥
শুনিহা হাউসে কথা গাযীক বাখিল তথা
পাঁচতোলা তুলিয়া লৈল কোলে।
কান্দিয়া গাযীক ধরি চলিল অন্তঃপুরী[৪]
খোদা বখশে বিবচিয়া বলে ॥

[ইতি। ৫০ পালা সমাপ্ত]

১. দার। ২. জলে দোহার সরিরে। ৩. সর্গের। ৪. পরিছয়। ৫. অন্তসপুরি।

৫১ পালা

দিসা : কবে জানি না জানি না তোমার দয়া মায়া ॥
নিদারুণ কালিয়া কবে আইল জানি না।

পদ।

যুলহাউস গাযী যিন্দা কালু যিন্দাপীর।
বসিলেন তিন ভাই মন করি স্থির[১] ॥
দড়বড়ি পাঁচতোলা গেল তোশাখানা ঘরে।
রন্ধন করিতে বিবি বসিল সত্ত্বরে[২] ॥
তিলেকে রন্ধন করে জঙ্গের কুমারী।
সুবর্ণের[৩] থালে বিবি লইল উভারি ॥
একাত্তর[৪] তিন ভাই বসিল তখন।
খানা খাইতে বসিলেক ভাই তিনজন ॥
পরশিয়া অন্ন[৫]দেএ পাঁচতোলা রানী।
খোশ[৬] মনে তিন নন্দন খাএ অন্ন[৫] পানি ॥
হস্ত পাখালিয়া বৈসে ভাই তিন জন।
কর্পূর[৭] তাম্বুল তবে করেন ভক্ষণ ॥
তুষ্ট[৮] হয়া বসিলেন তিন সহোদর।
কহো এখন [ভাই] মাতা পিতার খবর ॥
রাজ্য দেশ[৯] কহ শুনি সব সমাচার।
কি মত প্রকারে আইলা পাতাল নগর ॥
কার কাছে শুনিয়াছ[১০] আমার খবর।
বিবরিয়া কহ শুনি সর্ব সমাচার ॥
তাহা শুনি গাযী বলে শুন ভাইয়াজি।
নসীবের লিখন দুঃখ আমি কব কি ॥
আদ্য[১১] অন্ত যত কথা তত্ত্ব[১২] কহি শুন।
কহিতে উঠে মনের দীঘল[১৩] আগুন ॥
শেখ৴খোদা বখশে কহে গাযীর নাম লয়া।
বার মাসের দুঃখ[১৪] ভাই শুন মন দিয়া ॥
[শুন শুম হে!]

আওয়াল[১৫] বৈশাখ মাসে বছর প্রথম।
ছাড়িলাম জননী আমি করি বহু শ্রম ॥
কালু পালক ভাই সঙ্গে ছাড়ি রাজ্যখণ্ড।
কতেক কহিব আর পথের পাষণ্ড ॥
জষ্ঠি মাসের দুঃখ কি কহিব আর।
প্রবেশ হৈলাম দুষ্ট শ্রীরাম রাজার দ্বার ॥
রাজার হুকুমে মোক কোতালে দিল ধাক্কা।
পুরী সংহারিলাম দিয়া তিন ফাক্কা ॥
শুন শুন প্রাণের ভাই দুঃখের সমাচার।
কলিজা জ্বলিয়া উঠে ভুবন আন্ধার ॥
আষাঢ় মাসের দুঃখ কহিতে প্রাণ উড়ে।
দুই ভাই ফিরি মোর বৃক্ষের[১৭] গোড়ে গোড়ে ॥
বাও বৃষ্টি[১৮] বরষে দেওয়া[১৯] গাছের তলে বাসা।
বনে আছে পশুপক্ষী আহার যেমন ভাসা ॥
শুন শুন হে!
শ্রাবণ মাসের কথা শুন ভাই মোর।
বনে বনে ফিরি মোরা নাহি দেখি নর ॥
পেটে অন্ন নাহি মোর পথ নাহি খুঁজে।
বনের কাঠুরিয়া[২০] মোকে সেবাভক্তি পূজে ॥
শুন শুন হে!
ভাদ্র মাসের দুঃখ কপালের লেখা।
রাত্রিযোগে এক কন্যার সঙ্গে হৈল দেখা ॥
দেখিয়া সুন্দরী হইল অন্তর্ধান[২১]।
চেতন[২২] পাইয়া দেখি আছি নিজ স্থান ॥
শুন শুন হে!
এহিত আশ্বিন মাসে বন্যা হয় শেষ[২৩]।
অনাথিনী দুই ভাই ফিরি দেশ দেশ ॥
সোনাপুর হৈতে মন হইল উদাস।
দুঃখে সুখে[২৪] দক্ষিণে হাঁটিলাম ছয় মাস ॥
শুন শুন হে!
এহিত কার্তিক মাসে লয়া আল্লার নাম।

১. শৃতির। ২. সর্ত্তরে। ৩. সোবন্ন্যের। ৪. একাশৃতর। ৫. অন্ন্য। ৬. খোস্য। ৭. করপুল। ৮. তুশ্‌ট। ৯. রার্জ্জদেস। ১০. যুনিএাছ। ১১. আর্দ্দ। ১২. তর্ত্ত। ১৩. দির্ঘল। ১৪. দুক্ষু। ১৫. আওাল। ১৬. দুক্ষের। ১৭. বৃিক্ষের। ১৮. বৃিশৃটি। ১৯. দেওা। ২০. কাস্টরিয়া। ২১. অন্তর ধ্যান। ২২. চৈতন। ২৩. সেশ। ২৪. দুক্ষেযুকে।

মটুক রাজার সঙ্গে বাজিল সংগ্রাম ॥
ভাই কালু বন্দী ছিল খালাস করিয়া।
রাজার কন্যার সঙ্গে মোর হৈল বিয়া ॥
শুন শুন হে!
অগ্রাণ মাসেতে ভাই নবান্ন[1] নোতুন।
কন্যা সঙ্গে করি মোরা ফিরি দুইজন ॥
অনাথ[2] কাঙাল যেন সঙ্গেতে রূপসী।
সাগরের পানা যেন ভাসি দিবানিশি ॥
শুন শুন হে!
পউষ মাসেতে ভাই বড়ই দুষ্ট কীর্ত্তি[3]।
ভিমসরা রাজাক ধরি করিলাম দুর্গতি ॥
বহুত কান্দিয়া রাজা পৈল মোর পাএ।
তাহাক তুড়িয়া পুনঃ[4] হৈলাম বিদাএ ॥
শুন শুন হে!
মাঘ মাসেতে দুঃখ শীতে[5] তনু দহে।
এমত ব্যক্তি[6] নাহি মর্ম্মাঘাত[7] সহে ॥
বিক্রম কিশোর[8] পুরে ভাগ্যে[9] বাঁচে প্রাণ।
ভাই কালুর সঙ্গে তার কন্যা হৈল দান ॥
শুন শুন হে!
ফাল্গুন মাসের দুঃখ বসন্তের বায়।
জঙ্গলে ভয়ে প্রাণ জার জার [হয়] ॥[10]
কুহু কুহু করে কুকিল ডাকে বাঘ গণ্ড।
পাইলা দারুণ সিদ্ধা পথের পাষণ্ড ॥
আল্লা নবী সহায়[11] দেখি বাঁচানু[12] পরাণ।
কলেমা পড়ায়া তাকে করিনু মুসলমান[13] ॥
শুন শুন হে!
এহিত চত্রি মাসে বড় দুঃখ মোর।
সুড়ঙ্গ[14] বহিয়া আইনু[15] পাতাল সহর ॥
উপস্থিত[16] হইলাম মালিনীর বাগান[17]।
বুদ্ধি দিয়া আনি পুরে কর্ল অপমান ॥
বার বছরকার কথা বার মাসে লেখি।
শেখ খোদা বখশে কহে গুরু[18] পদে সাক্ষী ॥
দিসা : ও আমাক তরাও দীননাথ[19]।
বিষম সঙ্কটে তরিব কেমনে হে ॥

পদ।

শুনিঞা গাযীর কথা হাউস হৈল ধন্দ।
জাইতে আপন দেশে করে অনুবন্ধ ॥
পাঁচতোলা আনন্দ হৈল শুনিয়া সমাচার।
নকিবে খবর করে জঙ্গ রাজার তর ॥
জোড় হাতে কহে কথা শুন নৃপতি[20] গোসাঞি।
দেশে জাইতে আগমন তোমার জামাঞি ॥
শুনিঞা এমত বাক্য রাজা চমৎকার।
পুরী সহিতে লোক আইল দেখিবার ॥
জঙ্গ রাজার নারী আইল বধূ ছএজন।
যুলহাউসের পুরে হৈল প্রবেশন ॥
জঙ্গ রাজা খাড়া হৈল লোকজন সাজি।
রাজাকে সালাম করে কালু আর গাযী ॥
বিহাই পুত্র কালু গাযী কহে তাঐর পাশে।
ভাই আর ভাই পত্নী[21] লয়া যাই[22] দেশে ॥
জঙ্গ রাজা বলে আমি রাখিতে না পারি ॥
বিমরিষ হইল মনে জঙ্গ অধিকারী ॥
একেলা জামাতার সঙ্গে না পারিলাম রণে।
তিন সহোদরের সঙ্গে পারিব কেমনে ॥
পরিত্যাগ[23] নাহি করি নারি রাখিবার।
আজি হৈতে মৈল কন্যা এহিযুক্তি সার ॥
দুই চক্ষের জল রাজার পড়ে বুক বহিয়া।
জাও বলি বিদাএ দিয়া চলির ফিরিয়া ॥
ছএ পুত্র চলে রাজার মাথে দিয়া হাত।
সৈন্য[24] সেনা লয়া জাবে [সঙ্গে] নরনাথ ॥
যুলহাউস কালু গাযী পরে অভরণ।
পুরের ব্রাহ্মণী যত জুড়িল[25] ক্রন্দন ॥
শেখ খোদা বখশে কহে হাউস উদ্ধার।
মনেতে ভাবিয়া দেখ গুরুর নাম সার ॥
—৫১ পালা সমাপ্ত[26]।

১. নবান্ন্য নৌতন। ২. অনাত। ৩. কৃত্তি। ৪. ধ্বর্ণ্ন। ৫. সির্ত্তে। ৬. বেক্তি। ৭. মম্মাঘাতে। ৮. বিক্রমকেসর। ৯. ভার্গে। ১০. জঙ্গলে দুহে ভয়ে প্রাণ জার জার। ১১. সঞে। ১২. বাচাইলাম। ১৩. মোছলমান। ১৪. ষুরঙ্গ। ১৫. আইলাম। ১৬. উপশৃতিৎ। ১৭. বাগয়ান। ১৮. গুরুকা পদে শাক্ষি। ১৯. দিননাত। ২০. নিপৃতি। ২১. পত্নুনি। ২২. জাই আপোন দেসে। ২৩. পরিত্যেগ না করি। ২৪. ষুণ্ন্য। ২৫. যুড়িল। ২৬. সমেআপ্ত।

৫২ পালা

ত্রিপদী।

কান্দিয়াছে কন্যার মাও হৃদে[১] খায়া শেল ঘাও
হাএরে বাছা[২] পাঁচতোলা সুন্দরী[৩]।
রাজ্যদেশ[৪] মাতাপিতা ছাড়িয়া যাইবা কোথা
রানী সঙ্গে কান্দে পুরের নারী ॥
বিদেশীক কন্যা দিয়া হইল মোর শূন্য[৫] হিয়া
মাও বলিবে কেবা আর।
এহি ছিল কর্মফল[৬] ডিঙ্গ মোর হৈল তল
কোন জন করিবে উদ্ধার ॥
রত্ন যেন কর্ল চুরি কি মতে পরান ধরি
কি মতে বাঁচিব অভাগিনী।
ঝি-এর ব্যথা[৭] মাএ জানে কি বুঝিবে অন্যজনে[৮]
শেলে যেন কাতর হরিণী ॥[৯]
[ধরি] কন্যার গলাখানি শোকে কান্দে মহারানী
হাএরে বাছা জাইবে কোথাএ।
এক কন্যা মোর গর্ভে আর দেখা না হইবে
হেন হৃদ[১০] কাহার কাষ্ঠ কাএ ॥
বিধি মোর হৈল বাম সকল তাহার কাম
নর জনের সাধ্য[১১] কিবা পরে।
আমার কপালের লেখা ঝিএর সঙ্গে নহে দেখা
ঝিএতে হেন ভাসাইল সাগরে ॥
রচিলাম মধুর বাণী নিরস্ত[১২] হইল রানী
জোড় হস্তে করি পরিহার।
সেখ খোদা বখশে[১৩] গাএ রানী হৈল কাষ্ঠকাএ
বল আল্লা মোহাম্মদ মাদার ॥

পদ।

কান্দিয়া ব্রাহ্মণী সবে বিদাএ হইল।
চিত্ত নিভারিয়া তারা নিজ ঘরে গেল ॥
হাউসে জায়া বিবিকে বলিল সমাচার।
চল চল জাই অখন মাও দেখিবার ॥
পাঁচতোলার ভাই [সব] আনে ডাক দিয়া।
ধন মাল রাজ্য[১৪] তাকে দিলেন সঁপিয়া ॥
কান্দিয়া চলিল কন্যার ছএ ভাই।
কন্যা বলে এ জনমের বিদাএ হয়া জাই ॥

---

১. হ্রিদে। ২. বাচা। ৩. ষুন্দরি। ৪. রার্জ্জ্যদেস। ৫. আমার ষুণ্ন্য। ৬. কর্ম্মফল। ৭. ব্রেথা। ৮. অন্ন্যজোনে। ৯. সেলে জেন কাতর হরনি। ১০. হ্রির্দ্দ। ১১. সার্দ্দ। ১২. নিরশৃত। ১৩. বকসে। ১৪. রায্য।

আগে গাযী পাছে কালু করিল গমন।
পাঁচতোলা হাউস পাছে জাএ দুইজন ॥
নগরের জত লোক পাছে পাছে ধাএ।
পুরিখান অন্ধকার করি চারিজন জাএ ॥
চলিলেক চারিজন ছাড়িয়া জঙ্গের পুরী।
পশ্চাৎ[১] করিয়া চলে মালিনীর[২] কেয়ারী ॥
কান্দিয়া সকল লোক চলিল ফিরিয়া।
চলির জঙ্গের পুরী অন্ধকার করিয়া ॥
গাযী বলে মিঞা ভাই শুন সমাচার।
মামাজি হাঁটিয়া জাবে একোন বিচার ॥
তাহা শুনি যুলহাউস হইল লজ্জাগত।
কিরূপে লইব কন্যা বল তাহার তত্ত্ব[৩] ॥
শাহ গাযী বলে তুমি পিতার সমান।
কিরূপে তোমাকে আমি বাতাব সন্ধান ॥
যুলহাউস বলে তুমি ভাই সমাসম।
তোমাকে আমাকে লাগে শরম ভরম ॥
তাহা শুনি শাহ[৪] গাযী হৈল আনন্দিত।
গাযী বলে আইস মাও হস্তেসেত ত্বরিত ॥
এহি বলি শাহ গাযী হস্ত পসারিল।
সালাম[৫] করিয়া বিবি হস্তেত চড়িল ॥
মাথে হাত দিয়া গাযী ছাড়িল যিকির।
শব্দেতে মিলিয়া গেল বিবির শরীর ॥
মিলায়া বিবির তনু ফুল হয়া গেল।
আজগবি হৈল কন্যা মনোহর[৬] ফুল ॥
সেহি মনোহর[৭] ফুল হাউসের হস্তে দিল।
সুবর্ণ পটুকার সঙ্গে[৮] বান্ধিয়া রাখিল ॥
তিন সহোদর তবে জাএ পথ বয়া।
রবির তুলনা[৯] পথ জাএ আলো হয়া ॥
আগে হাউস মধ্যে[১০] গাযী কালু যিন্দা পাছে।
প্রবেশ হইল জায়া সুড়ঙ্গের কাছে ॥
আল্লা নবীর নামে তিন ভাই পড়িল নামাজ।
হুহুঙ্কার[১১] শব্দে চলে সুড়ঙ্গের মাঝ ॥
উশ্বাস নিশ্বাস নাহি উজ্জ্বল পবন।
অণুক্ষ[ণ] অপার পথে চলে তিন জন ॥
আল্লা নবী সহায়[১২] দেখি বাঁচিল পরাণ।
অন্য অন্য[১৩] হইলে হএ সংহার জীবন ॥
তিন ভাই চলি জাএ ভাবিয়া রব্বানা।
কতক্ষণ অন্তরে এড়াইল সুড়ঙ্গের[১৪] যন্ত্রণা ॥
শেখ খোদা বখশে[১৫] কএ আল্লার নাম সার।
সেহি দণ্ডে[১৬] পাইল তিনি সুড়ঙ্গের দ্বার ॥
সুড়ঙ্গের দ্বারে উঠি তিন সহোদর।
নামাজ পড়িল তবে শ্বাস[১৭] খরতর ॥
হস্তেত সুবর্ণের[১৮] আসা কমরে জিঞ্জির।
হজের খিলেকা গলে কাঞ্চন শরীর ॥

ত্রিপদী বলাম।

আসা হাতে তাজ মাথে ধীরে বাড়াএ পাও।
চন্দ্র ভানু তিনের তনু ডগমগ জ্বলে গাও ॥
রসের নাগর গুণের সাগর হালিয়া ঢুলিয়া[১৯] চলে।
মনে অনুক্ষণ ভাবে নিরঞ্জন আল্লা আল্লা সদাএ বলে ॥
ধীরে চলে আল্লা বলে কালা উড়ে শিরে।
হিলন নঞানে মধুর বচনে বলিছে ধীরে ধীরে ॥
কালিয়ার কানু সোনার তনু মুখের বচন মধু।
দেখিতে ভালা পন্থ আলা আল্লার নামে সাধু ॥
সূর্যের ছটা[২০] আসা[২১] গোটা সেহলি সোনার তার ॥
খিলেকা গলে ঝোপা দোলে আল্লা মুখের হার ॥
বন পথে চলিছে তাথে পক্ষি উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
ব্যাঘ্র[২২] গণ্ড সেহি দণ্ড[২৩] চলিয়াছে লাখে লাখে ॥
তিন জন ছাড়ি বন সামনে[২৪] সিদ্ধার পুরী।

১. প্রৰ্চ্ছাত। ২. মাইলানির কেওারি। ৩. তর্ত্ত। ৪. সাহাগাজি। ৫. ছার্ব্বাম। ৬. মন্নহার। ৭. মন্নহারের। ৮. সোবর্ণ্ন পটুকার শঙ্গে। ৯. তোলনা। ১০. মৈৰ্দ্ধে। ১১. হুহাঙ্খার। ১২. সয়ে। ১৩. অণ্ন্য ২। ১৪. যুরঙ্গের জন্তনা। ১৫. বকসে। ১৬. ডণ্ডে। ১৭. সাস। ১৮. সোবন্ন্যের আশা। ১৯. ডুলিয়া। ২০. যুর্জ্জের ছাট্রা। ২১. আসার। ২২. ব্রেগ্র। ২৩. ডণ্ড। ২৪. ছামনে সির্দ্দার পুরি।

দ্বন্দ্ব পৈল শব্দ হৈল ছাতিনা নগরী ॥
মগলগণ বিচক্ষণ গলে বস্ত্র[১] জড়ি।
দস্ত জোড়া সামনে খাড়া পদে হৈল গড়ি ॥
কহ গুরু কল্পতরু[২] গেছিলা কোথা ছাড়ি।
স্ত্রীর মত[৩] স্বামীর হাত হয়াছি কাঞ্চা আঁড়ি ॥
আল্লা নবী সমান ভাবি গৃহে[৪] কর বাস।
তোমার চরণ শিরে ইমান জোরে হৈব দাসের দাস ॥
ভক্তিভাবে সিদ্ধি হবে ভেস্তে হবে জাএ।
অধম জনে পদ ভণে[৫] বিরচিয়া গাএ ॥

পদ।

আহারে পামর মন রৈলা মায়ার জালে।
কেমন করি তরি জাবে হিসাবের কালে ॥
জ্ঞান[৬] ধ্যান হুস আক্কেল[৭] লইবে হরিয়া।
নিভিবেক রত্ন বাতি জল উভারিয়া ॥
তরুমুল হৈতে যখন পলাবে কালিয়া।
আল্লা নবির নাম তখন জাবে ভুলিয়া ॥
পলাইবে মনুরাই ঘর দেখি ধুঁয়া।
পিঞ্জিরার দ্বার ঘুচি উড়িয়া জাবে শুয়া[৮] ॥
শীঘ্র করি ভজ মন গুরুদেবের পাও।
কেশের সাঁকো হীরার ধার তরিয়া জাও ॥
গোড়ে মাখ শীঘ্র[৯] [করি] বৃক্ষ[১০] তরু মূলে।
জবত[১১] মজিদ পর কালিয়া নাহি ফুলে ॥
মুরশিদেক গুরু বলে তালিবেক বুলি।
সেবিলে গুরুর পদ বাড়ে গাবুর আলি[১২] ॥
মঞ্জিলে মঞ্জিলে ভাই লহ তার চিন।
আত্মা ছাড়িয়া গেলে[১৩] জীব হবে ক্ষীণ ॥
পিণ্ডার পহরী সদা থাকে ষোল জনে[১৪]।
চারি জন কুতুব[১৫] তোরা রাখিছ নএাানে ॥
নষ্ট না হৈবে কায়া ভজ দিন রাতি।
আগমেতে[১৬] মন দিয়া ভজ নিতি নিতি ॥
কিবা গুনা করিয়াছিলাম আল্লার দরবারে।
তকারণে একা মোক করিল পরয়ারে ॥
মাতা পিতা ছাড়ি গেল করিয়া অনাথ।
হাযার শুকুর মোর খোদার দরগাত ॥
কহে সেখ খোদা বখশ্ হও সাবধান।
পুস্তক বাহুল্য হবে অল্পে সমাধান ॥[১৭]
পশ্চিম আকাশ[১৮] কোণে গেল দিন পতি।
তিন সহোদর[১৯] তথা রহিল সে রাতি ॥
নানান উপহারে তারা করে সেবা ভক্তি।
মুরশিদ্ ভজিলে হএ অন্তিমেতে মুক্তি ॥
শর্বরী[২০] পোহায়া গেল উঠিল তপন[২১]।
শয্যা[২২] তেজি উঠিয়া বসিল তিন জন ॥
গাযী বলে শুন তোরা যত শিষ্য মোর।
এখনকার মনে জাই বৈরাট নগর ॥
শুন শুন মহামুনি[২৩] বচন আমার।
লেখার কোন চুক[২৪] ধর দোহাই আল্লার ॥
দিনেত না ধরি কলম ফুরসত[২৫] না পাই।
মোকে যদি মন্দ বল গুরুর দোহাই ॥
শিষ্যগণ[২৬] বলে হাদি শুন মন দিয়া।
আমা সবাক ছাড়ি জাহ কাহাক সঁপিয়া ॥
শাহ্ গাযী বলে তোরা শুন শিষ্যগণ[২৭]।
তোমা সবাক রহম করিবে নিরঞ্জন ॥

১. বশ্ত্র। ২. কল্পাওতরু। ৩. জেমত শ্তিরির। ৪. গ্রিহে। ৫. ভুনে। ৬. গ্যান। ৭. আক্কৈল। ৮. ষুওা। ৯. সিগ্র। ১০. ব্রিক্ষ্য। ১১. জবত শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ১২. গাবুর বালি। ১৩. গেলে ভাই জিব হবে খিন। ১৪. ষোলজন। এখানে তন্ত্র-শাস্ত্রের কথ' বলা হয়েছে বলে মনে হয়। হিন্দু-তন্ত্র মতে কণ্ঠে অবস্থিত বিশুদ্ধ চক্রে ১৬টি দল আছে। যথা— অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ৯, ৯৯, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ। বৌদ্ধ তন্ত্র মতে কণ্ঠে অবস্থিত সম্ভোগ চক্রে ১৬টি দল আছে। পিণ্ডা এখানে খুব সম্ভব জীবাত্মা (হিন্দু-তন্ত্র) বা সংবৃত্ত বোধিচিত্ত (বৌদ্ধ তন্ত্র)। উপরে উল্লিখিত ১৬ দলকে পিণ্ডার প্রহরী হিসাবে ধরা হয়েছে বলে মনে হয়। ১৫. চারিজন কুতুব-এর অর্থ বুঝা গেল না। মারফতী শাস্ত্র মতে জীব জগতের ভাল মন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য চারজন বিশিষ্ট আউলিয়া নিযুক্ত থাকেন। তাঁদেরকে কুতুব বলা হয়। ১৬. আগম—বেদাদি শাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র। শিবের মুখ থেকে নিসৃত এবং দুর্গা কর্তৃক শ্রোত শাস্ত্রকে আগম শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। ১৭. পুশ্তক বাহুর্ল্যি হবে অল্প সমেধান। ১৮. পর্চ্চিম আসাড়। ১৯. শহদর। ২০. সর্ব্বরি। ২১. তপর্পন। ২২. শর্জ্জা। ২৩. মুন ২ মহামনি। ২৪. চোক। ২৫. ফুরছুত। ২৬. সিষুগণ। ২৭. সিস্যগণ।

এহি বলিয়া উঠিল শাহ্ গাযী তখন ॥
বনপথে হাঁটিয়া চলির তিন জন ॥
তিন জন চলিলেক হয়া আনন্দিত।
বিক্রম সহরে জায়া হৈল উপনীত ॥
সহরের লোকের সঙ্গে হৈল দরশন।
রাজার সাক্ষাতে [তবে] জাএ এক জন ॥
জোড় হাতে বলে শুন[১] রাজা দণ্ডধর।
তোমার জামতা আইল দ্বারের উপর ॥
শুনিঞা আনন্দ হৈল মহা রাজ্যপতি।
সহর জুড়িয়া হৈল শাদিয়ানার দুন্দুভি ॥
ঘোড়া হাতি চলিল নকিব উযীর।
আগবাড়ি আনিলেক রাজার হাযীর[২] ॥
বসিতে আসন দিল পালঙ্গের উপর।
পুছে ভানুমতী কন্যা পাইয়া খবর ॥
লড় দিয়া চলি আইল ফুল টঙ্গির ঘরে।
তিনের চরণে কন্যা নমস্কার করে।
তোশাখানার ঘরে কন্যা গেল লড় দিয়া।
রন্ধন চড়াইল কন্যা স্বামীকে স্মরিয়া ॥
তিলেকে রন্ধন করে কমলনঞানি।
ভাসুর স্বামীর আগে শীঘ্র দিল আনি ॥
আনন্দে উল্লাসে তিনে অন্নপানি খাইল।
পান তাম্বুল খাইয়া তবে পালঙ্গে বসিল ॥
দিবাকর বয়া গেল রাত্রি উপনীত।
তিন ভাই রৈল রাত্রে হয়া আনন্দিত ॥
রজনী বহিয়া গেল উঠে দিবাকর।
শাহা গাজি কহে কথা রাজার বরাবর ॥
শুনহ[৩] তাঐ বাপু করি নিবেদন।
হুকুম করোহ জাই আপনার ভবন[৪] ॥
শুনিঞা আনন্দ হৈল বিক্রম কিশোর[৫]।
জাহ গৃহে[৬] লহ পিতা মাতার খবর ॥
শুনিঞা মেলানি দিল মহা নরপতি।
শীঘ্র তৈয়ার হউক কন্যা ভানুমতী ॥
মহারানী আনন্দ হৈল কন্যার মাও।
হুকুম করিল কন্যাক গহনা পরাও ॥
শুনিঞা রমণিগণ হৈল মহাসুখী[৭]।
গহনা পরাতে লাগে জত চন্দ্রমুখী ॥
নাকেতে বেসর পরাএ গলাতে হাঁসুলী।
শিরেতে রজতের ঝোপা পাএতে পাসলী ॥
হাতের হেমতাড় শোভে বাহে বাযুবন্ধ।
মৃণাল যেন বাহু শোভে হৃদে হিয়া বন্ধ ॥[৮]
অনুট গুজরি[৯] পাএ হাতে বিহ[১০] সারভা।
মাণিক অঙ্গুরি নক্ষে নানান রঙ্গে শোভা ॥
ললাটে সিন্দুর শোভে গলে গজমতি।
পাএতে নূপুর[১১] বাঁক হিয়াতে মাদুলি[১২] ॥
নঞানে কাজল শোভে জেন কমলিনী।
কুসুম্ভ উড়নি গাএ পৃষ্ঠেতে লোটনি ॥
নানান অলঙ্কার পরে না জাএ কহন।
মেঘডুম্বুরের শাড়িখান করে পরিধান ॥
শাড়ির তুলনা দিতে না পারে কোনজন।
নানান জাতি পুষ্প[১৩] তরু সাড়িতে লিখন ॥
শেখ খোদা বখশে কহে শুন বিনোদিয়া।
অল্প মাত্র পুষ্পের[১৪] নাম রাখিজে লেখিয়া ॥
ইতি বায়ান্ন[১৫] পালা সমাপ্ত[১৫]।

১. বোলেষুন রাজা ডণ্ডধর। ২. হাজির। ৩. ষুনহ। ৪. ভুবন। ৫. ব্রিকমকেসর। ৬. গ্রিহে। ৭. মোহাষুকি। ৮. মৃিনালেত বাহু সোভে হ্রিদে হিয়া বন্দ। ৯. গুজরী—পদালঙ্কার বিশেষ। কিন্তু অনুটশব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ১০. বিহ সারভা শব্দদ্বয়ের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে বলে মনে হয়। পাঠে ভুল আছে বলে মন হয়। ১১. নেপুর। ১২. মাদলি। ১৩. পুস্ফ। ১৪. পুস্ফের। ১৫. বাওন্ন্য পালা সমেআপ্ত।

[৫৩ পালা]

দিসা : ফুল ফুটিলরে কমল বনে
গন্ধ[১] জাএ বয়া ॥

পদ।

প্রথমে তুলসি[২] লেখি আদ্য মনোহর ॥
মাধবী মালতী লতা মল্লিকা[৩] কেশর ॥
লজ্জাবাসি গলিকা আগর চম্পাবাসি।
চম্পা নাগেশ্বরী[৪] আর কুমুদ বারাণসি ॥
ওড় বর্তমান আর কনকা[৫] গকুর।
বকুল কদম্ব কুষ্ণ শুম্ভনা সবুর ॥
বউল কমল আর সুগন্ধী বুলিজাত।
সরুয়ামালি কাষ্ঠ শুদ্ধ[৬] পারিজাত ॥
নার্গিস[৭] কেশরী নানান গন্ধমহি।
কয়ের বিমোহন লতা আর জাহি যুহি ॥
কস্তরী লেখিছে কেওয়া[৮] কেতকী টগর।
সর্ব জিয়া সর্ব্ব মূলি মোহিনী কঙর ॥[৯]
জবা পুষ্প[১০] বগা পুষ্প[১০] আর সামলিকা[১১]।
তেল কদম্ব আর ডালিম্ব পানিকা ॥[১২]
এহিরূপে আছে পুষ্প[১০] কে জানে তার নাম ॥
বিস্তর[১৩] হইবে পুঁথি কিঞ্চিতে[১৪] তামাম ॥
হেন সাড়ি পরিলেন কন্যা ভানুমতী।
গর্ন্ধব জিনিঞা হৈল শরীরের[১৫] জ্যোতি ॥
জত সখিগণ তারা থোএ আগ্‌বাড়ি।
কান্দে রানী দুর্বাধন জাএ গড়াগড়ি ॥
পুত্রবধু কান্দে আর দাস দাসিগণ।
এহিরূপে রাপুরে করেন ক্রন্দন ॥
শেখ খোদা বখ্‌শে কহে কি জানি মহিমা।
অল্প অল্প প্রচারিয়া করিয়াছি সীমা ॥

শাহ্ গাযী[১৬] বলে শুন[১৭] কালু দস্তগির।
কিরূপে লইব কন্যা কহত হাযীর[১৮] ॥
কালু বলে শুন[১৭] তুমি মোর প্রাণের ভাই।
জেরূপে ভরম রক্ষা[১৯] সেহি রূপ চাই ॥
তাহা শুনি শাহ্ গাযী খোশ[২০] হৈল মতি।
কন্যাক করিয়া লইল সুগন্ধ মালতী ॥
মালতীর ফুল দিল কালুর গোচরে।
গাযীক সালাম[২১] করি বান্ধিল অঞ্চলে ॥
চলিলেক তিন জন জপে আল্লার নাম।
বাও বেগে চলি গেল ডিমক ভবন ॥
উত্তরিল সেহি গ্রামে বাদশার সন্ততি।
শুনিয়া চরণে আসি পড়িল রাজ্যপতি ॥
ডিমসরা বলে হাদি কহি বিদ্যমান[২২]।
তোমার দয়াএ বংশ হৈল উপাদান ॥
তাহা শুনি তিন ভাই রহিল সে রাত্রি[২৩]।
শিষ্য[২৪] করি প্রভাতে চলিল শীঘ্রগতি[২৫]।
তিনভাই চলি জাএ নাহি জানে ব্যথা[২৬]।
শীঘ্র বেগে চলি জাএ নানান দুঃখ[২৭] কথা ॥
হাঁটিতে হাঁটিতে পীর জাএ কত দূর।
দেখিতে দেখিতে পাইল গ্রাম চম্পাপুর ॥
নাহিক জঙ্গল তথা জেন দিবামএ।
হীরামন কাঞ্চন তথা দেখিবার পাএ ॥
গাযী বলে কালু ভাই শুনহ কাহিনী।
বলাৎকার[২৮] করিয়া কেবা লইছে চম্পাপ্রাণি ॥
অরণ্য[২৯] জঙ্গল ছিল হয়াছে ময়দান।
দেখি আচম্বিত মোর নাহি বুদ্ধিজ্ঞান[৩০] ॥
কালু বলে স্থির[৩১] হও ফকির আল্লার।
এক জন মনুষ্যেক[৩২] পুছি সমাচার ॥
কালু বলে শুনহে নগরিয়া ভাই।
কোন গ্রাম নাম ইহার বল মোর ঠাঞি।

১. গোন্দ। ২. তলসি। ৩. মালিকা কেসর। ৪. নাকের্শ্বরি। ৫. কলঙ্ক। ৬. ষুর্দ্দ। ৭. নরগেছ কেসরি। ৮. কেওা কেউত্তকি। ৯. এ পদের অর্থ বুঝা গেল না। ১০. পুসৃফ। ১১. সামালিকা পুষ্পের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ১২. পানিকা অর্থ বুঝা গেল না। ১৩. বিশৃত্তর। ১৪. কিঞ্চিৎ। ১৫. সরিরের যুতি। ১৬. সাহাগাজি। ১৭. ষুন। ১৮. হাজির। ১৯. রক্ষ্যা। ২০. খোর্শ্ব। ২১. ছার্ল্লাম। ২২. বির্দ্দমান। ২৩. রাত্রি। ২৪. সির্শ্ব্য। ২৫. সিগ্রগতি। ২৬. ব্রেথা। ২৭. দুক্ষ। ২৮. বলতকার। ২৯. অরূন। ৩০. বুর্দ্ধিগ্যান। ৩১. শৃতির। ৩২. মনুর্শ্বেক।

সেহি বৃদ্ধ[১] বলে বাক্য শুনহে প্রচুর।
নোতুন[২] হয়াছেএ নগর চম্পাপুর ॥
গাযী বলে নগরিয়া নোতুন[২] কেমন।
বিবরিয়া[৩] কহ ভাই উচিত বচন ॥
কাঞ্চন নগরে রাজা হরিকাম নাম।
সেহি জন বানায়াছে চম্পাপুর গ্রাম ॥
শিকার করিতে রাজা আইল এহি বনে।
হেনকালে এক কন্যাক দেখিল নঞানে ॥
তাহাকে দেখিয়া কর্ল মনেতে কামনা।
প্রদল সহিতে রাজার চক্ষু হৈল কানা ॥
বৃক্ষ[৪] মধ্যে[৫] থাকি কন্যা শব্দ প্রকাশিল।
তাহাকে সেবিয়া রাজা চক্ষুদান পাইল ॥
রুগী তাপী নিপুত্রি নিধন আবিল।
মানসিৎ করিলে তার হএত হাসিল ॥
রাত্রি দিবা হএ গাযী চম্পার শিরিনি।
এ রাজ্যে হয়াছে এ নোতুন[২] বাখানি ॥
খিধাতুর তোমরা ফকীর তিন জন।
মাতাজির কবুল শিরিনি করহ ভক্ষণ[৬] ॥
কালু গাযী যুলহাউস আনন্দ অপার।
সত্ত্বরে চলিল তারা বৃক্ষের[৭] কিনার ॥
তিন ভাই চলে যেন[৮] গগনের ভানু।
মূরছাগত দেবগন দেখি জার তনু ॥
বৃক্ষের[৭] কিনারে তিনে করিল বৈসন।
হাহা চম্পা প্রাণি বলি করিল স্মরণ[৯] ॥
আইসহ প্রাণ পিয়া দেখি তোর মুখ।
দেখিলে কমল তনু দূরে যাবে দুঃখ ॥
শাহ্ গাযী পিয়া বলি যখন ডাকিল।
অচেতন[১০] ছিল কন্যা চেতন[১১] পাইল ॥
হাহা প্রাণপতি বলি গাছে দিল হাত।
গাযীর হুঙ্কারে বৃক্ষ[৪] হৈল দুই আধ ॥
স্মরণে[১২] আইল কন্যা কমল নঞানি।
পড়িল স্বামীর পদে আউলায়া লোটনি ॥
ভাসুরেক সালাম করে জমিনে পড়িয়া।
চন্দ্রের কিনারে জেন তপন[১৩] দাঁড়ায়া ॥
যখন ছাড়িল বৃক্ষ[৪] বারাইল সুন্দরী।
আল্লাজির দোহাই বৃক্ষ[৪] দিল তরাতরি ॥
দোহাই আল্লার লাগে শুন মিঞাজি।
আসর[১৪] করিয়া জাও উপায় হবে কি ॥

গাযী বলে জাহ বৃক্ষ[৪] দোওয়া হৈল তোরে।
এহিরূপে শিরিনি হবে তোমার গোচরে ॥
যাহারা শিরিনি হবে আমার কবুল।
অজগবি বৃক্ষ[৪] হৈতে পরিবেক ফুল ॥
সেহি ফুল জলে মিশি করিবে ভক্ষণ।
শোক তাপ রোগ পীড়া হবে বিমোচন[১৫] ॥
হুকুম করিল গাযী মহারাজার আগ।
শিরিনি হৈলে তোমরা পাবা কিছু ভাগ ॥
চারি জন কাহেরা রৈল জোগরূপ হয়া।
চলির সাহেব গাযী সুন্দরী লইয়া ॥
তিন সহোদর চলে সূর্য[১৬] সমতুল।
কন্যাক করিয়া নিল হরিদ্রার[১৭] ফুল ॥
এড়াইয়া[১৮] সে দেশ বিদেশ কত আর।
কত ঠাঞি [এড়াইল] কত আর[১৯] তার ॥
গাযী বলে মিঞা ভাই শুনহ প্রচুর।
দরশন করি জায়া শ্বশুরের পুর ॥
তাহা শুনি যুলহাউস আনন্দিত মন।
চল চল বলি মিঞা করিল গমন ॥
শেখ খোদা বখশে কহে গাযীর নফর।
তিন দিনে প্রবেশিল ব্রাহ্মণ নগর ॥
তিন জন তিন ফুল ভূমেতে রাখে ধরি।
তিন পুষ্প[২০] হৈতে উঠে এ তিন সুন্দরী ॥
দ্বারীক কহিল গাযী শীগ্র গেল ধায়া।
খবর কহিল দ্বারী অন্তপুরে[২১] জায়া ॥
চলিলেক মহারানী[২২] বধূ ছএ জন।
কাহির দ্বারে জায়া দিল দরশন ॥
তিন ভাএর তিন কন্যা বধূ ছএ জন।
পুরী মধ্যে লয়া গেল করিয়া যতন[২৩] ॥
ঢোল খোল বাজে রাজ্য [হৈল] আনন্দিত।
শুভদিন শুভ কার্য[২৪] হৈল আনন্দিত ॥
রাজাক সালাম জায়া করে তিন ভাই।
সকলের সমাচার বল মোর ঠাঞি ॥
শুনিঞা সাহেব গাযী বলে সমাচার।
এত দিনে করিলাম[২৫] ভাইক উদ্ধার ॥
প্রাতঃকালে[২৬] জাব মাও বাপ দেখিবার।
শুনিঞা আনন্দ হৈল রাজ্য অধিকার ॥
সে রাত্রি রহিল তথা তিন সহোদর।
প্রভাত হইল রাত্রি সময় ফযর ॥

১. বির্দ্ধ। ২. নৌতন। ৩. বিরচিয়া। ৪. বিৃক্ষ্য। ৫. মর্দ্দে। ৬. ভুক্ষন। ৭. বিৃক্ষের। ৮. চলিলজেন। ৯. সওরোন। ১০. অচৈতন। ১১. চৈতন। ১২. সওরোনে। ১৩. তর্জ্জন ডাড়ায়া। ১৪. আচর। আসর—ভর অর্থে। ১৫. বিরচন। ১৬. মুর্জ্জ। ১৭. হালিদ্রার। ১৮. এড়াই। ১৯. আব=পানি। এখানে কি দরিয়া অর্থে? ২০. পুস্ফ। ২১. অন্তসপুরে। ২২. মোহারাজ। ২৩. জর্ত্তন। ২৪. মুবর্দিন মুব কায্য। ২৫. করিলাম এই ভাইক উর্দ্দার। ২৬. প্রতেককালে।

প্রাতঃ[১] কালে বলে হাউস [রাজার] সাক্ষাৎ[২]।
হুকুম করোহ[৩] দেশে জাই নরনাথ ॥
শুনিঞা আনন্দ হৈল মটুকরাজন।
জাও জাও রাজ্য দেশে পিতা দরশন ॥
অন্ন পানি[৪] খাইল তবে তিন সহোদর।
তিন প্রাণি পুরী মাঝে পাইল খবর ॥
আনন্দ অপার তবে হৈল তিন জন।
মাতা পিতা ভাই বধূকে করে সম্ভাষণ[৫] ॥
তিন জন দাঁড়াইল[৬] তিন জনের আগ।
পুষ্পরূপে লইল তাকে করি ভাগে ভাগ ॥
সালাম আলেক [তবে] করে তিন জন।
আপনার গৃহ[৭] মুখে করিল গমন ॥
শেখ খোদা বখ্‌শে[৮] কহে করিয়া প্রচার।
আল্লা রসুলের পাএ কুরনিশ[৯] হাজার ॥

ত্রিপদী।

চলিল তিন ভাই আনন্দের সীমা নাঞি
বাও বেগে চলে তিন জন।
ব্রাহ্মণনগর এড়ি শ্রীপুরা চলিল ছাড়ি
কাসি ভূমা মালতী ভুবন ॥
চেকার পাড়া জোলাহাট জয়রামপুর ভোলাঘাট
শ্রীকলা নগর পাইল আগে।
নঞানপুরা হরিপাড়া হলকনৈভে রউগাড়া
সিন্ধুপুরি চলে সোনাভাগে ॥[১০]
হিয়াগাড়া তালসারা কানাগাড়ি উদয়তারা
মিসির[১১] সহর দেখা জাএ।
সেহিগ্রামে উত্তরিল সন্ধ্যাকালে[১২] আসিছিল।
তিন ভাই রহিল তথাএ ॥
সেহি গ্রামের নৃপবর মেহের খাঁ সরদার
প্রবেশিল দ্বারেতে[১৩] তাহার।
বড়ই দুর্জন বেটা গ্রাম মধ্যে দুষ্ট ঠেটা
নিত্তি করে প্রজার খাকার ॥
অতিথ[১৪] আইল দ্বারে কলঙ্ক করে তারে
চুকুলি তুকান অনুবাদ ॥[১৫]
গাযী কালুর আগে আসি ছন্দে বন্ধে কহে হাসি
গাযীর আগে করে সেহি সাধ ॥
পীর পাইল মনে সাক্ষী মরিবার আইলা নাকি
আমি দুষ্ট বড় লোকের কাল।
সকলের কলঙ্ক করি রাত্রে আইসে গ্রামে ফিরি
এথা আসি বাড়াইলা জঞ্জাল ॥
পরিবাদ কর নাস্তি[১৬] কেনে শেষে হৈব শাস্তি[১৭]
দোষ কিছু নাহিক আমার।
শেখ খোদা বখশে[১৮] ভণে গাযীর আদেশ মনে[১৯]
শুকুর[২০] করিল প্রচার ॥

—ইতি। ৫৩ পালা সমাপ্ত[২১]।

---

১. প্রাতেককালে। ২. বাক্ষাত। ৩. করো। ৪. অন্ন্যপানি। ৫. সম্বাসন। ৬. ডাড়াইল। ৭. গিৃহ। ৮. বকোস। ৯. কুরিনিস। ১০. এখানে এবং পরে বর্ণিত গ্রামগুলি পুরাপুরি কাল্পনিক না হলেও এগুলি যে ভৌগোলিক পারম্পর্যহীন তাতে সন্দেহ নেই। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের গ্রামগুলি এখানে একত্রে জড় করা হয়েছে বলে মনে হয়। ১১. মিছির। ১২. সন্দাএ। ১৩. দ্বারে। ১৪. অতিৎ। ১৫. এপদের অর্থ পুরাপুরি বুঝা গেল না। ১৬. পবির্ব্বাদ করো নাশৃতি। ১৭. সাশৃতি। ১৮. বক্সে ভুনে। ১৯. শ্রীমে। ২০. যুকর। ২১. সমেআপ্ত।

৫৪ পালা

পদ।

বল ভাই আল্লার নাম যতেক মুমীন।
মেহের খাঁ পাঠানেক লাগিল কুদিন ॥
মেহের খাঁর কুবুদ্ধি লাগিয়াছে পাছে।
মেহের খাকির[১] রূপের কথা কহে গাযীর কাছে ॥
শুন শুন তিন জন আমার বচন।
দেশে দেশে ফির তোরা কিসের কারণ ॥
গাযী বলে হই মোরা[২] ভিক্ষুক ফকীর।
দেশে দেশে পড়ি[৩] ফিরি আল্লার যিকির ॥
খাঁ সাহেব বলে তোমরা বড় দুরাচার।
ভোজমন্ত্র[৪] করি ভুলায়[৫] সয়াল সংসার ॥
কত রাজ্য ভুলায়া আইলা মোর দেশে।
তকারণে আইলা এথা সন্ধ্যাতে প্রবাসে ॥
ভাঙ্গিবে টেটন পানা[৬] না রৈবে চাতুরালি[৭]।
ভোজ বিদ্যা করিয়া আনিয়াছ কার নারী ॥
কমরে রাখিয়াছ তাক পুষ্প রূপ করি।
আমরা রাজ্যেত[৮] আইলা ফকীর বেশ ধরি ॥
কার নারী হরিয়া আনিয়াছ তিন জন।
বলাৎকার[৯] লইয়া করিব বিড়ম্বন[১৯] ॥
গাযী বলে মেহের খাঁ পাইলাম পরিচএ ॥
অনুবাদ কর পাছে হবে পরাজএ ॥
মেহের খাঁ পাঠান সর্ব তত্ত্ব জানে।
আল্লার আলম যার সদাএ সামনে ॥
এহি বলি পাঠান চলিল অন্তঃপুর[১১]।
যুলহাউস বলে ভাই একি সমাচার ॥
গাযী বলে ভয় নাই শুন মিঞা ভাই।
উহার বেটি তারা বিবিক আনিলু এহি ঠাঞি ॥
জন্মিয়াছে[১২] ইহার ঘরে নাম তারাবিবি।
ত্রিভুবন[১৩] চমৎকার দেখিয়া যার খুবি ॥
তাহার মন্দিরে গাযী ছাড়িল হুঙ্কার।
হইল বিষম জ্বালা অঙ্গেতে কন্যার ॥
হাওয়া[১৪] খানাত বাহিরে আইল দেখি বড় জ্বালা।
লগ্ঘি[১৫] কাজে শাহ্ গাযী গেল সেহি বেলা ॥
লগ্ঘি[১৫] করিতে গাযী কাম হুঙ্কারিল।
আচম্বিত[১৬] শাহ্‌র তেজ ধরনিত পড়িল ॥
লগ্ঘি[১৫] করি উঠিয়া চলিল জিন্দাপীর[১৭]।
তেজমূলে দোহাই দিলেন আল্লাজির ॥
গাযী বলে দীননাথ পাক নিরঞ্জন।
তেজমূলে দোহাই দেএ করিব কেমন ॥
নিরঞ্জন মনে ভাবি পীর অধিকারি।
মশ্তিক রাখিল মিঞা পুষ্প রূপ ধরি ॥
হাঁটিয়া টেটন পুরে পীর প্রবেশিল।
হটু নামে পুত্র গাযী[র] পুষ্পেতে জন্মিল[১৮] ॥
সুরঙ্গ পুষ্প[১৯] [তথা] রহিল পড়িয়া।
তিন ভাই এক সঙ্গে রহিল বসিয়া ॥
বান্দিগণ সঙ্গে করি তারা বিবি জাএ।
সুরঙ্গ কমল পুষ্প আগে জায়া পাএ ॥
খণ্ডাইতে না পারে কেহ বিধির নির্বন্ধ[২০]।
পুষ্পহাতে লয়া বিবি পরশিল গন্ধ ॥
নাসিকা দিয়া গর্ভেত পশিল হটু পীর।
তাহার গর্ভেত বৈসে মন করি স্থির[২১] ॥
তারা বিবির গর্ভে[২২] জায়া হটু নিল স্থিতি[২৩]।
গাযীর হুঙ্কারে কন্যা হৈলে গর্ভবতী[২৪] ॥
গাযী বলে মিঞা ভাই কথার প্রকাশ।
এরাজ্যে রহিব ভাই পূর্ণ[২৫] দশ মাস ॥
দুষ্ট জন দেখিয়া কেমনে জাএ দূর।
খল জন তুড়িয়া করিমু সমসর ॥
হাউসে বলেন বুঝিব খলের পরীক্ষা[২৬]।
ছয় মাস বছর রৈবো কি তার অপেক্ষা[২৭] ॥
এ রাত্রি পোহায়া গেল প্রচার তপন[২৮]।
মেহের খাঁ পাঠান আইল করিয়া গর্জ্জন ॥
আসিয়া পীরের আগে দর্পে কহে বাণী।

১. অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ২. আমরা। ৩. দেসে পড়িয়া। ৪. মোন্ত্র। ৫. ভোলাএ। ৬. টেটন পানা—ধূর্ত্তামি, শাঠামি। ৭. চাতুর আলি। ৮. আৰ্জ্জেত। ৯. বলতকার। ১০. বিড়মোন। ১১. অন্তসপুর। ১২. জন্মিয়াছে। ১৩. ত্রিভুবনে। ১৪. হাওা। ১৫. লর্ঘ্যি। ১৬. অচম্ভিত। ১৭. জিন্দাপির। ১৮. জন্মিল। ১৯. যুরঙ্গ পুসৃফ। ২০. নিবন্দ। ২১. শ্তির। ২২. গর্ব্বে। ২৩. শ্তিতি। ২৪. গর্ব্ববতি। ২৫. পুন্ন্য। ২৬. পরিক্ষ্যা। ২৭. অফিক্ষ্যা। ২৮. তর্জ্জন।

তিন জন টেটন তোরা দেহ তিন প্রাণী ॥
আনিয়াছ পুরের নারী এথা জাও ছাড়ি ॥
নিশ্চিন্তে জাহ ফকির আপনার বাড়ি ॥
গাযী বলে পর কন্যা লয়া করি ঘর।
আপন লয়া ঘর করে সে কেমন বর্বর ॥
এ তিন ভুবন যত আলম খোদার।
পরে পরে ঘর বিনে আপন ঘর কার ॥
পর লয়া ঘর করে ত্রিভুবনে জানি।
পালিয়া আপন হরে সে নারী পাপিনী ॥
এত বড় লোক তুমি ভুবন নৃপতি।
নিজ কন্যা হর তুমি নরকে[১] পাইবা স্থিতি[২] ॥
ক্রোধ হয়া মেহের খাঁ বলেন তার ঠাঞি।
কদাচনা বল তুমি কোন ফকিরের ভাই ॥
গাযী বলে কদাচনা মনে না ভাবিও।
গৃহে জায়া আনন্দের খবর লৈইও ॥
গোশ্বা [হইয়া] নৃপতি বলে মার মার।
ত্বরিত ডাকিয়া আনে পাইক সরদার ॥
মিসির সহরে [ছিল] যত পাইকগণ।
ধনুর্বাণ লইয়া আইল সর্বজন ॥
প্রচার করিয়া পুঁথি খোদা বখ্‌শে কএ।
মেহের খাঁর পুরীত যত ছিল সৈন্যময় ॥

ত্রিপদী।

মেহের খাঁ বলে ভাই ফকির রহে কোন ঠাঞি
চুরি করি লয়া পর নারী।
তিন বেটা জানে টোনা হরি আনে পর জানা
সঙ্গে নারী সে কেমন ফকিরী ॥
শুন যত ইষ্ঠ মিত্র মারিয়া খেদাও শত্রু[৩]
তিন নারী লয়া যাই ঘরে ॥
কে বলে ফকির করি হরিয়াছে পর নারী
সে জন কান্দিয়া বুঝি মরে ॥
কর সবে বলাৎকার[৪] কাড়ি লহো পরিহার
ধাক্কা দিয়া করোহ বাহির ॥
মোকে বলে কদাচোরে ধরি লহো সবাকারে
কুপিল কাঞেম খাঁ নাযীর ॥
হকি খাঁর পৃষ্ঠে ঢাল দীর্ঘকায়া চন্দ্রতাল
জকি খাঁর বড় দুইটা মোচ।
সুফি খাঁ বড় মোটা দিলাল খাঁর পেট গোটা
কয়ার খাঁ সেহি বড় ছোছ ॥
দুদি খাঁর পেট ফুলা দন্ত যেন বড় মূলা
দুই ভাই খটুয়ার কাখোড়[৫]।
লয়া ইস টিকি জাইট[৬] পাইক আইল জন ষাইট
মেহের খাঁর সামনে[৭] দাঁড়াএ।
কেহ লাঠি কেহ ঠেঙ্গা বর্শা মুদগর[৮] নিঞা
ফকীর সব ধরিতে ধাএ ॥
অজ্ঞান[৯] অধম জন কানা কুজা খোঁড়াগণ
অপমান হৈতে সবে সাজে।

১. নক্কে। ২. শ্‌তিতি। ৩. সত্রু। ৪. বলতকার। ৫. কাখোড় শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ৬. এ চরণের অর্থ বুঝা গেল না। ৭. ছামনে। ৮. মদুগুর। ৯. অগ্যান।

বাজে ঘণ্টা ঘড়ি ঢোলকাড়া ভেউল মাদল
করনাল পিনাক[১] দম্প বাজে ॥
হুঙ্কারে ছাড়ে ডাক শিঙ্গা বাজে জএ ঢাক
তিন সহোদর পইল ধন্দে।
গাজির আদেশ ক্রমে খোদা বখ্‌শে লেখে শ্রমে[২]
বিরচিল পয়ার প্রবন্ধে ॥

দিসা : হাএরে নিদানে কেহ নাঞি
আমার হাদি বিনে ॥

পদ।

শুন শুন মহাশয়ে নিবেদন করি ॥
ভাল মন্দ গুরুব অন্তিমেতে তরি ॥
গাযী বলে দীননাথ পাক নিরাকার।
পড়িলাম দুর্জনের হাতে কর উপকার ॥
সকল তরিয়া আইলাম পড়িলাম শেষ কাণ্ডে।
কি কর দয়ার হাদি অনাঘরি[৩] ভাণ্ডে ॥
দুর্জনে গর্জন করি আইল মারিবার।
আসিয়া সেবকের নৌকার[৪] ধরহ[৫] কাণ্ডার ॥
আসিয়া দয়ার হাদি না করিয়া দয়া।
মরি জাব অভাগিয়া আত্মঘাতী[৬] হয়া ॥
নিধনিঞার ধন তুমি দুর্জনের সংহার।
অনাথের নাথ তুমি পাতকী উদ্ধার ॥
ঠেকিল বিপাকে নৌকা আসি ধর হাইল।
অধমের শিরেতে আসি করহ ধামাইল ॥
তুমি দাতা তুমি লাতা[৭] তুমি মোর সাঞি।
তুমি বিনে অন্ধকূপে আর কেহ নাঞি ॥
এতেক ভাবিয়া গাযী স্মরে নিরাঞ্জন।
জানিল দয়ায় হাদি গাযীর স্মরণ[৮] ॥
সত্ত্বরে চলির ধরি জগতের অধিন।
সাগরের জলে যেন বন্দী করে মীন ॥
গাযীর কণ্ঠে বিরাজ করে দীননাথ।
আল্লার আলমের বল হৈল অকস্মাৎ[৯] ॥
তিন সহোদরেক সৈন্যে[১০] লইলেক ঘিরি।
গাযী বলে উঠ ভাই ধর মার বৈরি ॥
শুনিঞা গাযীর বাণী শীঘ্র হৈল সাজ।
ফাত্তা ধরিতে জেন উড়িলেক বাজ ॥
গালে মুখে চড় দিয়া লএ ইস টির্কি জাটি।
দুদি খাঁ পলাইল পাক মারি লাঠি ॥
কাএম খাঁর মাথে মারে মুকুটির ঘাত।
নাক কাটি রক্ত পড়ে মুখে নাহি বাত ॥
কে পারিবে যুদ্ধে ভাই কালু গাযীর সাথ[১১]।
জকি খাঁর পাও ভাঙ্গে মূলা দাঁতার দাঁত ॥
জয়া খাঁ পলাইল ছাড়িয়া [তার] খোড়।
ঘরে গিয়া মাথে দিল [হয়া] ওধোগড় ॥
গাযী বোলো কেনে পলাও ছাড়িয়া ঙোখোড়।
নৃপতি পলাইয়া গেল এমত ছেযর ॥
পলাইল সকল লোক খালি করি রণ।
মেহের খাঁ ফাপরে পৈল নাহি সৈন্য[১০] গণ ॥
রণ তেগ করি তখন পলাইল সদাগর।
হাএ হাএ করি গেল পুরীর ভিতর ॥
তিন ভাই বসে রৈল বল পরিহরি।
হাউস বলেন মিঞা অদ্‌ভূত ফকিরী ॥
গাযী বলে প্রাণ ভাই শুন সমাচার।
আমার কি সাধ্য আছে কুর্‌নিশ্‌[১২] খোদার ॥
হাউসে বলেন সর্বক্ষণ বল আল্লা নবি।
কোথা থাকে কেমন দেখ তার রঙ্গের ছবি ॥
গাযী বলে প্রাণ ভাই কথার প্রসঙ্গ।
মেন্দির পত্তে[তে] ভাই কেমন বন্দী রঙ্গ ॥
পত্র চাহিয়া দেখ কেমন রঙ্গ[১৩] কালা।
বাটিয়া নক্ষেত দিলে রঙ্গ হএ ভালা ॥
পুষ্প[১৪] মাঝে যেমত ছাপিয়া আছে গন্ধ ॥
শূন্য[১৫] মাঝে জেমত পবন আছে বন্ধ ॥
দুগ্ধ[১৬] মাঝে যেমত ছাপিয়া আছে ঘৃত[১৭]।
অনঙ্গ সাগরে জেমত কমল অমৃত[১৮] ॥
চক্ষের ভিতর জেমত ছাপিয়া আছে মণি।
এহি মতে নিরাঞ্জন গুরু মুখে শুনি ॥
শূন্যে[১৯] আইসে শূন্যে[১৯] জাএ শূন্যে তার বাস।
অনঙ্গ ভেদিয়া গুরুক করহ তল্লাস ॥

১. পির্ন্নাল। ২. শ্রীমে। ৩. অনাঘরি শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ৪. নৌথা। ৫. ধরহো। ৬. আতমা ঘাতি। ৭. লাতা শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ৮. শ্বরোন। ৯. অকস্বাত। ১০. ষুণ্যে। ১১. সাত। ১২. কুরুনিস। ১৩. রাঙ্গা। ১৪. পুস্‌ফ। ১৫. ষুণ্য। ১৬. দুর্গ্দ। ১৭. ঘির্ত্ত। ১৮. অমির্ত্ত। ১৯. ষুণ্যে।

রজত কাঞ্চন নহে হীরা মুক্তা মণি।
বৃশ্‌টের ঠোবোরে রঙ্গ জানহ নিশানি ॥[১]
গুরুর মহিমা সীমা দিতে নাহি কেও।
অপার সাগরে উঠে আনাহুতের ঢেউ ॥
শেখ খেদা বখশে কহে রফিকের তনয়।
সত্য গুরু হইলে করায় পরিচএ ॥

দিসা : ও কালার সঙ্গে প্রেম করিয়া বৃদ্ধের
কাঙ্গাল।

কালুকে পাঠায়া দিল আন সদাগর।
অখন পলাইর কেন দেখিয়া ফাপড় ॥
তাহা শুনি কালু জাএ আন্দর ভিতর।
জিজ্ঞাসা[২] করিয়া ফিরে কোথা সদাগর ॥
মেহের খাঁ শুইয়া আছে কেওাড়ের আড়ে।
কালু জিন্দা জাইয়া দ্বারে ডাক ছাড়ে ॥
কালু বলে সদাগর বাহিরে বারাও।
বাহিরে ফকির ডাকে তত্ত্ব শুনি লেও।
কাইল হৈতে তিন ফকীর আছে উপবাসী।
তত্ত্ব নাহি লেও তাহার কেমন ঘর বাসী ॥
খাঁ সাহেব বলে বাবা ধরি তোমার পাও।
এমত দুর্জনের কাছে মোরে নাহি লেও।
পরিবাদ করিয়া পাইলান তাহার ফল।
না জানিঞা করিলাম ঘাইট খেম সকল ॥
কালু জিন্দা কহে তুমি না করিও ডর।
কলির পীর বড় খাঁ গাযী আসি লহো বর ॥
দুর্জন সংহার করে পাতকী উদ্ধারে।
নিপুত্রিক পুত্র দেএ শোক[৩] তার হরে ॥
তাহা শুনি মেহের খাঁ চলে কালুর সাথে[৪]।
সালাম করিল[৫] জায়া পকীরের সাক্ষাতে ॥
গাযী জিন্দা বলে বাক্য শুন সদাগর।
অকুমারী এক কন্যা আছে তোমার ঘর ॥
আপনার কন্যা তুমি দেখ বিচারি।
অকুমারী কন্যা তোর পুরে গর্ভধারী[৬] ॥
হেন যোগ্য[৭] কন্যা ঘর কিরূপে উচে দানা।
পাইবা অনেক ত্বাম নরকের[৮] যন্ত্রণা ॥

রজস্বলা[৯] হএ নারী বাপ মাএর সাধ।
মাও চণ্ডালিনী তার পিতা লজ্জাত ॥
জোটন না আইসে কন্যার বর যোগ্য[১০] নএ।
গাযী বলে যোগ্য[৭] বর পাইবা পরিচএ ॥
যোগ্য অযোগ্য বর পিছনে খোদাএ।
জার জে ললাটে লেখিয়াছে নিরাঞ্জন।
অবশ্য[১০] ফলিবে ভাই না হবে খণ্ডন।
অযোগ্য দেখিয়া বর কর অল্প জ্ঞান[১১]।
আল্লা তোরে হইল ক্রোধ সত্য ইহা জান ॥
তুমি জান বড় ছোট সে জানে[১২] সমান।
অধমেক উত্তম করে উত্তমেক অধম।
একেলা আইলা তুমি জাইবা একেলা।
ছাড়িয়া সঙ্গের সাথী[১৩] একা দিবা মেলা ॥
মরণের কথা ভাই সেহি বড় দিন।
ধীবরে ঘিরিয়া লবে জালে বন্দী মীন ॥
লইয়া যাইবে যখন হস্তে দিয়া দড়ি।
ভাই বন্ধু পুত্র কন্যা পলাইবে ছাড়ি ॥
জন্মিলে[১৪] ঘরেতে কন্যা সম যোগ্য হএ।
যোগ্য কন্যা ঘরে রাখে কোন মুখে কএ ॥
শুনিঞা গাযীর[১৫] কথা খাঁর ঝুরে মন।
কন্যার শোকে উভারিয়া জুড়িল ক্রন্দন ॥
খাঁ বলে কাইল প্রাতে জার লাগি পাব।
জাত ভেদ না পুছিব তাহাক সঁপিব ॥
গাযী বলে মেহের খাঁ না কর উল্লাস[১৬]।
থাকুক তোর ঘরে কন্যা পূর্ণ[১৭] দশ মাস ॥
শাস্ত্রে[১৮] লেখা জাএ তোর কন্যা গর্ভধারী[১৯]।
অসতী[২০] সঁপিলে হএ কলঙ্ক তোমারি ॥
মেহের খাঁ বলেন সাহেব শুন সমাচার।
কন্যা না সঁপিলে ঘরে না যাইব আর ॥
দশমাস নাহি যাইব পুরে নাহি সুখ[২১]।
তারা কন্যা ঘরে জায়া না দেখিব মুখ।
এহি মতে রইল সাধু ফকীরের আগ।
উদ্যানে[২২] রহিল সাধু ঘর করি তেগ ॥
রহিল মেহের খাঁ দশমাস প্রতিজ্ঞা[২৩]।
খোদা বখ্‌শে কহে গীত[২৪] গাযী জিন্দার আজ্ঞা ॥
৫৪ পালা সমাপ্ত[২৫]।

১. এপদের অর্থ উদ্ধার করা গেল না। এ পদের এবং পূর্ববর্তী ১৩ পদের সষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা বড়ই কবিত্বময় এবং দার্শনিক তত্ত্বভিত্তিক। যুগের অন্যান্য কাব্য গ্রন্থে ও অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়। ২. জিঙ্গাসা। ৩. সোগ। ৪. সাতে। ৫. করিয়া। ৬. গর্ব্বধারী। দুর্জন মেসের খাঁর শারীরিক শাস্তি হয়ত খুব অবাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু তার নিরপরাধ কুমারী কন্যাকে গর্ভবতী করা খুব শ্লাঘার কাজ বলে মনে হয় না। ৭. যুর্গ। ৮. নক্কের জন্তনা। ৯. রজসল্লা। ১০. অর্ব্বসে। ১১. গ্যান। ১২. জোনের। ১৩. সাথি। ১৪. জম্মিলে। ১৫. হাডেসের। ১৬. উর্ব্বাস। ১৭. পুণ্ন্য। ১৮. সাশ্ররে। ১৯. গর্ব্বধারি। ২০. সশত্যা। ২১. ষুক। ২২. উর্দ্দানে। ২৩. প্রিরিঙ্গা। ২৪. গিদ। ২৫. সমেআপ্ত।

৫৫ পালা

নাচাড়ি

শুন শুন[১] সর্বজন তারা বিবির বিশুরণ
গর্ভবতী[২] হইল সুন্দরী।
পাঁচ সাত মাস গতি[৩] চিহ্ন[৪] হৈল গর্ভবতী
দাসিগণ করে ঠারাঠারি ॥
ফকীর কহেন বাণী পুরের কমলা রানী
পুরে কন্যা হৈছে গর্ভধারি।
দাসিগণে বলে সখি বিবিধ কেন হেন দেখি
কথা কিছু বুঝিতে না পারি ॥
দাসী বলে চাপে চুপে ছাপান জাবে কোনরূপে
শুনিলে কটিবে নাক চুল।
দাসিগণে বলে মাও চিকন কেন দেখি গাও
না জানি কি করিলা আউল ॥
শুনিলে তোমার মাও সবার গলে দিবে দাও
কার সঙ্গে ঘটালা প্রমাদ[৫]।
চিকন বদন ভর দেখিলাম চমৎকার
কেমনে করিলা পরিবাদ ॥
শুনি বিবি ক্রোধ ভর কি বল বান্দী ছার
ফিকিয়া মুখে মারে ঝাটা।
দাসী পাইল প্রাণে ডর ফিরিয়া মারিল লড়
উভারিয়া শির গেল কাটা ॥
লড় দিয়া গেল ধায়া কমলাকে কহে জায়া
শুন মাও অমঙ্গল কীর্তি[৬]।
সর্বতত্ত্বে[৭] দুই দাই ভাল মন্দ বার্তা[৮] দেই
বিবি যে হয়াছে গর্ভধারী ॥
শুনি বিবি চমৎকার জাএ কন্যা দেখিবার
কন্যার পানে[৯] নিরক্ষিয়া চাএ।
দেখিয়া কন্যার ছবি চমৎকার কমলা বিবি
নিজ গালে নির্ঘাতে মারে চড় ॥
আরে বেটি কলঙ্কিনী শুন পাপ চণ্ডালিনী
প্রমাদ ঘটালু কার সাথে।

১. ষুন সর্ব্বজোন। ২. গর্ব্ববতি। ৩. বিতি। ৪. চিন্ন্য। ৫. প্রমবাদ। ৬. ক্রিতি। ৭. সর্ব্বতর্ত্তে হৈ দাই। ৮. বাত্রা। ৯. প্রানে।

বাপ তোর চাণ্ডালিয়া যুবা বেটি ঘরে থুয়া
ভস্ম[১] ছাই খাএ লয়া পাতে ॥
বিবি হৈল ক্রোধমতি কন্যার মুখে দিল লাথি
দূর হও কলঙ্কিনী কপালী।
দাসীর কাটিল নাক আনিঞা ঘটালি কাক
খোদা বখ্শে রচিল পাঁচালি ॥

দিসা : মনের আনল জ্বলিয়া উঠেরে।
আনল নিভেনারে আনল জ্বলে ॥

পদ।

শুন শুন আরে বেটী পাপিনী তাপিনী।
কার সঙ্গে ঘাটি কর্লা কহ দেখি শুনি ॥
পিতা তোর রাজ্যপতি হৈল দুরাচার।
ছাই পৈল দর্পে[২] তার কলঙ্কে তোমার ॥
শুনরে কলঙ্কী [মেয়ে] কিবা তোর সুখ[৩]।
ই ছার জীবন কাকে দেখাইব মুখ ॥
শুনিঞা মাএর বাণী কান্দি কহে তারা।
মিথ্যা[৪] পরিবাদ মাও মোকে দেও তোরা ॥
অকারণে দোষ দেহ শুন গো জননী।
পুরুষ কেমন দ্রব্য[৫] স্বপ্নে নাহি জানি ॥
মাও হয়া কত মোকে দেও মিথ্যা[৪] গালি।
দূর হও কলঙ্কিনী বিখণ্ড কপালী ॥
শুনিঞা কন্যার মন হইল উদাস।
খোদা বখ্খ লেখে পুঁথি করিয়া প্রকাশ।

ত্রিপদী।

শুন শুন ওগো মাও কেনে মোকে গালি দেও
কার সঙ্গে না করিয়াছি ঘাটি।
মাও হয়া বল কত শুন মোর তত্ত্ব[৬] যত
বলাৎকার[৭] করিলেন আটি ॥
আমি তোমার হৈ ঝি রমণ না জানি কি
মিথ্যা[৪] মোকে ভাণ্ডিল খোদাএ।
রতি রঙ্গ নহে দেখা ছিল মোর কর্ম্মের[৮] লেখা
ঘাটি বুঝি করহ সাজাই ॥
পামর নিষ্ঠুর ধনি কর্ল মোকে কলঙ্কিনী
অভাগিনী দোষ দিব কাক।
সেজন আমার বাম সকল তাহার কাম
কোন বুদ্ধে ছলিল আমাক ॥
একদিন সখী[৯] সঙ্গে উদ্যানে[১০] চলিলাম রঙ্গে
তথা হৈল বিধির নিরবন্ধ।
সেহিখানে এক ফুল দেখি হইলাম ব্যাকুল[১১]
হস্তে[১২] লয়া পরশিলাম গন্ধ ॥
সেহি গন্ধ পরশিয়া ঘরে আইলাম ফিরিয়া
সেহি হৈতে হৈল গর্ব্ভভার।

১. ভস্ব। ২. দপ্পে। ৩. মুক। ৪. মিত্ত্যা। ৫. দর্ব্ব। ৬. তর্ত্ত। ৭. বলতকাল। ৮. কম্মের। ৯. সকি। ১০. উর্দ্দানে। ১১. বিয়াকুল। ১২. হশতে।

শুন মাও জননী এহি বিনে নাহি জানি
সেহি পুষ্প হৈতে গর্ভের[1] সঞ্চার ॥
তুমি মাও আমি ঝি তোমার আগে ছাপা কি
মিথ্যা[2] মোর না কর কলঙ্ক।
আল্লা মোর হৈল বৈরি কিবা তার কর্লু চুরি
বিধি মোর করিল কলঙ্ক ॥
কহিনু সকল বাণী জে করহ জননি
রাখ কি বধহ পরান।
শুনিঞা ঝিএর বাণী কমলা আকুল প্রাণি
তনু তাপে হৈল খান খান ॥
কি করিব কোথা জাব কোথা লাজ বিনাশিব
বিধি মোক করিল হানি।
শেখ খোদা বখ্‌শে ভণে সত্য মিথ্যা আল্লাজানে
বিরচিল মধুর রসবাণী।

—ইতি। ৫৫ পালা সমাপ্ত[3]।

১. গর্ব্ভের ছঞ্চ্যার। ২. মিত্ত্যা। ৩. সমআপ্ত।

৫৬ পালা

পদ।

বিবি বলে আরে সখী[১] করিব কেমন।
ধাএকে ডাকিয়া গর্ব্ভ[২] করিব নিপাতন ॥
যদি বাঁচে নাক চুল শুন মোর বাত।
সম্বলা ধাএক আনি গর্ব্ভ[২] করি পাত ॥
শুনিঞা সকল সখী[১] লড় দিয়া জাএ।
সম্বলা দাএক ডাকি আনিল তথাএ ॥
আসিয়া সাধুর পুরী দাই প্রবেশিল।
তাহার চরণে বিবি কান্দিয়া পড়িল ॥
দাই বলে না কান্দিও সদাগরের নারী।
যে কাজ আমার সাধ্য তাক দিব করি ॥
কমলা বলেন মোর কপালে পৈল বাদ।
ঘরে আছে তারা মোর ঘটিছে প্রমাদ ॥
যদি তুমি পার মাও করো গর্ব্ভপাত[৩]।
এহি আমার শিরেতে পড়িল বজ্রাঘাত[৪] ॥
ইষৎ[৫] হাসিয়া দাই বলে তার ঠাঞি।
গর্ব্ভ[২] জে করিব পাত চিন্তা কিছু নাঞি ॥
জে দ্রব্য চাই আমি তাহা আনি দেও।
তিলেকে করিব পাত চায়া দেখ মাও ॥
আগে আন আলগ লতা কাটাগরের ছাল।
আগিয়া ওড়া খুদিয়া মামুদ আর ব্রহ্মজাল ॥
রসুন ডাকাতিয়া গম্বুর পীতাম্বর।
শিব জটা চৈতন কুঙর দুধিয়া ডুম্বর ॥
পিনা মূল কাটা ফুল ধরে [বড়] গুণ।
ঔষধ বাটিতে দেও পাঁচ তোলা নুন ॥
ছাগলের দুগ্ধ দিয়া বানাইয়া গুলি।
আগ পাছ করি কন্যার মুখে দেও তুলি ॥
অর্দ্ধকার দেখি কন্যা পড়িবে টলিয়া।
রক্ত বজ্র[৬] রূপে গর্ব্ভ[২] জাইবে চলিয়া ॥
শুনিঞা দাসীর তরে দিল পাঠাইয়া।
জঙ্গল কাননে ঔষধ আনে জিজ্ঞাসিয়া[৭] ॥

সকল ঔষধ আনি করিল একাত্তর[৮]।
বাটিয়া সকল ঔষধ রাখে থরেথর ॥
পাঁচটা উদ্রূক আর পাঁচ তোলা চূণ।
ঔষধের জ্বালাএ জেন জ্বলে[৯] হুতাসন ॥
ভাগে ভাগে ঔষধের বানাইল পাঁচ গুলি।
দশে বিশে ধরি কন্যার মুখে দিল তুলি ॥
প্রজ্বলিত অগ্নিতর গুলি মুখে দিল।
উদ্যানে[১০] থাকিয়া গাযী আগমে জানিল ॥
একরূপে রৈল গাযী যুল হাউসের কাছে।
আর রূপে দাঁড়াইল সম্বলা দাএর পাশে ॥
এক হাতে দাএর চক্ষু রহিল ধরিয়া।
আর হাতে পঞ্চগুলি লইল হরিয়া ॥
ঔষধ হরিয়া লইল দাই নাহি জানে।
খাইল ঔষধ বলি এই ভাবে মনে ॥
দাই বলে খাইল [গুলি] আর নাহি ভএ।
ঘড়ি বাদে চায়া দেখ ইহার পরিচএ ॥
জ্বলায়া ফেলাবে গর্ব পড়ি গর্ভ জ্বালা।
জলরূপে পরশিয়া জাবে রক্ত দলা।
কন্যার পানে[১১] চাএ দাই এক দৃষ্টি[১২] করি।
দাই বলে কেনে কন্যা রৈলা ঝিম ধরি ॥
ঘড়িক অপেক্ষা কর কেনে হৈলা ধন্দ।
কন্যা বলে কিঞ্চিৎ না বুঝি ভাল মন্দ ॥
জেমত আছিল গর্ব্ভ[১৩] তেমতি আমি জানি।
তাহাতে অধিক সুখ ঔষধ বাখানি ॥
গর্ব্ভ[১৩] দেখি সম্বলা হইল চমৎকার।
এত[১৪] দিনে আমার বুঝি হইল খাকার ॥
যে ঔষধে গর্ব্ভ[১৩] নাহি রহে এক দণ্ড।
কাটিয়া ছত্রিশ[১৫] বোটা ছাইলার করে খণ্ড খণ্ড ॥
হেন গর্ব্ভ[১৩] জ্বালার বড়ি দিলাম খাইবার।
সেই ঔষধ[১৬] বাদ হৈল একি সমাচার ॥
দাই বলে তবে আমি ইনাম রাখিব।
পান সই বাণ করি গর্ভ নিপাতিব ॥

---

১. সকি। ২. গব্‌ভ। ৩. গবৃভপাত। ৪. বজ্রঘাত। ৫. ইসদ। ৬. ব্রজ্র। ৭. জিগ্যাসিয়া। ৮. একাস্রর। ৯. জ্বলে।
১০. উর্দ্দানে। ১১. প্রানে। ১২. দিস্ট। ১৩. গর্বৃভ। ১৪. এথো। ১৫. চর্ত্তিষ। ১৬. ঐষদ।

শনি মঙ্গল বারে জাও কর্মকারের[১] বাড়ি।
এক তাএ একখানি ছুরি আন গড়ি ॥
একশত[২] এক পান মোরে দেও আনি।
মুহূর্ত[৩] মধ্যে পাত করি দেই গর্ভখানি ॥
ছোট হৈতে কত শত গর্ভ[৪] কর্লাম পাত।
এমত দারুণ গর্ভ[৪] না দেখি কোথাত।
শুনরে দারুণ গর্ভ[৪] দেখি এহি দণ্ড।
পান সই মন্ত্রে কাটি করি খণ্ড খণ্ড ॥
ধিক সে আমার নাম শম্বলা দাইয়ানি।
কাটিয়া পানের বোটা গর্ভ[৪] করঙ পানি ॥
শুনি বান্দী পাঠাইল কামাড়ের পুরী।
এক তাএ গড়িয়া আনিঞা দেও ছুরি ॥
এক শত এক পান দাএর আগে দিল।
পান লয়া সম্বলা দাই কুপিয়া চলিল ॥
নদীর কিনারে জায়া হৈল উপস্থিত[৫]।
উদ্যানে[৬] সাহেব গাযী জানে আচম্বিৎ ॥

একরূপে রৈল পীর মেহের খাঁর আগে।
আর রূপে প্রবেশিল সম্বলা দাএর কাছে ॥
শ্বেত[৭] মাছির রূপে গাযী শূন্য[৮] ভরে রৈল।
মন্ত্র পড়ি পান লয়া জলেতে ডুবিল ॥
জেন মাত্র জল মধ্যে দিল দাই ডুব।
গাযী যিন্দা হৈল তখন কুম্ভীরের রূপ ॥
তর্জ জন্যে[৯] কাড়িয়া ছুরি লৈল মোন দুঃখে।
নিজ জোশে ছুরি দিল সম্বলা দাএর চক্ষে ॥
গোশ্বা হইল গাযী কুপিল ততক্ষণ।
হস্ত দিয়া ছিড়িয়া লইল দুই স্তন ॥[১০]
দেখিয়া সম্বলা দাই হৈল চমৎকার।
লগ্‌ঘি গুব্বি[১১] করি উঠে করি চিৎকার[১২] ॥
আউগাও আউগাও আমি মরি বিষাদে।
এক হাত চক্ষে দিল আর হাত হিদে ॥
বুগ বয়া রক্ত পড়ে বিপরীত ধন্দ।
ছার কাজে আসিয়া মোর চক্ষু[১৩] হৈল অন্ধ ॥

ত্রিপদী।

কান্দিয়া সম্বলা দাই হেন কর্মে[১৪] পডুক ছাই
স্তন[১৫] চক্ষু গঙাইলাম হেলে।
চক্ষু কানা স্তন[১৫] কাটা কুলেতে হইল খোঁটা
প্রাণ গেল ডুব দিয়া জলে ॥
জল মাঝে কুম্ভিরিয়া একা মোকে লাগি পায়া
দন্তে কাটি খাইল মোর স্তন[১৫]।
ঘরে আছে দুষ্ট স্বামী কি জবাব[১৬] দিব আমি
ঘরে মোকে করে বা কেমন ॥
গর্ভ[৪] না হইল পাত হৈল মোর বজ্রাঘাত
কেনে বিধি করিল কলঙ্কিনী।
জলের কুম্ভীর ছার কিবা হানি কনু তার
ঘরে স্বামী জলন্ত[১৭] অগনি ॥
নাক চুল আছে বাকি তাহার ভরসা কি
ঘরে গেইলে কাটিবে তাহাক।
শুন মাও কমলা বিবি উপাএ আমার কি হবি
কোন রূপে রাখিবা আমাক ॥
বিষে তনু জার জার সহন না যায় আর
চক্ষু বিনে ভুবন আন্ধার।

১. কক্মকারের। ২. সতো। ৩. মুর্ত্ত। ৪. গর্ব্ভ। ৫. উপোস্তিৎ। ৬. উধানে। ৭. শেত। ৮. ষুন্ন্য। ৯. অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ১০. এ অহেতুক শাস্তির কোন প্রয়োজন ছিল কি? ১১. লঘিগুব্বি। ১২. চিরিতকার। ১৩. চক্ষ। ১৪. কর্ম্মে। ১৫. শৃতন। ১৬. জোয়াব। ১৭. জলন্ত।

শুন মাও যত দাসী ঘরে মোকে রাখ আসি
একেলা না পারি জাইবার ॥
চারি জন সহচরী[১] চলিল দাএক ধরি
রাখিয়া আইল নিজ পুরী।
শেখ খোদা বখশে বলে গাযীর চরণ তলে
প্রচারিলাম মঙ্গল মধুর ॥

পদ।

দুর্গতি হইয়া দাই রৈল নিজ পুরী।
কোন কর্ম্ম[২] করে এথা কমলা সুন্দরী ॥
বিবি বলে আরে সখী কি হইবে উপাএ।
কলঙ্ক ভুবনে বুঝি জানাএ খোদাএ ॥
ঢাকিতে না জাএ ছাপা না রহিবে ছাপি।
সদাগরেক ডাকিয়া বার্তা[৩] কহেন বিবি ॥
বিবি বলে আরে বুড়া তোর বুদ্ধি কি।
আনন্দ করিছে তোর কলঙ্কিনী ঝি ॥
রাগ মত থাক সদাএ লাগায়া কাচারি।
না কর বাড়ির তত্ত্ব ধিক তোর দাড়ি ॥
উঠিয়া চলিল সাধু আন্দর মাঝার।
কেনে কেনে কহ বিবি শুনি সমাচার ॥
বিবি বলে সমাচার দর্প তোর নাশ।
তোর বেটি চণ্ডালিনী কর্ল সর্বনাশ ॥
কি কব তোমাক আমি নাহি লাজ হিয়া।
যুগ্য কন্যা ঘরে থুইয়া নাহি দেও বিয়া ॥
বিভা নাহি দিতে তোমার আগে হৈল নাতি।
দেখরে নির্লজ্জ[৪] তোর কন্যা গর্ভবতী ॥
শুনিঞা এতেক বাণী রহে শির হেঁটে।
বিবির বচনে সাধুর শোকে[৫] প্রাণ ফাটে ॥
সাধু বলে মোর শিরে লাগিল আগুন।
কপালে কলঙ্ক লেখা দেহ হৈল শূল ॥
আইল ফকীর দেশে চিনিতে না পারি।
তারি শাপে মোর কন্যা হৈল গর্ভধারি ॥
কখন কিছু না বলিও থাক চুপ করি।
পুনর্বার[৬] জাইয়া আমি ফকীরের পাও ধরি ॥
সাধুর কমলা সকলেক কহে ডাটা।
যে কহিবা হেন কথা মুখে খাবা ঝাটা ॥
বিবির ধমকে সব হৈল কম্পমান।
সাধুর পুরীর লোক হৈল সাবধান ॥
শেখ খোদা বখশে কহে গাযীর দোওয়া পায়া।
জোর হস্তে[৭] কহে সাধু গাযির আগে যায়া ॥
—৫৬ পালা সমাপ্ত[৮]।

১. সহচারি। ২. কম্ম। ৩. বাত্রা। ৪. নিলর্জ্জা। ৫. সোগে। ৬. পুন্ন্যবার। ৭. হশ্তে। ৮. সমেআপ্ত।

পদ।

মেহের খাঁ বলেন শুন[১] বচন আমার।
কলঙ্কে ডুবিল মোর এ ভব সংসার ॥
তোমার কদমে কহি রাখ কুল লাজ।
কাকে দিব দোষ মোর শিরে পৈল বাজ ॥
অপার সাগরে পইলাম ধরি রাখ কূলে[২]।
কি ছার জীবন মোর নাহি হৈল মূলে ॥
যত কৈনু রণরাগ[৩] হৈল ছারখার।
কলঙ্গে মজিল দেশ শুজা গেল ধার ॥
ইহাব অধিক মোর আর কিবা হএ।
অনুক্ষণে কম্পে দেহা লাগে ডর ভএ ॥
গাযী[৪] বোলেন চিন্তা নাহি সদাগর।
কর্মে[৫] তোর কলঙ্ক লিখিয়াছে পরয়ার ॥
আগ পাছ[৬] না গুনিলা চিত্তের[৭] গুমানে।
তকারণে হেন শাস্তি[৮] করিল নিরাঞ্জনে ॥
বিহানে চালাইলা নৌকা[৯] না বুঝিলা ভাও।
হাতের বৈঠা[১০] হাতে বইল পাকে পৈল নাও ॥
মাঝি দিল হালি ছাড়ি নৌকা শূন্যে[১১] ফিরে।
মাঝিএ ধরিলে হাইল নৌকা লাগে তীরে ॥
প্রাতঃকালে[১২] এড়াইতে না বুঝিলা তিন ফান্দ।
রাহুয়ে ঘিরিল যেন দ্বিতীয়ার[১৩] চান্দ ॥
নিচেতে বসিয়া তুমি থাক বাহির দ্বারে।
তোমার কলঙ্ক নিভাইবে পরয়ারে।
এতক শুনিঞা[১৪] সাধু[১৫] রহিল আনন্দে।
শেখ খোদা বখ্শে কহে পয়ার প্রবন্ধে।
শুনশুন[১৬] বন্ধু জনা গাযীর বাখানি।
তামাম[১৭] নাহি বুঝি কহি অল্প জেবা জানি ॥
রহিল মেহের খাঁ বিধির ঘটিত।
দশ মাস দশ দিন কন্যার পূর্ণিত[১৮] ॥

দশমীর দশদ্বার[১৯] বিকশিত হইল।
গগন গর্জনে গর্ভের[২০] বেদনা উঠিল ॥
আগাও আগাও বলি কন্যা ভূমে পৈল গড়ি।
বেদনা[২১] বিষাদে[২২] বিবি ভূমে গড়াগড়ি ॥
দাসিগণ ডাক দিয়া কমলাকে বলে।
লড় দিয়া আইল বিবি তারার মহলে ॥
মাও মাও বলিয়া তারা ভূমে গড়াগড়ি ॥
কমলা বলেন শীঘ্র[২৩] জাও দাএর বাড়ি ॥
হুকুম পাইয়া দাসী গেল দাএর বাড়ি ॥
সম্বলা সম্বলা বলি ডাকে বার চারি ॥
সম্বলা বলেন কেবা ডাকে সন্ধ্যাকালে।
দাসী বলে শীঘ্র[২৩] চল সাধুর মহলে ॥
সম্বলা বলেন আমি প্রাণে যদি মরি।
তথাপি না জাইব আমি সদাগরের পুরী ॥
একবার জায়া মোর খোয়া গেল স্তন[২৪]।
এখন জায়া নাক চুলের করি বিড়ম্বন[২৫] ॥
জাএ না কেন স্তন[২৪] মোর[২৬] আছে কিছু মানে।
অপমান হবো আর নাক চুল বিনে ॥
দাসিগণ বলে মাও ভএ কিছু নাঞি।
প্রসব হইবে তাবা শুন আমার ঠাঁই ॥
সম্বলা বলেন তোরা ছলে কথা কও।
নাক চুল গেলে মোর লজ্জা হএ মাও ॥
দাসিগণে বলে যদি মিথ্যা[২৭] কহি দাই।
তবে যেন আমা সবার আশে[২৮] পড়ে চাই ॥
প্রতিজ্ঞা[২৯] শুনিয়া[৩০] দাই হইল বাহির।
দাসিগণের সঙ্গে[৩১] চলে মন করি স্থির[৩২] ॥
আগে পাছে দুই দাসী দাই চলে মাঝে।
যৌবন[৩৩] হৃদএে নাস্তি[৩৪] প্রেত রূপ সাজে ॥
সদাগরের পুরে জায়া দাই দিল পাও।
গর্ভে[৩৫] থাকি হটু যিন্দা চমৎকিল গাও ॥

১.ষুন। ২. কুলে। ৩. রনারাগ। ৪. হাউসে। ৫. কৰ্ম্মে। ৬. পাচ। ৭. চিত্যের। ৮. সাশ্তি। নৌখা। ১০. বৈটা। ১১. ষুন্যে। ১২. প্রতেককাল। ১৩. দ্বতিয়ার। ১৪. ষুনিঞা। ১৫. সাদু। ১৫. ষুন২। ১৭. তামান। ১৮. প্বন্নিত। ১৯. দসদিন। ২০. গর্ব্ভের। ২১. বেদেনা। ২২. বিছাদে। ২৩. সিগ্র। ২৪. শৃতন। ২৫. বিড়মোন। ২৬. মোন। ২৭. মির্থা। ২৮. আসে। ২৯. প্রিতিঙ্গা। ৩০. ষুনিঞা। ৩১. সংজে। ৩২. শৃতির। ৩৩. জৌবন। ৩৪. নাশৃতি। ৩৫. গর্ব্ভে।

হটু বলে ছার দাই মোর সঙ্গে পরিসিব।
না আসিতে দাই আমি হইব প্রসব ॥
গাযী গাযী বলি মিঞার মন চঞ্চলিত[১]।
ঙঙা চুঙা শব্দে ছাইলা পড়িল ভূমিত ॥
প্রসব হৈয়া ছাইলা বসিল উঠিয়া।
চমৎকার হৈল দাই ছাইলাকে দেখিয়া ॥
দাই জাএ হস্ত দিতে চাহে ছাইলার অঙ্গে।
গর্জিয়া উঠিল যেন অনঙ্গ ভুজঙ্গে ॥
দাএর মনেতে আছে নাক চুলের ডর।
ছাইলার গর্জন দেখি উঠিয়া দিল লড় ॥
তারা বলে দীননাথ পরম নিঠুর।
দৈত্য[২] কিবা দান গর্ভে[৩] দিয়াছ কঠোর ॥
মিথ্যাই[৪] কলঙ্ক কর্লা দান রূপ দিয়া।
ছাইলা চাহিতে[৫] দাই গেল পলাইয়া ॥
জদিবা মনুষ্য[৬] গর্ভে[৩] করিত ধারণ।
তবে মোর দুঃখ[৭] সুখ[৮] সফল[৯] জীবন ॥
এহিমতে ভাণ্ডিলা মোকে আগমের পতি।
কলঙ্কিনী হয়া মুঞি ভাসিনু যুবতী ॥
গোশ্বা হইল শাহ্‌জাদী অগ্নি হেন জ্বলে[১০]।
হটু মিঞার হস্ত[১১] ধরি ফিকিল জঙ্গলে ॥

মাএর প্রহারে মিঞা বড় পাইল দুঃখ।
উলটিয়া দেখিল মিঞা মাএর চান্দ মুখ ॥
কান্দিয়া বলে[১২] মাএক[১৩] সালাম[১৪] কদমে।
তোমার পুত্র[১৫] বিদাএ হৈল জন্মের মতনে ॥
দৈত্য[১৬] কিবা দান তুমি না করিলা বিচার।
কি দোষে ফিকিলা মোকে জঙ্গল মাঝার ॥
তিলেক দেখিতে হএ করিয়া[১৭] যতন[১৮]।
কর্ম্ম[১৯] দোষে হারাইলা অমূল্য[২০] রতন[২১] ॥
তোমার কপালে মাও মিলিয়াছিল নিধি।
কর্ম্মে[২২] তোর দুঃখ[২৩] লেখা বাম হইল বিধি ॥
পুত্রের কারণে কেহ দেএ শিরনি[২৪] পীরের।
পীরের শিরনি[২৪] করে পূজা দেবতার ॥
পুত্রের কারণে কেহ দেয় ফুল ধূলা।
কেহ মরে শোকে[২৫] তাপে কেহ পাগলা ॥
পুত্রের শোকে ছোট[২৬] নহে শোকের[২৭] প্রধান।
শক্তি শেলে বিন্ধে হৃদয়[২৮] আন্ধার নঞান ॥
সে জন জিঙন্তে মরা বুদ্ধি বল নাই ॥
পুত্র হারা হৈলা মাও মোর দোষ নাই ॥
এহি মতে রহিল হটু জঙ্গল মাঝার।
শেখ খোদা বখশে পুঁথি করিল প্রচার ॥

ত্রিপাদি।

পুত্রেক কাননে ফিকি কান্দে তারা চন্দ্রমুখী
হাএ বিভি কেনে দিলু দুঃখ[২৯]।
কি গোনা করিনু আমি দিহোটি[৩০] নিভালে[৩১] তুমি
কাহাকে দেখাব ছাড় মুখ ॥
গর্ভে জন্ম[৩২] দিয়া দানা কর্লু কুল কলঙ্কিনা[৩৩]
কান্দে বিবি ভূমে গড়া গড়ি।
পুত্র হৈল পুত্র নএ মিথ্যা[৩৪] হৈল কাল ক্ষএ
দান রূপে মোকে গেল ছাড়ি ॥
নিশিতে স্বপন[৩৫] হৈল শূন্যে শূন্যে[৩৬] মিলাইল
কেবল কলঙ্ক মাত্র সার।
ডুবিল যুবতীর ভরা পায়া পুত্র হৈলাম হারা
কলঙ্কিনিক শোকে[৩৭] কর পার ॥
হৈল কাল যুবা ইতি না করিনু অন্যমতি[৩৮]
বিধি কি দোষে করিল হানি।

---

১. ছর্ঞ্চলিৎ। ২. দর্ত্ত। ৩. গর্ভ। ৪. মির্থাই। ৫. চাইতে। ৬. মনুর্শ্য। ৭. দ্বক্ষ। ৮. ষুক। ৯. সাপল। ১০. জলে। ১১. হশ্ত। ১২. বুলিয়াছে। ১৩. মাএর। ১৪. ছাল্লাম। ১৫. পুত্রহটু। ১৬. দত্য। ১৭. করিএ। ১৮. জত্তন। ১৯. কর্ম্ম। ২০. অমুলি। ২১. রর্ত্তন। ২২. কর্ম্মে। ২৩. দ্বক্ষু। ২৪. সিন্নি। ২৫. সোগে। ২৬. ছুটো। ২৭. স্যেগের। ২৮. হ্রিদএ। ২৯. দুখ। ৩০. দেহোটি। ৩১. নিভাল। ৩২. গর্ভে জর্ম্ম। ৩৩. কিনা। ৩৪. মির্থা। ৩৫. সর্পন। ৩৬. ষুণ্যে। ৩৭. সোগে। ৩৮. অণ্যমতি।

কোন জীব আছে ধরে ভূমে গড়া গড়ি পাড়ে
কলঙ্কিনীর বিভাও যন্ত্রণা[1] ॥
ভব হৈতে করো দূর মোকে লও নিজ পুর
কলঙ্ক পড়িল সব দেশ।
শোকাকুলা[2] শোকে[3] তাপে হেন হৈল জন্মশাপে[4]
বুরিয়া পাঞ্জর হৈল শেষ[5] ॥
কমলা দেখিয়া অতি লড়ে চলে বন ভিতি[6]
দেখে ছাইলা কান্দে বন মাঝ।
কোলে করি ছাইলাখানি আনিল কমলা রানী
দেখে ছাইলা ভুবন বিরাজ ॥
কমলা বলেন মাও ধব ছাইলা কোলে লও
নঞান জুড়াক তোরে দেখি।
দেখে তারা পুত্রখানি তৃষ্ণাএ[7] পাইল পানি
দেখি বিবির জুড়াইল[8] আঁখি[9] ॥
আমি বড় কলঙ্কিনী হেন পুত্র নাহি চিনি
কলঙ্ক সকল[10] হৈল সার।
অনুরাগ হৈল জত পুত্র দেখি হৈল হত
খোদা বখ্‌শে করিল প্রচার ॥

—ইতি। ৫৭ পালা সমাপ্ত[11]।

১. জন্তনা। ২. সোকাকুলি। ৩. সোগ। ৪. জন্মসাপে। ৫. সেস। ৬. ভিতে। ৭. ত্রিনাএ। ৮. যুড়াইল। ৯. রাখি (র-আগমে)।
১০. সাফল। ১১. সমেআপ্ত।

পদ।

আনন্দ হইল বিবি কান্দন নিভায়া।
গোসলে চলিল ঘাটে সই[১] চারি লয়া ॥
ছাইলাকে শোধন করি শোওয়াল[২] পালঙ্গে।
রাজপুরী স্থির[৩] [হৈল] কৌতুক প্রসঙ্গে ॥
পঞ্চটি ষষ্ঠমী[৪] করি মাস শুদ্ধ[৫] মানা।
পুত্র দেখি বিস্মরিল[৬] ক্লেশ[৭] যন্ত্রণা[৮] ॥
গাযী জিন্দা জানিলেন থাকিয়া উদ্যানে[৯]।
কহিতে লাগিল কথা হাউসের স্থানে ॥
গাযী বোলে মিয়াভাই সিদ্ধি মনস্কাম[১০]।
ছাড়হ এ দেশের মায়া[১১] লহ আল্লার নাম ॥
যুলহাউস বলেন তবে শুনহ[১২] উত্তর।
বিদাএ দেহ জাই মোরা আপনার ঘর ॥
উমর চৌধুরী[১৩] তারা পাইল খবর।
সপ্ত ভাই চলি আইল গাযীর গোচর ॥
সাত ভাএর সাত নারী চলিল সংগ্রাম[১৪]।
তিন ভাইর পাএ আসি করিল সালাম[১৫] ॥
শেষ[১৬] রাত্রে রহিল তথা ভাই তিন জন।
ফজরে মেলানি মাঙ্গে জাইতে তখন ॥
উমর চৌধুরী[১৩] কহে শুন দয়ামএ।
বহুকালে হইল দেখা থাকো মাস ছয় ॥
তোমার প্রসাদে রাজ্যধন রাজ্য পাট।
গাযী বলে ঘুচিল মোর মনের কপাট ॥
খসিবে মনের দ্বার[১৭] না লাগিবে আর।
যতক্ষণে[১৮] হএ পিতা মাতার দীদার ॥
এহি বলি চলে গাযী ছাড়ি সোনাপুর।
গহীন কাননে তারা[১৯] চলিল প্রচুর ॥
প্রবেশ হইল জায়া চাপাইল নগর।
আইল শ্রীরাম রাজা গাযীর কিঙ্কর ॥
রাত্রি থাকিয়া প্রভাতে হইল বিদাএ।
তরাতরি শাহ্ গাযী[২০] নিজ গৃহে[২১] জাএ ॥
প্রবেশ হইল জায়া বংশ নদীর তীরে।
বৈরাট নগরের গম[২২] দেখিল নযরে ॥
দেখিয়া আপন পুরী আনন্দিত মন।
পোষ বিছায়া পার হইল তিন জন ॥
বৈরাট সহরে জায়া হৈল উপস্থিত।
সহরের কিনারে জায়া হৈল হরষিত ॥
বদরি বৃক্ষ[২৩] আছে এক প্রতাপ[২৪] প্রচণ্ড।
তিন ভাই বৃক্ষ[২৩] তলে দাঁড়াএ[২৫] সেহি দণ্ড ॥
একজন মনুষ্য দিয়া পাঠাইল খবর।
লড় দিয়া কহে জয়া বাদশার গোচর ॥
তিন জন পুত্র তোমার আইল ফিরিয়া।
বিভা করি আইল তারা লহো পরশিয়া[২৬] ॥
মনেতে ভাবিয়া পুঁথি খোদা বখশে কহে।
কিষ্টপুর[২৭] ছাড়িয়া বাস [হৈল] বোগদহে[২৮] ॥

দিসা : তোমার আইলরে আইল সোনারচান্দ
পথে দেখরে রয়া।
আইলরে সোনার পুতুলা[২৯]
পুরিগন্ধ জাএরে বয়া ॥

পদ বন্ধ।

এতেক শুনিয়া[৩০] বাদশা কহে তার ঠাঞি।
আর কি আসিবে মোর তার ভরসা[৩১] নাঞি ॥
এক দুই করি হৈল বারই বছর।

১. সও। ২. সোঙাইল। ৩. শ্তির। ৪. সস্টামি। ৫. ষুর্দ্ধ। ৬. রিশ্বঁবিল। ৭. কের্ব্বেস। ৮. জন্তনা। ৯. উধানে। ১০. মোনসকাম। ১১. ময়া। ১২. ষুনহ। ১৩. উম্মর চৌধরি। ১৪. সঙ্গে অর্থে। ছন্দের জন্য সংগ্রাম। ১৫. ছাল্বাম। ১৬. সেস। ১৭. দার। ১৮. জতোক্ষণে। ১৯. দুহে। ২০. সাহাগাজি। ২১. গ্রিহে। ২২. গম শব্দ কি গম্বুজ অর্থে না গমন অর্থে? ২৩. বৃক্ষ। ২৪. প্রতাব। ২৫. ডাড়াএ। ২৬. পরোছিয়া। ২৭. কৃিষ্টপ্বরো। ২৮. কবির জন্মস্থান খড়িয়া বাদা, সেখানে থেকে কুতুপুর। তার পরে দেখা যায় তিনি কিষ্টপুরে আছেন। সবশেষে তিনি বোগদহে বাস করছেন বলে দেখা যায়। ২৯. প্বথৃলা। ৩০. বুলিয়া। ৩১. ভরোশা।

এতদিনে পাইলাম আমি পুত্রের খবর ॥
মিথ্যা[১] কথা কয়া আমাক জানাও প্রবোধ[২]।
নিভান আনল মোর আর কর শোধ[৩] ॥
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মোর কলেজা হৈল শূল[৪]।
কুণ্ড মাঝে ঘৃত[৫] দিয়া জ্বালালু[৬] আগুন ॥
কেনেবা কহিলু মোক পুত্র শোগ জ্বালা[৭]।
শোকানলে[৮] কলিজা পুড়িয়া হৈল কালা ॥
এতেক আনল হৃদে[৯] জাএ নিতি[১০] বয়া।
আনল উপরে অগ্নি দিলু জ্বালাইয়া[১১] ॥
ভাসিলেন শাহজাদা শোকের[১১ক] সাগরে।
বুঝাতে না ধৈর্য[১২] মানে[১৩] আনল উভারে ॥
নিভান আনল জেন জ্বলে খরতরে ॥
দুই হাতে কুটে হিয়া বলে হাএ হাএ।
শিরের দশ্‌তার খসি গড়াগড়ি জাএ ॥
বাদশার ক্রন্দন শুনি খবরিয়া জন।
কেওয়াড়ের আড় হয়া হৈল পলায়ন ॥
হাত পাও আছাড়িয়া বাদশা কান্দে পাটে।
হৃদ করে ধড়ফড় শোকে প্রাণ ফাটে ॥
বাদশা বলে হাএ দুষ্ট গেল পলাইয়া।
নিরস্ত আনল মোর দিল জ্বালাইয়া[১৪] ॥
পুনর্বার[১৫] তোর যদি লাইগ এবে পাঙ ॥
গাযীর সঙ্গতি[১৬] করি তোমাকে পাঠাঙ[১৭] ॥
প্রবোধ[১৮] মানিএগ্রা বাদশা উঠিয়া বসিল।
ধিকি ধিকি অগ্নি জ্বালা[১৯] জ্বলিতে লাগিল ॥
খবরিয়া লড় দিয়া গেল গাযীর আগ।
বাদশার বৃত্তান্ত[২০] সব কহে ভাগে ভাগ ॥
মোর বাক্য নরপতি না কর্ল প্রত্যয়[২১]।
নিরন্ত[২২] আগুন আর দ্বিগুণ[২৩] জ্বালাএ ॥
এক জন জাও তোমরা বাদশার গোচর।
নিভাও আনল গিয়া জানায়া খবর ॥
এতেক শুনিএগ্রা গাযী হৈল বিমরিষ।
কালু যিন্দাক কহে বাদশাক করিতে কুর্নিশ ॥
গাযী বলে ভাই তুমি শীঘ্র[২৪] করি জাও।
বাবার সাক্ষাতে শীঘ্র[২৪] খবর জানাও ॥
ফকীর বেশে যাও তুমি চিনিতে না পারে।

প্রবোধ[২৫] মানায়া বার্তা[২৬] কহেন[২৭] তাহারে ॥
এতক শুনিএগ্রা [কালু] আনন্দিত মন।
ধরিয়া ফকিরের বেশ করিল গমন ॥
সুবর্ণ[২৮] দশ্‌তার বান্ধে শিরে দোলে তারা।
গলাতে তসবি[২৯] যেন মাণিকের ঝারা।
সেহলি গলাতে যেন কাঞ্চনের তারা।
সুবর্ণের[৩০] আশা হাতে বিজএ ভমরা।
সুবর্ণের[৩০] খড়ম মিএগ্রা আরোপিল[৩১] পাএ।
গাযীর[৩২] মেলানি[৩৩] মাঙ্গি হইল বিদাএ ॥
মায়া রূপে চলে কালু চন্দ্র মুখ জ্বলে[৩৪]।
জাইয়া প্রবেশিল বাদশার মহলে ॥
প্রথম দ্বারেতে জায়া ছাড়িল যিকির।
দারয়ানি সিপাই লোকের কাঁপিল শরীর[৩৫] ॥
দরয়ানি দেখিয়া চিত্তে ভাবে আপনার।
ফকিরের মুখ যেন কালুর আকার ॥
ঠারাঠারি করে তারা চিনিতে না পারে।
দরয়ানির সাক্ষাতে কালু কহে পুনর্বারে[৩৬] ॥
শুনহে দরয়ানি ভাই করিএ প্রণতি[৩৭]।
দীদার করিতে চাই রাজ্য নরপতি ॥
দরয়ানি বলেন ফকির থাক কোন ঠাঞি।
কালু বলে ঘর দ্বার জন্ম অবধি[৩৮] নাঞি ॥
দেশে দেশে ফিরি আমি বাড়ি পাব কোথা।
দাঁড়াতে[৩৯] নাহিক লক্ষ্য থাকি জথা তথা ॥
আবাল কালে মাও মৈল হৈল দুর্গতি[৪০]।
কোথা থাকি কোথা জাই নাহি লক্ষ স্থিতি[৪১] ॥
আবালে ফকির হৈলাম বাপ মৈল[৪২] আবালে।
মাঙ্গিয়া মাঙ্গিয়া করি উদর পালনে ॥
হেন বান্ধব[৩৯] নাহি কেহ করে দয়া মোহ[৪৪]।
মরিলে দাফন[৪৫] দিতে লক্ষ্য[৪৬] নাহি কেহ ॥
শ্রাধা[৪৭] করি রাখে যেবা[৪৮] তার ঘরে থাকি ॥
মাও বাপ বদলে নিতি[৪৯] সেবা করি তাকি[৫০] ॥
হেন কেহ রাখে মোক অনাথ[৫১] বলিয়া।
তারি ঘুরে রহি আমি প্রতিদান[৫২] দিয়া ॥
কহো বাপু দরয়ানি বাদশার গোচর।
অনাথ পালিতে পুণ্য[৫৩] পাইবে বিস্তর ॥

১. মির্থা। ২. প্রবদ। ৩. সোদ। ৪. ষুল। ৫. ঘ্রিত্য। ৬. জলার্ব্ব। ৭. জালা। ৯. শোগ আনলে। ৯. হ্রিদে। ১০. নিথি। ১১. জলাইয়া। ১১ক. শোগের। ১২. ধার্য্য। ১৩. মোন। ১৪. জলাইয়া। ১৫. প্বণ্ন্যবার। ১৬. সংঙ্গতি। ১৭. পটাঙ। ১৮. প্রবদ। ১৯. জালা জলিতে। ২০. বিত্তান্ত। ২১. প্রতএ। ২২. নিরশ্‌ত। ২৩. দিগুণ জালাএ। ২৪. সিগ্র। ২৫. প্রবদ। ২৬. বাত্রা। ২৭. করেন। ২৮. সোবণ্ন্য। ২৯. তছবি। ৩০. সোবণ্ন্যের। ৩১. আড়ফিল। ৩২. গাজিতে। ৩৩. মিলানি। ৩৪. জলে। ৩৫. সরির। ৩৬. প্বণ্ন্যবারে। ৩৭. প্রণ্নতি। ৩৮. জন্ম ও বর্দি। ৩৯. ডাড়াতে। ৪০. হৈলাম দুর্গ্নতি। ৪১. লক্ষ শ্‌তিতি। ৪২. আবালে। ৪৩. বন্দব। ৪৪. মহ। ৪৫. দপন। ৪৬. লক্ষ। ৪৭. ছারদা। ৪৮. জিবা। ৪৯. নির্থি। ৫০. তাকে অর্থে। ৫১. অনাতা। ৫২. প্রিতিদাএ। ৫৩. প্বণ্ন্য।

মায়ের সাক্ষাতে কহো সালাম আমার।
নির্বান্ধব[১] এক পুত্র আইল তোমার ॥
এতক শুনিয়া সবার দয়া জন্মে[২] ঘটে।
হস্ত ধরি কালুকে বাদশার আগে ভেটে ॥
জোর হস্তে সালাম[৩] করিল যিন্দাপীর।
কহে শেখ খোদা বখ্‌শ উদ্ধার[৪] গাযীর ॥

পদ।

কর জোড়ে দাঁড়াইল[৫] বাদশার সাক্ষাত।
করো উপকার[৬] মোকে রাখ নর নাথ ॥
করিম করতার কর্ম্মে[৭] দিল বহুতাপ।
ক্ষিপ্ত[৮] হয়া বলে বাদশা শুন বাবাজি।
খোদাই গজব হৈলে উপাএ আছে কি ॥
খেমিতে না খেমে চিত্ত শোগের আনলে।
খেনেবা মরিতে চাহি ভুগিয়া গরলে ॥
গেল [পুত্র] যুলহাউস হৃদে শেল দিয়া।
গহীন কাননে গেল আমাকে ছাড়িয়া ॥
গগনের সূর্য[৯] জেন রাহুর গ্রাসিত।
গরল ভুগিয়া মোকে মরিতে উচিত ॥
ঘোড়া আইল লোক আইল না আইল বালা।
হাউসের শোগ তাপে তনু হৈল কালা ॥
ঘৃতের[১০] আনল যেন আউলাইয়া উঠে।
ঘোর হৈল আঁখি কর্ণ[১১] শোগে প্রাণ ফাটে ॥
উড়ি গেল শাইল শুয়া ছাড়িয়া পিঞ্জির।
উদাস হইল মন বিন্ধিল পাঞ্জর ॥
পউষ মাসে ঘোর নিশি হৈল গর্ভধারী[১২]।
উদরে ধরিল পুত্র দুষ্ট মায়া বৈরী[১৩] ॥
চন্দ্র পুতুলী[১৪] তনু গাযী যিন্দা নাম।
চন্দ্র দেখি বিসরিলাম[১৫] শোকের বয়ান ॥
চক্ষু[১৬] অন্ধ কর্ণ সেহি হৃদে থুইল শেল।
চেরাগ নিভিল যেন রহিতে পুরা তেল ॥
ছাড়িল সে পুত্র গাযী রাত্রি শেষকালে।
ছত্র হানি হৈল রাজ্য কেলেস[১৭] কপালে ॥
ছাড়িলেন পিতা মাতা রাজ্য[১৮] পাট ধন।
ছারখার করি রাজ্য[১৮] গেল দুই জন ॥
জন্মিল[১৯] সে পুত্র ঘরে না আইল কাজে।
জনম অকারণ হইল ভবের মাঝে ॥
জ্বলিল[২০] কলিজা সোগে নিতিনিতি[২১] ঝুরি।
জলে ঝাপ দিয়া মৈলে এ শোক[২২] পাসরি ॥
ঝটীত উঠিয়া কালু কান্দি কহে স্থিতি[২৩]।
ঝুরি কেনে তনু শেষ[২৪] কর নরপতি ॥
ঝগড়া[২৫] জঞ্জাল শোক পাপ দুষ্ট ব্যথা।
ঝঠিতে শোধন আজি করিবে করতা ॥
এহি হৈতে শোক তোমার পৈল গিয়া দূরে।
এহিরূপ তোমার কালু নাকি চিনহ নযরে ॥
একসঙ্গে ভাই গাযী মোরে গেল নয়া।
এ রাজ্য প্রলক্ষ দেশ ফিরিলাম দেখিয়া ॥
টুটীল মোনের খেদ সপ্ত দেশ দেখি।
টলিল ভাএর মন দেখি চন্দ্রমুখি ॥
টলমল[২৬] উদাস হৈল মন হৈল ভঙ্গ।
ঠাহরে[২৭] লইয়া ব্যাঘ্র[২৮] রাজা সঙ্গে যুদ্ধ ॥
ঠিকনো করিলাম রাজাক মারিয়া লস্কর।
ঠেকিয়া দিলেন কন্যা গাযী গোচর ॥
ঠাট্ পাট লাট হাট সকল তেজিয়া।
ঠিক ঠিক হাউসেক আনিলাম উদ্ধারিয়া ॥
ডুবিল তোমার ভরা উঠিল ভাসিয়া।
ডিঙ্গা তোমার আইল ঘাটে লহ পরশিয়া[২৯] ॥
ডাক মাত্র জননী জায়া পুত্রবধু[৩০] আনে।
ডুবা ডিঙ্গা ভাসি আইল দাঁড়ী[৩১] মাঝি বিনে ॥
ঢুলির কান্দে ঢোল দিয়া ফিরাও[৩২] সহর।
ঢুলিএ ধনুকি কত সাজহ লস্কর ॥
ঢোল সঙ্গে কয়া ফিরুক সহর সহর।
ঢোল শব্দে বাক্য মতে আসিবে লস্কর ॥
আনহ বরিয়া পুত্র বধু তিন জন।
আঞ্চলে বান্ধিয়া রাখ অমূল্য[৩৩] রতন ॥
অনার বাহায়া[৩৪] আইলে না হএ উচিত।
খুশি হয়া আন পুত্র তেজিয়া ভাবিত ॥
তজবিজ করিয়া বাবা বুজহ এখন।
তকিত[৩৫] তোনার পুত্র নহে অন্যজোন ॥
কালু বোলেন বাদশা প্রত্যয়[৩৬] নাহি পাই।
তর্ক মনে কালু বলে আল্লার দোহাই ॥
থাপা দিয়া ধরে সে কালু যিন্দার হাত।

১. নির বন্দবা। ২. জম্মে। ৩. ছার্ল্লাম। ৪. উধার। ৫. ডাড়াইল। ৬. উপগার। ৭. কম্মে। ৮. ক্ষেপ্ত। ৯. ষুর্জ্জ। ১০. ঘিৃত্যের। ১১. কণ্ন্য। ১২. গব্‌ভধারি। ১৩. বরি। ১৪. প্থথলি। ১৫. বির্ষ্বরিলাম। ১৬. চক্ষ। ১৭. ক্লেশ অর্থে। ১৮. রায্য। ১৯. জন্মিল। ২০. জলিল। ২১. নিথি। ২২. সোগ। ২৩. শ্‌তিতি। ২৪. সেস। ২৫. ঝগড়। ২৬. টলম। ২৭. টাহরে। ২৮. ব্রেঘ্র। ২৯. পরছিয়া। ৩০. বদু। ৩১. ডারি। ৩২. ফিরা হোর। ৩৩. অমুল্বি রর্ত্তন। ৩৪. পাঠে ভুল আছে। ৩৫. পাঠে ভুল আছে। ৩৬. প্রাতেএ।

স্থির[১] করি কহ বাবা আমার সাক্ষাত[২] ॥
স্থল কূল[৩] নাহি মোর দাঁড়াইতে উপাএ।
দিবস আন্ধার হৈল সূর্যের গ্রহণ।
দয়া মায়া ছাড়ি বাছা রৈলা কোন খান ॥
দোলঙ্গ ছোলঙ্গ[৪] পুষ্প কমল ছাড়িয়া।
দিবসে উড়িল শুয়া[৫] কিবা ধন লয়া ॥
ঢুঁড়িনু সহর গ্রাম শুয়ার কারণ।
ধঙরে[৬] হরিল মোর অমূল্য রতন[৭] ॥
ধর্ম কর্ম গুরু জ্ঞান[৮] সকলি বিসরিয়া।
ধড়ফড় করে হৃদ[৯] পুত্র না দেখিয়া ॥
নহে চিত্ত কহে মুঞি এক দেশে চলি জাঙ।
নসিব গনিয়া দুঃখ[১০] চিত্তেক বুঝাঙ ॥
নিভান[১১] আনল মোর যেন কাষ্ঠ সংহারিয়া।
নএগ্রান আন্ধার যেন প্রদীপ[১২] নিভিয়া ॥
পক্ষী নহি পাখা ধরি উড়িয়া জাইব।
পথে ঘাটে লাগি পাইলে ধরিয়া আনিব ॥
প্রকার করি যেন চোরে দিল সিন্দ।
প্রভাতে করিয়া চুরি দিয়া কাম নিন্দ ॥
ফুটিল মালঞ্চে ফুল[১৩] গন্ধ গেল দূর।
ফুলেত ভোমরা গুঞ্জরে[১৪] মধুর সুর ॥
ফুল রৈল ফুল বনে উড়িল ভমর।
ফুটিল হৃদএ[১৫] শেল বিন্ধিল পাঞ্জর ॥
বএস ঘটিল মেরে বড়শির[১৬] ঘাএ।
বুকেতে বড়শি বাণ খোলা নাহি জাএ ॥
বোকা কাল থাকে যেন মুখে নাহি রাও।
বুকেতে আনল সদা বড়শির[১৬] ঘাও ॥
ভুবন ভরিয়া ভাল রহিল ঘোষণা[১৭]।
ভাবিতে ভুলিলাম ভাল গুরুর কামনা ॥
ভাবিতে ভেজিল ভাল ভাবিতে রাত্রদিন।
ভাঙ্গিল মনের ভঙ্গ অঙ্গ হৈল হীন ॥
মর্মাঘাতে[১৮] পুত্র তাপে মরিব পুড়িয়া।
মরণ সফল[১৯] ভব জাইব ছাড়িয়া ॥
মনে নাহি মানে[২০] মানা তবু আব ভাসে।
মরিব পরাণে সে পুত্রের হুতাসে ॥
রক্ষা কর নিরাঞ্জন পুত্রের আনল।
রতিপতি[২১] নাশ কর্লাম[২২] না বুঝিলাম মন।
রাঙ্গা বর্ণ হৈল প্রাণ [হৈল] জার জার।
অনাথের পুত্রের কি শুনিব খবর ॥
নাকে মুখে ধাক্কা লাগে পুত্র শোকের ঘাও।
নৌকা ধনে জনে মোর তল হৈল নাও ॥
নিলক্ষ্য হয়াছি বান্ধব[২৩] কেহ নাঞি।
নিলক্ষ্য কালু বলে আছি তিন ভাই ॥
সিতাব করি কহ ফকীব কেমন উত্তর।
সিদ্ধি হবে কালু বলে সকল খবর ॥
সঙ্গে করি লহ তুমি সকল লস্কর।
খবর জানাও বাবা মায়ের গোচর ॥
হএ কি না হএ পুত্র কিমতে বিবি জানে।
হকিকত কর বাবা মাএর সামনে ॥
হএ যদি জননী মাও পুছিবে সকল।
মাএর সাক্ষাতে[২৪] বাবা মোকে লয়া চল ॥
ক্ষতি পতি নাশ কর তোমার নফর।[২৫]
ক্ষেমি লহ এহি দোষ তোমার পুত্রর ॥
ক্ষমা কর অপরাধ না করিও রোষ।[২৬]
খণ্ডিবে দুর্গতি তোমার মোর কর্মের[২৭] দোষ ॥
শেখ খোদা বখ্‌শে চৌতিশা গাএ।
কালুকে লয়া বাদশা বিবির আগে জাএ ॥

নাচাড়ি

কালু সঙ্গে বাদশা চলে আইল বিবির মহলে
দুই জনে আইল আন্দরে।
গাযীর কথা কালু কএ কান্দি বিবির[২৮] পৈল পাএ
অচেতন[২৯] হৈল সেহিক্ষণে ॥

---

১. শৃতির। ২. শাক্ষ্যাত। ৩. থলকুল। ৪. পাঠে ভুল আছে। ৫. ষুয়া। ৬. ধাউড়ে? ৭. ধম্ম কম্ম গুরূ গ্যান। ৮. হ্রিদ। ৯. দুক্ষ। ১০. নিভিল। ১১. প্রিদিব। ১২. বোন। ১৩. গুনজাএ মদ্ধষুর। ১৪. হ্রিদএ। ১৫. ভুল পাঠের জন্য এ পদ অর্থহীন। ১৬. বরসির। ১৭. ঘোশোনা। ১৮. মম্মঘাতে। ১৯. শাফল। ২০. মানিতে। ২১. রতিপতি শব্দ অর্থহীন। পাঠে ভুল আছে। ২২. কৈল্মাম। ২৩. বন্দব। ২৪. শাক্ষ্যাতে। ২৫. পাঠে ভুল আছে। ২৬. ক্ষেমা করো আপারাদ না করিও রোস। ২৭. আমার কম্মের দোস। ২৮. বিবি। ২৯. অচৈতন।

অনেক যতন[১] করি উঠে ওসমা সুন্দরী
হাহাকারে গাযীক ডাক ছাড়ে।
আইলু কালু মোর কোলে মোর গাযীক কোথা থুইলে
একেলা আইলা কেনে ঘরে ॥
কালু বলে মামাজি আইল তোমার গাযী
আর যুলহাউস বড় ভাই।
তিন রাজার তিন কন্যা তিন বধু[২] বড় ধন্যা
এহি মুহূর্তে[৩] পাইবা এহি ঠাঞি ॥
শুন তোমার গাযীর কথা যে দুঃখ[৪] পায়াছি যথা
তুমি বসি শুনহ জননী।
যাবার দিন বিহানে দেখা মোর গাযী সনে
হাত ধরি মোকে লয়া চলে।
গাযী কহে মোকে বাণী পড়ে দুই চক্ষে পানি
খিলেকা দিল মোর গলে ॥
নদী তীরে গেলাম মাও সেহিখানে নাহি নাও
পোষ বিছায়া হৈলাম পার।
চাপাই গ্রামের নাম রাজা তার শ্রীরাম
তথা নাহি যবনের[৫] প্রচার ॥
সন্ধ্যাএ গেনু তার ঘরে কোতালে ধাক্কা মারে
ধাক্কা মারি দিল বাহির করি।
করিয়া মনের সাধ কলেমা পড়াই তাক
সেহি খানে করি মুসলমান।
মসজিদ বানায়া দিল শিরনি [সেহ] করিল
গাযীর নামে করিল সযুদ।
তথা হইতে গমন চলিলাম দুইজন
ঘোর বনে করিলাম প্রবেশ।
তিন দিন হাঁটি বনে দেখা নাহি অন্নের[৬] সনে
কাতর হৈলাম তথাকারে।
সাত কাঠুরিয়া[৭] ছিল খানা আনিঞা দিল
খাইলাম ভাই দুই জন।
সাতলক্ষ ধন আর কাঠুরিয়ার[৭] বাড়ীঘর
জঙ্গল কাটি বসালাম নগর।
আড়াই পহর বেলা বরষিয়া গেল সোনা
বাছিয়া রাখিনু [নাম] সোনাপুর ॥[৮]
আমার দুঃখের[৯] বাণী শুন মাও জননী
কহিতে উঠে জ্বলন্ত অগনি।[১০]

পদ

পুত্রের কথা শুনি বাপ কান্দে জার জার।
এথাতে[১১] বাদশা চলে নগর কিনার ॥
আনন্দে চলিল বাদশা পুত্র[১২] আনিবার।
হাউলি ছাড়িয়া ফৌজ চলিল সত্বর ॥[১৩]
সাজিয়া লস্কর [সব] চলিল বিস্তর।
সাজিয়া চলিল ফৌজ বত্রিশ[১৪] ক্রোর[১৫]।

১. জর্ত্তন। ২. বদ্ব। ৩. মুর্ত্তে। ৪. দুক্ষা। ৫. জৈবনের। ৬. অন্ন্যের। ৭. কাটরিয়া। ৮. বাছিয়া রাখিলাম সোনাপুর। ৯. দুক্ষের বানি। ১০. কহিতে উটে জলন্ত অগুনি। ১১. এধা। ১২. পুত্র বদ্ব আনিবার। ১৩. হাউলি ছাড়ি ফউজ মএদানে চলিল সত্তর। ১৪. বত্তিস। ১৫. এ শব্দের অর্থ বোঝা গেল না।

দূরে রয়া দেখে গাযী ভাই দুইজন ॥
পএদলে হাঁটি দুহে চলে ততক্ষণ।
দূরে থাকিয়া বাদশা পুত্রেক দেখিল।
হাতি রাখিয়া বাদশা ভুমেত নামিল ॥
বাহু পসারিয়া ডাকে পুত্রের ঠাঞি।
বাপের কদমে কান্দি পৈল দুই ভাই ॥
ডাহিনে বামে বাদশা দুইপুত্র নিল কোলে।
এথা কালুর সঙ্গে তিন মহ্ফা চলে ॥[১]
গাযী বলে যুল হাউস শুন মিঞা ভাই।
তিন জনের তিন প্রাণী মহফা[২] মধ্যে নেই ॥
তিন জন তিন পুষ্প[৩] ভুমিতে রাখিল।
তিন পুষ্পের[৪] তিন কন্যা মাফাএ চলিল ॥
আএমাবিতে[৫] বসে বাদশা দুই পুত্র সাথে।
সব দুঃখ দূবে গেল স্বর্গ[৬] পাইল হাতে ॥
সর্বলোক উত্তরিল বাদশার পুরে।
বাজ্যেব[৭] যত প্রজা আইল দেখিবারে ॥
কুল্বাত লস্কর তবে[৮] খুলিল কমর।
থানেতে বান্ধিল হাতি ঘোড়া থরে থরে ॥
তিন ভাএর তিন বধু আনন্দে চলিল।
উমবাগণ[৯] লয়া বাদশা তক্তেতে বসিল ॥
হাস্যবান হৈল বাদশা পুত্রধন পায়া।
ওসমা বিবি পুত্র বধুক নৈল পরশিয়া[১০] ॥
আগে চলে হাউস পাছে পাঁচতোলা সুন্দরী।[১১]
তিন কন্যার রূপে যেন পড়িছে বিজলী[১২] ॥
মাএর কদমে দুহে সালাম করিল।
পরশিয়া[১০] পুত্রবধু কোলে করি লৈল ॥
পুত্র বধূ পায়া মাও আনন্দ বিভোলে[১৩]।
পাঁচতোলার রূপে মুনি[১৪] মন ভুলে ॥
বড় পুএক মাও থুইয়া আইল ঘরে।
আগে দাঁড়াএ গাযী চম্বাবতী পাছে।[১৫]
কত শত চন্দ্র জিনি উজ্জ্বল হয়াছে ॥
বিবি চম্পাকে দেখি সকল লোক বলে।
এমত সুন্দরী[১৬] নাহি ভুবন মাঝারে ॥
হাতে রত্ন পাএ পদ্ম[১৭] বড়ই সুঠাম।
কত কোটি চন্দ্র জিনি জ্বলে[১৮] মুখখান ॥
দুই চক্ষু তারা যেন কাজলের[১৯] প্রমাণ।
দুই ভোঙা শোভে যেন বাঘের কামান ॥
অধর প্রবাল[২০] জিনি উচ্চস্তন[২১] ভার।
রূপেতে মজাতে পারে সকল সংসার ॥
চামর জিনিঞা কেশ লোটন দোলে[২২] পৃষ্ঠে।
ক্ষীণ মাঞ্জাখানি বিবির ধরা জাএ মুষ্ঠে ॥[২৩]
গাযীর পাছে হাঁটি বিবি জাএ ধীরে ধীরে!
রাজহংস চলে যেন হালিতে ঢুলিতে ॥
যে নারী চম্বাবতীক দেখিল নজরে।
ঘরে ঘরে সেহি কথা বলিল তথাকারে ॥
পরশিয়া লইল মাও মাণিকের বাসরে।
গাযীক থুইয়া আইল কালুব গোচরে ॥
ভানুমতিক পরশিল কালুব সহিত।
পুত্রবধু পরশিয়া লইল পুরীত ॥
কালুক লয়া চলে বড় পুত্রের ঘরে।
তিন পুত্র লয়া মাও বসিল একাত্তরে[২৪] ॥
যত দুঃখ পাইনু[২৫] বাছা পুত্র সব বিনে।
কান্দিয়া কহেন মাতা পুত্র বিদ্যমানে[২৬] ॥
তিন ভাই যত দুঃখ পাইল যখনে।
কান্দিযা কহেন তারা মাএর স্থানে ॥[২৭]
কান্দিয়া কহেন তিনে শুন দিয়া মন।
কান্দিয়া কহিল মাএক সব বিবরণ ॥
শাহ সেকন্দর বাদশা তার তিন পুত্র।
বাপে পুত্রে কহিল যত পাইল দুঃখ ॥
সর্বলোকে উত্তরিল বাদশার পুরে।
রাজ্যের সকল প্রজা আইল দেখিবারে ॥[২৮]
কুল্বাত লস্কর সব খুলিল কোমর।
থানেতে বান্ধিল হাতি ঘোড়া থরে থর ॥
তিন ভাএর তিন বধু আনন্দে চলিল।
উমরাগণ লয়া বাদশা তক্তেতে বসিল ॥
হাস্যবান হৈল[২৯] বাদশা পুত্রধন পায়া।
ওসমা বিবি লইল বধু পরশিয়া ॥
এহিমত প্রকারে আপন ঘরে গেল।
প্রভাতে উঠিয়া সবে অজিফা পড়িল।

১. এথা কালু দেওান সঙ্গে তিন মহফা বলে। ২. মফার মর্দ্দে নেই। ৩. পুস্ফ। ৪. পুস্ফের। ৫. হাওদায়? ৬. সর্গ। ৭. রায্যের। ৮. সবে। ৯. উম্মরাগন। ১০. পরছিয়া। ১১. আগে চলে যুল হাউস পাচতোলা সুন্দরি। ১২. বিজ্জলি। ১৩. বিভুলে। ১৪. মনির মোন। ১৫. আগে ডাড়াএ গাজির চাম্পাবতির কাছে। ১৬. সুন্দর। ১৭. পর্দ্দ। ১৮. জলে। ১৯. কাজ্জলের। ২০. পরান। ২১. শৃতন। ২২. দলে পিৃস্টে। ২৩. খিন মাঞ্জাখানি বিবির ধরা না জাএ মুস্টে। ২৪. একান্তরে। ২৫. পাইলাম। ২৬. বিদমানে। ২৭. কান্দিয়া কহেন তিন ভাইএর স্তানে। ২৮. সকল প্রজা রাজ্জের আইল দেখিবারে। ২৯. হয়া।

আল্লার দরগাত সবে মোনাজাত ভেজিয়া।
বাহিরে বসিল বাদশা পাত্রমিত্র লয়া ॥
পঞ্চ গোলা ধন লুটাএ আনন্দ হইয়া।
পঞ্চগোলা কেওয়াড় দিলেন কাটিয়া ॥
দশে বিশে লোকজন লইল কুড়াইয়া।
সপ্ত গোলা ধন বাদশা দিল লুটাইয়া ॥
বস্ত্রদান অন্নদান[১] অনেক করিল।
হস্তের আঙ্গুলে[২] টাকা অনেক ছিটাইল ॥
শতে শতে গাভীদান অতিথেক দিল।[৩]
পুত্র দেখিয়া বাদশা বড় খোশ হৈল ॥
মাএর কোলে তিন ভাই আনন্দে রহিল।
পুত্র পায়া দুঃখ তাপ সব দূরে গেল ॥
রচে শেখ খোদা বখ্‌শ্‌ বচন মধুর।[৪]
খএরজ্জমা করিল নকোল গাযীর দুঃখ কর দূর ॥

১. বশ্‌ত দান অণ্ন্যদান। ২. আঙ্গুলে। ৩. সত্তে ২ গাবিদান অতিতেক দিল। ৪. লিপিকর-প্রমাদে এখনে একটি পদ নেই। পরিবর্তে লিপিকরের সুদীর্ঘ ভণিতা আছে। যথা :

খএ রজ্জমা করিল নকোল গাজির দুঃখ কব দূর।
খএরজ্জসার নকোল পুথি গাযীর কালাম।
জলস্থান ছিল আমার কোগাড়িয়া গ্রাম ॥
দ্বিতীয়াতে ছিলাম আমি গ্রাম হাইতোর।
সেই গ্রাম ছাড়ি আমি চকে করি ঘর ॥
দাদা জএন উল্লা মণ্ডল পিতা খতিবুল্লা।
মাতা রঙ্গমতি মোর তাহার দুহিতা ॥
লেখিলাম গাযীর পুথি হইয়া আনন্দ।
চুয়ান্ন পালা গাজীর পুথি হইল সমেআপ্ত ॥
সন ১৩৩০ সাল ২ × কাত্তিকে লেখা ষুরূ করিলাম।
পহেলা শ্রাবোনে আখির হইল বৃহসপতিবার ॥

মোহাম্মদ খএরজ্জমা সরকার। মোহাম্ম সৈওদ আলী সরকার। শ্রীমান তৈওব আলী নাবাল্বক। বএশ ৫ বতস্বর। সাং চক রোওয়া গাঙ–পং ঘোড়াঘাট–থানা গোবিন্দগঞ্জ। জিলা রংপুর।

কবি হালুমীর বিরচিত

গাযী কালু ও চম্পাবতী

গাযী কালু ও চম্পাবতী

[১ পালা ।][১]

[২] .... ।
বল ভাই আল্লার নাম নবী কর সার ॥
.... ।
... । রহিল সর্ব কালাম বাণী[৩] জানে ॥
.... ।
.... সা নামেত উম্মর[৪] ॥
তাহার ঘরে জনম হৈল স .... ।
.... ।পর ঘরে ॥
খেলিয়া ফিরেন ছাওয়াল ন .... ।
.... বাপের ঘরে ॥
রহীম সাধু গিয়াছিল .... ।
.... হরষিত মনে ॥
যাত্রা করিল সাধু অ .... ।[৫]

... র গজব হৈল রহীম সাধুর পরে ।
জাহাজ ফাটিল সাধুর দরিয়া মাঝারে ॥
সদাগর বলে আল্লা পরবর্দিগার ।
অগম[৬] সাগরে মোরে কর [তুমি] পার ॥
সাধুর ফৈয়াদ মালুম ... ।
জিবরিলের তরে আল্লা কহিতে লাগিল ॥
নাথে বলে জিবরিল জাহত সত্বরে[৭] ।
রহীম সাধুক ...অঘাত সাগরে ॥
জিবরিল বলে নাথ জাইব তথাকারে ।
কিমতে রাখিব তাহাক বলহ [আমাবে] ॥
নাথে বলে জিবরিল জাহত সত্বর[৭] ।
বুড়ীর গুড়া লইয়া জাহাজ বন্দি কর ॥
এতেক শুনিয়া[৮] জিবরিল করিল গমন ।
সাধুর জাহাজে আসি দিল দরশন ॥
জিবরিল বলে বাওমণ্ডল[৯] আমি বলি তোরে ।
বুড়ীর খুদগুড়া দেহ জাহাজ উপরে[১০] ॥
জিবরিলের মুখে এতেক শুনিয়া[৮] ।
বুড়ির খুদগুড়া লইল উড়াইয়া ॥
.... জাহাজ উপরে[১০] ।
সকলে বাঁচিল সাধু অঘাত সাগরে ॥
জিবরিল গেল [তবে] সাহেব বরাবরে ।
আনন্দে জাএ সাধু আপন[১১] আনন্দে ॥
এথাতে বুড়ী বলে [করি] হায় হায় ।
খুদগুড়া ফুরাইল কি হৈবে উপায় ॥
কান্দিতে লাগিল বুড়ি মাথে[১২] দিয়া হাত ।
আল্লা খুদগুড়া ফুরাইল কিসের খাব ভাত ॥
কান্দিতে লাগিল বুড়ি সাথে[১২] দিয়া হাত ।
ফৈরাদ [করে জায়া] বাদশার দরবারে ॥
বসিয়া আছে বাদশা তক্তের উপরে ।
সেহি কালে বুড়ী কান্দিয়া আরজ[১৩] করে ॥
বুড়ী বলে [তোমরা] সবে শুনহ বচন ।
আমার ইন্সাব করহ সর্বজন ॥
বারানি ভানিএগা খুদগুড়া রাখিছিনু[১৪] ঘরে ।
বাতাসে উড়ায়া[১৫] লৈল কিসের খাতিরে ॥
পাত্র মিত্র বলে [তবে] শুনহ[১৬] বচন ।
বাতাসে উড়ায়া লৈল দিবে কোনজন ॥
এতেক বচন বুড়ী শ্রবণে[১৭] শুনিল ।
কান্দিতে কান্দিতে বুড়ী বাড়ীতে চলিল ॥
নঞানের জলে বুড়ী পথ নাহি দেখে ।
হেনকালে সেকন্দরক দেখিল সমুখে[১৮] ।
সেকন্দরে বলে বুড়ী শুনহ বচন ।
বিবরিয়া[১৯] বল মোকে কান্দ কি কারণ ॥
বুড়ী বলেন বাছা কিবা পুছ[২০] আর ।
তোমাকে কহিলে দুঃখ[২১] না জাবে আমার ।
সেকন্দর বলে বুড়ী শুন সমাচার ।
আমাকে কহিলে দুঃখ[২১] জাইবে তোমার ॥
বুড়ী বলে আমার দুঃখ[২১] শুন[২২] মন দিয়া ।
আমার খুদগুড়া নিল বাতাসে উড়ায়া ॥

---

১. মূলে নেই। ২. এ পদ ও পরবর্তী ১১৪ পদ আ ও ক-পুঁথিতে নেই। এগুলি খ-পুঁথি থেকে গৃহীত। আরম্ভে খ-পুঁথির পাঠ ও বেশ খণ্ডিত। ৩. খ-ভানি। ৪. খ-উক্ষর। এ পদ ও পরবর্তী পদের সম্ভাব্য পাঠ নিম্নরূপ হতে পারে : [বৈরাট নগরে বাদসা] নামেত উক্ষর। তাহার ঘরে জনম হৈল [সাহা সেকন্দর]। ৫. এ পদের পরে পুঁথির পাঠ বেশ কিছুটা খণ্ডিত। ৬. থ-আগম। ৭. খ-সর্ত্তরে। ৮. খ=ষুনিএগা। ৯. খ-মণ্ড। ১০. খ-উপোরে। ১১. খ-আপোনার। ১২. খ-মাতে। ১৩. খ-আর। ১৪. খ-রাখিয়াছিনু। ১৫. খ-উড়াইয়া লইল। ১৬. খ-ষুনহ। ১৭. খ-স্রবোনে ষুনিল। ১৮. খ-সমুকে। ১৯. খ-বিচারিয়া বোল মোখে। ২০. খ-পোছ। ২১. খ-দুক্ষ। ২২. খ-ষুন।

.... গেলাঙ দরবারে।
অভাগিনীর[১] দুঃখ কেহ খণ্ডাতে না পারে ॥
যখন[২] বুড়ী এহি কথাটি কহিল।
তাহা শুনি[৩] সেকন্দর হাসিতে লাগিল ॥
সেকন্দর বলে বুড়ী জাহ দরবারে।
আমাকে বাদসাই দেউক বল সবাকারে[৪] ॥
আমি যদি[৫] বাদশা হই তক্তের উপরে।
তোমার খুদগুড়া লয়া দিব যে তোমারে ॥
এতেক শুনিঞা বুড়ী ফিরিয়া চলিল।
বাদশার দরবারে আসি দরশন দিল ॥
বুড়ী বলেন বাদশা না জান খবর।
সেকন্দরক বাদশাই দেহ তক্তের উপর ॥
আমার ইন্সাফ[৬] করিবে সেকন্দরে।
তাহাক বাদশাই দেহ বলিলাম তোমারে ॥
এতেক শুনিয়া বাদশা হরষিত হৈল।
ডাকি আনি সেকন্দরক তক্তে বসাইল ॥
সেকন্দর পাইল[৭] যদি রাজ্যের বাদশাই।
সহরে ফিরে তবে সেকন্দরের দোহাই ॥
তক্তে বসি সেকন্দর ভাবে মনে মনে।
পবন পবন বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥
আসিয়া পবন তবে সামনে[৮] দাঁড়াল।
সালাম[৯] করিয়া তবে কহিতে লাগিল ॥
পবনে বলে বাদশা আমি বলি তোরে।
আমাকে ডাক বাদশা কিসের খাতিরে ॥
সেকন্দরে বলে পবন শুনহ বচন।
বুড়ীর খুদগুড়া লৈলা কিসের কারণ ॥
পবনে বলে বাদশা শুন মোর ঠাঞিু।
আমি যদি লয়া থাকি আল্লার দোহাই ॥
বাওমণ্ডল খুদগুড়া লৈল উড়াইয়া।
আমাকে ধর বাদশা কিসের লাগিয়া ॥
সেকন্দরে বলে আমি ইনাম রাখিব।
বাওমণ্ডলেক বাণিআ দরবারে আনিব ॥
তক্তে বসি সেকন্দর হস্তে পায়[১০] চান্দ।
বাওমণ্ডলেক ধরিতে শূন্যেত পাতিল ফান্দ ॥
ফান্দ পাতিয়া বাদশা তক্তেতে বসিল।
সেহিক্ষণে বাওমণ্ডল ফান্দেতে বাজিল ॥
পরিগণ লইল তাক করিয়া বন্ধন।
ফান্দেতে পড়িয়া তবে ভাবে মনে মন ॥
তখ ... ... বাদশার গোচরে।
কহিতে লাগিল তবে শাহ সেকন্দরে ॥
সেকন্দরে বলে ... ... ।
বুড়ীর খুদগুড়া নিলে কিসের খাতিরে ॥
আপন কল্যাণ যদি চাহত আপনে।[১১]
... ... বুড়ীক দেহ এহিক্ষণে ॥
বাওমণ্ডল বলে বাদশা ছাড়ি দেহ মোরে।
রহীম সাধুর[১২] জাহা [জ তবে আনি] এপারে ॥
বিদাএ হইয়া গেল বাতাসের অধিকারী।
ফিরিয়া জাহাজ [তবে] আনে তরাতরি ॥
পাই [ক] দিয়া বাদশা আনিল ধরিয়া।
সুবর্ণের[১৩] ভাগ দিল বুড়ীক লাগিয়া ॥
ধন পায়া বুড়ী গেল আপনার ঘর।
দেশেত চলিল তবে রহীম সদাগর ॥[১৪]
বলবান সেকন্দর তক্তের উপর।[১৫]
বাড়ি বেড়িয়া দিল অষ্ট লোহার গড় ॥

---

১. খ-অভানির দু। ২. খ-জখোন। ৩. খ-সুনি। ৪. খ-সভাকারে। ৫. খ-জদি। ৬. খ-ইন্সাব। ৭. হইল জদি আয্যর বাদসাই। ৮. খ-ছামনে ডাড়াল। ৯. খ-ছাল্বাম। ১০. খ-পএ। ১১. খ-আপোন কর্ল্যান জদি চাহোত আপোনে। ১২. খ-সাদুর। ১৩. খ-সোবর্ন্নের। ১৪. এখানেই খ-পুঁথির এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীর ইতি। খণ্ডিত বলে পূর্ণ পাঠ পাওয়া যায়নি। লিপিকর প্রমাদে মাঝে মাঝে অনেক পদও বাদ পড়েছে বলে মনে হয়। অনুরূপ একটি কাহিনী হজরত সোলায়মান সম্বন্ধেও শুনা যায়। সে কাহিনী আরও একটু বিস্তৃত। আ,ক-পুঁথিতে এ কাহিনী নেই। ১৫. এখান থেকে আদর্শ ও ক-পুঁথির পাঠের সঙ্গে খ-পুঁথির কিছুটা মিল পাওয়া যায় যদিও ব্যতিক্রম যথেষ্ট আছে। যথা : আ-পুঁথির আরম্ভে আছে (সংশোধিত পাঠ)—

... মাগো সরের... দায় উপর ভর।
তোমার সেবা করিছে মাগো প্রতি ঘরে ঘর ॥
হিন্দুর দেবতা লয়া...মা মুসলমানের পীর।
দুই কুলে লৈছে শিরনী করিয়া যাহির ॥
...পুরীর কথা কহিতে লাগে ধন্দ।
অহিনিশি সর্বক্ষণ করে কোলা ... ॥
... রা'পক্ষীর শব্দ মেরু আছালে (?) ভরে।
কম্পিত বাসুকি যেন থাকিয়া পাতালে ॥
চৌসারী গড়ের মধ্যে দ্বার এক এক ভিতি।
রাত্রিদিনে দ্বারে বান্ধা গজমাতা হস্তি।
নগর বেড়িয়া তার সপ্ত গড় খাই।
সারি সারি আছে তাতে বেড়িয়া তারাই ॥
গড় গম্ভীর জল থাকে বার মাস।
ডুবিলে না পাএ কেহ মাটির পরশ ॥
বিষম সাগরের জল দেখিতে প্রাণ উড়ে।
কুটি কুটি কুম্ভীর শিশু গইড় পাড়ে তীরে ॥
বৃক্ষের পত্র যদি পড়ে সেহি জলে।
শতে শতে কুম্ভীর শিশু মনুষ্য বলি ধরে ॥
পুরীর চারিভিতে বসাইলেন নর।
বেপারী মহাজন আর [যত] সদাগর ॥
ব্রাহ্মণ বসাইল তার করিয়া মহল ॥
রাত্রিদিন শাস্ত্র চিন্তা করে কৌতূহল ॥
কাএস্থ বসাএ তথা লিখন পাটনে।
বারো রাজার করএ হিত প্রজার পালনে ॥

[১]রূপের সাগর বাদশা বলে মহাবীর।
গুণের সাগর বাদশা এ পুণ্য[২] শরীর ॥
পুণ্য[২] শরীর বাদশা সূর্যবর্ণ[৩] কায়।
কায়া তৌলি সোনা নিতি ফকীরেকে দেয় ॥
সুবর্ণের[৪] কায়া বাদশা গঙ্গাতুল্য[৫] চিত।
বিনে দানে স্নান[৬] না করে কদাচিৎ ॥
নানা সুখে[৭] রাজ্য করে বৈরাট নগর।
অতি প্রচণ্ড বাদশা গুণের সাগর ॥
ত্রাসে পলাএ দেব গন্ধর্ব[৮] সকল।
পৃথিবী জিনিঞা সকলের নিল কর ॥
গাছ মাছ দরিয়ার কর নিল কৌতূহলে[৯] ॥
চন্দ্র সূর্য[১০] ধরিয়া পাতালের নিল কর।
ত্রিভুবন জিনিঞা বাদশা বিক্রমে প্রচুর ॥[১১]
ছয় মাসের পথ লয়া সৈন্য ও প্রদল।[১২]
এমত কেহ নাহি লয় এক সন্ধ্যা খবর ॥[১৩]।
তবে বাদশা গিয়াছিল[১৪] রবি রাজার ঘর।
পবীব পাখা খসিয়া পৈল গৌড়ের[১৫] মাঝার ॥
পবীর পাখা খসিয়া পড়িল তথাকারে।[১৬]
সেহি হৈতে মুরসুল হৈল সংসারে।[১৭]
তবে বাদশা গিয়েছিল পাতাল ভুবন।[১৮]

লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধবি নগবেত বৈসে।
বৈকালেত পবি হযা বাজাবেত আইসে ॥
নানা অলঙ্কাব গাএ অভবণ শোভে।
আছুক যুবকেব কাজ্য বৃদ্ধ দেখি লোভে ॥
পাটেব পাছড়া অঙ্গে কর্পূব ভক্ষণ।
বচন শুনিতে যে হবিষা লহে মন ॥
বাজাবেত বিকিকিনি নানা বত্ন ধন।
হীবামন মাণিক আব বজত কাঞ্চন ॥
বৈবাট নগব তুল্য আব পুণ্য কথা।
যেখানে আসি শাস্ত্র শিখে স্বর্গেব দেবতা ॥
দেখিতে প্রশংসিত বড়ই সহব।
সেহি বাজ্যেব বাদশা শাহ সেকন্দব ॥
রূপেব সাগব বাদশা বলে মহাবীব।
গুণেব সাগব বাদশা এ পুণ্য শবীব ॥
পুন্য শবীব বাদশা সূর্য বর্ণ কাএ।
কাযা তৌলি সোনা নিতি ফকীবেক দেএ ॥
সুবর্ণেব কাযা বাদশাব গঙ্গাতুল্য চিত।
বিনে দানে স্নান না কবে কদাচীত ॥
নানা সুখে বাজ্য কবে বৈবাট নগব।
অতি প্রচণ্ড বাদশা গুণেব সাগব ॥

ক-পুঁথিব আবম্ভ :
[বল] হক নাম আল্লা পাক নাম নবী।
জাহা[ব] দুনিঞা হদ মোকাম হবি ॥
নাট নৃত্য গীত বাদ্য শুনিতে সুসাব গীত।
মন দিয়া শুন ভাই বড়খাঁ গাজীর গীত।
সাহেব গাযী পীব বন্দোম ফকীব আল্লাব।
হপ্ত আসমান জমীন জহুরা যাহাব ॥
নিধনিঞা বর মাঙ্গে ধন ঘবে হএ।
নিপুত্রিয়া বর মাঙ্গে কোলে পুত্র পাএ ॥
সেহি পীরের শিবনি মানি দোদিলা হএ।
বেইমান হইলে তাকে বাঘে ধরি খাএ ॥
কড়ার শিরনি লাগি প্রাণ সহে মারে।

মাবিযা জিয়া দেয শিবনি নাহি ছাড়ে ॥
শুনহ খোদাব বান্দা হযা এক চিত।
মন দিযা শুন ভাই সাহেব গাজীব গীত ॥
বৈবাট শহবে আছে বাদশা সেকন্দব।
বাড়ি বেড়িযা দিছে অষ্ট লোহাব গড ॥
বৈবাট শহব [খানি] অতি মনোহব।
নানান কোট মঠ মজিদ চালে চালে ঘব ॥
সুবর্ণেব বান্ধিল ঘব সুবর্ণেব দেওযাল।
শ্বেত চামবে ছাইছে ঘবেব চাল ॥
কাহাব পুষ্কণিব পানি কেহ নাহি খাএ ॥
ঘোড়াতে চড়িযা বাজ্যেব প্রজা বেড়াএ ॥
শাহ সেকন্দব বাদশা বিক্রমে ঠাকুব।
আশি হাযাব বাঘ যাব শ্রীকাল কুকুব।
চন্দ্র সূর্য ধবিয়া পাতালেব লৈছে কব।
ত্রিভুবন জিনিঞা বাদশা বিক্রমে প্রচুব।
ছয মাসেব পথ লযা সৈন্য ও প্রদল।
এমত কেহ নাহি লয এক সন্ধা খবব ॥
গাছ মাছ দবিযাব কব লৈছে বাহুবলে।
পাহাড় পর্বতেব কব লৈছে কৌতূহলে ॥
কব সাধিতে গিযাছিল ববি বাজাব ঘব।
পবীব পাখা খসি পৈল গৌড়ের বাড়ি ঘব ॥
তাহাতে হৈল খোদাব কর্ম আজল।
সেহি হইতে দুনিঞাতে হৈল মুবছল ॥
তবে বাদশা গিযাছিল পাতাল ভুবন।
প্রাণ ডবে বলি বাজা না করিল বণ ॥
বণেত হারিয়া বাজা বলে ধন্যা ধন্যা।
ষোলদানে দিল বিভা ওসমা নামে কন্যা ॥
ওসমাকে বিভা করি বাদশা আইল ঘবে।
চল্লিশ বিদ্যাধবি আইল ওসমাক দেখিবাবে ॥
ওসমাক দেখি সবে বলে ধন্যা ধন্যা।
যেমত বাদশা সেকন্দর তেমতি রাজকন্যা।
রূপের মহিগুণ কি কহিব বিদ্যমান।
ওসমাব উদরে হৈল এক বালকেব জনম।

ক- পুঁথির পাঠ কাহিনীর আরম্ভের বেশ সংক্ষিপ্ত। খ-পুঁথিব পাঠ আব একটু বিস্তৃত। আ-পুঁথিব পাঠ সে তুলনায বেশ বিস্তৃত এবং খোদা বখশের পুঁথির সঙ্গে এ পুঁথির পাঠের বেশ মিল আছে। খোদা বখশের পাঠ দ্রঃ।
১. এখান থেকে আ-পুঁথির পাঠ গ্রহণ করা হল। ২. আ-পুন্ন্য। ৩. আ-ষুর্জ্জবর্ণ্য। ৪. আ-বোবর্ন্নের। ৫. আ-তুর্ল্ব। ৬. আ-স্তান। ৭. আ-ষুর্ক্ষে। ৮. আ-গদর্ব্ব। ৯. আ-কতুহলে। ১০. আ-ষুর্জ্জ্য। ১১-১৩। আ, ও খ-এ পদিগুলি নেই। ক-গৃহীত পাঠ। ১৪. আ-গ্যেয়াছিল। ১৫. আ-গড়ের মাঝার। ক, খ-গৌড়ের বাড়িঘর। ১৬. আ-এ পদ নেই। খ-গৃহীত পাঠ। ১৭. আ-সেহি হইল পত্রদা মোড়ার মুর্চ্ছল। ক-এ পাঠ পাদটিকায় দ্র:। খ-গৃহীত পাঠ। ১৮. আ-গৃহীত পাঠ।

প্রাণ ডরে বলি রাজা না করিল রণ।
রণেতে হারিয়া রাজা বলে ধন্যা ধন্যা।
ষোলদানে দিল বিভা[১] ওসমা[২] নামে কন্যা ॥
ওসমাক[৩] বিভা করি বাদশা আইল ঘরে।
চল্লিশ বিদ্যাধরি আইল ওসমাক দেখিবারে ॥[৪]
কন্যার যতেক রূপ কহন না জাএ।[৫]
চিত্রকরে[৬] চণ্ডী যেন লিখিয়া সাজাএ ॥
কাঞ্চন দর্পন কন্যার মুখ[৭] মণ্ডল।
...নয়ান তাতে করে ঝলমল ॥
দশন জিনিতে ঢাকে শরীর সকল।[৮]
চন্দনের গন্ধে যেন গন্ধর্ব পাগল ॥
শরীর বেড়িয়া ভমর করে কোলাহল ।
রাবণ জিনিতে রাম খিঁচে[৯] বজ্রধনু।
তাহাকে জিনিঞা কন্যার লোচনের[১০] ভানু ॥
দ্বিতীয়ার[১১] চন্দ্র যেন সন্ধ্যাকালে উঠে।
তাহাকে জিনিঞা কন্যার নির্মাইল[১২] ললাটে॥
কেশরী জিনিঞা মাঞ্জা[১৩] হিয়া[১৪] পরিসরে।
হিয়ায় না ধরে কুচ[১৫] টল মল করে ॥
প্রকাশ না পাএ তাতে রবির কিরণ[১৬]।
হিয়ার উপরে কুঞ্চ দেখিতে সুন্দর ॥
সেহিত কুঞ্চের মুখে[১৭] কালবর্ণ দেখি।
কালিয়া ঢালেত যেন রজতের[১৮] চাকি ॥
সাগর উথাল কন্যা প্রথম যৌবন[১৯]।
দেখিলে না রহে স্ত্রী পুরুষের মন ॥
নলক জিনিঞা কন্যার নাভি গম্ভীর।
আম্রকলা[২০] জিনিঞা চঞ্চল দুই চির ॥
যমুনার জ্বলে যেন দুই খাতি ফেনি।
যমুনার জলে যেন হংস জাএ চলি ॥
মিষ্ট শব্দে কহে কথা শুনিতে সুরাও।
অমৃত মুখেতে[২১] যেন চন্দ্র মুখের রাও ॥

বাদশার যোগ্য[২২] বেগম নাম ওসমা সুন্দরী।
শচী সঙ্গে ইন্দ্র যেন[২৩] করে নানা কেলি ॥
সোয়ামীকে সেবে কন্যা অতি পিয় করি।
তির্ণ্য মাত্র দ্রব্য না খাএ সোয়ামী পরিহরি ॥
অতি চঞ্চল কন্যার শরীরেত চিন।[২৪]
অতি ভক্তি করি স্বামী সেবে রাত্রিদিন ॥
একদণ্ড স্বামী[২৫] বিনে নাহি অন্য[২৬] গতি।
পরম সুন্দরী কন্যা প্রথম যুবতী ॥
নয়ান তুলিয়া কন্যা চাহে কার ভিত।
সেহি দণ্ডে কাম কুণ্ডে মজে তার চিত ॥
ডুবিয়া সাগরে যেন নাহি পাএ কূল।
পরান লয়া তাহার পড়এ আকুল ॥
সিংহ[২৭] জিনিঞা বিবির ক্ষীণ মাঞ্জাদেশ।
জগত মোহিনী কন্যা রূপে মোহন বেশ ॥
মতি প্রবাল জিনি বদনের ঘটা।
নবীন মেঘেতে যেন বিজলির ছাটা ॥
খঞ্জন জিনিয়া কন্যার এই দুই নঞান।
দুই ভোঙা শোভে[২৮] যেন বাঘের কামান।
বিম্বফল জিনিঞা কন্যার অধর উজ্জ্বলে[২৯]।
এবারূপ দেখি মুনির মন ভুলে ॥
মহা মূর্তিমান কন্যা ত্রিভুবনের সার।
অঙ্গে[৩০] পরিধান তার রত্ন[৩১] অলঙ্কার ॥
রূপের নাগর বিবি স্বামী[৩২] সোহাগিনী।
অনুচর যত ছিলো বাদশার ঘরনী ॥
সকলের মধ্যে[৩৩] [বিবি] ওসমা[৩৪] প্রধান।
স্বামীর সাক্ষাতে বিবি পরানের পরান।
বড়ই কবুল বিবি আল্লার দরবারে।
ওসমার তুল্য ভক্ত নাহিক সংসারে ॥
ফোরকান[৩৫] কোরান বিনে অন্য নাহি মনে।
পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে সাহেবের কারণে ॥[৩৬]

১. আ-বোভা। ২. আ-ওসোবা। ৩. আ-ওসোবাকে। ৪. আ-দেখিতে আইল সব ইষ্ট বস্ত্র পরে। খ-এ পদ নেই। ক-গৃহীত পাঠ। ৫. এ পদ ও পরবর্তী পদ ক, খ-পুঁথিতে নেই। ৬. আ-চিরতকালে। ৭. আ-ভ্রক্ষ। ৮. এ পদের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে বলে মনে হয়। ৯. আ-খাচে। ১০. আ-লাচোনর ভানু। ১১. আ-দ্বতিয়ার। ১২. আ-নিক্কাইলো। ১৩. আ-মঞ্জা। ১৪. আ-হিআ পরিস্বরে। ১৫. আ-মাঞ্জা। ১৬. আ-কিনর। ১৭. আ-মুক্ষে কালাবর্ণ্য। ১৮. আ-অজতের। ১৯. আ-জৌবন। ২০. আ-অক্ষকলা। ২১. আ-অমিৃত্ত মুক্ষেত। ২২. আ-যুর্গ্য। ২৩. আ-সসি সঙ্গে চন্দ্র জেন। ২৪. আ-রতি সনচল কন্যার সরিরেত্ত চিন। ২৫. আ-স্বোমি। ২৬. আ-অর্ন্ন। ২৭. আ-সিংঙ্গ। ২৮. আ-সোবে। ২৯. আ-উর্য্যল। ৩০. আ-রঙ্গে। ৩১. আ-অত্ন। ৩২. আ-স্বোমি সোওাগিনি। ৩৩. আ-মোর্দ্ধে। ৩৪. আ-ওসোবা। ৩৫. আ-ভোরকালে। খ-ফুরকান। ৩৬. ৩১৩ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকার পরে এবং এ পদ পর্যন্ত খ-পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদগুলি আছে। যথা (সংশোধিত পাঠ) :

বলবান সেকন্দর তক্তের উপর।
বাড়ি বেড়িয়া দিল অষ্ট লোহার গড় ॥
গাছের মাছের দরিয়ার কর লইল বাহুবলে।
বিক্রম শুনিঞা কাঁপে আকাশে পাতালে ॥
বৈরাট নগরে ছিল বাদশা সেকন্দর।
চন্দ্র সূর্য জিনিঞা পাতালের নিল কর ॥
কর সাধিতে গেল বাদশা বল্লি রাজার ঘরে।
পরীর পাখা খসিয়া পড়িল গৌড়ের বাড়ি ঘরে ॥
পরীর পাকা খসিয়া পড়িল তথাকারে।
সেহি হইতে মুরছল হৈল সংসারে ॥
তবে কর সাধিতে গেল বাদশা পাতাল ভুবন।
প্রাণ ডরে বলি রাজা না করিল রণ ॥

দিবস[১] বহিয়া[২] গেল রাত্রি[৩] কাল হৈল।
খাইবার খানা তবে ওসমা[৪] পাকাইল ॥
তাম খাইল আগে[৫] বাদশা সেকন্দরে।
তবে খাইল খানা পুরীর সকলে ॥[৬]

রণেত হারিয়া রাজা বলে ধন্যা ধন্যা।
ষোলদানে দিল বিভা ওসমা নামে কন্যা ॥
তাহার উদরে জন্মিল যুলহাউস নাম।
বেগর শিকারে মিঞা না খাইল তাম ॥
পাতালেত গেল সেহ শুন মন দিয়া।
জঙ্গ বাজার কন্যা পাঁচ তোলাক করিল বিয়া ॥
আর পুত্র হৈল বাদশার বলিল হাযীর।
আল্লার ফকীর বড়খাঁ গাযী পীর ॥
ওসমাকে বিভা করি বাদশা আইল ঘরে।
দেখিতে আইল সব ইষ্ট বন্ধুগণ ॥
সকল সেয়ালির মাঝে ওসমা প্রধান।
কত কুটি চন্দ্র জিনি জ্বলে মুখখানা ॥
নূতন যৌবন বিবির উভস্তন ভার।
রূপে জিনিতে পারে সকল সংসার ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি বদন বিভোলে।
হাত পাও পদ্ম কপালে রত্ন জ্বলে ॥
কপিলার চামর জিনি লম্বিত মাথার কেশ।
সিংহ জিনি ভাল ক্ষীণ মাঞ্জার বেশ ॥
মণি প্রবাল জিনি বদনের ছটা।
হাড়িয়া কোণেত যেমন পাতিছে মেঘের ঘটা ॥
খঞ্জন জিনি সোন (?) এ দুই নঞান।
দুই ভোঙা শোভে যেন বাঘের কামান ॥
বিম্বফল জিনিঞা তাহার বদন বিভোলে।
ওসমাব রূপ দেখি মুনিব মন ভোলে ॥
মহাযোগ্য রাজকন্যা সংসারের সার।
অঙ্গেত পরিলা সব অষ্ট অলঙ্কার ॥
রূপের নাগর বিবি স্বামী সোহাগিনী।
অনুচর আর যত বাদশার সেয়ালি ॥
সকলের মাঝে দেখ ওসমা প্রধান।
সোওয়ামীর আগে বিবি পরানের পরাণ ॥
বড়ই কবুল বিবি আল্লার দরবারে।
ওসমার তুল্য ভগৃত নাহিক সংসারে ॥
ফোরকান কোরান বিনে আর নাহি মনে।
পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে সাহেবের কারণে ॥
১. (পূর্ব পৃ :) খ-পুঁথির পাঠ :
দিবস চলিয়া গেল রাত্রিকাল হৈল।
খাইবার খানা ওসমা পাকাইল ॥
তাম খাইল তবে বাদশা সেকন্দর।
তবে খাইল খানা পুরীর সকলে ॥
নফরে চাকরে খানা খাইল...রে।
ওসমা খাইল খানা বাবুর্চির ঘরে ॥
করপুর তাম্বুল খায়া না করে বিলম্ব।
শীল মন্দির ঘরে বিছাইল পালঙ্গ। :
পুষ্পের বিছানা করে না করে আলিস।
আশে পাশে গীর্দা দিল কৌতুক বালিশ ॥
সুবর্ণ চান্দয়া দিল মশারী টানাঞা।
পালঙ্গে শুইল বাদশা আনন্দিত হয়া ॥
বাক্য মধুর বিবির কুকিলা জিনি বোলে।
আসিয়া শুইল বিবি স্বোওয়ামির কোলে ॥

হাস্য রঙ্গ স্বামীর সঙ্গে আলিঙ্গন কর্ল সার।
সেহি রাত্রে হৈল বিবির গর্ভের সঞ্চার :
শয্যা তেজিয়া বাদশা প্রভাতে উঠিল।
পাক সাফ হয়া বাদশা দরবারে বসিল ॥
উযীব নাযীর লয়া বৈসে বাদশা সেকন্দর।
দিনে দিনে বিবির গর্ভ বাড়ে নিরান্তর ॥
দশ মাস দশ দিন পূর্ণিত হইল ॥
কাল পূর্ণ হয়া বিবি প্রশস্তা হইল।
সেহি গর্ভে পুত্র লইল অনুপাম।
বাছিয়া রাখিল তার যুলহাউস নাম ॥
যুল হাউস বাড়িল পূর্ণ এক মাস।
নিদ্রা তেজিয়া করে মন্দা মন্দা হাস ॥
দুই মাস তিন মাস [হইল] সুটান।
চাইব মাসে হাউস বলবান ॥
পঞ্চ মাসে যেন বলেন কুকিলা।
সাত মাসের হৈল সেকন্দরের বালা ॥
সাত মাসের হাউস যে কালে হইল।
উৎসব করিয়া বাদশা তাম খাওয়াইল ॥
বৎসর পূর্ণিত হৈল ফিরে স্থান স্থান ॥
দ্বিতীয় বৎসরে হৈল দেখিতে সুটান ॥
তিন বৎসরে হাউস হাঁটে খরতর।
চার বৎসরে হৈর দেখিতে সুন্দর ॥
পঞ্চ বৎসরের হাউস যেকালে হইল।
মোল্লা আনি তাহার হাতে তক্তি দিল ॥ ·
সাত বৎসরে হাউস পড়িল কোরান।
রোজা নামাজে মিঞা হৈল সাবধান ॥
ক. পুঁথির সংশোধিত (১ পালার অবশিষ্ট) পাঠ :
পঞ্চ মাসের বেলা মিঞা খাইলেক তাম।
সপ্ত মাসে থুইল যুল হাউস নাম ॥
এক বছরের মিঞা হাঁটে খরতর।
দ্বিতীয় বছছরে মিঞা দেখিতে সুন্দর ॥
তিন বছছরের কালে সুন্নত করাইল।
মজলিস করিয়া বাদশা তাম খিলাইল ॥
চারি বছরের মিঞা বাপ মাএর ঘরে।
পঞ্চ বৎসরে মোল্লা আনি তক্তি দিল করে ॥
সাত বছরে মিঞা পড়িল কোরান।
রোজা নামাজ পড়ি হইল সাবধান ॥
পড়িয়া ফারগ মিঞা রৈল আপন ঘরে।
বাদশার দরবারে নানা অস্ত্র শিক্ষা করে।
নানা অস্ত্র শিক্ষা করে হাউস বলবান।
তীরতর কোচ লেঞ্জা বন্দুক কামান।
নানা অস্ত্র শিক্ষা করে বাদশার কুঙর।
সকল উমরা হাউসেক করে ডর ॥
যুল হাউস দেখিয়া সকলে চমৎকার।
উট গাড়ী হাতি ঘোড়া সকলেত সোয়ার ॥
পুত্র দেখি সেকন্দরের মনেত কৌতুক।
দূর হয়া গেল বাদশার জনমের দুঃখ।
বাদমা বলে আল্লা পুরাইল মনের কামনা।
বিনে শিকারে মিঞা না খাইল খানা ॥

১. এ পদ এবং পরবর্তী ৫৮ পদ ক-পুঁথিতে নেই। ২. খ-চলিয়া। ৩. আ-আত্রি। খ-রাত্রি। ৪. আ-ওসবা। খ-ওসোমা। ৫. খ-তবে। ৬. আ-তার পাছে খইল খনাপুরির ভিতর। খ-গৃহীত পাঠ।

নফরে চাকরে খানা খাইল সত্বরে[১]।
ওসমা খাইল খানা বাবুর্চির[২] ঘরে ॥
কর্পূর[৩] তাম্বুল খায়া না করে বিলম্ব।
শীতল[৪] মন্দির ঘরে ঢালিল[৫] পালঙ্গ ॥
পুষ্পের বিছানা করে না করে আলিস।
আশে পাশে দিল গীর্দা[৬] শিয়রে বালিশ ॥
সুবর্ণের[৭] চান্দয়া দিল শিরে টানায়া।
পালঙ্গে শুইল বাদশা আল্লাজি স্মরিয়া[৮] ॥
বাক্য মধুর বিবি[৯] কুকিলা যেন বোলে।
হাসিয়া শুইল শাহ্ সেকন্দরের কোলে ॥[১০]
হাস্য রঙ্গে স্বামীর সঙ্গে আলিঙ্গন কৈল[১১]।
গর্ভের সঞ্চার[১২] বিবির সেহি রাত্রে হৈল ॥
শয্যা[১৩] তেজিয়া বাদশা প্রভাতে উঠিল
পাক সাফ হৈয়া বাদশা দরবারে বসিল ॥
উযীর নাযীর লয়া বৈসে সেকন্দর।
দিনে দিনে বিবির গর্ভ[১৪] বাড়ে নিরন্তর ॥
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ সাউধের ভাণ্ডার।[১৫]
উঠিতে বসিতে দুঃখ[১৬] অল্পই আহার ॥
পঞ্চম মাসের নিয়ম [হৈল] উপস্থিত[১৭]।
দশমীর দশদ্বার হৈল বিকশিত ॥
গগন গর্জনে যেন বিজলী শোভিত[১৮]।
মাহেন্দ্র্যক্ষণে[১৯] কুমার পড়িল ভূমিত ॥
বাদশার ঘরে পুত্র হৈল অনেক আনন্দ।
আদেসা[২০] ঘুচিয়া যেন চক্ষু পাইল অন্ধ ॥
ইন্দ্র[২১] যেন পুষ্প পাইল বিকশিত।
সেহি মত বাদশার মন হৈল আনন্দিত ॥
সেবক শিষ্যে[২২] যেন গুরু দেখা পাইল।
বচ্ছরের[২৩] শ্রধা যেন পলকে পুরিল ॥
হরষিত হৈল বাদশা শাহ সেকন্দর।
আইল বাদশা তবে পুত্র দেখিবার ॥
দ্বারেত থাকিয়া বাদশা পুত্রকে দেখিল।
কর্ম্ম[২৪] আদি দুঃখ যত সব বিসরিল ॥
পুত্রকে দেখিয়া বাদশা চলিল দরবারে।
লক্ষ লক্ষ[২৫] টাকা দিল ভিক্ষুকের তরে ॥
ধন পায়া আনন্দিত হৈল সর্ব্বজনা।
বাদশার দরবারে হৈল নহবত[২৬] বাজনা ॥
ভাণ্ডারের কপাট বাদশা খুলিল তখন।
দুইহস্তে ছিটাএ ধন বালকের কারণ ॥
ধন পায়া দুঃখী[২৭] সবে ধন্য ধন্য বলে।
ছিরিকিরি[২৮] হয়া বালক থাকুক[২৯] মাএর কোলে
দোয়া করি সকলে গেল আপন ঘর।
তক্তেত বসিল বাদশা শাহ্ সেকন্দর ॥
এহিমতে রহিল বাদশা বাহির দরবারে।
দিনে দিনে বাড়ে বালা জননীর কোলে।
পুত্র দান পায়া বিবি আনন্দ কৌতূহলে ॥
বড়স্বর[৩০] (?) দিল বিবির পুত্র কোলের পর।
বিমলা দাইয়েক দিল লক্ষ টাকার হার ॥
প্রযুদার[৩১] (?) যত বস্ত্র ছিল বিবির গাএ।
বিতরিয়া[৩২] যত বস্ত্র চারি দাইয়েক দেএ ॥
পঞ্চ দিন বহিয়া বিবি পঞ্চট[৩৩] করিল।
সপ্ত দিনের কালে বিবি সাটিরা জাগাইল ॥
মায়ের কোলে বাড়ে বালক পূর্ণ[৩৪] একমাস।
নিদ্রা তেজিয়া করে মন্দা মন্দা হাস ॥[৩৫]
দুই মাস তিন মাস[৩৬] দেখিতে সুঠাম।
পূর্ণ[৩৪] চারি মাসে থুইল যুলহাউস নাম ॥
পঞ্চ মাসের কালে যেন বলেন কুকিলা।
ছএ মাসের হইল সেকন্দরের বালা ॥
সাত মাসের মিঞা যে কালে হইল।
উৎসব[৩৭] করিয়া বাদশা তাম খাওয়াইল ॥
বৎসর পূর্ণিত হৈল ফিরে স্থানে স্থান।[৩৮]
দ্বিতীয় বৎসর গেল দেখিতে সুটান ॥[৩৯]
তিন বচ্ছরে কালে হাউস হাঁটে খরতর।

১. আ-সর্ত্যারে। খ-এ শব্দ খণ্ডিত। ২. আ-বাবচির। খ-বাবুরজির্জ্জর। ৩. আ-কপর্পুল। খ-করূপর। ৪. আ-সিতল। খ-ঐ। ৫. আ-ডালিল। খ-বিছাইল। ৬. আ-গিৰ্দ্ধা কৌত্তকর বালিস। থ-গৃর্দা কৌতুক বালিস। ৭. আ-সোবণ্ণ্যের। খ-সোবন্ন্যে চান্দয়া দিল মসরি টানাঞা। ৮. আ-স্বোরিয়া। খ-পালঙ্গে সুইল বাদসা আনন্দিত হইয়া। ৯. আ-পুন্নিমার চন্দ্র বিবি। খ-বাপ্ত মধুর বিবি। ১০. খ-আসিয়া সুইল বিবি স্বোওামির নিল কোলে। ১১. আ-হাস্যবানে স্বোমির কোলে আলিঙ্গন কৈল্ব। খ-হাস্য রঙ্গ্য স্বাম্মীর সংগে আলিঙ্গন করিল সার। ১২. আ-সানঞ্চার। খ-সেহি রাত্রে হৈল বিবির গর্ব্বের ছঞ্চার। ১৩. আ-সর্য্যা। খ-সর্জ্জ্যা। ১৪. আ-গর্ব্ব। খ-ঐ। ১৫. খ-এ পদ নেই। ১৬. আ-দুক্ষ। খ-এ পদ নেই। ১৭. আ-উবস্তিত। এ পদ ও পরবর্তী ৩৩ পদ খ-পুঁথিতে নেই। ১৮. আ-লোকিত। ১৯. আ-মহেন্দের খেনে। ২০. আ-আদেসা শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে বলে মনে হয়। ২১. ইন্দ্র শব্দের পাঠ সম্পর্কে সন্দেহ আছে। ২২. আ-সির্য্যে। ২৩. আ-বয়ছের্ছারের। ২৪. আ-কক্ষআদি দুক্ষ। ২৫. আ-লৈক্ষে২। ২৬. আ-নবর্দ। ২৭. আ-দুক্ষি। ২৮. ছিরিকিরি অর্থে খুব সম্ভব শ্রীযুক্ত বুঝানো হয়েছে। ২৯. আ-থাউক। ৩০. বড়স্বর শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ৩১. প্রযুদার শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। প্রসব কালে? ৩২. আ-বির্ব্বতিয়া। ৩৩. পঞ্চট অর্থ বুঝা গেল না। ৩৪. আ-পুর্ণ্য। ৩৫. আ-নিদ্রা তেগি করে জেন মোন্দ হাস। খ-গৃহীত পাঠ। ৩৬. আ-মাস হইল দেখিতে। ৩৭. আ-উর্চ্ছব। ৩৮. আ-বছছর র্প্বিয়ত পুর্ন্য হল এক স্তানে। খ-গৃহীত পাঠ। ৩৯. আ-দ্বত্তিএ বছ্ছর গেল প্রবদিত মোনে। খ-গৃহীত পাঠ।

চারি বচ্ছরের কালে দেখিতে সুন্দর ॥
পঞ্চ বচ্ছরের হাউস যে কালে হৈল ।[১]
মোল্লা মাঙ্গায়া মিঞার তক্তি হস্তে দিল ॥
সাত বচ্ছরের কালে পড়িল কোরান ।
রোযা নামাজে মিঞা হৈল সাবধান ॥[২]
কত কুটি চন্দ্র জিনি দেখিতে সুন্দর ।
কোরান পড়িল আর কিতাব বিস্তর ॥
পণ্ডিত ভজিয়া শিখে পণ্ডিতের বিচার ।
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা পড়ে ঝমক ঝঙ্কার ॥
ফারসী নাগরী[৩] পড়ি হইল বেদান্ত[৪] ।
চারিবেদ চৌদ্দ[৫] শাস্ত্র তার পাইল অন্ত ॥
ছন্দ বিছন্দ পড়ে দিবকা[৬] বাসকি ।
স্বর্গেব তারাগণ পাতালের বাসুকি ॥
শিখিল পড়িল পাঠ[৭] অনেক কালাম ।
সরলি পক্ষীর সনে খেলেন সালাম ॥
গাণ্ডীব[৮] ধরিয়া মাল নিশান মারিল ।
তাহাকে দেখিয়া লোক ত্রাসিত[৯] হইল ॥
রাহুতে চড়াল লয়া ঘোড়ার উপর ।
চাবুকের চোটে ঘোড়া ডেওয়াএ[১০] সাগর ॥
ঘোড়াতে চড়িয়া মিঞা ফিরে নানা স্থানে ।
নানা অস্ত্র শিক্ষা করে হাউস বলবানে ॥
তীরতর কোচ লেঞ্জা বন্দুক কামান[১১]
সকল উমরা মধ্যে হাউস প্রধান ॥[১২]
মহাবল ধরে হাউস রণের মাঝার ।[১৩]
হস্তী ঘোড়া উট গাড়ীর উত্তম সোয়ার ॥[১৪]

পুত্র দেখি সেকন্দর মনেত কৌতুক ।
দূরে গেল বাদশার মনের যত দুখ ॥[১৫]
বাপের দূর্লভ[১৬] কুমার মায়ের পরান ।[১৭]
একদিন না দেখিলে চক্ষু হএ কাল ॥
দিনে দিনে বাড়ে হাউস হৈল যুবরাজ ।
দরবারে বসি সেহি চিন্তে[১৮] আপন কাজ ॥
রসিক সঙ্গে বসিয়া খেলে পাশা সারি ।
যথা বৈসে হাউস উজ্জ্বল করে পুরী ॥
আনন্দ কৌতুকে হাউস ফিরে সর্বক্ষণ ।
সর্ব অঙ্গে শোভে[১৯] তার বাদশাই অভরণ ॥
মণিরাজ পাগ শিরে করে ঝলমল ।
দুই বাহে শোভা করে এক্তাড় তোড়ল ॥
হিয়ার উপরে দোলে লক্ষ[২০] টাকার হার ।
প্রবাল পাচড়া[২১] অঙ্গে মূল নাহি যার ॥
রসিক নাগর সঙ্গে গলি দিয়া জাএ ।
যতেক সাধুর নারী হিলি দিয়া চাএ ॥
দেখিতে মূৰ্ছাগত যত নারিগণ ।
উভে গ্রাসিবার চাএ যুবতীর মন ॥
এহি মতে বাড়ে হাউস বাদশার নন্দন ।
নও বচ্ছরের হাউস হইল যখন ॥
নও বচ্ছরের কালে পুরিল কামনা ।[২২]
বেগর শিকারে হাউস নাহি[২৩] খাএ খানা ॥
উমরা লস্কর যত[২৪] সঙ্গেতে তাহার ।
শিকার করিতে যায়[১৮] কানন মাঝার ॥

১. আ-পঞ্চ বর্ছ্যরের জখন জুল হাউস হইল। খ-গৃহীত পাঠ। ২. আ-বোজা নামাজ পড়িয়া হইল সাবধান। খ-গৃহীত পাঠ। ৩. আ-নাগিরি। ৪. আ-বিদানত্ত। ৫. আ-চৌদ্য সাস্র। ৬. দিবকা বাসকি শব্দদ্বয়ের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে মনে হয়। ৭. আ-পাট। ক, খ-এ পদ ও পরবর্তী ৬ পদ নেই। ৮. আ-গণ্ডিপ। ৯. আ-ত্মারাসিত। ১০. আ-ডেওাএ। ১১. আ-তিব তির লেঞ্জা লোহার বন্দুক কামান। খ-তিরঞ্জি তলওার বন্দুক কামান। ক-গৃহীত পাঠ। ১২. ক-নানা অস্ত্র শিক্ষা করে বাদশার কঙর। খ-সকল ওমরার মাঝে হাউস বলবান। ১৩. আ-মহাবলধর যুর্দ্ধা রর্ন্ন্যের মাঝার। খ-গৃহীত পাঠ। ক-সকল উমরা করে হাউসেক ডর। যুল হাউস দেখিয়া সকলে চমৎকার। (অতিরিক্ত পদ)। ১৪. খ-হস্তি ঘোড়াতে হাউস উত্তম সোওার। ক-উট গাড়ি হাতি ঘোড়া সকলেত সোয়ার। ১৫. ক-দূর হয়া গেল বাদশার জনমের দুঃখ। ১৬. আ-দুলব। ১৭. এ পদ এবং পরবর্তী ১৭ পদ ক ও খ-পুঁথিতে নেই। ১৮. আ-চিন্তা। ১৯. আ-সর্ব্ব রঙ্গে সোবে। ২০. আ-লৈর্ক্ষ। ২১. আ-প্রবা পাচড়া। ২২. ক-বাদশা বোলেন আল্লা পুরাইল কামনা। খ-বাদসা বলে আল্লা পুরালু কামনা। ২৩. ক, খ-না খাইল খানা। ২৪. খ-বাদসার লস্কর জত। ক-এ পদ নেই। ২৫. আ-সিকার করিল মিঞা। খ-সিকার করিল হাউস। ক-এ পদ নেই।

২ পালা[১]

আরদিন যুলহাউস যুক্তি আলোচিয়া।
শিকার[৫] করিতে জাএ দলবল লয়া ॥
সেহি দণ্ডে গেল হাউস বাপ বিদ্যমান[২]।
জোর হাতে কহে কথা করিয়া সালাম[৩] ॥
হাউস বলেন বাবা[৪] আরজ করি আমি।
শিকার[৫] করিতে যাই বিদাএ দেহ তুমি ॥
শুনিয়া[৬] পুত্রের বাক্য চমৎকার[৭] হৈল।
না জানি তোমার মনে কিবা বুদ্ধি[৮] নিল ॥
শিকার[৫] করিতে জাবে শুনহ বিধান।
যত পশুগণেক হইবা সাবধান ॥

লহ অশ্ব গজ বাছা যত পার লও।
তুরকি ঘোড়ার পৃষ্ঠে[৯] সাবধান হও ॥
বেড়িহ আহিড় বন সাবধান হয়া।
শুনিয়া[৬] পিতার বাক্য হরষিত[১০] হয়া ॥
হাসিয়া ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাফ দিয়া।
চলিল হাউস তবে আল্লাজি ভাবিয়া।
পুষ্কর্ণিত পদ্ম[১১] যেন রাত্রে বিকশিত।
বাপের বচনে হাউস হৈল পুলকিত ॥
হাউস বলেন শুন সকল লস্কর।
শিকার করিত জাব বান্ধহ কমর ॥

১. ২ পালা খ-পুঁথিতে সংক্ষেপে আছে। যথা : (সংশোধিত পাঠ)

খ—আর দিন ভাবে তবে বাদশার নন্দন।
ডাক দিয়ে আনিল তবে যত সেনাগণ ॥
হাউসে বলে লোকজন শুনহ উত্তর।
শিকাবেতে জাব আমি বান্ধহ কমর ॥
শুনিঞা হাউসের মুখে হরষিত হৈল।
কমর বান্ধিয়া সবে শিকারে চলিল ॥
হাতি ঘোড়া লোকজন সাজিল অপাব।
শিকারে চলিল বাদশার কুমার ॥
যাত্রা করিয়া হাউস গেল ঘোড় বনে।
দৈব যোগে হৈল দেখা অজাগরের সনে ॥
সর্প দেখি হাউস কোপে খরতর।
সর্প ধরিতে যাএ বাদশার কুঙর ॥
হাউসে বলেন শিকারে জাই ঘোর বনে।
যাত্রাকালে সমুখে আইলা কি কারণে ॥
মরনে আনিল তোকে আমার গোচর।
মারিয়া পাঠামু তোক যমের নগর ॥
সর্প বলে আমি সংকুচে ...।
খেপেত বাদমার হাতে প্রাণহারা হনু ॥
প্রাণের ডরে সর্প কাঁপে থরে থর।
বিপাকে পড়িয়া সর্প দিলেন উত্তর ॥
সর্প বলে না মারিও বাদশার নন্দন।
তোমাক লইয়া জাব আমি পাতাল ভুবন।
পাতাল ভুবনে আছে জঙ্গ রাজা নাম।
তাহার ঘরে আছে কন্যা পাঁচতোলা অনুপাম।
পাঁচতোলা নাম সেহি রাজার নন্দিনী।
তার সঙ্গে করাব তোমার বিভার লগনি ॥
যুলহাউস বলে সর্প ভাল বলিলা মোরে।

পাতাল কেমন স্থান দেখিব নযরে ॥
হাউসে বলেন সর্প শুনহ বচনি।
কি মতে জাইব তথাএ কতহ আপনি ॥
অজাগব বলে শুন বাদশাব কুঙব।
প্রবেশ কর মোর সিকিমের ভিতর ॥
হাউসে বলেন আমি বুঝিনু অনুমান।
সিকিমে পশিলে আমার বধিবে পরাণ ॥
সর্প বলেন তোমার ডর কিছু নাঞি।
অন্যমত ভাবি যদি আল্লার দোহাই ॥
শুনিঞা হরিষ হৈল বাদশার কুমার।
প্রবেশ করিল সর্পের উদর মাঝার ॥
অজাগরের সিকিমে গেল বাদশার নন্দনে।
সর্প সহে গেল হাউস পাতাল ভুবনে ॥
বিচিত্র পাতাল পুর অতি মনোহর।
আনন্দ হইল তবে বাদশার কুমার ॥
সর্পে বলে বাদশার পুত্র থাক এথাকারে।
আমি আসিয়া লয়া জাব বৈরাট নগরে ॥
এমত বলি হাউসেক পাতালে রাখিয়া।
আপনার স্থানে সর্প আইল চলিয়া ॥
এহি রূপে রহিল হাউস পাতাল ভুবনে।
বেলা অসকাল হৈল ভাবে মনে মনে ॥
হাউস বলেন আল্লা শুকুর দরবারে।
রাত্রিকাল হৈল আমি রৈব কার ঘরে ॥
ভাবিতে ভাবিতে হাউস করিল গমন।
মালির মালঞ্চে জায়া করিল বৈসন ॥
বার বৎসরে পুষ্প না হৈল বিকশিত।
হাউসের বৈসনে পুষ্প ফুটিল আচম্বিত ॥

২. আ-বিদ্বমান। ৩. আ-ছার্ল্বাম। ৪. আ-হাউস বলে বাবাজি। ৫. আ-সিকার। ৬. আ-ষুনিঞা। ৭. আ-চমতকার। ৮. আ-বর্দ্দি। ৯. আ-পৃিষ্টে। ১০. আ-হরশীত। ১১. আ-পুষ্কন্বিত পর্দ্দ।

এ বোল শুনিঞা সবে ডঙ্কাত[১] দিল বাড়ি।
শুনিঞা ডঙ্কার শব্দ উৎপাত[২] পুরী ॥
বাদশাজাদা জাবে শিকার করিবার।
সাজিয়া উমরাগণ চলে থরে থর ॥[৩]

* * *

শুনিঞা হাউসের মুখে হরষিত হৈল[৪]।
কমর বান্ধিয়া সবে শিকারে চলিল ॥
হাতি ঘোড়া লোকজন সাজিল অপার।
শিকারে চলিল [তবে] বাদশার কুমার ॥
যাত্রা করিয়া হাউস গেল ঘোর বনে।
দৈতব যোগে হৈল দেখা অজাগরের সনে ॥
সর্প দেখিয়া হাউস কোপে খরতর।
সর্প ধরিতে জাএ বাদশার কুঙর ॥
সর্প দেখিয়া হাউস মহাক্রুদ্ধ[৫] হৈল।
কমরে শমশির ছিল টানিঞা খুলিল ॥
শমশির হস্তে[৬] মিঞা অগ্নি অবতার।
সমুখে[৭] দাঁড়ায়ে মিঞা লাগিল কহিবার ॥
শুনরে[৮] সর্প তোর এত বড় হিয়া।
যাত্রাকালে[৯] সমুখে[১০] আইল কিসেক লাগিয়া ॥
হাউসে বলেন শিকারে জাই ঘোর বনে।
যাত্রাকালে[৯] সমুখে[৭] আইলা কি কারণে ॥
বিহানে ঠেকিনু বাছা দুঃখ[১০] রৈল মনে।
শমশিরে বধিব[১১] তোকে রাখে কোন জনে ॥
মরণে আনিল তোকে আমার গোচর।[১২]
মারিয়া পাঠাব তোকে যমের নগর ॥
পথেত কাটিলে সর্প সিদ্ধ হবে কাম।
নহেতো ঘুচাও তোর অজগর[১৩] নাম ॥
কুমারের বাক্যে সর্প হৈল ক্রুদ্ধ[১৪] মান।
ক্রুদ্ধ[১৫] হয়া সর্প গোটায় বিষম ফোঁফান ॥
শরীর ফুলায়া কর্ল[১৬] পর্বত সমান।
সমুখের[১৭] বৃক্ষ[১৮] তরুর উড়ে জাএ প্রাণ।
তাহাকে দেখিয়া হাউস মনে নাহি ভএ।
ভাবিতে লাগিল হাউস যে করে খোদাএ।
মুখ[১৯] পাসারিয়া সর্প তেজিল গরল।
অরণ্য[২০] পুড়িয়া যেন উঠিল আনল।
আনল দেখিয়া বীর ভয় নাহি বাসে।
শুনরে অধম[২১] সর্প পাইল[২২] বুদ্ধি নাশে ॥
মরন জিয়ন বলি জ্ঞান[২৩] নাহি তোকে।
সেকন্দরের পুত্র মুঞি দুঃখ[২৪] দিলু মোকে ॥
সেকন্দরের নামে সর্প চিত্তে[২৫] পাইল ভয়।
ক্রোধ[২৬] সম্বরিয়া সর্প ভূমি পর রয় ॥
আস্ত ব্যস্ত[২৭] হয়া বলে শুন যুবরাজ।
মারিবা আমাকে তুমি কত বড় কাজ ॥
সেকন্দর বাদশার নামে কাঁপে ত্রিভুবন।
তাহার পুত্রের কাছে আটে কোন জন ॥
ভুবন বিজয়ী বাদশা শাহ সেকন্দর।
তাহার পুত্রের সনে কে বান্ধে কমর ॥
কাকতি মিনতি[২৮] করি বলে এহি বাণী।
তুমি যে তাহার পুত্র আমিত না জানি ॥
তোমার পিতার ধারুয়া[২৯] আছি চারি যোগে।
পাইনু তোমার লাগ কপালের ভাগ্যে ॥
শুজিব সে ধার আমি শুন নিবেদন।
তোমাকে লইয়া জাব পাতাল ভুবন ॥
সপ্তম পাতালে আজি তোমাকে জাব লয়া।
জঙ্গ[৩০] রাজার কন্যা পাঁচতোলাক দিব বিয়া ॥
পাতালেত আছে এক জঙ্গ[৩০] রাজা নাম।
তাহার ঘরে আছে কন্যা অতি অনুপাম ॥
পাঁচতোলা নাম তার রাজার দুহিতা[৩১]।
তার সঙ্গে ঘর তোমার লেখিছে[৩২] বিধাতা ॥
একথা শুনিঞা হাউস ক্রোধ সম্বরিল।
প্রত্যয় করিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥
হাউস বলেন শুন অজগর[১৩] ভাই।
পাতাল নগর আমি জন্মে[৩৩] দেখি নাই ॥
হাউস বলে শুন তুমি সর্প অজগর[১৩]।
এহিক্ষণে দেখাও তুমি পাতাল সহর ॥
হাউসের বচনে সর্প আনন্দিত হৈল।
পাতাল সহরে লৈতে তাকে মনেত ভাবিল ॥
অজগর[১৩] বলে শুন বাদশার কুমার।
প্রবেশ করহ মোর সিকিম ভিতর ॥
সিকিম মাঝারে তুমি করহ আসন।

১. আ-ডঙ্গাত দিল বারি। ২. আ-উত্তপাত পরি। ৩. এখানে আ-পুঁথির পাঠ কিছু পরিমাণে খণ্ডিত। পৃষ্ঠা সংখ্যার সঠিক পরিমাণ জানা যায় নি। ক, খ-পুঁথির পাঠ এ পালায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিধায় খণ্ডিত পাঠের সম্পূর্ণ পাঠ সেখানেও পাওয়া যায়নি। ৪. এ পদ ও পরবর্তী ৫ পদ খ-পুঁথি থেকে গৃহীত। ৫. আ-মোহাক্রোর্দ্ধ। ৬. আ-হস্তেত। ৭. আ-সমুক্ষে। ৮. আ-ষুনোরে। ৯. আ-জাত্রাকালে। ১০. আ-দুক্ষ। ১১. আ-বদিবে। ১২. এ পদ এবং পরবর্তী পদ খ-পুঁথি থেকে গৃহীত। ১৩. আ-অজাঙ্গর। ১৪. আ-ক্রোর্দ্ধমন। ১৫. আ-ক্রোর্দ্ধ। ১৬. আ-কৈর্ল্ল। ১৭. আ-সমুক্ষের। ১৮. আ-ব্রিক্ষ্য। ১৯. আ-মুক্ষ। ২০. আ-অরর্ন্যো। ২১. আ-অধম্ম। ২২. আ-পালু। ২৩. আ-গ্যান। ২৪. আ-দুক্ষ। ২৫. আ-চিত্যে। ২৬. আ-ক্রোর্দ্ধ। ২৭. আ-অস্তবেস্ত। ২৮. আ-কাগতি মির্ণ্ন্যতি। ২৯. ঋণী অর্থে। ৩০. আ-জম। ৩১. আ-গ্রহিতা। ৩২. আ-লেখিয়াছে। ৩৩. আ-জন্মে।

তবে তোমাক লয়া জাব পাতাল ভুবন ॥
সর্পের বচন শুনি হাউস হৈল ধন্দ।
ভাল সে সর্প তোমার এত আট বন্ধ ॥
বুঝিনু বুঝিনু সর্প তোর এত ছন্দ।
আমাকে মারিতে তোর এত বড় ফান্দ[১] ॥
নাকের নিঃশ্বাসে তোর পর্বত জ্বলি[২] জাএ।
গর্ভে[৩] সামালে পাতাল দেখাবু নিশ্চএ ॥
এতেক বলিয়া হাউস বিদাএ হৈতে চাএ।
মিনতি[৪] বচনে সর্প হাউসেক কএ ॥
শুনহ কুমার তুমি রাজার তনএ।
সর্প মূর্তি দেখি মোক না করিহ ভএ ॥
শরীর[৫] মোর সর্প[৬] রূপ আমি সর্প নই।
মিথ্যা কথা কহি যদি আল্লার দোহাই ॥
তোমার আগে কহি যদি দোরাই বচন।
অন্তকালে হএ যেন দোজখে[৭] গমন ॥
একথা শুনিঞা হাউস প্রত্যয়[৮] মানিল।
সর্পের উদরে হাউস তখনে পসিল ॥
হাউসেক লয়া সর্প করিল গমন।
সুরাখ[৯] দিয়া জাএ সর্প পাতাল ভুবন ॥
সপ্তদিন বাহিয়া পাইল পাতাল দেশ।
মালিনীর[১০] বৃন্দাবনে হইল প্রবেশ।
মালিনীর[১১] বৃন্দাবনে সর্প গেল লয়া।
সর্প বলে আইস হাউস উদর ছাড়িয়া ॥
আনিলাম পাতালে তোমাক শুন অনুপাম।
বাহির হইয়া দেখ পাতাল মৈদান ॥
এতেক শুনিহা হাউস বাহির হইল।
পাতাল সহর দেখি ধন্দমন হৈল ॥
কতেক কহিব আর পাতালের বাখান।
হাউস বলেন সর্প শুন বিদ্যমান[১২] ॥
দেখিনু পাতাল মুঞি নঞান ভরিয়া।
কোথা পাঁচতোলা কন্যা দেহত আনিঞা ॥
সর্পে বলেন শুন বাদশার নন্দন।
এহি মতে পাঁচতোলার সঙ্গে হবে দরশন ॥
বৃন্দাবনে থাক তুমি আজিকার বেলি।
কাল তোমাক লয়া জাবে সুন্দর মালিনী[১১] ॥
মালিনীর[১১] পুরে থাক বাসা করিয়া।
জিনিঞা পাতাল শহর পাঁচতোলাক কর বিয়া ॥
সত্য যদি হও তুমি বাদশার তনএ।
জিনিবা পাতাল সহর কাখো নাহি ভএ ॥
এহি মত প্রকারে সর্প[১৩] হাউসেক বুঝাএ।
সন্ধা কালে ছাড়িয়া সর্প হইল বিদাএ ॥
বিদাএ হইয়া সর্প গেল নিজ স্থান।
হাউস রহিল মালিনীর[১১] বৃন্দাবন ॥
হাউস বলেন আল্লা শুকুর[১৪] দরবারে।
রাত্রিকাল হৈল আমি রহিব কার ঘরে ॥[১৫]
সর্প বুদ্ধে মুঞি আইনু পাতালে।
মুঞি নাহি জানি সর্পের এহি ছিল মনে ॥
পাতাল সহরে মোক আনিল কি কারণে।
পাতালেতে আসি মোর বিড়ম্বিল[১৬] বিধি।
আমাক ছাড়িয়া সর্প পলাইল কুতি ॥
এতেক বলিয়া হাউস কান্দিতে লাগিল।
কান্দিতে কান্দিতে হাউস অচেতন[১৭] হৈল ॥
অচেতন[১৭] হয়া হাউস নিদ্রায় বিভোলে।
রত্ন অভরণ সব সূর্য মনি জ্বলে ॥[১৮]
আল্লার করম ভাই কে বুঝিতে পারে।
এহি মতে রহিল হাউস ফুলবন মাঝারে ॥
বৃন্দাবনে রৈল হাউস নিরাঞ্জন[১৯] স্মরি[২০]।
বৃন্দাবনের কথা শুন এক চিত্ত করি।[২১]
রশি ধরি পুষ্প রুপিছে সারি সারি।
সুবর্ণ[২২] ইটাতে বান্ধা পুষ্পের কেয়ারী[২৩] ॥
সুবর্ণের[২৪] বেড়া তাতে সুবর্ণের ধারি।
নানা জাতি পুষ্প তাতে আছে সারি সারি।
সুবর্ণের[২৪] বৃন্দাবন সুবর্ণের[২৪] আকার।
পুষ্প নাহি বৃন্দাবনে সব অন্ধকার ॥
যে হৈতে ওসমা গেছে পাতাল ছাড়িয়া।
সেহি হৈতে বৃন্দাবন আছে অন্ধ হয়া ॥
তার পুত্র যুলহাউস বৃন্দাবনে আইল।
হাউসেক দেখিতে পুষ্প বিকশিত হৈল ॥
সুবর্ণ[২২] আকার ফুটিল সর্ব ফুল।
ফুল আর হাউস যেন এক সমতুল ॥
স্থানে স্থানে[২৫] দালান মঠ মানিক প্রবাল।
অমূল্য পাথর দীপ্ত নাহি অন্ধকার ॥
সোনা রূপা বান্ধন এ দুই জাঙ্গাল।
সুবর্ণের[২৪] গাছ তাথে মুকতার ডাল ॥

১. আ-ফন্দ। ২. আ-জলি। ৩. আ-গর্ব্বে। ৪. আ-মিন্যতি। ৫. আ-রিল। ৬. আ-সর্প্যরূফ। ৭. আ-দোজকে। ৮. আ-প্রতয়। ৯. আ-সুরাক। ১০. আ-মাইলানির বিন্দাবোনে। ১১. আ-মাইলানি। ১২. আ-বিদ্বমান। ১৩. আ-শর্প্য। ১৪. আ-সুকুর। ১৫. আ-এ পদ নেই। খ-পুঁথি থেকে গৃহীত পাঠ। ১৬. আ-বিড়ম্বিল। ১৭. আ-অচৈত্তন। ১৮. আ-অত্ন য়ভরন সব ষুর্জ্জ মনি জলে। ১৯. আ-নিরাঞ্জ। ২০. আ-স্বৌরি। ২১. আ-বিন্দাবোনের কতা ষুন এক চিত্য করি। ২২. আ-সোবর্ণ্ন্য। ২৩. আ-কেওারি। ২৪. আ-সোবর্ণ্ন্যের। ২৫. আ-স্তানে২।

নানা বর্ণের[১] ফুল তাথে দেখিতে নির্ম্মাণ[২]।
সুবর্ণের[৩] গাছে ধরে মানিকের ফল ॥
নানা বর্ণের ফল ফুল হৈল অবতার।
স্বর্গ[৪] মর্ত[৫] বৃন্দাবন লাগিছে জ্বলিবার ॥
তারা যেন ফুটিছে ফুল শুনহ[৬] সত্বর।
তার তলে হাউস যেন, জ্বলে দিবাকর ॥
আকাশের চন্দ্র যেন নামিছে ভূমিত।
চারিদিকে পুষ্প যেন তারা বিকশিত ॥

---

১. আ-বর্ণ্ণের। ২. আ-নিষ্মান। ৩. আ-সোবর্ণ্ণের। ৪. আ-সগগ। ৫. আ-মর্থে। ৬. আ-ষুনহ সৎর।

এখানে এই পালার ক-পুঁথির পাঠ দেওয়া হল। যথা : (সংশোধিত পাঠ)

আরদিন যুলহাউস বাদশার দরবারেত গেল।
বাছা বাছা বলে বাদশা কোলে তুলি নিল ॥
আহা বাছা যুলহাউস বলি তোমার তরে।
অখনে বাদশাই কর ভক্তের উপরে।
আইস বাছা যুলহাউস বৈস মোর কাছে।
আমার বাদশাই তোমাক ভাল সাজে ॥
দিবস কএক বাদশাই কর তুক্তের উপরে।
তোমার দোহাই ফিরুক সকল শহরে ॥
যুলহাউস কহে কথা পিতার মুখে শুনি।
স্তনের ছাওয়াল আমি বাদশাই কিবা জানি ॥
রচে মিরা সৈয়দ হালু গাযীর রচনা।
একবার আল্লার নাম বল সর্বজনা ॥
দিসা : বলি পাষানিঞা হিয়া তনু।
পাথার বান্ধিয়া ॥

পদ

অখন শিকার করিতে মিঞা জাবে ঘোর বনে।
একেলা না জাএ বনে মিঞার কেহ নাহি সনে ॥
লোকদার পাগড়ী বান্ধে চারি চন্দ্র দোলে।
মানিক কনকা দোলে তাহার উপরে ॥
হেটেত পরিল নিমা বাহিরে দোতাই।
তাহার উপরে পরে লক্ষের কাবাই ॥
বানাতের পেটারী বান্ধে কাটারী খুসিয়া।
বিচিত্র পটুকা দিয়া কমর বান্ধিয়া ॥
পঞ্চ হাতি আর বান্ধে যেন জমকাল।
আগে পাছে লটকায়া দিল মেঘবর্ণ ঢাল ॥
যাত্রা করে যুলহাউস ভাবি পরবার।
যাত্রা কালে পাইল ডান নাকে স্বর ॥
শিকার করিতে মিঞা গেল ঘোর বনে।
দৈব যোগে দেখা হৈল অজাগরের সনে।
আহা বলি দারুণ সর্প বলি তোমার তরে।
যাত্রা কালে সমুখে আইলা কিসের খাতিরে ॥
মার ধর যুলহাউস বলে উচ্চৈঃস্বরে।
ক্ষিপ্ত বাদশার পুত্র কে রাখিতে পারে ॥
সর্পেক মারিতে কারণ শমশের খুলিল।
সর্পে বলেন আমার মউত হইল ॥
আগে পাছে মরণ জাব যমঘর।
যে হইক সে হউক দিব এক উত্তর ॥

না মারিও ভাই মোকে প্রাণ রক্ষা কর।
তোকে লয়া জাব আমি পাতাল নগর ॥
পাতাল নগরে তোকে জাব লইয়া।
জঙ্গ রাজার কন্যার সঙ্গে করাইব বিয়া ॥
সর্পের মুখেতে শুনি মনুষ্যের প্রবন্ধ।
গিলাপ করিল শমশের খেমা দিল ক্রোধ ॥
যুল হাউস বলে সর্প শুন প্রাণ ভাই।
পাতাল শহর আমি কভু দেখি নাই ॥
পাতাল শহরে মোকে কেমনে যাবে লয়া।
কি মত করি রাজকন্যার দিবে বিয়া ॥
সর্পে বলে যুলহাউস শুন বিনোদিয়া।
পাতালে লইব তোমাক উদরে করিয়া ॥
পাতাল সহরে তোকে যাব লয়া।
অবশ্য রাজ কন্যার সঙ্গে করাইব বিয়া ॥
এতেক শুনিঞা হাউস উঠিল গর্জিয়া।
তোর উদরে পুশিলে যাইব মরিয়া ॥
সর্পে বলে যুলহাউস শুন প্রাণভাই।
তোকে অন্যমত জানি আল্লার দোহাই ॥
এতেক শুনিঞা হাউস পাইল এতবার।
যার নামে বান্ধা আছে সয়াল সংসার ॥
আল্লা নবীর নাম দুনিঞার সার।
তাহার দোহাই রদ দিলে হৈব গুণাগার ॥
সর্পে বলে যুলহাউস শুন দিয়া মন।
অখনকার কথা নহে কপালের লিখন ॥
যাহার লিখিছে বিধি কপালের পরে।
সেহি বিধি দুঃখ দিলে কে খণ্ডাইতে পারে ॥
যুলহাউস বলে ভাই শুন মোর বাণী।
আল্লার নাম লয়া নামাজ পড়ি আমি ॥
অযু বানাঞা পবিত্র কর্ল ঈমা।
আল্লার যিগির পড়ে নবীর কলেমা ॥
দোগানা নামাজ পড়ি জোর করি হাত।
নামাজ আদাএ করি করিল মোনাজাত ॥
যুলহাউস বলে আল্লা শুন মোর বাণী।
তোমার নামে পাতালে জাব দয়া ছাড় জানি ॥
পাতাল সহরে জাব লয়া তোমার নাম।
তোমার নামে পাতালে জাব পুরাবে মনস্কাম ॥
এতেক বচন মিঞা হাউসে বলিল।
একবার আল্লার নাম হৃদয়ে জপিল ॥
আসা লয়া হাতে খড়ম দিল পাএ।
আল্লা আল্লা বলি মিঞা মাঙ্গিল বিদাএ ॥

হাউসের বর্ণে ফুল কি কহিব ভাল।
পাতাল সহর পুরী সব হৈল আলো ॥
কতেক কহিব আর সে সব বাখান।
সেহি কালে রাত্রি তবে হইল বিহান
রাত্রি পোহাইল যদি ফজর হইল।
পাতাল সহরের লোক সকলে উঠিল
[২ পালা সমাপ্তঃ]

আইস বলিয়া সর্পে হাউসেক ডাকিল।
আসিয়া দারুণ সর্প মুখ প্রসরিল ॥
বিসমিল্লা বলি মিঞা উদরে পশিল।
আকাশের চন্দ্র যেন আউছ ছাপাইল ॥
যে হৈতে যুলহাউস পাতালেত গেল।
বৈরাট সহর খান অন্ধকার হৈল ॥
তিন দিন তিন রাত্রি হাঁটে ঘোর বনে।
রাহার দোসর কেবল অজাগর সনে ॥
সর্পে বলে যুলহাউস শুন প্রাণের ভাই।
অখন পাতালে আইলা কোন চিন্তা নাই ॥
আল্লা আল্লা বলি মিঞা জমীনে নামিল।
হাউসের রূপে পাতাল উজ্জ্বল হইল ॥
পাতাল সহর দেখি ধন্য ধন্য বলে।
মনুষ্য হয়া এমত গ্রাম বানাল কেমনে ॥
সুবর্ণে বান্ধিছে ঘর সুবর্ণ দেওয়াল।
শ্বেত চামর দিয়া ছাইছে ঘরের চাল ॥
কাহার পুষ্কণির পানি কেহ নাহি খাএ।
ঘোড়াতে চড়ি সব প্রজা বেড়াএ ॥
যাবত পুষ্কণি দেখি হীরা বান্ধা ঘাট।
প্রতি ঘরে ঘরে আছে হীরার কপাট ॥
সর্পে বলে যুলহাউস শুন মোর বচন।
অখন পাতালের কথা শুন দিয়া মন ॥
ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম ব্রাহ্মণ কুলে বেটা।
মুসলমান দেখিলে ইহার হএ কাল খোঁটা ॥
যদি লাগ পাএ রাজ্যে কোন মুসলমান।
গোসাঞীর আগে কাটি দেএ বলিদান ॥
মুসলমানের কথা যদি শুনিবার পাএ।
তেরাত্রি করিয়া ইহারা কিছু খাএ ॥
সর্পে বলে যুলহাউস শুন মনদিয়া।
পাতাল নগরে তোরে আনিল তুলিয়া ॥
অখনে জিনি রাজ্য পাঁচতোলাক কর বিয়া।
যুলহাউস বলে সর্প শুন মনদিয়া ॥
তবে কেনে আনিলা মোকে সত্য করিয়া।
কি মতে রাজ কন্যাকে করিব বিয়া ॥
ইষ্টমিত্র বাপমাও সকল হৈলি ভিন্ন।
আগুনের মাঝে যেন ফালায়া দিল তিন্ন্য ॥
দূরে রয়া অজাগর অকুলে দিল দেখা।
হের দেখ রাজবাড়ি উড়াএ ফারাটা ॥
কথা বার্তা কহিতে বিলম্ব হয়া গেল।
দেখিতে দেখিতে সর্পে শূন্যে মিলাইল ॥
সর্প না দেখি হাউস ভাবে মনে মন।
বিষাদ ভাবিয়া হাউস জুড়িল ক্রন্দন ॥
যুলহাউস বলে আল্লা বলি তোমার তরে।
তোর নাম লয়া আইলাম পাতাল নগরে ॥
কান্দিতে কান্দিতে মিঞা করিল গমন।
মালিনীর পুষ্পবনে দিল দরশন ॥
ফুল বৃন্দাবন দেখি ধন্য ধন্য বলে।
মালিনী হয়া এমত বাগ বানাইল কেমনে ॥
একবার আল্লার নাম বল সর্বজন।
আসমানে তোলাইল যদি মন্দা মন্দা বাও।
বৃন্দাবনে হাউস হিলাইল গাও ॥
আনন্দে যুলহাউস গাও হিলাইল।
আসিয়া দারুণ নিদ্রা চক্ষে লাগি গেল ॥
রজনী পোহায়া গেল হইল বিহান।
রাখালে মেলেধেনু ক্ষেতে জাএ কৃষাণ ॥
বৃন্দাবনে হাউস নিরাঞ্জন স্মরি।
বৃন্দাবনের কথা শুন এক চিত্ত করি ॥
সুবর্ণ ইটাতে বান্ধা পুষ্পের কেয়ারী।
সুবর্ণের বেড়া তাতে সুবর্ণের ধারি ॥
নানা জাতি পুষ্প তথা রূপিছে সারি সারি।
সুবর্ণ বৃন্দাবন সুবর্ণ আকার ॥
পুষ্প নাহি বৃন্দাবনে সব অন্ধকার।
যে হইতে ওসমা গেছে পাতাল ছাড়িয়া।
সেহি হৈতে বৃন্দাবন আছে অন্ধ হয়া ॥
তার পুত্র যুলহাউস বৃন্দাবনে আইল।
হাউসেক দেখি পুষ্প বিকশিত হৈল ॥
সুবর্ণ আকার ফুটিল ফল ফুল।
ফুল আর হাউসের রূপ একহি সমতুল ॥
স্থানে স্থানে দালান মঠ মাণিক প্রবাল।
অমূল্য পাথর দিব্য নাহি অন্ধকার ॥
সোনার উপরে বান্ধা এ দুই জালাল।
সুবর্ণের গাছ তাতে মাণিকের ডাল ॥
নানা বর্ণ ফুল তাতে দেখিতে নির্মাণ।
উড়ি পড়ি ভ্রমর তাতে করিছে ব্যাখান ॥
নানা বর্ণের ফুল হইল অবতার।
স্বর্গ মর্ত বৃন্দাবন লাগিছে জ্বলিবার ॥
তারা...ফুটিল ফুল সুনহ সংবাদ।
সেহিমত হাউস যেন পূর্ণিমার চান্দ ॥
আকাশের চন্দ্র যেন নামিল ভূমিত।
বৃন্দাবনে শুইয়া আছে যেন ভানু প্রকাশিত ॥
হাউসের বর্ণে ফুলের বর্ণ কি কহিব ভাল।
পাতাল সহর পুরী সব হৈল আলো ॥
কতেক কহিব আর ফুলের বাখান।
সেহি কালে রাত্রি হইল বিহান ॥
রাত্রি পোহায়া যদি বিহান হইল।
পাতাল সহরের লোক সকলি উঠিল ॥

৩ পালা

পাতাল সহরের কথা শুন বিবরণ।
পাতাল সহরের প্রজা সকলি ব্রাহ্মণ ॥
রাজা প্রজা মহাজন গৃহস্থ[১] কাঙ্গাল।
ব্রাহ্মণ বিনে শূদ্র[২] নাহি সহর পাতাল ॥
সকলে চৈতন হয়া উঠিল বিহানে।[৩]
প্রাতঃক্রিয়া করিতে লোক চলিল মৈদানে ॥
প্রাতঃক্রিয়া[৪] করিয়া লোক আইল গৃহেতে[৫]।
তবে গিয়া[৬] ব্রাহ্মণী সব উঠিল শয্যা[৭] হৈতে ॥
শয্যা[৭] হৈতে উঠি সব বাহির[৮] হইল।
স্নন করিতে সবে তখনে চলিল ॥
স্নান করিতে সবে করিল গমন।
অঙ্গে পরিধান তার রত্ন অভরণ ॥[৯]
সারি সারি ব্রাহ্মণীগণ[১০] চলিল হাঁটিয়া।
অঙ্গ হৈতে[১১] রূপ গুণ পড়ে উভারিয়া[১২] ॥
কাঁকেত সুবর্ণ[১৩] কুম্ভ হস্তে জলের[১৪] ঝারি।
একেক[১৫] ব্রাহ্মণী জেন স্বর্গের[১৬] বিদ্যাধরি[১৭] ॥
পথে[১৮] চলি জাএ সবে নানান থেকারে।
এক জনার রূপে পারে সংসার[১৯] মজাইবারে ॥
কতেক কহিব আর ব্রাহ্মণীর বাখান।
এহি রূপে[২০] ব্রাহ্মণী সব ধরিল জোগান ॥
চলিল ব্রাহ্মণী সব স্নানের কারণ।
সেহি সরোবরের[২১] ঘাটে মালিনীর বৃন্দাবন[২২] ॥
বৃন্দাবন[২২] দেখিয়া সবে হইল বিভোল[২৩]।
আজি কেনে বৃন্দাবন[২২] এমত উজ্জ্বল[২৮] ॥

পুষ্প[২৫] নাম নাহি ছিল ছিল[২৬] অন্ধকার।
স্বর্গ মর্তে[২৭] বৃন্দাবন লাগিছে জ্বলিবার[২৮] ॥
এহি বলি ব্রাহ্মণী সব ভাবিতে লাগিল।
না জানি মালিনীর[২৯] ভাগ্যে কোন দেব আইল ॥
দেবতার বরে বনের শাপ[৩০] খণ্ডিল।
সেহিশে কারণে পুষ্প[৩১] বিকশিত হৈল ॥
বৃন্দাবন দেখি সব আনন্দ অপার।
চল চল জাই সবে[৩২] পুষ্প দেখিবার ॥
এহি বলি আইল সবে বৃন্দাবন মাঝে[৩৩]।
পরিধান বস্ত্র যেন দেখিতে ভাল সাজে ॥[৩৪]
দেড় প্রহর বেলা তবে হইল গগনে।
যুলহাউস শুইয়া আছে সেহি বৃন্দাবনে ॥
পুষ্প গন্ধে বৃন্দাবন হয়াছে মোহিত[৩৫]।
ভমরা গুঞ্জরে[৩৬] যে গর্ন্ধব সহিত ॥[৩৭]
সুবাসিত বাও[৩৮] বহে পুষ্পের বাগানে।
নিদ্রেএ অচেতন[৩৯] হাউস কিছু নাহি জানে ॥
সেহিকালে ব্রাহ্মণী সব আইল সেহিস্থান।
হাউসেক দেখিল যেন চন্দ্রের সমান ॥
আকাশের চন্দ্র যেন নামিছে ভূমিত।
রূপ দেখি ব্রাহ্মণী সব হইল মূৰ্ছিত[৪০] ॥
কতেকক্ষণ[৪১] অন্তরে সব চেতন[৪২] পাইল।
তজবিজ করিয়া সবে দেখিতে লাগিল ॥
জিজ্ঞাসা[৪৩] করিয়া দেখে ব্রাহ্মণী[৪৪] গণ।
আকাশ হইতে চন্দ্র[৪৫] আইল কি কারণ ॥

১. আ-গ্রিহস্ত। ক-গ্রিস্থহ। খ-এ পালার অন্তে পাদটীকায় দেওয়া ২০টি পদ ছাড়া অন্য পদ নেই। ২. আ-সুদ্র। ক-ষুদ্র। ৩. ক-সকল লোক চৈতন পায়া উঠে বিহানে। ৪. আ-প্রাতক্রিয়া। ক-প্রাতেক কৃয়া। ৫. আ-গ্রিহেতে। ক-ঐ। ৬. আ-গ্যা। ক-গৃহীত পাঠ। ৭. আ-সর্য্যা। ক-ঐ। ৮. ক-বাহিরে আইল। ৯. আ-রঙ্গে পরিধ্যান তার অন্ত অভরণ। ক-সর্ববাঙ্গে পরিঘান সবে রত্ন অভরণ। ১০. ক-সব। ১১. আ-রঙ্গে হৈ। ক-গৃহীত পাঠ। ১২. ক-উভরিয়া। ক-গৃহীত পাঠ। ১৩. আ-সোবন্নো কলস। ক-সোবন্ন্য কুম্ভ। ১৪. ক-সোনার। ১৫. আ-এহেক। কু-গৃহীত পাঠ। ১৬. আ-সর্গ্যের। ক-ঐ। ১৭. আ-বিদ্বাধরি। ক-ঐ। ১৮. আ-পতে। ক-চলি জাএ পতে সবে। ১৯. ক-সংঙ্গসার জিনিবারে। ২০. ক-মতে। ২১. আ-সরবরের। ২২. আ-বিন্দাবোন। ক-সেহি ঘাটের নিকটে মাইলানির বিন্দাবোন। ২৩. ক-চমতকার। ২৪. আ-উর্য্যল। ক-আইজ কেনে বিন্দাবোন উত্তম উজাল। ২৫. আ-পুষ্ফ নাম। ক-পুষ্ক নামে। ২৬. ক-সব। ২৭. আ-সর্গ্নে মর্থে। ক-সগর্গ্র পাতাল। ২৮. আ-জলিবার। ক-ঐ। ২৯. আ-মাইল্যানির ভার্গ্যে। ক-মাইলানির ভার্গ্যে। ৩০. আ-শ্রাপ বা ত্রাপ। ক-দেবতার প্রসাদে বানের ত্রাপ। ৩১. সেহি কারণে পুষ্ফ সব। ৩২. আ-চল জাই। ২. ক গৃহীত পাঠ। ৩৩. ক-বিন্দাবোনের মাঝার। ৩৪. ক-নানান বর্ণ্যে পুষ্ফ তথা হইছে অবতার। ৩৫. ক-আমোদিত। ৩৬. আ-কুহলে। ৩৭. ক-ভ্রমরা গুঞ্জরে গন্ধর্বর গাএ গিত। ৩৮. ক-বায়। ৩৯. আ-অচৈতন। ক-আকুল। ৪০. আ-মুছিছত। ক-মূরছিত্ত। ৪১. আ-কতেক্ষণ। ক-কতেকক্ষণ। ৪২. আ-চৈতন। ক-ঐ। ৪৩. আ-জিগ্যাসা। ক-ঐ। ৪৪. আ-ব্রাহ্মণি কতজন। ক-গৃহীত পাঠ। ৪৫. আ-চন্দ্র এথা।

অজ্ঞান[১] ব্রাহ্মণী সবে জ্ঞান[২] নাহি ধড়ে।
চন্দ্র চন্দ্র বলি সবে আইল নিয়ড়ে ॥
চন্দ্র চন্দ্র বলি সবে হাসেন[৩] উল্লাসে।
আকাশ হৈতে নামিছে ভূমে[৪] রাহুর তরাসে ॥*
—সরিপমামুদ ১২৩০ সন

বৃন্দাবনে পুষ্পগন্ধে মোহিত[৫] হইয়া।
নিদ্রা জাএ মহারঙ্গে[৬] কত সুখ পায়া ॥
আর এক ব্রাহ্মণী দেখি মনে মনে হাসে।
কেমন করি চন্দ্র বল হস্ত পদ আছে ॥
তাহা শুনি ব্রাহ্মণী সব চমৎকার হৈল।
নিরখিয়া নিরখিয়া সবে দেখিতে লাগিল ॥
সূর্য[৭] পানে চাহিতে যেমন চক্ষে লাগে তালি ॥
হাউসেক দেখিয়া সবের চক্ষে লাগে ঝিলি[৮]।
এহি[৯] মত প্রকারে সব হাউসেক ধিয়াএ।
আকাশ ভাঙ্গি মর্তে পৈলে চন্দ্র হবার নএ ॥
আর এক ব্রাহ্মণী সকলেক কএ।
কৈলাস হৈতে হর-গৌরী আসিছে নিশ্চয়[১০] ॥
সবে বলে হর-গৌরী আইল এহি ঠাঞি।
জিজ্ঞাসা[১১] করিয়া দেখ মাথে জটা নাঞি।
চন্দ্র নাহি পাএ সবে বলে হাএ হাএ।
আকাশ ভাঙ্গি মর্তে পৈলে চন্দ্র হবার নএ ॥
আর এক ব্রাহ্মণী বলে শুন মোর ঠাঞি।
মনুষ্য রূপ দেখি ইহাক চৈতন্য করাই ॥
আর এক ব্রাহ্মণী কহে শুন মন দিয়া।
চৈতন্য করাইলে চলি জাইবে উড়িয়া ॥
আর এক ব্রাহ্মণী বলে শুনহ উচিত।
সর্পেক চুম্বর[১২] করিতে নহেত উচিত।
চৈতন্য পাইয়া জদি চক্ষু[১৩] মেলি চাএ।
চক্ষু[১৩] মেলি চাইলে কারর জাতি রবার নএ ॥
এতবড় দারুণ রূপ দেখিতে ভএ বাসি।
জতিকুল জিনিবে সবার চন্দ্র মুখের[১৪] হাসি ॥
জাতিকুল জাবে সবের এ রূপ দেখিয়া।
না জানি বা কথা[১৫] কহে কতেক মধু দিয়া ॥
এহিরূপে দেখে সবে হাউসের বয়ান।
হাউসের রূপ দেখি আউলাইল পরাণ ॥
বিষম দারুণ রূপ করে ঝলমল।
চান্দেতে মলিন আছে তাহাতে উজ্জ্বল[১৬]।
আর এক ব্রাহ্মণী সবার তরে কএ।
তোমরা মনুষ্য[১৭] বল মনুষ্য[১৭] হবার নএ ॥
চিনিতে না পারে কেহ বলে সাতপাঁচ[১৮]।
মালিনীর ভাগ্যে[১৯] উঠিছে চান্দের গাছ ॥
গগনেতে এক চন্দ্র সর্বলোকে জানি।
কে রূপিল চন্দ্রের গাছ বৃন্দাবনে আনি ॥
চন্দ্রের গাছ বিনে ইহার আর চিহ্ন[২০] নাঞি।
কেহ কেহ বলে শুন মালিনীক জানাঞি ॥
কেহ কেহ বলে শুন বান্ধা[২১] ঘাটে জাই।
স্নান করিতে জাইব [চল] সেহি ঠাঞি ॥
এতেক বলিতে বেলা দুই প্রহর হৈল।
স্নান করিতে সবে বান্ধা ঘাটে গেল ॥
স্নান করিতে সবে ঘাটেত নামিল।
নানান থেকারে সবে ব্রাহ্মণী সারি সারি।
সুবর্ণ ইটাতে বান্ধা ঘাটের মহরি ॥
এহিমতে ব্রাহ্মণী সব ঘাটেত আইল।
স্নান করিতে সব ঘাটেত নামিল ॥
হাউসেক দেখিয়া কাহার স্থির[২২] নহে মন।
অল্প অল্প[২৩] নাম জপ[২৪] করিল অকারণ ॥
স্নান করিয়া সবে শীঘ্র উঠিল।
মালিনীক বার্তা[২৫] দিতে শীঘ্র চলিল ॥

দিসা : বোনরে মালিনী আয়লো সইলো।
ও ঘর হৈতে বারাইও জলের ছলে ॥[২৬]

১. আ-অগ্যান। ক-ঐ। ২. আ-গ্যান। ক-ঐ। ৩. আ-উর্ল্লসিত হাসে। ক-হাসেন উর্ল্বাসে। ৪. আ-ভুহ্মে রাউএর তরাসে। ক-ভুহ্মে নামিছে রাহুর তরাসে। ৫. আ-মহিত। ক-ঐ। ৬. ক-মহাসুকে কত অঙ্গ পায়া। ৭. ষুর্যের্য্যর। ক-ঐ। ৮. আ বালি। ক-ঝিঁলি। ঝিলিক অর্থে। ৯. এখানে আদর্শের পুঁথিতে নিম্নলিখিত আট চরণ ছাড়া আর কোন বর্ণনা নেই। এ আট পদের পরে জঙ্গ রাজার দরবারে হাউসের গমনের কথা আছে। এখান থেকে ৪ পালার শেষ পর্যন্ত বাকি পদগুলি ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। * পাণ্ডুলিপিতে আছে : সরিপ মাহমুদ ১২৩০ সাল।

আ—রছিল জে পুরখিনেত হৈল উদাম। লঙ্কাখালি হৈল জে রাবণ বধে রাম ॥
এহিমতে রার্য্যে সবে চিত্ত নিভারিয়া। হাউসেক কথা শুন চিত্ত হয়া।
কহে মিরা ছৈয়দ হেলু ভাবিয়া খোদাএ। একবার বোল আর্ল্লা জদি মনে লএ।
তথা হৈতে যুল হাউস করিল গমন। রাজার দরবারে জায়া দিল দরশন ॥

১০. ক-কর্ষ্চিত্র। ১১. জিগ্যাসা। ১২. চুম্বন। ১৩. ক-চক্ষ। ১৪. ক-মুক্ষের। ১৫. ক-কতা। ১৬. ক-উর্জ্জ্যল। ১৭. মনস্য। ১৮. ক-ছাচপাচ। ১৯. ক-ভার্গে। ২০. ক-চিন্বি। ২১. ক-বার্ন্ধা। ২২. ক-স্তির। ২৩. ক-অলপ্প অলপ্প। ২৪. ক-জাপ। ২৫. ক-বাত্রা। ২৬. ক-বোন্যরে মালিনী আলো সইলে। ও-ঘরে হৈতে বারাইও জলে ছলে।

পদ।

ঘরেত বসিয়া আছে সুন্দর মালিনী[১]।
সেহি কালে গেল তথা সকল ব্রাহ্মণী ॥
ব্রাহ্মণী বলে মালিনী কি কর বসিয়া।
বৃন্দাবনে জাহ তুমি শীঘ্র চলিয়া ॥
আর কি কহিব [তোরে] বৃন্দাবনের কথা।
তোর বৃন্দাবনে আইল স্বর্গের[২] দেবতা।
যত পুষ্প হৈছে তার নাহিক শুমার।
আজি হৈতে খণ্ডিল তোর যত দুঃখ ভার।
এহিক্ষণে জাহ [তুমি] বৃন্দাবন[৩] মাঝ।
তোর বৃন্দাবনে হৈছে চান্দের গাছ ॥
সবে বলে মালিনী জাহ এহিক্ষণে।
আকাশের চন্দ্র যেন আসিছে বৃন্দাবনে ॥
সত্য করি কহে [সব] মালিনীক লাগিয়া।
বিলম্ব দেখিলে আজি জাইবে ছাড়িয়া ॥
এহি বলি ব্রাহ্মণী সব হইল বিদাএ।
শুনিঞা সুন্দর মালিনী তখনে চলি জাএ ॥
ব্রাহ্মণীর মুখে শুনি উল্লসিত[৪] মনে।
আমার ভাগ্যে[৫] পুষ্প [বুঝি] ফুটিছে বৃন্দাবনে ॥
সুবর্ণের সাজি লইল হস্তেত করিয়া।
বৃন্দাবনে জাএ মালিনী স্নান করিয়া ॥
বৃন্দাবনে মালিনী [তবে] গেল ভাল।
হাউসের রূপে বৃন্দাবন হয়েছে আলো ॥
পুষ্প দেখি মালিনী হরষিত হৈল।
সমুখে জায়া হাউসেক দেখিল ॥
হাউসেক দেখি মালিনী ভাবে মনে মনে।
এ কোন ফুলের গাছ হৈছে বৃন্দাবনে ॥
এহি বলি গেল তথা মালিনী সুন্দরী।
এ কি জাতি ফুল চিনিতে না পারি ॥
জিজ্ঞাসা[৬] করি মালিনী চাহে চারে পাশে।
ফুল নহে মনুষ্যের বালা শুইয়া[৭] যে আছে ॥
মনুষ্যের[৮] রূপ দেখি ভাবে মনে মন।
মনুষ্যের[৮] পুত্র নহে বিধির নন্দন ॥
আদ্য দেব হএ কিবা গন্ধর্ব কিন্নর[৯]।
হরের কার্তিক কিবা দশরথ কোঙর ॥
এহি সব মাইলানি করে অনুমান।
ত্রিভুবনে দিতে নাহি ইহার বাখান ॥

হাউসেক দেখি তবে করে ভাবাগুণা।
সংসারে দিতে নাহি ইহার তুলনা[১০] ॥
রূপ দেখি মালিনী ত্রাসিত হৈল মনে।
ইহাক চৈতন্য আজি করাব কেমনে ॥
মনে মনে মালিনী করে নানা যুক্তি।
চৈতন্য করাব আজি যে করুক পার্বতী ॥
এহি বলি ধরিল হাউসের পাও।
উঠরে সোনার চাঁদ কত নিদ্রা জাও ॥
এহি বলি মালিনী হাউসেক ডাকিল।
নিদ্রাতে আছিল হাউস চৈতন্য পাইল ॥
চৈতন্য পায়া হাউস চক্ষু মেলি চাইল।
মালিনীকে দেখিয়া হাউস ধন্দ হয়া রৈল ॥
নিঃশব্দ[১১] রহিল (হাউস) নাহি কাড়ে রাও।
নিদ্রাকারে[১২] হাইম ছাড়ে মোচড়ে সর্ব গাও ॥
হাউসেক দেখি মালিনীর আকুল পরাণ।
যত্ন[১৩] করিয়া পুছে হাউস বিদ্যমান[১৪] ॥
শুনহ সুন্দর বালা হও কোন জন।
কোন অভিলাসে তোমার এথাতে গমন ॥
রূপ গুণ দেখি যেন গন্ধর্ব[১৫] কুমার।
মোহিত[১৬] হৈল দেব দেখিয়া তোমার ॥
নির্মাণ[১৭] কমল তনু সুখের[১৮] শরীর।
কি হেতু পাতালে আইলা মহাবীর ॥
চম্পার কলিকা যেন জ্বলে[১৯] হাত পাও।
কতবা বিনিঞা কান্দে তোর বাপ মাও ॥
কি জানি কোথাবা জাই কোন নারীর আশে।
কত নারী আড়ি করি ছাড়ি আইলা দেশে ॥
যদি গন্ধর্ব কন্যা করি থাক বিয়া।
সে নারী বঞ্চিত ঘরে কিবা ধন লয়া ॥
কহত সুন্দর বর স্বরূপ[২০] উত্তর।
যথার্থ বচন বল কাহার কোঙর ॥
কোন কার্য[২১] কোন আশে তোমার গমন।
সত্য করিয়া কহ সব বিবরণ[২২] ॥
তবে বীর যুলহাউস উঠিয়া বসিল।
বিবরিয়া[২৩] সব কথা কহিতে লাগিল ॥
বৈরাট নগরে মোর আছে বাড়ি ঘর।
আমার বাপের নাম বাদশা সেকন্দর ॥
বাড়ি বেড়ি দিছে মর্দ[২৪] অষ্ট লোহার গড়।
চন্দ্র সূর্য ধরিয়া বাদশা গণিয়া নিছে কর ॥

---

১. ক-মাইলানি। ২. ক-সর্গ্যের। ৩. ক-বিন্দাবোনের মাঝার। ৪. ক-উলাসিত। ৫. ক-ভার্গে। ৬. ক-জির্গাসা। ৭. ক-শুইছে বাগানে। ৮. মনস্যের। ৯. কীনোর। ১০. তুর্ম্বনা। ১১. ক-নিসব্দ। ১২. ক-নিদ্রাঘুমে। ১৩. ক-জত্নন। ১৪. ক-বির্দ্দমান। ১৫. ক-গন্দ্রব। ১৬. ক-মহিত। ১৭. ক-নিৰ্ম্মান। ১৮. ক-যুকের। ১৯. ক-জলে। ২০. ক-শরূপ। ২১. কার্জ্জে। ২২. ক-বিভরণ। ২৩. ক-বিভরিয়া। ২৪. ম্রর্দ্দ।

বলি রাজার কন্যা ওসমা অনুপাম।
তাহার গর্ভে[১] জন্ম মোর যুলহাউস নাম ॥
পাতালে আইনু [আমি] ইকাজ্য লাগিয়া।
জঙ্গ রাজার কন্যা পাঁচতোলাক করিতে বিয়া ॥
এহি কারণ আইলু এথা শুন মোর বাণী।
আমার কথা ফুরাইল তোমার কথা শুনি ॥
মালিনী বলে কিবা পুছ অভাগিনীর পুত।
পর ভিন্ন[২] নহ মোর বহিনের পুত ॥
ওসমার পুত্র তুঞি আমি[৩] ধন্দ বাসি।
তুমি আমাকে চিন না আমি তোর[৪] মাসী ॥
তোমার মাও ওসমা ছোট বহিন আমার।
কাহার বুদ্ধে[৫] আইলা এথা প্রাণ হারাইবার ॥
বাপ মাও ছাড়ি আইলা পাতাল নগরে।
পিতা মাতা কান্দি মৈল তোমার খাতিরে ॥
উঠরে অভাগার[৬] বাছা মোর কোলে আএ।
কত বা বিনিঞা কান্দে তোর বাপ-মাএ ॥
আপন ইচ্ছাএ আসি নাই সর্পে আইল লয়া।
জিনিব পাতাল নগর পাঁচতোলাক করিব বিয়া ॥
মালিনী বলেন বাচা মন নাহি বান্ধে।
যবনের সাথে কি ব্রাহ্মণের বিভা হছে ॥
ব্রাহ্মণ রাজা (ব্রাহ্মণ) প্রজা ব্রাহ্মণ কোতাল।[৭]
ব্রাহ্মণ নায়েব কর্মচারী প্রজা সকল ॥[৮]
সুবর্ণ[৯] সাজি ভরি পুষ্প উঠাইল।
হাউসকে কোলে করি গমন করিল ॥
হস্তে পুষ্প কোলে হাউস মালিনী সুন্দরী।
আনন্দ হৃদয় দোহে জাএ নিজ পুরী ॥
হাউসের রূপে পৃথি করে ঝলমল।[১০]
সাগর উথলে যেন সংসার[১১] উজ্জ্বল ॥
ছাপায়ে নিল মালিনী নেতের আঁচলে।
তদাচ[১২] হাউসের রূপ চন্দ্র ভানু জ্বলে[১৩] ॥
আপনার গৃহে[১৪] (তবে) মালিনী আইল।
উত্তম বাসা করি হাউসেক রাখিল ॥
এহি মতে মালিনী আইল চলিয়া।
মালিনীর ঘরে আইল হাউস বিনোদিয়া ॥
পুরী দেখি যুলহাউস আনন্দিত মন।
ঘরে ঘরে নাট গীত এ বাদ্য বাজন ॥

রাত্রি দিবা গাহেন কীর্তন[১৫] মৃদঙ্গের ধ্বনি।
স্বর্গের[১৬] গন্ধর্বগণ ভাবকী নাচনী ॥
যত দুঃখ হাউস পাতালেতে আইল।
পাতাল সহর দেখি আনন্দিত হৈল ॥
সুবর্ণ ঘর দ্বার সুবর্ণ নাটশালা।
স্থানে স্থানে মণ্ডপ[১৭] সুবর্ণ চৌপালা ॥
মৃত্তিকা[১৮] কাঁচের চাল রত্নমএ পুরী।
চন্দ্রগিরি পর্বতে প্রমাণ দিতে নারি ॥
ঘরে ঘরে পুষ্করিণী[১৯] সোনা বান্ধা ঘাট।
কহিবার সীমা নাহি নগরের ঠাট ॥
নিকৃষ্ট[২০] লোক যত নগর ভিতর।
তাহার আওয়াসে[২১] আছে সুবর্ণ পঞ্চ ঘর ॥
নানা পুষ্প তরুবর তাহার আওয়াসে[২১]।
পথিক[২২] ভমরা উড়ে তাহার সুবাসে ॥
পাতালের যত কথা কহন না জাএ।
যথা দৃষ্টি[২৩] তথা যেন চন্দ্র দেখা জাএ ॥
বিচিত্র পাতাল নগর অতি মনোহর[২৪]।
আনন্দ হৈল দেখি বাদশার কোঙর ॥
সুন্দর মালিনী পুষ্প আনিঞা তখন।
নানা বর্ণের[২৫] হার গাঁথে করিয়া যতন[২৬] ॥
পুষ্প লইল মালিনী সাজি পুরাইয়া।
জঙ্গ রাজার পুরে গেলও চলিয়া ॥
দরবারে বসিছে রাজা পুণ্য[২৭] সভা করি।
সেহি সমএ মালিনী গেল পুষ্প হাতে করি ॥
আগে পুষ্প দিল (তবে) জঙ্গ রাজাকে।
পাত্র মহাপাত্রক দিল একে একে ॥
অন্তঃপুরে[২৮] জায়া পুষ্প দিল জনে জনে।
তবে গেল মালিনী মহারানীর স্থানে[২৯] ॥
মহারানীকে পুষ্প দিয়া উত্তম সিধা লৈল।
পাঁচ তোলাক পুষ্প দিয়া বিদাএ হইল ॥
সিধা সামগ্রী বোচকা বান্ধিয়া লইল।[৩০]
আপন মন্দিরে মালিনী তখনি[৩১] চলিল ॥
বসি আছে ঘরে হাউস মহা কৌতূহলে।
সিধা লয়া মালিনী আইল সেহিকালে ॥
ঘরে আসি মালিনী রন্ধন[৩২] করিল।
মালিনী রান্ধিল অন্ন দুইজনে খাইল ॥

---

১. ক-গর্ব্ভে। ২. ক-ভিন্ন্যর। ৩. ক-আনি হইল ধন্দবাসি। ৪. ক-তোমার। ৫. বুর্দ্ধে। ৬. ক-আভাগির। ৭, ৮. এ-দুই পংক্তি এখানে বেমানান। লিপিকর প্রমাদে অন্য কোন স্থান থেকে ভুলে তুলে ধরা হয়েছে। ৯. ক-সৌবর্ন্ন্য। ১০. ক-তিন জনার রূপে পৃথি করিল ঝলমল। ১১. ক-সংঙ্গসার উজ্জল। ১২. ক-তদাছো। ১৩. ক-জলে। ১৪. ক-গ্রিহে। ১৫. ক-কৃত্তন মিদংঙ্গের। ১৬. ক-সর্গেগর। ১৭. ক-মণ্ডব। ১৮. ক-মত্তিকা। ১৯. ক-পৃষ্কণ্যি। ২০. ক-নিকীষ্ট। ২১. ক-আত্তাসে। ২২. ক-পত্তিত। ২৩. ক-দিষ্ট। ২৪. ক-মনৃহর। ২৫. ক-বর্ন্ন্যের। ২৬. ক-জত্নন। ২৭. ক-প্বর্ন্ন্য। ২৮. ক-অন্তসপুরে। ২৯. ক-স্তানে। ৩০. ক-সিব সামেগ বোকচা বান্ধি লইল। ৩১. ক-তখ্যানি। ৩২. ক-অন্দন।

তাম খাইল[১] হাউস বাদশার নন্দন।
কর্পূর তাম্বুল খায়া করিল শয়ন ॥
মালিনী খাইল খানা রন্ধনের ঘরে।
শয়ন করিল তবে দোয়েজ বাসরে ॥
এহি মত প্রকারে রাত্রি প্রভাত হইল।
আল্লা আল্লা বলি হাউস উঠিয়া বসিল ॥
প্রাতঃক্রিয়া[২] (করি তবে) অযু বানাইল।
নামাজ পড়িয়া পাছে ফারাগত হৈল ॥
সুন্দর মালিনী গেল পুষ্প আনিবারে।
সাজি ভরি পুষ্প আনি জাবে রাজপুরে ॥
রাজপুরী হৈতে আসে নানা দ্রব্য[৩] লয়া।
দোসন্ধা হাউসেক খাওয়াএ রান্ধিয়া ॥
এহি রূপে আছে হাউস মালিনীর ঘরে।
ভবানী স্বপন[৪] দেখাএ পাঁচতোলার তরে ॥
মালিনীর মন্দিরে আছে বাদশার নন্দন।
তাহাতে তোমাতে বিভা বিধাতার লিখন ॥
রূপের নাগর সেহি বড় বিনোদিয়া।
মালিনীর হস্তে মালা দিবেন পাঠাইয়া ॥
স্বপ্ন দেখায়া[৫] দেবী গেল নিজ স্থানে[৬]।
রাজকন্যা রহিল এথা কুমার আরাধনে ॥
এথাতে আছে হাউস মালিনীর ঘরে।
রচে মিরা সৈদ হালু গাযীর কিঙ্করে ॥[৭]

[৩ পালা সমাপ্ত]

১. ক-খাইয়া। ২. ক-প্রাতেক করা। ৩. ক-দব্ব্য। ৪. ক-সর্পন। ৫. ক-দেখিয়া। ৬. ক-নিজ স্তানে। ৭. খ-পুঁথিতে এই পালার কাহিনী অতি সংক্ষেপে বর্ণিত আছে যথা (সংশোধিত পাঠ) :

রাত্রি পোহায়া গেল কুলি কাড়ে রাও। শয্যা হৈতে মালিনী তুলিলেক গাও।
বাহির দখোলি মালিনী করিল নযর ॥ মালঞ্চে দেখে পুষ্প ফুটিছে টগর ॥
আস্তব্যস্ত মালিনী স্নান করিয়া। মালঞ্চেতে গেল (তবে) সাজি হাতে লয়া।
ফুলবনে জায়া মালিনী দিল দরশন; হাউসের সাথে দেখা হৈল তখন ॥
মালিনী বলে বাপু আপনে কোনজন। একাশ্বরে ফুলবনে আছ কি কারণ ॥
হাউসে বলেন মাসী কিবা পোছ মোরে। আমি আইলাম মাসী তোমাক দেখিবারে।
রাত্রিকালে হৈল (দেখি) কেহ নাহি চিনে। ত কারণে আমি আছি তোমার ফুলবনে ॥
মালিনী বলে বাছা শুনহ উত্তরে। বেলা অসকাল হৈল চল নিজ ঘরে ॥
মালিনী সাথে হাউস করিল গমন। মালিনীর বাসরে জায়া দিল দরশন ॥
এহি মতে হাউস রহিল মালিনীর বাসরে। ফুল লয়া মালিনী গেল রাজার নগরে ॥

৪ পালা

দিসা : মালা গাঁথিল কে ফুলের মালা হাদি বিনে।
সি...মোর জা কহে শুনহে কালিয়া।
বিনে সূতে হার গাঁথে সে কেমন মালিয়া ॥

পদ।

বল ভাই আল্লার নাম বার এহি বার।
মনুষ্য[১] দুর্লভ[২] জনম না হইব আর ॥
আর দিন মালিনী[৩] বিহানে উঠিল।
সাজি ভরি পুষ্প[৪] তবে তুলিয়া আনিল ॥
পুষ্প[৪] গাঁথে মালিনী অতি যত্ন[৫] করি।
হাউস আঙ্গিনাতে বসি খেলে পাশা সারি ॥
হাউস বলেন মাসী শুন মন দিয়া ॥
বিনে সূতে[৬] হার গাঁথে কেমন মালিয়া ॥
মালিনী বলেন বাছা শুন সমাচার।
বিনে সূতে[৬] হার গাঁথে শক্তি আছে কার ॥
বিনে সূতে[৬] হার গাঁথে সোনাই[৭] মালিয়া।
বিনে সূতে[৬] হার গাঁথে শুনেছি কালিয়া ॥
হাউসে বলেন মাসী শুন মোর বাণী।
বিনে সূতে[৬] মালা গাঁথিয়া দিব আমি ॥
এত শুনি মালিনী পুষ্প আনি দিল।
পুষ্প গাঁথিতে হাউস তখনে বসিল ॥
হাউসে বলেন আল্লা শুকুর[৮] দরবারে।
বিনা সূতে[৬] হার গাঁথি দেখাইও আমারে ॥
এহি বলি পুষ্প ধরি পুষ্প লাগাইল।
বিনে সূতে[৬] বিনে নাসাএ পুষ্প বন্দী হৈল ॥
পুষ্প গাঁথে যুলহাউস পুষ্পের জানে ছন্দ।
ফুল দিয়া বান্ধে ফুলেক করে বন্ধ ॥
পুষ্প গাঁথে যুলহাউস করিয়া চৌখোপা।
পুষ্পের মাঝেরে গাঁথে চন্দ্র ঝোঁপা ঝোঁপা ॥
ফুল গাঁথে যুলহাউস করিয়া চৌধারা।
মাঝে মাঝে চন্দ্র গাঁথে মাঝে মাঝে তারা ॥
ফুল গাঁথে যুলহাউস অতি যত্ন করি।
ফুলের মাঝারে গাঁথে হস্তের অঙ্গুরী ॥
ফুল গাঁথিয়া হাউস মালিনীর হস্তে দিল।
দেখিয়া মালিনী (তবে) চমৎকার[৯] হৈল ॥
ফুল দেখি মাইলানি ভাবে মনে মনে ॥
পাতাল সহরের জাতি গেল এতদিনে ॥
ফুল দেখিয়া মালিনী বলে হাএ হাএ।
এ পুষ্প দেখিলে কারর জাতি রবার নএ ॥
কেহ জদি ইহার ফুল দেখে হস্ত করি।
এ মালা দেখিলে তাহার প্রাণ অস্থির[১০] হবি ॥
একবার যে দেখে মালা নঞান ভরিয়া।
দেখিলে তৎক্ষণ[১১] সেহি মরিবে কান্দিয়া ॥
এহি মতে পুষ্প দেখি ভাবে মাইলানী।
কাহার তরে পুষ্প দিয়া নষ্ট কৈব আমি ॥
মালিনী বলেন হাউস শুন মন দিয়া।
কাহার কারণ গাঁথিলা মালা কহত ভাঙ্গিয়া ॥
শুনিঞা[১২] হাউস তবে কি বলে বচন।
এ মালা গাঁথিছি আমি যাহার কারণ ॥
জঙ্গ রাজার কন্যা পাঁচতোলা যাহার নাম।
তাহার গলার মালা এহি বিধাতার কাম ॥
তাহা শুনি মালিনী হাউসের ধরে পাও।
এ কথা না বল বাছা মোর মাথা খাও ॥
হার দেখি পাঁচতোলা মরিবে কান্দিয়া।
সেহি তাপে রাজা মোকে ফেলিবে মারিয়া ॥
হাউসে বলেন মাসী ভএ না করিহ তুমি।
যখন তোমাকে মারে কাটে রুযু[১৩] হৈব আমি ॥
মালিনী বলে হাউস তোর চিত্তে নাহি ভএ।
হার পাইলে পাঁচতোলার জাতি রবার নএ ॥
জাতি নাশ হৈলে রাজা প্রাণ কাড়ি নিবে।

১. ক-মনর্স্য। ২. ক-দুর্ল্বভ। ৩. ক-মালিয়ানি। ৪. ক-পুষ্ফ। ৫. ক-জত্নন। ৬. ক-যুতে। ৭. ক-শোনাঞি। ৮. ক-যুকুর। ৯. ক-চমতকার। ১০. ক-অস্তীর। ১১. ক-তৈতেক্ষণ। তৎক্ষণাত অর্থে। ১২. ক-যুনিঞা। ১৩. ক-রুযু শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। দায়ী অর্থে বোধ হয়।

তোমার লাইগ পাইলে বাছা তোমাকে কাটিবে ॥
হাউসে বলেন মাসী ভএ দেখাও[১] কেনি।
এমত কত রাজা আমি তিন্নী[২] করি জানি ॥
যদি আমাকে দয়া করেন আল্লাজি।
তাথ্রিও আমার মদত আছে রাজার ভএকি ॥
আমাকে মদত আছে আপনে দীনমণি[৩]।
এমত কত রাজা আমি কটাক্ষে নাহি গনি ॥
জাহ মাসী হার লয়া শুন মোর বাণী।
মোর কপালে লিখা আছে পাঁচতোলা রানী ॥
মালিনী বলেন বাছা মোকে লাগে ভএ।
না জানি এতদিনে ভাগ্যে[৪] কিবা হএ ॥
নানান ভাবনা করি করিছে গমন।
রাজপুরে জায়া (তবে) দিল দরশন ॥
মালিনী ফুল দিল সর্ব্বজনার তরে।
অবশেষে গেল মালিনী পাঁচতোলার ঘরে ॥
পাঁচতোলা বলে মালিনী তোমাকে দেখি।
ধুক্ ধুক্ করে মোর ধড়ের (যে) জি ॥
নিসধন মালে মালিনী আমি আর করিব কি।[৫]
প্রাণ আউলাইল মালিনী তোর আঞ্চলে বান্ধা কি ॥
মালিনী বলেন শুন রাজার নন্দিনী[৬]।
একে একে কর বিদাএ যতেক ব্রাহ্মণী ॥
এতেক শুনিঞা কহে রাজার নন্দিনী[৬]।
আজিকার মনে ঘরে জাহ সকল ব্রাহ্মণী ॥
যার যার ঘরে গেল যতেক[৭] সহেলী।
ছএ কুড়ি ব্রাহ্মণী সব গেল ঘরাঘরি[৮] ॥
খালি ঘর পায়া পাঁচতোলা বলে আইস আইস।
কোন চিন্তা নাহি (কর) ঘরে আইসা বৈস ॥
হাসিতে হাসিতে হার দিলেন পাঁচতোলার হাতে।
সাবধানে রাখিও হার কেহ জানি দেখে ॥
হার খুলি পাঁচতোলা দেখিতে লাগিল।
হারের মধ্য[৯] ভাগে হাউসের শ্রীঅঙ্গুরী পাইল ॥
হার দেখি পাঁচতোলা মূর্চ্ছা[১০] খায়া পইল।
পালঙ্গের উপরে মালিনী ধন্দ হৈয়া রৈল ॥
কতক্ষণে পাঁচতোলা চৈতন্য[১১] পাইল।
ধরিয়া মালিনীর[১২] হস্ত করুণা[১৩] জুড়িল ॥
হার পায়া[১৪] খোশ হৈল পাঁচতোলা রানী।
বলিতে লাগিল তবে রাজার নন্দিনী ॥
শুন শুন মালিনী নিবেদন মোরে।[১৫]
কে গাঁথিল এহি হার কহ দেখি মোরে ॥[১৬]
মালিনী বলেন বাছা শুন কহি সত্য[১৭]।
এ হার গাঁথিল[১৮] মোর বহিন পুত ॥
বলি রাজার কন্যা ওসমা বিদ্যাধরি।
তাহার পুত্র হএ হাউস গুণমণি ॥
দিবস চারি হৈল আইলা মোর ঘরে।
না জানি কি কারণ আইল পাতাল নগরে ॥
রাজকন্যা বলে মাসী শুন দিয়া মন।
কুমার পাতালে আইল আমার কারণ ॥
আমাকে দেখাও[১৯] কুমার বলি তোমার তরে
জাতিকুল গেল মোর পুষ্পের[২০] খাতিরে ॥
পুষ্পের এমন রূপ পাগল হইলু।
কুমারের কেমন রূপ নঞানে দেখিব ॥
এতেক বলিয়া কন্যা জুড়িল ক্রন্দন।
মালিনী[২১] বলে তাকে প্রবোধ[২২] বচন ॥
আগে পূজিও জায়া[২৩] মহামায়া ভবানী।
পাছে পুষ্পের হার গলাতে দেহ তুমি ॥
পাঁচতোলা বলে মালিনী শুন দিয়া মন।
আজি হৈতে তোমার সঙ্গে নড়িল সমন্ধ[২৪] ॥
সাজি ভরি দিল সিধা হাঁড়ী ভরি ঘি।
তোমার ঘরে আছে মাসী আমার ধড়ের জি ॥
সিধার উপরে দিল পাটি[২৫] গুয়া পান।
আজি হৈতে বিদেশিক দিলাম ঈমান ॥
আর এক কথা মাসী শুন সাবধানে।
বিদেশির সঙ্গে চাই দেখা করিবারে ॥
বিদেশির কারণ মোর আকুল হৈল মন।
তাহাকে কহিও মাসী আমার সেলাম ॥
এহি মতে পাঁচতোলা রহিল মন্দিরে।
মালিনী চলিয়া গেল আপনার ঘরে ॥
[২৬]কান্দিয়া আকুল কন্যা বলে হাএ হাএ।

১. ক-দেখাওহ। ২. তৃণ অর্থে। ৩. ক-দিনমনি। ৪. ক-ভার্গ্যে। ৫. ক-এ চরণের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ৬. ক-নন্দনি। ৭. ক-জতেক। ৮. ক-ঘরাঘড়ি। ৯. ক-মৈর্দ্ধ। ১০. ক-মুরছা। ১১. ক-চৌতৈন্ন। ১২. ক-পাচ তোলার। ১৩. ক-যুড়িল। ১৪. ক-পায়ে। ১৫. খ-পাচতোলা বলে মালিয়ানি আমি বলি তোরে। ১৬. খ-কে গাতিল এহি মালা কহত আমারে। ১৭. ক-ষুত। খ-মালিয়ানি বলে বাছা কহিতে অদ্ভুত। ১৮. খ-মালা গাতেন। এর পরে খ-পুঁথিতে ১৬ চরণ নেই। শুধু মাত্র ৪ চরণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। যথা :

কন্যা বলে মালিয়ানি সকালে জাহ ঘরে। সাবধানে রাখেও তাকে বলিলাম তোমারে ॥ সিধা সামগ্রি দিল বিস্তর করিয়া। আপনার ঘরে মালিয়ানি আইল চলিয়া ॥ ১৯. ক-দেখাএ কন্যা। ২০. ক-পুর্প্বার। ২১. ক-মালিমনিকে। ২২. ক-প্রবদ। ২৩. ক-মায়। ২৪. ক-সমদ। ২৫. ক-পাটী মানিক খাঈয়া গুয়াপান। ২৬. এ চরণ সহ পরবর্তী ৩৬ চরণ খ-পুঁথি থেকে গৃহীত। ক-পুঁথিতে এ-পাঠ অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত আছে। যথা :

রাজকন্যাক বিয়াকুল দেখিল নযরে। সত্বরে আইল রানী কন্যা দেখিবারে ॥
কন্যাক শুধাএ রানী কান্দ কি কারণ। কহিল মাএর আগে সব বিবরণ ॥
পুষ্প মালা পরিচয় হইল তখনে। কন্যার ক্রন্দনে রানী কান্দেন আপনে ॥
রানী কহিল গিয়া মহারাজার তরে। শুনিয়া জ্বলিল জঙ্গ (মহা) রাজা তবে ॥
রাজা বলে সবে শুন আমার কথা। কার পুত্র আসিয়াছে মালিনীর তথা ॥
রচে মিরা হালু গাইন আল্লা ভাবিয়া। মন দিয়া শুন সবে হাউসের বিয়া ॥

কিরূপে কুমারের সঙ্গে করি পরিচএ ॥
ভাবিতে ভাবিতে কন্যা বুদ্ধি আলচিল।
মাএর গোচবে কন্যা কহিতে লাগিল ॥
কন্যা বলেন মাতা কি কহিব তোরে।
কহিব মনের কথা তোমার গোচরে ॥
এক পুরুষ থাকে মালিনীর ঘরে।
বিনে সূতে হার গাঁথি পাঠাইল মোরে ॥
পাইয়া তাহার মালা রহিতে না পারি।
তাহাকে না দেখি মাতা ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥
ভোজন করিতে যদি তাহাক পড়ে মনে।
খাইতে না রোচে খানা করিব কেমনে ॥
শয়ন কালেতে যদি তাহাকে পড়ে মনে।
চমকিয়া প্রাণ মোরে উঠে নিদ্রাহনে ॥
জাতি নাশ হৈল মোর কহি[১] বিদ্যমান।
তাহার কারণে মোর আকুল পরাণ ॥
এতেক শুনিঞা রাণী ক্রোধে জ্বলিল[২]।
রাজাক কহিতে তবে রানী চলিল ॥
রানী বলে মহারাজা করি নিবেদন।[৩]
এক কথা কহি আমি তাহাতে দেহ মন ॥
শুন শুন[৪] অহে রাজা শুন সমাচার।
মালিনীর[৫] ঘরে আইল বিদেশি কুমার ॥
মোহন[৬] পুরুষ সেহি গুণের সাগর।
কি কাজ্যে আইল সেহি পাতাল নগর ॥
ডাকিয়া আন তাহাক জান সমাচার।
কি কর্ম্মে[৭] আইল এথা বিদেশি কুমার ॥
কথা বার্তা[৮] কহিতে তবে রাত্রি শেষ হৈল
পালঙ্গের পরে দুহে শুইয়া নিদ্রা গেল ॥
রাত্রি পোহায়া গেল কুলি কাড়ে রাও।
শয্যা[৯] হইতে রাজা তুলিলেক গাও ॥
পাত্র মিত্র লয়া রাজা পাটেতে বসিল।
মালিনীর[৫] বাড়ির কথা কহিতে লাগিল ॥
রাজা বলে পাত্র মিত্র শুন সমাচার।
মালিনীর বাড়িতে আছে বিদেশি কুমার ॥
ডাক দিয়া আন তাহাক আমার দরবারে।
পাতাল নগরে আইল কিসের খাতিরে ॥
বচে মিরা হালু গাইন আল্লা ভাবিয়া।[১০]
মন দিয়া শুন সবে হাউসের বিয়া ॥[১১]

[৪ পালা সমাপ্ত]

১. খ-কহি তোমা বির্দ্দমান। ২. খ-জলিল। ৩. এ পদ এবং বাকি ১৭ পদ ক-পুঁথি থেকে । ৪. খ-সুন ২। ৫. খ-মালিয়ানির। ৬. খ-মহনি। ৭. খ-কম্মে। ৮. খ-বাত্রা। ৯. খ-সজ্যা। ১০. ১১। ক-পুঁথি থেকে

৫ পালা

সেহিদিন যুলহাউস কোন কর্ম্ম কৈল ।[১]
রাজার দরবারে জাইতে অনুমান কৈল ॥
আসা নিল হাতে খড়ম দিল পাএ ।
মালিনীক সেলাম করি মাঙ্গিল বিদাএ ॥
যাত্রা করি যুলহাউস উঠিল সত্বর[২] ।
যাত্রা কালে পাইল ডাইন নাকে স্বর ॥
হাউসে বলেন মাসী জাই বিদাএ হয়া ।
আল্লায় আনে মাসী তবে আসিব ফিরিয়া ॥
এহি কথা বলে হাউস মালিনীক গিয়া ।
আশীর্বাদ দিল মালিনী অনেক কান্দিয়া ॥
বিদাএ হয়া হাউস করিল গমন ।
খালি বাসবে মালিনী করেন রোদন ॥
একেলা মালিনী রৈল[৩] দ্বার হৈল উদাম ।
লঙ্কা খালি হৈল যেন রাবণ বধে[৪] রাম ॥
এহি মতে বহে মালিনী চিত্ত নিভারিয়া ।
যুলহাউসের কথা শুন একচিত্ত হয়া ॥
রচে মিরা সৈয়দ হালু[৫] ভাবিয়া খোদাএ ।
একবার বল আল্লা যদি মনে লএ ॥

অথা হৈতে যুলহাউস করিল গমন ।[৬]
রাজার দববারে জায়া দিল দরশন ॥
পুণ্য সভাতে রাজা বসিছে[৭] আনন্দিত ।
সেহিকালে হাউস জায়া হৈল উপস্থিত[৮] ॥
হাউসেক দেখিয়া সবে ধন্দমান[৯] হৈল ।
জিজ্ঞাসা করিয়া কথা পুছিতে লাগিল ॥
জঙ্গ রাজা বলে তুমি শুনহে[১০] বরবর ।
কোন দেশে থাক তুমি কোন দেখে ঘর ॥
কোথা[১১] হৈতে আইলা এথা কোন কুলে স্থিতি[১২] ।
কাহার নন্দন তুমি হও কোন জাতি ॥
[১৩]যুলহাউস বলে রাজা শুন নৃপবর ।[১৪]
কাহার তনএ[১৫] তুমি না জান খবর ॥
বৈরাট নগরে থাকে বাদশা সেকন্দর ।
পুরী বেড়িয়া দিছে অষ্ট লোহার গড় ॥
গাছ মাছ দরিয়ার কর লৈছে বাহুবলে ।[১৬]
পাহাড় পর্বতের কর লৈছে কৌতূহলে ॥[১৭]
তবে বাদশা গিয়াছিল পাতাল ভুবন ।[১৮]
প্রাণ ডরে বলি রাজা না করিল রণ ॥
রণেতে হারিয়া রাজা বলে ধন্যা ধন্যা ।
ষোল দানে দিল রিবা ওসমা[১৯] নামে কন্যা ॥
বলি রাজার কন্যা ওসমা[১৯] অনুপাম ।
তার গর্ব্ভে[২০] জন্ম[২১] মোর যুলহাউস নাম ॥
সেকন্দারেব পুত্র আমি ওসমা[১৯] জননী ।[১২]
বিভা করিতে চাহি তোমার[২০] নন্দিনী ॥
অজাগরে থুইল মোক পাতালে আনিঞা ।[২৩]
দিবু কি না দিবু[২৪] রাজা তোর কন্যা বিয়া ॥
শুনিঞা জ্বলিল বাজা রাজ্য[২৫] অধিকারী ।
যবন বেটা কেনে আইল আমার পুরী ॥[২৬]
আমি বটি জঙ্গ রাজা না জান বরবর[২৭] ।
পড়িলু আমার হাতে রক্ষা[২৮] নাহি তোর ॥
তোমার মনে বড় সাধ করিয়াছ আশা ।[২৯]
পড়িলু আমার হাতে তোর মরণের দশা ॥[৩০]

---

১. এখান থেকে ১৮ চবণ ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। এ বর্ণনা খ-পুঁথিতে মাত্র ২ চরণে ভিন্নভাবে শেষ করা হয়েছে। যথা . এতেক শুনিযা কোতাল সত্বরে চলিল। মালিনীর বাড়ি হৈতে দরবারে আনিল ॥ ২. ক-সর্ত্তর। ৩. ক-রহিল। ৪. ক-বাবণ বধের নাম। আ-গৃহীত পাঠ। এ চরণ অনেক আগে আ-পুঁথিতে আছে। ৫. ক-রচে মিরা হালু। আ-গৃহীত পাঠ। ৬. এ পদ থেকে আদর্শের পাঠ আবার শুরু হয়েছে। ৭. আ-বসিল। ক-বসিখে। ৮. আ-উবস্থিত। ক-উপস্থিত। ৯. আ-ধন্দমোন। ক-ধন্দমান। ১০. আ-সুনহে। ক-সুনরে। খ-ঐ। ১১. আ-কতা। ক-কথা। খ-ঐ। ১২. আ-স্তিতি। ক, খ-ঐ। ১৩. এর আগে খ-পুঁথিতে দুটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথা : কি কাজে আইলা বেটা পাতাল নগর। সাবধান হয়া বেটা কহত খবর ॥ ১৪. আ-নির্প্পবর। ক-ন্রির্প্পবর। খ-এ পদ নেই। ১৫. ক-নন্দন। ১৬. খ-গাছেরমাছের দরিয়ার কর লইছে কতুহলে। ১৭. খ-পাহাড় পর্ব্বতের কর লইছে কতুহলে। ১৮. খ-পাতালেত গেল বাদশা করের কারণ। ১৯. আ-ওসবা। ক-ওসমা। খ-ঐ। ২০. আ-গর্ব্বে। ক, খ-ঐ। ২১. আ-জন্ক্ষ। ক, খ-ঐ। ২২. ক, খ-তোমার পাঁচতোলা রাণী। ২৩. ক, খ-অজাগরে আনি মোকে পাতালে গেল থুইয়া। ২৪. খ-দিব্যা কি না দিব্যা। ২৫. ক,খ-রায্যের। আ-রায্য। ২৬. খ-জৈবন হয়া বেটা আইল মোর পুরি। ২৭. ক, খ-খবর। ২৮. ক-জাবে জমঘর। ২৯. ক-তোমার মত আমাকে করিতে চাহ নাশা। খ-এ পদ নেই। ৩০. খ-আর না করিবে বেটা জীবনের আশা।

হাউসে বলেন মদত[১] থাকে আল্লা সাঞি।
সহস্র[২] রাজা সাজে মোর ভএ নাঞি ॥
তোমার কন্যা হএ পাঁচতোলা রানী।
জন্মিল[৩] তোমার ঘরে আমার ঘরণী ॥
ক্রুদ্ধ[৪] হয়া জঙ্গ রাজা বলে মার মার।
তলোয়ারে[৫] যবন বেটাক কর ছারখার ॥
পাত্র বলে শুন রাজা মোর নিবেদন।[৬]
এহি কুমার হএ যদি বাদশার[৭] নন্দন ॥
যদি ইহার পিতা হএ শাহ্ সেকন্দর।[৮]
এ বড় সঙ্কট রাজা শুনিতে লাগে ডর ॥[৯]
তুমি বল উহাক তলোয়ারে কাটিবারে।[১০]
অবশ্য শুনিবে রাজা বছর অন্তরে ॥[১১]
শুনিঞা পুত্রের কথা[১২] আসিবে সাজিয়া।
পাতাল সহর মারিব পদেত খুটিয়া[১৩] ॥
সেহি কারণে ডর লাগে চিত্তে[১৪] লাগে ভএ।
রাজা বলে তার পুত্র হএ কিনা হএ ॥
রাজা বলে সেহি কথা[১৫] কিমতে জানিব।
পাত্র বলে ইহার রাজা পরীক্ষা বুজিব ॥
একথা শুনি জঙ্গ রাজা হাউসে কএ।
সত্য নাকি হও তুমি রাজার তনএ ॥
এক কথা বলি যদি পার কহিবার।
তবে সে জানিব তুমি পুত্র বাদশার ॥
[১৬]রাজা বলে তোমার গুমান বড় শুনি।
বিভা করিতে চাহ পাঁচতোলা রানী ॥
লোহার কুন্দা ফাড় যদি কাষ্ঠের কুড়ালে।
সর্বথায় কন্যাদান করিব তোমারে ॥
শুনিঞা হাসিয়া বলে হাউস বলবান।
বিলম্ব না কর রাজা লোহার কুন্দা আন ॥

১. আ-মৈর্দ্ধে। খ-মদ্দত। ক-কদত। ২. ক-শতেক। ক-সহস্রেক। ৩. আ-জক্মিল। ক, খ-ঐ। ৪. আ-ক্রোর্দ্ধে। ক-খেপিত। খ-শুনিঞা জঙ্গ রাজা মহা ক্রোধ হইল। ৫. আ-তলওারে। ক-তুলয়ারে কাটি তোকে করিব খান খান। খ-মার মার শব্দে রাজা ডাকিতে লাগিল। ৬. খ-পাত্র মিত্র বলে রাজা করি নিবেদন। ৭. ক-সেকন্দরের। ৮-১১, ক, খ-পুঁথিতে নেই। ১২. আ-কতা। ১৩. আ-খটিয়া। ১৪. আ-চিত্যে। ১৫. আ-কতা। ১৬. আগের দশ পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। এখান থেকে খ-পুঁথিতে অনেক গুলি অতিরিক্ত পদ আছে । যথা :

তাহার মহিমা আমি কহিব সাক্ষাতে।
আগে দেখিলা যে যবনের মুরাদ ॥
রাজা বলে তোমার গুমান বড় শুনি।
বিবাহ করিতে চাই পাঁচতোলা রানী ॥
এতেক শুনিঞা হাউস বলে ডাক দিয়া।
অবশ্য পাঁচ তোলাক আমি করিব বিয়া ॥
হাউসে বলেন আমি জাত মুসলমান।
বিলম্বে কাজ্য নাহি কন্যা কর দান ॥
যদি কন্যা দান না করহ আমারে।
ফিরিয়া জাইব আমি বৈরাট নগরে ॥
পিতার যত সৈন্য সেনা আনিব সাজিয়া।
মুসলমান করিবে তোক কন্যা করিব বিয়া ॥
বিভা করি পাঁচতোলাক লৈব নিজ পুরী।
দাসী করি লৈয়া জাব পাতালের সব নারী ॥
এতেক শুনিঞা রাজা ক্রোধে জ্বলি গেল।
বরকন্দাজ প্যাদা আসি হাউসেক ঘিরিল ॥
মার মার বলি রাজা বালিশে মারে চড়।
সিপাই বরকন্দাজ আইল বিস্তর ॥
ক্রোধে জঙ্গ রাজা কাঁপে থর থর।
মারিয়া পাঠাও বেটাক যমের নগর ॥
মার মার বলে রাজা পাটের উপর।
হাউসেক ঘিরিল লোকে হাযার হাযার ॥
মার মার বলে তবে যত সেনাগণ।
তোলপাড় হৈল শব্দ পাতলভুবন ॥
সেনা দেখিয়া হাউস ভাবিতে লাগিল।
বিদেশে আসিয়া মোর প্রাণ হারাইল ॥
আসমানে চন্দ্র উঠে তারা আশপাশ।
আমি হৈলাম একাশ্বর উহারা দশেবিশ ॥
যুল হাউস বলে রাজা এহি তোর আশা।
আমার সনে বিভা দিতে নাহি তোরাইচ্ছা ॥
হাউসে বলেন রাজা বলি তোর কাছে।
কাল রাত্রে গিয়াছিলাম পাঁচতোলার কাছে ॥
আপনে না জান রাজা কন্যা আমাক জানে।
পাঁচতোলা কড়ার দিল সাতজনমের মনে ॥
রাজা বলে পাত্রগণ শুন সমাচার।
এমত কথা বলে সবার মাঝার ॥
মার মার বলে রাজা জঙ্গ অধিকারী।
হাউসেক আসিয়া ঘেরিল সারি সারি ॥
ক্রোধে সেনাগণ হৈল খাগরি সমান।
হাউসের উপরে মোরে লাখে লাখে বাণ ॥
লা এলাহা কলেমা পড়ি হাউস ধরে।
গাএত না পড়ে বাণ পড়ে দুরান্তরে ॥
হাউসে বলেন তোরা শুন সমাচার।
মারিতে আইলা মোকে সব দুরাচার ॥
বিধাতার গুণে তলোয়ারে নাহি বস্তুজ্ঞান।
কলেমা পড়ায়া সবেক করিব মুসলমান ॥
তোমা সাবের বাণ কি করিতে পারে।
পাঁচতোলাক করিব বিভা বলিলাঙ তোমারে ॥
রচে মিরা হালু গাইন শুন সর্বজন।
মুশকিল আসান হএ চিন্ত নিরাঞ্জন ॥

দিসা : বল রিতোনা।

হাউসে বলে বচন শোনহ সেনাগণ
সবে আইল মারিবার কারণ।
একাশ্বর মোকে পায়া সবে আইলা ধাইয়া
করে সবে বাণ বরিষণ।

এতেক শুনিঞা রাজা হরষিত হৈল।
সাত সাঙ্গে লোহার কুন্দা দরবারে আনিল ৷৷
[১]তাহাক দেখিয়া হাউস কোন কর্ম কৈল্য।
আল্লার নাম লয়া হাউস তখনে উঠিল ৷৷
কমরেত বস্ত্র তবে বান্ধিল বেড়িয়া।
দুই হস্তে কাষ্ঠের কুড়াল ধরিল চাপিয়া ৷৷
স্ত্রীর লোভে যুলহাউস পড়িল সঙ্কটে।
কাষ্ঠের কুড়াল দিয়া লোহার কুন্দা কাটে ৷৷
কুন্দা কাটিল তবে হাউস বলবান।
দেখিয়া সকল লোক হৈল ধন্দজ্ঞান ৷৷
প্রতিজ্ঞা করিয়া বাজা বলে আরবাব।
[২]লোহার কামান যদি পার ভাঙ্গিবার ৷৷
বাইশ মণ লোহাব কামান পার ভাঙ্গিতে।
তবে পাঁচতোলা কন্যা সম্পিব তোমাতে ৷৷

তাহা শুন হাউস কহে রাজার স্থানে।
পরীক্ষা দিয়া লহ রাজা যথা থাকে মনে ৷৷
এতক শুনিয়া রাজা হরিষ অন্তরে।
সাত সঙ্গে লোহার কামান আনিল হাযুরে ৷৷
বাইশ মণ লোহার কামান দরবারে আনিল।
কামান দেখিয়া হাউস হাসিতে লাগিল ৷৷
কমরেত বস্ত্র হাউস বান্ধিল টানিঞা।
কামান ধরিল হাউস আল্লাজি স্মরিয়া ৷৷
সভা মধ্যে কামান ধরি দিল একটান।
ভাঙ্গিয়া লোহার কামান হৈল সাতখান ৷৷
চমৎকার হৈল সব দেখিয়া বিক্রম।
জঙ্গ রাজা বলে বেটা এত পরাক্রম ৷৷
সর্বলোক ধন্দ হৈল কামান দেখিয়া।
[১]আরবার জঙ্গ রাজা বলে ডাক দিয়া ৷৷

আল্লাব আশীষ মোবে বাণে কি কবিত পারে
কালেমা পড়াঙ জনে জনে।
একথা হাউস বলে মুখেতে আনল জ্বলে
দেখে সবে পাইলা তবাস।
বাজা বলেন কুদশা কুমাবেক কব দেনাসা (?)
বিভা দিব পাঁচতোলা বাণী।
শুনিঞা বাজাব বাণী যতেক প্রজাগণ
হাউসেক বুঝাএ সর্বজন।
শুন বাদশাব নন্দন বিবোধ কব অকাবণ
দেখিব তেমার যাহিব।
ভাবিয়া গাযীব পাএ তবে মিরা হালু কএ
আল্লা আল্লা বল সর্বজন।

১ এখান থেকে পববর্তী ৮ পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। পবিবর্তে ভিন্ন পাঠ সংক্ষেপে আছে। যথা
ক—কাষ্ঠের কুড়াল হাউস হাতে করি নিল ৷৷
বিভাব হেতু হাউস ভাবে মনে মন। লোহাব কুন্দা হাউস ফাড়িল বলবান ৷৷
দেখিয়া সকল লোক হইল ধন্দমন। সবে বলেন ইনি বড় বলবান ৷৷
খ—দেখিযা হাউস তবে ভাবিতে লাগিল ৷৷
কাষ্ঠের কুড়াল লৈল হাতেত কুরিয়া। কুন্দা ফাড়িতে গেল খোদায ভাবিয়া ৷৷
কুন্দা দেখিয়া হাউস নাহি বস্তু জ্ঞান। লোহার কুন্দা ফাড়েন হাউস বলবান ৷৷
দেখিয়া ব্যাকুল লোক হৈল চমতকার।
২. এখানেও তিন পুঁথির পাঠে ব্যতিক্রম আছে। যথা :
ক—প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজা বলে আরবার। লোহার কামান সবে আনহ দরবার ৷৷
বাইশ মন লোহার কামান দরবারে আনিল। কামান দেখিয়া হাউস হাসিতে লাগিল ৷৷
কমরে কাপড় মিয়া পরিল আটিয়া। কামান ধরিল হাউস খোদাএ ভরিয়া ৷৷
সভা মধ্যে কামান ধবি দিল এক টান। বাইশ মণ লোহার কামান করিল তিন খান ৷৷
খ—প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজা বলে আরবার ৷৷
রাজা বলে পাত্রগণ বলিছে তোমারে। বাইশমণ লোহার কামান আনহ দরবারে ৷৷
লোহার কামান যদি পার ভঙ্গিবারে। সর্বথা পাঁচতোলাক সপিব উহারে ৷৷
বাইশ মণ লোহার কামান দরবারে আনিল। কামান দেখিয়া হাউস হাসিতে লাগিল ৷৷
কমরে কাপড় মিঞা বান্ধিল আটিয়া। কামান ধরিল হাউস খোদায় ভাবিয়া ৷৷
সভা মধ্যে কামান ধরি দিল একটান। বাইশ মণ লোহার কামান হৈলে তিনখান ৷৷
১. এখান থেকে পরবর্তী ১৬ পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। যথা :
ক—আর বার জঙ্গরাজা বলে ডাক দিয়া ৷৷
বাঘ আর সিংহ ধরি দরবারেতে আনে। সর্বথা বিভা দিব পাচতোলার সনে ৷৷
হাউসে বলেন দুই খড়ম শুন মন দিয়া। বাঘ আর সিংহ ধরি দরবারেতে আনে ৷৷
হাউসের বচনে খড়ম চলি গেল বনে।
খ—পুঁথির পাঠও প্রায় অনুরূপ

বাঘ আর সিংহ[১] যদি দেখাও এহি স্থানে।
সর্বথা দিব বিভা পাঁচতোলার সনে ॥
এতেক শুনিঞা হাউস ভাবে মনে মনে।
এবে সে ঠেকিনু আমি সঙ্কট নিদানে ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া হাউস যুক্তি কৈল সার।
খড়মেক বলে বাঘ সিংহ[১] আনিবার ॥
হাউসে বলেন খড়ম শুন মন দিয়া।
বাঘ সিংহ[১] দেখাও রাজার দরবারে আনিঞা ॥
এহি বলি দুই খড়ম শূন্যে ফিকিল।
জঙ্গল মাঝারে খড়ম গর্জিয়া চলিল ॥
জঙ্গল মাঝারে যত বাঘ সিংহ[১] ছিল।
হাউসের খড়মে তাক একাত্রে কুড়াইল ॥
এথাতে জপে হাউস আল্লা নবীর নাম।
খড়ম জুড়িল অথা কুটি কুটি বাণ ॥
মারিয়া বাঘ সিংহ[১] করিল একস্থানে।
বাঘ আর সিংহ ধরি দরবারেতে আনে ॥[২]
দরবারে আসি বাঘ বসিল সারি সারি।
প্রাণ উড়াইল দেখি জঙ্গ অধিকাবী ॥
রাজা বলে মহাপাত্র প্রাণে ভএ লাগে।
অকার্য করিলু দেখি ধরি খাবে বাঘে ॥
এবেশে জানিলু বেটা বড়ই যবন।
আপনে করিলাম আমি আপন মরণ ॥
বাঘ দেখি জঙ্গ রাজা প্রাণ পাইল ভএ।
পাঁচতোলাক দিব বিভা বাঘ দেহ বিদাএ ॥
শুনিঞা পাত্রগণে হাউসেকে ধরে।[৩]
বাঘ বিদাএ কর তুমি জঙ্গল মাঝারে ॥
দেখিলু যহুরা তোমার নঞান ভরিয়া।
আর চিন্তা নাহি পাঁচতোলাক দিব বিয়া ॥
কাগতি মিনতি করি সবে বলে বাণী।
চিনিলু বাদশার বেটা পাঁচতোলার স্বামী ॥
এতেক শুনিঞা হাউস বাঘ সিংহকে কএ।
হাউসে বলেন তোরা হও তো বিদাএ ॥
তাহা শুনি বাঘ সিংহ বলে ডাক দিয়া।
দেখিতে না পাইলাম সাহেব তোমাগেরে বিয়া
হাউস বলেন বাবা তোরা হও তো বিদাএ ॥
দেখিবা আমার বিভা যদি আল্লা করাএ ॥
এত শুনি বাঘ সিংহ বিদাএ হইল।
আরবার জঙ্গ রাজা কহিতে লাগিল ॥
রাজা বলে যবন বেটা শুন বিদ্যমানে।
আর এক প্রতিজ্ঞা কথা পড়ি গেল মনে ॥
কপিলার শিঙ্ ভাঙ্গি দুগ্ধ[৪] লহ থালে।
থালমাথে করি চড় তালগাছ পরে ॥[৫]
সাত গাছি তাল কাঠ একি উয়ারে।[৬]
এহি কর্ম কর হাউস দেখিব নযরে ॥[৭]
এমতি যহুরা যদি দেখে সর্বজন।
সর্বথাএ পাঁচতোলা কন্যা[৮] দিব দান ॥
এতেক শুনিঞা হাউস ভাবিলে আতি।[৯]
এবেশে করিল রাজা বিষম আরতি ॥[১০]
উঠিলেন সভা হৈতে আল্লাজি ভাবিয়া।[১১]
কপিলার শিঙ্ ভাঙ্গে হস্তে থাপা দিয়া ॥
শিঙ্ ভাঙ্গিয়া তাথে দুগ্ধ নিল থালে।
থালা মাতে করি চড়ে তাল গাছের শিরে ॥
সাত গাছি তাল কাটে একি উয়ারে।
দেখিয়া সকল লোক ধন্য ধন্য করে ॥
এতেক দেখিয়া রাজা চমৎকার মন।
রাজা বলে জাতিকুল লইল যবন ॥
ভাবিতে চিন্তিতে রাজা আর বুদ্ধি কৈল।[১২]
পুন হাউসেক তবে কহিতে লাগিল ॥
তোলা তোলা ভাঙ্ খাও সরোবরের পানি।
তবে সে বিভা দিব পাঁচতোলা রানী ॥
এতেক শুনিঞা হাউস জঙ্গ রাজাক বলে।
ভাঙ্ আনিঞা দেহ সরোবরের কূলে ॥
এতেক শুনিঞা সবে আনন্দিত হৈল।
গাড়ি ভরিয়া ভাঙ্ সরোবরে পাঠাইল[১৩] ॥

১. আ-সিং। ২. উপরের ১৭ চরণের হুবহু পাঠ খোদাবখশের পুঁথিতে আছে। ৩. এখান থেকে পববর্তী ১৪ পদ পর্যন্ত হুবহু পাঠ খোদা বখশের পুঁথিতে আছে। ক-এবং খ—পুঁথিতে অত্যন্ত সংক্ষেপে আছে। যথা : ক-এতেক শুনিঞা যুলহাউস বাঘ বিদাএ দিল। আরবার জঙ্গ রাজা কহিতে লাগিল ॥ খ—এতেক শুনিঞা হাউস বাঘ বিদাএ দিল। আরবার জঙ্গরাজা কহিলে লাগিল ॥ ৪. ক—দরবারেন্তে আনে। খ-দুগ্ধ দুহি আনে। ৫. ক—থালেত করি দুগ্ধ তালের গাছে চড়ে। খ—থালকরি দুগ্ধ লয়া তালগাছে চড়ে। ৬. ক—সাত গাছের তাল কাটে একি তলোয়ারে। খ—সাত গাছ তাল কাটে এক তলোয়ারে। ৭. এ পদ অন্য দুই পুঁথিকে নেই। খোদাবখশের পুঁথিতে আছে। ৮. ক—কন্যা সমর্পন। খ—ঐ। ৯,১০. অন্য দুই গ্রন্থে সেই। কিন্তু খোদা বখশের পুঁথিতে আছে। ১১. এ পদ এবং পরবর্তী ৭ পদ অন্য দুই পুঁথিতে সংক্ষেপে আছে। যথা : ক—রাজার বচন হাউস এমত শুনিঞা। কপিলার শিঙ (ভাঙ্গি) দুগ্ধ আনিলা ॥ থালে করি দুগ্ধ লয়া তাল গাছে চড়ে। সাত গাছ তাল কাটে এক তলোয়ারে ॥ খ—রাজার বচন হাউস এমত শুনিল। কপিলার শিঙ ভাঙি দুগ্ধ আনিল ॥ থালি করি দুগ্ধ লয়া চড়ে তালের গাছে। সাত গাছ তাল কাটে এক তলোয়ারে ॥ ১২. এই পদ এবং পরবর্তী ১৮ পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। বলা বাহুল্য ভাঙ খাওয়ার প্রসঙ্গ খোদা বখ্শের পুঁথিতে আছে তবে কিছু আগে। ১৩. আ—পঠাইল।

ভাঙ্ আর পানি দিল একত্রে[১] মিলাইয়া।
হাউস খাইল ভাঙ্ আল্লাজি স্মরিয়া[২] ॥
দরিয়া শুকায়া তবে বালুচর দিল।
ভাঙ্ আরবার পানি খাইল এহি মতে।
আরবার জঙ্গ বাজা লাগিল কহিতে ॥
বাজা বলেন হাউস বলি তোমার কাছে।
আব এক প্রতিজ্ঞা[৩] কথা আমার মনে আছে ॥
এহি প্রতিজ্ঞা[৩] কর শুন আমার বাণী।
তবেশে দিব বিভা পাঁচতোলা রানী।
হাউস বলে কহ[৪] রাজা না কর বিলম্ব।
আমাব ভরসা কেবল অহি নিরাঞ্জন ॥
তাহা শুনিঞা রাজা বলে বিদ্যমানে।[৫]
কমল পুষ্প আনি দেহ কালিদহ হনে[৬] ॥
জেহিমাত্র রাজা কালিদহেব কথা কৈল।
শুনিঞা হাউসের তবে প্রাণ উড়াইল ॥
আউল পড়িল যেন হাউসের মাঝে।
মস্তকে পড়িল যেন আকাশের বজ্রে ॥
একথা শুনিঞা হাউস কান্দিতে লাগিল।
হাউস বলে রাজা মোক প্রবন্ধে মারিল ॥
হাউস বলেন জানে আল্লা দীন সাঞি।
পাতাল ভুবনে মোর বান্ধব কেহ নাঞি ॥
রাজ্যধন[৭] বাপ মাএ ছাড়িনু জননী।
তুরি নাম ভরসা করি আসিয়াছি আমি ॥
হাউসের ক্রন্দন শুনি জঙ্গ রাজা বলে।
দেখিব যহুরা বাছা যে থাকে কপালে ॥
হাউস বলেন জানিহ মালিক গুণমনি।
তোমার নাম বিনে আমি যহুরা না জানি ॥
এহি কথা কহে হাউস কান্দিয়া কান্দিয়া।
নিদয়া নিষ্ঠুর[৮] রাজা তোর নাহি দয়া ॥
পাত্রমিত্র প্রজাআদি রাজার তরে কএ।
কালিদহে গেলে হাউস বাঁচিবার[৯] নএ ॥
বাজা বলে ভএ কর কাজ্যেক লাগিয়া।
তবে কেনে পাঁচতোলাক করিতে চাও বিয়া ॥
তাহা শুনি হাউস তবে বলে বিদ্যমানে[১০]।
এ বড় দারুণ কর্ম্ম[১১] করিব কেমনে ॥
রাজা বলেন হাউস শুন মন দিয়া।
চিত্তে[১২] যদি থাকে ভএ জাহত ফিরিয়া ॥
একথা শুনিঞা হাউস প্রাণ বিদরিল।
দরবার হৈতে হাউস কান্দিয়া উঠিল ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া হাউস সবার তবে কএ।
কালিদহে গেইলে প্রাণ বাঁচিবাব নএ ॥
হাউসের ক্রন্দনে প্রজা কান্দে সর্বজন।
কান্দিতে কান্দিতে হাউস করিল গমন ॥
রাজা আজি পাত্রমিত্র আস্‌বা[১৩] সকলে।
সকলে দেখিতে আইল কালিদহের কূলে ॥
কালিদহের কূলে তবে হাউস দাঁড়াইল।
হাউসের বরণে কালিদহ হৈল আলো ॥
কালিদহের কথা কি কহি বাখান।
বিষম গম্ভীর জল দেখিতে উড়ে প্রাণ ॥
কান্দিয়া দাঁড়াইল হাউস কালিদহের কূলে।
রচে মিঞা ছৈয়দ হেলু গাযীর কিঙ্করে ॥[১৪]
[৫ পালা সমাপ্ত]

১. আ—একার্ত্রে মিলিয়া। ২. আ—স্বৌরিয়া; ৩. আ-প্রতিঙ্গা। ৪. আ—করো। ৫. ক—আরবার জঙ্গরাজা বলে বির্দ্দমানে। খ—ঐ। ৬. ক—হৈতে। ৭. আ—রার্য্যধন। ৮. আ—নিস্টুর। ৯. আ—বাছিবার। ১০. আ—বিদ্বমান। ১১. আ—কন্ম। ১২. আ—চিত্যে। ১৩. আ—আছবা। ১৪. এখানে থেকে উপরের ৪২ পদ অন্য দুই পুঁথিতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রূপে আছে। যথা : (সংশোধিত পাঠ)

ক—আরবার জঙ্গরাজা বলে বিদ্যমানে।
কমল আনিতে পার দেখিব নঞানে।
এমত শুনিঞা যুলহাউস কলিল গমন।
খ—আরবার রাজা বলে শুন বিদ্যমান।
কমল আনিতে পার আমা বিদ্যমান।
এতেক শুনিঞা যুলহাউস করেন গমন।

কমল আনিতে পার কালিদহ হৈতে ॥
সর্বথা কন্যাক বিভা দিব ইহার সনে ॥
কালিদহের কূলে গিয়া দিল দরশন।
কমল আনিতে পার কালিদহ হনে ॥
সর্বথা পাঁচতোলাক তোমাক করিব দান ॥
কালিদহের তরে জাইয়া দিল দরশন ॥

দিসা :[১] কালিয়া নিদারুণ বড়।
বন্ধুয়া নিদারুণ বড়।
আমি কোন সাধনে পাবহে ॥

কালিদহের কূলে হাউস নামাজ পড়িল।
আল্লা বলিয়া হাউস দহেত ঝাপ দিল ॥
[২]কালিদহে ঝাপ দিল পুষ্পক লাগিয়া।
সপ্ত পাতালের নাগ উঠিল ভাসিয়া ॥
ভাসিয়া উঠিয়া সবে হাউসেক ধরিল।
কামড় ধরিয়া সর্প[৩] গরল ছাড়িল ॥
সোনার বরণ তনু দেখিতে সে ভাল।
সর্পের[৪] গরলে তনু বিষে হৈল কাল ॥
সপ্ত পাতালের তলে সর্পে[৫] গেল লয়া।
বাসুকির[৬] খাটের তলে রাখিলু বান্ধিয়া ॥
হাউসেক বান্ধিয়া সবে বেড়িয়া রহিল।
বিপাকে পড়িয়া হাউস কান্দিতে লাগিল ॥
হাউস বলেন আল্লা করিব কেমন।
এতদিনে মৃত্যু[৭] হৈল কমল কারণ ॥
সোনার বরণ তনু বিষে হৈল কাল।
আল্লার আলম যেন অন্ধকার হৈল ॥
সর্পের[৪] গরলে মিঞা হৈল অচেতন[৮]।
হাউসের কান্দনে দোলে আল্লার আসন ॥
তক্ত হিলিল যে জানিল নিরাঞ্জন।
জিবরাইলের তরে যে ডাকিল ততক্ষণ[৯] ॥
জিব্রিলের তরে সাহেব কহিতে লাগিল।
সেকন্দরের পুত্র হাউস পাতালেতে মৈল ॥
বিলম্ব না কর তুমি জাহ এহিক্ষণে[১০]।
গরুড়ের মন্ত্র (যায়া) শুনাও গা কানে ॥[১১]
এতেক শুনিয়া জিব্রিল দিল দরশন।
সপ্ত পাতালেত জায়া দিল দরশন ॥
শ্বেত মক্ষীর[১২] রূপ হৈল কাএ বদলিয়া।
হাউসের কর্ণেত[১৩] পৈল উড়াও দিয়া ॥
গরুড়ের[১৪] মন্ত্র হাউসেক শুনাইল।
অচেতন[৮] ছিল হাউস চৈতন্য পাইল ॥
গরুড়ের[১৪] মহামন্ত্র করিল স্মরণ[১৫]।
বিষ লয়া পলাইল যত সর্পগণ ॥
হস্ত পদের বন্ধন খসিয়া পড়িল।
খট্টা ছাড়িয়া তবে বাসুকি পলাইল ॥
তাহাকে দেখিয়া হাউস আনন্দিত হয়া।
কালিদহ সাগরে হাউস উঠিল ভাসিয়া ॥
পুষ্প[১৬] লয়া হাউস করিল গমন।
রাজার সাক্ষাত গিয়া দিল দরশন ॥
কমল আনিয়া দিল রাজ বিদ্যমান[১৭]।
দেখিয়া চমৎকার হইল সর্বজন ॥[১৮]
রাজা বলে মহাপাত্র বলি তোমার ঠাঞি।

১. আদর্শে নেই। ক—পুঁথি থেকে গৃহীত। খ—পুঁথিতেও নেই। ২. ক, ও খ—পুঁথিতে সংক্ষেপে এ বর্ণনা আছে। পরে সে পাঠ দেওয়া হল। ৩. আ—সর্প্প। ৪. আ—সর্প্পের। ৫. আ—সর্প্পে। ৬. আ—বাসকির। ৭. মৃত্ত। ৮. আ—অচৈতন। ৯. আ—ততাক্ষন। ১০. আ—এহিক্ষনে। ১১. আ—গউড়ের মোন্ত্র ষুনাও গ্যা কানে। ১২. আ—সেত মাকির। ১৩. আ—কণ্ন্যে। ১৪. আ—গউড়ের। ১৫. আ—স্বোরণ। ১৬. আ—পুষ্ফ। ১৭. আ—বিদ্বমান। ১৮. এই বর্ণনা অন্য দুই পুঁথিতে পরিবর্তিত রূপে আছে। যথা :

ক—আল্লা আল্লা স্মরি জুড়িল ক্রন্দন। কালিদহ দেখি আমার উড়িল জীবন ॥
কালীদহের ঢেউ দেখি বলে হাএ হাএ। কালীদহে দিব ঝাপ যেকরে খোদাএ ॥
ঝাপ দিল কালীদহে কমল লাগিয়া। পাতালের যত নাগ মিঞাক লইল বান্ধিয়া ॥
কান্দিয়া বলে হাউস শিরে ছিল লেখা। ওসমা জননী সহে নাহি হৈল দেখা ॥

দিসা : কালিয়া নিদারুন বড়।
বন্ধুয়া নিদারুন বড়।
আমি কোন সাধনে পাবহে ॥

পদ

কালীদহে দিয়া ডুব শরীর হৈল কালা। সর্পের নিংশ্বাসে গেল শরীর জ্বলিয়া ॥
পাতালের যত নাগে বেড়িয়া লইল। বিপাকে পড়িয়া হাউস কান্দিতে লাগিল ॥

বিষম যবন দেখি[১] জাতিকুল নাগ্রিঃ ॥
হাউস বলেন রাজা শুন বিদ্যমান।[৪]
আর বিলম্ব কেনে কন্যা[২] কর দান ॥[৫]
তাহা শুনি রাজা বলে কাতর হইয়া।[৬]
আর ব্যাজ নাহি কন্যাকে[৩] দিব বিয়া ॥[৭]
কিন্তুক একটি কর্ম করহ আপনে।[৮]
রাজ্য ধন দিয়া বাছা কন্যা দিব দানে ॥[৯]
তাহা শুনিয়া হাউস জঙ্গ রাজাক বলে।[১০]
ব্যাজ নাহি কর রাজা কহত সকালে ॥[১১]
এতেক শুনিঞা রাজা আনন্দিত হৈল।[১২]
সত্ত্বরে যতেক কর্মি[১৩] ডাকিয়া আনিল ॥
[১৪]রাজা বলে কর্মিগণ শুনহ খবর।
শীঘ্র বানায়া দেহ জৌমণ্ডপ ঘর ॥
রাজার বচন যদি শুনিল[১৫] শ্রবণে।
জৌমণ্ডপ ঘর বান্ধে যত কর্মিগণে ॥[১৬]
জৌ দিয়া নির্মাণ[১৭] করিল দুই চাল।
স্তম্ভে স্তম্ভে কর্ল[১৮] জৌয়ের কাচঢাল ॥
জৌ দিয়া দিল সেহি ঘরের ছাটনি।
জৌয়ের সাড়ক চাপা জৌয়ের গাঁথুনি[১৯] ॥
জৌয়ের দেয়াল[২০] দিল জৌয়ের তীর থনি।
জৌয়ের স্বম্ভ[২১] দিল জৌয়ের পারনি ॥
জৌয়ের কপাট দিয়া না করে বিলম্ব ॥
জৌয়ের চান্দয়া দিল জৌয়ের পালঙ্গ ॥
জৌয়ের নির্মাণ করি বি...হইল।[২২]

আল্লার আলম সব অন্ধকার হৈল।
হাউসে বলেন আমি করিব কেমন।
সোনার পুতুলী তনু বিষে হৈল কাল।
যুলহাউস বলে আল্লা করিব কেমন।
কালীদহে মউত করিল নিরাঞ্জন।
গরুড়ের মহামন্ত্র করিল স্মরণ।
কমল লয়া হাউস করিল গমন।
কমল দিলেন জায়া রাজা বিদ্যমান।
যুলহাউস বলে আল্লা আমার মরণ হৈল ॥
এতদিন মৃত্যু হৈল কমলের কারণ ॥
অঙ্গ জার জাব মোর বিষে প্রাণ গেল ॥
নিশ্চয় করিল বিধি আমার মরণ ॥
আর বুদ্ধি হাউসের পড়িয়া গেল মন ॥
পাতালে বিষ পলাইল যত নাগগণ ॥
হাহিসয়া রাজাব আগে দিল দরশন ॥
অসম্ভব হইল দেখিয়া সর্বজন ॥

খ—পুঁথির পাঠ আরও সংক্ষিপ্ত। যথা :

খ—ঝাপ দিল কলিদহে কমল লাগিয়া।
বচে মিঞা হালু ভাবনা করিয়া।
কালকুট বিষে মিঞাক লইল ঘেরিয়া ॥
একবার আল্লাবল বদন ভরিয়া ॥

পদ

বল ভাই আল্লার নাম শুন মনদিয়া।
পাতালের যত নাগ গেলহ নড়িয়া।
বিপাকে পড়িয়া হাউস ভাবিতে লাগিল।
হাউসে বলেন আমি করিব কেমন।
সোনার পুতলী তনু বিষে হৈল কাল।
হাউস বলেন আমি করিব কেমন।
আর বুদ্ধি হাউসের পড়িয়া গেল মনে।
পাতালে পলায়া গেল যত নাগগণ।
রাজার নিকট জায়া দিল দরশন।
রসের বুমুকে দিন জাইছে বএয়া ॥
সর্পের নিঃশ্বাসে গেল শরীর জ্বলিয়া ॥
আল্লার আলম সব অন্ধকার হৈল ॥
এতদিনে কালিদহে হারাইনু জীবন ॥
মাথে হাতে হাউস কান্দিতে লাগিল ॥
কালিদহে মরণ করিলা নিরাঞ্জন ॥
গওড়ের মহামন্ত্র করিল স্মরণ ॥
কমল লইয়া হাউস করিল গমন ॥
চমৎকার হৈল তবে যত লোকজন ॥

শেখ খোদা বখশের বর্ণনায় আদর্শ পুঁথির অনেক পদ আছে। তদুপরি সে বর্ণনা আরও অধিক বিস্তারিত। সেখানে গরুড়ের মন্ত্রের কথা নেই। আছে 'আতসী কলেমার' কথা। সে কলেমা শ্রবণে নাগকুলের গায়ে অগ্নি জ্বলে উঠেছিল। ১. আ—বেটার। ক, খ—দেখি। ২. আ—কর্ণ্যা। ৩. আ—ন্যাকে। ৪.—১১, এ—আট চরণ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ১২. ক—ভাবিতে চিন্তিতে রাজার বুদ্ধি হইল। খ—ভাবিতে ভাবিতে রাজা বুদ্ধি আলোচিল। ১৩. ক—সহরের যত কমিগণ। খ—জৌঘর বান্দিতে রাজা আপনে কহিল। ১৪. এ পদের আগে খ—পুঁথিতে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পদগুলি আছে। যথা :

খ—কামেলা কামেলা বলে ডাক ঘন ঘন।
আসিয়া রাজার আগে সম্ভাষা হৈল।
ডাক সঙ্গে কামেলা দিল দরশন ॥
জৌঘর বান্ধিতে রাজা হুকুম করিল ॥

১৫. খ—শ্রবনে শুনিল। ১৬. খ—জৌমণ্ডব ঘর সবে বানাইতে লাগিল। ১৭. আ—নিষ্মান। ১৮. আ-স্তোম্বে ২ কৈর্ব্ব। ১৯. আ—গাথিনি। ২০. আ—দেওাল। ২১. আ—স্তোম্ব। ২২. এ পদ এবং উপরের ৮ পদ ক-পুঁথিতে ভিন্নভাবে আছে। যথা :

ক—জৌয়ের সাড়ক বানাএ জৌয়ের সুতালি।
জৌয়ের সুরশি পাড়ি জৌয়ের পাড়ণী।
জৌয়ের বানাএ তীর জৌয়ের পাঐ।
জৌয়ের ছাওনি ছাএ জৌয়ের গাঞ্জে টুঞ্জি।
জৌ দিয়া বেড়া দিল করিয়া বড়া ঠাট।
জৌয়ের ঘরে করে নিল নানা বর্ণ রঙ্গ।
জৌয়ের পালঙ্গ ঢালে না করে আলিস।
জৌয়ের চান্দয়া দিল উপরে টানিয়া।
জৌয়ের লাগাএ রুয়া জৌয়ের ছাটনি ॥
জৌয়ের ঘরে লাগাইল জৌয়ের খাম্বাখানি ॥
জৌয়ের আম্বরী পাড়ে জৌয়ের চাপাই ॥
জৌয়ের কান্ধ বাজারি ছাএ জৌয়ের মুলপাই ॥
জৌয়ের ঘরে লাগাইল জৌয়ের কপাট ॥
মাজিয়াতে ঢলিয়া দিল জৌয়ের পালঙ্গ ॥
আশে পাশে ঢালি দিল জৌয়ের বালিশ ॥
চান্দোয়ার চারপাশে দিল মুরছুল লটকায়া ॥

খ—ক-পুঁথি বা আদর্শের কোন পদ খ-পুঁথিতে নেই।

হাউসের তরে রাজা কহিতে লাগিল ॥[১]
রাজা বলে শুন[২] তুমি বাদশার কুমার।
যতেক যহুরা আমি দেখিব তোমার ॥[৩]
তবে তোমার সঙ্গে[৪] পাঁচতোলাক দিব বিয়া।
জৌমগুপ ঘরে বৈস অগ্নি[৫] লাগাইয়া ॥
হাউস বলেন[৬] আল্লা জগতের ধনি।
তোমার নাম বিনে আমি যহুরা[৭] না জানি ॥
জৌমগুপে বসিব আমি যে থাকে কপালে।[৮]
তোমার নাম অনুস্মরে আইনু পাতালে ॥[৯]
পাতাল সহরে নাহি বান্ধব আমার।[১০]
এ সময়ে দয়া ছাড় দোহাই আল্লার ॥[১১]
গোসল করিয়া হাউস চন্দ্র যেন জ্বলে।
জৌমগুপে বসিল আনন্দ কৌতূহলে[১২] ॥
জৌমগুপ ঘরে বসি হাউস বলে বাণী।
অগ্নি লাগাএ যেন[১৩] পাঁচতোলা রানী ॥
আর কেহ ঘরে অগ্নি দেহ[১৪] যদি ভাই।
তোমাগরেক[১৫] লাগে ভাই আল্লার দোহাই ॥
একথা শুনিঞা রাজা তখনে চলিল।[১৬]
পাঁচতোলা সাক্ষাতে জায়া রাজা খাড়া হইল ॥[১৭]
বলিতে লাগিল রাজা পাঁচতোলার সাক্ষাতে।[১৮]
শুনহ পাঁচতোলা মশাল লও হাতে ॥[১৯]

দিসা : চিত্ত মানে না রে।
মন উদাস হইল ॥[২০]

পদ।[২১]

জঙ্গ রাজা বলে বাণী পাঁচতোলার তরে।[২২]
অগ্নি লাগাইয়া দেহ জৌমগুপ[২৩] ঘরে ॥
শুনিয়া পাঁচতোলা লাগিল কান্দিবার।
মোর সাধ্য[২৪] নাহি বিদেশিক[২৫] মারিবার ॥
আমি না পারিব ঘরে অগ্নি লাগাইতে।
কলঙ্ক ঘোষণা মোর রহিবে ত্রিদেশেতে[২৬] ॥
সেহি[২৭] হএ পর পুত্র আমি পর কন্যা।
উহাক মারিলে মোর রহিবে ঘোষণা ॥
আমি কি মারিব উহাক অগ্নি লাগায়া।
আকপোত[২৮] কালেত কি জবাব দিব জায়া ॥
এহি কথা কহে কন্যা কান্দে অনুক্ষণ।
পাঁচতোলার বচনে রাজা হৈল হুতাসন ॥
বুঝিনু বুঝিনু ঝি তোমাগেরে[২৯] মন।
অগ্নি লাগাইতে বলি কান্দ কি কারণ ॥
বুঝিনু বুঝিনু[৩০] ঝি তোমার কঠিন হিয়া।
অন্তরে কপট কর মুখে[৩১] মাত্র দয়া ॥
বাপের বচনে কন্যা লাগিল কান্দিতে।
কান্দিতে কান্দিতে কন্যা মশাল নিল হাতে ॥
কান্দিয়া চলিল কন্যা বাপের বচনে।
শুনিঞা দেখিতে আইল প্রজা যত জনে ॥
দেখিতে আইল তবে[৩২] কি নারী পুরুষ।
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ চলে কেহত[৩৩] মুরুখ ॥
কুলবতী নারী চলে কুল পরিহরি।
অন্ধল[৩৪] সকলে চলে লাঠিভর[৩৫] করি ॥
দেখিতে চলিল কত গর্ভবতী[৩৬] নারী।
নিজ ছাওয়াল কেহ দূরে পরিহরি ॥[৩৭]
বালকেক দুগ্ধ[৩৮] দিতে নাহি কার মোহ।
কোন কোন যুবতী চলে হস্তে কাঁখে[৩৯] পোহ ॥
হাউসেক দেখিতে যত প্রজা লড়ালড়ি।
লাঠি ধরিয়া জাএ রাজ্যের বুড়াবুড়ি[৪০] ॥
কুড়িয়া জাঙ্গালে জাএ দিয়া বাহুনাড়া।[৪১]

---

১. ক, খ-এ পদ নেই। ২. ক—'তুমি' শব্দ নেই। খ—সুনহে বাদসার কুমার। ৩. খ—সকল জহুরা আমি বুঝিলাঙ তোমাব। ৪. ক—তবে সে তোমার সনে। খ—তবে তোমার সনে। ৫. খ—আগ। ৬. ক—যুল হাউস বলে। খ—হাউসে বলেন আল্লা জগতের অধিকারী। ৭. ক—অন্য নাহি জানি। খ—ঐ। ৮, ৯, ১০, ১১. অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ১২. আ—কতুহলে। ক, খ—ঐ। ১৩. ক—অগ্নি লাগায়া দেহ। খ—ঐ। ১৪. ক—না লাগাহো ভাই। খ—আব কেহ আগুন না লাগাও ভাই। ১৫. আ—তোমাঘরক। ক—তোমাগরেক। খ—তোমা সবাক। ১৬—১৯। এ চার পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। পরিবর্তে ক-পুঁথিতে আছে :

জাহার কারণে হৈল এতেক অবস্থা। সেহি অগ্নি দিক আমি মরিব সর্বথা ॥
রচে মিরা হালু গাএন করিয়া ভাবনা। একবার আল্লার নাম বল সর্বজনা ॥

২০, ২১. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। আদর্শ ও খ-পুঁথিতে নেই। ২২. এ পদ ও পরবর্তী ১৯ পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ২৩. আ-জৌমেগু। ২৪. আ-সার্দ্ধি। ২৫. আ-বৈদেসিক। ২৬. আ-ত্রিদেসে। ২৭. আ-সেঞি। ২৮. এ শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে। ২৯. আ—তোমাঘেরে। ৩০. আ—বুঝি ২। ৩১. আ—মুক্ষে। ৩২. ক, খ—এ শব্দ নেই। ৩৩. আ—কতেক। ক, খ—কেহেত। ৩৪. আন্ধলা। ক—আন্দোলা। খ—কানা খোড়া অন্ধ আইল হাতে লাঠি নিয়া। ৩৫. আ—ধরাধরি। ক—গৃহীত পাঠ। ৩৬. আ—গর্ব্ববতি। ক—ঐ। ৩৭. ক—কোলের ছাওয়াল কেত দূরে ফেলাইল। ৩৮. আ—দুর্গ্ন। ক—দুর্দ্ধ। ৩৯. আ—কাকে। ক—কাখে ছাওয়াল করি। ৪০. আ—জত বুড়ি। ৪১. আ—কুড়িয়া জাঙ্গাল দিয়া আর বাহুনাড়া। ক—কুড়িয়া নাওুর চলে দিয়া বাহু নাড়া। খ—কড়িয়া জাঙ্গাল জাএ দিয়া বাহু নাড়া।

চক্ষের নিমিষে[১] ভাঙ্গে ষাইটখান পাড়া ॥
আসিয়া দাঁড়াইল সবে হাউস বিদ্যমানে।
সোনার পুতলি তনু দেখিল নঞানে ॥
চন্দ্র জিনিঞা তবে হাউসের বরণ।
অগ্নির তুলনা নহে[২] রবির কিরণ ॥
কালা মেঘের আড়ে যেন বিজলীর ছাটা।
কাঁচা সোনা জ্বলে যেন সেকন্দরের[৩] বেটা ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মুখের[৪] বরণ।
দেখিয়া সকল লোকের হানিল মদন[৫] ॥
হাউসেক দেখিয়া বলে সকল যুবতী।
যার কোলে ছিল ছাইলা সেহি ভাগ্যবতী ॥
সেহি নারী ভাগ্যবতী[৬] যার ছিল কোলে।
জনম সফল[৭] যাক মা বলিয়া বলে ॥
হাউসেক দেখিয়া তবে[৮] এহি সব লোক।
বিসরিত[৯] হৈল জন্মে যত (ছিল) শোক ॥
ঝুরিয়া পড়িছে সভার[১০] নঞানের পানি।
কি মতে প্রাণে জিএ[১১] ইহার জননী ॥
এহি বলিয়া কান্দে যত প্রজাগণ।[১২]
তার পাছে শুন যে হাউসের বিবরণ ॥[১৩]
    রাজা বলে পাঁচতোলা শুন মোর বাণী।
জৌমণ্ডপ ঘরে তুমি লাগাও অগনি ॥
কান্দিয়া চলিল কন্যা আগুন লাগাইবারে।[১৪]
কান্দিয়া আইল জৌমণ্ডপের দ্বারে ॥[১৫]
হাউসেক দেখিয়া কন্যা উঠিল কান্দিয়া।[১৬]
হস্ত হৈতে মশাল ফেলিল পাক দিয়া ॥[১৭]
হাউসের রূপ দেখি হানিল পরান।[১৮]
কান্দিয়া দ্বারেত জায়া করিল সালাম[১৯] ॥
দ্বারেতে দুই হস্ত দুই দিগে দিয়া।[২০]
কহিতে লাগিল কন্যা[২১] কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

মালঞ্চে ফুটিল ফুল   গগনে উঠিল ধূল
    তাথে অলি করে নানা কেলি।
কন্যার কুচ[২২] পুষ্পবন   ভমরা পুরুষ মন
    শুভক্ষণে[২৩] হয়া গেল দেখা।
সিন্দুরের রঙ্গ দেখি   কানের ভ্রুকুটি রাখি
    কেশেতে গাঁথিয়া দিল পুষ্প।[২৪]
হৃদএ কাচুলী হেন   বিজলীর ছাটা যেন
    পাএ শেভিত নেপুর।
গলাতে মানিকের হার   বাহুতে রূপালি তাড়
    মুখেতে করপূর তাম্বুল।
সূর্য হৈল বিকশিত   খণ্ডিল রাইর গীত
    আনন্দিত হৈল সর্বজন।
লাগিয়া গাযীর পাএ   মিরা সৈয়দ হেলু কএ
    আল্লা আল্লা বল সর্বজন ॥[২৫]

৬ পালা সমাপ্ত।

১. আ—রাঙ্কের নিমিসে। ক—চক্ষের পলকে। খ—আক্কির পলকে ভাঙ্গিয়া আইল চাইর পাড়া। ২. খ—কিবা। ৩. খ—কন্দপের। ৪. আ—হাউসের। ক—গৃহীত পাঠ। খ—ঐ। ৫. আ—বদন। ক, খ-মদন। ৬. আ—ভার্গবতি। খ—ভার্গবতি বালক লএ কোলে। ক—ঐ। ৭. আ—সাফল। এ দুই পদের আগে ক-পুঁথির অতিরিক্ত দুই পদ :

জে অভাগিনিক বাছা আইলা ছাড়িয়া।   কলেজা ঝুণ্ন্য হইছে তাঞি মরিছে কান্দিয়া ॥

৮. ক—বলে সর্বলোক। খ—যুলহাউসের তরে দেখিয়া সর্বলোক। ৯. বিশ্বরিত হয়ে সবে পায় বড় শোক। খ—ঐ। ১০. ক—তাহার দুই চক্ষের পানি। ১১. ক—কেমন পরাণে বাঁচে। খ—এ পদ নেই। ১২, ১৩. অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ১৪—১৮, অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ১৯. আ—ছার্ব্বাম। ২০. এ পদ এবং পরবর্তী ১৫ পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ২১. আ—কর্ণ্ন্যা। ২২. আ—কুঞ্চ পুস্ক। ২৩. আ—যুবক্ষন। ২৪. এ তিন চরণের পাঠে গোলমাল আছে। অর্থ উদ্ধার করা কঠিন। ২৫. লাচাড়ির কোন পদ ক, খ-পুঁথিতে নেই।

৭ পালা

দিসা : ও আরে আজি বড় আনন্দ হৈল।
হাউসেক দেখিয়া হে ॥[১]

পদ।[২]

অগ্নিকুণ্ডে যুলহাউস ছাড়িল জিগির।
আল্লা আল্লা বলি হৈল[৩] অগ্নির বাহির ॥
হাউসক দেখিয়া সভার[৪] দূরে গেল ব্যথা।
জঙ্গরাজা কোলে নিল[৫] বলিয়া জামতা ॥
জামতা বলিয়া রাজা তুলিয়া লৈল কোলে।[৬]
কেহ জল দেএ কেহ চরণ পাখালে ॥[৭]
সব দুঃখ দূরে গেল হইল আনন্দ।
দিনক্ষণ গণিঞা কৈল বিভার লগন ॥[৮]
নব কোঠা ঘর খানি নির্মল[৯] উজ্জ্বল।
বিচিত্র চান্দয়া ঘরে করে ঝলমল ॥
সুবর্ণ পালঙ্গ শোভে ঘরের ভিতর।
হাউসেক বসাইল তাহার উপর ॥
দাসদাসী দিল তবে নিবন্ধ করিয়া।
যে দণ্ডে যে চাহে তাহা জোগাএ আনিঞা ॥
এহি মত দিবস চারি হাউস রৈল তথা।
জঙ্গরাজা করে তবে বিভার যোগ্যতা।
কার্জ্যেতে সাবধান হৈল রাজ্য অধিপতি!
নানাদেশে নিমন্ত্রণ দিল শীঘ্রগতি[১০]॥
নগর নিকটে যত ছিল ইষ্ট মিত্র।
সাড়া দিয়া জ্ঞাতিগণ[১১] আনিল তুরিত ॥
এহি মতে ইষ্ট কুটুম আইল সকল ॥
বিভা আদি দ্রব্য যত[১২] করিল প্রস্তুত ॥
নানা দেশ হৈতে আইল নাচনী বাজনী।
যে বাদ্য শুনিতে মোহে শিব সিদ্ধা মুনি ॥[১৩]
মধুর মধুর বাদ্যধ্বনি[১৪] বাজে নৃত্যগীত[১৪]।
নটি নাটুয়া গাএনে গাএ গীত[১৪] ॥
দেশে দেশে হৈতে আইল মহারাজাগণ।
ইষ্ট মিত্র প্রজা যত আইল সর্বজন ॥
পরম আদরে সভাক লয়া আগবাড়ি।
যার যোগ্য যে বাসা দিল যত্ন করি ॥
উত্তম দ্রব্য যত সামগ্রী করিয়া।[১৫]
যার যোগ্য যে সিধা দেএ বিবর্তিয়া ॥[১৬]
এহিমতে যত যে ইষ্টমিত্র ছিল[১৭]।
নিমন্ত্রণ[১৮] পায়া সব আনন্দে আইল ॥
আম্রকলা ঘট বারি[১৯] জোড়ে সারি সারি।
প্রতি ঘটে আম্র[২০] ডাল সিন্দুরের কেয়ারি[২১] ॥

১. খ-পুঁথি থেকে গৃহীত। ক-ও সাহেব বিনে আর কে আছে মোর হে। আদর্শে নেই। ২. খ.-পুঁথি থেকে গৃহীত। আদর্শ ও ক-পুঁথিতে নেই। ৩. ক-হৈল বাহির। খ-মিয়া হৈল বাহির। ৪. ক-সকলের গেল ব্রেথা। খ-সব শোকের হৈল ব্রেথা। আ-বেতা। ৫. ক-জঙ্গ রাজা আনন্দ হৈল। খ-ঐ। ৬. ক-আদর করিয়া বসাইল সমপাকে। খ-আদর করিয়া তাক বসাইল পাসে। ৭. ক-কেহ কেহ আসি তার চন পাওখালে। খ-কেহ কেহ পাও ষোণায় মনের হরিষে। আ-পাকালে। ৮. ক-আওাল মুক্ষাবারে করে বিভার নির্বন্ধ। খ-ঐ। ৯. আ-নিক্ষল উর্জ্জল। এ পদ ও পরবর্তী ৭ পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। কিন্তু খোদা বখশের পুঁথিতে আছে। ১০. আ-সিগ্রগতি। ১১. আ-গ্যাতগন। ১২. আ-দর্ব্ব জতো। ১৩ আ-জে বাদ্য স্বনিতে মহে সিব সির্দ্ধা মনি। ১৪. আ-ধুনি। ১৪. আ-গিদ। ১৫. আ-উৎম দর্ব্ব জতো সমগ্রি করিয়া। ১৬. এ পদ ও পূর্ববর্তী ১৫ পদ অন্য দুই পুঁথি সংক্ষেপে ও ভিন্ন রূপে আছে। যথা—

ক—নানা দেশ হৈতে আনাইল সব জ্ঞাতি। রাজার আন্দরে সব চলে শীঘ্রগতি ॥
আনন্দে নানা বাদ্য হৈছে বাজন। আনন্দে অবদি নাহি সকল ভুবন ॥
খ—দেশে দেশে হৈতে আইল সব জ্ঞাতি। রাজার বাসরে সব আইল সিগ্রগতি ॥
নানা সন্দে বাদ্য হইছে বাজন। আনন্দের অবধি নাহি পাতাল ভুবন ॥

আদর্শের উপরোক্ত ১৬ পদ প্রায় হুবহু রূপে খোদা বখশের পুঁথিতে আছে।

১৭. আ-চিল। ১৮. আ-নিমন্তন। ১৯. আ-অম্রকল ঘটবাতি। ২০. আ-অম্ব। ২১. আ-সেন্দুরের কেওারি।

এহি মতে হৈল মহা উৎসব[১] আনন্দ।
উত্তম[২] দিবসে কর্ল[৩] বিভার লগন ॥[৪]
আউয়াল জুম্বাবারে[৫] মাড়য়া গাড়িল[৬]।
শনিবারের দিনে মিঞাক হলিদ্রা ছোঁয়াল ॥
রবিবারের দিন মিঞার খার[৭] ভাঙাইল।
হাতে পাএ মেন্দি দিয়া গোসল[৮] করাইল ॥
বৈরাতি কাপড় মিঞাক লাগিল পরাইবার।[৯]
সুবর্ণ দস্তার বান্ধে শিরের[১০] উপর ॥
গোস পেশ বান্ধিল সে ঝলমল করে।
হুসনি সেহেরা বান্ধে তাহার উপরে ॥
ভিতরে পরাল নিমা বাহিরে দোতাই।[১১]
তার উপর পরাইল লক্ষের কাবাই ॥
সুবর্ণ পটুকা দিয়া কমর বান্ধিল।
বিচিত্র পামরি শাল অঙ্গে[১২] উড়াইল ॥
বানাতি পাপোষ মিঞার [পায়ে] সম্ভরিল।[১৩]
মাণিকের দর্পণ মিঞা দস্তেতে ধরিল ॥[১৪]
কমর বান্ধিয়া হাউস বসিল সভাএ।
সোয়ারী[১৫] করিতে হুকুম করিল রাজাএ ॥[১৬]
আজ্ঞা পায়া আনন্দ [হৈল] সভাখণ্ডে।[১৭]
সোয়ারী করিতে লোক সাজেঅহি দণ্ডে ॥[১৮]
সাজ সাজ করিয়া নগরে দিল সাড়া।[১৯]
লক্ষে লক্ষে সাজে হস্তী পর্বতীয়া ঘোড়া ॥[২০]
পর্বতীয়া ঘোড়া সব করে হিন্ হিন্।[২১]
পিষ্টেত তুলিয়া বান্ধে সুবর্ণের[২২] জিন ॥
কপালে কলিকা[২৩] দিল মাণিকের তারা।
চারি খুড়ে[২৪] দিল গজ মুকুতার ঝারা ॥

ঘাগর চৌরসি দিয়া[২৫] ঘোড়ার কৈল সাজ।
চারি ভিতে গাথিয়া দিল সুবর্ণের জাদ ॥
ঘাগর ঘুগুরাতে ঘোড়াক ভাল সাজে।
খিত্রমল টোপা তাতে উনুঝুনু বাজে ॥
সাজাইল ঘোড়া যেন গুঞ্জরে ভমর।
শিরেতে তুলিয়া বান্ধে হাড়িয়া চামর ॥
রসাল কঙ্কণ[২৬] দিয়া বান্ধিল লঙ্গুড়[২৭]।
হীরা নালে বান্ধিল ঘোড়ার চারি খুর ॥[২৮]
বাজন নূপুর দিল ঘোড়ার চারি পাএ।[২৯]
হাউসের আগে ঘোড়া নাচিয়া বেড়াএ ॥[৩০]
সোয়ারী[৩১] করিতে লোক ঢোলে দিল বাড়ি।
বৃদ্ধ যুবা[৩২] পাইকসব পাড়ে লড়ালড়ি ॥
সোয়ারী[৩৩] বাজন বাজে নানা শব্দ করি।
সুবেশ করিয়া সাজে[৩৪] যতেক বিদ্যাধরি ॥
কেহ সাজে গজকন্ধে কেহ দিব্য রথে[৩৫]।
কেহ সাজে অশ্বপৃষ্ঠে কেহ ভূমিপথে ॥[৩৬]
ব্যাল্লিশ[৩৭] বাজনা বাজে শুনিতে আনন্দ।[৩৮]
মৃদুং[৩৯] খঞ্জরি বাজে ভেউর সারঙ্গ ॥[৪০]
শানাঞী ভেউর বাজে পিনাক করনাল।[৪১]
ডেমচ পাখোয়াজ বাজে খোল করতাল॥[৪২]
রবাব[৪৩] পিনাক বাজে আর তম্বুরা[৪৪]।
হস্তীর কন্ধেতে বাজে জোড় জোড় নাকাড়া[৪৫]॥
রবাব পিনাক[৪৬] বাজে আর তামাকাঁসা।
বিনে তারে[৪৭] বাজে বাদ্য আজব তামাশা ॥
খোল করতাল বাজে আর শব্দ[৪৮] সারা।
বহুমূল বাদ্য বাজে[৪৯] সারিন্দা দোতারা ॥

১. উছর্ছব। ২. আ-উৎতম। ৩. আ-কৈর্ল্ব। ৪. এ পদ ও উপবেব ৫ পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। কিন্তু শেখ খোদা বখ্শের পুঁথিতে আছে। ৫. আ-আওাল যুদ্ধাবারে। ক, খ-ঐ। ৬. ক-বান্ধিল। ৭. ক-খার চোক করিলা। খ-খাবতোক করিল। ৮. ক-স্নান। ৯. ক-বৈরাতি কাপড় মিঞাকে পরাইতে লাগিল। চন্দ্র আর ভানু হাউস জ্বলিতে লাগিল ॥ (অতিরিক্ত পদ)। খ-বৈরাতি কাপড় মিঞাকে পরাইতে লাগিল। চন্দ্র আর ভানু হাউস জ্বলিতে লাগিল। ॥ (অতিরিক্ত পদ)। খ-বৈরাতি কাপড় মিঞাক পড়াইতে লাগিল। ১০. ক-ঝলমল কবে। খ-কবে ঝলমল। ১১. খ-আসিত পবিল নিমাঞী বাহিরে দোতাই। ১২. ক-গাএত ঢালি দিল। খ-গাএ ঢালি দিল। ১৩. ক-বানাতি পাবস পাএ তবে দিয়া। খ-বানাতি পাবস মিঞা পায়েতে পরিয়া। ১৪. ক-মেন্দি দর্ব্ব জত মিঞা হস্তেত লইয়া। খ-মাঞ্জ কাটারি মিঞা হস্তেত করিয়া। ১৫. আ-সোওারি। ১৬. ক-ঘোড়া জিন করিতে তবে চেরাদার জাএ। খ-ঐ। ১৭-২০. অন্য দুই পুঁথিতে নেই। খোদা বখ্শের পুঁথিতে আছে। ২১. ক-একে তুরকী ঘোড়া করে ঘিন ঘিন। খ-একেত তুড়কি ঘোড়া করে খেন খেন। ২২. খ-সোনারূপার জিন। ২৩. আ-কলস ক, খ-কলক। খো, ব-কলিকা। ২৪. আ-করি। ক-কড়ে। খো, ব-খুড়ে। খ-গলাতে গাথিয়া গিল গজমতি হার। ২৫. ক-ঘণ্টা সাগর চৌরাশি দিয়া। খ-ঘাতার ... সি দিয়া। ২৬. ক-কিঙ্কনি। ২৭. ক-নাঙ্গুড়। খ-এ পদ নেই। ২৮. খ-এবং খোদা খোদা বখশের পুথিতে নেই। ২৯, ৩০. অন্য দুই পুথিতে নেই। ৩১. আ-র্স্বো করিতে। ক, খ-এ পদ নেই। ৩২. আ-বিৃদ্ধযুবা। ক. খ-এ পদ নেই। ৩৩. আ-র্স্বোরি। ক, খ-এ পদ নেই। ৩৪. ক-নাচে যত। খ-ঐ। ৩৫. আ-দির্ব্ব রতে। ক, খ-এ পদ নেই। ৩৬. ক, খ-এ পদ নেই। ৩৭, ৩৮. ক, খ-এ দুই পদ নেই। ৩৯. আ-ব্যালিস। ৪০. আ-মৃিতৎ। ৪১, ৪২. ক, খ-এ পদ নেই। ৪৩. ক-বরাক। ৪৪. আ-তমস্বরা। ক-তম্বুরা। খ-এ পদ নেই। ৪৫. খ-এ পদ নেই। আ-নাগেরা। ৪৬. ক-বরাক কপিলা। ৪৭. আ-তালে। ক-তারে। খ-ঐ। ৪৮. ক-সদ্য। ৪৯. ক-বহুমূল্য বাজে। আ-বহুমূল।

ভেউর রণশিঙ্গা বাজে করতাল সকল ।[১]
নানা বাদ্য বাজনে[২] হৈল গণ্ডগোল ॥
মহাশব্দ বাদ্য[৩] শুনি তোলপাড় মাটি ।
পাতালে কম্পিত হৈল নাগের বাসুকি ॥
লক্ষ লক্ষ নটী নাচে সুবেশ কবিয়া ।
নর্তকী[৪] নাটুয়া নাচে নূপুর[৫] পাএ দিয়া ॥
ঢালী কাতী পাইক সাজে লিখিতে না পারি ।
সরল সংগ্রাম[৬] সাজে মহাবল করি ॥
রথের কড় কড়ি আর গজের সিংরলি[৭]॥
ঘোড়ার গর্জন শুনি কর্ণে[৮] লাগে তালি ॥
বন্দুকের শব্দ শুনি স্বর্গ মর্ত্য[৯] কাঁপে ।
চমকিত হয়া ঘোড়া লক্ষে লক্ষে লাফে ॥
লক্ষে লক্ষে রাম চেঙ্গি একিবারে ছাড়ে ॥
আসমানের বৃষ্টি[১০] যেন স্বর্গ[১১] হৈতে পড়ে ॥
সোসান শুনিঞা তার কম্পে[১২] রবি শশী ।
বৃক্ষ[১৩] ছাড়ি উড়ি জাএ ঝাকে ঝাকে পক্ষী ॥
লক্ষে লক্ষে মশাল জ্বলে ঘৃত[১৪] ঢালি দেএ ।
অন্ধকার[১৫] রাত্রি যেন হৈল দিন মএ ॥
উজ্জ্বল মশাল যেন প্রদীপ[১৬] সারি সারি ।
প্রজা সকলে চলে হাউসেক ঘিরি ॥
এহি মতে উঠিল মিঞা যাত্রা করিয়া ।
যাত্রা কালে দন্ধু পৈল সহর জুড়িয়া ॥
কার ছাইলা কুতি গেল উদ্দিশ না পাএ ।
কার বা রমণী ভাণ্ডি কেবা লয়া জাএ ॥
এহি মতে লোকজন[১৭] অনেক হারাইল
কেহ সর্বনাশ কেহ কৃতার্থ[১৮] হইল ॥
লোকের হিড়ির মধ্যে[১৯] যেবা পথে পড়ে ।
তার গাএর মাংস[২০] ভূমি পদে উড়ে ॥
এহি মতে পাতাল পুরী নগর জুড়িয়া ।
সোয়ারী[২১] করিয়া হাউস বেড়াএ ভ্রমিয়া[২২] ॥

রত্ন অভরণ গাএ চড়িয়া চৌদলে ।
দিগজএ খেলে বীর মহা কৌতূহলে[২৩] ॥
কল্পতরু পুষ্প তবে হস্তেত করিয়া ।
চৌদলের চারি পাশে জাএন বেড়িয়া ॥
দল বল লয়া বীর যেহি দিগে জাএ ।
শস্য কৃষাণ[২৪] লণ্ডভণ্ড কাকে কেবা চাএ ॥
দিগজএ করে বীর নাহি ভয় ভীত ।
কার দ্রব্য কোথা ছাড়ে না পাএ কদাচিত ॥
নগর বাহির দিয়া ফিরে দলবল ।
দিবকের অগ্নি হএ ভুবন উজ্জ্বল[২৫] ॥
কারো হারাইল পাগ কারো বসন ।
দ্রব্য[২৬] হারাইয়া কারো বিমরিস মন ॥
নগরে উৎপত্তি হৈল মহা কোলাহল ।
হস্তি তলে পড়ি কারো মরিল ছাওয়াল[২৭]॥
আনন্দ দুন্দুভি[২৮] বাদ্য মহাকোলাহল[২৯] ।
নর্তকী[৩০] নাটুয়া নাচে গাএন মঙ্গল ॥
এহিমতে যুলহাউস সোয়ারী[৩১] করিয়া ।
নিজ অন্তপুরে পুন আইল ফিরিয়া ॥
আসিয়া সকল লোক পুরে স্থিতি[৩২] হৈল ।
নব রত্ন সভা করি সকলে বসিল ॥
রথদোলা হস্তীঘোড়া স্থানেতে বান্ধিল ।
সুবর্ণ বাটাত করি গুয়া পান দিল ॥
কুমারেক নানারত্ন পরাইল[৩৩] অঙ্গে ।
সভাতে[৩৪] বসাইল আনি সুবর্ণ পালঙ্গে ॥
মাথার উপরে ধরে নর দণ্ড ছত্র ।
তিলে তিলে গণে দ্বিজ[৩৫] বিভার নক্ষত্র ॥[৩৬]
ব্রাহ্মণ সুজন লোক জুড়িল সভাখণ্ড ।[৩৭]
তার মাঝে হাউসের মাথে নবদণ্ড ॥[৩৮]
এহিমতে সভা করি সকলে রহিল ।[৩৯]
করারি লাল নামে উকীল ডাক দিল ॥[৪০]

১. ক-ভেউর ক্রেনাল বাজাএ সকল। খ-এ পদ নেই। ২. ক-বাজনা। খ-এ পদ নেই। ৩. আ-বাদ্যা। এ পদ এবং পরবর্তী ১৫ পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। কিন্তু খোদা বখশের পুঁথিতে আছে। ৪. আ-নির্ত্তকি। ৫. আ-নফুর ৬. খো, ব,—সোবর্ন্ন্য সংগ্রাম বাজে মহাবলাবলি। উভয় পাঠই অর্থহীন। ৭. সিংরলি শব্দ সিংহ-রোলের বিকৃত রূপ হতে পারে। খো. ব-রথের হুড়হুড়ি আর গজের হিঙ্গিলি। ৮. আ-কর্ন্ন্যা। ৯. আ-সব্দ ষুনি সর্গ্গ মর্থ। ১০. আ-বৃষ্ট। ১১ আ-গর্গ। ১২. আ-কাম্পে। ১৩. আ-বিক্ষ্য। ১৪. আ-ঘিৃত ১৫. আ-রন্দোকার। ১৬. আ-কড় মশাল খাটেত। খো, ব-গৃহীত পাঠ। ক-রার্ব নিসান তোলে সারি সারি। খ-ঝাণ্ডা নিসান তবে তোলে সারি সরি। ১৭. আ-লোকের ছাইলা। খো, ব-গৃহীত পাঠ। এ·পদ, পূর্ববর্তী ৩ পদ এবং পরবর্তী ১৯ পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ১৮. আ-কেতর্তাত। ১৯. আ-মৈর্দ্ধে। ২০. আ-চক্ষমাংস। খো, ব-গৃহীত পাঠ। ২১. আ-স্নৌরি। ২২. আ-ভুক্মিয়া। ২৩. আ-কতুহলে। ২৪. আ-শশ্য ক্রিশেন। ২৫. আ-উর্ম্যল। ২৬. আ-দর্ব্ব। ২৭. আ-ছাওাল। ২৮. আ-দুন্দস্বরি বাদ্যা। খো, ব-গৃহীত পাঠ। এ পদ এবং পরবর্তী ৮ পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ২৯. আ-মহা কতুহল। খো, ব-গৃহীত পাঠ। ৩০. আ-নিৎতকি। ৩১. আ-স্বৌরি। ৩২. আ-স্তিতি। ৩৩. আ-পৈরাইল সর্ব্বঙ্গে। ৩৪. আ-প্রভাতে। খো. ব—গৃহীত পাঠ। ক-মাড়োয়া তলে তবে হাইসেক বসাইল। খ-মাড়য়ার তলে আনি হাউসেক বসাইল। ৩৫. আ-দিজ বিভার নৈক্ষর্ত্র। ৩৬-৪০. এ পাঁচ পদ। খোদা বখশের পুঁথিতে নেই। ক, খ-পুঁথিতেও নেই।

ধনা মনা সোনা তিন ভাই ডাক দিয়া।[১]
বিরাহিম নামে মোল্লা পড়াইল[২] বসিয়া ॥
আক্ত নিকা পড়াইয়া[৩] মোহর বান্ধিল ॥
পান শিরনি সরবত সবে খাওয়াইল ॥
নানা কৌতূহলে এথা সকলে রহিল।
পাঁচতোলাক করিতে শিঙ্গার[৪] হুকুম করিল ॥
পাঁচ তোলাক শিঙ্গার[৫] করে রাইয়গণ।
নানা বর্ণের পরাইল রত্ন আভরণ ॥[৬]
নোতুন যৌবন কন্যা উচ্চ কুচভার।[৭]
রূপে মজাইতে পারে সয়াল সংসার[৮] ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন জ্বলে মুখ[৯] খান।
দুই ভোঞা শোভে[১০] যেন বাঘের কামান ॥
দুই চক্ষু জ্বলে যেন কাজলের রেখ[১১]।
বেক্‌ত[১২] খঞ্জন পক্ষী যেন পরতেক ॥
দুই অধর[১৩] জ্বলে যেন হিঙ্গুল হরিতাল।
মণিমুক্তা জিনি যেন দশন[১৪] নির্মল ॥
হাত পাও পদ্ম যে কপালে রত্ন জ্বলে।
ক্ষীণ[১৫] মাঞ্জা দেহা বাতাসে তনু হেলে ॥
কপিলার চামর জিনি মস্তকের কেশ।
ত্রিলোক[১৬] জিনিঞা যে ভুবন মোহন বেশ ॥
আউলাইল মাথার কেশ পড়িল ধরণী।
চন্দনের গাছে যেন বেড়িছে[১৭] নাগিনী ॥
তৈল[১৮] মাঞ্জিয়া বান্ধিল খোঁপার ভার।
গগনে হইল যেন মেঘ অন্ধকার ॥
সুবর্ণের কাকৈ দিয়া আচড়িল[১৯] চুল।
মালিকা[২০] মাধবীলতা গাঁথে নানা ফুল ॥
কানড়া[২১] জিনিঞা যে খোঁপা কর্ল সাজ ॥
তাহাতে গাঁথিয়া দিল সুবর্ণের জাদ ॥
সুবর্ণের জাদ[২২] দিল রত্ন মণিঝাপা।
স্থানে স্থানে দিল তাথে সুবর্ণের চাপা ॥
নানা প্রকারে খোঁপা বান্ধে রাইগল।[২৩]
ত্রিভুবন জিনিঞা রূপ জ্বলে[২৪] অভরণ ॥
[২৫]পরাইল সুবর্ণের মুল চাকি ভেটা।[২৬]
গলাএ পরাইল যেন সুবর্ণের জটা ॥[২৭]
কর্ণেত পরাইল পাত হেমরত্ন বালি।[২৮]
ত্রিভুবন জিনিঞা শোভিত হৈল আতি ॥[২৯]
গলাএ পরাইল তুলি সুবর্ণের হাড়।[৩০]
দুই বাহে পরাইল সুবর্ণের তাড় ॥
বায়ুবন্ধ পরাইল করে ঝলমল[৩১]।
অঙ্গরী পাসলী পরে দেখিতে উজ্জ্বল ॥[৩২]
বিসাস উজঠি[৩৩] পরে অতি বড় রঙ্গ।
মোহন মালা চাপা কলি দোলে কুচ সঙ্গ ॥[৩৪]
চন্দ্র সূর্য জিনি রূপ যেন বিদ্যা ধরি।
আলম জিনিঞা রূপ পরম[৩৫] সুন্দরী ॥

১. ক-ধনা মোনা সোনা তিন ভাই এক সাইদ ডাকিল। খ-ধনা মনা সোনা তিন ভাইক সাইদ ডাকিল। ২. ক-পড়াইতে লাগিল। খ-পড়াইতে বসিল। ৩. ক-হযরতি নিকা পড়ায়া। খ-আক্ত নিকা পড়াইয়া। খো, ব-ঐ। ৪. আ-সিংরাইতে। ক-কন্যা সাজাইতে রাজা হুকুম করিল। খ—ঐ। খো. ব—গৃহীত পাঠ। ৫. আ-সিংরাএ জত রাইয়গন। ক-পাঁচতোলাক সাজাএ জত রাইগন। খ-ঐ। খো, ব-গৃহীত পাঠ। ৬. আ-নানা বর্ন্যে পৈরাইল অত্ন অভবণ। ক-অঙ্গেত পবাএ সবে নানা অভরণ। খ-এ পদ নেই। ৭. আ-নৌত জৌবন কর্ন্যার উর্চ্য কুর্চ্যভার। ক-নৌতুন জৌবন বিবি উভ স্তনভার। খ-ঐ। ৮. ক-শংঙ্গসার। খ-সকল সংসার। ৯. আ-মুক্ষ। ১০. খ-সোবে। ১১. আ-রেক। ক,. খ-ঐ। ১২. আ-বিগত। ক-বেকত। খ-একেত। খো, ব-দেখিতে। ১৩. আ-দুই পএধর যেন। ক-দুই অধর জেন। খ-দুই হস্ত সোবে যেন। খো. ব-হস্ত পদ্ম। ১৪. আ-দ্রসন নিক্ষল। ১৫. আ-খিণ। ক. খ-ঐ। ১৬. আ-ত্রিধন্যা। ক. খ-ত্রিলক্ষ। ১৭. ক-বেড়িল। খ-বেড়িছে। ১৮. আ-তৈর্ল্ব্য। ক-তৈল মাখিয়া। খ-তৈলত মাখিয়া। ১৯. আ-আচুড়িল। ক=আচড়ে মাথার চুল। খ-আচড়িল চুল। ২০. ক-মণি। খ-ঐ। ২১. আ-কামড়া। ক. খ-কানড়া। ২২. খ-জাহাদ। ২৩. খ-এ পদ নেই। ২৪. আ-জলেন রত্বন। ক-গৃহীত পাঠ। খ-এ পদ নেই। ২৫. এ পদের আগে ক ও খ-পুঁথিতে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পদগুলি আছে। যথা :

ক, সুবর্ণের শ্বেত পরে যেন উদয় তারা। লক্ষের বেসর পরে মুকুতার ঝারা ॥
সুবর্ণ চিত্র পরে মাণিকের খোঁপা। নামা কর্ণে পরিল সুবর্ণের ঝাপা ॥
খ, সুবর্ণের শ্বেত পরে করে উদয়তারা। লক্ষের বেসর পরে মুকতার ঝারা ॥

২৬. ক, খ-এ পদ নেই। খো, ব-পুঁথিতে আছে। ২৭. ক-গলাএ পরিল সুবর্ণের গুলি। খ-গলাত পরেন সুবণ হাঁসলি। ২৮. ক-উপর কর্ন্যে পরিল হেমরত্ন বালি। খ-উপর কানে পরিল ... বালি। ২৯. ক, খ-এ পদ নেই ৩০. ক-হাসলি মাদিলা গলাতে পরে হার। খ—হাসলি মাদোলা পরে সুবর্ণের হার। ৩১. খ-ঝলমলি। ৩২. খ-পায়েতে পরিল সুবর্ণের পাসোলি। ক-তার পাছে পরিল অঙ্গরি বাকমাল। ৩৩. ক-বিশ্বাস উজটা। খ-বিশ্বাস স্বর জটা। খো, ব-বিসাষ উর্জুষ্ঠি। ৩৪. ক-মোহন মালা পরে কলিকা কুঞ্চের সঙ্গ। খ-মোহনমালা পরে কলি কুঞ্চের সঙ্গ। ৩৫. আ-মহন মররি। ক, খ-গৃহীত পাঠ্য।

হস্ত পদ্ম যেন মৃণাল বাহুলতা।[১]
সুবর্ণ কঙ্কণ যেন পরাইল বিধাতা ॥[২]
কপালে সিন্দুর দিল অরুণ ধরণে।[৩]
ফুটিল তিমির যেন রবির কিরণে ॥
[দুই চক্ষেতে দিল কাজলের রেখ।
বেকত খঞ্জন পক্ষী দেখিতে পরতেক ॥][৪]
দন্তের নাগালে[৫] যেন গুঞ্জরে ভমর।
বাছিয়া পরিল শাড়ী মেঘডুম্বর ॥
অষ্ট অভরণ[৬] অঙ্গে ঝলমল করে।
পাঁচ তোলার রূপ দেখি মুনির মন হরে[৭] ॥
যুলহাউসেক তবে মন্দিরে[৮] আনিল।
সমুখে আসিয়া কেহ[৯] কাণ্ডারী ধরিল ॥
দ্বারে রহিয়া মোল্লা যুলুয়া[১০] হস্তে দিল।
জঙ্গ রাজা আসিয়া কন্যা হাউসেক সম্পিল ॥[১১]
কন্যার হস্ত ধরি দিল কুমারের হাতে।
উৎসর্গিয়া[১২] দুর্বা ধান দিল দুহার মাথে ॥
কুলের ব্রাহ্মণ আগে বসিল আসিয়া।
কৃশ তৃণ দুই নখে[১৩] ফেলিল বান্ধিয়া ॥
বিভার নির্বন্ধ মন্ত্র পড়িয়া শুনাইল।
দুহার বসন টানি গিঠিয়া বান্ধিল ॥
দুহার কনিষ্ঠ নখ[১৪] ধরিয়া ব্রাহ্মণে।
সপ্তবার ফিরে দ্বিজ বিদিত বিধানে ॥
তদন্তর দ্বিজবর বসায়া দুহাকে।
থাল ভরি টাকা আনি দিল দ্বিজের আগে ॥
[দ্বিজ বলে বাদশার পুত্র শুন বিদ্যমান।
থাল ভরি রত্ন মোকে তুমি কর দান ॥][১৫]
দ্বিজ বলে শুন তুমি পাঁচতোলা সুন্দরী।
তোমার দক্ষিণা লৈব অগ্নি পাট শাড়ী ॥
শুনিঞা দ্বিজের কথা কহিছে রাজন।[১৬]
থাল ভরি রত্ন দিব খসাও বন্ধন ॥[১৭]
কেহ দিল ধন কড়ি কেহবা অঙ্গুরী।
কেহ লক্ষ[১৮] টাকা দিল হার শতেশ্বরী ॥
সবলোক ধন্য ধন্য করেন বাখান।
আপনার হাতে বিদি করিছে নির্মাণ[১৯] ॥
দুহে দুহে দরশন দুখে[২০] পাইল ওড়।
বিধি নির্মাইল যেন সারঙ্গের জোড় ॥
আনন্দিত কন্যাবর বাসরে চলিল।
সুবর্ণ চালনি আনি পরছিয়া লৈল ॥
সুবর্ণ পুষ্পের শয্যা বিছায়া মন্দিরে।
সখিগণ পরছিয়া বসাইল দুহারে ॥
সখিগণ রাইয়গণ বাখানে কন্যাবর।
চিত্রের[২১] পুতুলী তনু একি[২২] সমসর ॥
সফল পৃথিবী মধ্যে জন্মিছে দুইজন।[২৩]
রবি আর শশী যেন হইছে মিলন ॥
মনে মনে রাইগণ মন কলা খাএ।
মহাভাগ্যবতী নারী এমত স্বামী পাএ ॥
যার চিত্তে[২৪] যেমত নহে করেন বাখান।
হরিষে করেন সবে পুষ্প বরিষণ ॥
দুহে দুহে রাইগণে বসি গলাগলি।
মঙ্গল করিয়া গাত্র বিভার লাচাড়ি ॥

১. আ-হস্তে পদে পদ্মো জেন মৃনাল ০ বাতি। খ-হস্ত পদ মৃনাল বহুলতা। ক-গৃহীত পাঠ। ২. আ-সোবের্ন্ন্যেব কঙ্কনপৈরাল দুই হস্তে। ক-সুবর্ণ কঙ্কন তাথে পরাএ বিধাতা। খ-ঐ। ৩. আ-আরণে। ক-ধরনে। খ-ঐ। ৪. আ-নেই। ক, খ-থেকে গৃহীত। ৫. আ-দন্ত গহন। ক-গৃহীত পাঠ। খ-দন্তের বরন তাহার। ৬. খ-অলঙ্কার। ৭. ক-ভুলে। ৮. ক-আনিল মন্দিরে। খ-আনিল বাসরে। ৯. ক-ঠাকুরে কাণ্ডার ধরে। খ-ঠাকুরে ছত্র ধবে। ১০. ক-ষুলুওা দেএ। খ-ঐ। ১১. এ পদ এবং পরবর্তী ৩৬. পদ অন্য দুই পুথিতে নেই। ১২. আ-উছছর কিয়া। ১৩. আ-কুসতিন্নি্য দুই নৌক্ষে। ১৪. আ-দুহার কনেস্ট নৌক্ষ। ১৫. খো. ব-পুঁথি থেকে গৃহীত। ১৬. আ-কহে রাজাগণ। ১৭. আ-থাল রত্ন দিব দান খসাহ বন্ধন। খো, ব-গৃহীত পাঠ। ১৮. আ-লৈক্ষ। ১৯. আ-নিক্ষান। ২০. আ-দ্বক্ষে পাইল উড়। খো, ব-দুখে পাইছ লওড়। কোন পাঠেরই অর্থ বুঝা গেল না। ২১. আ-চিতোর। ২২. আ-এখি সম্বেস্বর। ২৩. আ-সাফল প্রিথিমি মৈর্দ্ধে জন্মিছে দুইজন। ২৪. আ-চিত্যে। ১৮ (৩৫১ পৃ.)-এর পরে ক এবং খ-পুঁথির পাঠ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যথা :

ক. ষুল হাউসেক তবে আনিল মন্দিরে। সমুখে আসিয়া ঠাকুরে কাণ্ডার ধরে ॥
দ্বারে দাঁড়াইল মোলা ষুলওা দেএ। চারি চক্ষে মিলন হয়া গেড়ুয়া খেলায় ॥
খির কাণ্ডা দুগ্ধ ভাত করিল ভক্ষণ। অঙ্গুরি দিয়া করিল বরের বরণ ॥
বিভা করি ষুল হাউস বসিল মন্দিরে। রচেমিরা হালু গাযুর কিঙ্করে ॥

খ. ষুলহাউসেক তবে আনিল বাসরে। সমুখে রইয়া ঠাকুরে ছত্র ধরে ॥
দ্বারে দাঁড়াইয়া মোল্লা যুলুয়া দেয়। চাইর চক্ষে দেখাইল ষুলুয়া খেলায়ে ॥
খির কাঞ্জি দুগ্ধ পান্তা করিল ভক্ষণ। অঙ্গুরী দিয়া করিল বরের বরণ ॥
বিভা করি যুল হাউস রহিল বাসরে। রচে মিয়া হালু গাযীর কিঙ্করে ॥

[লাচাড়ী]

রাইগণ দিয়া জএ　　বিভার লাচারি গাএ
　　পুলকিত[১] হৈয়া　রাইগণ।
দুর্ব্বদুর্বা[২] জুয়া খেলে　　অঙ্গুরী তাহাতে ফেলে
　　খেলে দুহে জুয়া সপ্ত সারি।
হস্ত জোড়ে সব সখী　　গণ্ডুষে অঙ্গুরী রাখি
　　থালে ঢালে সপ্ত পাকদিয়া।
ঢালিতেহি মাত্র ধরে　　কন্যা আর কুমারে
　　হাসে দুহে মুখামুখি চায়া ॥
পিন্ধিয়া পাটের শাড়ী　　করজোড়ে মারে তালি
　　নাচে সব বিদ্যাধরিগণ।
কেহ নাচে কেহ গাএ　　নূপুর[২] বাজাএ পাএ
　　উনুঝুনু সুরঙ্গ বাজন ॥
কন্যাবর মুখামুখি　　মুকু[৩] লিখেত দেখি[৪]
　　নাচ করে মেঘের গর্জন ॥
প্রভাত সমএ কালে কুকিল কুহুরে[৫] ডালে
　　ভমরা গুঞ্জরে পুষ্পবন ॥
মালঞ্চে ফুটিল ফুল　　গগনে উঠিল ধূল
　　তাথে অলি করে নানা কেলি।
কন্যার কুচ[৬] পুষ্পবন　　ভমরা পুরুষ মন
　　শুভক্ষণে[৭] হয়া গেল দেখা।
সিন্দুরের রঙ্গ দেখি　　কানের ভ্রুকুটি রাখি
　　কেশেতে গাঁথিয়া দিল পুষ্প।[৮]
হৃদএ কাচুলী হেন　　বিজলীর ছাটা যেন
　　পাএ শোভিত নেপুর।
গলাতে মাণিকের হার　　বাহুতে রূপালি তাড়
　　মুখেতে করপূর তাম্বুল।
সূর্য হৈল বিকশিত　　খণ্ডিল রাইর গীত
　　আনন্দিত হৈল সর্বজন।
লাগিয়া গাযীর পাএ　　মিরা সৈয়দ হেলু কএ
　　আল্লা আল্লা বল সর্বজন ॥[৯]

৭ পালা সমাপ্ত।

১. আ-পুর্ব্বকিত। ২. আ-দুর্গ্গ দুব্বা—। ৩. আ-নফুর। ৪. এ পদের অর্থ বুঝা গেল না। ৫. আ-কুহলে। ৬. আ-কুঞ্চ পুস্ফ। ৭. আ-ষুবক্ষন। ৮. এ তিন চরণের পাঠে গোলমাল আছে। অর্থ উদ্ধার করা কঠিন। ৯. লাচাড়ির কোন পদ ক, খ-পুঁথিতে নেই।

৮ পালা

দিসা[১] : কালিয়ার ভাবে পরাণ মজিল হে ।[২]

[পদ ।]

নিভারিল বিভার নৃত্য [হৈল] স্বয়ম্বর ।[৩]
জ্ঞাতিগণ[৪] আদি যত গেল ঘরে ঘর ॥
রাজাগণ আসিছিল পাইল[৫] মেলানি ।
তালভঙ্গ দিয়া গেল নাচনী বাজনী ॥
দেশে দেশে হৈতে আইল যত জ্ঞাতিগণ[৪] ।
বিদাএ হইয়া গেল আপন ভুবন ॥
ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী আদি[৬] ছিল যতজন ।
ইনাম দক্ষিণা পায়া করিলা গমন ॥
ইষ্ট মিত্র বিদাএ হৈল জয় জয়[৭] দিয়া ।
পাঁচতোলা রহিল ঘরে সখিগণ লয়া ॥
রজনী প্রভাত হৈল অষ্টম[৮] দিবসে ।
কন্যা বর বসি আছে সখিগণ সঙ্গে ॥
রাজা আদি পাত্র প্রজা একাত্র হইয়া ।
কন্যাবর দেখিতে আইল হরষিত হয়া ॥
বিভা করি যুলহাউস রহিল মন্দিরে ।
রচে মিরা ছৈয়দ হেলু গাযীর কিঙ্করে ॥

ত্রিপদী দিসা : হাএরে আজ বড় আনন্দ হৈল রে ।
অলি আইল ঘরে হে ॥[৯]

ত্রিপদী[১০] ।

[পাতাল নগর অতি মনোহর
পাঁচ তোলার হইল বিয়া ॥][১১]
পাতালের প্রজাগণ[১২] আনন্দিত সর্বজন[১৩]
বর আর কন্যাকে দেখিয়া ॥[১৪]
রাজা করে রাজ্যদান জামাতার বিদ্যমান[১৫]
হাউসের আনন্দিত মন ।
পাঁচতোলার জননী নানাধন দিল আনি[১৬]
জামতাক দিলেন তখন ॥[১৭]
পাঁচতোলার সাত[১৮] ভাই আনি দিল সপ্ত গাই
হাসিয়া হাসিয়া করে দান ।

---

১. আ—ন্যেই । খো, ব—পুঁথি থেকে গৃহীত । ২. আ—কালিআর ভাবে পরাণ হুবা হৈলু হে । ৩. আ—হইল বিভার নির্ত্য সআম্বর । ৪. আ—গ্যায়াতিগণ । ৫. আ—পাইয়া । ৬. আ—ব্রাহ্মন জেওতিস্যাআদি । খো, ব—নর্তকী বেশ্যা আদি । ৭. আ—দক্ষিণা দিআ । খো, ব—গৃহীত পাঠ । ৮. আ—সজ্যা । খো, ব—গৃহীত পাঠ । ৯. অন্য দুই পুঁথিতে নেই । ১০. আ—নেই । ক—পুঁথি থেকে গৃহীত । খ—ঐ । ১১. আ—নেই । ক, খ—পুঁথি থেকে গৃহীত । ১২. ক, খ—যত রাইও গণ । ১৩. ক—আনন্দ হইল মন । খ—সবে আনন্দ মন । ১৪. আ—বর পাত্রয় দেখিয়া । ক—কন্যা বরেক দেখিয়া । খ—কন্যাবর দেখিয়া । খো, ব—গৃহীত পাঠ । ১৫. আ—জামতা জে মোন । ক—জামতার বিদ্যমান । খ—জামাতার সান্দিমান । ১৬. আ—জৌতুক দিল তখনি । ক, খ—নানাধন দিল আনি । ১৭. আ—আর দিল দিব্ব য়াসন । খ—কৌতুকে দিলেন তখন । খো, ব—গৃহীত পাঠ । ১৮. আ—পাঁচ ।

পাঁচতোলার মামা নও মণ দিল সোনা[১]
তৌলিয়া জামতাক দিল দান ॥[২]
ফোটা দিল ললাটে[৩] বসাইল রাজপাটে
জামাতাক করিলেন রাজা।
রাজ্য করে কৌতূহলে বাপ মাও সব ভুলে[৪]
পুলকিত হৈল সব প্রজা ॥[৫]
সব প্রজা রাজ ঠাঞি দিয়া তাহার দোহাই
ফিরে সব পাতাল ভুবন।[৬]
লাগিয়া গাযীর পাএ তবে মিরা হেলু কএ
আল্লা আল্লা বল সর্বজন ॥

দিসা : ওরে কালিয়ার ভাবে হিয়া জর জর।
জর জর পাঞ্জর বিন্ধিল ঘুণে হে ॥[৭]

পদ।

[বল ভাই আল্লার নাম যত মোমিনগণ।
যুলহাউসেক লয়া সবে শুন বিবরণ ॥][৮]
পাতাল শহরে হৈল যুলহাউস রাজা।[৯]
আনন্দ কৌতুকে তবে সুখে আছে প্রজা ॥[১০]
আনন্দ কৌতুকে তবে দিবস বয়া গেল।[১১]
এক প্রহর রাত্রিতে[১২] দরবার ভাঙ্গিল ॥
প্রজা বিদাএ দিয়া মহলে আইল।
পাঁচতোলা দিল পানি পাও[১৩] পাখালিল ॥
মহলে বসিল মিঞা পুলকিত হয়া।
খাইবার[১৪] পানি দিল পাঁচতোলা আনিঞা ॥
উপহার দ্রব্য যত আনিঞা সুন্দরী।[১৫]
হাউসেক খিলাএ কন্যা বহু যত্ন করি ॥
তস্ত বদনা আনি দস্ত ধোওয়াইল।[১৬]
কর্পূর[১৭] তাম্বুল খায়া পালঙ্গে বসিল ॥
পাঁচতোলা খাইল খানা দোয়জ মন্দিরে।[১৮]
আর সবে খাইল খানা আপন ঘরে ॥[১৯]
পাঁচতোলা রানী পরে নানা[২০] অলঙ্কার।
ঝলমল করে যেন বিজলির[২১] ঝঙ্কার ॥
বামহাতে পানের বাটা ডানহাতে ঝারি।
স্বামীক ভেটিতে জাএ রূপবতী[২২] নারী ॥
ডাক দিয়া আনে কন্যা দাসী পঞ্চজন।
সকলেক পরাইল[২৩] নানা অভরণ ॥
নানা রঙ্গে[২৪] বসন পরিল সর্বজন।
রত্নের প্রদীপ[২৫] হস্তে নিল দাসিগণ ॥
ঈষৎ হাসিয়া সবে করিল গমন।[২৬]
দেখিতে সুন্দরী সবে নূতন যৌবন ॥[২৭]
চলিল সুন্দরী রানী স্বামীক ভেটিতে।
মত্ত[২৮] হস্তী চলে যেন হালিতে ঢুলিতে ॥
বীনন্দ[২৯] মন্দিরে জায়া দিল দরশন।
হাসিল হাউস দেখি রানীর বদন ॥[৩০]

১. আ—আনিয়া দেন এক মন সোনা। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ২. ক, খ—জামতাক দিল দান। ৩. আ—টাকা দিল লওলাটে। ক—টিকল লওওলাটে। খ—ঠিক লওলাটে। খো, ব—গৃহীত পাঠ। ৪. আ—বাপ আর মাও ভুলে। ক—বাপ মাএক ভোলে পড়ে। খ—মাতা পিতা ভুলে। ৫. আ—পুর্ল্যকিত হইল আনন্দ। ক—পুলকিত প্রজা সকল। খ—পূর্ণ করে সব প্রজা। তিন পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ৬. এ তিন চরণ ক ও খ-পুঁথিতে নেই। ৭. আ—নেই। ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। ৮. ঐ। ৯, ১০, ক, খ—নেই। ১১. ক—আনন্দ কৌতুকে দিবস চলি গেল। খ—আন্দ মাদাই দিবস চলিয়া গেল। ১২. আ—রাত্রি জাইতে। ১৩. আ—দুই পাও ধুইল। ক, খ—পাও পাখালিল। ১৪. ক-পিবার পানি। খ-এ পদ নেই। ১৫. এই পদ এবং পরবর্তী পদ ক, খ-পুঁথিতে নেই। কিন্তু খোদা বখ্‌শের পুঁথিতে আছে। ১৬. ক—সোবর্ন্ন্য দস্ত দিয়া দস্ত ধোলাইল। খ—তস্ত বদনা দিয়া হস্ত পাখালিল। ১৭. আ—কপর্পুল। খ—তাম খাইয়া হাউস পালঙ্গে শুইল। ১৮, ১৯. ক, খ—এ দুই পদ নেই। ২০. ক—রত্ন অভরণ। খ—নানা অভরণ। ২১. ক—ঝলক দর্পন। খ—স্বামীর সাক্ষাতে জাইতে হরষিত মন। ২২. ক,খ—পরম সুন্দরী। ২৩. আ—পৈরাইল। ক, খ—পরাইল। ২৪. ক—নানামতে। খ—এ পদ নেই। ২৫. আ—সৌবর্ন্ন্য প্রদিব। ক, খ—রত্নের চেরাগ। ২৬. এ পদের পরে আ—র অতিরিক্ত পদ : কন্যার সহিত সবে করিল গমন। ২৭. খ—এ পদ নেই। ২৮. খ—মাতোয়াল হস্তী চলে ঢুলিতে ঢুলিতে। ২৯. খ—শীতল। এ পদ এবং পরবর্তী পদ খোদাবখ্‌শের পুঁথিতে নেই। ৩০. ক, খ—হাসেন যুল হাউস বাদশার নন্দনী।

ঈষৎ হাসিয়া রানীর ধরিল আঁচলে।[১]
পালঙ্গে বসিল রানী হাস্য কৌতূহলে ॥
চক্ষে চক্ষে চায়া দোহে হাসিয়া ব্যাকুল।[২]
পালঙ্গে বসিল দুহে আনন্দ কৌতূহলে ॥[৩]
দুহার পানে চায়া দুহে [র] উপজিল হাস।[৪]
কমল বিকশিল যেন সরোবর[৫] মাঝ ॥
যেমত হাউস তেমত[৬] রাজার নন্দিনী।
এক দরিয়াত মিশাইল আর দরিয়ার পানি ॥
যেমত রাজার কন্যা তেমত হাউস গুণনিধি[৭]।
এক তনু দুই ভাগে নির্ম্মাইল বিধি ॥
দুইজনের রঙ্গ রূপ একই সমান।
কিবা দোষে বিধাতা করিছে দুইখান ॥
রানী হাসে যদি [হাসে] হাউস সুজন।[৮]
হাতে হাত বান্ধি নিল[৯] নঞানে নঞান ॥
আলিঙ্গন প্রেম রসে রাত্রি প্রভাত।
পশ্চিম আকাশ[১০] কোণে গেল নিশানাথ[১১] ॥
গোসল করিয়া হাউস বসিল দরবারে।
পাত্র মিত্র প্রজাগণ[১২] আইল তথাকারে ॥
পাটেতে বসিল[১৩] হাউস বাদশা প্রচণ্ড।
শিরের[১৪] উপরে ধরে ছত্র নব দণ্ড ॥
দুই দিগে চামর ঢুলাএ লোকজন[১৫]।
সামনে আছেন খাড়া যোদ্ধা[১৬] সেনাগণ ॥

নরহরি দাস ডাইনে পাত্র সুভাজন।[১৭]
শুকদেব মুহরী বিচারে[১৮] বিচক্ষণ ॥
পাতাল নগরে যুলহাউস হৈল রাজা[১৯]।
পরম আনন্দে তবে রহিল প্রজা ॥[২০]
আনন্দে রহিল হাউস পাতাল ভুবন[২১]।
বৈরাট নগর বাপ মাও হৈল বিস্মরণ ॥[২২]
মায়াজাল[২৩] বিষমজাল প্রেমের অঙ্কুর।
মায়াজালে[২৪] ভুলি রৈল কতই চাতুর ॥
মায়াজাল[২৩] বিষম জাল কামিনীর পাশ[২৫]।
বুকে বসিয়া যেন বাঘিনী খাএ মাস ॥[২৬]
মায়ার জাল[২৭] বিষম জাল এড়ান না জাএ।[২৮]
জালে পড়ে মচ্ছ যেন পরাণ হারাএ ॥[২৯]
রতি রতি পএদা ধন তোলা তোলা ক্ষয়[৩০]।
মধু ফুরাইলে ভাণ্ড গড়াগড়ি রএ[৩১] ॥
দিনে পুরে রাত্রে ঝুরে কত রহে ভাণ্ডে[৩২]।
অহিধন[৩৩] রাখিলে যমে কি করিতে পারে ॥
মধু ঢালি নিলে যেন ভাণ্ড হএ খালি।[৩৪]
দিনে দিনে টুটিবে বান্দার গাবুরালি ॥[৩৫]
কিছু নহে প্রাণ ভাই কিছু নহে সার।[৩৬]
মাছি যেন লুটিয়া খাএ গুড়ের ভাণ্ডার ॥[৩৭]
পক্ষী যেন বন্দী হএ ফান্দের বিপাকে।[৩৮]
আপনি পড়িছ তাথে[৩৯] দোষ দিবা কাকে ॥

১. ক—ঈষৎ হাসিয়া রাণী পান লয়া চলে। খ—ঐ। ২. ক-হাসি হাসি দুহার পানে উপজিল সুখ। খ—এ পদ নেই। ৩. ক—পালঙ্গে বসি দুহে নানা কৌতুক। খ—পালঙ্গে বসিয়া কন্যা নানা কৌতুক করে। ৪. ক—দোহে দোহার ঠাঞি উপাজিল হাস। ৫. ক, খ—সাগরের। ৬. ক-যেন যুলহাউস তেন। খ-যেন হাউস তেন। ৭. ক-নিধি। ৮. ক-রানি হাসেন আর হাউস সুজন। ৯. ক—বান্ধিল। ১০. আ—আষাঢ়। ক, খ—ঐ। ১১. আ—দিননাত। ক—নিশানাথ। খ—ঐ। ১২. ক-লোকজন। খ—প্রজাগণ সকলে আইল তথাকারে। ১৩. ক—বসিল তাব হাউস প্রচণ্ড। খ—ঐ। ১৪. মাথাব। ১৫. আ—দুইজন। ক, খ—লোকজন। ১৬. আ—জোর্দ্ধা। ক—জুর্দ্ধা। খ—জুর্দ্ধ। ১৭. ক-নরহরি নামে পাত্র সুভাজন। খ-নর হরি নামেপাত্র সুজন। ১৮. ক-নামে। খ-বড়। ১৯. ক-বাদসা। ২০. ক-আনন্দের অবধি নাহি নানান তামসা।
২১. খ—নগরে। ক—পুঁথির অতিরিক্ত পদ :
আনন্দে তথা রহিল প্রজাগণ।
আনন্দে রহিল হউস পাতাল ভুবন ॥
২২. ক—ইষ্ট মিত্র বিশ্বরিল ভাই শোঙ্গদর।
খ—বাপ মাও বিসরিত হৈল বাদশার কুমারে।
২৩. আ—ময়াজাল। ক, খ—এ পদ নেই। ২৪. আ—ময়াজালে। ক, খ—এ পদ নেই। ২৫. ক—ফাস। খ—পাশা। ২৬. ক—কামিনির কোলে বসি জেন খেলে মহারস। খ—কোন জোবসে খেলে মহারস। ত, খো, ব—বুকেত বসিয়া রাক্ষ্যসি খাএ সাস। ২৭. আ—ময়াজাল। ২৮. ক, খ—এ পদ নেই। তু, খো, ব—মায়ার জাল বিষম জাল এড়ান নাহি জাএ। ২৯. ক, খ—এ পদ নেই। তু, খো, ব—জালে পড়ি মাছ জেন পরাণ হারাএ। ৩০. ক—ব্যয়। খ—ঐ। তু, খো, ব—রতি রতি পএদা ধন তোলা তোলা খএ। ৩১. ক—বএ। খ—জায়। ত, খো, ব,—মধু ফুরাইলে ভাণ্ড গড়াগড়ি বএ। ৩২. আ, ভাণ্ডে.। ক—ভাড়ে। খ—দিনে ভরে রাত্রে ঝুরে কত ধন ধরে। তু. খো, ব—দিনে পুরে রাতে ঝুরে বহে ভারে ভারে। ৩৩. ক—এ.ধন। খ—ঐ ধন। তু, খো, ব—ঐ ধন রাখিলে জম কি করিতে পরে। ৩৪. ক, খ—এ পদ নেই। তু, খো, ব—মধু ঢালি দিলে জেন ভাণ্ড হএ খালি। ৩৫. ক, খ—এ পদ নেই। তু, খো, ব—দিনে দিনে ফুরাইবে পুরুষের গাবুর আলি। ৩৬. খ—কিছু নয়রে খোদার বন্দা কিছু নয়রে সার। তু,খো, ব—কিছুই নহে প্রাণ ভাইরে কিছুই নহে সার। ৩৭. ক—মাছিএ ঘেরিল জেন গুড়ের পাশার। খ—কাকড়ার মাটি জেন কুমারে সাজে ভার। তু, খো, ব—মাছিএ লুটিয়া খাএ গুড়ের ভাণ্ডার। ৩৮. তু, খো, ব—পক্ষি জেন বন্দি হএ লসা বাজের পাখে। ক—উড়িয়া জাইতে চাহে নাসা লাগে পাখে। খ—উড়ি...দু তাথে নাসা লাগে পাছে। ৩৯. ক—ফান্দে। খ—ঐ। তু, খো, ব—আপনি পড়িছ ভাই দোস দিবা কাকে।

আগ না চিনিলা ভাই না চিনিলা পাছ।[১]
লোভে বন্দী হএ যেন বড়শীর মাছ ॥[২]
ভরমে গঙাইলা লজ্জা খোয়াইলা বুধ।[৩]
বিলাইর হাতে লুটাইলা ঘন আউঠা দুধ ॥[৪]
সুবর্ণের ধড় পিণ্ড পাষাণে কোল দিলা।[৫]
রত্ন খসিয়া পইল জীবন হারালা ॥[৬]
থোড় কলা বাদুড়ে খাইলে কলাডাঙ্গর নএ।[৭]
কাঁচা বাঁশে ঘুণ লাগিলে কত ভার সএ ॥[৮]
আর কি কহিব ভাই মায়ার প্রবন্ধ।[৯]
মহাকালের ফল দেখি কাগার আনন্দ ॥
এহি রূপে রহিল হাউস পাতাল ভুবন।
বাপ মাও কান্দে তার পুত্রের কারণ ॥
রচে মিরা ছৈদ হেলু গাযী জিন্দার পাএ।[১০]
বল ভাই আল্লার নাম যদি মনে লএ ॥

(৮ পালা সমাপ্ত)

১. ক—আগে না চাহিলা খোদার বান্দা না চাহিলা পাছ। খ—আগ না জানিলা ভাই না জানিলা পাছ। ত, খো, ব—আগ না চিনিলা ভাই না চিনিলা পাছ। ২. ক—লোভে জেন পড়ি মৈল বরসির মাছ। খ—বাঝিয়া বহিলা জেন বরসির মাছ। তু, খো, ব—লোভে বন্দি হএ জেন বড়সির মাছ। ৩. আ-এ পদ নেই। ক, খ—থেকে গৃহীত। ক—ভরমে গোয়াইলা জুর্গ্য খোওাইলা বুর্দ্দ। খ—ভরমে গোওাইলা কাল খোয়াইলা বুদ। তু, খো, ব—ভরমে গঙাইলা লজ্যা খোওয়াইলা বুদ। ৪. আ—এ পদ নেই। ক, খ—থেকে গৃহীত। তু, খো, ব—বিলাইর হাতে খাওয়াইলা ঘন আউটা দুদ। ৫. আ,—এ পদ নেই। ক—সোবর্ন্ন্যের ধড় পাসানে দিলা কোল। খ—সোবন্ন্যের ধড় ভাই পাষানে দিলা কোল। তু, খো, ব—সোবন্ন্যের ধর পিণ্ডা পাসানে কোল দিলা। ৬. আ-এ পদ নেই। ক—রত্ন খায়া পড়িল হারাইলা জিবন। খ—ঐ। তু, খো, ব—রত্ন খঁসিয়া পৈল জীবন হারালা। ৭. আ—মকট বাদুড়ে খাইলে কলাকসা হএ। ক—থোড় কলা বাদুড়ে খাইলে কলা ডাঙ্গর নয়। খ—ঐ। তু, খো, ব—ঐ। ৮. আ—কাঁচা বাঁশে লাগিলে ঘুন কত ভার সএ।
ক—কাঞ্চা বাশেত ঘুন লাগিলে কত তাড়ন সএ।
খ—কাচা বাসে ঘুন লাগিলে কত তরঙ্গ সএ। তু, খো, ব-কাচা বাশে ঘুন লাগিলে কতই ভার সএ
৯. এ পদের আগে খোদা বখশের পুঁথিতে অনুরূপ বর্ণনার আরও দশটি পদ আছে। (ঐ পুঁথির ১০ পালা দ্রঃ)।
১০. ক...রচে মিরা হালু গাজী জিন্দার পাএ।
খ...রচে মিরা হালু গাজী জিন্দা পিরে পাএ।

৯ পালা

লাচাড়ী। ত্রিপদী।[১]

কান্দে বাদশা সেকন্দর কোথা গেল পুত্র মোর[২]
পুত্রহীন হইলু[৩] সংসারে।
না দেখি পুত্রের মুখ[৪] বিদরে[৫] আমার বুক
কি দোষে ছাড়িয়া গেল মোরে ॥
চৌদিগে শূন্য[৬] ঘর পুত্র কথা গেল মোর[৭]
মনুষ্য[৮] কি বলিবে মোক।
গলাএ ঢালিব[৯] খেতা যুলহাউস পাব যথা[১০]
তবে আমার দূরে[১১] জাবে শোক ॥
চন্দ্রবদন তোমার যদি না দেখিব আর
মরিব গরল বিষ খায়া।[১২]
পুত্র হেন গুণ নিধি দিয়া কেন[১৩] নিল বিধি
লোকে কবে[১৪] হাটুকুড়া বলিয়া ॥
এহি মনে শেল রৈল বলিয়া কেন না গেল
মৈল কি বাঁচি আছে সংসারে।[১৫]
কপালে মারিয়া ঘাও কান্দে বাদশা উভরাও
তক্ত হৈতে পৈল ভূমি পরে ॥
বাদশা করে ক্রন্দন[১৬] আইল যত প্রজাগণ
চৌদিগে কাতারে কাতারে।
ধূলাএ[১৭] লুটায়া কান্দে শিরে দস্তার[১৮] নাহি বান্ধে
নিবারিতে[১৯] কেহ নাহি পারে ॥
কান্দে ওসমা[২০] সুন্দরী শূন্য দেখি ঘর বাড়ি
পুত্র না দেখিয়া কান্দে[২১] উচ্চৈঃস্বরে।
পুত্র গেল[২২] শিকারে ফিরিয়া না আইল ঘরে
মা বলি কে ডাকিবে মোরে ॥
কতেক কহিব[২৩] তাএ যতেক কান্দিল মাএ
না জানে কে মাএর বেদনা।[২৪]

১. ক—ত্রিপদী। খ—ত্রিপাদি। দিসা। ২. আ—পুত্র কথা গেল মোর। ৩. খ—বলিবে। ক—এ পদ নেই। ৪. আ—মুক্ষ। ৫. ক—বিদড়িল মোর। ৬. আ—সোবর্ন্ন্য। ক, খ—এ পদ নেই। ৭. খো, বো—যুলহাউস গেল মোর। ক, খ—ঐ পদ নেই। ৮. আ-মনিস্যি। ক, খ—এ চরণ নেই। ৯. আ—দালিব। ক—ডালিব। খ—পরিব। ১০. খ—কোথা। ১১. আ—দুক্ষ জাবে দূর। ক, খ—এ চরণ নেই। ৯. আ—দালিব। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ১২. খ—না দেখিনু আর মরিয়া যাইমুষমঘরা/বাছা মোর গেল কোথাকার। ১৩. ক—বঞ্চিত কৈল। ১৪. আ—বলে। ক—বলিব। খ—ঐ। ১৫. আ—মাইল কি বাচিল সংসারে। খো, ব—গৃহীত পাঠ। ১৬. ক—রোদন। খ—ঐ। ১৭. খ—ভূমিত। ১৮. খ—দিস্তার। ১৯. আ—নিভাইতে। ১—নিবারণ করিতে কেহ নাহি। খ—ঐ। ২০. আ—ওসবা। ক, খ—ওসবা। ২১. আ—প্রাণ—কাটে। ক—পুত্র বলি কান্দে উচ্চস্বরে। খ—বাছা বলি কান্দে উচ্চস্বরে। ২২. ক—গেল পুত্র। খ—গেল বাছা। ২৩. আ—লিখিব। ক, খ—কহিব। ২৪. ক—কে জানে মাএর বেদনা। খ—ঐ।

হুতাসন হয়া বলে ঘাও দিয়া কপালে
ভূমে পড়ি করিছে করুণা[১] ॥
কান্দে বিবি উচ্চৈঃস্বরে আল্লার আসন নড়ে[২]
করম করিল নিরাঞ্জন।[৩]
লাগিয়া গাযীর পাএ তবে মিরা হেলু কএ
বল আল্লা যত মমিনগণ ॥

[দিসা : ওরে মন তোরে লাগিয়া সদাই মুরশিদের নাম লইবে]

পদ

পুত্রের কারণে জননীর পোড়ে হিয়া।
নিরবধি কান্দে বিবি কেশ এড়িদিয়া ॥[৪]
মা বলিয়া মোক ডাকিবে আর কে।[৫]
মোকে না আইল যম পাসরিত সে ॥[৬]
কে আর ডাকিবে মোকে মা মা বলিয়া।
পুত্র বলি কাকে লব কোলেত[৭] তুলিয়া ॥
আরে অভাগিনীর পুত্র ফিরে ঘরে আএ।[৮]
না দেখি মৈল তোর অভাগিনী[৯] মাএ ॥
জার জার কান্দে বিবি পুত্রের কারণ।
তাহার কান্দনে দোলে[১০] আল্লার আসন ॥
অথা রৈল যুল হাউস আসিবে কত কালে।
এক ফকীর দিব আমি ওসমার কোলে ॥
আল্লা বলে জাহ জিব্‌রিল মক্কার মাজারে।[১১]
বড় খাঁ গাযীক বোলায়া[১২] আনহ দরবারে ॥
নওলাখ আম্বিয়া[১৩] তুমি দেখ আছে যথা।
এক লাখ আশি হাযার পীর আছে[১৪] তথা ॥
সকলের বাড়িঘর আছে তথাকারে।[১৫]
সভা করি সকলে বসিছে[১৬] দরবারে ॥
তাহার মধ্যে বসি আছে গাযী দেওয়ান।
কত কুটি চন্দ্র জিনি জ্বলে[১৭] মুখ খান ॥
সভাতে বসিয়া[১৮] গাযী আছেন তখন।
সেহিকালে জিব্‌রিল দিল দরশন ॥
ফিরিস্তা কহেন কথা করিয়া ভকতি।
তোমাকে তলব করে অখিলের[১৯] পতি ॥
একথা শুনিএগ্রা গাযী রহিতে না পারে।
জিব্রিলের সঙ্গে আইল সাহেবের দরবারে ॥
সালাম জানায়া[২০] গাযী দাঁড়াইল জোর করে।
সাহেব বলেন জাহ গাযী জন্ম[২১] লইবারে ॥
বৈরাট নগরে আছে[২২] বাদশা সেকন্দর।
তার ঘরে আছে বিবি ওসমা সুন্দর ॥
নিরবধি কান্দে বিবি পুত্র হারাইয়া।
তাহার উদরে তুমি[২৩] জন্ম[১৮] লহ জায়া ॥
আমার দুনিএগ্রাত[২৪] তোমার রহুক ঘোষণা।
কলিযুগে তোমার নাম হইবে[২৫] বন্দনা ॥
সংসারে রহুক[২৬] নাম পীর বড় খাঁ গাযী।
আনন্দে ফিরহ[২৭] তুমি তুড়িয়া দাগাবাজি ॥
গাযী বলে হুকুম হৈল জন্ম লইবারে।
একেলা[২৮] কি মতে আমি ফিরিব সংসারে ॥
আল্লা বলে গাযী তুমি জাহ সেহি ঠাঞি।
পাইবা দোসর তুমি[২৯] কালু প্রাণের ভাই ॥
আল্লা বলে জাহ জিব্রিল ভিস্তের[৩০] মাঝারে।
দুলালের[৩১] ফুল আনি দেহত আমারে ॥

১. আ—ক্রোন্দন। ক, খ,—করুণা। ২. আ—আল্লাজি হুকুম করে। ক—গৃহীত পাঠ। খ—এথায় আল্লার আসন নড়ে। ৩. আ—সেকন্দরের পুত্রের কারণে। ক—গৃহীত পাঠ। ৪. ক—উনমত্ত পাগলী যেন বেড়াএ কান্দিয়া। খ—এ পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী পৃষ্ঠা খণ্ডিত। ৫. ক—মাও মাও করি মোকে ডাকিবে কোন জন। ৬. ক—যুলহাউস বিনে আর কিসের জীবন। ৭. ক—কোলে উঠাইয়া। ৮. ক—কথা ছাড়ি গেইল বাছা মোর কোলে আএ। ৯. ক—অনাথিনী। ১০. ক—নড়ে। ১১. আ—ওসবার। ক—এক ফকির তুলিএগ্রা দিব ওসমার কোলে। ১২. ক—সাহেব বলে জিবরিল ছাহ সর্ত্তরে। ১৩. ক—ডাকি। ১৪. আ—মার্ব্বাক। খো, ব, গৃহীত পাঠ। ক—এ চরণ নেই। ১৫. ক—বসিছে দরবারে। ১৬. ক—এ চরণ নেই। ১৭. ক—বসিছেন তথাকারে। ১৮. আ—জলে। ১৯. ক—বসিল গাযী চন্দ্র বদন। ২০. ক—সাহেব গুণমন্তি। ২১. আ—জানাইল। ক—জানায়া। ২২. আ—জন্ম। ২৩. বাদশা সাহ। ২৪. ক—গাযী। ২৫. আ—মোর রহুক ঘোসণা। ক—তোমার রহুক ঘোষণা। খ—হউক ঘোষণা। ২৬. ক—কহিবে। খ—হবে। আ—কবে বন্দজনা। ২৭. ক—হবে নাম। খ—তোমার নাম হবে। ২৮. ক—ফির জায়া। খ—ফিরো জাই। ২৯. খ—একোল। ৩০. খ—কেব। ৩১. খ—ভেস্তের দ্বারে। ৩২. খ—যমের।

ফুল আনিঞা জিব্রিল দিল সেহিক্ষণ।[১]
বাঁচিতে না পারে গাযী আল্লার ফরমান ॥
আল্লা নবীর নাম লয়া ছাড়িল জিগির।
হুশব্দে গুপ্ত হৈল মিলাইল শরীর ॥
হুশব্দে গাযী[২] পীর মিলাইয়া গেল।
দুলালের ফুল মধ্যে পীর ছাপাইল ॥[৩]
আল্লা বলে জাহ জিব্রিল এহি ফুল লয়া।[৪]
ওসমার শিয়রে ফুল আইসহ রাখিয়া ॥[২]
ফুলের বাসেতে[৫] হৈবে গর্ব্ভের সঞ্চার।
সেহি গর্ব্ভে[৬] হৈবে [গাযী] ফকীর আল্লার ॥
সালাম[৭] জানাঞা জিব্রিল বিদাএ হৈল।
ফুল হস্তে ফিরেস্তা শূন্যে উড়াইল ॥[৮]
আউয়াল জুম্মাবার বড় শুভক্ষণ।
ফুল লইয়া জিবরিল দিল দরশন ॥
বৈরাট নগরে [গেল] নিশি অবশেষে।
সেকন্দরের পুরে জায়া ফেরেস্তা প্রবেশে ॥[৯]
বাওরূপে ফেরেস্তা মহলে প্রবেশিল।[১০]
ওসমার শিয়রে ফুল ফেরেস্তা রাখিল ॥[১১]
ফুল রাখি ফেরেশতা দরবারেতে গেল।[১২]
আল্লার নাম লয়া গাযী জিগির ছাড়িল ॥
সাত মাসের বালক[১৩] মায়ের শিয়রে বসিল।
কান্দিয়া মাএর আগে কহিতে লাগিল ॥[১৪]
শিয়রে বসিয়া গাযী[১৫] কি বলে বচন।
তোমার ক্রন্দনে দোলে আল্লার আসন।
বড় ভাই যুল হাউস রহিল পাতালে।
তার কারণ কান্দ আল্লার আসন দোলে ॥[১৬]
করম করিল তোমাক সাহেব নিরাঞ্জন।
আমাকে ভেজিল সাহেব লইতে জনম ॥
তোমার উদরে মাও স্থান দেহ মোরে।
দেখিয়া তোমার দুঃখ প্রাণ কেমন[১৭] করে ॥
উঠ উঠ ওরে মাও প্রাণের জননী।
বারেক উঠিয়া[১৮] কোলে লেহত আপনি ॥
উঠ উঠ অনাথের মাও আর নাহি দুঃখ[১৯]।
চেতন হইয়া[২০] দেখ তোমার পুত্রের মুখ[২১] ॥
তুমি সে আমার মাও আমি পুত্র তোর।
পুত্র বলি কোলে লহ ভাগ্য হউক মোর ॥
কেনে শুইয়া রৈলা[২২] মাও নিদ্রা কাতর হয়া।
অনাথ বালকে ডাকি[২৩] তোমার নাহি দয়া ॥
বড়ই নিঠুর মাও জানিল হাযীর।
পরিচএ দিনু[২৪] মাও গাযী জিন্দাপীর ॥
স্বপন[২৫] বলিয়া গাযী ফুল হয়া রৈল।
হেন কালে গাযীর মাও চেতন[২৬] পাইল ॥
হাস্যবান হৈল বিবি পুত্রক দেখিয়া।[২৭]
উঠিয়া বসিল বিবি হরষিত হয়া ॥[২৮]
চক্ষু[২৯] মেলি চাহে বিবি পুত্র নাহি কাছে।
আউল পড়িল[৩০] মাএর হিয়ার মাঝে ॥
শিয়রে আছিল[৩১] পুত্র চন্দ্র সমান।
দেখা দিয়া কোথা গেলে না[৩২] ধরে পরাণ ॥
যুল হাউস পুত্র (মোর) না পারি বিসরিতে।
স্বপন দেখায়া পুত্র গেল কোন ভিতে ॥[৩৩]
পালঙ্গ হইতে পৈল অঙ্গ[৩৪] আছাড়িয়া।
হাহাকার কান্দে বিবি[৩৫] ধূলাএ লুটাইয়া ॥
মায়ের কান্দনে গাভিনী[৩৬] গাভ ছাড়ে।
নবীন বৃক্ষের[৩৭] পত্র সেহ ঝুরি পড়ে ॥
ফুলেত থাকিয়া[৩৮] গাযী কর্ণ[৩৯] পাতি শুনে।
মাএ ক্রন্দন করে পুত্রের কারণে ॥[৪০]

---

১. ক, খ—বিদ্যমান। ২. খ—গাযী মিলাইয়া গেল ফুলে। ৩. খ—ফুলের মাঝারে পীর ছাপাইলে। ৪. ২. ক—ওসমাব শিয়রে ফুল আইসহ রাখিয়া। ঝাটিতে আইসহ তুমি স্বপন দেখিয়া। খ—নাথে বলে জিবরিল শুন মন দিয়া। ওসমার শিয়রে ফুল আস্যহ রাখিয়া। ৫. আ—বাঞ্চাতে হৈবে গর্ব্বের ছঞ্চার। ৬. আ—গর্ব্বেরক, খ—ঐ। ৭. ছালাম। ৮. ফুল হস্তে লয়া শূন্যে উড়াও দিল। খ—ফুল হাতে লয়া তবে শূন্যে উড়াইল। ৯. ক, খ—এ পদ নেই। ১০. ক—প্রবেশে। খ—প্রবেশ। ১১-১২. ক—এ দুই পদ নেই। ১৩. ক—বার্ল্ল। খ—ছাওলি। ১৪. ক, খ—এ পদ নেই। ১৫. ক—কান্দিয়া মায়ের তরে। খ—ঐ। ১৬. ক—তোমার কান্দনে আল্লার আসন নড়ে। ১৭. ক—ফাটে মোরে। খ—নাহি ধরে। ১৮. খ—আমাকে। ১৯. আ—দ্বক্ষ। ক—উঠহ অনাথের মা মা আর নাহি দুঃখ। খ—ঐ। ২০. ক—পাইয়া। খ—ঐ। ২১. আ—মুক্ষ। ২২. ক—রহিলা। খ—কেনে রহিলা মা নিদ্রা কার হয়া। ২৩. ক—ডাকে। খ—ঐ। ২৪. ক—দিলাম আমি বড় খাঁ গাযী পীর। খ—পরিচয়ে দেখ আমি বড় খাঁ গাযী পীর। ২৫. আ—সপ্নন। ক—সপন দেখায়া গাজি ফুল হয়া রৈল। খ—এ পদ নেই। ২৬. আ—চৈতন। ক—ঐ। খ—এপদ নেই। ২৭. ক—হাস্যবান ওসমা সপনে দেখিয়া। খ—এপদ নেই। ২৮. খ—এ পর্দ নেই। ২৯. আ—চৈক্ষ। খ—চক্ষু মেলি দেখে বিবি। ৩০. ক—পড়িয়া গেল। ৩১. খ—আছেন। ৩২. ক—কেমন করে প্রাণ। খ—ঐ। ৩৩. ক—স্বপ্ন দেখা অন্ধকার হৈল চারিভিতে। খ—সপন দেখি অন্ধকার হৈল চারিভিতে। ৩৪. আ—রঙ্গ। ক—পড়িল অঙ্গ। খ—পড়ে অঙ্গ। ৩৫. ক—হাহাকার বলি কান্দে। খ—বাছা বাছা বলিয়া কান্দে। ৩৬. ক—গাবিনি পাব। ক—মাএর কান্দনে নিভাইল অগ্নি জলে। খ—মায়ের কান্দনে নিভাই আনল জ্বলে। ৩৭. নৌতন বৃক্ষের। ক—নৌতুন বৃক্ষের। খ—নবীন বৃক্ষের। ৩৮. ক—ফুল হয়া। ৩৯. আ—কন্ন্য। ৪০. ক,খ—এ পদ নেই। কিন্তু খো. ব—পুঁথিতে আছে।

হেনকালে আকাশেতে হৈল দৈববাণী।
না কান্দ না কান্দ[১] মোছ চক্ষের[২] পানি ॥
তোমাক করম কর্ল সাহেব নিরাঞ্জন[৩]।
না কান্দ না কান্দ বিবি স্থির কর মন ॥[৪]
পালঙ্গে দুলালের ফুল তুলিয়া লহ করে।
ফুলের বাসনা[৫] লহ নাসিকার পরে ॥[৬]
ফুলের বাসনা লও ভাবিয়া পরয়ার।[৭]
সেহি বাসেতে হৈবে গর্ভের সঞ্চার ॥[৮]
দৈব বাণী[৯] শুনি বিবি চমকিত[১০] চিত্তে।
সালাম করিয়া বিবি ফুল নিল হাতে ॥[১১]
বিসমিল্লা বলি ফুল ধরিল নাসিকাতে।[১২]
ফুলের বাসেতে গর্ভ[১৩] হৈল আচম্বিতে ॥
রচে মিরা ছৈয়দ হেলু গাযী জিন্দাপাএ।[১৪]
আল্লা আল্লা বল ভাই দিন বয়া জাএ ॥[১৫]

দিসা : ও সাহেব বিনে কে করিবে দয়া হে।[১৬]

[পদ]

পালঙ্গে স্বামী ছিল চিয়াইল তাহারে।
স্বপন চরিত্র কথা কহে ধীরে ধীরে ॥[১৭]
শুনিঞা আনন্দ হৈল বাদশা সেকন্দর।
শুকুর ভেজিল বাদশা আল্লার গোচর ॥
আলিঙ্গন প্রেম রস মন্দির মাঝার।
সেহিরাত্রে শুভক্ষণে গর্ভের সঞ্চার ॥
কৌতুক প্রকারে[১৮] তবে রাত্রি পোহাইল[১৯]।
পাক সাফ[২০] হয়া বাদশা তক্তেতে বসিল ॥

ওসমা বিবির কথা শুন সর্বজন।[২১]
দিনে দিনে বাড়ে বিবি ওসমার[২২] যৌবন ॥
বাপের চারি মায়ের চারি আল্লার দেওয়া দশ[২৩]।
আঠার মোকাম মধ্যে[২৪] খেলে মহারস ॥
বাপের চারি চিজের কথা শুন মন দিয়া।
হাড় রগ মণি মগজ চারি চিজে দুনিয়া ॥
মায়ের চারি চিজের কথা শুন মন দিয়া।
গোস্ত পোশ লহু চাম চারি চিজে দুনিয়া ॥[২৫]
আল্লার দশ চিজে[২৬] আছে বিদ্যমান।
দুই চক্ষু নাক মুখ আর দুই কান ॥[২৭]
নিচে দুই মোকামের কথা কৈতে লাগে ধান্দী।[২৮]
আদ্য[২৯] মোকাম জান শিরে ব্রহ্মচান্দী[৩০] ॥
কোনদিনে শরীরের হৈল কোন মোড়া।
সোমবারে[৩১] তিন তিহড়ি মঙ্গলবারে দাড়া[৩২] ॥
বুধবারে সৃজিল[৩৩] পিষ্ট আর বুক।
বিসুদবারে[৩৪] সৃজিল বান্দার চন্দ্র মুখ[৩৫] ॥
শুক্রবারে সৃজিল সুখের দুই আঁখি।
নানা কেলি চন্দ্রমারে বেনির উপর দেখি ॥[৩৬]
শনিবারে সৃজিল শুনিতে[৩৭] দুই কান।
নিরবধি পাই যথা অনাহুতের ধুন[৩৮] ॥
রবিবারে সৃজিল যোগের যোগ মাতা।
স্থাপন করিয়া জীব বসাইল তথা ॥
এক মাসের গর্ভ[৩৯] হৈল জানি বা না জানি।
দুই মাসের গর্ভ[৩৯] হৈলে করে কানাকানি ॥
তিন মাসের গর্ভ[৪০] ভূমিতে শয়ন[৪১]।
চাইর মাসের গর্ভ মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥[৪২]
পঞ্চ মাসে করে (বিবি) খাইবার সাধ।[৪৩]
মহাসাধ করি খাইল পঞ্চফল তাথ ॥[৪৪]

১. ক—না কান্দিও ২। খ—এ পদ নেই। ২. আ—চৈক্ষের। ৩. ক—গুণমণি। খ—তোমাকে করিল রহম সাহেব গুণমণি। ৪. ক, খ—এ পদ নেই। ৫. আ—বাঞ্চা। ৬. ক, খ—এ পদ নেই। ৭. আ-লহিলে ফুলের বাঞ্চা ফিরি নিব আর। খো. ব—গৃহীত পাঠ। ক—এ পদ নেই। ৮. ক—ফুলের বাসেতে গর্ব্ব হইবে তোমারে। খ—এ পদ নেই। আ—সেহি বাঞ্চাত হবে তোমার গর্ব্বের ছঞ্চার। ৯. আ—গৈববানি। ক—দৈব কথা। ১০. আ—চমৎতকার চির্ত্তো। ক—চমকীত চিতে। খ—এ পদ নেই। ১১. ১২. ক, খ—এ পদ নেই। ১৩. আ—ফুলের বার্ঞ্চাতে গর্ব্ব। ক—ফুলের বাসেতে গর্ব্ব। খ-এ পদ নেই। ১৪. ক—রচে মিরা হালু গাজি জিন্দাপাএ। খ—রচে মিরা হালু গাজি জিন্দার পাএ। ১৫. ক—বল ভাই আল্লার নাম দিন বয়া জাএ। ১৬. ক—পুঁথি থেকে গৃহী। আ, খ—এ পদ নেই। ১৭. আ-সকল চরিত্র কথা কহিল তাহারে। ক—গৃহীত পাঠ। ১৮. আ—প্রাহারে। ক, খ—প্রকারে। ১৯. খ—পোওালু। ২০. আ, ক, খ—ছাপ। ২১. খ—ওসমা বিবি বলে শোন সর্ব্বজোন। ২২. ক—ওসবার। ২৩. আ—র্দ্বোদস। ক—দোয়াদস। খ—বাপের চাইর মায়ের চাইর আল্লার দোয়াদস। ২৪. আ—আটারো মোকামের মৈর্দ্দে। খ—ঐ। ক—গৃহীত পাঠ। ২৫. আ—গোস্ত লোম রক্ত পোস চারি ছিজে দুনিয়া। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ২৬. আ—চিজ তাথে। ক, খ—চিজ। ২৭. আ—দুই চক্ষ নাকমুক্ষ আর দুই কান। ২৮. ক, খ—নিচের দুই মোকাম কহিতে লাগে সন্দি। ২৯. আ—আর্দ্যে। ৩০. আ—বক্ষচান্দী। ৩১. আ—সনিবারে। ক, খ—সোমবারে। ৩২. আ—জোড়া। ক, খ—দাড়া। ৩৩. আ—বুদ্ধি বারে শ্রিজিল। ক—শ্রিজিল। খ—গঠেন। ৩৪. ক, খ—বৃহস্পতিবারে। ৩৫. ক—শ্রীমুখ। খ—শুনিতে দুই কান। ৩৬. ক—সয়াল সংঙ্গসার হাট বাজার বেনির উপর দেখি। খ—এ পদ নেই। ৩৭. আ, ক—সুনি দুই দম। খ—এ পদ নেই। খো, ব—গৃহীত পাঠ। ৩৮. আ—ধুনি। ক—ধুন। ৩৯. আ—গর্ব্ব। ৪০. আ—তিন মাসেত করে। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ৪১. স্বোয়ন। ৪২. আ—চাইর মাসেত করে মিতিকা ভোক্ষণ। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ৪৩. আ—পঞ্চমাসেত কঞ্চা খাইল আপুনি। ক—গৃহীত পাঠ। খ—পঞ্চ মাসের গর্ভ করে টলমল। ৪৪. আ—মহাসাদ করি খএ পঞ্চ ফুলের পানি। ক—গৃহীত পাঠ।

সাত মাসের গর্ভ হৈল খিলাইল সাধ।[১]
অষ্ট মাসে উৎপত্তি বেদনা করে তাত ॥[২]
নও মাসেতে পাশ[৩] ফিরাইতে নারে।
দশ মাসেত বিবি বাপ মাও স্মরে ॥
এক মাসের গর্ভ হৈলে[৪] উষ্ণ নিচ নীর
দুই মাসের গর্ভ হৈলে কোমল শরীর ॥[৫]
তিন মাসের গর্ভ হৈলে রক্ত মাংস এক গোলা।[৬]
চাইর মাসের গর্ভ হৈলে হাড়ে মাংসে[৭] জোড়া ॥
পঞ্চ মাসের গর্ভ হৈলে ছাটে আর ছুটে।[৮]
ছএ মাসের গর্ভ হৈলে এ যোগ পালটে ॥[৯]
সাত মাসের গর্ভ হৈলে সাতেস্বরি কাএ।[১০]
আট মাসের গর্ভ হৈলে[১১] মনুরাএ চিয়াএ ॥
নও মাসের গর্ভ হৈলে নবদণ্ডে স্থিতি[১২]।
দশ মাস দশদিন হৈলে গর্ভের মুকতি ॥[১৩]
মরি মরি বলি বিবি হিলাইল গাও।[১৪]
বিষে[১৫] কাতর হৈল সাহেব গাযীর মাও ॥
খেনে ঘরে খেনে বাইরে স্বস্তি[১৬] নাহি পাএ।
উদরে বেদনা[১৭] বিবি কান্দিয়া বেড়াএ ॥
উঠিতে বসিতে নারে পৈল কাতর হয়া।
যতেক সয়ালিগণ বসিল ঘিরিয়া ॥[১৮]
রচে মিরা সৈয়দ হেলু করিয়া ভাবনা।[১৯]
মন দিয়া শুন সবে ওসমার[২০] করুণা ॥

লাচাড়ী। ত্রিপদী ॥[২১]

পূর্ণ[২২] হৈল দশ মাস সাহেব গাযীর গর্ভ বাস[২৩]
বিবি ওসমার[২৪] কর্মফলে।
গর্ভে ছাওয়াল নড়ে[২৫] তাহাতে বেদনা[২৬] করে
কন্দিয়া লুটায় ভূমিতালে ॥
লৌড়ির কান্ধে হাত দেএ[২৭] ঘরে বাইরে আসে জাএ[২৮]
উদরে যেন জ্বলিল অগনি[২৯]।
আছ কোন প্রিয়া সুখে[৩০] পানি আনি দেহ মুখে[৩১]
কান্দিয়া সকলেক বলে রাণী ॥[৩২]
আমার উদর ভারী[৩৩] উঠিতে বসিতে নারি[৩৪]
শুইলে ফিরাতে[৩৫] নারি পাশ।
চাহিতে না পারি হেঁটে[৩৬] সুই[৩৭] মোর বিন্ধে পেটে
দূরে গেল জীবনের আশা।[৩৮]

১. ক—শাত মাশে বন্ধুজন খিলাইল সাধ। খ—সাত মাসের বেলা খাইল মহাসাধ। ২. আ—অষ্ট মাসে উদর বেদনা বাড়ে জাত। ক. অষ্ট মাসে উতপাত বেদনা করে তাত। খ—গৃহীত পাঠ। ৩. আ—পাও। খ—নও মাসেত বিবি চলিতে না পারে। ৪. ক—উনটি টনির। খ—এ পদ নেই। ৫. ক—দ্বয়জ মাশেত এ কাইম সরিব। খ—এ পদ নেই। ৬. ক—তিন মাসের বেল রক্তে এক গোলা। খ—এ পদ নেই। ৭. আ—মংসে। খ—এ পদ নেই। ৮. ক—পঞ্চ মাশের গর্ব্ব ছাটে ছোটে। খ—এ পদ নেই। ৯. ক—ছএ মাসের গর্ব জোগ পলটে। খ—এ পদ নেই। ১০. ক—সাত মাসের গর্ব্ব স্বরে কাএ। খ—এ পদ নেই। ১১. ক—অষ্ট মাসের বেলা। খ—এ পদ নেই। ১২. আ—স্তিতি। ক—নও মাসের বেলা নব দণ্ড স্তিতি। ১৩. ক—দশ মাস দষ দিনে গর্ব্ব হৈল মুক্তি। খ—এ পদ নেই। ১৪. ক, খ—এ পদ নেই। ১৫. খ—বিষেত। ক—কাতর হৈল সাহেব গাজির মাও। ১৬. আ—সস্ত। ক—সস্তি। ১৭. ক—উদর জালাএ। খ—উদরের জালাএ। ১৮. ক—মলুমলু বলি বিবি পড়িল কান্দিয়া। খ—এ পদ নেই। ১৯. ক—রচে মিরা হালু গাএে [ন] করিয়া ভাবনা। খ—রচে মিরা হালু ভাবনা করিয়া। ২০. আ—ওস্বার। ক-ওসমার। খ—এ পদ নেই। ২১. ক—ত্রিপদি। খ—ঐ। ২২. আ—পুর্ন্ন্য। ক—পুন্নি। ২৩. আ—গর্ব্ব বাস। ক—গর্ব্ব বাষ। খ—গর্ব্ব বাস। ২৪. আ—ওসবার কন্মফলে। ক, খ—ওসমার কন্মফলে। ২৫. আ—গর্ব্বে ছাওাল নড়ে। ক, খ—গর্ব্বে ছাওল নড়ে চড়ে। ২৬. আ-বেদেনা। ক—অনুক্ষণ বেথা বাড়ে। খ—অনুক্ষণ বেথা পড়ে। ২৭. ক—হাত দিয়া দাসির গাএ। খ—এ পদ নেই। ২৮. খ—এ পদ নেই। ২৯. ক—অগ্নি। খ—এ পদ নেই। ৩০. আ—আছ কোপ্রিয়ে সুক্ষে। খ—এ পদ নেই। ক—আসি কোন পেৃত লোকে। ৩১. আ—মক্ষে। ক—পৈখ আনি দেহ মোখে। খ—এ পদ নেই। ৩২. খ—এ পদ নেই। ৩৩. ক—আমার উদর হৈল ভারি। খ—উদর আমার হৈল ভারি। ৩৪. খ—আর দুক্ষ সহিতে নারি। ৩৫. ক—ফিরিতে নাহি পারি। খ—ফিরিতে নারি পাশ। আ—ফিরিতে নারি গাও। ৩৬. ক—হেটে। খ—এ পদ নেই। ৩৭. আ—সুইয়ে। ক—সূচে। খ—এ পদ নেই। ৩৮. খ—গেল মোর জীবনের আশা।

গদ্ গদ হৈল প্রাণ[১] বুকে পিষ্টে পড়ে টান[২]
হৈল মোর মরণের দশা ॥[৩]
শুনহে সেয়ালিগণ[৪] হেউতের[৫] মনুষ্য আন
অখন আমার যে সময় নিদান।[৬]
শুনিঞা বিবির কথা কান্দে লৌড়ি হেঁট মাথা[৭]
দৌড় দিয়া জাএ দাইএর বাড়ি।[৮]
চলে লৌড়ি দৌড় পাড়ি[৯] দাঁড়াইল দাইএর বাড়ি
কান্দিয়া কহিল বিবরণ।
লৌড়ির বচন শুনি দাইএ বলেন বাণী
বস্ত্র[১০] কিছু নাহি পরিবার।
যদি দেএ পাটের শাড়ি জাইব বাদশার পুরী
কহ গিয়া ওসমার সাক্ষাত।
শুনিঞা দাইএর বাণী লৌড়িগণ মনে গুণি
কান্দিয়া করিল গমন।
ওসমার[১১] সাক্ষাত গেল যত কথা সব কৈল
তোমার কপাল নহে ভাল।
ধাই মাঙ্গে পাট শাড়ি আসিবে তোমার বাড়ি
পরিতে বলে নাহি তার বস্ত্র[১২]।
বিষেত[১৩] কাতর হয়া অগ্নিপাট শাড়ি দিয়া
বলে পুনঃ[১৪] জাহ তরাতরি।
দৌড় দিয়া লৌড়ি গেল অগ্নিপাট শাড়ি দিল
শীঘ্র[১৫] আইস ওসমার[১৬] পুরী ॥
বিলম্ব না কর এথা শীঘ্র[১৫] করি চল তথা
বিবি ওসমা[১৬] বুঝি মৈল।
সাড়ি পায়া খোস মন চলে দাই চারিজন
ওসমার[১৬] ঘরে প্রবেশিল ॥
সাহেব গাযীর পাএ[১৭] তবে মিরা হেলু কএ[১৮]
বল আল্লা দিন বয়া জাএ।[১৯]

৯ পালা সমাপ্ত

১. ক—এবেসে কুদশা হৈল মোর বিধাতা। খ—এ পদ নেই। ২. খ—এ পদ নেই। ৩. ক—সেহি মোর মরন সোমান। ৪. ক—এ পদ নেই। খ—দাসি বচন শোন। ৫. আ—হিৎউর্তের মনিস্য। ক—হেউতের মনিস্য। ৬. আ—আজি মুঞিঃ পড়িনু নিদানে। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ৭. ক—পায়া বেতা। খ—দাসি পাইল বেথা। ৮. ক—দাই এক ডাকিবার জাএ। খ—দাইক ডাকিতে দাসি জাএ। ৯. এই পদের পরে কবির ভণিতা ছাড়া আর কোন পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ১০. আ—বস্ত্রে। ১১. আ—ওসবার। ১২. আ—বস্ত্রে। ১৩. আ—বিসেত। ১৪. আ—পুন্ন্য। ১৫. আ—সিগ্র। ১৬. আ—ওসবার। ১৭. খ—লাগিয়া গাজির পাএ। ১৮. ক—তবে মিরা হালু কয়ে। খ—তবে মিয়া হালু কয়। ১৯. খ—আল্লা আল্লা বল সর্ব্ব জোন।

১০ পালা

দিসা : ও কালার ভএ বড় লাগে রে।
ওরে ভাই যমুনার এ নাচও দেখিয়া ॥[১]

[২]সেহিল জায়া বার্তা[৩] দিল দাই অনুমতি।
শুনিঞা চারি দাই আইল শীঘ্র গতি[৪] ॥
চালের বান্ধন কাটি ঘরে প্রবেশিল।
ভএ নাহি বলি বিবিক[৫] কোলে তুলি নিল ॥
আসিয়া চার দাই বসিল চার পাশে।
প্রধান পঞ্চ দাসী বসিল বিবির কাছে ॥
কার[৬] গলা ধরি বিবি হিলাইল গাও।
কেহ অঙ্গে[৭] করে শ্বেত[৮] চামরের বাও ॥
দুনিঞার মাঝারে দেখ মাও বড় ধন।
যাহার নাহি মাতাপিতা নিষ্ফল[৯] জীবন ॥
বাপে দিল ধন মায় আঁচল[১০] পাতি নিল।
দশ মাস দশদিন উদরে[১১] রাখিল ॥
প্রসদা হইতে মাও[১২] যখন বৈসে ঘরে।
হস্তে খড়্গ যমদূত দাঁড়াএ দুয়ারে ॥
মরণ সমএ মায়ের পুত্র[১৩] প্রসবিতে।
হেন মাএ নাহি চিনে কলি যুগের[১৪] পুতে ॥
ছোট ছাইলা মানুষ করে খোড়াক খিলায়া।
হেন মাএক নাহি চিনে সেহি অভাগিয়া ॥
একধার দুগ্ধ মাএর লক্ষ টাকা মূল।
রাজ্য[১৫] পুত্র বিকাইলে না হৈবে সমতুল ॥
এক ধার দুগ্ধের গুণ শুজা নাহি জাএ।[১৬]
শতে শতে মসজিদ দিলে তার সমান নএ ॥[১৭]

কলি কালের পুত্রে কিলাএ বাপ মাও।
খসিয়া খসিয়া পড়ে[১৮] তাহার হস্ত পাও ॥
পিতা মাতা ছাড়ি যেবা আগে অন্ন খাএ।[১৯]
আঁচলের পঞ্চমাণিক দিবসে হারাএ ॥[২০]
যার আছে মাতাপিতা কোলে বসি খাএ।
যার নাহি মাতাপিতা পরার মুখ চাএ ॥
বোল যার নাহি মাতাপিতা তারা কেমনে জিয়ে।[২১]
ঠাণ্ডা পানি থাকিতে[২২] গরম পানি পিএ ॥
বাপ মাও[২৩] বড় ধন শুনহ কৌতুক।
যাহার প্রসাদে দেখি দুনিঞার মুখ ॥
ভাই বল বান্ধব বল[২৪] কার কেহ নএ।
হাটের হাটুরা যেন পথের পরিচএ ॥[২৫]
ধনমাল দিয়া ভাই বিভা করে[২৬] নারী।
ভাল মানুষের[২৭] বেটি হৈলে কান্দে দিনাচারি ॥
তাহার অধিক নারী ভাল মনুষ্যের[২৮] হএ।
ছএ মাস পরে তাহার মনে যেবা লএ ॥[২৯]
ইষ্ট মিত্র কান্দে [ভাই] ঠাণ্ডা পানি পিএ।
কুক ধরণী[৩০] মাও কান্দে যাবত[৩১] প্রাণে জিএ ॥
তুষের অগ্নি যেন ঘুশিয়া (ঘুশিয়া) পোড়ে।
অমনি মায়ের প্রাণ নিরবধি ঝুরে[৩২] ॥
কতেক কহিবে বাপ মাএর বিবরণ।
মন দিয়া শুন[৩৩] বড় খাঁ গাযীর জনম ॥
আউয়াল জুম্মার[৩৪] দিন শুক্রবার রাতি।
এক প্রহর রাত্রে হৈল গাযী মহামতি ॥[৩৫]
রবির ঝলকে যেন ঝলকে দর্পণ।[৩৬]

---

১. ক—পুঁথি থেকে গৃহীত। ২. এ পদ থেকে পরবর্তী ৪৮ পদ আদর্শের যে দুটি পাতাতে ছিল তা পাওয়া যায় নি। এগুলি ক, খ পুঁথি অবলম্বনে গৃহীত। ৩. খ—বক্তা। ৪. ক, খ—শিগ্রগতি। ৫. খ—ডর নাহি ২। ৬. খ—দাসির। ৭. ক—রঙ্গে। খ—কেহ ২। ৮. ক, খ—শেত। ৯. ক—নিসফল্য। ১০. ক—আঞ্চ। ১১. খ—দীদারে। ক—উদরে জাগা দিল। ১২. খ—নেই। ১৩. খ —সন্তান। ক—পুত্র প্রসো হৈতে। ১৪. ক—জোগের পুত্রক। খ—কালের পুতে। ১৫. ক—আযা। খ—এ শব্দ উদ্ধার করা যায় নি। ১৬, ১৭. খ—এই দুই পদ নেই। ১৮. খ—খসিয়া পড়িবে। ১৯. খ—বাপ মাও ছাড়ি জেবা ভিন্ন খাঁনা খায়। ২০. খ—সোনার...কামাই করিলে আটিবার নয়। ২১. খ—এ পদ নেই। ২২. ক—থাকিতে জেমন। খ—এ পদ নেই। ২৩. খ—মাতা পিতা। ২৪. ক—ভাই বোলম বন্দব বোল। খ—এ পদ এবং পরবর্তী ১২ পদ খ-পুঁথিতে নেই। ২৫. এ চরণ অতি কবিত্ব ময়। ২৬. ক—করাএ। ২৭. ক—মনস্যের। ২৮. ক—মনষ্যের। ২৯. ক—ছয়ে মাসো পরে তাহার মোনে জেবা লএে। ৩০. ক—কুকা ধরনি। ৩১. ক—জাবত। ৩২. ক—ঝোরে। ৩৩. ক—যুন বাপু। ৩৪. ক, খ—যুম্মার দিন যুক্রবারের রাত্রি। ৩৫. ক—এক প্রহর রাত্রি জাইতে হইল গাজি মহামতি। খ—গৃহীত পাঠ। ৩৬. ক, খ—এ চরণ এবং পরবর্তী ৭ চরণ পরে আছে।

দেখিতে সুন্দর যেন চন্দ্রের বরণ ॥
কত কুটি চন্দ্র যেন পড়িছে খসিয়া।
বিজলী [আ]লোকিত যেন মেঘেক ফটিয়া ॥
দুই চক্ষে জ্বলে যেন কাজলের রেখ[১]।
বেক্ত খঞ্জন পক্ষি যেন পরতেক ॥[২]
কালিয়া মেঘের আড়ে বিজলীর ছাটা।
কাঁচা সোনা জ্বলে[৩] যেন সেকন্দরের বেটা ॥
প্রসদা হইতে বিবি যত[৪] পাইল দুখ।
বিসরিল সব দেখি গাযী পুত্রের মুখ ॥[৫]
গাযীক দেখিয়া সব হৈল মূরছিত[৬]।
আসমানের চন্দ্র যেন ভূমে[৭] প্রকাশিত ॥
[৮]সুবর্ণ[৯] কাটারি দিয়া নাড়ী[১০] ছেদ কর্ল।
সুবর্ণ ঝারির[১১] পানি গোসল করাইল ॥
গোসল করায়া ছাইলা কোলে করি নিল।
তবে গা[১২] ওসমা বিবি চেতন[১৩] পাইল ॥
চেতন[১৩] পাইয়া বিবি আস্ত ব্যস্ত[১৪] করে।
একবার ছাইলা দেহ আমার কোলের পরে ॥
তাহা শুনি দাইগণ বলে বিবির ঠাঁই।
ছাইলা কোলে দিতে ইনাম কিছু পাই ॥
তাহা শুনি ওসমা[১৫] বলিল সত্বরে[১৬]।
কি ইনাম পাও তোরা বল দেখি মোরে ॥
দাইগণে বলে (শুন) ওসমা[১৫] সুন্দরী।
এক গছি সত[১৭] পাই দেড়[১৮] বুড়ি কড়ি ॥
দাইএর বচনে বিবি হাসে মনে মন।
হস্ত হৈতে খুলি দিল সুবর্ণ[১৯] কঙ্কণ ॥
কঙ্কণ পাইয়া সবে হরষিত হৈল ॥
তিনবার বাহু নিয়া[২০] ছাইলা কোলে দিল ॥
পুত্র কোলে লয়া বিবি চুম্ব দিল মুখে।[২১]
ধড়ে[২২] আইল প্রাণ স্বর্গ[২৩] পাইল হাতে ॥
সুবর্ণ[৮] কঙ্কণ পায়া পুলকিত[২৪] মন।
রক্তঘর নিকাইল দাই চারিজন ॥
তিন কোণের খেড় তিন মুঠি নিল।[২৫]
পূর্ব কোণাত জায়া আতুরি বিছাইল ॥
কুম্বরিয়া[২৬] কাঁটা দিয়া ঘর বেড়িল।
আনিঞা বিচিত্র[২৭] চাক দ্বারেতে ডালিল ॥
চন্দন কাঠের অগ্নি[২৮] দ্বারে জ্বালাইল।
ঘর আলিপন দিয়া[২৯] আনন্দে বসিল ॥
ঘর নিকাইয়া দাই বসিল তখন।[৩০]
সাহেব গাযীর কথা শুন দিয়া মন ॥[৩১]
চন্দ্র যেন জ্বলে গাযী মাএর কোল পরে।
খবর পাইল তথা বাদশা সেকন্দরে ॥[৩২]
আনন্দে চলিল বাদশা পুত্র দেখিবারে।
সুবর্ণ খড়ম পাএ আসা ডান করে ॥[৩৩]
হাসিতে খেলিতে বাদশা আইল চলিয়া।[৩৪]
দ্বার খোল দ্বার খোল বলে ডাক দিয়া ॥[৩৫]
কেমন ছাওয়াল[৩৬] আমি দেখিব নয়রে।
বাদশার বচনে দাই উঠিল সত্ত্বরে[৩৭] ॥
বাদশার মুখেত শুনি এতেক বচন।[৩৮]
দ্বার খুলি দিল তবে দাই চারি জন ॥[৩৯]
[৮]সুবর্ণ চকিত বাদশা দ্বারে[৪০] বসিল।
দাইগণে আনি ছাইলাক[৪১] দেখাইল ॥
আনন্দে দেখিল বাদশা পুত্রের বদন।
বিসরিয়া গেল জন্মের হুতাসন ॥
আনন্দ হৈল বাদশা দেখি পুত্র মুখ।[৪২]

১. আ—রেক। ২. আ—বেগত খঞ্জ পক্ষি জেন পরতেক। ৩. আ—জলে জেন। ৪. ক, খ—বড়। ৫. ক—উলটিয়া দেখিল বিবি বড় গাজীর মুখ। খ—ফিরিয়া দেখেন পুত্রের চন্দ্র মুখ। ৬. ক—মহিত। ৭. আ—ভুম্মে প্রকাসিত। ক—গৃহীত পাঠ। খ—নামিল ভূমিত। ৮. এ পদের আগে ক, খ-পুঁথিতে দুটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথা : 'দ্বার খোলহ দাই বলিহে তোমাবে। কেমন ছাওাল হৈছে দেখাও আমারে ॥' ৯. আ—সোবর্ন্ন্য। ক—শোবর্ন্ন্য। খ—ঐ। ১০. আ—নারি। ক, খ—নারি ছেদ করিল। ১১. আ—সোবন্ন্য নান্দিয়ার। ক, খ—সোবর্ন্ন্য ঝারির। ১২. আ—তবেগ্যা। ক, খ—এ পদ ও পরবর্তী ১২ পদ নেই। ১৩. আ—চৈতন। ১৪. বেস্ত। ১৫. আ—ওসবা। ১৬. আ—সথরে। ১৭. সত অর্থ বুঝা গেল না। খুব সম্ভব হাতের বালা অর্থে। খো. ব. পুঁথিতেও 'সত'। ১৮. আ—ডেড়। ১৯. আ—সোবন্ন্যে। ২০. ক—তিনবার বাহুনি। খ—তিনবার বাহুনিয়া। ২১. ক—কোলে লয়া পুত্রেক চুম্বি দিল মুখে। খ—প্রাণ বাছা বলিয়া মায়ে পুত্র কোলে নিল ॥ কোলেতে লইয়া পুত্র চুম্বিল বদন। জন্মের বাদ দুঃখ হৈল বিমোচন ॥ ২২. ক—ধড়েত। ২৩. আ. ক—সর্গ। ২৪. আ—পুর্ন্ন্যকিত। ২৫. আ—তিন কোণা খেড় তিন মুট নিল। ক—তিন মুষ্টি বিন্না কাটিয়া আনিল। খ—তিন ঘরের বিন্না খেড় কাটিয়া আনিল। ২৬. ক—কুম্বিকার। খ—ঐ। ২৭. খ—উত্তম। ২৮. ক—আনল। খ—ঐ। ২৯. করি দাই দ্বারেত বসিল। ৩০, ৩১. ক, খ—এ দুই চরণ নেই। ৩২. ক, খ—খবর হইল তবে বাদসার দরবারে। ৩৩. ক—এ চরণ নেই। খ—সোবন্ন্য খড়ম পায়ে বাদসা আসা নিল করে। ৩৪. ক, খ—এ চরণ নেই। ৩৫. ক—দ্বার খোলহ দাই বলিহে তোমারে। খ—ঐ। ৩৬. ক—ছাইলা হইছে দেখাও আমারে। খ—যাদু হইয়াছে দেখাও আমারে। ৩৭. আ—সৎতরে। ক, খ—এ চরণ নেই। ৩৮. ক, খ—এ পদ নেই। ৩৯. ক, খ—দ্বার খুলি দাই দিল ততক্ষণ। ৪০. ক—পুঁথির অতিরিক্ত পদ : 'নিহালিয়া দেখে বাদসা পুত্রের বদন।' ৪১. ক—দ্বারেত বসিল। খ—বসেন আপনে। ৯—ক. ক—ছাল্যাক বাদসাক দেখাইল। খ—ছাওয়াল বদসাক দেখাইল। আ—ছাইলা বাদসাক দেখাইল। তিন পাঠ মিলিয়া গৃহীত পাঠ। ৪২. খ—এ দুই পদ নেই।

বিসারিত হৈল বাদশা মনের যত দুখ ॥[১]
দেখিল গাযীর বরণ পুলকিত[২] হয়া।
খিধা তৃষ্ণা[৩] দূরে গেল চন্দ্র মুখ দেখিয়া ॥
পুত্র দেখিয়া বাদশা গেল[৪] ভাণ্ডার ঘরে।
চারিশত টাকা দিল চারি দাই তরে ॥
চারি দাইএর হস্তে দিল সুবর্ণের চুড়ি[৫]।
পরিবার দিল দিব্য চারি[৬] পাটের শাড়ি ॥
দাইয়েক বিদাএ[৭] করি গেলেন বাহিরে।
এক লক্ষ টাকা ছিটাইল দুই[৮] করে ॥
কাঙ্গাল গরিবে লহ[৯] ধন কুড়াইয়া।
আমার বালকে জাহ[১০] দোয়া করিয়া ॥
লইয়া বাদশার ধন সর্বজন বলে।
চিরজীবী[১১] হৈয়া ছাইলা থাক মাএর কোলে।
নানা ধন দিয়া সবাক বিদাএ[১২] করিল।
আপনার ঘরে সবে আনন্দে রহিল ॥[১৩]
বাহির দরবারে হএ ব্যাল্লিশ বাজনি।[১৪]
আনন্দের অবধি[১৫] নাহি দিবস রজনী ॥
রচে মিরা ছৈয়দ হেলু গাযীর কদমে।[১৬]
বল ভাই আল্লার নাম যদি রহে[১৭] মনে ॥

দিসা : ও কালা কানু জানে।
এ দুখ বিস্মরে আল্লার রসুল জানে ॥[১৮]

পদ

রাত্রি চলিয়া গেল কুলি কাড়ে রাও।
শয্যা তেজিয়া বাদশা তুলিলেক গাও ॥
অযু[১৯] করিয়া তবে সাবুদ কৈল ইমান।[২০]
আল্লার যিকির[২১] পড়ে নবীর কলেমা ॥
উযীর নাযীর[২২] লয়া বাদশা তক্তে বসিল।
খোশমন[২৩] হয়া দান অনেক করিল ॥
আনন্দিত উযীর নাযীর প্রজা সকলে।[২৪]
দিনে দিনে বাড়ে গাযী জননীর[২৫] কোলে ॥
হাজামত করিতে নাই আনন্দে বসিল।[২৬]
নানা ধন দিয়া তবে নাইয়েক[২৭] তুষিল ॥
সুবর্ণের খুরি আর[২৮] দিব্য পাটের জোড়া।
চড়িয়া ফিরিতে[২৯] নাপিতেক দিল ঘোড়া ॥
আনন্দ হয়া নাপিত ঘরে[৩০] চলি গেল।
এথাতে সাহেব গাযী বাড়িতে লাগিল ॥
তিনদিন চারিদিন পঞ্চদিন জাএ।[৩১]
ছএ দিবস তবে সাহেব গাযীর হএ ॥
সাটিরার[৩২] রাত্রি যখন হৈল শুভক্ষণ।
আনন্দে করিল মাএ[৩৩] রাত্রি জাগরণ ॥
ঘরেত লাগাইল তবে বাতি সারি সারি।[৩৪]
চল্লিশ সেহলী বৈসে রূপে বিদ্যাধরি ॥[৩৫]
সুবর্ণ পালঙ্গ কেহ[৩৬] দিল বিছাইয়া।
সুবর্ণ চান্দোয়া দিল[৩৭] শিরে টানায়া ॥
তিয়টি মশাল আর প্রদীপ[৩৮] সারি সারি।
ঘর মধ্যে লাগাইল ফুলের কেয়ারী[৩৯] ॥
বাদশাই হাতি জাগে আর রথ রথী।[৪০]
দ্বারে বান্ধিল বাদশা চড়নের হাতি ॥[৪১]
কিতাব কোরান আনি শিয়রে থুইল[৪২]।
সুবর্ণ[৪৩] দোয়াত কলম তথাতে রাখিল[৪৪] ॥
সুবর্ণ[৪৩] মোহর তার থুইল স্থানে স্থান।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গাযীর[৪৫] মুখখান ॥
হাত পাও পদ্ম কপালে রত্ন জ্বলে।
আনন্দে শুইল গাযী জননীর কোলে ॥

১. ক—পাসরিল সব জনমেরি দুঃখ। ২. আ—পুন্ন্যকিত। ক—পুলুকীত। খ—এ পদ নেই। ৩. আ—খিদা তিস্ন্যা। ক—খিধা ত্রিষ্ণা। ৪. ক—গেলেন আন্দরে। খ—চলিল আন্দরে। ৫. আ, ক—চুরি। খ—এ চরণ নেই। ৬. ক—এ শব্দ নেই। খ—এ চরণ নেই। আ, ক—দিব্ব। ৭. ক, খ—দান করি। ৮. ক—পুন্নি। ৯. ক—লয়ে। খ—লয়। ১০. ক—এ শব্দ নেই। ১১. ক—শ্রীজিব হইয়া বাছা বাপ মাএর কোলে। খ—শ্রীজিব হইয়া বাছা থাক মায়ের কোলে। আ—শ্রীজিবি হৈয় ছাইয় থাউক মায়ের কোলে। তিন পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ১২. ক—করিল বিদাএ। খ—এ পদ নেই। ১৩. ক—আনন্দ হইয়া সবে আপন ঘরে জাএ। খ—এ পদ নেই। ১৪. ক—বাদসাই বাজনা হয় নবদ সুনি। খ—এ পদ নেই। ১৫. ক—অভাব। ১৬. ক—রচে মিরা হালু গাজির কদমে। খ—রচে মিয়া হালু গাজির কদমে। ১৭. ক—লয়ে। খ—একবার আল্লার নাম বল সর্ব্বজনে। ১৮. ক—পুঁথি থেকে গৃহীত। অন্য পুঁথিতে নেই। ১৯. আ—রেযু। ২০. আ—ইমা। ক—রিমা। খ—ইমা। ২১. ক, খ, আ—জিগির। ২২. খ—পাত্র মিত্র। ২৩. খ—খোশবক্ত। ২৪. খ—আনন্দ হৈল তবে প্রজা সকলে। ২৫. আ—মাএর।. ক—জননির। খ—বাপমায়ের। ২৬. ক—হেজামত আনায়া আনন্দে বসিল। খ—হাজামত বানায়া আনলে বসিল। ২৭. খ—তাহাকে। ২৮. খ-আর পাট জোড়া। ২৯. খ—বেড়াইতে। ৩০. ক, খ—আপন ঘরে গেল। ৩১. আ—তিন চার দিন পঞ্চ দিন জাএ। ৩২. ক—শাইটরের। খ—সাইটয়ের। ৩৩. খ—সবে। ৩৪. ক—ঘরেত চেরাগ লাগাইল সারি২। খ—ঘরেত বিবি জাগয়ে সারা...। ৩৫. খ—যতেক সেয়ালি সবে রূপে বিদ্যাধরি। ৩৬. খ—সবে। ৩৭. আ—কাথ দিল টানায়া। ৩৮. ক, খ—এ পদ নেই। আ—প্রদিব। ৩৯. আ—কেওারি। ক, খ—এ পদ নেই। ৪০, ৪১. ক, খ—এ দুই পদ নেই। ৪২. ক—রাখিল। ৪৩. ক—থুইল। ৪৫. আ—গাজির বরণ। ক, খ—গৃহীত পাঠ।

দুই হাতে মায়ের গলা ধরিয়া চাপিয়া।[১]
কৌতুকে[২] নিদ্রা জাএ আল্লাজি ভাবিয়া।
এহি মতে কৌতুকে আছে সর্বজন।[৩]
সেহিকালে জানিল সাহেব নিরাঞ্জন ॥
সাহেব বলে জিব্রিল শুন মোর কথা।
বিধাতার স্থানে জায়া তুমি দেহ বার্তা[৪] ॥

দিসা : ওরে আজব লিখন রদ হবার নএ।[৫]

বৈরাট নগরে আছে[৬] বাদশা সেকন্দর
পীর গাযীর[৭] জন্ম হৈল তাহার ঘর ॥
ষাইটের রাত্রি আজি বড়[৮] শুভক্ষণ।
গাযীর ললাটে জায়া করহ[৯] লিখন ॥
এতেক শুনিঞা[১০] জিব্রিল করিল গমন।
বিধাতার স্থানে জায়া দিল দরশন ॥
জিব্রিল বলেন তুমি জাহত সকালে।
লিখন করাহ জায়া গাযীর কপালে ॥[১১]
বার্তা[১২] পায়া বিধাতা করিল গমন।
বাদশার পুরেত[১৩] জায়া দিল দরশন ॥
বিধাতা আইল সেহি নিশা ভাগ রাতি।[১৪]
দেখে ঘরে লাগায়াছে নানা রত্ন বাতি ॥
গাযীর মাও জাগে বিবি ওসমা সুন্দরী।
সাহেব গাযী জাগে মাএর গলা ধরি ॥
তাহা দেখি বিধাতা ভাবে মনে মনে।
গাযীর কপালে আমি লিখিব কেমনে ॥
এতেক ভাবিয়া তবে কোন কর্ম্ম[১৫] কৈর্ল।
নিদ্রালী নিদ্রালী[১৬] বলি স্মরণ[১৭] করিল ॥
মালুম হৈল নিদ্রালী[১৬] আইল সেহি স্থানে।
নিদ্রা লাগাইয়া দিল সবার নঞানে ॥
নিদ্রাএ কাতর সবে হইল তখন।
আতুর ঘরেতে জায়া দিল দরশন ॥
থাপা দিয়া প্রদীপ[১৮] নিভাইল সেহি কালে।
ধরিয়া গাযীক তবে তুলি নিল কোলে ॥
মাএর কোল হইতে আপন কোলে নিল।[১৯]
কালি কলমে কপালে লিখিতে লাগিল ॥
কপালে লিখিল তার কি কহিব বাত।
লিখিতে লাগিল তারে উল্টা করি হাত ॥
উল্টা হাতে বিধাতা সে কপালেতে লেখে।
আপনে লেখেন সেহি আপনে না দেখে ॥
ললাটে লিখিতে তার[২০] করে অনুমান।
পীর গাযী নাম তোমার হৈল ত্রিভুবন ॥[২১]
জখনে গাযী তুমি সাত মাসের হৈবে।[২২]
উচ্ছব করিয়া বাদশা তাম খাওয়াইবে ॥
পঞ্চ বচ্ছরের কালে সুন্নত[২৩] করাবে।
মোল্লা মাঙ্গায়া তোমার তক্তি হস্তে দিবে ॥
সাত বচ্ছরের কালে পড়িবা কোরান।
রোযা নামাজ পড়ি হৈবা সাবধান ॥
নও বচ্ছরের তুমি হইবা বাপের ঘরে।
বাবাজি[২৪] বলিবে বাদশাই করিবারে ॥
না করিবা বাদশাই কহিবা হাযীর।[২৫]
গলাএ পরিবা খেতা হইবা ফকীর ॥[২৬]
ফকীর হইয়া জাবা দূর দেশান্তর[২৭]।
বিভা করিবা তুমি[২৮] ব্রাহ্মণ নগর ॥
মটুক রাজার কন্যা নামে[২৯] চাম্পাবতী।
তাহাক করিবা বিভা গাযী মহামতি ॥
গাযীর কপালে বিধি[৩০] এমত লেখিয়া।
জননীর কোলে তাক রাখিল শোয়াইয়া[৩১] ॥
নিঃশব্দে বিধাতা ঘরের বাহির হৈল।
আপনার নিজ স্থানে তখন চলিল ॥
বিধাতা চলিয়া গেল আপনার স্থান।
কান্দিয়া[৩২] সাহেব গাযী হৈল জাগরণ ॥
জাগরণ হৈয়া গাযী কান্দিতে লাগিল।[৩৩]
হারে দারুণ বিধি কি দুঃখ[৩৪] লিখিল ॥
গাযী বলে দীননাথ এহি ছিল চিত্তে।

১. ক—দুই হাতে মাএর গলা গাজি ধরিয়া। খ—দুই হাতে জননির গলা ধরিয়া। ২. আ—আনন্দিতে। ক, খ—গৃ পাঠ। ৩. ক—পুত্র কোলে করি মামা করিল সয়েন। খ—ঐ। ৪. আ—বার্ত্রা। ৫. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। অন্য দুই নেই। ৬. আদর্শে নেই। খ-পুঁথি থেকে গৃহীত। ৭. ক—বড় খা গাজির জনম। খ—ঐ। ৮. ক—সাটোরের রাত্রি অতি। ৯. খ—করুক। আ—এহি সমে করো গাজির কপালে লিখন। ১০. খ—ভাবিয়া। ১১. ক—জবরিলেক বোলে তুমি জাহত সকালে। খ—জবরিলে বলে বিধি জাহ এহিক্ষণে। খ—এ পদ নেই। ১২. আ—বার্ত্রা। খ—এ পদ নেই। ১৩. ক—আতুরির ঘরে। খ—এ পদ নেই। ১৪. এ পদ এবং পরবর্তী ১১ পদ ক, খ-পুঁথিতে নেই। ১৫. আ—কৰ্ম্ম। ১৬. আ—নিদ্রাল২। ১৭. আ—স্বৌরণ। ১৮. ক—চেরাগ। আ—প্রদিব। ১৯. ক, খ—এ পদ এবং পরবর্তী ৫ পদ নেই। ২০. ক—বিধি। খ-ঐ। ২১. ক—ত্রিভূবনে হবে তোমার বড় খা গাজি নাম। খ—সংসারে হৈবে...নাম। ২২. ক, খ—এ পদ এবং পরবর্তী ৫ পদ নেই। ২৩. ক—ছুর্ণ্যাত। ২৪. ক, খ—তোমার বাপে। ২৫. ক—না করিবা বাদশাই বড় খা গাজি পির। খ—ঐ। ২৬. ক—গলাতে খিলেকা দিয়া হইবা ফকির। খ—ঐ। ২৭. খ—দুরান্তরে। ২৮. খ—গাজি বামন। ২৯. ক—বিধি। খ—ঐ। ৩০. আ—সেহি। ক—বিধি। খ—নিবে। ৩১. খ-ষুইয়া। ৩২. ক,খ—মায়ের কোলেত। ৩৩. ক, খ—এ পদ এবং পরবর্তী ১১ পদ নেই। ৩৪. আ—দুৰ্ক্ক।

হেন কারণ জন্মাইলু[১] বাদশার ঘরেতে ॥
গাযীর কান্দনে বিবি চেতন[২] পাইল।
আমার সোনার যাদু কেবা কান্দাইল।
এহি বলি উঠে বিবি আস্তব্যস্ত হয়া।
দেখে ঘরে সকল[৩] বাতি গিয়াছে নিভিয়া ॥
চল্লিশ যুবতী দেখে নিদ্রাএ অচেতন[৪]।
তাহা দেখি ওসমার[৫] চমৎকার মন ॥
হাএ হাএ ঘরে কেবা এমত করিল।
আমার সোনার যাদু কেবা কান্দাইল ॥
বাছা বাছা বলি মাএ পুত্র নিল কোলে।
বিহানে জাগিল সবে[৬] কুকিলের বোলে ॥
চেতন পাইয়া সবে তুলিলেক গাও।[৭]
গাযীক কোলে করি উঠিল তার মাও ॥
এহি মত রহিল গাযী জননীর কোলে।
দিনে দিনে বাড়ে গাযী মহা কতূহলে ॥
বাড়িতে লাগিল গাযী রজনী দিবসে।
বড় খাঁ গাযী নাম থুইল পূর্ণ[৮] এক মাসে ॥
[৯]বড়খা গাযীর নাম সর্ব লোকে বলে।
তিনচারি মাস হৈল জননীর কোলে ॥
পঞ্চ মাসের গাযী যে কালে হইল।
মহা সাধ করি তাকে তাম খিলাইল ॥
যুলহাউস বিস্মরিল গাযীক দেখিয়া।
গাযীক খিলাইল তাম মহাসাধ করিয়া ॥
জুম্মাবারে তাম দিল পীর গাযীর মুখে।
বছর পূর্ণিত হৈল মায়ের কোলে সুখে ॥

পীর গাযীক দেখিয়া আনন্দ সর্বজন।[১০]
দ্বিতীয়[১১] বছর গেল প্রবোধিতে মন ॥
বিহানে যেমত দেখে বিকালে না চিনে।[১২]
এহি মতে মায়ের কোলে বাড়ে দিনে দিনে ॥[১৩]
দুই তিন বছর বলি চার বছর জাএ।[১৪]
জননীর[১৫] আগে গাযী খেলিয়া বেড়াএ ॥
নানা অভরণ শোভে চন্দ্রের বরণ।
বচন মধুর তার মধুর চলন ॥[১৬]
পঞ্চ বছরের গাযী যে কালে হইল।
মোল্লা মাঙ্গায়া[১৭] তার হস্তে তক্তি দিল ॥
ছএ বচ্ছরের কালে[১৮] পড়াল কোরান।
রোজা নামাজ পথে হইল সাবধান ॥
নও বচ্ছরের গাযী হৈল বাপের ঘরে।
আর দিন গেল গাযী বাপের দরবারে ॥
উযীর নাযীর দাঁড়াইল জোড় করে।[১৯]
রইস উমরা আছে বাদশার দরবারে ॥[২০]
উঠিয়া তাযিম করে পীর গাযীর তরে।[২১]
গাযী দাঁড়াইল গিয়া বাপের গোচরে ॥
ধন্য ধন্য করে দেখি সকলে দরবারে।[২২]
বাপের কদমে গাযী সালাম করিল।
পুত্রেক ধরিয়া বাদশা নিকটে বসাল ॥
দরবারে সাহেব গাযী বসিল ভালো।
গাযীর বরণে দরবার হৈল আলো ॥
রচে মিরা ছৈয়দ হেলু ভাবনা করিয়া।[২৩]
বল ভাই আল্লার নাম বদন ভরিয়া ॥[২৪]

১০ পালা সমাপ্ত

১. আ—জম্মাইলু। ২. আ—চৈতন। ৩. আ—কুল। ৪. আ—অচৈতন। ৫. আ—ওসবার। ৬. ক—গাজি। খ—বিহানে জাগিয়া গাজি না জেন ধনে। ৭. ক, খ—এ পদ এবং পরবর্তী ৩ পদ নেই। ৮. ক—পুন্ন্যিমার শেসে। খ—ঐ। ৯. এখানে আ-পাঠে কিছু গরমিল আছে। এ পদ এবং পরবর্তী ৭ পদের স্থলে শুধু নিম্নলিখিত পদগুলি আছে—যথা : সাত মাস হৈল পূর্ণ গায়ী বিনোদিয়া। তাম খাওয়াইল তাক উচ্ছব করিয়া ॥ জুম্মাবারে তাম দিল পীর গাযীর মুখে। বচ্ছর পূর্ণিত হৈল মাএর কোলে সুখে ॥ বর্তমান পাঠ ক, খ-পুঁথি থেকে গৃহীত। ১০. ক—দেখিয়া পুণ্ন্যকীত হৈল সর্ব্বজোনে। ১১. আ—দ্বতিয়। ক—ঐ। খ—এ পদ নেই। ১২. ক—বিহানে জেমন দেখে না চিনে বিকালে। ১৩. ক—এহি মতে গাজি আছে মহাকতুলে। ১৪. ক—দুই বচ্ছর তিন বছছর চার বছছর জাএ। খ—ঐ। ১৫. ক, খ—মাএর। ১৬. ক—চলন মধুর গাজির মধুর বচন। খ—চলন হংসের গাজির মধুর বচন। ১৭. ক—আনি। খ—ঐ। ১৮. ক—মিঞা। খ—সাত বচ্ছরের গাজি। ১৯, ২০. ক, খ—এ দুই পদ নেই। ২১. ক, খ—এ পদ নেই। ২২. ক, খ—এ পদ নেই। ২৩. ক—রচে মিরা হালু ভাবনা করিয়া। খ—রচে মিরা হালু ভাবনা করিয়া। ২৪. ক—বল ভাই আল্লার নাম দিন জাএ বয়া। ক—বল ভাই আল্লার নাম বদন ভরিয়া।

১১ পালা।

দিসা : বোল ইতনা নারে নারে ও ও।[১]
নাচাড়ি। ত্রিপদী।

বলে বাদশা সেকন্দর বড়খাঁ গাযীর গোচর[২]
শুন পুত্র বচন আমার।
দেখিয়া তোমার মুখ[৩] বিসরিল[৪] সব দুঃখ[৫]
ঘুচিল মনের অন্ধকার ॥[৬]
যুলহাউস পুত্র হৈল শিকার খেলিতে গেল
ফিরিয়া আর না আইল ঘরে।
তার লগি ঝুরে প্রাণ দয়া কৈল নিরাঞ্জন
তোমার জন্ম[৭] হৈল মোর ঘরে ॥
ধন মাল অধিকার সকল [হৈবে] তোমার[৮]
আসি বৈস তক্তের উপরে।[৯]
তুমি বাদশা হও দেখি জুড়াক আমার আঁখি
তোমার দোহাই ফিরুক[১০] সহরে ॥
শুনিঞা[১১] বাপের কথা গাযী কৈল হেট মাথা[১২]
জোড় হস্তে কি বলে বচন।[১৩]
সর্বকর্তা বাবা তুমি[১৪] কি বলিতে[১৫] পারি আমি
বাদশাই করিতে নাহি মন ॥
শুন[১৬] বাবা মোর বথা গলাএ[১৭] পরিব খেতা
ফকীর হৈয়া জাব দেশান্তরে।
এহি[১৮] কথা গাযী বলে শুনি[১৯] বাদশা ক্রোধে[২০] জ্বলে
এথা হৈতে জাহ তুমি ঘরে ॥
দেখি বাপের ক্রুদ্ধ মন[২১] উঠিল সে ততক্ষণ[২২]
আন্দরেতে করিল গমন।[২৩]
ধীরে ধীরে গাযী চলে[২৪] কত কোটি[২৫] চন্দ্র জ্বলে
জাএ গাযী মাও বিদ্যমান[২৬] ॥

১. খ—পুঁথি থেকে গৃহীত। অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ২. আ—সাহেব গাজির বরাবর। ক—বড়খাঁ গাজির বরাবর। খ—গৃহীত পাঠ। ৩. আ—মুক্ষ। ক, খ—মুখ। ৪. ক—বিশ্বরিল। খ—পাসরি। ৫. আ—দুক্ষ। ক, খ—দুঃখ। ৬. ক, খ—তোমাক দেখি ঘুচে অন্ধকার। ৭. আ—জন্ম। ক, খ—ঐ। ৮. ক, খ—সকলি তোমার। ৯. আ—আইস বৈস...। ক—আইস পুত্র বৈস তক্তের পর। খ—আইস বাছা বৈস তক্তের পর। ১০. খ—করুক সংসার। ১১. আ—সুনিঞা। ক—সুনি।১২. ক, খ—বড়খাঁ গাজি হেট মাথা। ১৩. ক—জোড়হাতে করে নিবেদন। ১৪. ক, খ—সব্ব কর্ত্তা বাদসা তুমি। ১৫। ক-বুঝিতে। খ—বলিতে জানি আমি। ১৬. আ—সুন। খ—সুন বাপ। ১৭. ক—গলাতে। খ—গলাত। ১৮. ক—এত। খ-এত। ১৯. আ, ক, খ—যুনি। ২০. ক—কোর্দ্ধে জলে। খ—ক্রোধে জলে। আ—ক্রোধে জ্বলে। ২১. আ—দেখিয়া বাপের মোন। ক—দেখি বাপের কোর্দ্ধ মন। খ—দেখি বাপের ক্রোধ মন। ২২. আ—উটাল শে তর্ত্তাক্ষণ। ক—উটীল ততক্ষণ। খ—চলিল তখন। ২৩. আ—আনন্দিতে করিল গমন। ক—আন্দোরে করিল গমন। খ—তাম আনি দিলেন তখন। ২৪. ক—ধৈরজ গমনে চলে। খ—এ পদ নেই। ২৫. আ, ক—কুটী। খ—এ চরণ নেই। ২৬. আ—বির্দ্ধমান। ক—আইল গাজি মাএর বির্দ্দমান। খ—চরণ নেই।

দেখিয়া পুত্রের মুখ[১] খিধাএ পাইছে[২] দুঃখ
তাম আনি দিলেন[৩] তখন।
তাম খাইল আগে[৪] তাম্বুল খাইল পাছে[৫]
পালঙ্গেত[৬] করিল শয়ন ‖
ফকিরী করিতে ভাবি[৭] সদা ভাবে আল্লা নবী[৮]
হৃদয়ে জপেন[৯] নিরাঞ্জন।
লাগিয়া গাযীর পাএ তবে মিরা হালু কএ
আল্লা আল্লা বল সর্বজন ‖[১০]

দিসা : আল্লা বিনে কে করিবে দয়া হে[১১]।

পদবন্ধ। পয়ার।

বল ভাই আল্লার নাম নবী কর সার।[১২]
মরিলে এমন[১৩] জন্ম না হইবে আর ‖
রাত্রি পোহায়া গেল হইল[১৪] প্রভাত।
পশ্চিম আকাশ[১৫] কোণে গেল নিশানাথ[১৬] ‖
রাত্রি পোহায়া গেল কুকিলে কাড়ে রাও।[১৭]
শয্যা তেজিয়া গাযী[১৮] তুলিলেক গাও ‖
প্রাতঃক্রীয়া[১৯] করিয়া গাযী অযু[২০] বানাইল।
নামাজ পড়িয়া গাযী[২১] ফারগ হইল ‖
অযিফা[২২] পড়িয়া তবে আদাএ করিলা।
আল্লার দরবারে গাযী মুনাজাত[২৩] ভেজিলা ‖
বিহানে উঠিল তবে বাদশা সেকন্দর।
উযীর নাযীর লয়া বৈসে তক্তের উপর ‖[২৪]
অযু নামাজ করি বাদশা তক্তে বসিল।[২৫]
যোদ্ধা সেনাগণ তার সামনে দাঁড়াইল ‖[২৬]
সেহি কালে[২৭] গেল গাযী বাপের দরবারে।
সকলে তাযিম করে পীর[২৮] বসাইল কাছে।
আদর করিয়া বাদশা[২৯] বসাইল কাছে।
হাস্যবান হয়া বাদশা পুত্রেক জিজ্ঞাসে ‖[৩০]
শুন শুন পুত্র তুমি প্রাণের নহন।[৩১]
তক্তেতে বৈসহ তুমি তেজ অভিমান ‖[৩২]
আপনি কর বাদশাই আমি[৩৩] থাকিতে।
জনম সফল মোর হউক ত্রিজগতে ‖[৩৪]
তোমার বাদশাই দেখি নঞান ভরিয়া।[৩৫]
শীতল হউক প্রাণ নঞানে দেখিয়া ‖[৩৬]
আপনে তক্তে বসি করহ বাদশাই।[৩৭]
আলমে আলমে বাড়ুক আমার বড়াই‖[৩৮]
পুন পুন[৩৯] পুছে কথা শাহ সেকন্দর।
শির হেঁট রহে গাযী[৪০] না দেএ উত্তর ‖

---

১. আ—দেখিল পুত্র মুক্ষ। ক—গৃহীত পাঠ। খ—এ চরণ নেই। ২. ক—পাইয়াছে। খ—এ চরণ নেই। ৩. আ—দিল তর্তাক্ষণ। ক—গৃহীত পাঠ। খ—২৩ টীকা দ্রঃ। ৪. খ—আসে। ৫. খ—মনের হরিষে। ৬. ক—পালঙ্গে। ৭. আ—ফকিরিতে মন গাজি। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ৮. আ—বাদসা ভাবে আল্লাজি। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ৯. খ—মনে মনে। ১০. আ—বোল আল্লা জতো মমিনগণ। ১১. ক—পুঁথি থেকে গৃহীত। অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ১২. খ—এ চরণ নেই। ১৩. আ—এমত জন্ম। ক—এমন জনম্ম। খ—এ চরণ নেই। ১৪. আ—রজনি। ক-রঞ্জলি। খ—হইল। ১৫. আ—পশ্চিম আশার কুনে। ক—পশ্চীম আশাড় কোনে। খ—পশ্চিম আশাড় কোন। ১৬. আ—দিননাত। ক, খ—নিশানাথ। ১৭. ক—রাত্রি অবশেষে কুলি কাড়ে রাও। খ—রাত্রি শেষ হইল কুলি কাড়ে রাও। ১৮. ক—সর্জ্জা তেজিয়া গাজি। ক—সজ্যা হৈতে গাজি। খ—শয্যা তেজিয়া তবে। ১৯. আ—প্রাতকিয়া। ক—প্রতিষ্টা। খ—প্রাতষ্টা। ২০. আ, ক, খ—রযু। ২১. খ—তবে। ক—ঐ। ২২. অজিফা। ক—অযুবা। খ—অজিফা। ২৩. খ—আরজ ভেজিল। ২৪. ক—বিছমিল্লা বলিয়া বৈসে তক্তের উপর। খ—নামাজ পড়িয়া বৈসে তক্তের উপর। ২৫. ক, খ—উজির-নাজির তথা বৈসে স্থানে স্থানে। ২৬. ক, খ—জোর্দ্দা সেনাগণ খাড়া বাদসা বির্দ্দমান। ২৭. ক—অহিকালে। ২৮. ক—সাহেব। খ—বড়খাঁ। ২৯. ক—বাদসাক। ৩০. আ—হাস্যবান সেকন্দর পুত্রেক জির্গ্যাসে। ক—হাস্যবান হয়া বাদসা পুত্রেক জিজ্ঞাসা করে। খ—হাস্যবান হইয়া বাদসা বড়খাঁ গাজিক পুছে। ৩১. ক, খ—সুন পুত্র গাজি মোর প্রাণের সমান। ৩২. আ—তক্তেত বৈসহ তুমি না কর বিমন। ক—তক্তে বৈসহ পুত্র তেজো অভিমান। খ—বাদসাই করহ বাছা তেজ অভিমান। ৩৩. খ—আমার সাক্ষ্যাতে। ৩৪. আ—হউক স্বফল মোর এ তিন জগতে। ক—হউক আমার নাম এ ত্রিজগতে। খ—জনম সাফল আমার হউক ত্রিজগতে। ৩৫. আ—তোমার বাদসাই আমি নঞানে সে দেখি। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ৩৬. আ—সিতল হৌক প্রাণ যুড়াওক রাখি। খ—জনমের দুঃখ আমার পড় ক খণ্ডিয়া। ক-গৃহীত পাঠ। ৩৭. খ—আপনে কর গাজি রাজ্যের বাদসাই। ৩৮. ক-আলমে বাড়িবে তবে আমার বড়াঞি। খ-আলোমে ফিরুক বাবা তোমার দোহাই। ৩৯. আ—পুণ্রে২। ক—পুন পুন। খ—বারবার। ৪০. ক—শিব তুলি গাজি। খ—শির তুলি রহে মিঞা।

বাদশা[১] বলে গাযী শুন সমাচার।
বাদশাই হৈলে তোমার বাড়িবে অঙ্গভার[২] ॥
বাদশাই না কর গাযী কিসের কারণ।
কোন কর্ম্ম[৩] করিতে আছে তোমার মন ॥

গাযী বলে বাবাজি কর অবধান।
উচিত বলিব কথা[৪] না কর অভিমান ॥
তোমার বাদশাই বাবা আমি কি[৫] কবির।
গলাএ খিলেকা দিয়া দুনিঞা[৬] দেখিব ॥
তোমার বাদশাই বাবা আপন শহরে।[৭]
আমার বাদশাই বাবা সকল[৮] সংসারে।
তোমার বাদশাই এথা তক্তেতে বসিয়া।[৯]
ফকিরী বাদশাই আল্লার আলম জুড়িয়া ॥[১০]
দুনিঞার বাদশাই করিব কি কারণ।
তোমার বাদশাই লয়া কোন প্রয়োজন[১১] ॥
দেখিব আল্লার দুনিঞা ভরিয়া[১২] নঞান।
তোমার রাজ্যধন নহে নামের সমান ॥[১৩]
ইহাতে বলিব কিবা তোমার হাযীর।[১৪]
গলাএ পরিব খেতা[১৫] হইব ফকীর॥
অখনে খাইছ রাজ্য বিক্রমেতে ভাল।[১৬]
পরিণামে এহি তোমার হইবে জঞ্জাল ॥
বৈরী[১৭] আছে যমরাজা তোমার উপরে।
সকল ছাড়িয়া তোমাক লৈবে একাশ্বরে ॥
সকল লস্করে তোমাক রহিবে বেড়িয়া।
যখন লইবে যমে রহিবে চাহিয়া[১৮] ॥
ধন মাল যত দেখ কিছু[১৯] নহে সার।
ভজ নিরাঞ্জন সেহি নামে হবে পার ॥[২০]

এমত[২১] বচন যদি পীর[২২] গাযী কৈল।
শুনিঞা সেকন্দর বড়[২৩] ক্রোধ হইল ॥
সভা মধ্যে[২৪] বড় লাজ দিলুরে বর্বর।
বাদশাই করিতে কেনে এত গর্ব কর ॥[২৫]
বাদশাই করিতে মনে না লএ তোরে।[২৬]
মাঙ্গিয়া খাইবে বেটা প্রতি ঘরে ঘরে ॥
আর যদি ফকিরী[২৭] কথা বল মোর কাছে।
তোমাকে যদি রাখো মোর দিব্বি আছে ॥[২৮]

বাপের বচনে[২৯] গাযীর চক্ষে পড়ে পানি।
চাদর ফাড়িয়া গলে পরিল[৩০] কাফনি ॥
পরিল খিলেকা গাযী বাপের হুযুরে[৩১]।
অগ্নি যেন[৩২] জ্বলে বাদশা দেখিয়া নযরে ॥
মার মার বলে বাদশা সেকন্দরে।
সকল উমরা গাযীক ঘিরিল সত্বরে ॥[৩৩]
বাদশা বলেন তোরা শুন সমাচার।
তলোয়ারে কাটিয়া করহ সংহার ॥[৩৪]
পুত্রহীন হই[৩৫] যদি সেহি মোর ভাল।
ইহার[৩৬] বচনে মোর শরীর[৩৭] হৈল কাল ॥
সভাতে বসিয়া মোক এত দিল দুখ।
আর না দেখিব আমি গাযী পুত্রের মুখ ॥[৩৮]

বাদশার হুকুম সেহি রদ নাহি হএ।[৩৯]
হস্ত ধরিয়া গাযীক সভাতে উঠাএ ॥[৪০]
গাযীক[৪১] লইয়া সবে করিল গমন।
বিরলে জাইয়া[৪২] সবে করিল বৈসন ॥
বিরলে বসিয়া গাযী কাঁপেন অন্তরে।[৪৩]
সকল উমরা বৈসে[৪৪] গাযীর গোচরে ॥

১. আ—সেকন্দর। ২. আ—অঙ্গিকার। ৩. আ, ক, খ—কন্ম। ৪। খ—উচিত কহিতে। ক—উচিত কহিব। ৫. ক—না। খ—না। ৬. ক, খ—ফকির হইব। ৭. খ—এ পদ নেই। ৮. ক—সকল সহরে। খ—এ পদ নেই। ৯. খ—এ চরণ নেই। ১০. ক—আমার বাদশাই ফকিরি আল্লার দুনিঞা বেড়িয়া। ১১. ক—প্রিয়জন। আ—প্রিয়েজন। ১২. ক—নঞান ভরিয়া। খ—এ পদ নেই। ১৩. ক—কি করিব তোমার রাজ্য ধন লয়া। ১৪. ক—ইহাতে নহি আর বলিন হাজির। খ—এ পদ নেই। ১৫. ক-গলাত খিলিকা দিয়া। ১৬. আ—অখনে খা এল রার্জ্জ বিক্রমেতো ভাল। খ—অখনে খাইছ রাজ্য বিক্রমেতে ভাল। ক—গৃহীত পাঠ। ১৭. আ, ক, খ—বরি। ১৮. আ—চাইয়া। ক—চাহিয়া, খ—চাইয়া। ১৯. খ—কেহ। ২০. আ—ভজ নিরাঞ্জন তুমি জে নামেতে পার। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ২১. ক—এমন। ২২. ক, খ—বড়খাঁ গাজি কৈলা। ২৩. খ—বহু। আ—সুনিঞা সেকন্দর বাদসা ক্রোর্দ্ধে জলিল। ক—গৃহীত পাঠ। ২৪. আ—মর্দ্ধে। ক, খ—সভার মৈর্দ্ধে বড় লাজ দিলারে পাপিষ্ট। ২৫. ক—বাদসাই করিতে কেনে না হইলা উচিস্ট। খ—বাদসাই করিতে হইল উচিস্ট। ২৬. ক—তোমাবে। খ—নাহিক তোমার। ২৭. ক—ফকিরের কথা কহ আমার কাছে। খ—ফকিরির কথা বল মোর কাছে। ২৮. খ—তোকে যে করিব শাস্তি মোর মনে আছে। ২৯. আ—গর্জ্জনে। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ৩০. খ—ডালিল। ৩১. ক—হাজিরে। খ—গোচরে। ৩২. ক—অগ্নি হেন জলিল। খ—আগুন জলিল বাদসাক দেখিয়া নজরে। ৩৩. ক—সকল উমুরা আইল গাজির তরে। খ—সকল উমরা ঘেরিল বড়খাঁ গাজির তরে। আ—সথরে। ৩৪. খ—তলয়ারে কাটিয়া উহাক কর সংহার। ৩৫. আ—হৈ যদি। ক—হই জদি। খ—নাহি ছিল পুত্র মোর সেহি ছিল ভাল। ৩৬. ক—উনার। খ—এহার। ৩৭. আ—সরিল। ক—সরির। ৩৮. আ—আর না দেখিব জেন গাজি পুত্রের মুক্ষ। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ৩৯. ক—বাদসা হুকুম কৈল রদ না হৈল। খ—বাদসার বচন রদ নহে কোন কালে। ৪০. ক—হাত ধরি পাত্র সবে গাজিকে উঠাইল। খ—হাতে ধরিয়া তবে গাজিকে উঠাইল। ৪১. আ, ক, খ—গাজিক। ৪২. আ—অন্ন্যস্তানে জায়া সবে। খ—বিরলে গাজিক লয়া। ক—গৃহীত পাঠ। ৪৩. আ—তথাতে বসিয়া গাজি কাম্পে থরে থরে। খ—বিরলে বসিয়া গাজি ভাবনে অন্তরে। ক—গৃহীত পাঠ। ৪৪. খ—আইল।

সবে বলে শুন তুমি বাদশার নন্দন।
এ মত বিরোধ তুমি[১] কর কি কারণ ॥
বাদশাই করিতে বাপে[২] কহিল তোমারে।
ধন মাল রাজ্যপাট ছাড় কি খাতিরে ॥[৩]
সকল সংসার তোমার বাপের অধিকার।[৪]
তার পুত্র হয়া কেনে হৈলা ছারখার ॥[৫]
গলাতে খিলিকা পর[৬] চাদর ফাড়িয়া।
এহিক্ষণে বাদশা তোক[৭] ফেলিবে মারিয়া।
বাদশা হয়া বৈস তুমি তক্তের উপর।[৮]
বাপে করিবে তোমাক অনেক পিয়ার ॥
গাযী বলে তোরা[৯] শুন আমার ঠাঞি।
আল্লা নবী দিছে[১০] মোক আলমের বাদশাই ॥
তোমরা যতেক[১১] বল শুনিতে মরি লাজে।
বাপের বাদশাই মোর[১২] আসিবে কোন কাজে ॥
না করিব বাদশাই মোর মরণের দশা।[১৩]
আল্লা নবী নাম বিনে মোর[১৪] নাহি ভরসা ॥
যদি করমে আমার থাকে আল্লাজি।[১৫]
সংসার বৈরী[১৬] হৈলে করিতে পারে কি ॥
সবে বলে তোমার মনে[১৭] এত রোষ ॥
এবে সে জানিলাম বাদশার নাহি দোষ ॥
না বসিলা তক্তে তুমি এত করি কক্ষা[১৮]।
বাদশার হুকুম হৈলে কে করিবে রক্ষা ॥[১৯]
[২০]এক আল্লা বিনে আর কাখ[২১] নাহি ভএ।
তক্তে না বসিব আমি যে করে খোদাএ ॥[২২]
তক্তে বসি সেকন্দর ভাবি জার জার।
না জানি গাযীর হৈল কুমতি আল্লার ॥
এক পুত্র গাযী মোর তেজিব সংসার।
এ বেসে জানিলু আমি কুদশা আমার ॥[২৩]
যুলহাউস পুত্র গেল অনাথ করিয়া।
বড় খাঁ গাযী জাবে[২৪] গলে খেতা দিয়া ॥
আমাকে হৈল বাম অখিলের পতি।
গাযী ফকীর হৈলে কি হৈবে মোর গতি ॥
এবেসে জানিল মোর কপাল নহে ভাল।
যে না বৃক্ষের নাই ছাঞা[২৫] তার ভাঙ্গে ডাল ॥
এতেক ভাবিল বাদশা না ধরে পরাণ।[২৬]
ডাকিয়া বলেন গাযীক আন বিদ্যমান ॥[২৭]
আরবার গাযীক সেহি হুযুরে আনিল।[২৮]
কোলে বসায়া কথা কহিতে লাগিল।[২৯]
শুনরে অধম পুত্র[৩০] মোর বাক্য ধর।
প্রাণে বাঁচ[৩১] যদি তক্তে বাদশাই কর ॥
তক্তে বৈস কর তুমি বাদশাই কাম।[৩২]
আলমের মধ্যে বাড় ক আমার নাম।[৩৩]
বাদশাই কর তুমি তক্তেতে বসিয়া।[৩৪]
আমি মৈলে জাহ বাছা ফকীর হইয়া ॥[৩৫]
ফকিরীর কথা যদি কহ বিদ্যমান[৩৬]।
তলোয়ারে[৩৭] কাটিয়া তোক করিব খান খান ॥
প্রাণে বধিব তোক না রাখিব এক দিন।[৩৮]
ছাড়হ কুমতি যদি বাঁচিবার থাকে চিন ॥
গাযী বলে মরি[৩৯] যদি পাতালেতে জাঙ।
তক্তে বসি বাদশাই করিবার নঙ ॥[৪০]
হইব ফকীর [আমি][৪১] ভরসা নিরাঞ্জন।
তোমার শকতি[৪২] কি যে বধিবে জীবন ॥

১. ক—কর কিসের কারণ। ২. খ—বাদসা বলিল। ৩. ক—ধনমাল ছাড় গাজি কীশের খাতিরে। খ—কিসের খাতিরে। ৪. আ—সংসার সহিতে তোমার বাপের অধিকার। খ—সকল সহরে তোমার বাপের অধিকারি। ক—গৃহীত পাঠ। ৫. খ—তাহার বেটা তুমি হইলা ভিখারি। ৬. ক—দিলা। ৭. ক—তোমাক ফেলাবে। ৮. ক—বাদসা হইয়া গাজি পাল রায্য ভাব। খ—ঐ। ৯. ক—গাজি বোলে তোমরা। খ—গাজি বলেন তোমরা। ১০. ক—দিয়াছে আমাক। ১১. আ—জতেক বোল সুনিতে। ক—ঐ। খ—জত বোন সুনিঞা। ১২. ক—বাবার বাদসাই লইলে। খ—বাবাজির বাদসাই লইয়া। ১৩. আ—না করিব বাদসাই মরণের হৈল দসা। ক—না করিব বাদসাই মরণের দসা। খ—গৃহীত পাঠ। ১৪. ক—আর। ১৫. ক—যদি মৰ্দ্দত থাকে আল্লাজি। খ—জদি সইত থাকে আল্লাজি। ১৬. আ, ক, খ—বরি। ১৭. আ—মরণে এতো রোস। ক—মনেত আছে রোস। খ-মরণের আছে রোস। ১৮. আ-তক্ষা। ক, খ-কক্ষ্যা। ১৯. ক, খ-বাদসা হুকুম দিলে তোমাক কে করিবে রক্ষ্যা। ২০. ক, ক—পুঁথির অতিরিক্ত পদ : 'বড়খাঁ গাজি বলে তোমরা সৰ্ব্ব ভাই।' ২১. ক, খ—আর কাকেন ডর নাঞি। ২২. ক, খ—এ পদ নেই। ২৩. ক—অতয়েব জানিলাম কুদশা আমার। খ—এতদিনে জলিল হুতাসন আমার। ২৪. খ—গেল মোকে। ২৫. আ—জাএ সেহি। খ—জাইবে ফকির হইয়া। ২৬. আ—জে না বৃক্ষ্য ধরি আমি। ক—জে বিক্ষের লইলাম ছাঞা। খ—গৃহীত পাঠ। ২৭, ২৯. ক, খ—এ দুই চরণ নেই। ৩০. ক—আরবার বাদসা গাজিক আনাইল। খ—আরবার বাদসা গাজিকে বলিল। ৩১. ক—কোলেত বসায়া গাজিক বলিতে লাগিল। খ—কোলেতে লইয়া গাযিক কহিতে লাগিল। ৩২. ক—ছাইলা। ৩৩. আ—বাছো। ক—বাচিশ জদি তক্তের। খ—ঐ। ৩৪.—৩৫ এ চার-চরণ ক, খ-পুঁথিতে নেই। ৩৬. আ—বিৰ্দ্ধমান। ক—আর জদি ফকিরির কথা কহ বিৰ্দ্দমান। খ—আর জদি কোন কথা বল বিৰ্দ্দমান। ৩৭. আ—তলওারে। ক—ঐ। খ—তলয়ারে। ৩৮. আ—প্রাণে বদিব তোক না থুব এক দিন। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ৩৯. খ—মরিয়া। ৪০. ক—তক্তেতে বাদসাই মুঞি করিবার নউ। খ—তক্তের বাদসাই কবুল করিবার নঙ। ৪১. কোন পুঁথিতেই নেই। ৪২. ক—সকতি মোর বধিতে জিবন। খ-সকতি মোর বধিবা জিবন।

যদি আল্লা সঞ[1] থাকে আমার উপর।
সংসার বৈরী[2] হইলে কাখ নাহি ডর ॥
গাযীর বচনে বাদশা[র] মহা ক্রোধ[3] হৈল।
মাউত মাউত বলি ডাকিতে লাগিল।
একশত মাউত আসি খাড়া হইল।
গলে বসন দিয়া সবে সাক্ষাতে রহিল[4] ॥
মহাক্রোধে[5] সেকন্দর কি বলে বচন।
ইহাকে হস্তীতলে দেহ এহিক্ষণ ॥
এমত অধম পুত্র রাখে কোন জনে।
হস্তী তলে দিয়া ইহাক বধহ জীবনে ॥
পুত্রহীন হৈনু[6] যদি সেহি মোর ভাল।
ইহার[7] বচনে মোর শরীর হৈল[8] কাল ॥
মোর দিব্বি লাগে তোরা শুন মাউতগণ।[9]
হস্তী তলে ফেলি ইহার বধহ জীবন ॥[10]
বাদশার হুকুম কেহ রদ নাহি করে।[11]
গাযীক বেড়িয়া সবে আসিয়া সত্বরে ॥[12]
বাদশার কোল হৈতে গাযীক নামাইল।[13]
হস্তী আনিতে সব মাউতগণ গেল ॥[14]
এক শত হস্তী যে দেখিতে কালযম।[15]
গাযীক মারিতে হস্তী করিল সাজন ॥[16]
বিষম আকার হস্তী দেখিতে[17] প্রাণ উড়ে।
পর্বত প্রমাণ মুদগর বান্ধিলেন শুঁড়ে ॥[18]
ঐরাবত সম হস্তী যম অবতার।[19]
চারি চারি গজ এক দন্ত পরিসর ॥[20]
হীরা বান্ধা দন্ত তার চোখা[21] চোখা ধার।
পৃথিবী কাঁপায়া আইল গাযীক মারিবার ॥[22]
তাল খাজুর[23] জিনি দন্ত বড়ই দীঘল[24] ॥
পাঁচ শত হাত বেড়ি এক পরল ॥
মহা ক্রোধে[25] চলে হস্তী নিঃশ্বাস খরতর।
ছাড়িয়া কোণেত যেমত আইল ঝড় ॥
পৃথিবী কাঁপিয়া[26] চলে গাযীক মারিবার।
ধূলা অন্ধকার হৈল সয়াল সংসার ॥
খবর শুনিল তবে[27] গাযীর জননী।
অচেতন[28] হৈল বিবি গাযীর কথা শুনি ॥
বাছা বাছা বলি পড়ে[29] অঙ্গ আছাড়িয়া।
অ মোর প্রাণের বাছা ফেলিল মারিয়া ॥
পরাণের পরাণ মোর[30] নঞানের তারা।
আঁখে[31] থুইলে দুস্ক না জাএ পাসরা ॥
না পিন্দে বসন বিবি[32] না বান্ধে মাথার চুল।
লড় দিয়া চলে যেন উন্মত্ত পাগল ॥[33]
বাছা বাছা বলি বিবি দৌড়[34] দিয়া জাএ।
অঙ্গের[35] বসন বিবির বাতাসে উড়াএ ॥
বাদশার গোচরে জায়া কান্দে জার জার।[36]
কান্দিয়া কান্দিয়া[37] বিবি লাগিল বলিবার ॥
শুনরে[38] দারুণ বাদশা তোর নাহি দয়া।
খোদ এ সৃজিল তোক নিঠুর করিয়া ॥[39]
এক পুত্র যুলহাউস সে[40] গেল ছাড়িয়া।
পাসরিনু সেহি দুঃখ গাযীক দেখিয়া ॥[41]
ঘর মধ্যে গাযী পুত্র আঁখির[42] পুতলী।
মা বলিতে কেহ নাহি কাখে[43] পুত্র বলি ॥
গাযী মরিব যদি পাব[44] দারুণ ব্যথা।
সকলে বলিবে মন্দ বাদশা কু-পিতা ॥
কোন লাজে[45] বধিতে চাহ গাযী পুত্রের প্রাণ।
জানিলাম তোমার শরীর কাষ্ঠ পাষাণ ॥

১. সঞ = সহায়। এ পদ এবং পরবর্তী ৯ পদ ক ও খ পুঁথিতে নেই। ২. আ—বরি। ৩. আ—কোর্দ্ধ। ৪. আ—হৈল। ৫. মহাক্রোর্দ্ধে। ৬. আ—হৈল। ক—হইলে সেহি মোব ভাল। খ—বাদসা বলে নাহি ছিল পুত্র সেহি ছিল ভাল। ৭. ক—এনার। ৮. খ—করিল। ৯, ১০. ক, খ-পুঁথিতে নেই। খ-পুঁথিতে দুটি অতিরিক্ত পদ আছে : 'পাত্রগণ শুন বলি তোমারে। মারিয়া পাঠাও হইাক যমের নগরে।' ১১. ক—বাদসার হুকুম রদিতে না পারিলা। খ—বাদসার হুকুম রদ করিতে না পারে। ১২. ক—আসিয়া সকলে গাজিকে ধরিলা। খ—হাত ধরি তোলে সাহেব গাজির তরে। ১৩. ক-তক্তে হইতে গাজিক নামাইল জমিনে। খ—ঐ। ১৪. ক—মাতোয়াল হস্তি আনিল সেহিক্ষণে। খ—মাতোয়ালা হস্তি মাহুতে আনিল তখনে। ১৫, ২৬. ক, খ—এ দুই চরণ নেই। ১৭. ক—দেখিতে মহাকুণ্ডে। ১৮. ক—পর্ব্বত সোমান মুর্দ্দগর বান্ধি দেয়ে সুণ্ডে। খ—পরবত পাসা খড়গ বান্ধি দিল সুণ্ডে। ১৯. ক—ঐরাবত হস্তী তার সরির ডাঙ্গর। খ—ঐ। ২০. আ-নেই। ক, খ-থেকে গৃহীত। ২১. আ—চোখো২। ক—চোখ২। খ—চৌ চৌ। ২২. আ—নেই। ক, খ—থেকে গৃহীত। ২৩. আ—খাযুর। এ পদ এবং পরবর্তী পাঁচ চরণ ক, খ-পুঁথিতে নেই। ২৪. আ—দিগল। ২৫. মহাক্রোর্দ্ধে। ২৬. আ—কাপিয়া। ২৭. খ-জদি। ২৮. ক—অচৈতন্য। ২৯. আ—করি পৈল রদ আছাড়িয়া। ক—হাহা বাছা বলি পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া। খ—গৃহীত পাঠ। ৩০. আ—বাছা। ৩১. আ—রাস্তেখ। ক—রাক্ষেত। খ-তাকে। ৩২. খ—না পরে কাপড় বিবি। ৩৩. আ—দৌড় দিয়া জাএ জেমত উনমত্ত পাগল। ক—নড় দিয়া চলিল জেন উনত্ত বাউল। খ—গৃহীত পাঠ। ৩৪. ক—লড়। খ—ঐ। ৩৫. আ—রঙ্গের। ৩৬. খ—বাদসার গোচরে জাই বিবি কান্দে জার জার। ৩৭. ক—নিশ্বাষ ছাড়িয়া। খ—নিশ্বাষ ছড়িয়া বিবি বলে হাহাকার। ৩৮. আ—সুন২। ক—সুনরে দারুণ বাদসা তোমার দয়া নাহি। খ—শুন হে দারুণ বাদসা তোমার দয়া নাই। ৩৯. ক—কঠিন করিয়া তোক শ্রীজিল গোসাঞি। খ—ঐ। ৪০. ক—গেল বেন। খ—গেল মোক। ৪১. খ—তাহাক পাসরিণু মুঞি গাজিক দেখিয়া। ৪২. আ—আক্ষের। ক—রক্ষির। ৪৩. ক—তাকে। খ—কাহাকে। ৪৪. ক—পাইয়া। খ-ঐ। ৪৫. আ—কোন দুস্টে বদিতে চাহ। খ—কোন দোষে বধিতে চাহ। ক—গৃহীত পাঠ।

আগে আমার মাথা কাটহ তলোয়ারে।
পশ্চাতে[১] বধিহ তুমি বড়খাঁ গাযীর তরে ॥
সেকন্দরে বলে বিবি জ্ঞান[২] নাহি তোরে।
আল্লার পেয়ারা[৩] গাযীক কে মারিতে পারে ॥
বাদশাই না করে গাযী হুজ্জতে[৪] কহে বাণী।
সত্য মিথ্যা[৫] গাযীক ভএ দেখাই আমি ॥
মউতের কথা শুনি মনে পায়া ডর।[৬]
ভয়েতে বসিব আসি তক্তের উপর ॥[৭]
তবে যদি না বৈসে তক্তের উপরে।[৮]
নিশ্চএ জানিনু অভ্যাগ্য হৈল মোরে ॥[৯]
অকারণে কান্দি তুমি আইলা মোর কাছে।[১০]
তোমার অধিক দয়া গাযী পুত্রেক আছে ॥[১১]
কোন বিপাকে হএ যদি গাযীর মরণ।
রাজ্য পাট সিংহাসন সব অকারণ ॥[১২]
আরবার আনিব[১৩] গাযীক আমার গোচরে।
চিন্তা না কর বিবি জাহ আপন ঘরে ॥[১৪]
এমত শুনিএগ্রা[১৫] বিবি স্থির কৈল হিয়া।
আপনার ঘরে গেল চিত্ত[১৬] নিভারিয়া ॥
কতেক কহিব আর মাএর করুণা।
রচে মিরা হালু গাইন করিয়া ভাবনা ॥[১৭]

১১ পালা সমাপ্ত

১. ক—প্রচাতে। খ—পাছে। ২. আ—গ্যান। ক—সকলে বলে বিবি গ্সান নাহি তোরে। ৩. আ—শ্রধা। খ—ফকির। ৪. খ—হুজুরে। ক—হুজ্জুতি। ৫. আ—মির্থা। খ—তকারণে গাজিক ভএ দেখাই আমি। ৬. ক, খ—এ পদ নেই। ৭. ক—মউতের ভয়ে বসিবে তক্তের উপর। খ—মরণের ভয়ে গাজি বসিবে তক্তের পরে। ৮. ক—তবে না বৈসে তক্তে অভাগ্য আমারে। খ—তবে না করে বাদসাই কুদসা আমারে। ৯. ক, খ—এ চরণ আলাদাভাবে নেই। ১০. ক—অকারণে আপনে আইলা আমার পাশে। ১১. ক—তোমারী দয়া মোর গাজির পর আছে। খ—তোমার অধিক মোর গাজিক দয়া আছে। ১২. আ—রাজ্যি ভূম সিঙ্গা সকল জঙ্গ অকার। ক—রায্য পাট মোর সজকারণ। খ—তবে বাদসাই মোর সব অকারণ। ৩ পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ১৩. খ—আনিল। ১৪. খ—বিবিকে বিদাএ করি পাঠাইল ঘরে। ১৫. আ—সুনিএগ্রা। ক—সুনি বিবির স্তির হইল হিয়া। খ—এ কথা সুনিএগ্রা বিবির স্তির হৈল হিয়া। ১৬. ক—চির্ত্তে নিভারণ দিয়া। খ—চির্ত্ত নিবরিয়া। ১৭. আ—রচে মিরা ছৈয়দ হেল্ল করিয়া ভাবনা। খ—রচে মিরা হালু করিয়া ভাবনা। ক—রচে মিরা হাল্ল গাইন করিয়া ভাবনা।

১২ পালা

দিসা : ও দয়ার গাযী মোরে
অনঙ্গ সাগরে ভাসাইলে।[১]

পদ বন্ধ।

যতেক[২] সভার লোক করে হাহাকার।
যম অবতার হস্তী আইসে[৩] মারিবার ॥
গাযীর উপরে হস্তী উঠিল[৪] যখন।
সেহি কালে নড়ি[৫] গেল আল্লার আসন ॥
সাহেব বলে দোস্ত নবী কথাএ[৬] দেহ মন।
আমার আসন দোলে কিসের কারণ ॥[৭]
পয়গাম্বর বলে শুন পরয়ারদিগার।
বড়খাঁ গাযীক পাঠাইছ জন্ম লইবার ॥[৮]
বাদশাই না করে গাযী তক্তের উপরে।
হস্তী তলে ঢালে বাদশা প্রাণ বধিবারে ॥[৯]
হাহাকার করি তবে বলে নিরাঞ্জন।
আমার পিয়ারা গাযীক মারে কোনজন ॥[১০]
করমে নযর গাযীক করিল[১১] খোদাএ।
গাযীর শরীর যেন হৈল বজ্রকাএ[১২] ॥
বেড়িয়া[১৩] মারে দন্ত গাযীর শরীরে।
না ফুটে হস্তীর দন্ত গাযীর[১৪] উপরে ॥
আল্লার নাম জপে গাযী[১৫] করিয়া ধিয়ান।
অঙ্গে লাগি হস্তীর দন্ত হৈল খান খান ॥
দন্তের বেদনায় হস্তী বড় দুঃখ[১৬] পায়।
মাহুত ঢালিয়া হস্তী তখনি পালায় ॥
আসমানে আল্লা আল্লা বলে পরিগণ।[১৭]
গাযীর উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥[১৮]
মহাক্রোধ[১৯] হৈল বাদশা গাযীক দেখিয়া।
সকল লস্করেক তবে বলে ডাক দিয়া ॥
গলাএ[২০] পাথর বান্ধি ফেলাহ সাগরে।
দেখিব কিমতে গাযীক রাখে পরয়ারে ॥[২১]
সাত সাইঙ্গের পাথর[২২] গলাতে বান্ধিয়া।
কহর দরিয়াত গাযীক দেহত দালিয়া[২৩]।
বেড়িয়া ধরিল গাযীক যতেক লস্কর।
গাযীর গলাত বান্ধে সাত সাঙ্গের পাথর ॥
গাযী বলে রাখ প্রাণ পরয়ারদিগার।[২৪]
বিষম সাগরে মরি[২৫] হইবা কাণ্ডার ॥
আল্লার রহম হৈল গাযীর উপরে।
কাহার শকতি পারে[২৬] গাযীক মারিবারে ॥
সাগরে ফেলিল গাযীক[২৭] পাথর বান্ধি গলে
কমল পুষ্প হইয়া পাথর ভাসে[২৮] জলে ॥
কমল বিকশিত[২৯] যেন হইল পাথর।
তার পরে[৩০] বৈসে গাযী সোনার ভমর ॥
কমলে বসিয়া গাযী হাসে খলখল।

১. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ২. আ, ক—জতেক। খ—দেখিয়া। ৩. খ—আইল। ৪. আ—টিপিল। ক, খ—উঠিল। ৫. ক, খ—নড়িল। ৬. ক—কথাতে। খ—নাথে বলে জবরিল সুনহ বচন। ৭. ক—আমার আসন আজি নড়ে কি কারণ। খ—আরস কুরস আজ নড়ে কি কারণ। ৮. ক—বড় খাঁ গাজি পির গেল জনম লইবার। খ—বড় খাঁ গাজিক গেল জনম লইবার। ৯. ক—হস্তী তাড়নে বাদসা প্রাণ বধে তারে। খ—হস্তীর তলে ঢালে গাজিক মরিবার খাতিরে। ১০. আ—আমার ফকির গাজিক কে বধিবে জিবন। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ১১. আ—বক্সিল। ক, খ—করিল। ১২. ক-বজ্রের কায়। খ—পাথরের কায়। ১৩. আ—ভিড়িয়া। ক, খ—বেড়িয়া। ১৪. খ—গাজির অঙ্গের পরে। ক—গাজির সরিরে। ১৫. আ—করিয়া ধ্যান। খ—গাজি বলবান। ক—গৃহীত পাঠ। ১৬. আ—দুক্ক। খ—বড় পাইল ভয়। ১৭. খ—আসমানে আল্লা বলে পরিগণ। আ—আসনেতে আল্লা বলে হুর পরিগণ। ক—গৃহীত পাঠ। ১৮. আ—গাজির উপরে করো পুষ্প বরিসন। খ—গাজির উপরে হৈল পুষ্প বরিষণ। ক—গৃহীত পাঠ। ১৯. আ—মহাক্রোর্দ্ধ। ক—ঐ। ২০. ক, খ—গলাতে। ২১. ক—কেমন করে গাজিক রাখে কোন পরবরে। খ—কেমনে গাজিকে রাখে পরিবরে। ২২. আ—সাত সাঙ্গে পথর গাজির। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ২৩. ক, খ—ডালিয়া। ২৪. খ—গাজি বলে দিননাত পরবার্দিগার। ২৫. ক—মরি রাখ এহিবার। খ—দরিয়াত পড়িয়া মরি রাখ এহিবার। ২৬. খ-আছে কে মারিতে পারে। ২৭. আ—গাজিক। ক—গাজি। খ—গাজিক। ২৮. ক—ভাসিলেক। খ—কমল হইয়া পাথর ভাসিল জলে। ২৯. আ—বিকসিত জেন। ক—কমল বিকসিত জেন পাথর হইল। খ—কমল হইল নহেত পাথর। ৩০. আ—পর। ক—তাহার উপরে সাহেব গাজি বসিল। খ—তাহাতে বসিল গাজি সোবণ্ণ্য ভোমর।

সকল দরিয়া আসি দিলেক কমল ॥[১]
খবর হইল তবে বাদশাক[২] তখন।
গলার পাথর হইল[৩] কমল বরণ ॥
বাদশা বলিল তোরা শুন সমাচার[৪]।
সাগর হৈতে গাযীক আন আরবার ॥
বুঝিনু[৫] গাযীর আছে করম আল্লার।
গাযীক বোলায়া[৬] আমি হৈলাম গুণাগার ॥
এমত শুনিএগ্রা[৭] সবে করিল গমন।
আর বার গঙ্গা তীরে দিল দরশন ॥
তুলিয়া আনিল গাযীক বাদশার[৮] বচনে।
আদর করিয়া বাদশা বসাইল বিদ্যমানে ॥[৯]
বাদশা বলেন গাযী[১০] ফকীর আল্লার।
তোমাক তাপ দিয়া হৈনু[১১] গুণাগার ॥
যদি মরিতো[১২] পুত্র এসব প্রহারে।
হের দেখ যহরের গুলি আছে করে ॥[১৩]
আগে দেখিতাম[১৪] পুত্র তোমার মরণ।
বিষ খায়া তেজিব আমার জীবন ॥[১৫]
একথা মিথ্যা[১৬] যদি বলি তোমার ঠাঞি।
তবে আমাক লাগে আল্লার দোহাই ॥
প্রাণের দোসর পুত্র[১৭] জাইবে মরিয়া।
কার মুখ[১৮] দেখি আমি রহিব চাইয়া ॥
বাদশাই কর দেখি নএগ্রান ভরিয়া।[১৯]
আমি মৈলে জাহ বাছা গলে খেতা দিয়া ॥[২০]
আল্লার ফকীর তুমি কে মারিতে[২১] পারে।
একবার তক্তে বৈস পুত্র বলি তোরে ॥[২২]
আমাক দিয়াছে আল্লা বহু মালধন[২৩]।
পুত্র কন্যা নাহি ঘরে[২৪] খাবে কোনজন ॥
তুমি গেলে ফকীর হয়া কুলে রবে খোঁটা।[২৫]
কি দোষে ফকীর হৈল সেকন্দরের বেটা ॥
না কর না কর[২৬] গাযী এহি সব কাজ।
উচিত নহে পুত্র হয়া বাপেক দিতে লাজ ॥
গাযী বলে আল্লার নাম হৃদে[২৭] কৈলু দড়।
তোমার পুত্র ফকীর হএ তোমার ভাগ্য বড় ॥
ফকীর করিয়া মোক সৃজিল[২৮] আল্লাজি।
আল্লার ফকীর তার[২৯] ধনে কাজ্য কি ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ থাকিবে যাহার।
সে কেমনে পারিবে ফকিরী করিবার ॥
জিয়ন্তে ঢালিল গলে মউতের কাফনি।[৩০]
কত কুটি বাদশা আমি তিন্নি[৩১] করি জানি ॥
আর কি বলিব বাবা শুন মোর ঠাঞি।
তক্তে বসিতে মোর আল্লার হুকুম নাঞি ॥
মিনতি[৩২] করিয়া বাদশা আরবার[৩৩] পুছে।
হাযার সালাম[৩৪] করে তক্তে নাহি বৈসে ॥
বাদশা বলে গাযী তুমি আল্লার ফকীর।
ভাগ্য হউক দেখি বাছা তোমার যাহির[৩৫] ॥
গাযী বলে বাবাজি বলি তোমার তরে।
কি যাহির দেখিবে বল দেখি মোরে ॥
আমার শক্তি কি যাহির করিবারে।
দেখাব যহুরা আমি আল্লা যদি করে ॥
এমত[৩৬] শুনিএগ্রা বাদশা আনন্দিত মনে।
বিষম আরতি[৩৭] গাযীক দিব এত দিনে ॥
তাগিসিতে[৩৮] ছিল বাদশার কড়ার সূইয়া।
সেহি সূই দরিয়াতে ফেলিল পাক দিয়া ॥[৩৯]
এহি সূই গাযী আনিএগ্রা দেহ মোরে।
তবে সে আল্লার ফকীর জানিব তোমারে ॥
তাহা দেখিয়া গাযী হৈল চমৎকার।
রচে মিরা ছৈয়দ হেলু পয়ারের[৪০] সার ॥

---

১. আ—সকল নদি আইছা দিল সকল কমল। ক—সকল দরিয়া আইসা দিল জতেক কমল। খ—গৃহীত পাঠ। ২. ক—বাদসা। আ—বাদসাকে। ৩. আ—গাজির। ক—তবে। খ—হৈল। ৪. আ—ষুন সমাচার। ক—ষুন সোমচাব। খ—সুন সমাচাব। ৫. আ—বুজিলাঙ। ক—বুঝিলাম। খ—বুঝিনু গাজিকে। ৬. খ—গাজি বুলিয়া। ৭. আ—ষুনিএগ্রা। ক—ষুনিএগ্রা। খ—ষুনি। ৮. খ—বাদসার ছামনে। ৯. আ, ক—বির্দ্দমানে। খ—ডাহিনে। ১০. আ, ক—গাজি তুমি। ১১. ক—তোমাকে বোলায়া আমি হইলাম। খ—তোমাকে বলিয়া আমি হইলাম। ১২. ক—মরি। খ—জদি মরিলা হলে। ১৩. খ—তবে আমি মরিলাম বলিলাম তোমারে। ১৪. ক—দেখিলাম তোমার মরণ। খ—দেখিলাম হনে...। আ—দেখিতো। ১৫. ক—বিস খায়া পাছে আমি তেজিব জিবন। খ—বিস খাইয়া পাছে আমি ছাড়িতো জিবন। ১৬. আ—মির্থা। ১৭. খ—বাছা। ১৮. আ—মুক্ষ। ক—কার মুখ দেখিব আমি বদন ভরিয়া। খ—আমি রহিব তবে কাহার পানে চাহিয়া। ১৯. খ—তোমার বাদশাই দেখি নএগ্রান ভরিয়া। ২০. ক—আমি মরিয়া জাই তোমার বালাই লইয়া। খ-আমি বিদেশে জাইব ফকির হইয়া। ২১. আ—রাখিতে। ক, খ—মারিতে। ২২. খ—আল্লার বাদসাই কর পুত্র বলিহে তোমারে। ২৩. আ—মুর্ল্যধন। ক—মুল্যাধন। খ—মালধন। ২৪. আ—ধন। খ—পুত্র না থাকিলে খাবে কোনজন। ২৫. ক—তুমি ফকির হইলা কুলেত রহিল খোটা। খ—আপনে ফকির হবে মোরে ধরে খোটা। ২৬. আ—না করিহ। ক—না করিয়। খ—গৃহীত পাঠ। ২৭. ক—মোনে করিছি। খ—মনে করিনু। ২৮. আ—শ্রীজিল। ক, খ—ঐ। ২৯. ক—তাঞি। ৩০. আ—জিয়ন্তে ডালি নিল গলে মউতের কফিনী। ক—জিয়েন্তে ডালিছে গলে মউত কাফনি। খ—জিউতে ডালি গলে মউতের কাফনি। তিন পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ৩১. ক—তিন্ন্য। খ—ঐ। ৩২. মির্ণ্ন্যতি। আ—মিণ্ন্যিতি। ৩৩. আ—আরবার। ক, খ—বারবার। ৩৪. আ, ক, খ—হাজার ছাল্বাম। ৩৫. আ, ক, খ—জাহির। ৩৬. ক—এতেক ষুনি। খ—এতেক সুনিএগ্রা বাদসার আনন্দ হইল মনে। ৩৭. আ—আরাতি। ক—আরথি। খ—বিসম আরতি গাজি করিল কত দিনে। ৩৮. আ—টাকি সিয়াতে ছিল কড়ার সুইয়া। খ—তালাষিতেছিল কড়ার সুই লইয়া। ক—গৃহীত পাঠ। ৩৯. ক—কহর দরিয়াত সুএগ্রা দিলেন ফেলাইয়া। খ—কহর দরিয়াত সুই দিল ডালিয়া। ৪০. ক—রচে মিরা হালু পাচালির সার। খ—এ পাঠ নেই।

নাচাড়ি ।[১] ত্রিপদী ।

করিয়া জোড় কর বাপের গোচর
মিঞা[২] গাযী কহে[৩] কথা ।
শুনহে ভারতী[৪] এ বড় আরতি[৫]
কহিতে[৬] মরমে লাগে ব্যথা ॥
তোমার সাক্ষাতে[৭] কই যদি পাই সূই[৮]
তবে আসিব ফিরিয়া ।
যদি না পাই সূই প্রাণে জিবার[৯] নই
মরিব সাগরে পড়িয়া ॥[১০]
করিয়া সালাম গাযীর পঞান[১১]
সূই ধরিবার খাতিরে ।[১২]
সাগরের কূলে[১৩] গাযী যিন্দা চলে[১৪]
বসিল দরিয়ার তীরে ॥
গাযী বলে পরয়ার এহিবাব রক্ষা কর[১৫]
নহে আমি মরিব সাগরে ।[১৬]
মোরে করহ দয়া দেহ মোকে পদ ছায়া
সূই দেলায়া[১৭] দেহ মোরে ॥
গাযীর ক্রন্দন মালুম নিরাঞ্জন
খোওয়াযেক বলেন কথা[১৮] ।
গাযী জিন্দার পাএ তবে মিরা হেলু কএ
খোওয়ায আইল[১৯] তথা ।

দিসা : ও কালার ভয় বড় লাগেরে ।
ওরে ভাই যমুনার এনা ঢেউ দেখিয়া ॥[২০]

পদ ।

করুণা করিয়া কান্দে গাযী যিন্দাপীর ।
সেহিকালে আইল তথা খোয়াজ খিযির ॥[২১]
গাযীর[২২] স্থানে আইল ফকীরের বেশে ।
সামনে[২৩] দাঁড়ায়া খোয়াজ গাযীক জিজ্ঞাসে[২৪] ॥
কি কারণে কান্দ মিঞা শুনহ বচন ।
তোমার কান্দনে দোলে[২৫] আল্লার আসন ॥
তোমার কারণে আল্লা আমাকে ভেজিল ।[২৬]
কি কারণে কান্দ তুমি মোরে সেহি বল ॥[২৭]
গাযী বলে সাহেব আমি কি[২৮] কব বচন ।
তোমাকে চিনিতে নারি তুমি কোনজন ॥[২৯]

১. ক, খ—নেই । ২. খ—সাহেব । ৩. ক, খ—বলে । ৪. ক—ষুন ষুন ভারিটা । খ—এ পদ নেই । আ—ভারথি । ৫. আ—আরথি । ক—বিসম আরথির কথা । ৬. আ—সুনিতে । ৭. আ—সাক্ষত । খ—সাক্ষাতে । ক—আগে । ৮. ক—ষুঞী । ৯. ক—বাচিবার । খ—ঐ । ১০. ক—মরিব সাগরে ঝাপ দিয়া । ১১. আ—গমন । ক, খ—গৃহীত পাঠ । ১২. ক—সুঞি ধুড়িবার তরে জায়ে । খ—সুই ধুড়িতে গাজি জাএ । ১৩. খ—তীরে । ১৪. আ—উথরিলি । খ—গেল গাজি পিরে । ১৫. ক—রাখ মোখে এহিবার । ১৬. ক—নহে মরিব সাগের পড়িয়া । ১৭. আ—দেখাইয়া । খ—আনি । ক—দলায়া । ১৮. ক—বানি । ১৯. আ—খোওাজ চলিয়া আইল । ক—খোওাজ আইলেন । খ—গৃহীত পাঠ । ২১. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত । অন্য দুই পুঁথিতে নেই । ২১. আ—সেকালে আইল খোয়াজ গাজির হাযির । ক—শেহিকালে আইল তথা খোওাজ খিজির । খ—সেহিকালে আইল খোয়াজ খিজির । ২২. আ—পির গাজি । ক, খ—গাজির স্থানে । ২৩. ক—সমুখে । আ, খ—ছামনে । ২৪. আ—জির্গ্যাসে । ক—জির্গাসে । ২৫. খ—তোমার কারণে লড়ে । ২৬. ক—তোমার কান্দনে মোখে দিলেন ভেজিয়া । খ—তোমার কারণে মোখে দিল পাঠাইয়া । ২৭. ক—কী কারণে কান্দ মিঞা কহ দাড়াইয়া । খ—কিসের কারণে কান্দ বল দাড়াইয়া । ২৮. ক—কহিব বচন । খ—গাজি বলে সুন সাহেব আমার বচন । ২৯. খ—চিনিতে নারি আপনে কোন ।

খোয়াজে বলেন না চিন[১] গাযী যিন্দাপীর।
আল্লার দরবারে থাকি খোয়াজ খিযির[২]।
তোমার কান্দনে পাঠাইল[৩] নিরাঞ্জন।
কি কারণে কান্দ তুমি কহ বিবরণ ॥
কান্দিয়া ধরিল গাযী খোয়াজের পাএ।
বাপ হয়া যহুরা মোর দেখিবার চাএ ॥
কড়ার সূই দরিয়াত দিয়াছে ঢালিয়া[৪]।
আমাকে বলিল সূই দেহত[৫] আনিঞা ॥
সেহিসে কারণে কান্দি আমি গঙ্গাতীরে।
কোথা পাইব[৬] সূই বিষম সাগরে ॥
খোয়াজে বলেন তুমি না কর ক্রন্দন[৭] ॥
আল্লার করমে সূই পাইবা এখন[৮] ॥

দিসা : বল ভাই কালিয়া নিদারুণ বড়
বন্ধুয়া নিদারুণ বড়,
কোন সাধনে পাবহে।[৯]

পদ।

সরাসরি বলি খোয়াজ করিল স্মরণ[১০]।
আসিয়া সালাম করিল দুইজন ॥[১১]
কি কারণে সাহেব তলব[১২] কর তুমি।
যে বল সেহি কর্ম করি[১৩] দিব আমি ॥
খোয়াজে বলেন বাছা শুন[১৪] দুইজন।
যে কারণে তোমাক আমি করিনু[১৫] স্মরণ ॥
এহি গাযীর জন্ম হৈল সেকন্দরের ঘরে।
দরিয়াত ঢালিল সুই যহুরা বুঝিবারে ॥[১৬]
সাগরের পানি তোল পর্বতে টানিয়া।
তবেতো ইহার সুই দিবত আনিঞা ॥[১৭]
ভাটি বাঁকে জায়া তবে ছাড়ে হুহুঙ্কার[১৮]।
সাগরের পানি তোলে পর্বত উপর ॥
শুকাইল নদনদী দিল বালুচর।
শুকানে পড়িয়া মরে মচ্ছ মগর ॥
নদী তীরে[১৯] বসি খোয়াজ মনে মনে গুণি[২০]
একে একে গুণিল[২১] সাগরের পানি ॥
মচ্ছ মগর শিশু ঘড়িয়াল বিদ্যমান।[২২]
একে একে তলাশিল সকলের[২৩] স্থান ॥
দরিয়ার মাঝে নাহি সুইএর প্রচার।[২৪]
আকুল হৈল খোয়াজ লাগিল ভাবিবার ॥[২৫]
পাতালের নামে খোয়াজ আগম[২৬] ধরিল।
পাতালে আছে সুই আগমে[২৭] জানিল ॥
যে কালেতে সেকন্দর সুই ঢালি[২৮] দিল।
বাত্তিকা মাছে পায়া সুই ভক্ষণ করিল ॥[২৯]
সুই লয়া বাত্তিকা মৎস[৩০] ত্রাসিত হইয়া।
শ্বেত পাথরের তলে[৩১] আছে লুকাইয়া ॥
তাহার তত্ত্ব[৩২] খোয়াজ ধ্যানেতে[৩৩] পাইয়া।
সরাসরি তরে খোয়াজ দিল[৩৪] পাঠায়া ॥
সরাসরি জায়া মচ্ছক[৩৫] করিল বন্ধন।
মচ্ছ আনিঞা দিল খোয়াজ বিদ্যমান ॥[৩৬]
ডর পায়া মৎস্য [তবে] সূই আনি দিল।[৩৭]
বাপের সুই পায়া গাযী তখনে চলিল ॥
গাযী বলে বাত্তা মচ্ছ বলি তোমার তরে।
সুই চুরি করি কেনে দুস্ক[৩৮] দিলে মোরে ॥

১. ক—তুমি না চিন গাজি পির। খ—না চিন বড় খা গাজি পির। ২. ক—খিদির। ৩. খ—তোমার কারণে মোখে ভেজে। খ—বলহ বচন। ৪. আ—ডালিয়া। খ—ফেলিয়া। ক—ফেলিল পাক দিয়া। ৫. ক—দেহ উঠাইয়া। ৬. খ—কিমতে পাইব। ৭. ক—রোদন। ৮. ক—এহিক্ষণ। ৯. ক—পুঁথি থেকে গৃহীত। অ, খ-নেই। ১০. আ—স্বৌরন। ক—স্বোরন। খ—ঐ। ১১. আ—ছাল্বাম করিল আসি ভাই দুই জন। খ—ছার্ল্বাম করিল তবে আসিয়া দুই জন। ১২. ক—তলব কর মোরে। খ—ঐ। ১৩. ক—করিব তোমারে। খ—কি কর্ম্ম করিব বলহ সর্ত্তরে। ১৪. ক—ষুনহ বচন। ১৫. আ—করিল। ক—করিলাম স্বোরন। খ—ঐ। ১৬. ক—কড়ার সুঞী দরিয়াতে দিল জাহির দেখিবারে। খ—কড়ার সুই দরিয়াত ফেলিল জহুরা বুঝিবারে। ১৭. আ—তবেতো সুই দিব দরিয়া তুড়িয়া। খ—কোথাতে আছেন সুই দেহত আনিঞা। ক—গৃহীত পাঠ। ১৮. আ—হুহাঙ্কার। এর আগে খ-র অতিরিক্ত পদ : খোওাজের মুখেত যখন সুনিল সমাচার। ১৯. আ—দরিয়াত। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ২০. ক, খ, আ—গনি। ২১. আ—গনিল। ২২. ক—মছস্ব মগর সিষু ঘড়িয়াল। আ—মর্চ্ছ মগর সিষু ঘড়াল জাবন্ত। খ—গৃহীত পাঠ। ২৩. আ—সর্ব্বজনের। ক—একে তলাসিলা বির্দ্দমান। খ—গৃহীত পাঠ। ২৪. আ—দিরয়ার'নামে খোওাজ আসন করিল। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ২৫. আ—ষুয়ের প্রকাশ কিছু তথাতে না পাইল। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ২৬. আ—করিল আসন। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ২৭. আ—তখনে জানিল। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ২৮. আ—ডালি। ক, খ—এ পদ নেই। ২৯. ক, খ—এ পদ নেই। ৩০. ক—ষুঞী লইয়া মছস্ব। ৩১. আ—সেত পাতরের তলে। খ—শেত পাতরের কোলে। ৩২. ক—খবর। ৩৩. খ—আগমে জানিঞা। ক—ধ্যানে জানিলা। আ—ধ্যানেত পাইল। ৩৪. আ—পটাইয়া দিল। ক—দিলেন পাঠাইয়া। খ—ঐ। ৩৫. ক—মচ্ছ ধরিলা। খ—ঐ। ৩৬. ক—খোয়াজের সাক্ষাতে মর্চ্ছ তখনে আনিল। খ—খোয়াজ গাজির আগে মর্চ্ছ আনি দিলা। ৩৭. আ—ভয়ে পায়া মর্চ্ছ ষুই উভারিয়া দিল। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ৩৮. ক—দুঃখ। খ—দুস্ক।

সুইয়ের কারণে মোর আকুল জীবন।
আজি বধিব তোকে রাখে কোনজন ॥
ক্রুদ্ধ[১] হইয়া মচ্ছকে মারিবারে জাএ।
খোয়াজ বলেন গাযী ইহা উচিত নএ ॥
তুমি বড় খাঁ গাযী[২] ফকীর আল্লাব।
তোমাকে উচিত নহে ক্রোধ করিবার ॥[৩]
এতেক[৪] শুনিঞা গাযী ক্রোধ সম্বরিল[৫]।
মনে গোশ্বা হয়া কিছু[৬] গর দোওয়া করিল ॥
সুই চুরি করি[৭] মোর রাখিলা খোঁটা।
তোমার শরীরে হৌক[৮] সুই যেন কাঁটা ॥
বড় দুস্ক দিলু মোক দরিয়ার[৯] মাঝে।
[১০]ছত্রিশ বেদনা তোর হউক মগজে ॥[১১]
যে জন পুরুষে তোর মগজ খাইবে।[১২]
ছত্রিশ বেদনা তার শরীরে হইবে ॥[১৩]
এতেক বলিয়া গাযী মাছ বিদাএ দিল।[১৪]
খোয়াজ আর গাযী দুহে[১৫] আনন্দ হইল ॥
সুই পাইয়া খোয়াজেক সালাম[১৬] করিল।
পিষ্টে হস্ত দিয়া খোয়াজ দোওয়া ফরমাইল ॥[১৭]
সরাসরি ছাড়ি দিল সাগরের নীর।
সাগরের মচ্ছ তবে হইল স্থির ॥[১৮]
বিদাএ হৈয়া খোয়াজ চলিল[১৯] দরবারে।
সুই লয়া গাযী গেল বাপের গোচরে ॥[২০]
চারি প্রহর রাত্রি[২১] সুই তালাশ করিল।
বিহানে আনিঞা সুই[২২] বাপের হস্তে দিল ॥
আপনার সুই বাদশা আপনে[২৩] চিনিল।
গাযীর পানে চায়া বাদশা কান্দিতে লাগিল ॥

রচে মিরা হালু করিয়া ভাবনা।[২৪]
একবার আল্লার নাম বল সর্বজনা ॥[২৫]

দিসা : আরে ও ছড়ি জায়।
বনবাছা ছাড়ি জায় ॥[২৬]

পদ।

আল্লার পিয়ারা[২৭] ফকীর বড় খাঁ গাযী।
কি করিতে পারে[২৮] তাক কার দাগাবাজি ॥
বাবাজির কদমে গাযী সালাম জানায়া।
জননীর স্থানে[২৯] চলে বিদাএ হইয়া ॥
আন্দরে জায়া গাযী দিল দরশন।
দেখিয়া জননী মাএর[৩০] না ধরে পরাণ ॥
মুখে[৩১] চুম্ব দিয়া মাএ পুত্র নিল কোলে।
কত দুঃখ আছে বাছা তোমার কপালে ॥
পুত্র কোলে করি মাএ[৩২] কান্দে জার জার।
তোমার দুঃখেত প্রাণ না ধরে[৩৩] আমার ॥
গাযী বলেন মা মা বলি তোমার তরে।
আল্লার করমে[৩৪] মোকে কে মারিতে পারে ॥
অনেক কান্দিয়া মাএ[৩৫] চিত্ত নিভারিল।
তাম আনিয়া তখন গাযীর আগে দিল ॥
তাম খায়া সাহেব গাযী পাথালিল বদন।
জননীর কোলে গাযী করিল শয়ন ॥
মাএ পুত্রে পালঙ্গেতে শুইল দুইজন।
রচে মিরা ছৈদ হেলু[৩৬] অপূর্ব কথন ॥
ইতি। বার পালা সমাপ্ত।

১. আ—ক্রোর্দ্ধ। ক—ক্রোধ। খ-ঐ। ২. আ—পীর। ক, খ—গাজী। ৩. আ—এক তৌল মালিক তুমি জানিব সংসার। খ—এত বড় অপজস রাখিবা সংসারে। ক—গৃহীত পাঠ। ৪. ক—এ মত। ৫. ক—নিবাইল। খ—নিভারিল। ৬. খ—গাজি। ৭. খ—করিয়া আমার করিলা কাল খোটা। ৮. ক—হবে মুঞী জেন কাটা। খ—হয়। জেন সুএ না কান কাটা। ৯. খ—সাগরের। ক—দরিয়ার মাঝার। ১০. এর আগে ক-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : তাহার ফল দিমু আজি মুন শোমাচার। ১১. ক—ছত্রিষ ব্যাধি তোমার মগজেতে হবে। ১২. ক—জে জন পুরুশ তোমাক বাসিয়া খাইবে। খ—পুরুস হইয়া তোমার শির জে জন খাইবে। ১৩. ক—অবস্য ব্যাধি তাহার সরিরে হইবে। খ—অবস্য রোগ তাহার সরিরে হইবে। ১৪. ক—এমত বলিয়া মর্চ্ছ বিদাএ করিলা। ১৫. দোহে শব্দ ক, খ-পুঁথিতে নেই। ১৬. আ—করিল ছর্ল্লাম। ১৭. আ—দোয়া ফরমাইল গাজিক পড়িয়া কালাম। ক—গৃহীত পাঠ। খ—মাথে হাত দিযা খোওাজ দোওয়া করিলা। ১৮. আ—সচল সাগরে মর্চ্ছ মগর হৈল স্তির। ক—মর্চ্ছ মগর তবে সব হইল স্তির। খ—গৃহীত পাঠ। ১৯. ক—গেল। আ—বিদাএ হৈয়া খোওাজ দরবারেত [গেল]। খ—গৃহীত পাঠ। ২০. আ—সুই লয়া সাহেব গাজি গমন করিল। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ২১. আ—রাত্রি হৈল মুই তলাসিতে। ক—গৃহীত পাঠ। ২২. দিল বাপের অগ্রোতে। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ২৩. ক—তখনে। খ—ঐ। ২৪, ২৫. এ দুই পদ ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ২৬. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। অন্য পুঁথিতে নেই। ২৭. ক—প্যায়ারা। আ—প্যার। খ—পিয়ারা। ২৮. ক—পারে কাহার দাগাবাজি। ২৯. আ—স্তানে। খ—আগে। ৩০. ক—মএ কি বলে বচন। ৩১. আ—মুক্ষে। খ—এ পদ নেই। ৩২. ক—এ শব্দ নেই। খ—গাজিকে দেখিয়া মামা জুড়িল ক্রোন্দন। ৩৩. আ—রহে। ক, খ—ধরে। ৩৪. খ—খোদার রহমে। ৩৫. ক, খ—মা মা। ৩৬. ক—রচে মিরা হালু। খ—এ পদ নেই।

১৩ পালা

দিসা : ও দেশে রব না ফকীর হয়া জাব।
ও পামর মন আর দেশে জাব না হে ॥[১]

পদ বন্ধ।[২]

এক প্রহর রাত্রি রৈতে[৩] গাযী পাইল চেতন।
অনুরাগে সাহেব গাযী জুড়িল[৪] ক্রন্দন ॥
বাপ হয়া কর্লে[৫] মোক এত বিড়ম্বন[৬]।
এমত নিঠুর[৭] দেশে থাকে কোনজন ॥
[৮]মাএর কোল হৈতে গাযী উঠিল[৯] আপনে।
কান্দিতে লাগিল গাযী মাএর কারণে ॥[১০]
[১১]পালঙ্গে বসিয়া গাযী লাগিল ভাবিবার।
বাপ মাএর শ্রধা গাযী কান্দে জার জার ॥
গাযীর উপরে করম কৈল নিরাঞ্জন।
সেহি কালে ফকিরী কথা পড়িল স্মরণ[১২] ॥
আঙ্গিনাত[১৩] রয়া গাযী চাহে চতুর্পানে[১৪]।
কি লয়া ফকীর হব ভাবে মনে মনে ॥
এতেক ভাবিয়া গাযী অযু[১৫] বানাইল।
আঙ্গিনাত বসিয়া গাযী নামাজ পড়িল ॥
দোগানা নামাজ পড়ি ভেজে মুনাজাত।
গাযীর আহাদ বাজে মালুম দরগাত ॥
আরশে থাকিয়া সাহেব মালুম করিল।
জিব্রিলের স্থানে[১৬] সাহেব কহিতে লাগিল ॥
বড়খাঁ গাযী ফকীর হএ বৈরাট নগরে।
আরশ হৈতে ফকিরী হাল দেহ তার তরে ॥
হাল লইয়া তুমি জাহ তরাতরি।
রাত্রি অসকাল হৈল আইস শীঘ্র[১৭] করি।
হাল লইয়া জিব্রিল করিল গমন।
গাযীর সাক্ষাতে জায়া দিল দরশন ॥
বসিয়া ভাবেন গাযী ফকীর হইবারে।
সেহি কালে হাল জিব্রিল দিল গাযীর তরে ॥
গাযীর সাক্ষাতে হাল যমীনে[১৮] রাখিয়া।
আল্লার ফিরিস্তা গেল শূন্যে[১৯] উড়িয়া ॥
সুবর্ণের[২০] তাগা তার ফিকর অনুপাম।
উঠিয়া ফকিরী সাজক করিল সালাম[২১] ॥
হাল পায়া সাহেব গাযী কৌতুক অপার[২২]।
এবেশে জানিলু আছে রহম আল্লার ॥
এহি বলিয়া গাযী আগাজ করি চাএ।
মাহেন্দ্রক্ষণে[২৩] গাযী ফকীর হয়া জাএ ॥
সুবর্ণ[২৪] দিস্তার বান্ধে চারি চন্দ্র দোলে।
সুবর্ণ খিলিকা গাযী তুলি দিল গলে ॥
সুবর্ণ জিঞ্জির দিয়া কমর বান্ধিল।
বিচিত্র তাগা মিএগ[২৫] গলাএ তুলি দিল ॥
হাতে নিল আসা গাযী[২৬] খড়ম দিল পাএ।
কমর বান্ধিয়া গাযী তথাতে দাঁড়াএ ॥[২৭]
নবীর দলক মিএগা অঙ্গেতে[২৮] পরিল।
চন্দ্র জিনিএগা তনু[২৯] জ্বলিতে লাগিল ॥
আল্লা নবীর নাম গাযী হৃদয়ে জপিল ॥
[৩০]জননীর পানে চায়া কান্দিতে লাগিল॥

১. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। আ—অনুরাগে পরাণ হারাবো হে। ২. খ—নেই। ৩. ক—রহিতে। খ—বাদ। ৪. আ, ক, খ—যুড়িল। ৫. ক—করিল। খ—আমাকে করিল বিড়মন। ৬. আ, ক, খ—বিড়ন্বন। ৭. আ—নিটুরের। ক—নিষ্টুর। খ—দারূণ রায্যে। ৮. এর আগে খ-পুঁথির দিসা : আনুরাগে পরাণ বধিল হে। পদ : ৯. ক—উঠিয়া বৈসিল। ১০. ক—কাল নিদ্রায় মাএে কীছু না জানিল। খ—কাল নিদ্রা জায় মাএ কিছু নাহি জানে। ১১. এর আগে ক, খ-পুঁথিতে নিম্নলিখিত দুই পদ আছে ; ক—জিওতে মরা মা মা আছেন সুইয়া। কোলের গাজি পুত্র জায়েত ছাড়িয়া ॥ খ—জিউন্তে মরা মায় আছেন শুইয়া। কোলের পুত্র গাজি জাএ তোকে ছাড়িয়া। এখান থেকে ২৮ পদ অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ১২. আ—স্বোরন। ১৩. আ—আগিনাত। ১৪. আ—চক্র পানে। ১৫. আ—রযু (র—আগমে)। ১৬. আ—স্তানে। ১৭. আ—সিগ্র। ১৮. আ—জমিনে। ১৯. মুর্ণ্ন্যে। ২০. আঁ—সোবণ্ন্যের। ২১. আ—ছাল্বাম। ২২. আ—আপার। ২৩. আ—মাহিন্দ্রের খেনে। ২৪. আ—সোবণ্ন্য। ক, খ—ঐ। ২৫. ক—গাজী। ২৬. ক, খ—এ শব্দ নেই। ২৭. ক—কোমর বান্ধিয়া গাজী উঠিয়া খাড়া হএ। খ—কমর বান্ধিয়া তবে গাজি দাড়ায়। ২৮. খ—গলাতে। ২৯. খ—রূপ। ৩০. এর আগে ক, খ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : ক—কোমর বান্ধিয়া দাড়াএ গাজী বলি করতার। জননির পানে চায়া কান্দে জারজার। খ—কমর বান্ধিয়া তবে [বলে] কর তার। চাহিয়া মায়ের পানে কান্দে জারজার।

মাএক সালাম[১] করে পড়ে চক্ষের[২] পানি।
তোমার কদমে মাও বিদাএ[৩] হৈলাঙ আমি ॥
এহিশে দারুণ শেল রহিল[৪] আমার।
শুজিতে না পারিলাঙ তোমার দুধের ধার ॥[৫]
মরিয়া জাই মাও[৬] তোমার বালাই লয়া।
তোমার পানে চাইতে[৭] জাএ প্রাণ বিদরিয়া ॥
তুমি না কান্দিও মাও আমাকে লাগিয়া।
গাযীর নামে মাও পাষাণে বান্ধ হিয়া ॥
জাইবাব কালে মাও না গেনু বলিয়া ॥
এহিসে কারণে মাএ মারিবে কান্দিয়া ॥
এহি আনল তোমার জ্বলিবে রাত্রি দিনে।[৮]
কান্দিয়া ফিরিবে মাও আমার কারণে ॥[৯]
ছাড়িয়া পলাই মাও[১০] মন্দির মাঝার।
আজি হৈতে তোমার দুনিঞা আন্ধার ॥
আহারে দারুণ বিধি এহি ছিল কপালে।
জননী ছাড়ি জাইতে পাও নাহি চলে ॥[১১]
আরবার মিলিব যদি মিলাএ নিরাঞ্জনে।[১২]
নহে দেখিলাঙ কদম জনমের মনে ॥[১৩]
বিস্তর কান্দিল মিঞা মাএর কারণে।[১৪]
যাত্রা করিল গাযী ছাড়িয়া নিঃশ্বাস[১৫]।
রাত্রি অবশেষে ছাড়ে বাপ মাএর দেশ ॥[১৬]
যাত্রা করিয়া গাযী জাএ ঘর হৈতে।[১৭]
আস আস বলি কেবা ডাকে আচম্বিতে[১৮] ॥
দধি লহ দধি লহ ডাকে গোয়ালিনী[১৯]।
পুষ্পের পসার লয়া ভেটিল মালিনী[২০] ॥
যাত্রাকালে ধেনু বাছুর[২১] সামনে দাঁড়াএ।
গজ কন্ধে[২২] মাহুত আসি অঙ্কুশ[২৩] বাজাএ ॥
ডাইনে বামে সুমঙ্গল দেখে নৃত্যগীত[২৪]।
সধবা নারীর কাঁখে কলস পূর্ণিত ॥
চলিল সাহেব গাযী স্মরি[২৫] পরয়ার।
যাত্রা কালে পাইল গাযী ডান নাকে স্বর ॥
সুযাত্রা পাইয়া গাযী আনন্দিত[২৬] মন।
কাজ্য সিদ্ধি কর মোর মালিক নিরাঞ্জন ॥[২৭]
এক দ্বার দুই দ্বার পাছ করি জাএ।[২৮]
দ্বারী প্রহরী কেহ দেখিতে না পাএ ॥
বাহির দুয়ারে গাযী উত্তরিল[২৯] জায়া ॥[৩০]
সেহি স্থানে কালু উমরা আছেন শুইয়া ॥
বাহির দ্বারে গাযী দাঁড়াইল যখন।
সেহি কালে কালু মিয়া পাইল চেতন ॥[৩১]
বাহিব হৈতে গাযীর চক্ষে চক্ষে ভেট।[৩২]
কালুক দেখিয়া গাযী মাথা কৈল হেঁট ॥
বাদশার পালক পুত্র কালু হাযেরা।[৩৩]
পাঁচশত উমরা মধ্যে প্রধান উমরা ॥[৩৪]
গাযীর সহিতে তার অনেক পিয়ার।
[৩৫]ফকিরী দলক দেখি কালুয়ে চিন্তিল[৩৬]।
কান্দিয়া গাযীর পাও তখনে ধরিল ॥
অনুরাগে জাহ তুমি[৩৭] সকল ছাড়িয়া।
অধম কালুক লেহ কদমের লাগিয়া ॥[৩৮]
সঙ্গেত না লহ তুমি কিসের কারণ।[৩৯]
তোমার গুদুড়ি বহিয়া[৪০] করিব গমন ॥
তোমার কদম বিনে দিবসে আন্ধার ॥[৪১]
আমি রহিব ঘরে কার মুখ[৪২] চায়া।

১. ক—শেলাম। আ, খ—ছার্ব্বাম। ২. ক—চৈক্ষের। ৩. ক—বিদায় হইলাম আমি। খ—মঙ্গল মেলানি। ৪. আ—সেল মবমে রহিল। খ—সেল মনেতে রহিল। ক—গৃহীত পাঠ। ৫. আ—তোমার দুধের ধার আল্লা না সুজাইল। খ—তোমার দুগ্ধের ধার আল্লা সুজিতে না দিল। ক—সুজিতে না পারিলাঙ মা মা তোমার দুগ্ধের ধার। তিন পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ৬. ক—মা মা। আ—জননি মাও। খ—জননি। ৭. খ—তোমার কারণে। ৮. আ—হ্রিদের অগ্নি মাও জলিবে রাত্রি দিন। ক—গৃহীত পাঠ। খ—এ পদ নেই। ৯. ক—এহি বলি কান্দিবে মা মা আমার কারণে। খ—উপরের দুই পদ নেই। ১০. ক—ছাড়িয়া পলাইল বাছা। ১১. আ—এ পদ নেই। ক,খ—গৃহীত পাঠ। ১২. আ—জননি মিলিব জদি মিলাএ পরবারে। খ—আরবার জদি দেসে আনে নিরাঞ্জন। ক—গৃহীত পাঠ। ১৩. খ—তবে সে তোমার সনে হবে দরসন। ১৪. ক—অনেক কান্দি মিঞা জলিল হুতাসন। খ—অনেক কান্দিল মিঞা জননীর হতাস। ১৫. আ—নির্শ্বাস। ১৬. ক, খ—এ পদ নেই। ১৭. ক—ঘরে হৈতে গাজী বাহিরে বারাইতে। খ—ঘর হইতে বাহির হৈল বিদেস জাইতে। ১৮. আ, ক, খ—অচমভিতে। ১৯. ক—গোযারানি। ২০. আ—মালানি। ক—মালিয়ানি। ২১. আ—ধেনুর ছাও। ২২. ক—কন্দ্রে। ২৩. আ—আক্রস। খ—অঙ্কুর। ক—অঙ্কস। ২৪. আ—নিতর্ত্ত গিদ। ক—নিত্তগিত। খ—ডাহিনে বামে গাজী শুনে নানা গিত। ২৫. আ—স্বৌরে। ক—ঐ। খ—স্বরিয়া। ২৬. ক—হরশিত। ২৭. আ—বাঞ্চা সির্দ্ধ করিল মালিক নিরাঞ্জন। খ—ঐ। ক—গৃহীত পাঠ। ২৮. একে একে সাওদ্বার পার করি যায়। ২৯. আ—উথরিল। ৩০. আ—ফকির হৈয়া জাএ গাজি ভাবে নিরাঞ্জন। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ৩১. ক—সেহিকালে কালু হৈল জাগরণ। ৩২. ক—ঘরে হৈতে বারাইল চক্ষে চক্ষে ভেট। খ—ঐ। ৩৩. শেহি কালু বাদশার পালক পুত্র হয়ে। খ—সেহি কালু ছিল বাদসার পালক কুমার। ৩৪. ক—পাচ ছয়ে ঘোড়ার খাদিমদার প্রধান নিশ্চয়ে। খ—এ পদ নেই। ৩৫. ক—এখি। ৩৫. এর আগে ক-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : 'গাজি আর কালু এখিয়ার পরাণ। গাজিক দেখিয়া কালু ভাবে মোনে মোন ॥' ৩৬. ক—বুঝিল। খ—ঐ। ৩৭. ক, খ—সাহেব। ৩৮. খ—এ পদ নেই। ৩৯. ক—সঙ্গে না লইলে মোর কিসের জিবন। খ—এথাতে থাকি মোর কোন প্রওজন। ৪০. ক—বাহিয়া। খ—লইয়া। ৪১. ক—তুমি বিনে মোর দুনিঞা আন্ধার॥ খ—ঐ। ৪২. আ—মুক্ষ।

গাযী বিনে কে জানিবে অধমের দয়া ॥[১]
আমাকে ছাড়ি জাহ দুনিঞা দেখিবার।
কদমে না লহ যদি দোহাই আল্লার ॥[২]
গাযী বলে ভাই কালু আমাক লাগে ধন্দ।
মায়াজালে[৩] প্রেমরসে তুমি[৪] আছ বন্ধ ॥
কালু বলে সাহেব গাযী না কর জঞ্জাল।[৫]
ফকীর হইয়া জাব কিসের মায়াজাল ॥[৬]
কালু বলে সাহেব গাযী[৭] শুন আমার বাণী।
স্ত্রী পুত্র ধন তোমার[৮] পদের নিসানি ॥
তুমি বিনে নিদানেতে[৯] আর কেহ নাঞি।
মউত কালে আমাকে[১০] কদমে দিবা ঠাঞি।
তোমার পাএ মন বান্ধা শুন গাযী পীর।
মোরে জানি দয়া ছাড় আউয়াল আখের।[১১]
গাযী বলে ভাই কালু তুমি ভাগ্যবান
আল্লার করমে তোমার[১২] ভিস্তে হবে স্থান ॥
এমত বলিল যদি গাযী খন্দকার[১৩]।
গাযীর গলা ধরি কালু কান্দে জার জার ॥
গাযী বলে ভাই কালু শুন মোর বাত।
আজি হৈতে বাপ মাও হইল অনাথ[১৪] ॥
আমার জননী মাও মরিবে কান্দিয়া।
দুঃখ পাসরিবে[১৫] মাও কাহাক দেখিয়া ॥
পুত্র বলি কাকে কোলে লইবে জননী।[১৬]
আমার জননী মাও হৈল অনাথিনী ॥[১৭]
গলাগলি দুইভাই অনেক কান্দিল।
আল্লা স্মরিয়া দুহে চিত্ত[১৮] নিভারিল ॥
পীর গাযী বলে তবে[১৯] কালু প্রাণের ভাই।
গলাএ খিলেকা দিয়া ফকীর হয়া জাই ॥
সকল ছাড়িল কালু[২০] পড়ে চক্ষের পানি।
চাদর কাড়িয়া গলে চলিল কাফনি ॥
আল্লা বলিয়া গাযী যিকির[২১] ছাড়িল।
নবীর দলক[২২] গাযী কালুক পরাইল ॥
হযরতী[২৩] দিস্তার বান্ধে কালা উড়ে শিরে।
মউতের খিলেকা গলে ঝলমল[২৪] করে ॥
বিচিত্র তাগা মিঞা গলাএ ঢালিল[২৫]।
খন্তি মুরছল কালু হাতে করি নিল ॥
গাযীর কারণে[২৬] কালু সকলি ছাড়িল।
মাহেন্দ্রক্ষণে[২৭] দুহে যাত্রা করিল ॥
শাহ সেকন্দর বাদশা রাজ্যের অধিকারী।[২৮]
তার পুত্র বড় খাঁ গাযী কড়ার ভিখারী[২৯] ॥
পিতামাতা রাজ্যধন[৩০] সকলি ছাড়িল।
ফকীর হইয়া গাযী বিদেশে চলিল ॥[৩১]
[৩২]বৈরাট নগর ছাড়ি করিলা গমন।
সকালে[৩৩] জঙ্গলে জায়া দিল দরশন ॥
কানন ছাড়িয়া[৩৪] দুহে জাএ ধীরে ধীরে।
উপস্থিত হৈল দুহে বংশ নদীর তীরে।
হেন কালে[৩৫] হইল রজনী প্রভাত।
পশ্চিম আকাশ[৩৬] কোণে গেল নিশানাথ ॥
প্রভাতে উঠিল বিবি ওসমা সুন্দরী।
গাযী পুত্র কোলে নাহি বাসর[৩৭] দেখে খালি ॥
চার পাশে চাহে বিবি পুত্র নাহি কাছে।
আউল পড়িয়া গেল মাএর হিয়া মাঝে ॥
বাছা বাছা বলি পড়ে অঙ্গ[৩৮] আছাড়িয়া।
মরা শরীরে বিবি রহিল পড়িয়া ॥
খানিক অন্তরে বিবি পাইল চেতন[৩৯]।

১. ক—গাজি বিনে কে জানে অধম কালুক দয়া। খ...কে জানিবে অধম কালুর দয়া। ২. খ—আল্লার দোহাই লাগে তোমার তরে। ৩. আ—ময়াজাল। ৪. ক—আপনে হইছ। খ—আপনে আছ। ৫, ৬. ক, খ—নেই। ৭. আ—তুমি ষুন আমার বানি। ক—কালু বোলেন ষুন সাহেব আমার বানি। খ—গৃহীত পাঠ। ৮. ক—তোমার নিছনি। খ—তোমার নি...নি। ৯. খ—নিদান কালে। খ—ঐ। ১০. ক—অশমকালে শাহেব। ১১. ক—আউয়াল আখেরে তুমি সকল জাহির। খ—মোখে জানি ছাড়িও ভাই আউয়াল আখের। ১২. আ—আল্লা নবী করে তোমার। খ—খোদার করমে তোমার। ক—গৃহীত পাঠ। ১৩. আ—খনগার। ক—খনকার। খ—ঐ। ১৪. আ—অনাত। ১৫. আ—দুক্ষ বিসরিবে। ক—গৃহীত পাঠ। খ—পুত্র বলি কা...কোলে উঠাইয়া। ১৬. ক—পুত্র বুলি কাহাকে নিবে কোলে। খ—এ পদ নেই। ১৭. ক—আমার জননি মাও কাহাক ডাকিবে। পুত্র বলিয়া মা মা কাখে ডাকিবে আপনি। খ—এ পদ নেই। ১৮. ক—চির্ত্ত খেমা দিল। আ—গাজি চিত নিভারিল। খ—গৃহীত পাঠ। ১৯. ক—বড় খা গাজি বোলে। খ—বড় খা গাজি বলে ষুন। ২০. ক—গাজি। ২১. আ—জিগির। ক, খ—ঐ। ২২. দর্ল্বক। খ—এ পদ নেই। ২৩. আ, ক—হজের। খ—হজরতি। ২৪. আ—মানিক ভমরে। খ—য়নেক গলে মানিক ডোর কমরে। ক—গৃহীত পাঠ। ২৫. আ—ডালিল। ক—ঐ। খ—ডালি দিল। ২৬. আ—পিরিতে। ক, খ—কারণে। ২৭. আ—মাহিন্দ্রের খেনে। ক—মাহিন্দ্র খেনে। ২৮. আ—বাদসা সেকন্দর তক্তের অধিকারি। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ২৯. আ—ভিকারি। ক, খ—ঐ। ৩০. আ—বাপ মাও রার্জ্জ তক্ত। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ৩১. ক—মুল্লুক ছাড়ি দোহে বিদেসে চলিল। খ—সকল ছাড়িয়া বিদেসে চলিল। ৩২. এখান থেকে ১৩ পালার শেষ পর্যন্ত আ-পুঁথি খণ্ডিত। ক, খ—পুঁথির সাহায্যে বর্তমান পাঠ খাড়া করা হয়েছে। ৩৩. ক—অম্বক। খ—সকালে। ৩৪. ক—কলমা পড়ীয়া। খ—গৃহীত পাঠ। ৩৫. ক—হেন সমে। খ—হেন কালে। ৩৬. ক—পশ্চীম আসাড়। খ—পশ্চিম আসাড়। ৩৭. ক—পালঙ্গ হইছে খালি। খ—গৃহীত পাঠ। ৩৮. ক—হাহা পুত্র বলি পৈল ভুমে। খ—গৃহীত পাঠ। ৩৯. ক—চৈতন। খ—ঐ।

কি হৈল কি হৈল বলি জুড়িল[১] কান্দন ॥
আহারে দারুণ বিধি কি লিখিলে[২] কপালে
গাযী পুত্র ছাড়ি[৩] গেল কাকে নিব কোলে ॥

দিসা : ওরে বাছা চান্দ।
প্রাণ বাছা চান্দবদন রূপ না দেখিলে মরিহে ॥

পদ।[৪]

এহিসে দারুণ শেল মনেতে রহিল।
কোন দেশে গেল পুত্র বলিয়া না গেল ॥
আর না দেখিব পুত্র বদন তোমার।
অন্ধকার করি গেলা সয়াল সংসার ॥
আর না দেখিব বাছা তোমার চন্দ্রমুখ।
মরমে হানিল শেল বিদরিল[৫] বুক ॥
পরাণের পরাণ মোর নঞানের তারা।[৬]
আঁখি থুইলে[৭] নাহি মোর এ দুঃখ পাসরা ॥
কারবা[৮] কাটিনু অখণ্ড কলার বালি।
পুত্র শোগী বলি মোকে কেবা দিল গালি ॥
কারবা চালের ঘড়িয়া লইনু নাও।[৯]
কেবা গালি দিল ওসমা পুত্রের মাথা খাও ॥[১০]
আঁচলের সোনা মোর কথা খসি পৈল।[১১]
অন্দলেন লড়ি মোর কেবা কাড়ি লৈল ॥
আহাবে[১২] প্রাণের গাযী কোথা গেলে পাব।
তোমাকে না দেখিলে[১৩] প্রাণ হারাইব ॥
এহি বসুমতী মোক বলে বিধানে।[১৪]
পুত্র লাগি ঝুরে প্রাণ জাহত পাতালে ॥[১৫]
পাতালের সর্প [যদি] মোকে ধরি খাএ।[১৬]
এ জনমের মনে মোর অগনি নিভাএ ॥[১৭]
একাকিনী দুঃখিনী[১৮] আর কেহ নাঞি।
সকল দুঃখ পাসরিনু গাযীর পানে চাই ॥[১৯]
কিবা রাত্রি কিবা দিন কান্দেন জননী।
ডুম্বর[২০] হারায়া যেন ফিকির বাঘিনী ॥
মাছ চিনে গহীন গম্ভীর পক্ষী চিনে ডাল।[২১]
মাএ জানে পুত্রের দয়া প্রাণ পুড়ে যার ॥[২২]
এহি জননীর[২৩] কথা শুন মন দিয়া।
যার নাঞি বাপ মাও দুনিঞার অভাগিয়া ॥[২৪]
যার আছে বাপ মাও[২৫] কোলে বসি খাএ।
যার নাহি বাপ মাও পরার মুখে চাএ ॥
যার নাঞি মাতা পিতা সে কেমনে জিএ।[২৬]
ঠাণ্ডা পানি থাকিতে গরম পানি পিএ ॥[২৭]
চার প্রহর আমার জাউক[২৮] নানা দুঃখে।
দিন গেলে একবার মাও বলিবে মুখে ॥[২৯]
আবালে পালিল মাও কোলে[৩০] কাঁখে নিয়া।
হেন মাএক নাহি চিনে সেহিত অভাগিয়া ॥
একধার দুগ্ধ[৩১] মাএর লক্ষ টাকার মূল।
আমা পুত্র বিকাইলে না হবে সমতুল ॥[৩২]
একধার দুগ্ধের ধার শুজা নাহি জাএ।[৩৩]
শতে শতে দিলে মসজিদ সমান হবে নএ ॥[৩৪]
বাপ মাও ছাড়ি যেবা দূর দেশে জাএ।[৩৫]
সোনার বাঙ্গে কামাই করলে আটিবার নএ ॥[৩৬]
শঙ্খ সিন্দুর দিয়া ভাই বিভা কর নারী।[৩৭]
ভাল মনুষ্যের বেটি হৈলে কান্দে দিনাচারি ॥[৩৮]
তাহার অধিক[৩৯] নারী ভাল মনুষ্য[৪০] হএ।
ছএ মাস পরে তাহার মনে যেবা লএ ॥
অন্য অন্য[৪১] লোকে কান্দে ঠাণ্ডা পানি পিএ।
কোক ধরণী[৪২] মাও কান্দে যাবত প্রাণে জিএ ॥
পুত্রের কারণে জননীর পুড়ে হিয়া।
উন্মত্ত[৪৩] পাগলিনী যেন বেড়াএ কান্দিয়া ॥
কতেক কহিব আমি মাএর করুণা।
রচে মিরা হালু গাএন করিয়া ভাবনা ॥[৪৪]

১. ক, খ—যুড়িল। ২. ক—লিখিছো। খ—লিখিলে। ৩. ক—বিনে আমি। ৪. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। খ—নেই। ৫. খ—বিদরি জাএ। ৬. ক—পরানো মোর নঞানের তারা। ৭. খ—আক্ষির পুতলি নহে। ৮. ক—কাহার। খ—কারবা। ৯. খ—নেই। ১০. খ—নেই। ১১. খ—আচলের মানিক মোর খসিয়া পড়িল। ১২. ক—আরে মোর প্রাণের গাজি। খ—আহারে বাছা গাজিক। ১৩. ক—দেখি। খ—দেখিলে। ১৪. খ—নেই। ১৫. খ—নেই। ১৬. খ—নেই। ১৭. খ—নেই। ১৮. ক—একানি অনাথিনির। খ—একাকিনি দুক্ষিনি। ১৯. খ—গাজি বিনে আমার রহিতে লক্ষ্য নাঞি। ২০. ক—ডুম্ব। খ—ডম্বর। ২১. ২২. অনুরূপ পদ গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে আছে। যথা : মর্ছ চিনে গহীন গম্ভীর পক্ষী চিনে ডাল। মাএ জানে পুত্রের দয়া প্রাণ পুড়ে যার ॥—৬২ পৃষ্ঠা। অথবা, মৎস্য চিনে উচখোচ পানিএ চিনে নাল। মাএ জানে পুত্রের বেদন জ্বার গর্ভের শাল। ...ভবানীদাসের ময়নামতীর গান। ২৩. খ—এহিসব জননির। ২৪. খ—জাহার নাহি মাতা পিতা সেহিত অভাগিয়া। ২৫. খ—মাতা পিতা। ২৬, ২৭. খ—নেই। ২৮. খ—চার পহর দিন মোর জায়। ২৯. খ—দিন গেলে অর্ব্বসে মাও বুলিয়া ডাকে। ৩০. ক—খোরাক খিলায়া। খ—গৃহীত পাঠ। ৩১. ক—দুর্দ্ধ। খ—এ পদ নেই। ৩২. খ—নেই। ৩৩, ৩৪. খ—নেই। ৩৫—৩৬. খ—নেই। ৩৭. খ—নেই। ৩৮. খ—নেই। ৩৯. ক—রধিক (র—আগমে)। ৪০. ক—মনষ্য। ৪১. ক—অর্ণ্ন্য অর্ণ্ন্য। ৪২. ক—কুকী ধ্বনি। ৪৩. ক—উলমত। ৪৪. খ—রচে মিরা হালু ভাবনা করিয়া।

বড়খাঁ গাযী গেল বাদশা[১] কর্ণেত শুনিঞা।
তক্তের উপর বাদশা[২] পড়িল কান্দিয়া ॥
তক্ত হইতে পড়িল যমীনের[৩] পরে।
গাযী গাযী বলিয়া কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥[৪]
আপনাক না বুঝি তোমাক করিনু বিড়ম্বন[৫]।
ছাড়িয়া পলাইলা বাছা সেহি সে কারণ॥
আমি কি জানিব বাছা জাবে দাগা দিয়া।
তবে কেনে দুঃখ দিব মোর মাথা খায়া ॥
প্রাণের গাযী মোর জীবনের আশা।[৬]
গাযী পুত্র বিনে[৭] মোর মরণের দশা ॥
বুকেতে হানিল শেল পৃষ্ঠ[৮] হৈল পার।
যে দিগে চাহে বাদশা সেদিগে আন্ধার ॥
যেদিগে চাহে বাদশা সেহি দিগে কূয়া।
শির জ্বলি উঠে বাদশার পুত্র শোকের ধূঙা ॥
দেশে দেশে বাদশা মনুষ্য পাঠাইল।
কোন খানে বড়খাঁ গাযীর লাগ নাহি পাইল ॥
ফিরিয়া আইল সবে বৈরাট নগরে।
কান্দিয়া আইল সবে বাদশার গোচরে ॥
গাযীক হারায়া বাদশা হৈল পাগল।
রাজ্য বেড়িয়া হইল ক্রন্দনের[৯] রোল ॥
বড়খাঁ গাযী পালিব[১০] রাজ্য মনে ছিল আশা।
এ বেসে জানিলু[১১] যে প্রজার কুদশা ॥
বড়খাঁ গাযী বিনে সব হইল অনাথ[১২]।
উযীর নাযীর সবে[১৩] কএ কত বাত ॥
পশু পক্ষী[১৪] কান্দে ডালেত পড়িয়া।
ঝুরেন বৃক্ষের[১৫] পাতা পড়েন খসিয়া ॥
তরুলতা তৃণ কান্দে আর কান্দে গাছ।[১৬]
শিশু ঘড়িয়াল কান্দে সাগরেতে মাছ ॥[১৭]
আসমান যমীন কান্দে বাদশার কান্দনে।
শির পৃষ্ঠে[১৮] সেকন্দর না ধরে পরাণে ॥
ধন্দ হইল বাদশা ঝুরে রাত্রি দিন।
কান্দিতে কান্দিতে বাদশার তনু হৈল ক্ষীণ[১৯] ॥
কতেক কহিব আর বাপের ক্রন্দন।
সাহেব গাযীর কথা শুন সর্বজন ॥

১৩ পালা সমাপ্ত।

১. খ—তরে বাদসা মুনিল। ২. খ—বাদসা টাল খাইয়া পড়িল। ৩. ক, খ—জমিনের। ৪. খ—বাছা বাছা বলিয়া বাদসা ডাকে উচ্চস্বরে। ৫. ক—বিড়ম্বণ। খ—আপনার খাতিরে তোমাক করিনু বিড়মন। ৬. ক—পরাণের পরাণ মোর গাজি উপজিল গোসা। খ—গৃহীত পাঠ। ৭. খ—ছাড়ি গেলে মরনের দসা। ৮. ক—পিস্টে। খ—ঐ। ৯. ক—কান্দনের। খ—ক্রন্দনের। ১০. খ—পাইব। ক—পালিব। ১১. খ—জানিলাঙ। ১২. ক—আর্থ। খ—অনাথ। ১৩. ক—প্রজা। ১৪. ক—পষু পক্ষনি। ১৫. ক—বৃক্ষের পাতা পাসান খসিয়া। খ—ঝরিল বৃক্ষের পাতা পড়িল খসিয়া। ১৬. ক—লতা তিন্নী কান্দে বড় বড় গাছ। খ—গৃহীত পাঠ। ১৭. ক—সিষু ঘড়িয়াল কান্দে সাগরের কান্দে মাছ। ১৮. ক—সির কোটে। ১৯. ক—খিন।

১৪ পালা ।[১]

চারি প্রহর দিন হাঁটিল ঘোর বনে ।
কথার দোসর কেবল ভাই কালুর সনে ॥
মনুষ্যের[২] প্রকাশ নাহি জঙ্গল[৩] মাঝারে ।
অসকালে গেল দুহে বংশ নদী তীরে ॥
ওপারে আছে গ্রাম চাপাই[৪] নগর ।
অপূর্ব গ্রাম সেহি চালে চালে ঘর ॥
বিচিত্র নগরের কথা কহা নাহি জাএ ।
হীরামন মানিক সব ধূলাএ লুটাএ ॥
চাপাই নগরে কেহ নাহিত কাঙ্গাল ।
সোনা রূপাএ বান্ধা আছে সহস্র[৫] জাঙ্গাল ॥
কাহার পুষ্কণির জল কেহ নাহি খাএ ।
ঘোড়াএ চড়িয়া সব[৬] প্রজা বেড়াএ ॥
সুখী বিনে দুঃখী তথা নাহিত প্রজা ।[৭]
সেহি গ্রামের অধিকারী শ্রীরাম নামে রাজা ॥[৮]
হিন্দু বিনে মুসলমান নাহি সেহি দেশে ।
সকলি হিন্দু সেহি রাজ্যে[৯] [যারা] বৈসে ॥
দ্বারী প্রহরী আর কোতাল মণ্ডল ।[১০]
ব্রাহ্মণ রাজা ব্রাহ্মণ প্রজা ব্রাহ্মণ দেওয়ান ॥[১১]
ব্রাহ্মণে সাধে করে শুন বিবরণ ।[১২]
ব্রাহ্মণ রাজা তবে গণি লএ খাজানা ॥[১৩]
গুনিজনে করে গান বাজাএ বীণা ।[১৪]
একদিন দেখে রাজা যবনের মুখ ।[১৫]
তেরাত্রি করে রাজা ভোজনে নাহি সুখ ॥[১৬]
বংশ নদীর তীরে গ্রাম ঝলমল করে ।
কালু গাযী দাঁড়াইল নদীর কিনারে ॥
রচে মিরা হালু করিয়া ভাবনা ।
[বলছে আল্লার নাম] ...বল সবজনা ॥[১৭]

দিসা : ও কালার ভয় বড় লাগিল রে ॥[১৮]

পদ ।

ঘাটের কূলে বসিল গাযী সঙ্গে কালুভাই ।[১৯]
পার হৈতে নৌকা কিশ্‌তি কিছুই নাঞি ॥[২০]
কালু বলে সাহেব গাযী শুন সমাচার ।[২১]
নৌকা নাহি কিশ্‌তি নাহি কেমনে হব পার ॥
চিন্তা[২২] না করিহ ভাই বড়খাঁ গাযী বলে ।
কান্ধে ছিল মৃগছাল বিছাইল জলে ॥
পোশের উপরে তবে দুই ভাই বসিল ।
পোশের উপরে গাযী বাসিয়া চলিল ॥
উপরে আসমান নিচে[২৩] সাগর গম্ভীর ।
পোশে চড়ি পার হৈল বড়খাঁ[২৪] গাযী পীর ॥
আল্লার পিয়ারা পীর গাযী বিনোদিয়া[২৫] ।
পার হৈল বংশ নদী পোশ বিছাইয়া ॥
পানি হৈতে পোশ কালু কান্ধেতে লইল ।
সন্ধাকালে দুই ভাই নগরেতে[২৬] আইল ॥
ঘরে ঘরে ফিরে দুহে[২৭] বাসাকে লাগিয়া ।
কেহ নাহি দেএ জাগা যবন[২৮] দেখিয়া ॥
বাড়ি বাড়ি ঘরে ঘরে দুই ভাই ফিরিল ।
যবনের[২৯] কারণে কোথা জাগা না পাইল ॥
লোকজনে বলে ফকীর বুদ্ধি নাহি তোরে ।[৩০]

১. ১৪ পালার কোন পদ আদর্শ পুঁথিতে নেই। সমুদয় পাঠ ক, খ-পুঁথি থেকে গৃহীত। ২. ক—মনষ্যর। খ—ঐ। ৩. ক—গহিন জঙ্গলে। খ—গৃহীত পাঠ। ৪. খ—চাপাইল। ৫. ক—সাইট সত্তর জাঙ্গাল। খ—ঘরে ঘরে বান্ধা আছে সহস্র জাঙ্গাল। ৬. খ—রাজ্যের। ৭. ক—সুকী বিনে দুখিত নাহি প্রজা। খ—গৃহীত পাঠ। ৮. খ—সেহি দেসেতে আছে শ্রীরাম নামে রাজা। ৯. খ—দেসে। ১০. খ—দ্বারী পহরি আর কোতাল ব্রাহ্মণ। ১১. খ—ব্রাহ্মণ রাজা তাহার ব্রাহ্মণ দেওান। ১২, ১৩। খ—নেই। ১৪. খ—নেই। ১৫. খ—একদিন দেখে জদি জৈবনের মুখ। ক—যবনের স্থলে জৈবনের। ১৬. খ—তেরাত্রি করি অন্ন্য খাএ ভোজনে না পাএ মুখ। ১৭. খ—পুঁথি থেকে গৃহীত। ক—নেই। ১৮. খ—সম্পূর্ণ পাঠ পাওয়া যায় নি। ক—নেই। ১৯. খ—পুঁথি থেকে গৃহীত। ক—নেই। ২০. খ-নেই। ২১. খ—যমুনার ঢেউ দেখিয়া...যুন সমাচার। ২২. ক—চিন্তি। ২৩. নিচে পানি গবির গুম্বির। ২৪. ক—গাজি জিন্দাপির। ২৫. ক, খ—বিনদিয়া। ২৬. ক—গ্রাম মৈর্দ্ধে। ২৭. ক—গাজি। খ—দুহে। ২৮. ক—জৈবন। খ—ফকির। ২৯. ক—জৌবনের। খ—এ পদ নেই। ৩০. খ—কোন জনে বলে ফকির গ্যান নাহি তোরে।

মরিতে আইলা কেনে চাপাই নগরে ॥
আমাদের[১] রাজা [হয়] জাতিতে ব্রাহ্মণ।
দ্বারী প্রহরী কোতাল [আর] প্রজাগণ ॥[২]
একদিন রাজা যবন দেখিবার পাএ।[৩]
তেরাত্রি করিয়া রাজা তবে অন্ন খাএ ॥[৪]
যবন ফকীরেক জাগা[৫] না দিব নগরে।
আমাদেক কাটিবে[৬] রাজা তোমার খাতিরে ॥
যবন ফকীরেক জাগা দিতে নাহি পারি।[৭]
ফকীরের যম বটে শ্রীরাম অধিকারী ॥[৮]
চাপাই নগরে নাহি কলেমার[৯] প্রচার।
সে দেশে আইলা কেনে ফকীর আল্লার ॥
হাসিয়া বলেন তবে গাযী খনকারে।
কলমাতে সাবধান করিব ঘরে ঘরে ॥
মুরিদ পড়াব সবাক সকল সহিতে।[১০]
কলেমাতে সাবধান করিব রাজাকে ॥[১১]
গাযী বলে ভাই কালু শুনহ[১২] প্রকাশ।
রাজ্য[১৩] ছাড়ি দুই ভাই আইলাম পরবাস ॥
কেহ নাহি দেএ জাগা ফকীর দেখিয়া।
কাহার বাড়িতে যাব বাসাকে লাগিয়া ॥[১৪]
প্রজার বাড়িত ফিরিনু[১৫] বাসার কারণ।
বাজার বাড়িতে চল ভাই দুইজন ॥
বড় পুণ্যবান রাজা শ্রীরাম অধিকারী।
অবশ্য পাইব জাগা গেলে তাহার বাড়ি ॥
বাজার ডরে বাসা না দেএ প্রজাগণ।
একবার বুঝিব শ্রীরাম রাজার মন ॥
সন্ধা কালে দুই ভাই করিল গমন।
রাজার বাড়িতে জায়া দিল দরশন ॥
বাহির দ্বারে আইল দুই ফকীর।
আল্লা নবীর নামে ছাড়িল যিগির ॥
রচে মিরা হালু গাইন গাযীর পদতলে।[১৬]
একবার আল্লার নাম বলহ সকলে ॥[১৭]

ত্রিপদী।

আল্লা আল্লা গাযী বলে শুনি রাজা ক্রোধে জ্বলে
[ডাক দেএ কোতালের তরে]।
[যবন বেটা কেন হেথা] [শ্রীঘ্র করি জাহ তথা]
ঢেকা দিয়া করহ বাহির ॥[১৮]
চলে কোতাল নাহি লেখা[১৯] ফকীরেক মারে[২০] ধাক্কা
বাড়ি হৈতে দেএ হাকাইয়া।[২১]
গাযী বলে পরয়ার এহি ছিল কপালে মোর
অপমান বিদেশে আসিয়া ॥
তোমার নাম[২২] অনুসার ছাড়িলাম[২৩] ঘর দ্বার
ধন মাল রাজ্য অধিকার।[২৪]
না শুনিলাম কার কথা[২৫] গলাতে পরিনু খেতা
কেন এত অপমান মোর ॥
কান্দিয়া গাযী চলে গহীন কানন বনে[২৬]
ঘোর বনে করিল বৈসন।
কাননে বসি দুইজন করিয়াছে ক্রন্দন[২৭]
নড়ি গেল আল্লার আসন ॥

১. খ—এ‘দেশের। ২. খ—দ্বারী প্রহরি সকলি ব্রাহ্মণ। ৩, ৪. খ—নেই। ৫. ক—জোবন ফকীরেক জাগা। খ—ফকিরেক জাগা মোরা। ৬. খ—আমা সবাক মারিবে। ৭, ৮. খ—নেই। ৯. খ—কলমার। ১০, ১১. খ—নেই। ১২. খ—ষুন বচন প্রকাস। ১৩. ক—রায্য। ১৪. খ—কারো বাড়িতে না জাব আর বাসা কি লাগিয়া। ১৫. ক—ফিরিল। খ—এ পদ খণ্ডিত। ১৬. খ—রচে মিরা হালু...য়া। ১৭. খ—একবার বোল আল্বা বদন ভরিয়া। ১৮. ক—ঢেকা দিয়অ বাহির করে। খ—গৃহীত পাঠ। ১৯. কোন পাণ্ডুলিপিতেই নেই। খো-ব-পুঁথি থেকে গৃহীত। ক-পুঁথিতে কতগুলি খাপছাড়া কথা আছে। যথা : চলে কোতাল। আনে রাজার বচনে। ২০. খ—দেখি ফকির দরবারে। খ—ধাক্কা মারে। ক—ঐ। ২১. ক—গাজি আল্লা খোণ্ডরে। ২২. খ—নাম করি সার। ২৩. খ—ছাড়িনু মুঞি। ২৪. খ—ধনমাল ছাড়িলাম সকল। ২৫. খ—না ষুনি লোকের কথা। ২৬. ক—গহিন জঙ্গলে। খ—গৃহীত পাঠ। ২৭. ক—করিছে রোদন। খ—গৃহীত পাঠ।

সাহেব[১] বলে হুরপরী তোমারা[২] জাহ তরাতরি
জাহ শীঘ্র না কর বিলম্ব।
সোনার চান্দয়া লও নিশান টানায়া দেও[৩]
বিছায়া দেহ সুবর্ণ পালঙ্গ ॥
আরশ হৈতে লহ খানা লয়া জাহ কত জনা
পিবার সোরাইত[৪] লহ পানি।
চলিল হুর[৫] পরী নানা দ্রব্য[৬] হাতে করি
গাযীর স্থানে আইল তখনি ॥
আইল পরী সেহি ঠাঞি যথা বৈসে দুই ভাই
বিছায়া দিল সুবর্ণ পালঙ্গ।
পরী দেখে গাযী কান্দে[৭] পরিগণ[৮] পড়ে ধন্দে
পরিগণের মলিন বদন ॥
দুই ভাই[৯] কোলে করি মুখ ধোলাএ হুরপরী
বসাইল পালঙ্গের পরে।
চারি[১০] নিশান গাড়ে চান্দয়া টানাএ শীরে
কহে পরী গাযীর গোচরে।
তোমার ক্রন্দন স্বরে[১১] আল্লার আসন[১২] নড়ে
আর তুমি না কর ভাবনা।
ভেজিল সাহেব ধনি সোরাইত পিবার পানি[১৩]
বসি খাহ আরশের[১৪] খানা ॥
তোমার কপাল[১৫] ভাল দেখিবা রাজার হাল
শুনি গাযী ছাড়িল যিগির।
আল্লা স্মরিয়া তাত দুই ভাই খাইল ভাত
পালঙ্গে বসিল গাযী পীর ॥
দুই ভাই পালঙ্গে বৈসে হুরপরী[১৬] চারি পাশে
চেরাগ লাগায় সারি সারি।
দিল কসে গাযী পীর রাজার[১৭] বাজিল তীর
ক্রোধ হৈল গাযী গুণমণি।
মনে কাটে গাযী পীরে কেবা খণ্ডাইতে পারে
রাজার পুরে লাগিল অগনি ॥
দুই প্রহর রাত্রিভাগে[১৮] রাজপুরে[১৯] অগ্নি লাগে
আগে পুড়ে শ্রীরাম রাজার বাড়ি।
পোড়া জাএ রাজার ঘর রাজ্য হৈল অগ্নিগড়
ধন মাল জ্বলিল রাজপুরী ॥
রাজ্য হৈল অগ্নিমএ[২০] দেখি সবে পাইল ভএ
হস্তী ঘোড়া পুড়িল সকল।
প্রজাগণ লয়া সাথে রাজা কান্দে ভূমি[২১] পথে
কেনে [এ] অবস্থা হৈল মোর ॥

১. খ—নাম। ২. খ—চলো সব। ৩. খ—জাও। ৪. ক—স্বোঙরাইত। খ—খাইবার সোরাইত। ৫. খ—সকল। ৬. ক—দৰ্ব্ব। খ—ঐ। ৭. খ—দেখে দুই ভাই কান্দে। ৮. খ—পরি সব। ৯. ভাই এক। ১০. খ—চরি দিগে। ১১. খ—দরে। ১২. খ—আরস। ১৩. খ—পিলাই...পানি। ১৪. খ—আকাসের। ১৫. খোদার কপাল ভাল। ১৬. খ—পরিগণ। ১৭. খ—রাজাকে। ১৮. ক—রাত্রি নিসাভাগে। খ—গৃহীত পাঠ। ১৯. ক—রাজার ঘরে। ২০. ক—অগ্নির গড়। খ—গৃহীত পাঠ। ২১. খ—মাথা হাতে।

জাহ[১] কোতাল দুইজন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্থান[২]
ডাকিয়া আন এথাকার[৩]।
শুনিব শাস্ত্রের কথা কেন এই অবস্থা[৪]
মোর রাজ্য হৈল সংহার ॥
কোতাল শুনিঞা কথা দৈবজ্ঞ[৫] আনিল তথা
রাজা বলে শুন দ্বিজবর।
সর্ব রাজ্য অগ্নিমএ[৬] কেনে এত দুঃখ হএ
পঞ্জিকা দেখি বল সমাচার ॥
রাজার বচন শুনি পাঞ্জি খুলে দ্বিজমণি
পড়িয়া জানিল সমাচার।
লাগিয়া গাযীর পাএ মিরা ছৈয়দ হালু কএ[৭]
আল্লা আল্লা বল সর্বজন ॥[৮]

দিসা : ও আইল আল্লার ফকীর ভাল।
ও নবীর খেলেকা যার গলে ॥[৯]
দিসা : ও ফকীরেক আমি কি দিয়া মানাব হে।[১০]

পদ।

শাস্ত্র পড়িয়া তবে জানিল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা শুনহ বচন ॥
বৈরাট নগরে আছে শাহ সেকন্দর।
এ তিন ভুবন মধ্যে গণিঞা নিছে কর ॥
তাহার ঘরে হৈল পুত্র বড়খাঁ গাযী নাম।
ফকীর হৈয়া আইল তোমার এহি[১১] গ্রাম ॥
ঘরে ঘরে ফিরে সেহি বাসাকে[১২] লাগিয়া।
কেহ নাহি দেএ স্থান যবন[১৩] দেখিয়া ॥
তোমার বাড়িত আইল বাসার খাতিরে।
কোতালে ধাক্কা দিয়া বাড়ির বাহির করে ॥[১৪]
কাননে বসিছে গাযী[১৫] সঙ্গে হুরপরী।
পীর ভজিবারে চল রাজ্য অধিকারী ॥
দিলে কাটে গাযী পীর মনে করি কক্ষা।
যদি কলেমা পড় তবে[১৬] পাইবে রক্ষা ॥
আউয়াল কলমা পড় হও মুসলমান।
সকল সহিতে রাজা[১৭] পাইবে পরিত্রাণ ॥
কলেমা না পড়িলে তোমার রক্ষা[১৮] নাঞি ॥
ভএ[১৯] পায়া রাজা বলে ব্রাহ্মণের ঠাঞি
শুনি কলমার[২০] কথা প্রাণ কাঁপে ডরে।
কেমনে যাইব আমি গাযীর গোচরে ॥
ব্রাহ্মণে বলেন রাজা ভএ কর তুমি।
কোন বাতে চিন্তা নাই সঙ্গে যাব আমি ॥
সকল প্রজার[২১] তরে বোলায়া আনিল।
জ্যোতিষ[২২] ব্রাহ্মণ রাজা সঙ্গে করি নিল ॥
গলাএ কুড়ালি[২৩] বান্ধি রাজা জাএ চলি।
এক গালে দিয়া চূণ আর গালে কালি ॥
আগে আগে চলিল জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ।[২৪]
মধ্যে চলিল রাজা পাছে প্রজাগণ ॥
চারিদিগ ঘিরিয়া চলে প্রজাসকল।[২৫]
জ্বালায়া চলিল সব দিব্য[২৬] মশাল
দূরে থাকি পীর গাযীক দেখিল নযরে।
সুবর্ণ চার নিশান চান্দোয়া উড়ে শিরে ॥[২৭]

১. ক—জায়া। ২. ক—দৈবক্য ব্রাহ্মণের স্থান। খ—আন দৈবক ব্রাহ্মণ। ৩. খ—ডাকি আন আমার গোচরে। ৪. ক—আবস্তা। খ—গৃহীত পাঠ . ৫. খ—ব্রাহ্মণ। ৬. খ—সব দেখি অগ্নিমএ। খ—গৃহীত পাঠ। ৭. খ—তবে মিরা হালু কয়। ৮. খ—ভাবিয়া গাজির চরণ। ৯. ক—পুঁথি থেকে গৃহীত। ১০. খ—পুঁথি থেকে গৃহীত। ১১. খ—জে। ১২. ক—বাসা নাহি পায়। খ—গৃহীত। ১৩. ক—জৌবন। খ—ফকির। ১৪. খ—কোতয়ালে মারিল ধাক্কা বাহির দরবারে। ১৫. খ—কাননে বসিয়াছে। ১৬. খ—তবে রার্জ্জ। ১৭. ক—রাজা রাজ্য পাবে দান। খ—গৃহীত পাঠ। ১৮. খ—পরিত্রাণ নাহি। ১৯. ক—তরাশ। খ—ভএ। ২০. খ—তোমার কথা প্রাণ হালে ডরে। ২১. খ—প্রজাকে তবে ডাকিয়া আনিল। ২২. ক—জৌতিষ। খ—ঐ। ২৩. খ—কুঠার। ২৪. ক—আগে চলীল দৈবক ব্রাহ্মণ। খ—গৃহীত পাঠ। ২৫. খ—নেই। ২৬. ক—কাড় ম সহর। খো. ব. গৃহীত পাঠ। ২৭. খ...বন্ধের চার নিশান কাল ছিরে।

পালঙ্গে বসিয়া আছে ভাই দুইজন।
চার পাশে চামর ঢুলায় পরীগণ ॥
চন্দ্র সূর্য জিনি দুহার রূপ প্রকাশিত।
দেখিয়া সকল ব্রাহ্মণ হৈল মূরছিত ॥
গাযীর আগে আসি রাজা ডরে ডরাএ।
কান্দিয়া ধরিল রাজা[১] সাহেব গাযীর পাএ ॥
না জানিঞা সাহেব[২] করিনু অপমান।
তার শাস্তি পাইনু [আমি] পাপিষ্ঠ পরাণ ॥[৩]
এবে সে জানিলু তোমার নামের মহিমা।[৪]
মুসলমান হৈব আমি পড়াহ[৫] কলমা ॥
পাপ বুদ্ধে[৬] যত বলিল তোমার ঠাঞি।
পূর্ব কথা মনে কর আল্লার দোহাই ॥
অধম জনে করে ঘাইট[৭] সুজনে সে খেমে।
এহিবার মাফ কর অধমের[৮] তরে ॥
আল্লার ফকীর তুমি[৯] নাম কল্পতরু।
তোমার সেবক আমি তুমি আমার গুরু ॥
ধরিলাম[১০] তোমার পাও মনে আর মনে নাঞি।
নিদান কালে পীর[১১] কদমে দেহ ঠাঞি ॥
হাস্যবান সাহেব গাযী রাজার বচনে।
কলেমা পড়িল রাজা গাযী বিদ্যমানে ॥
সকল প্রজাগণে তারা দিল ঈমান।
কলেমা পড়িয়া সবে হৈল মুসলমান ॥
কান্দিয়া বলে রাজা গাযীর সম্পাশ।
তোমার শাপে[১২] রাজ্য মোর হৈল বিনাশ ॥
গাযী বলেন রাজা শুন নৃপবর[১৩]।
আরবার রাজ্য তোকে দিবে পরয়ার ॥
গাযী বলে দীননাথ পরয়ারদিগার।
যেমত ছিল রাজ্য[১৪] হউক আরবার ॥
গাযীর বচনে আল্লা করম করিলা।
রাজার বাড়ির অগ্নি সব নিভাইলা ॥
হস্তী ঘোড়া মনুষ্য যত পোড়া গিয়াছিল।
আল্লার রহমে সব প্রাণদান পাইল ॥
রাজার বাড়ির আনল সব নিভাইল।
পুনর্বার গ্রাম সেহিমত হইল ॥[১৫]
যেমত ছিল গ্রাম হইল আরবার।
বিদাএ হয়া হুরপরী গেল দরবার ॥[১৬]
গাযীক নিল রাজা কোলে উঠাইয়া।
আপন বাড়িতে রাজা আইল চলিয়া ॥
বাদশাই বিছানা করি গাযীক বসাইল।
আপনে আনিয়া পানি[১৭] পাও ধোলাইল ॥
লক্ষ টাকা দিল রাজা মসজিদ খাতিরে।
গাযীর[১৮] নামে মসজিদ দিল চাপাই[১৯] নগরে ॥
মসজিদে লাগায়া দিল ফটিকের স্তম্ভ[২০]।
উপরে গড়িল তার ষোলটি গমুজ[২১] ॥
হীরামন মণি-মুক্তা লাগাল প্রবাল।
উপরে লাগাল রঙ্গ[২২] হিঙ্গুল হরিতাল ॥
থাকে থাকে লাগাইল সুবর্ণ[২৩] কলস।
মসজিদের লাগায়া দিল একশ মুরছল ॥
মসজিদ বানায়া তবে[২৪] না করে বিলম্ব।
মসজিদে ঢালিয়া দিল সুবর্ণ পালঙ্গ।
পুষ্পের বিছানা করে না করে আলিস।
আশে পাশে গির্দা[২৫] দিল শিওরে বালিশ ॥
সুবর্ণ চান্দোয়া দিল শিরে[২৬] টানাইয়া।
গাযীর শিরণী করে চৌদ্দ খাসী দিয়া ॥
শিরণী পাইয়া গাযী হিলাইল গাও।
আপন হাতে করে রাজা চামরের বাও ॥[২৭]
আর যত প্রজাগণ গলে বস্ত্র দিয়া।
আরয মাঙ্গিল গাযীর নাম লইয়া ॥[২৮]
আঠার খাসী তবে করিয়া কোরবানি।
গাযীর নামেতে সবে করিল শিরনি ॥
গাযীক পাইয়া সবে শোক বিসরিলা।
রাজা প্রজা সর্বজনা মুরিদ হইলা ॥
রচে মিরা ছৈয়দ হালু গাযী জিন্দার পাএ।[২৯]
বল ভাই আল্লার নাম দিন বয় যাএ ॥

১৪ পালা সমাপ্ত।

১. খ—রাজা। ২. খ—সাহেব। ৩. খ—তাহার শাস্তি হাতে নাতে পাইলাঙ বির্দ্দমান। ৪. ক—এবেসে জানিনু তোমার গুনের নাহি সীমা। খ—গৃহীত পাঠ। ৫. খ—পড়িব। ৬. খ—পুন্ন্য। ৭. খ—অধমজনে করে গুনা। ৮. ক—বান্ধকের। ৯. খ—সাহেব। ১০. খ—বন্দিলাম। ১১. খ—নিদান কালে পার কর। ১২. ক—তরে। খ—শাপে। ১৩. ক—ষুন নির্প্পবর। ১৪. ক—জেমত ছিল রাজার বাড়ি : ১৫. খ—এ পদ নেই। ১৬. খ—আরবার বিদাএ হইয়া পরী চলিল পুর্ণবার। ১৭. ক—আপন হাতে পানি আনি। ১৮. খ—আল্লার। ১৯. খ—চাপাল। ২০. খ—থোম্ব। ক—স্তম্ব। ২১. ক—গোমজ। খ—গমজ। ২২. ক—রূপ করিল তাও। খ—গৃহীত পাঠ। ২৩. ক খ—সোবর্ন্ন্য। ২৪. খ—দিল। ২৫. ক—গিদা। খ—আসে পাসে ডালি দিল গিরদা বলিস। ২৬. খ—মজিদে। ২৭. খ—আপন হাতে গাজিকে করে চামারের বাও। ২৮. খ—আড়াই দিন মাঙ্গিল গাজির নাম লইয়া। ২৯. ক—রচে মিরা হালু গাজি জিন্দার পাএ। খ—রচে মিরা হালু বড়খাঁ গাজির পাএ।

১৫ পালা।

কতদিন ছিল গাযী চাপাই[১] নগরে।
বিদাএ মাঙ্গিল গাযী রাজার গোচরে ॥
এতদিন ছিলাম রাজা তোমার নগরে।
বিদাএ দিলে জাই আমি দুনিঞা দেখিবারে ॥
রাজা প্রজা সবে পড়িল কান্দিয়া।
কেমনে রহিব সবে[২] তোমাক না দেখিয়া ॥
গাযী বলে তোমরা না কর রোদন।
আমার বচনে সবে স্থির[৩] কর মন ॥
আমাকে দেখিতে যদি করি থাক মন।
স্মরণ করিলে সঙ্গে হবে[৪] দরশন ॥
গাযীর বচনে সবে চিত্ত নিভারিল।
বিদাএ হইয়া গাযী গমন করিল ॥
চাপাই নগর খান[৫] পাছ করিয়া।
কোকাফ[৬] জঙ্গলে দুহে প্রবেশিল জায়া ॥
তিন দিবসের[৭] পথ ঘোর অন্ধকার।
কানন মাঝারে নাহি মনুষ্য[৮]প্রচার ॥
তিন দিন তিন রাত্রি কাননে হাঁটিল।
মনুষ্যের ঘর বাড়ি কোথা[৯] না দেখিল ॥
আযিম কাননে গাযী চলে পথে পথে।
তিন দিন দেখা নাই মনুষ্যের সাথে ॥
তিন দিন কালু গাযী[১০] না খাইল ভাত।
চলিতে না পারে গাযী নাহি সরে বাত ॥
কাতর হইল গাযী খানা না পাইয়া।
সোনার পুতুলি[১১] তনু পড়িল গলিয়া ॥

দিসা : বল রে বিদেশি সোনার তনু হৈল জার জার।[১২]

পদ।

সাতদিন নও রাত্রি জঙ্গলে হাঁটিয়া।[১৩]
তাম বিনে সাহেব [গাযী] কাতর হইলা ॥
পায়ে পায়ে লাগে গাযীর মুখে[১৪] নাহি রাও।
নাকেত পবন নাহি কর্ণে[১৫] নাহি বাও ॥
গাযী বলে শুন [ভাই] কালু দস্তগীর।
থোড়া কিছু খিলাও খানা[১৬] করিয়া ফিকির ॥
ছটফট[১৭] করে গাযী না পাইয়া খানা।
কালু দেওয়ান বলে[১৮] মোর হইল ভাবনা ॥
চলিতে তাগদ নাই হৈল নড়ি ধরা।[১৯]
বসিলে উঠিতে নারে হৈল আধামরা ॥[২০]
খিদাএ কাতর হৈল[২১] গাযী নহে স্থির।
কান্দিয়া বলেন শুন কালু দস্তগীর ॥[২২]
গাযী বলে ভাই কালু শুনহ বচন।
কাতর হইল প্রাণ খানার কারণ ॥
হাঁটিতে না পারি ভাই[২৩] মাথা মোর ঘোরে।
মাথা ধরি বৈসে গাযী বট[২৪] বৃক্ষের গোড়ে ॥
কালু দেওয়ান দেখি[২৫] লাগিল ভাবিবার।
গাযীর পানে চায়া[২৬] প্রাণ [হৈল] জার জার ॥
বাদশার ঘরে জন্ম[২৭] গাযী ক্ষিধা[২৮] নাহি জানে।
সাতদিন খানা নাহি সহিব কেমনে ॥[২৯]
কাতর হইয়া পড়ে[৩০] গাযী গুণধাম।
কাননে মনুষ্য নাহি[৩১] কোথা পাব তাম ॥
কোন বুদ্ধি[৩২] করিব আর কোথা জাব।
থোড়া কিছু খানা আমি কোথা গেলে[৩৩] পাব ॥

---

১. খ-চাপাইল। ২. খ—শবে। ক—গৃহীত পাঠ। ৩. ক—স্তীর। ৪. খ—দিব। ৫. খ—তবে। ৬. ক—কোক কাপ। খ—কোকাফ। ৭. ক—দিনের। ৮. ক—মনষ্যের। ৯. খ—কিছু। ১০. ক—দুই ভাই। খ—কালু গাজি। ১১. ক—পুথলি। ১২. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। খ—নেই। ১৩. এখান থেকে পরবর্তী ৮ পদ খ-পুঁথিতে নেই। ১৪. ক—মুখেত। ১৫. ক—কণ্ন্যে। ১৬. ক—খানা তবে করিব ফিকির। ১৭. ক—ছটবট। ১৮. ক—বোলে আমার কী হইল ভাবনা। ১৯. খ—চলিতে তাগোত নাই·হইল আধামরা। ২০. খ—বসিতে উঠিতে নারে হৈল লাটি ধরা। ২১. খ—খিদাএ আকুল প্রাণ। ২২. খ—পিয়াসে কাতর গাজি জিন্দাপির। ২৩. খ—চলিতে না পারি ভাই কালু। ২৪. ক—বট গাছের তলে। খ—গৃহীত পাঠ। ২৫. খ—দেখিয়া। ২৬. ক—গাজির পানে চাহিতে। খ—গাজির পানে চাহি। ২৭. ক—জন্ম। খ—ঐ। ২৮. ক—খিধা। খ—খিদা। ২৯. খ—তিন দিন খানা নাহি খায় চলিবে কেমনে। ৩০. ক—পড়িল। খ—পড়ে। ৩১. ক—কালু বোলে মনষ্য নাহি। ৩২. ক—বুদ্ধী। খ—বুর্দ্ধি। ৩৩. খ—জাইয়া।

মিঞা পানে চাহিতে জাএ প্রাণ বিদরিয়া।[১]
ভাত বিগর সাহেব গাযী[২] রহিল পড়িয়া ॥
উঁচা বৃক্ষ[৩] চড়ি কালু করিল নযর।
কানন মাঝারে দেখে সাতখানি ঘর ॥
কালু বলে মনুষ্য আছে কানন মাঝারে।
অবশ্য[৪] মিলিবে খানা গেলে[৫] তার ঘরে ॥
গাযীকে বসায়া[৬] কালু করিল গমন।
সাত খানি ঘরের কাছে দিল দরশন ॥
দাঁড়াইল তথা জায়া[৭] কালু দস্তগীর।
আল্লা নবীর নাম লয়া ছড়িল যিগির ॥
বনমাঝে ঘর কাঠুরিয়া সাত ভাই।
আওয়ায শুনি আইল ফকীরের[৮] ঠাঁই ॥
সালাম করিল আসি কাঠুরিয়া সাতজন[৯]।
অযুর পানি আনে আর বসিত আসন ॥
কালু বলে তোমরা শুনহ বচন।
এমত কাননে তোমরা থাক কি কারণ ॥
কাঠুরিয়াগণ[১০] কহে সালাম করিয়া।
কানন মাঝারে আছি কঠিন করি হিয়া ॥[১১]
রচে মিরা হালু গাএন গাযী স্মরিয়া[১২]।
বল ভাই আল্লার নাম বদন ভরিয়া ॥

দিসা : ও আল্লা বিনে দুঃখ কে খণ্ডাবে হে।
ও হাদি বিনে ॥[১৩]

পয়ার।

আল্লা আল্লা বল ভাই নবী কর সার।[১৪]
ফাতেমা গুণের নিধি রসুল কাণ্ডার ॥[১৫]
কাঠুরিয়া বলে সাহেব শুনহ বচন।
কাননে থাকি মোরা[১৬] কাঠুরিয়া সাতজন ॥
খড়ি কাষ্ঠ মোরা বেচিয়া[১৭] খাই খানা।
আমাদের[১৮] দুঃখ কহিতে নাহি সীমা ॥
যে দিন কাষ্ঠ কাটি সেহি দিন অন্ন খাই।[১৯]
আলিস্য[২০] করিলে সেদিন উপবাসী হই ॥
অতি নাচার[২১] করি সৃজিল গোসাঞি।
দেড়ি সম্বল[২২] কাহার ঘরে নাঞি ॥
কাননে থাকি মনিষ্যের না পাই লাইগ্য।
তোমার কদম দেখিনু আজি মহা[২৩] ভাগ্য ॥
কালু বলে তোমরা প্রাণ কর স্থির[২৪]।
তোমাদের ভাগ্যে আইল[২৫] বড়খাঁ গাযী পীর ॥
খিধাএ আকুল গাযী করিছে ভাবনা।
এহি কালে তোমরা খিলাও থোড়া[২৬] খানা ॥
যদি খানা দিতে[২৭] পার সাহেব গাযীর তরে।
সকল দুঃখ দূরে যাবে গাযী রহম করে ॥
এতেক শুনি সাতজন আনন্দ হইল।
যার যার ঘর তারা[২৮] ঢুঁড়িতে[২৯] লাগিল ॥
আর দিন দানা তবে থাকে গৃহবাসে।
দানার প্রচার কারো ঘরে নাহি আছে ॥
বুকে ঘাও দিয়া[৩০] কান্দে কাঠুরিয়া সাতজন।
ভজিতে না পারি ভাই[৩১] পীরের চরণ ॥
দ্বারে আসিয়াছেন গাযী গুণনিধি।
ভজিতে না পারি ভাই বাম হৈল বিধি ॥
আর কিছু নাহি আছে সাতখানি কাঠি।
এহি বান্ধা থুইয়া চল পীরের[৩২] কদম ভজি ॥
এমন বিচার তবে সাত ভাই করে।
সাতখানি কাঠি লয়া চলিল বাজারে ॥
কালু জায়া গাযী স্থানে করিল বৈসন।
খানার ফিকির করে ভাই কাঠুরিয়া সাতজন ॥
সাতখানি কাঠি মুদির[৩৩] স্থানে থুইয়া।
সোওয়া সের চাল তবে আনিল কিনিঞা ॥
একখানি ঘরে তবে আলিপন দিয়া।
নৌতুন বাসনে খানা নিল উভারিয়া ॥[৩৪]
সরপোশ করি নিল[৩৫] শিরে উঠাইয়া।
[৩৬]পিবার পানি নিল[৩৭] সোরাই ভরিয়া ॥
একিন করিয়া তারা চলিল তথনে।

১. খ—গজির পানে চাহিতে প্রান বিদদোড়ে জাএ। ২. খ—গাজি চলিতে না পারে। ক—ভাত ছানি লাগি গাজি রহিল পড়িয়া। ৩. ক—উচা ব্রিক্ষেত। ৪. ক—অবস্য। ৫. খ—গেইলে তথাকারে। ৬. খ—রাখিয়া। ৭. খ—জায়া দাড়াল তথাতে। ৮. খ—কুটীরের। ৯. খ—সাতভাই। ১০. ক—কাঠুরিয়া সবে। খ—কাঠুরিয়া বলে। ১১. খ-এ পদ নেই। ১২. স্বরিয়া। খ—ঐ। ১৩. পুঁথি থেকে গৃহীত। খ—নেই। ১৪, ১৫. খ—নেই। ১৬. খ—আমরা সাতজন। ১৭. ক—খড়ি কাটী আমরা বেচিয়া। খ—খড়ি কাষ্ঠ আমরা বিকিয়া। ১৮. ক—আমারদের। ১৯. জেদিন কাষ্ট কাটী সেহি দিন অর্ন্ন্য হয়। ২০. খ—অলিষ্য। ২১. ক—অনাচার। খ—গৃহীত পাঠ। ২২. ক—দেড়ি সম্বল। খ—দেড়ি সম্বল আমাকেরে ॥ ২৩. খ—বড়। ২৪. ক—স্তির। ২৫. খ—আইল গাজি জিন্দাপির। ২৬. খ—কিছু। ২৭. খ—খিলাইতে। ২৮. খ—জাহা জাহা ঘরে...। ২৯. ক—ধুড়িতে। খ—ঐ। ৩০. ক—কপালে মারিয়া ঘাও। ৩১. খ—পারিলাম আমরা পিরের চরন। ৩২. খ—ফকিরের কদম ভজি। ৩৩. ক—মুর্দ্দির স্তানে। ৩৪. খ—নবিন বাসনেতে খানা পাকা...। ৩৫. ক—সর পোষ করিয়া খানা নিল। ৩৬. এখানে থেকে আবার আদর্শ পুঁথির পাঠ আরম্ভ হয়েছে। ৩৭. আ—শোরাই। ক—শ্বোরাই পুরাইয়া। খ—ঐ।

দেখে গাযী বসি আছে বট বৃক্ষতলে[১] ॥
গাযীর রূপ দেখি সব[২] কাঠুরিয়া ডরে।
তাম লৈয়া উত্তরিল[৩] গাযীর গোচরে ॥
সামনে রাখিল খানা ডরে ডরাইয়া।[৪]
সালাম[৫] করিল সবে যমীনে পড়িয়া ॥
[৬]গাযীর সামনে রহে করি জোড় কর।
সর পোশ ঘুচায়া[৭] গাযী করিল নযর ॥
গাযী বলে দীননাথ পরয়ারদিগার।
কাঠুরিয়া আনিয়াছে খানা খিলাইবার ॥
আমি বড়খাঁ গাযী যদি করি কদাচার।[৮]
কেমনে যহুরা হৈবে আলম মাঝার ॥
তবে বড়খাঁ গাযী এনাম ধরিব।
কিরূপে আনিছে খানা আগমে জানিব ॥
খানা দেখিয়া গাযী মনেতে[৯] ভাবিল।
যেরূপে আনিল খানা ধ্যানেত[১০] জানিল ॥
গাযী বলে দীননাথ শুকুর দরবারে।
এত দুঃখ দেহ কেনে সখি[১১] বান্দার তরে ॥
সেহি খানা মিঞা গাযী নও ভাগ করিলা।
এক ভাগ সাহেব গাযী আপনে লইলা ॥
আর এক ভাগ দিল কালুর[১২] গোচরে।
সাত ভাগ[১৩] দিল সাত কাঠুরিয়া তরে ॥
খাইতে লাগিল সবে করিয়া সালাম।
খাইতে খাইতে খানা হৈল অফুরান ॥
উদর ভরিয়া খানা সকলে খাইল।
তাম খায়া সাহেব গাযী শুকুর ভেজিল ॥
[১৪]গাযী বলে কাঠুরিয়া বলি তোমার তরে।
বিদাএ হইয়া জাহ আপনার ঘরে ॥
কাইল বিহানে আসিহ ভাই সাতজন।
আল্লা করে দুঃখ তোমার[১৫] হৈবে বিমোচন[১৬] ॥
গাযীক সালাম করি সব গেল ঘরে।
কালু আর গাযী রৈল সেহি বৃক্ষ[১৭] তলে ॥
আড়াই প্রহর রাত্রি গগনেত হৈল।
সেহি কালে সাহেব গাযী কোন কর্ম[১৮] করিল ॥
হাতে আসা লয়া গাযী করিল গমন।
গঙ্গার কুলেতে[১৯] জায়া দিল দরশন ॥
ত্রিপিনী গঙ্গার কূলে করিল আসন।[২০]
গঙ্গা মাসী বলি গাযী[২১] করিল স্মরণ ॥
পাতালেত নড়ি গেল[২২] গঙ্গার আসন।
গঙ্গা বলে গাযী মোক করিল স্মরণ ॥
[২৩]মগর বাহিনী গঙ্গা ভাসিয়া উঠিল
গাযীর সামনে গঙ্গা দরশন দিল ॥
গঙ্গাক দেখিল যদি গাযী গুণধাম।
মাসী মাসী বলি গঙ্গাক করিল সালাম[২৪] ॥
দোওয়া ফরমাইল গঙ্গা গাযী মিঞার তরে।[২৫]
স্মরণ করিলা বাছা কিসের খাতিরে ॥[২৬]
পুত্রেক চাহিতে তোমাকে দয়া লাগে।
কি কারণে ডাক বাছা কহ মোর আগে ॥
গাযী বলে মাসী মোর শুন নিবেদন।
এহি ক্ষণে দেহ মোক সাত লক্ষ ধন ॥
শুনিঞা গাযীর কথা গঙ্গা দেবী বলে।
তোমার বাপের ধন আছে মোর হাওয়ালে ॥
সকল ছাড়িয়া হৈলা ফকীর আল্লার।
বল দেখি ধনের কাজ কি আছে তোমার ॥
রাজ্য ভূম তেজিলা জপিয়া আল্লাজি।[২৭]
ফকীর হৈয়া তোমার ধনের কাজ[২৮] কি ॥
গাযী বলে মাসী তুমি শুনহ বচন।
বড় দঃখ[২৯] পাএ কাঠুরিয়া সাতজন ॥
আল্লার নাম লয়া আমি হয়াছি ভিকারী।
কাঠুরিয়া দুঃখ আমি সহিতে না পারি ॥
এতেক শুনিঞা গঙ্গা[৩০] বড় খোশ হৈল।

১. আ—বিৃক্ষের তরে। ক—বট গাছের তলে। খ—ঐ। ২. আ—কাটরিয়ার লাগে ডর। ক—ঐ। খ—গৃহীত পাঠ। ৩. আ—উথরিল। ক, খ—এ পদ নেই। ৪. ক—হুযুরে রাখিল খানা দিড় হইয়া। খ—এ পদ নেই। ৫. আ—ছার্ল্বাম। ক—শের্ল্বাল। খ—খার্ল্বাম করিয়া সবে গলে বস্ত্র দিয়া। ৬. এর আগে ক-পুঁথিতে ৪টি অবান্তর পদ আছে : কান্দিয়া কান্দিয়া কালু গাজিক লইল কোলে। সাত ভাই কাটরিয়া খানা আনিছে তোমার খাতিরে ॥ এতেক কহিল জদি কালু দস্তগির। ষুনিঞা সাহেব গাজির প্রাণ হইল স্থির। ৭. আ—ঘুছিয়া। ক—খুলিয়া। খ—ঐ। ৮. ক—অনাচার। খ—এ পদ নেই। ৯. ক—আগম ধরিল। খ—ঐ। ১০. ক, খ—আগমে। ১১. ক—শখি। খ—সখা। আ—স্বৌমি। ১২. ক—কালু মিঞার তরে। খ—ঐ। ১৩. খ—ভাইক। ১৪. এর আগে ক-পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদগুলি আছে : ভালত আইলাম আমি ফকির করিবারে। জনমের মোনে আল্লা করিল কাটরিয়ার করজদার ॥ এতেক ভাবিয়া গাজি বলে পুর্ণ্যবার। আল্লা জদি ষুজাইএ তবে ষুজিব এহি ধার। ক, খ—কালি। ১৫. ক, খ—সবের। ১৬. আ—বিমচন। ক, খ—ঐ। ১৭. আ, ক—সেহি বিৃক্ষ। খ—বট গাছের তলে। ১৮. আ, খ—কর্ম্ম। ক—কাম। ১৯. ক, খ—নদির কিনারে। ২০. ক—এ পদ নেই। খ—ঐ। ২১. ক—গাজি ডাকে ঘনে ঘন। ২২. ক—পাতালে নড়িল তবে। ২৩. এর আগে ক-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : কি কারণে ডাকে গাজি জাব এহিক্ষণ। ২৪. আ—ছার্ল্বাম। ক—প্রনাম। খ—ছার্ল্বাম। ২৫. ক—বড় খা গাজিকে গঙ্গা করিল আশির্ব্বাদ। খ—ঐ। ২৬. ক—কি কারনে ডাকিলা বাছা কহ সম্বাদ। খ—ঐ। ২৭. ক—রায্য ছাড়ি গাজি জপি আল্লাজি। খ—সকল ছাড়ি তুমি জপ আল্লাজি। ২৮. ক, খ—কায্য। ২৯. আ—দুক্ষ। ক—বড় খা গাজির পাএ কাঠরিয়া সাত জন। ৩০. ক—ষুনি গাজির কথা। খ—ঐ।

[১]বিদাএ হইয়া গঙ্গা পাতালেত গেল ॥[২]
পদ্মাবতীর স্থানে গঙ্গা কি বলে বচন।
শুন শুন পদ্মা [বতী] মোর বিবরণ ॥[৩]
বড় খাঁ গাযী পীর তোমার হএ ভাই।[৪]
সাতলক্ষ ধন লয়া দেহ তার ঠাঁই ॥[৫]
শুনিঞা গঙ্গার মুখে পদ্মার গমন।[৬]
ঢেউ দিয়া তুলি দিল সাত লক্ষ ধন ॥
বিদাএ হইয়া পদ্মা[৭] গেল গঙ্গার স্থানে।
গাযী চলিয়া আইল কালু বিদ্যমানে[৮] ॥
রাত্রি পোহায়া[৯] গেল হইল বিহান।
গাযী কালু নামাজ পড়িল দুইজন ॥[১০]
অযিফা[১১] পড়িয়া দুহে ফারগ হইল।
জোড় হস্ত করি দুহে মুনাজাত করিল ॥
গাযী বলে ভাই কলু জাহ এহিক্ষণ।
ডাকিয়া আনহ[১২] কাঠুরিয়া সাতজন ॥
তাহা শুনি কালু দেওয়ান করিল গমন[১৩]।
ডাকিয়া আনিল কাঠুরিয়া সাতজন ॥[১৪]
সাত ভাই কাঠুরিয়া আইল চলিয়া।[১৫]
গাযীক সালাম করে যমীনে পড়িয়া ॥
গাযী বলে জাও ভাই কালু জাও গঙ্গাতীরে
সাত লক্ষ ধন দেহ কাঠুরিয়ার তরে ॥
কাঠুরিয়া সঙ্গে কালু করিল গমন[১৬]।
দেখাইয়া দিল কালু সাত লক্ষ ধন ॥
ধন পায়া কাঠুরিয়া আনন্দ হইল।
হাতে মাথে ধন তারা উঠাতে লাগিল ॥
চার প্রহর দিন ধন আনিল বহিয়া।
সাত খানি ঘর ছিল[১৭] ফেলিল ভরিয়া ॥
কাঠুরিয়া নারী সবে লাগিল বলিবারে।[১৮]
কিবা গুলা আনিঞা ভরি থুইলা ঘরে ॥
কাঠুরিয়া সবে বলে পীর দিছে টাকা।
তাহা শুনি নারী সবে মুখ করে বেকা ॥[১৯]
কিবা গুলা আনিঞা ভরি থুইলা ঘরে।
বল দেখি আমরা শুইব কোথাকারে ॥
কাঠুরাণী সবে যদি[২০] এমত বলিল।
অন্তর্যামী গাযী [তবে][২১] সকলি জানিল ॥
দরাখের[২২] তলে দুহে হাসে খল খল।[২৩]
গাযী বলে ভাই কালু জানিহ সকল ॥
দুঃখী দেখি কাঠুরিয়াক দিলাম[২৪] ধন।
আমাক ভাবিল মন্দ কাঠুরাণী[২৫] গণ ॥
রহিতে না পাএ স্থান[২৬] কাঠুরিয়ার নারী।
নির্মাইয়া[২৭] দিব ভাই কাঠুরিয়ার পুরী ॥
দিবস বহিয়া[২৮] গেল রাত্রি কাল হৈল।
বিশ্বকর্মা[২৯] বলিয়া গাযী স্মরণ করিল ॥
গাযীর স্মরণে[৩০] লোকমান রহিতে না পারে।
চলিল লোকমান গাযীর গোচরে ॥
আঠার সাগরিদ[৩১] লয়া করিল গমন।
সাহেব গাযীর স্থানে দিল দরশন ॥
গাযী আর লোকমান সম্ভাসা[৩২] হইল।
গাযীর সামনে লোকমান কহিতে লাগিল ॥
কোন কাজে আমাকে ডাকিলা গাযী পীর।[৩৩]
হুকুম করহ আইলাম তোমার হাযীর ॥
গাযী বলে ভাই লোকমান শুনহ খবর।
নির্মাইয়া[৩৪] দেহ কাঠুরিয়ার বাড়িঘর ॥
নিদ্রালি বলি লোকমান করিল স্মরণ।
আসি নিদ্রালি তথা দিল দরশন ॥
নিদ্রালি আসিয়া তবে করিল সালাম।
হুকুম করহ সাহেব করি কোন কাম ॥
লোকমান বলে জাহ কাঠুরিয়ার ঘরে।
গাযীর হুকুম লাগে তোমার উপরে ॥
হুকুম পাইয়া নিদ্রা প্রবেশ হইল।
সর্বজনের নঞানেত নিদ্রা লাগাল ॥[৩৫]
সেহিকালে লোকমান হাতে রত্নবাতি।

১. এর আগে ক, খ-পুঁথিতে একটি অতিরিক্ত পদ আছে : কাটরিয়ার ভার্গে তোমার দয়া হইল। ২. ক—বিদাএ হয়া গেল গঙ্গা পাতাল ভুবন। খ—ঐ। ৩. ক, খ—এ পদ নেই। ৪. খ—এ পদ নেই। ৫. খ—এ পদ নেই। ৬. খ—এ পদ নেই। ৭. ক—পদ্য। গেল গঙ্গী দেবির স্থানে। ৮. আ, ক. ক—বির্দ্দমানে। ৯. ক, খ—চলিয়া। আ—পোয়া। ১০. ক, খ—গাজি নামাজ পড়ে আর কালুজে দেওান। ১১. ক—অযুবা। ১২. ক—ডাকি আন ভাই। ১৩. ক—হুকুম পাইয়া তবে কালু দেওান গেল। খ—ঐ। ১৪. ক—সাতজন কাটুরিয়াক বোশায়া আনিল। খ—ঐ। ১৫. ক—জথা আছে বড় খা গজি আইল চলিয়া। ১৬. আ—কাটরিয়া সঙ্গে করি কালুর গমন। ক—গৃহীত পাঠ। খ—কাঠুরিয়ার সঙ্গে লইয়া কালু করিল গমন। ১৭. ব—ঘর দ্বার। খ—এ পাঠ খণ্ডিত। ১৮. আ—কাটরিয়ার ত্রিরি সবে লাগিল কহিবারে। ক—গৃহীত পাঠ। খ—এ পাঠ খণ্ডিত। ১৯. আ—যুনিঞা কাটরানি সবে মুখ করে বেকা। ক—গৃহীত পাঠ। খ—এ পাঠ খণ্ডিত। ২০. আ-কাটুরানি সবে জদি। ক-কাটরিয়ার নারি জদি। ২১. ক-অন্তর জামিনি গাজি। খ-এ পাঠ খণ্ডিত। ২২. এখান থেকে পরবর্তী ২০ পদ পর্যন্ত ক-পুঁথি খণ্ডিত। ২৩. আ—দরাকের। খ—দরাক্কের। ২৪. আ—দিল। খ—দিলাম। ২৫. আ—কাটুরানি। খ—কটরিয়ার নারিগণ। ২৬. আ—স্তান। খ—স্থান। ২৭. আ, খ—নিম্মাইয়া। ২৮. খ—চলিয়া। ২৯. আ—বির্সকন্মা। খ—লোকমান। ৩০. আ—স্বোরন। খ-এ পাঠ খণ্ডিত। আ—স্বৌরনে। খ—ঐ। ৩১. আ—সাগরিত। ৩২. আ—সম্বাসা। খ—সম্ভসা করিল। ৩৩. আ—কোন বাতে চিন্তা কর গাজি জিন্দাপির। খ—গৃহীত পাঠ। ৩৪. আ—নিম্মাইয়া। খ—বানাইয়া। ৩৫. ক—সভার লোচনে নিদ্রা লাগেল। খ—এ পাঠ নেই।

আঠার সাগরিদ নিল করিয়া সঙ্গতি ॥
শূন্যভরে আসে দ্রব যে চাহে যখন ।[১]
বাড়ি নির্মাণ বিশাই করিল তখন ॥[২]
সাত বাড়িত পাক্কা দেয়াল বানাইল ।[৩]
বিচিত্র ঘর দ্বার[৪] তুলিতে লাগিল ॥
বাহির টঙ্গী বার দ্বারী[৫] আর তোশাখানা ।
বড় বড় ঘর তোলে পাঠ আর আঙ্গিনা ॥[৬]
দক্ষিণ পশ্চিম পূর্ব ঘর সারি সারি ।[৭]
ষোলঘর তোলে তবে দক্ষিণ দুয়ারী ॥
হাসালী ঢেকী শালা চৌচালা ঘর ।[৮]
মঠ দালান কোঠা বান্ধিল থরেথর ॥
প্রতি ঘরের দ্বারে কপাট লাগাইল ।
বাড়ি বানাইয়া বিশাই গমন করিল ॥
মসজিদ বানাইতে গাযী হুকুম করিল ।[৯]
গাযীর মসজিদ বিশাই বানাইতে লাগিল ॥[১০]
শুভক্ষণে লোকমান আরম্ভ করিল ।[১১]
গাযীর হুকুমে দ্রব্য[১২] আসিতে লাগিল ।
নানান প্রকারে মসজিদ বানাতে লাগিল ।[১৩]
গাযী আর কালু দুহে দেখিতে লাগিল ॥[১৪]
মসজিদ বানায়া বিশাই না করে বিলম্ব ।[১৫]
মসজিদে লাগায়া দিল ফটীকের স্তম্ভ ॥[১৬]
উপরে গড়িল তার ষোল[১৭] গোমজ ।
চূড়াতে লাগাল তার সুবর্ণ কলস ॥[১৮]
দুয়ারে গাড়িল তার[১৯] মানিকের তারা ।
চৌদিগে গড়ায়া দিল মুকুতার ঝারা ॥
মণি মুক্তা পাথর লাগাএ প্রবাল ।[২০]
বর্ণ[২১] করিল তাহার হিঙ্গুল হরিতাল ॥
স্থানে স্থানে[২২] লাগাইল সুবর্ণ কলস ।
মসজিদে লটকায়া দিল একশত মুরছল ॥
মসজিদ বানায়া তবে না করে বিলম্ব ।
মসজিদে ঢালিয়া দিল সুবর্ণ পালঙ্গ ॥
দুই পালঙ্গে বসিল ভাই দুইজন ।
উপরে চান্দেয়া টানি দিল ততক্ষণ ॥
সমুখে[২৩] পুষ্কণি দিল পাথর বান্ধা ঘাট ।
মসজিদের দ্বারে দিল সুবর্ণ[২৪] কপাট ॥
পুরী গড়ি বিশ্বকর্মা[২৫] করিল গমন ।
রাত্রি শেষ হৈয়া গেল প্রভাত বিহান ॥[২৬]
প্রভাতে কাঠুরিয়া চৈতন্য পাইল ।[২৭]
চক্ষু মেলি ঘর দ্বার সকলি দেখিল ॥
প্রাণে ডরাইয়া[২৮] কান্দে কাঠুরিয়াগণ ।
প্রাণ বৈরী[২৯] হৈল ফকীর দিয়া এতধন ॥
কোন বা রাজা লহে সবাকে বান্ধিয়া ।[৩০]
কাঠুরিয়া সবে[৩১] কান্দে যমীনে পড়িয়া ॥
কান্দিয়া সকলে বলে মিঞা গাযীর তরে ।
ভাল টাকা দিয়াছিলা আল্লার ফকীরে ॥
গাযী বলে শুন কালু কাঠুরিয়া রোদন ।
পুরী দেখি ডরায়াছে কাঠুরিয়াগণ ॥
এথাতে বিলম্ব না কর কালু ভাই ।
এহিক্ষণে জাহ তুমি কাঠুরিয়ার ঠাঁই ॥
শান্ত করিয়া তুমি বলিহ উত্তর ।
গাযীর প্রাসাদে[৩২] তোরা পাইলা বাড়িঘর ॥
গাযীর বচনে কালু করিল গমন ।

১. আ—সুর্ন্যে ভর আসে দর্ব্ব জে চাহে জখন। ক, খ—ঐ। ২. আ—বাড়ি নিম্মান করে বির্সকম্মাগণ। ক—বাড়ির নিরম্মানি বিসাই করিল তখন। খ—বাড়ি নিম্মান লোকমান করিল তখন। ৩. আ—সাত বাড়ি পাচি দেওাল একি চাপে দিল। ক—সারা বাড়ি পাকিক দেওাল বানাইল। খ—সাত বাড়ির পাকিদেওার বানাইল। ৪. আ—বিচিত্র২ ঘর। ৫. ক—বাহির টঙ্গি আর দেহড়ি। খ-বাহির টঙ্গি আর বাহির তোষক খানা। ৬. দখনে ২ ঘর তুলিল পাট সালা। ক—গৃহীত পাঠ। খ—বড় বড় মঠ তোলে পাট আর আঙ্গিনা। ৭. আ—দক্ষিনে পর্চ্ছিমে পূর্ব্ব ঘর সারি। ক—দক্ষিণ পচিম পূর্বঘর সারি সারি। ৮. আ—হাসলের ঢেকি সালা চৌবালা ঘর। ক—হাসালি ঢেকী সালা চতুর সালা ঘর। খ—এ পদ নেই। ৯. আ—এ পদ নেই। খ—ঐ। ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। ১০. আ—এ পদ নেই। ক, খ-পুঁথি থেকে গৃহীত। ১১. ক—যুব ক্ষেনে লোকমান আরম্ভ করিল। আ, খ—এ পদ নেই। ১২. আ, ক—দর্ব্ব। খ—এ পদ নেই। ১৩। আ, খ—এ পদ নেই। ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। ১৪. আ, খ—এ পদ নেই। ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। ১৫. আ—বির্সকম্মা করে। সেহি মজিদের কাম। খ—এ পদ নেই। ক—গৃহীত পাঠ। ১৬. আ—মজিদ লাগায়া দিল ফটিকের স্তোম। ক—গৃহীত পাঠ। খ—এ পদ নেই। ১৭. আ—সোলোটি গুমজ। ক—সোল গোমজ। খ—সোবর্ন্নের গমজ। এ পদের আগে আ-পুঁথিতে আছে : বির্সকম্ম করে কম্ম গাজির আওাজ। ১৮. আ—এ পদ নেই। ক—গৃহীত পাঠ। ১৯. আ—দ্বারে গটিল জেন। ক,খ—গৃহীত পাঠ। ২০. আ—মুনি মুক্তা পয়াল গটিল প্রবাল। ২১. আ—রূপক। ক—বর্ন্ন। খ—ঐ। ২২. ক, খ—থাকে থাকে। ২৩. আ—সমুক্ষে। ক—স্যমনে। খ—সামনে। ২৪. আ—সোবর্ন্ন। ক—হীরার। খ—বজ্র। ২৫. আ—পুরি কাটি বির্সকম্মা। ক—মসজিদ বানায়া বিশাই। খ—মজিদ বানায়া লোকমান তামন করিল। ২৬. আ—রাত্রি সেস হৈয়া গেল প্রভাত বিহান। ক—রাত্রি সেশ তবে হৈল তক্ষন। খ—রাত্রি শেষ বিহান যখন হইল। ২৭. ক—প্রভাত সমএ কাঠরিয়া জাগিলা। খ—সাতজন কাঠরিয়া তখনে উঠিল। ২৮. আ—ডরাইল। ক—ঐ। খ—প্রানে ডরাইয়া। ২৯. আ, ক, খ—বরি। ৩০. ক—কোন বা রাজার ধন আনিল লুটিয়া। খ—কোন রাজার ধন আনিল কাঠরিয়া মারিয়া। ৩১. ক—নারি। খ—কাটরিয়া কান্দে। ৩২. আ—দোয়াএ। ক—দোয়াতে। খ—প্রসাদে।

কাঠুরিয়ার সাক্ষাত জায়া দিল দরশন ॥
না কান্দ না কান্দ বাছা শুনহ উত্তর[১]।
গাযীর দোওয়াএ তোরা পাইলা বাড়িঘর ॥
প্রত্যয়[২] না পাও তোরা আপন হিয়া মাঝে।
সকলে আইস তোরা সাহেব গাযীর কাছে ॥[৩]
কালুর মুখেত[৪] শুনি এমত বচন।
সকলে আইল চলি গাযীর সদন ॥
সালাম করিল সবে গলে বসন দিয়া।
দোওয়া ফরমাইল গাযী কালেমা পড়িয়া ॥
গাযী বলে ভাই কালু শুন মন দিয়া।
খাইতে না জানে ধন যত কাঠুরিয়া ॥
মোর ধন জাগ্রি করিবে সর্বজন।[৫]
ধন বলে করিব আমি নগর পত্তন ॥[৬]
উম্মর শুনিল আর সুলতান ওসমান।
ধনা মনা হীরা তারা ভাই সাতজন ॥
নগর বসাহ কালু মোর নাম লয়া।
সর্ব রক্ষা পাবে কালু শুন[৭] মন দিয়া ॥
উম্মরের তরে বলে গাযী জিন্দাপীর।
মোর নামে বাঁশ গাড়[৮] কানন মাঝার ॥
বাঁশগাড়ি করিল তবে গাযীর আদেশে।
অন্য[৯] রাজার গ্রাম ভাঙ্গি গাযীর নগর বৈসে ॥
খাইবার খরচ পাএ[১০] টাকা আর কড়ি।
দিগবিদিগের[১১] প্রজা বৈসে সারি সারি ॥

১৫ পালা সমাপ্ত।

১. আ—উৎতর। ক—যুনহ উৎতর। ২. আ—প্রতএ। ক, খ—ঐ। ৩. আ—মিঞা গাজির কাছে চলো আমার শামাঝে। ক, খ—গৃহীত পাঠ। ৪. আ—মুক্কেত। ক, খ—মুখেত। ৫. ক-ফকীরের ধন নষ্ট করিবে অকারণ। ৬. ক, খ-এ পদ নেই। ৭. আ-সুন। ৮. ক-নগর বসাও। খ-নগর বসাহ। ৯. আ-অর্ণ্ন্য। ক-অণ্ন্য। ১০. ক-দেএ। খ-দেএ তাবাগি টাকা কড়ি। ১১. আ-দিগবিগ নাহি। ক, খ-গৃহীত পাঠ।

১৬ পালা।

[১]দিসা : প্রাণের ভাইয়া নারে বৈস গাযীর শহরে

পদ ।[২]

মুসলমান বসি গেল মাথার[৩] পাগে বাজা।
চান্দে চান্দে নিয়ত করে মাসে মাসে রোজা ।।[৪]
মোঘল পাঠান বৈসে দেখিতে সুন্দর।
সৈয়দ শেখযাদা[৫] বৈসে গাযীর নগর ॥
হুনুর বন্ধ[৬] বসি জাএ নগর মাঝার।
কুচ কন্নি্য জাতি তারা বৈসে থরে থর ॥[৭]
জাঙ্গিবা[৮] বৈসে জাএ পাএ পরে মুজা।
গাযীর নগরে বৈসে আশি ঘর রোজা[৯] ॥
ধাড়ি কাঙ্গাল[১০] তারা বৈসে থরে থর।
বেশ্যা জাতি[১১] বসি জাএ দেখিতে সুন্দর ॥
কান জাতি বৈসে তারা কৃষ্ণ গুণ[১২] গাএ।
বাদিয়া জাতি বৈসে তারা[১৩] হাট মাঙ্গি খাএ ॥
ডোকলা জাতি বৈসিল বাদ্য বাজাএ।[১৪]
ধাওয়া[১৫] বসিল যারা মচ্ছ বিকাএ ॥
সও[১৬] জাতি বসিল যারা সুরা বেঁচে।
আশি ঘর মাতাল[১৭] বসিল আশে পাশে[১৮] ॥
[১৯]ব্রাহ্মণ সুজন[২০] বৈসে পরম হরিষে।
অন্য অন্য জাতি বসিল [সব] একপাশে ॥[২১]
কামার কুমার বৈসে জাতির প্রধান।
দৈবক ব্রাহ্মণ বৈসে তাহার বিদ্যমান ॥[২২]
লাহিড়ী ভাদুড়ী[২৩] বৈসে ডাহিন বামে সর্দার।
মণ্ডল কর্ম্মচারী[২৪] বসিল অপার ॥
রাএ কাএস্থ [জাতি] বৈসে থরে থর ।[২৫]
সিংহ[২৬] জাতি বসি জাএ তাহার গোচর ॥
গাযীর নগরে[২৭] প্রজা বৈসে স্থানে স্থান।
গোয়াল বসিল সেহি[২৮] মহরে মারে টান ॥
বারই জাতি বসিল যারা বেচে পান।
কৈবর্ত্ত[২৯] বসি জাএ যারা বেঁচে ধান ॥
দৈবক বসিয়া গেল যার[৩০] গলে সূত।
মালী জাতি বসি গেল যারা গাঁথে ফুল ॥
গন্ধ বণিক বৈসে তার বিদ্যমান[৩১]।
নাপিত বসিয়া[৩২] জাএ হাতে খুরশান ॥
কুরি জাতি বসি গেল যারা বেঁচে মূলা।
কুচ জাতি বসি গেল যারা বহে দোলা[৩৩] ॥
ধুলিএগ্রা চুলিএগ্রা বৈসে গাযীর নগর।
কংস বণিক তারা বৈসে থরে থর ॥
ছত্রিশ জাতি বসিল প্রজা থরে থর ।[৩৪]
হাড়ি জাতি বসিল গ্রামের উত্তর[৩৫] ॥

---

১. এখানে খ-পুথির কয়েক পদ নেই। কিছু পরে কতগুলি পাতা আছে। ২. ক-পুথি থেকে গৃহীত। আ-নেই। ৩. আ-মাতা পাকে বাজা। ক-গৃহীত পাঠ। অর্থ বুঝা গেল না। ৪. ক-নিওত সবে করে রোজা। ৫. আ-ছৈদ সেকজদা। ক-শেখ ছৈয়দ। ৬. আ-হুন্নুর বন্দ। ক-হুনরবন্দ। ফা. হুনর্‌মন্দ (বুদ্ধিমান) অর্থে বোধ হয়। ৭. ক-কোচ কর্ণ্নি্য বৈসে জিউলি পোর্দ্দার। ৮. জাঙ্গিবা শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ৯. ক-খোজা। খোজা পাঠও অর্থবোধক। ১০. আ-ডাড়িয়া কাঙ্গাল। ক-ধাড়ি কত। ১১. আ-বেস্যা জাতি। ক-লটী জাতি। খ-নাট জাতি। ১২. আ-যুগুন। ক, খ-কৃিষ্ণগুণ। ১৩. ক-বসিল সহর মাঙ্গি খাএ। খ-বসিল জারা মাঙ্গি খাএ। ১৪. ক-ডোকলা বসিল জারা বাজনা বাজাএ। খ-ভোখলা বসিলেন জারা জন্ত্র বাএ। ১৫. আ-ডাওাই। ক-ধাওা। খ-ঐ। ১৬. খ-সো। সোও খুব সম্ভব শুঁড়ি অর্থে। ১৭. আ-মাতোয়াল। খ-ঐ। ক-মাতওাল। ১৮. ক-তব কাছে। খ-তার পাছে। ১৯. এর আগে ক, খ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : ভিন্ন্য ভিন্ন্য জাতি বসিল এক পাশে। ২০. আ-সকল ক-সর্জ্জন। খ-ঐ। ২১. ক, খ-এ পদ আগে আছে (১৯ পাদটীকা দ্র:)। ২২. আ-বদ্য বসিল তাহার বির্দ্ধমান। ক-দৈবক বসিল তাহার বির্দ্দমান। খ-গৃহীত পাঠ। ২৩. আ-নাড়ি ভাদুড়ি। আ-নাড়ি সকল বসিল একাতৎর। খ-লাহিড়ী ভাদুরী বৈসে পরর্ম হরিসে। ৩ পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ২৪. ক-কন্মচারি। আ, খ-এ পদ নেই। ২৫. আ, ক-এ পদ নেই। খ-গৃহীত পাঠ। ২৬. আ-সিঙ্গ জাতি। ক-এ পদ নেই। খ-সিঙ্গ দেব কন্মচারি বানাইল বাড়ি ঘর। ২৭. ক-নগরের লোক। ২৮. ক-মহরে পাড়ে টান। আ-মহলে মারে টান। ২৯. ক, খ-নিকারি। ৩০. আ-জারা গনে মুল্য। ক-জার গলে যুত। খ-জার গলে সুত। ৩১. আ, ক, খ—বির্দ্দমান। ৩২. ক-বসিল খুরে পাড়ে সান। ৩৩. ক-ডোলা। ৩৪. আ-এ পদ নেই। ৩৫. আ-উৎতর। ক-উছড়। খ-নিয়ড়।

গাযীর নগরে প্রজা চালে চালে ঘর।
সুবর্ণ পতাকা[১] উড়ে নগর ভিতর ॥
হাট বাজার বৈসে গাযীর নগরে।
উম্মর কাঠুরিয়াক গাযী চৌধুরী করে ॥
খলিল ভাই তার হৈল জোয়ারদার।
কেহ কোররি[২] হৈল কেহ শিকদার ॥
কেহ নবিসিক্কা হৈল কেহত মণ্ডল।
কেহ মহাজন হৈল কাঠুরিয়া সকল ॥
কেহ প্রামাণিক[৩] হৈল কেহ কোতাল।
কাঠুরিয়া সকলে করে গ্রামে কারবার ॥
নগরে করম করে সাহেব পরয়ার।
রচে মিরা হালু গাইন গাযীর কিঙ্কর ॥[৪]

দিসা : প্রাণের ভাই মোর কালু দেওয়ান।[৫]

নাচাড়ি। ত্রিপদী। কামদর রাগ।[৬]

করম করে নিরাঞ্জন হএ সোনা বরিষণ।[৭]
বরষিল আড়াই প্রহর।
গ্রামে প্রজা যত জনা কুড়াইয়া নিল সোনা
ভরিয়া থুইল ঘর দ্বার ॥[৮]
গাযী বলে কালু ভাই বলিহে তোমার ঠাঞি
করম[৯] করিল নিরাঞ্জন।
ভাল মোর কামনা বরষিয়া গেল সোনা
কি থুইব গ্রামের[১০] নাম ॥
কালু বলে শুন পীর কহি তোমার হাযীর
এ সকল তোমার সন্ধান।
যে জন আল্লার হএ জানিল হৃদএ
তাহার বিঘ্ন[১১] জাএ দূর।
আল্লার করম দেখ আমার জবাব রাখ
গ্রামের নাম রাখ[১২] সোনাপুর ॥
গ্রাম বড় আনুপাম থুইল সোনপুর নাম[১৩]
কৌতুকে রহিল প্রজাগণ।[১৪]
মসজিদে দুই ভাই তাম আইল সেহি ঠাঁই
আনন্দে খাইল দুইজন ॥
করপূর তাম্বুল খায়া পালঙ্গে বসে দুই ভায়া
আল্লা বলি করিল শয়ন।
লাগিয়া গাযীর পাএ তবে মিঞা হালু কএ
আল্লা আল্লা বল সর্বজন ॥

১. আ-সোবণ্ণ্য পতুকা। ক-সোবন্ন্য ফারটা। খ-সোবর্ণ্ন্য পতাকা। ২. আ-করিম। ক-প্যাদা। ৩. আ-পরামানিক। ক-ঐ। ৪. আ-রচে মিরা ছৈয়দ হেলু গাজির কিঙ্কর। ক-রচে মিরা হালু গাইন গাজির কিঙ্কর। খ-রচে মিরা হালু গাইন গাজির কিঙ্কর। ৫. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। আ, খ-নেই। ৬. আ-নাচাড়ি। ত্রিপদি। ক-ত্রিপদি। খ-নাচাড়ি। কামদর রাগ। ৭. খ-হএ সোনার বসন। ৮. আ-ভরিয়া ২ থুইল ঘর। খ-ঐ। ক-গৃহীত পাঠ। ৯. ক-কক্ষ। ১০. ক, খ-নগরের। ১১. আ-বিঘিনি। ক-বিঘ্নি। খ-বিঘ্নিনি। ১২. ক-থোও। ১৩. আ-সোনাপুর নাম থইল। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৪. আ-প্রজা আনন্দ হৈল। ক, খ-গৃ পাঠ।

দিসা : ওরে ভাই চান্দে নিখিল মলিন আছে রে
অঙ্গ জরজর বরণ চিকণ কাল
পাঞ্জর বিন্ধিল ঘুণেরে ॥[১]

পদ বন্ধ ।[২]

দুই পালঙ্গে শুইল[৩] ভাই দুই জন।
চন্দ্র সূর্য জ্বলে[৪] যেন দুহার বরণ ॥
নির্মল[৫] বরণ গাযীর সুন্দর[৬] সুছন্দ।
মুখেতে উদয় যেন পূর্ণিমার[৭] চান্দ ॥
হাত পাও পদ্ম[৮] কপালে রত্ন জ্বলে[৯]।
বচন সুন্দর গাযীর যেন শুয়া বলে ॥
চন্দ্র জিনিঞা যেন গাযীর বরণ।
আগ্নির তুলনা নহে রবির কিরণ ॥
কালা মেঘের আড়ে যেন বিজলীর ছাটা।
কাঁচা[১০] সোনা জ্বলে যেন সেকন্দরের বেটা ॥
গাযীক দেখিয়া যেন[১১] ত্রিভুবণ মুর্ছিত।
আকাশের চন্দ্র যেন ভূমে[১২] প্রকাশিত ॥
দুই চক্ষু জ্বলে[১৩] যেন কাজলের রেখ।
বেকত খঞ্জন পক্ষী যেন পরতেক ॥
মসজিদ মাঝারে গাযী শুইয়া[১৪] আছে ভাল।
অঙ্গের[১৫] বরণে মসজিদ হয়াছে আলো ॥
দিগবিদিগের যত[১৬] হুর পরিগণ।
সকলে আসিয়া তথা মিলে সর্বজন ॥
একত্রে[১৭] মিলিয়া তবে যত হুরপরী।
আল্লার দুনিঞা দেখে বাএ[১৮] ভর করি ॥
আল্লার দুনিঞা দেখে করিয়া ভ্রমণ।
গাযীর গ্রামে আইল যত হুর পরিগণ ॥
বিচিত্র নগর দেখে চালে চালে ঘর।
সুবর্ণ[১৯] পতাকা উড়ে নগর উপর ॥
গাযীর নগরের কথা কহন না জাএ।
হীরামন মাণিক কত[২০] ধূলাএ লুটাএ ॥
মণি[২১] মুক্তা নানা রত্ন[২২] অমূল্য পাথর।
ঝলমল করে পুরী নাহি অন্ধকার ॥
নাট নৃত্য গীত মঙ্গল প্রতি ঘরে ঘরে ॥[২৩]
সুখী বিনে দুঃখী[২৪] নাহি গাযীর নগরে ॥
কার পুষ্কর্ণির পানি কেহ নাহি খাএ।
ঘোড়াএ চড়িয়া গাযীর প্রজা বেড়াএ ॥
গাযীর নগরে কেহ নহেত কাঙ্গাল।
সোনা রূপা বান্ধাঘাট[২৫] সহস্র জাঙ্গাল ॥
ফটীকের স্তম্ভ জ্বলে পাথর[২৬] উপর।
রাত্রি দিবা নাহি চিন এক সমসর[২৭] ॥
গ্রাম দেখি ধন্য ধন্য বলে পরিগণে।
মনুষ্য এমন পুরী বানাইল কেমনে ॥[২৮]
ধন্য ধন্য গাযী পীর আর প্রজাগণ।
সুবর্ণ[২৯] কলসে প্রজা সবে খাএ জল ॥
নগর দেখিয়া পরী আনন্দ হইল।
সকল হুর পরী তবে বলিতে লাগিল ॥
গাযী আর কালু আছে পালঙ্গেতে শুইয়া।
গাযীক দেখি চল নঞান ভরিয়া ॥
এতেক[৩০] বলিয়া সবে করিল গমন।
মসজিদের[৩১] দ্বারে জায়া দিল দরশন ॥
দ্বারে থাকিয়া পরী করিল নযর।[৩২]
কত কুটি চন্দ্র যেন মসজিদ[৩৩] ভিতর ॥
দ্বারে দাঁড়াইল পরী কাতারে কাতারে।
ভুবন মোহন গাযী পালঙ্গ উপরে ॥
গাযীর অঙ্গরূপ নেহালি পরীগণ।
মূর্ছা[৩৪] খায়া পৈল পরী হয়া অচেতন[৩৫] ॥
অনেক যতনে[৩৬] পরী পাইল চেতন।

---

১. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। আ-নেই। খ-নিম্নলিখিত পদ আছে : দিসা : কালা মেঘের আড়ে জেন বির্জলির ছাটা। কাঞ্চা সোনা জলে জেন সেকন্দরের বেটা॥ ২. ক-পদ। খ-নেই। আ-পদবন্ধো। ৩. আ-ষুইল দুই জোন। ক-ষুইয়া ভাই দুই জন। খ-এ পদ নেই। ৪. আ. ক-চন্দ্র মুর্জ্জ জলে। খ-এ পদ নেই। ৫. আ-নিস্কাল। ক-নিরঙ্কাল। খ-এ পদ নেই। ৬. ক-দেখিতে। ৭. আ-পুণ্ন্যিমার। ক-কত কুটি চন্দ্র। খ-এ পদ নেই। ৮. আ পদ্মে। ক-পর্দ্দ। ৯. আ-রত্তন। খ-এ পদ নেই। ১০. আ-কাঞ্চা। ক-ঐ। খ-এ পদ এবং পূর্ববর্তী পদ আগে 'দিসা'তে আছে। ১১. ক-ত্রিভুবন হএ মুরছিত। খ-ত্রিভুর মুরছিত। ১২. আ-ভুম্মে। ক-ভূমিতে প্রকাসিত। ১৩. খ-উর্জ্জল। ১৪. আ-সুয়া। ক, খ-ষুইয়া। ১৫. আ-রঙ্গের (র-আগমে)। ক, খ-ঐ। ১৬. আ-দিগবিদিগ হৈতে। খ-দগবিদিগের। ক-গৃহীত পাঠ। ১৭. ক-একান্তর। খ-ঐ। আ-একাত্রে। ১৮. আ-বাহে। ক-ঐ। খ-র্বায়ে। ১৯. আ, ক খ-সোবর্ন্ন্য পতুকা। ২০. আ-তথা। ক-সব। খ-প্রবাল। ২১. আ-চুনি। ক, খ-মনি। ২২. খ-নানা রত্ন মূল্য নাহি জ্ঞার। ২৩. ক-গীত মঙ্গল সব নগর মাঝারে। খ-গীত মঙ্গল নাট প্রতি ঘরে ঘরে। আ-নাট নিত্যন দিগ মঙ্গল প্রতি ঘরে ঘরে। ২৪. আ-ষুক্ষি বিনে দুক্ষি। ২৫. আ-সাইট। ক-ঐ। খ-ঘাট। ২৬. আ-পথের। ক-পাথর। খ-পাথরের। ২৭. আ-সমেস্বর। ক-ঐ। খ-সমস্বর। ২৮. আ-মনুস্য হৈয়া এমত গ্রাম নিষ্কাইল কেমনে। ক-মনষ্য এমন হয়া এমন পুরি বানাইল কেমনে। খ-মনস্য এমন পুরি বসাইল কেমনে। ২৯. শোবণ্ন্য। আ-সোবণ্ন্য। ৩০. ক-এমত। খ-এমন। ৩১. আ-মজিদের। ক-মসজিদের। খ-মজিদের। ৩২. ক-দ্বারে থাকী তবে পরি নজর করে। ৩৩. ক-মছজিদ মাঝারে। ৩৪. ক-মুরর্চ্ছা। ৩৫. আ, ক, খ-অচৈতন। ৩৬. ক-খেনেক অন্তরে।

কহিতে[১] লাগিল যত হুর পরিগণ ॥
পরী বলে দেখ বহিন অপূর্ব সন্ধান[২]।
মনুষ্যের অঙ্গরূপ[৩] এমত নির্মাণ ॥
যতনে[৪] করিছে বিধি শরীর গঠন।
চন্দ্র সূর্য জিনি দেখি[৫] গাযীর বরণ ॥
আমরা পরিগণ[৬] দুনিঞা বেড়াই।
এমত রূপের পুরুষ[৭] কভু দেখি নাই ॥
এমন পুরুষ গাযী নাভিএ গম্ভীর।
সুছন্দ হস্ত পদ [আর] নির্মাণ[৮] শরীর ॥
পাও নাহি চলে বহিন[৯] আর কোথা জাই।
মনে লহে এহি[১০] রূপ বসিয়া ধিয়াই ॥
নঞানে দেখিনু আজি অপূর্ব পুরুষ।[১১]
সার্থক জনম গাযীর ভাগ্যবতীর পুত ॥[১২]
যে গ্রামে ছিল[১৩] গাযী সেহি গ্রাম অন্ধ।
মসজিদে আছেন গাযী পূর্ণিমার[১৪] চান্দ ॥
রূপের নাগর গাযী ত্রিভুবনে[১৫] ধন্যা।
এনার সমান নাহি[১৬] সংসারেত কন্যা ॥
দেব গর্দ্ধব যত পীর পয়গাম্বর।
সৈয়দ শেখযাদা আর ফিরিস্তা সকল ॥[১৭]
সকল দেখিনু[১৮] আমরা যত হুর পরী।
এরূপ দেখিয়া বহিন পাসরিতে না পারি ॥
আমা সবের রূপ নহে পুঁথি সমতুল।[১৯]
এরূপ দেখিয়া বহিন জাএ জাতিকুল ॥
এমত সুন্দরী নাহি পৃথিবী জুড়িয়া[২০]।
তাহাব সহিতে হএ এপুরুষের বিয়া ॥
দক্ষিণের[২১] পরীগণ কি বলে বচন।
কত বড় হএ মিঞা গাযীর বরণ ॥
এমত দেখেছি কন্যা কি কব বাখান।
লক্ষ কুটি গাযী নহে তাহার সমান ॥
আর পরী শুনিঞা বলে খরতর।[২২]

বল দেখি তাহার কোথা[২৩] বাড়ি ঘর ॥
পরী বলে সিহ কথা পুছিলে আমারে।[২৪]
সেহি কন্যা আছে রাজ্য[২৫] ব্রাহ্মণ নগরে ॥
দক্ষিণ দিগের রাজ্য ব্রাহ্মণ নগর।[২৬]
দালান কোঠা মঠ[২৭] বিনে নাহি খেড়ের ঘর ॥
অমূল্য[২৮] পুরীর কথা কহন না জাএ।
হীরা মন মাণিক তথা ধূলাতে লুটাএ।
বিচিত্র পতাকা উড়ে নগর উপর।
দেখিতে সুন্দর গ্রাম করে ঝলমল ॥
প্রতি ঘরে ঘরে আছে সুবর্ণ[২৯] কলস।
সুবর্ণ ইটার ঘাটে বসে ভরে জল ॥
সুখী বিনে দুঃখী তথা নাহি রাজ্যে প্রজা।
সে গ্রামের অধিকারী মটুক নামে রাজা ॥
ব্রাহ্মণ রাজা ব্রাহ্মণ প্রজা ব্রাহ্মণ দেওয়ান।
ব্রাহ্মণ বিনে শূদ্র তথা নাহি একজন ॥
দ্বারী প্রহরী আর কোতাল মণ্ডল।
রাজ্যের[৩০] যতেক প্রজা সকলি ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ নগরে যদি পাএ মুসলমান[৩১]।
গোসাঞির দ্বারে তাক[৩২] দেএ বলিদান ॥
পঞ্চ পুত্র মটুক রাজার ত্রিভুবনে ধন্যা।
পঞ্চ পুত্রের কনিষ্ঠ[৩৩] কেবল এক কন্যা ॥
পিতা মাতা দুই জনের পরাণের পরাণ ॥
হাবিলাসে থুইছে তার চম্পাবতী নাম ॥
নও বছর কন্যার হৈল[৩৪] বএক্রম।
মদন পাগলী কন্যা পুরুষের যম ॥
কতেক কহিব তার রূপের শ্রীঙ্গার[৩৫]।
রূপে মজাইতে পারে সয়াল সংসার ॥[৩৬]
মস্তকের কেশে যার[৩৭] আকুল ভমরা।
শিশেত সিন্দুর তার মুকুতার ঝারা।[৩৮]
নাসিকার সৃজন[৩৯] যেন কানুর হাতে বাঁশি।

১. ক-বলিতে। খ-ঐ। ২. আ-সগ্যান। খ-সন্দান। ক-এ পদ নেই। ৩. আ-মনুস্যের রঙ্গরূপ। খ-ঐ। ক-এ পদ নেই। ৪. জত্নে। আ-ঐ। খ-এ। ৫. আ-চন্দ্র মুর্জ্জ জলে জেন। খ-চন্দ্র মুর্জ্জ জিনিঞা দেখি সরিরের বরণ। ক-গৃহীত পাঠ। ৬. আ-হুব পরী। ক, খ-পরিগণ। ৭. ক-পুরুশ কভে দেখিত না পাই। খ-পুরূস দেখিতে না পাই। ৮. আ, ক নিষ্কান। খ-নিষ্কল। ৯. আ-বহিন অন্ন্য দেসে জাই। ক, খ-আর কথা জাই। ১০. আ-ইহার রূপ। ক, খ-এহি রূপ। ১১. আ-নঞানে দেখিল রূপ সরিল হইল ছিদ্র। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১২. আ-সত্তর্ক জনম গাজির ভার্গ্যবানের পুত্র। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৩. আ-ছিল সে গ্রাম হৈছে অন্দ। ক-জে গ্রামে আছিলা সে গ্রাম হইল অন্ধ। খ-গৃহীত পাঠ। ১৪. আ-পুর্ন্নিমার। ক, খ-ঐ। ১৫. ক-সংসারের। ১৬. ক-সংসারে নাহি কন্যা। ১৭. ক-ছৈয়দ শেক আর ফিরিস্তা পরিগণ। খ-ছৈয়দ সেকজাদা ফিরিস্তা দুনিঞার ভিতর। ১৮. আ, ক, খ-দেখিল। ১৯. আ-আমা হেন রূপে নহে প্রিথি সমতুল। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২০. আ-ভ্রমিঞা। খ-ঐ। ক-যুড়িয়া। ২১. ক-দক্ষিণেত। ২২. ক-আর পরি তবে কী বোলে উতৎর। খ-ঐ। ২৩. ক-কথাতে। ২৪. ক-পরি বলে তাহার বাড়ি শোধাইলা মোরে। খ-ঐ। ২৫. ক-বোন। ২৬. আ-এ পদ নেই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৭. আ-মোট। ক-কোঠা বিনে তথা। ২৮. আ-অমুল। ক-অমুল্ল। খ-ঐ। ২৯. আ-সোবণ্ন্য। ৩০. ক, খ-রায্যের। আ-রার্জ্জের। ৩১. আ-মোছলমান। ক, খ-ঐ। ৩২. ক-কাটিঞা গোসাঞীর আগে। ৩৩. আ, ক, খ-কনেস্ট। ৩৪. ক-ন বজ্জরের কন্যার। ৩৫. ক-সিঙ্গার। খ-ঐ। ৩৬. খ-রূপে পারেন কন্যা সংসার ... ইবার। ৩৭. আ-মস্তকের কেস জেন। খ-মাতার কেসের গন্ধে। ক-মাথার কেশে জার। ৩৮. আ-দুই বক্ষ জলে জেন সেন্দুর তারা। খ-সেথিতে সিন্দুর তার মুকুতার ঝারা। ক-গৃহীত পাঠ। ৩৯. আ-শ্রীজন। ক-শ্রীজিল কানুর। খ-শীজিন যেন কানুর।

জগত মোহিত করে চন্দ্র মুখের হাসি ॥
ডালিম্ব জিনিঞা কুঞ্চ উঞ্চ পয়োধর[১]।
উত্তম[২] কাঁচুলী শোভে তাহার উপর।
বচন সুসার[৩] তার কি কহিব আমি।
কতেক কহিব তার রূপের[৪] বাখানি ॥
অতি ভাগ্যবর্তী কন্যা আনন্দিত চিত।
ধর্মকর্ম কি কহিব ভবানীর সাগরিদ ॥[৫]
মণ্ডপে জায়া[৬] যখন পূজে মহামাএ।
কৈলাস ছাড়ি হএ দেবী চম্পাক সদএ ॥
স্নান করিতে যখন বান্ধা ঘাটে জাএ।
মগর বাহনে গঙ্গা হএত সদএ ॥
যেহি ঘরে থাকে সেহি চম্পা সুন্দরী।
ঘর বেড়ী থাকে তার লক্ষজন প্রহরী ॥
একাশ্বর থাকে কন্যা কেহ নাহি সাথ।
মাও তার লীলাবতী[৭] রান্ধিয়া[৮] দেএ ভাত ॥
দক্ষিণ রাএ গোসাঞি বিক্রমে ঠাকুর।
যার দর্পে পৃরি খান হএ সাঙ্গ চূর[৯] ॥
রাজ্য[১০] সহিতে লোকে তার সেবা করে।
মটুক রাজা রাজ্য খাএ সেহি গোসাঞির বরে ॥
এক পরী বলে বহিন শুন সর্বজন।
আমাদের চাহিতে রূপ নাহি কোনজন ॥
আমাক[১] জিনিঞা এহি গাযীর রূপ সার।
সেহি পরী বলে চাম্পার রূপ পৃথিবী মাঝার ॥[২]
সর্ব পরী বলে গাযী রূপে গুণে ধন্যা।
সেহি বলে রূপবতী ব্রাহ্মণের কন্যা ॥[৩]
সবে বলে পাগল হৈল গাযীর[৪] রূপ দেখি।
সেহি বলে সংসার মজাইবে চম্পা চন্দ্রমুখী[৫] ॥
সবে বলে সংসার জিনি গাযী রূপসী।[৬]
সেহি বলে গাযী হৈতে চাম্পার রূপ বেশি ॥[৭]
দুই রূপে[৮] হুরপরী দেএ বাহুনাড়া।
সরস নিরস বলি লাগাল[৯] ঝগড়া ॥
একপরী বলে বহিন শুনহ বচন।
মিথ্যা[১০] ঝগড়া তোমরা কর কি কারণ ॥

আমি এক যুক্তি বলি তাতে দেহ মন।
চল গাযীক লয়া জাই ব্রাহ্মণ ভুবন ॥
সুন্দরীর ঘরের দ্বারে গাযীর পালঙ্গ থুইয়া।
সকলে দেখিব রূপ নঞান ভরিয়া ॥
সুন্দরীর পালঙ্গ কাছে গাযীর পালঙ্গ থুইব।
সরস নিরস বহিন তবে সে বুঝিব ॥
সকলে বলে বহিন মন কর স্থির।
ধরিয়া গাযীর পালঙ্গ করহ বাহির ॥
আর পরী বলে বহিন শুন[১১] বিদ্যমানে।
গাযীক লয়া জাইতে কালু জানি জানে ॥
গাযীক লয়া জাইতে কালু চেতন[১২] পাএ।
গাযীক না দেখিয়া কালু[১৩] বাঁচিবার নএ ॥
এহি বলি পরিগণে মন কৈল স্থির[১৪]।
ধরিয়া গাযীর পালঙ্গ করিল বাহির ॥
চারদিকে পালঙ্গ ধরিল হুর পরী।
আল্লা বলি উড়াও[১৫] দিল বাএ ভর করি ॥
শূন্যেত[১৬] উড়িল পরী পাখা বান্ধি বাএ।
ছএ মাসের পথ পরী ছএ দণ্ডে জাএ[১৭] ॥
এহি মতে পরিগণ[১৮] চলিল আকাশে।
কোন দিগে ব্রাহ্মণ নগর সকলে জিজ্ঞাসে[১৯] ॥
হাঁটিতে হাঁটিতে রাজ্য[২০] চক্ষের হৈল লেশ।
নিকট হইল তবে ব্রাহ্মণ নগর দেশ ॥
এ পারে[২১] আছে গ্রাম নামে কান্তাপুর।
ও পারে ব্রাহ্মণ নগর বসিছে প্রচুর ॥[২২]
মন দিয়া শুন বামন[২৩] নগরের কথা।
কুল্বাত[২৪] ইমারত আর গড় চারি ভিতা ॥
কত বড় রাজা তার কতেক সম্পদ।[২৫]
ছএ মাস ফিরে যদি নাহি পাএ অন্ত ॥
দুই দিকে দুই গ্রাম মধ্যে[২৬] আছে নদী।
এমত অপূর্ব গ্রাম নির্মাইছে[২৭] বিধি।
ধন্য ধন্য বলে পরী দেখিয়া নঞানে।
এমন পুরীর মধ্যে পশিব কেমনে ॥
লয়া গাযীর পালঙ্গ উড়িল গগনে।

১. আ-উঞ্চল সসোধর। ক-পঙধর। খ-উঞ্চল পয়োধর। ২. আ-উতৎম। ক-উতৎম। খ-ঐ। ৩. আ-সুবেস। ক-সুশার। খ-ঐ। ৪. ক-হাটনের নিছনি। খ-হরিনের নঞানি। ৫. ক-ধর্ম্ম কর্ম্ম কি কহিব ভবানি শাগৃিত। ৬. ক-মঞ্জবে চড়ি। ৭. আ-আন্দিয়া (র-বিলোপে)। ৮. ক-পুস্পবতি। খ-ঐ। ৯. আ-ছাঙ্গচুর। ক, খ-সাঙ্গচুর। ১০. আ-রার্জ্জ। ক-রাথ্য। খ-রায়্যের হিতে। ১১. ক-আমা সভাক। খ-আমাকেরে। ১২. আ-সে বোলে চাম্পাবতি বিনে নাহি আর। ক-সেহি পরি বোলে চাম্পা বিনে রূপ নাহি প্রিথিবি মাঝার। ১৩. ক-আর পরি বোলে চাম্পা ব্রাহ্মণের কন্যা। ১৪. আ-সাহেব গাজি দেখি। ক-সবে পাগল ছাহেব গাজিক দেখি। খ-গাজির রূপ দেখি। ১৫. আ-মুক্ষি। ১৬, ১৭. ক, খ-এ দুই পদ নেই। ৮. ক. দুই দিগে। ৯. ক, খ-লাগিল। ১০. আ-মির্থা। ১১. আ-ষুন বির্দ্দমানে। ক-ঐ। আর পরি বলে বলি বির্দ্দমানে। ১২. আ, ক, খ-চৈতন। ১৩. ক-কালু মরিবে নিশ্চএ। ১৪. আ-স্তির। ক-স্তীর। খ-স্তির। ১৫. ক-উড়াইল। খ-উঠাইল। ১৬. আ, ক, খ-ষুর্ণ্যেত। ১৭. আ-এড়াএ। ক-এড়ায়ে। খ-ছয় পলকেত জাএ। ১৮. ক, খ-হুর পরি উড়াইল আকাশে। ১৯. আ-জির্গ্যাসে। ক, খ-জিজ্ঞাসে। ২০. ক-গ্রাম। আ, খ-রার্জ্জ। ২১. আ-একুলেত। ক-এ পারে আছে গ্রাম কান্তাপুর নগর। খ-এ পদ নেই। ২২. ক-ওপারে ওকুলে মহাগম বামন শহর। খ-ওকুলে মহা গ্রাম বামন সহর। ২৩. আ-ব্রাহ্মণ রার্জ্জের। ক, খ-বামন নগরের। ২৪. ক-কর্ব্বাত্তি। খ-ঐ। ২৫. ক-কতেক রাজার কতেক শম্পত। খ-কতেক কহিব রাজার কতেক সম্পদ। ২৬. ক-মৈর্দ্ধে। খ-ঐ। আ-মর্দ্ধে। ২৭. আ-নির্ম্মাইছে। ক, খ-নির্ম্মাইল।

চাম্পার বাসরে জাব আকাশ গমনে ॥[১]
এহি বলি শূন্যে[২] উড়িল হুরপরী।
উদ্দিশ না পাএ কেহ কোথাতে সুন্দরী ॥
এহি বলি হুরপরী ভ্রমেন আকাশে।
একলক্ষ প্রহরী দেখে খড়্গ[৩] হাতে আছে।
আল্লা আল্লা বলে সেহি যত হুর পরী।
আর চিন্তা না করিহ এহি ঘরে সুন্দরী ॥
কোন জনে খণ্ডাইবে কপালের লিখন।[৪]
কন্যার ঘরে প্রবেশিল হুর পরিগণ ॥[৫]
ঘরের দ্বারে থুইল গাযীর পালঙ্গ।
অঙ্গ রূপ দুহার দেখিল পরিগণ ॥[৬]
দ্বারে সাহেব গাযী ঘরে চম্পাবতী।
চন্দ্র আর ভানু যেন উদয় হৈল অতি ॥
[৭]দুই রূপে[৮] হুর পরী হইল পাগল।
রূপ দেখি পরিগণ হাসে খল খল ॥[৯]
দক্ষিণের পরী বলে শুন[১০] কথা দিদি।[১১]
কেহ ঘরে কেহ বাইরে কেমনে ভাল বুঝি ॥[১২]
চাম্পার পালঙ্গ কাছে গাযীর পালঙ্গ থুইয়া।
সকলে দেখিব রূপ নঞান ভরিয়া ॥[১৩]
এহি বলি পরিগণ মনে হয়া খুশি।[১৪]
গাযীর পালঙ্গ থুইল চাম্পার পালঙ্গ ঘেঁষি ॥[১৫]
গাযী আর চাম্পার পালঙ্গ একত্রে থুইয়া।[১৬]
সরস নিরস পরী দেখে নিরখিয়া ॥[১৭]
দ্বারে রহিয়া রূপ দেখে পরিগণ।
দুই জনার রূপ যেন অপূর্ব মিলন ॥
যেমন গাযীর রূপ তেমত চম্পা রূপসী।
একসঙ্গে দুইজন চন্দ্র মিশামিশি ॥[১৮]
দুহার শরীর[১৯] যেন একই সমান।
কিবা দোষে বিধাতা করিছে দুই খান ॥
যেমত চম্পাবতী তেমত গাযী গুণনিধি।
এক তনু দুই ভাগে নির্মাইছে[২০] বিধি ॥
পরিগণে বলে বহিন মরি বালাই লয়া।[২১]
প্রাণ আউলাইল বহিন এরূপ[২২] দেখিয়া ॥
শিথান হৈতে একবার দেখিল পৈথানে।[২৩]
পৈথান হৈতে একবার দেখিল শিথানে ॥[২৪]
হস্তে হস্তে দেখে আর বদনে।[২৫]
পদে পদে দেখে আর নঞানে নঞানে ॥
দুই জনার হৈত[২৬] যদি এক সাথে বিয়া।
আনন্দের[২৭] অবধি নাহি দুহাকে দেখিয়া ॥
আর পরী বলে বহিন শুনহ বচন।
আনন্দে[২৮] শুইয়া এথা রহুক দুইজন ॥
দুই জন রহুক এথা করিয়া আনন্দ।
তোরা নি দেখিছ রাজার ফুল মধুবন ॥
মটুক রাজা দিছে গড়ি ফুলমধুবন।[২৯]
বাগান দেখিতে চল জাই সর্বজন ॥
গাযী মিঞাক[৩০] চাম্পাবতীর বাসরে রাখিয়া।
মধুবন দেখিতে পরী গেলতো চলিয়া ॥
দড়ি ধরি ফুল গাছ রূপিছে সারি সারি।
সুবর্ণ[৩১] ইটাতে বান্ধা ফুলের কেয়ারী ॥
স্থানের দালান মঠ মানিক প্রবাল[৩২]।
অমূল্য পাথর দীপ্ত[৩৩] নাহি অন্ধকার ॥
সোনা রূপা বান্ধা তার এ দুই জাঙ্গাল।[৩৪]
সুবর্ণের গাছের ডালে মুকুতার প্রবাল ॥
নানা বর্ণের ফুল তাতে করে ঝলমল।
সুবর্ণের গাছে ধরে মাণিকের ফল ॥[৩৫]
দেখিয়া পুলকিত হৈল হুর পরিগণ।
কহিতে লাগিল তবে পরি যত জন ॥[৩৬]
আমরা তো হুরপরী সংসারে বেড়াই।
এমত বাগান মোরা কভু দেখি নাই ॥[৩৭]
মনুষ্য হয়া এমত বাগান সৃজিল[৩৮] কেমনে।
উদর ভরি ফল ফুল খাইল সর্বজনে ॥
আনন্দেতে পরী সবে ফলফুল খাএ।[৩৯]
গাযী আর চাম্পার কথা বিসরিত হএ ॥[৪০]
এহি মতে রৈল যত হুর পরিগণ।
গাযী আর চাম্পার কথা শুন দিয়া মন ॥
রচে মিরা ছৈয়দ হেলু মধুর বচন।[৪১]
কপালের লেখা সিহ না জাএ খণ্ডন ॥[৪২]

১৬ পালা সমাপ্ত।

১. ক-চাম্পা ঘরে পসিব আসমান গমনে। খ-ঐ। ২. আ-সুন্ন্যে। ক-আকাসে। খ-সুর্ন্ন্যেত। ৩. ক-হাতে খড়্গ আছে। ৪. ক-কে খণ্ডাইতে পারে কপালের নিরবন্ধ। খ-কে খণ্ডাইতে পারে কার কপালের নির্বন্ধ। ৫. ক, খ-এ পদ নেই। ৬. ক, খ-এ পদ নেই। ৭. এর আগে ক-পুথির অতিরিক্ত পদ : গাজির রূপ চাম্পার রূপ এক করি জানি। এক সাগরে মিসাইব আর দরিয়ার পানি ॥ ৮. ক-দুইজনের রূপে। ৯. আ-গাজী আর চাম্পাক করিল একাতথরে। ১০. আ-সুন। ১১—১৯. এই ৯ পদ পুথিতে নেই। ২০. ক-একহি দোহে জেন প্রেমে মিশামিশি। খ-একত্র দুহে জেন চন্দ্র মিসামিসি। ২১. খ-দুই সরির। ২২. নির্ম্মাইছে। ক-নির্ম্মাইল। ২৩. ক-পরি বোলে মরি মরি তোমার বানাইয়া। খ-পরি বলে মরি মরি তোমার বালাই লয়া। ২৪. ক-দোহাকে। খ-তোমাক। ২৫—২৭. ক, খ-এ তিন পদ নেই। ২৮. ক-হএ। খ-এ পদ নেই। ২৯. ক-আনন্দে। খ-এ পদ নেই। ৩০. খ-পালঙ্গে। ৩১. ক, খ-মটুক রাজার আছে ফুল মধু বন। ৩২. ক-গাজিক তবে। খ-গাজির তরে চাম্পার বাসরে রাখিয়া। ৩৩. আ-সোবর্ণ্ন্য। ক-শোবণ্ন্য। খ-এ পদ খণ্ডিত। ৩৪. ক-আর। খ-ঐ। ৩৫. ক-দির্ব্ব। ৩৬. ক-সোনাএ রূপাএ বান্ধা এ দুই জাঙ্গাল। ৩৭. ক-সোবর্ন্ন্যের গাছ মুত্তউল প্রবাল। খ-সোবর্ন্ন্যের গাছে মুকুতা প্রবাল। ৩৮. ক-বলিতে লাগিল সবে করিয়া জত্নন। ৩৯. ক-এমত বাগান আমরা দেখিতে না পাই। ৪০. ক-শ্রীজিল। ৪১. ক-আনন্দে পরি সবে ফলফুল খাইয়া॥ ৪২. ক-গাজি আর চাম্পার কথা শুন মন দিয়া। ৪৩. ক-রচে মিরা হলু মধুর বচন। খ-রচে মিরা হালু এহি ...। ৪৪. ক-কপালের লেখা খণ্ডাবে কোন জন। খ-ঐ।

১৭ পালা

পদ।

নিদ্রায়[১] আকুল গাযী পালঙ্গ উপরে।
কালু বলি গাও মোড়া দিল গাযী পীরে।
বিধির নির্বন্ধ কিবা দৈবের বাত।
আচম্বিতে[২] চাম্পাবতীর কুচে পৈল হাত ॥
পুরুষের হস্ত যদি কন্যার কুচে[৩] পৈল।
মদন পাগলী কন্যা জাগরণ হৈল।[৪]
চক্ষু[৫] নাহি মেলে কন্যা[৬] ভাবে মনে মন।
আমার অঙ্গেতে[৭] হস্ত দিল কোন জন ॥
চৌভিতে[৮] আছেন মোর একলক্ষ প্রহরী।
কাহার শক্তি এথা আসিতে না পারি ॥
কোন দুষ্ট প্রহরী মোক প্রবন্ধে[৯] দেখিল।
প্রকার প্রবন্ধে সেহি[১০] ঘরে প্রবেশিল ॥
মহাধার খড়গ[১১] মোর পালঙ্গ উপরে।
কাটিয়া চোরাক পাঠাব[১২] যম ঘরে ॥
নিদ্রাতে নঞান লাগা[১৩] মনে কহে বাত।
খড়গ তালাশিতে পাইল গাযীর হাত ॥[১৪]
খড়গ তালাশিতে গাযীর হাত পাইল।[১৫]
মদন পাগলী কন্যা চমকিয়া উঠিল ॥[১৬]
ধরিয়া গাযীর হস্ত চক্ষু মেলি চাএ।[১৭]
চন্দ্রমা উদএ যেন দেখিবার পাএ ॥
হস্ত ছাড়িয়া চাম্পা হৈল মূরছিত।
আকাশের চন্দ্র যেন ভূমে প্রকাশিত ॥
অনেক য়তনে[১৮] কন্যা চেতন[১৯] পাইল।
গাযীক দেখিয়া চাম্পা কান্দিতে লাগিল ॥
মরমে মজিল[২০] মন রাজার নন্দিনী[২১]।
বুক বিদরিয়া জাএ পড়ে[২২] চক্ষের পানি ॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ[২৩] হইল হুতাস।
অঙ্গে যাও দেএ কন্যা ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ॥

দিসা : বল সখী[২৪] এবে সে মরিব হে।

পদ।[২৫]

মাএর উদর হৈতে জন্মিয়া[২৬] ভুবনে।
এমত পুরুষ কভু[২৭] না দেখি নঞানে ॥
মাতা পিতা চিনি কেবল আর সাত ভাই[২৮]।
দাসী বিনে দাস আমি[২৯] কভু দেখি নাই ॥
বাপ মোর বলবান রাজ্য[৩০] অধিকারী।
অভাগিনীর যৌবন লাগি রাখিছে[৩১] প্রহরী।
সেবার গোসাঞি দক্ষিণ রাএ বলবান।
বিক্রমে জিনিতে পারে যমীন আসমান ॥
কোথা হইতে[৩২] আইল বিদেশী কুমার।
পরান ধরিতে নারি[৩৩] কি হৈল আমার ॥
দেব দানব[৩৪] কিবা গর্ন্ধব কুমার।
পৃথিবী[৩৫] জিনিঞা রূপ ত্রিভুবন[৩৬] সার ॥

১. আ-নিদ্রাতে। ক, খ-নিদ্রায়ে। ২. আ-অচিন্তিতে। ক-চাম্পার কুঞ্চেতে ফেল বড়খা গাজির হাত। খ-চাম্পাবতির কুঞ্চ-যুগে গাজির পৈল হাত। ৩ পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ৩. আ-কুঞ্চে। ক-পুরুসের হাত জদি গাএত পড়িল। খ-গাত্রে। ৪. ক-নিদ্রাএ আকুল কন্যা কান্দি উঠিল। খ-নিদ্রাএ কম্পিত কন্যা উঠিয়া বসিল। ৫. আ-চক্ষ। ক-চক্ষ্য। খ-চক্ষ। ৬. ক-চাম্পা। ৭. আ-রঙ্গেত দস্ত। ক-গায়েত হাত। খ-অঙ্গেত হাত। ৮. আ-চৌদিগে। ক-চারিভিতে। খ চৌভিতে। ৯. ক, খ-প্রকারে। ১০. ক-কেবা বাসরেত আইল। খ-কেহ বাসরে আইল। ১১. খ-খাণ্ডা। ১২. আ-পাটামু। ক-ঐ। খ-পাঠ খণ্ডিত। ১৩. খ-নিদ্রাএ চক্ষু লাগা কন্যা। ক-এ পদ নেই। ১৪. ক-সেহিকালে গাজির পাইল দক্ষিণ হাত। খ-ঐ। ১৫. ক, খ-এ পদ নেই। ১৬. ক-দেখিয়া মনুষ্যের হাত পাইল তরাষ। খ-এ পদ নেই। ১৭. খ-এ পদ খণ্ডিত। ১৮. আ-জত্নেনে। ক. খ-ঐ। ১৯. আ-চৌতন। ক-চৈতন্য। খ-চৈতন। ২০. ক-মরমে মরমে। খ-মরমে মরিল। ২১. ক, খ-নন্দনি। ২২. ক-বুক বিদড়িয়া পড়ে দুই। খ-ঐ। ২৩. আ-রঙ্গ। ক, খ-ঐ। ২৪. ক-সকি। ২৫. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। আ, খ-নেই। ২৬. আ-জম্মিনু। ক-ঐ। খ-জম্মিনু ত্রিভুবনে। ২৭. খ-কান্তি। ২৮. আগে মটুক রাজার পাঁচ পুত্রের কথা আছে। ২৯. ক-আমি দেখিতে না পাই। খ-দাস কভু দেখিতে না পাই। ৩০. ক-মটুক। এখান থেকে পরবর্তী ১৮ পদ আদর্শ পুঁথিতে খণ্ডিত। ৩১. খ-থুইছে। ক-গৃহীত। পাঠ। ৩২. খ-হনে। ক-হইতে। ৩৩. ক-ধরাইতে না পারি প্রান। ৩৪, ক-দান। খ-দানব। ৩৫. ক, খ-প্রিথিবি। ৩৬. ক, খ-ত্রিভুবনের।

দেখিয়া মোহন রূপ মরিনু[১] মরমে।
না জানি কি দুখ আল্লা লিখিল কপালে ॥
চিয়াইতে[২] কুমার যদি জাএ উড়াঙ দিয়া।
বারাইবে প্রাণ তবে মরিব কান্দিয়া ॥
ধড়ফড়[৩] করে প্রাণ গাযীর পানে চায়া।
পাগলী হইল কন্যা রূপ নিরখিয়া[৪] ॥
ছটফট[৫] করে কন্যা গাযীর রূপে ভুলি।
পালঙ্গ হৈতে নামে যেন উন্মত্ত[৬] পাগলী ॥
নেহালে গাযীর অঙ্গ অরুণ[৭] নঞানে।
মাণিকের স্তম্ভ ধরি রহে আকুল প্রাণে ॥[৮]
চান্দমুখ দেখি কন্যা কিবা কিবা বলে।[৯]
[১০]চেতন করিব কুমার যে থাকে কপালে ॥[১১]
[১২]এতেক বচন[১৩] কন্যা ভাবে মনে মনে।
গাযীর পালঙ্গে কন্যা বসিল তখনে[১৪] ॥
নিঃশ্বাস ছাড়ি গাযীর পালঙ্গে বসিল।[১৫]
দুই হস্তে গাযীর পাও দাবিতে[১৬] লাগিল ॥
[১৭]চাম্পা বলে উঠ চোবা মোর প্রাণ বৈরী[১৮]।
মরিতে আইলা কেনে মটুক রাজার পুরী ॥
মটুক রাজার কন্যা আমি চম্পাবতী নাম।
মোর এথা আসিবে কার এতবড় প্রাণ ॥
উঠরে দারুণ চোর কেন মোর ঘরে।
প্রহরীক দেখাঙ তোক কাটুক তলোয়ারে ॥
নিদ্রাভঙ্গ গাযী মিঞা চক্ষু মেলি চাএ।
চন্দ্রমুখী[১৯] চম্পাবতীক দেখিবারে পাএ ॥
চম্পাক দেখিয়া গাযী মূর্ছা খায়া পৈল।
ভিঙ্গারের জল চম্পা গাযীর চক্ষে দিল ॥
জলের প্রতাপে[২০] গাযী চেতন পাইল।
আহারে প্রাণের কালু বলি কান্দিয়া উঠিল ॥[২১]
কথাতে মসজিদ মোর কথা কালু ভাই।
কথা হৈতে এথা আইলাম[২২] উদ্দিশ না পাই ॥
কথাএ মসজিদ মোর কথাএ সোনাপুরী।[২৩]
কথা হৈতে আইলাম এথা কেন সুন্দরী ॥[২৪]
মরমে মজিল মন দেখিয়া সুন্দরী।
কোন দেশে আইনু মুঞি এবা কার পুরী ॥
[২৫]এহি বলিয়া গাযী লাগিল কান্দিবার।
গাযীর কান্দনে চম্পা হৈল জার জার ॥
চুপ চুপ[২৬] করি চম্পা কহিতে লাগিল।
হাএরে দারুণ চোরা প্রমাদ করিল ॥
রাজকন্যার মুখে গাযী শুনি হেন কথা।[২৭]
চম্পার পানে চায়া গাযী হেট করে মাথা ॥[২৮]
চম্পা বলে চোরা তোর[২৯] এত বড় প্রাণ।
কভু না শুনিছ[৩০] মটুক রাজার নাম ॥
কোন পথে আইলা[৩১] চোর কথাএ দিলা সিন্দ।
যৌবন[৩২] চুরি করিতে আসি আর পাড় নিন্দ ॥
ব্রাহ্মণ নগর এহি সকলি ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণ রাজ্যের[৩৩] রাজা ব্রাহ্মণ প্রজাগণ ॥
পাত্র মহাপাত্র[৩৪] কোতাল সকলি ব্রাহ্মণ।
শূদ্রের প্রচার[৩৫] নাহি সকল ভুবন ॥
দক্ষিণ রাএ গোসাঞি সেবার ঠাকুর।[৩৬]
বড় গুন ধরে গোসাঞি বিক্রমে প্রচুর ॥[৩৭]
মটুক রাজা পিতা মোর সেহি প্রাণবৈরী[৩৮]।
অভাগীর যৌবন লাগি থুইছে[৩৯] প্রহরী ॥
মাতা মোর লীলা মাধাই আর সাত ভাই।
সকলের কনিষ্ঠ[৪০] আমি কহি তোমার ঠাঁই ॥

১. ক, খ-মবিল। ২. ক-জিয়াইতে। খ-চিয়াইতে। ৩. ক-ধড়পড়। খ-ধকধক। ৪. খ-নিরক্ষিয়া। ক-ঐ। ৫. ক, খ-ছটবট। ৬. ক-উনমস্ত। খ-উলমত পাগুলি। ৭. ক-অরূপ। খ-অরূন। ৮. ক-এ পদ নেই। খ-মানিকের স্তম্ভ ধরিয়া রহে আকল প্রানে। ৯. আ-এতেক বচন কন্যা জিয়ে২ বলে। ক-এ পদ নেই। খ-গৃহীত পাঠ। ১০. এর আগে অন্য দুই পুঁথিতে কটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথা : ক-পুথি: হাতে পাএ পর্দ্দ কপালে রত্ন জলে। সিওরে হৈতে চাম্পা পৈতানে দাড়াইলো। নির্শ্বাস ছাড়িয়া গাজির বাম পাশে বসিল। খ-পুঁথি: হাত পাও পর্দ্দ কপালে রত্ন জলে। সিওরে হৈনে কন্যা পৈতানে দাড়াইল। নির্শ্বাস ছাড়িয়া গাজির বাম পাশে বসিল। ১১. ক-একবার চিয়ামু কুমারেক জে থাকে কপালে। খ-একবার চিয়াব ... র জে থাকে কপালে। ১২. এর আগে ক, খ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ: জাতিকুল পিতা মাতা পুছিব সকালে। ১৩. ক-এমত বিচার। খ-এমন বিচার। ১৪. ক-সেহিক্ষনে। খ-ঐ। ১৫. ক-এ পদ নেই। ১৬. ক, খ-ডাবিতে। পা দাবান = পা টিপে দেওয়া। ১৭. ক-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : কি মোতে চৈতন করিব কুমার ভাবিতে লাগিল। ১৮. আ, ক, খ-বরি। ১৯. আ-চন্দ্রমুক্ষী। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২০. আ-প্রতাবে। ব-উঠিয়া বসিল গাজি পালঙ্গ উপরে। খ-ঐ। ২১. ক, খ-থরে থরে কাপে গাজি চৌদিগে নেহালে। ২২. ক-আইনু। খ-আইলাঙ। ২৩, ২৪. ক, খ-এ দুই পদ নেই। ২৫. এর আগে ক-পুঁথির অতিরিক্ত পদ . কী হৈল কোথা জাব কী হইল যুগতি। কোথা গেল ভাই কালু এ কোন যুবতী। এই পদ এবং পরবর্তী ৩ পদ ক, খ-পুঁথিতে নেই। ২৬. আ-চুব২। ২৭-২৮. ক-পালঙ্গে বসি গাজি কহিছেন কথা। রাজকন্যার পানে চায়া লাজে হেট মাথা॥ খ-পালঙ্গে বসিয়া গাজী কহে হেন কথা। রাজকন্যার পানে চাহি লাজে হেট মাথা॥ ২৯. খ-চাম্পা বোলে ষুন চোর তোর। ৩০. খ-ষুনিঞাছ। ৩১. আ-আলু। ক, খ-এ পদ নেই। ৩২. আ-জৌবন। ক, খ-এ পদ নেই। ৩৩. আ-রার্জ্জের। ক-রার্য্যের। খ-রার্জ্জে। ৩৪. আ-মহাপত্রে আর ব্রাহ্মণ কোতাল। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩৫. ক-আচার। আ-সকলি ব্রাহ্মণ নাহি ষুদ্রের প্রাচার। ৩৬. আ-বড় ধন ধরে গোসাঞি সোবার ঠাকুর। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩৭. আ-জার দপের্প প্রিথি খান হএ ছাঙ্গচুর। ক, খ-গৃহীত পাঠ। আদর্শের পাঠ ক, খ-পুঁথিতে পরবর্তী পদ। ৩৮. আ, ক, খ-বরি। ৩৯. ক-রাখিছে। ৪০. আ, ক, খ-কনেষ্ট।

মাএর উদর হৈতে জন্মিনু[১] সংসারে।
পরার পুরুষ কভু না দেখি নযরে ॥
পিতা মাতা চিনি কেবল আর সাতভাই।
দাসী বিনা দাস আমি কভু দেখি নাই ॥[২]
কোথা হৈতে আইলা চোর কোথা বাড়িঘর।
বাপ মাএর কিবা নাম কএ[৩] সহোদর ॥
কি নাম তোমার তুমি হও কোন জাতি।
কোন রাজ্যের[৪] কোন গ্রাম তোমার বসতি ॥
এ মত বরণ[৫] তোর এমত শরীর।
এহি দণ্ডে[৬] ধরি খাবে দক্ষিণ রাএ বীর ॥
মরিতে আইলু চোরা আমার মন্দিরে।
অবশ্য[৭] মরণ তোর যাবু যমঘরে ॥
নানা প্রকারে চাম্পা কহে গাযীর তর।
ভাবিয়া চিন্তিয়া গাযী দিলেন[৮] উত্তর ॥
গাযী বলে প্রাণ প্রিয়া শুনহ[৯] খবর।
বৈরাট নগরে আছে[১০] মোর বাড়িঘর ॥
আমার পিতার নাম শাহ সেকন্দর।[১১]
বাড়ি বেড়িয়া দিছে মর্দ অষ্ট লোহার ঘর।[১২]
গাছ মাছ দরিয়ার কর লৈছে বাহুবলে।
পাহাড় পর্বতের কর লইছে কতুহলে।
কর সাধিতে গিয়াছিল বলি[১৩] রাজার ঘরে।
পরীর পাখা খসি পৈল গউড়ের বাড়িঘরে ॥
পাতালেত গিয়াছিল করের কারণ।
প্রাণ ভএ[১৪] বলি রাজা না করিল রণ ॥
রণেতে হারিয়া রাজা বলে ধন্যা ধন্যা।[১৫]
ষোলদানে দিল বিভা ওসমা[১৬] নামে কন্যা ॥
বলি রাজার কন্যা ওসমা অনুপাম।
তার গর্ব্ভে[১৭] জন্ম মোর বড়খাঁ গাযী নাম ॥
নও বছরের আমি হৈলাম বাপের ঘরে।
বাপে কহিল মোরে বাদশাই করিবারে ॥
না করিনু[১৮] বাদশাই কহিলু হাযীর।
গলাএ খিলেকা দিয়া হইনু ফকীর ॥
ক্রোধ করিয়া বাপ ঢালিল[১৯] হাতী তলে।
পলাইল হাতী মোক রাখে পরয়ারে ॥
গলাএ পাথর বান্ধি সাগরে[২০] ফেলিল।
কমল পুষ্প হয়া পাথর[২১] সাগরে ভাসিল ॥
কড়ার সুই দিল পিতা দরিয়াত ঢালিয়া[২২]।
[২৩]সুই তুলি দিলাম আমি দরিয়া ঢুঁড়িয়া ॥
বিদাএ হয়া গেনু জননীর স্থানে।
শুনিঞা জননী মোর কান্দে অভিমানে ॥[২৪]
কালনিদ্রা জননীর নঞানে লাগায়া।
নিশাভাগ রাত্রে আইনু[২৫] গ্রাম ছাড়িয়া ॥
পালক ভাই ছিল মোর কালু তার নাম।[২৬]
আসিতে হৈল দেখা কালু ভাইর সনে ॥[২৭]
ঘোড়া হাতি ধন মাল সকলি ছাড়িয়া।[২৮]
বিদেশে আইলু কালু গলে খেতা দিয়া ॥[২৯]
বংশ নদী[৩০] পার হৈনু পোশ বিছাইয়া।
চাপাই[৩১] নগরে আইলু সন্ধাতে চলিয়া ॥
শ্রীরাম নামে রাজা গেনু[৩২] তার ঘরে।
রাজার হুকুমে[৩৩] কোতালে ধাক্কা মারে ॥
সযুত[৩৪] করিনু তাকে সভা বিদ্যমান[৩৫]।
কলেমা পড়ায়া তাক করিনু মুসলমান ॥
মসজিদ বানায়া[৩৬] তারা শিরনি করিল।
আমার খাতিরে রাজা অনেক কান্দিল ॥[৩৭]

১. ক-জন্মিছি ভুমিতে। খ-জন্মিছি ভুমি তলে। ২. খ-দাসি শত চিনি দাস চিনিতে না পাই। ৩. ক-কএক সহদর। ৪. আ-কোন রাজার কোন গ্রাম তাহার বসতি। খ-কোন রাজার কোন গ্রাম তাথে তোমার বসতি। ক-গৃহীত পাঠ। ৫. ক-বএষ। আ, খ-বরন। ৬. ক-এহি মুর্ত্তি। খ-এ মুর্ত্তি। ৭. আ-অবর্স্যে। ক-অবর্স্য। খ-ঐ। ৮. ক-দিলেক। খ-করিল। ৯. আ-ষুনহ। ক-ষুন সমাচার। খ-ষুনহ। ১০. আ-জে আমার। ১১. ক-আমার বাপের নাম বাদসা সেকন্দর। ১২. আ-আর্ল্লার আলম বেড়ি দিছে অস্ট লোহার গড়। খ-আল্লার দুনিঞা বেড়ি দিল অস্ট লোহার গড়। ক-গৃহীত পাঠ। ১৩. আ-বলি। ক, খ-রবি। ১৪. ক-ডরে। খ-ঐ। ১৫. ক-ত্রিভুবন জিনিঞা বাদসা জগতের ধন্যা। খ-ঐ। ১৬. আ-ওসবা। ক, খ-ওসমা। ১৭. আ-গর্ব্বে জন্ম। ক-তাহার গর্ব্বে জন্মিল। খ-তার গর্ব্বে জন্ম আমার ২৮. আ-না করিলাম। খ-না করিলাঙ। ক-না করিল। ২৯. আ-দালিল। ক-ডালিল। খ-ঐ। ২০. ক-ফেলিল সাগরে। খ-ঐ। ২১. ক-পাথর ডাসিল দরিয়ার পরে। খ-পাথর ভাসিল দরিয়ার উপরে। ২২. ক-ফেলায়া। খ-ফেলিল দরিয়াত পাক দিয়া। আ-দালিয়া। ২৩. এর আগে ক-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : আমাকে বলিল ষুই দেহত আনিঞা। আল্লা নবি ভাবি মুঞি গেনু ও সাগরে। আনিঞা দিনু সুঞি বাবাজির তরে॥ ২৪. ক-ষুনিঞা জননি করিল অনেক ক্রন্দন। ২৫. আ-আইলাম। ক-আইল। খ-আইনু। ২৬. আ-বাপ মাও ছাড়িনু আর কুর্ব্বাত বাদসাই। ক; খ-গৃহীত পাঠ। ২৭. আ-পতে আসি লাইগ পাইনু কালু প্রানের ভাই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৮. ক-হাতি ঘোড়া ধন মাল কালু সর্কল ছাড়িলা। খ-ঐ। ২৯. আ-বিদেসে আইল দুই ভাই গলে খেতা দিয়া। ক-গলাতে খিলেকা দিয়া মোর সঙ্গে আইল। খ-ঐ। ৩০. ক-দরিয়া পার। খ-দরিয়া হইনু পার। ৩১. খ-চাপাইল। ৩২. ক-গেল। খ-গেইনু। আ-সন্ধকালে আইল দুই ভাই শ্রীরাম রাজার ঘরে। ৩৩. ক-বচনে। খ-ঐ। ৩৪. আ-সযুদা। ক-সযুত। খ-সযুত। এ শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ৩৫. আ, ক. খ-বির্দ্দমান। ৩৬. ক-বানায়া দিল শিরনি কারণ। খ-মজিদ বানায়া দিল শিরনি করিলা। ৩৭. ক-আমাকে বিদাএ দিয়া করিছে রোদন। খ-আমাকে বিদাএ দিয়া রাজা অনেক কান্দিলা।

বিদাএ হইয়া চলি[১] আইনু দুইজন।
তিন দিনের পথ লয়া বড়[২] ঘোর বন ॥
তিন দিন চলি আমি[৩] সেহি ঘোর বনে।
তিন দিন দেখা নাই মনুষ্যের সনে ॥
চলিতে না পারি আমি নাহি সরে বাত।
তিন দিন তিন রাত্রি উদরে নাহি ভাত ॥
সাত দিন নও রাত্রি হাঁটিলাম বনে।[৪]
হাঁটিতে শকতি নাহি তাম নাহি তনে ॥[৫]
সাত ঘর কাঠুরিয়া ছিল ঘোর বনে।[৬]
খানা পাকায়া দিল খাইনু দুইজনে ॥[৭]
[৮]সাত লক্ষ ধন দিনু আর বাড়িঘর[৯]।
জঙ্গল কাটিয়া তথা বসাইনু নগর[১০] ॥
আড়াই প্রহর সোনা বরষিল সেহি গ্রাম।
বাছিয়া রাখিলু তার সোনাপুর নাম ॥
বিশ্বকর্মা[১১] মসজিদ তথা দিয়াছে বানায়া।
দুই পালঙ্গে দুইভাই আছিলু শুইয়া ॥
নিদ্রাএ বিভোল[১২] ছিলাম পালঙ্গের পরে।
কি জানি কেমনে আইনু তোমার মন্দিরে ॥
কি জানি কেবা তুমি এহি কার ঘর।
স্বপ্নে না জানি কোথা ব্রাহ্মণ নগর ॥
জননীর কোলে ছিলাম বালক অজ্ঞান[১৩]।
এমন বএসে এবে হয়াছি যুঞান ॥
মাও বিনে নঞানে[১৪] না দেখি পরনারী।
তোমার রূপে হুতাসন করিলা সুন্দরী ॥
গাযীর মুখে[১৫] শুনি কন্যা এমত কাহিনী।
বলিতে লাগিল চাম্পা রাজার নন্দিনী ॥
রচে মিরা হালু গাইন[১৬] বিরহ বেদনা।
একবাফ আল্লার নাম বল সর্বজনা ॥

নাচাড়ি। ত্রিপদী। করুণা ভাইটি রাগ।[১৭]

শুনিঞা গাযীর বাণী বলে রাজার নন্দিনী
কপটে হইয়া ক্রোধভার[১৮]।
শুনরে দারুণ চোর এতবড় প্রাণ তোর
কেনে যবন[১৯] ব্রাহ্মণ মাঝার ॥
কাটা জাবে তোর মাথা মরিতে আইলা এথা
প্রভাতে যাইবে[২০] যমঘরে ॥
জাতে তুমি মুসলমান কেনে এত বড় প্রাণ
কেনে চোর আমার মন্দিরে ॥
রাজা পাইলে তোরে দক্ষিণ রাএ বরাবরে
কাটিয়া করিবে বলিদান।
চৌভিতে[২১] প্রহরিগণ কেমনে[২২] আইলে যবন
ব্রক্ষণ কন্যা বিদ্যমান ॥[২৩]
বলিল তোর কুদশা গেল তোর জীবন আশা
আজি জাবে যমের নগর[২৪]।
কেমনে আইলা এথা মোকে কহ সেহি কথা
যদি বাঁচিবার থাকে চিন।[২৫]

১. ক-গেলাঙ ভাই দুইজন। খ-চলিলাঙ ভাই দুই জন। ২. ক-মোহা। খ-বড়। আ-ঘোর জঙ্গল বোন। ৩. আ-তিন দিবস হাটিয়া আমি। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৪, ৫. ক, খ-এ দুই পদ নেই। ৬. আ-এ পদ নেই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৭. আ-তাম খিলাইল কাঠুরিয়া সাত জন। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৮. এর আগে আ-র অতিরিক্ত পদ : তাহাঘরেক দিলাম আমি সাতলক্ষ ধন। ৯. খ-ঘরবাড়ি। ১০. ক-বাশাইল নগরি। ১১. আ-বির্সকক্মা। ক-বিশ্বকক্মা। খ-ঐ। ১২. খ-বিভোরে। ক-বিভোলে। ১৩. আ-অর্গান। ক, খ-সোমান। ১৪. ক-তুম্মি বিনে চক্ষে। খ-তুমি মারিলে চক্ষে নাখে পরনারি। ১৫. আ-মুক্ষে। ক-গাজির মুখেত তবে সুনিঞাত বানি। খ-গাজির মুখে সুনি এমন বানি। ১৬. আ-রচে মিরা ছৈয়দ হেলু। ক-রচে মিরা হালু করিয়া ভাবনা। খ-রচে মিরা হালু গাইন। ১৭. আ-নাচাড়ি। ক-নাচাড়ি। খ-নাচাড়ি। ত্রিপদি। করুণা ভাইটি রাগ। ১৮. আ-ক্রোর্দ্ধতার। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৯. আ-কেনে জৌবন ব্রাহ্মণ ভুবন। ক. কেনে জৌবন ব্রাহ্মণের মাঝার। খ-ঐ। ২০. আ-জাইবু। খ-ঐ। ক-জাবে। ২১. ক-চৌদিগে। আ-দেহড়িতে। খ-চৌভিতে। ২২. আ-কেনে আইলে জৌবন। ২৩. ক, খ-ব্রাহ্মনের কন্যা বির্দ্দমান। ২৪. খ-জমঘরে। ২৫. এ তিন চরণ আ-পুঁথিতে নেই।

শুনিলে প্রহরিগণ ধরিবেক[১] এহিক্ষণ
যেমন জালিয়া ধরে মীন ॥[২]
শুনিঞা চম্পার কথা গাযী করে হেঁট মাথা
কাতর হইয়া গাযী বলে।
লাগিয়া গাযীর পাএ তবে মিরা হালু কএ
বিধি কৈল এত কতুহলে ॥

১৭ পালা সমাপ্ত।

১. আ-বদিবেক। ক-যুনিলে এহিক্ষণ। ধরিবে প্রহরিগণ। ২. ক-জালিএগ্রা জেমোন ধরে মিন।

১৮ পালা।

দিসা : ওরে মন চোরারে
কালার বাঁশি বাজাইওনা ॥[১]

পয়ার ছন্দ।

গাযী বলে শুন তুমি রাজার নন্দিনী।
মসজিদ মাঝারে[২] শুইয়াছিলাম আমি ॥
স্বপ্নে[৩] না দেখি আমি শুনহ সুন্দরী।
কে জানে ব্রাহ্মণনগর এবা[৪] কার পুরী ॥
কোথা হৈতে কোথা আইলু শুন দুঃখ[৫] দশা।
তোমার হাতে বুঝি মোর মরণের দশা[৬] ॥
তুমিহ ব্রাহ্মণ কন্যা আমিহ[৭] যবন।
জীবার নাহি চিহ্ন[৮] অবশ্য মরণ ॥
রাজার দক্ষিণ রাএ[৯] মোর নাহি ডর।
তোর রূপে কন্যা মোর অঙ্গ[১০] জরজর ॥
মরিব মরিব কন্যা[১১] না দেখি উপাএ।
[১২]মরণের দশা মোর[১৩] করিল খোদাএ ॥
কিবা দেখাহ মোকে আর কার ডরে ॥
আপন হাতে তুমি মোক কাটহ তলোয়ারে ॥
আকুল করিলা মোকে এরূপ যৌবনে।
নঞানে হানিলা বাণ[১৪] বিন্ধিলা পরাণে ॥
তোমারে দেখিয়া প্রাণ স্থির নাহি বান্ধে।
এত বলি সাহেব গাযী ফিকরিয়া কান্দে ॥[১৫]
অষ্টখান[১৬] হয়া পড়ে দুই চক্ষের পানি।
অচেতন[১৭] হয়া পৈল গাযী গুণমণি ॥

চম্পা বলে হরগৌরী কি হৈল আমারে।
অচেতন[১৭] হইয়া কুমার জানি মরে ॥
আমার রূপে মগম হয়া কুমার[১৮] যদি মরে।
পাতকী হইব আমি[১৯] আউয়াল আখেরে ॥
রূপের নাগর দেখি কুমার গুণমণি[২০]।
কুমার মরিলে আমি[২১] হৈব কলঙ্কিনী ॥
নরকী[২২] হইব আমি বড় গুণাগার।
পুরুষ বধি বলি খোটা রহিবে আমার ॥
গোবধ ব্রাহ্মণ[২৩] বধ স্থানেতে পালাএ।
অভাগীয়া[২৪] পুরুষ বধ পাছে পাছে ধাএ ॥
পুরুষ বধি হয়া যদি মরে পর নারী।[২৫]
পাছে পাছে সেহি[২৬] পাপ জাএ স্বর্গপুরি ॥
কোন উপাএ করি আমি ঘটে[২৭] বুদ্ধি নাঞি।
না জানি ভাগ্যে মোর কি করে গোসাঞি ॥[২৮]
না জানি কিমত ভাগ্য করিল পার্বতী।
বুঝিল ললাটে মোর কে হইবে পতি ॥
এমত ভাবিয়া চাম্পা পরম সুন্দরী।
ধ্যানেত বসিল কন্যা স্মরি[২৯] হরগৌরী ॥
সর্বশাস্ত্র[৩০] জানে কন্যা রাজার নন্দিনী[৩১]।
গোটে গোটে গণিতে পারে সাগরের পানি ॥[৩২]
ত্রিভুবন গুণিঞা মাটিতে দিল রেখ[৩৩]।
গাযী হইবে স্বামী পাইল প্রত্যেক[৩৪] ॥
অন্য দেশের কন্যা অন্য দেশের ঘর।
এনাতে আমাতে দেখি অবশ্য আছে ঘর ॥
পরার বেটা পরার বেটী বিধাতার লিখন।
কাহার শকতি [আছে] খণ্ডাএ কোন জন ॥

১. আ-হিয়া জারো। ২. খ-মাজারে বেন। ৩. আ-সপ্ননে। ক-স্বপ্ননে দেখিনু। খ-স্বপ্ন দেখিল যেন। ৪. ক-এবা কার পুর। খ-ইবা কার পুরি। ৫. আ-দুক্ষ সেস। ক-দুঃখ দসা। খ-ষুন বিবরণ। ৬. আ-দাসা। ক-এঘরে আসিয়া মোর জিবনের নাহি আশা। খ-এ পদ নেই। ৭. ক-আমিত জৌবন। ৮. আ-বাচিবার চিন্তা নাই। ক-জিবার নাহিক চিন্ন্য। খ-জিবার নাহিক চিন্য। ৯. ক-দক্ষিণ রায়েক। ১০. আ-সরির। ক-অঙ্গ। খ-অঙ্গ জার জার। ১১. খ-মরিব কন্যা আমি। ১২. এ পদ এবং পরবর্তী ৫৭ পদ আদর্শে খণ্ডিত। ১৩. ক-মোর যে করে। ১৪. খ-শেল। ক-বান। ১৫. ক-এমন বলি সাহেব গাজি ফিকরি২ কান্দে। ১৬. খ-আটখান। ১৭. ক-অচৈতন। খ-অচৈতন্য। ১৮. খ-এহি কুমার মরে। ১৯. খ-আমিত পাতকি হইব। ২০. ক-গুননিধি। খ-গুনমনি। ২১. খ-হৈব বড়। ২২. খ-নারকি। ক-নবকি। ২৩. খ-ব্রহ্ম। ২৪. খ-অভাগিনি। ২৫. খ-পুরুষ বধিব জদি হয়া পরনারি। ক-গৃহীত পাঠ। ২৬. খ-সে না পাপ জাইবে ব্রহ্মপুরি। ২৭. খ-আমার বুর্দ্ধি নাই। ২৮. খ-না জানি কি মত ভার্গ্য করিল গোসাঞি। ২৯. ক-স্বরিয়া। খ-ঐ। ৩০. ক, খ-সর্ব্ব সাশ্ত্র। ৩১. ক, খ-নন্দনি। ৩২. খ-গোটে গনিতে লাগিল সমুদ্রের পানি। ক-গৃহীত পাঠ। ৩৩. ক-এখ (র-বিলোপে)। খ-রেক। ৩৪. পরতেক।

এনাতে[১] আমাতে লেখা আউয়াল আখেরে।
শিব পূজা[২] পতি ইহা খণ্ডাতে না পারে ॥
আর সব ব্রাহ্মণ কন্যা পাইল কুলবান।
আমার ললাটে ছিল জাতি মুসলমান ॥
এমন[৩] বিচার কন্যা জানিলেক কপালে।
কান্দিয়া গাযীর তরে[৪] ধরিয়া নিল কোলে ॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ না কর রোদন।
তোমাতে আমাতে ছিল[৫] বিধির লিখন ॥
তুমি সে আমার স্বামী আমি তোমার নারী।
শিবপূজা[৬] পতি ইহা খণ্ডাতে না পারি ॥
উঠ উঠ প্রাণ পতি মন কর স্থির[৭]।
বান্ধিনু[৮] তোমার পাএ আপনার শির ॥
ভিঙ্গারের পানিতে[৯] গাযীর মুখ ধোলাইল।
হরিষ বদনে গাযী উঠিয়া বসিল ॥
চম্পা বলে শুন[১০] পতি বচন আমার।
তোমাতে আমাতে বিভা লিখন করতার ॥
পিতা মাতা জন্মদাতা[১১] বলেত সংসারে[১২]।
কপালের লিখন কেবা[১৩] খণ্ডাইতে পারে ॥
ব্রাহ্মণের কন্যা আমি তুমি মুসলমান।
তোমারে লইয়া কালি যাব বাপুর স্থান ॥
কপালের লিখন কহিব বাপুর তরে।
তোমা আমা বিভা হৈলে হৈবে ভিন্ন ঘরে ॥[১৪]
ক্রোধ হয়া রাজা যদি নাহি দেএ বিয়া।
[১৫]একাত্তরে দুইজনাক ফেলাবে কাটিয়া ॥
নহে দুইজনাক রাজা দিবে খেদাইয়া।
নগর বাযারে মোরা খাইব মাঙ্গিয়া ॥
তুমি ফকীর আমি ফকির্নি[১৬] বলি তোমার ঠাঞি।
মাঙ্গিয়া খাইতে জাব যথা তোমার ভাই।
কান্দিয়া কহিল চম্পা এমত বচন।
আল্লা বলি কৈল[১৭] গাযী চিত্ত নিবারণ ॥
সুবর্ণ[১৮] বাটাতে দিল[১৯] পান ততক্ষণ।
আনন্দে বসিয়া তবে খাএ দুইজন ॥
খাইল তাম্বুল দুহে আনন্দ হৃদএ[২০]।
এক দৃষ্টে[২১] দুইজন দুহা পানে চাএ ॥
দুহে দুহা পানে চায়া[২২] উপজিল হাস।
কমল বিকশিত যেন সরোবর[২৩] মাঝ ॥
[২৪]দুই জনের অঙ্গ[২৫] যেন একই সমান।
কিবা দোষে বিধাতা[২৬] করিছে দুইখান ॥
মগন হইল কন্যা চম্পা সুন্দরী।
বদলীয়া নিল কন্যা গাযীর[২৭] অঙ্গুরী ॥
চম্পার অঙ্গুরী গাযীর নখেত[২৮] দিল।
গাযীর আঙ্গুরী চম্পা নখেত পরিলা ॥
সদাএ তাম্বুল খাএ হাসে খলখলি।
জর জর অঙ্গ দুহার মদন আপনি ॥
উঠিলেন বিবি চম্পা হাস্যবান হয়া।
মাথার কেশগুলা ফেলিল আউলায়া ॥
খসিল মাথার কেশ পড়িল ধরণী।
চন্দনের গাছ যেন বেড়িল নাগিনী ॥
গাযী বলে প্রাণ প্রিয়া শুন দিয়া মন।[২৯]
বিষম মদন জ্বালা[৩০] না জাএ সহন ॥
চম্পা বলে প্রাণ নাথ বলি তোমার তরে।
কি কারণে আকুল [হৈলা] বল দেখি মোরে ॥
আমিত বাদশার বেটা তুমি রাজার ঝি।
হারাম গুজরিতে চাহি তাহার কহকি ॥
আমিত রাজার বেটি তুমি বাদশা তনএ।
হারাম গুজরিতে চাহ উপযুক্ত নএ ॥
গাযী বলেন প্রিয় শুনহ অখন।
বুঝিনু বুঝিনু তোমার শুর্দ্ধ[৩১] আছে মন ॥
আল্লার ফকীর আমি বৈইমান হবার নই।
বিনে শরাএ তোমার পালঙ্গে ছোবার নই ॥
মাথার কেশ কন্যা দুইভাগ করিয়া[৩২]।
বড়খাঁ গাযীর পাও ফেলিল জড়িয়া ॥[৩৩]
ধরিল তোমার পাও না ছাড়িহ মোরে।
[৩৪]আমি তোমার দাসী[৩৫] আউয়াল আখেরে ॥

---

১. ক-উনাতে। ২. ক-সিবপ্রজা। খ-শিব পুজা। ৩. ক-এমোত। খ-এমন। ৪. ক-কান্দিয়া গাজি। খ-গৃহীত পাঠ। ৫. ক-আছে। খ-ছিল। ৬. খ-শিব ব্রহ্মা। ক-গৃহীত পাঠ। ৭. ক, খ-স্তির। ৮. ক, খ-বান্ধিল। ৯. ক-পানি। খ-পানিতে। ১০. ক; খ-ষুন। ১১. ক, খ-জন্মদাতা। ১২. ক-সঙ্গসারে। খ-সংসারে। ১৩. খ-তাহা। ক-কেন। ১৪. ক-তোমার আমার বিভা হইলে হইবে ভির্ন্ন্য ঘরে। খ-তোমা আমা বিভা দিবে ভির্ন্ন্য হৈবে ঘর। দুই পাঠ মিলেয়ে গৃহীত পাঠ। ১৫. এখানে থেকে ১২ পদ আ-পুঁথিতে আছে। ১৬. আ-ফকিরানি। ক-ফকির্ন্নি। খা-ঐ। ১৭. আ-কৈর্ব্ব। ক-করিল। খ-কৈল। ১৮. আ, ক, খ-সোবর্ণ্ন্য। ১৯. আ-দিৰ্ব্ব গুয়া পান। ক-পান দিলেন ততক্ষন। খ-বাটাতে জেন পান ততক্ষন। ২০. হ্রিদএ। ক-ঐ। খ-হৃদএ। ২১. আ-দিশ্‌টে। ক-দৃিষ্টে। খ-দিষ্টে। ২২. আ-মুখা মুক্ষি চায়া দোহে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৩. ক-সাগরের। ২৪. এখানে আ-পুথি আবার খণ্ডিত। ২৫. ক-রূপরঙ্গ। খ-অঙ্গ জেন। ২৬. ক-বিধি। খ-বিধাতা। ২৭. খ-গাজির হস্তের অঙ্গরি। ক-গৃহীত পাঠ। ২৮. ক-তরে। খ-নখেত। ২৯. এখান থেকে পরবর্তী ১১ পদ খ-পুঁথিতে নেই। ৩০. ক-জালা। ৩১. ক-যুর্দ্দ। ৩২. ক-করিল। খ-করিয়া। ৩৩. ক-বড়খা গাজির পাএ কান্দিয়া পড়িল। খ-গৃহীত পাঠ। ৩৪. এখান থেকে পরবর্তী ১৫ পদ আ-পুঁথিতে আছে। ৩৫. আ-দাসি হবো আওাল আখেরে। ক, খ-গৃহীত পাঠ।

কি করিব পিতা মাতা ভাই সহোদর[১]।
সর্ব কুটুম্ব তুমি মোর প্রাণেশ্বর[২] ॥
না ছাড়িও[৩] কদমে আমি বলি তোমার ঠাঞি।
মোরে যদি দয়া ছাড় আল্লার দোহাই।
তুমি মোর সর্বদেব তুমি নিরাঞ্জন।
তুমি মোর সর্বকর্তা তুমি সর্বধন ॥
পালিহ দাসীর তরে রাখিহ কদমে।
আমি তোমার দাসী হই লিখিছে[৪] করমে ॥
গাযী বলে প্রাণ প্রিয়া শুনহ[৫] উত্তরে।
আল্লার দোহাই লাগে[৬] আমি ছাড়ি তোরে ॥
তুমি প্রাণ প্রিয়া মোর তুমি প্রাণেশ্বরী।[৭]
জিয়ন মরণের সাথী নহেত[৮] চাতুরী ॥
খোদাই দরিমানি দুহে হাতে হাতে করে।[৯]
তিন সত্য করিল দুহে বিভার খাতিরে ॥
চম্পার পালঙ্গে গাযী শুইলেন জায়া।
[১০]গাযীর পালঙ্গে চম্পা শুইল হাসিয়া ॥
মধুর বচন বলে খল খল হাসে।
তোমার পালঙ্গে আমার কেমন নিদ্রা আসে ॥
অনেক জাগিয়া তবে রাত্রি শেষ হইল।
বদল পালঙ্গে দুহে শয়ন[১১] করিল ॥
আল্লার হুকুম তবে হৈল ততক্ষণ।
কাল নিদ্রাএ[১২] অচেতন হৈল দুইজন ॥
নিদ্রায় কাতর দুহে করিল শয়ন।
রচে মিরা হালু গাইন[১৩] রসের বচন ॥

দিসা : ও গাযীকে লয়া চল রাজ্য সোনাপুরে হে।

পদ ।[১৪]

এহি রূপে দুইজন[১৫] করিলা শয়ন।
হুরপরী লয়া অথা শুন বিবরণ ॥
ফলফুল খায়া তবে[১৬] আনন্দ সর্বজন।
আচম্বিত গাযীর কথা পড়ল স্মরণ[১৭] ॥
সর্বপরী বলে বহিন চলহ সত্বরে।[১৮]
বড় খাঁ গাযীক রাখিছি চাম্পার বাসরে ॥
[১৯]একেলা[২০] মসজিদে আছে কালু তার ভাই।
গাযীক রাখিয়া চল নিজ স্থানে জাই ॥
রাত্রি অবশেষ হৈল[২১] কিবা কর রয়া।
চম্পার বাসরে পরী আইল উড়াও দিয়া।
কাতারে কাতারে আইল ঘরের দ্বারে।
দুহাক দেখিয়া পরী চিন্তিল[২২] অন্তরে ॥
পরিগণে বলে বহিন মরি বালাই লয়া।
বিধি নির্মাইল[২৩] দুহাক বিরলে বসিয়া।
দুইজনের হএ যদি একি সাথে বিয়া।
আনন্দের অবধি[২৪] নাহি দুহাক দেখিয়া ॥
গাযী আর চম্পাবতী জেহি স্থানে রএ।
আন্ধার ঘর রৌশন[২৫] করে প্রদীপের নাহি দাএ ॥
এমন বলিতে পরী নযর করিলা।
অপূর্ব দেখি গাযীক বলিতে লাগিলা ॥
হের দেখ বহিন সভে অপূর্ব মিলন।
প্রেম বান্ধাবান্ধি দেখ কপালের লিখন ॥
মিলন হয়াছে গাযী আর চাম্পা সুন্দরী।
বদল করিছে কন্যা[২৬] পালঙ্গ অঙ্গুরী ॥
বদল পালঙ্গে শুইয়া[২৭] আছে দুইজন।
দুই জনার হয়াছে[২৮] একহি জীবন ॥
মগম[২৯] হইয়া দুহে বান্ধিছে পরান।
কি করিব সবে অখন কহ বিদ্যমান ॥
গাযীক লইয়া জাব রাজ্য সোনাপুরে।
না দেখি চম্পাবতী মরিব নিজ ঘরে ॥
মসজিদে মরিবে গাযী চাম্পা না দেখিয়া।
গাযীক না দেখি মরিবে কালু মসজিদে পড়িয়া ॥
কি বুদ্ধি করিব আজি না দেখি উপাএ।
কি কার্য[৩০] করিলু সবে রহিয়া এথাএ ॥

১. আ-সহদর। ক-শোহদর। খ-সহদর। ২. আ-প্রাণের্শ্বর। ৩. আ-ছাড়ো। খ-না ছাড়িও কদমে নাথ। ক-গৃহীত পাঠ। ৪. আ-লিখন জনমে। ক-লিখিছে করমে। খ-লিখন করমে। ৫. আ-ষুনহ উতত্বর। ক-ষুনহ উৎর। খ-ষুন সর্ত্তরে। ৬. ক-প্রিয়া জদি ছাড়ি তোক। খ-মোরে জদি ছাড়ি তোরে। ৭. খ-তুমি আমার প্রাণ প্রিয় প্রাণের দোসর। ক-তুমি মোর প্রাণ প্রিয়া প্রাণের দোসরি। এর আগে ক-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : হাহা বলি প্রিয় বলি তোমার স্থানে। তোমার আমার ছাড়া নাহি জনমে জনমে। ৮. খ-ষুনহ উত্যর। ৯. ক-হাতে হাত ধরি খোদাএ দরিমানি করে। খ-হাতাহাতি ধরি খোদাএ দরিমানি করে। ১০. এখান থেকে আ-পুঁথির আবার খণ্ডিত। ১১. ক-সয়েন। খ-দুইজন সয়ন। ১২. ক-কালনিন্দে। খ-কাল নিদ্রা। ১৩. ক-হালু গাইন। খ-ঐ। ১৪. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। খ-নেই। ১৫. ক-দোহে। খ-দুইজন। ১৬. খ-পরি। ক-সবে। ১৭. ক, খ-স্বরণ। ১৮. খ-সর্ত্তরে। ক-এ পদ নেই। ১৯. এ পদের আগে ক-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : চল আমারা সবে জাই তথাকারে। ২০. ক-এখলো। খ-একলা। ২১. ক-সেস হইল। ২২. খ-চিন্তিত। ক-চিন্তিল। ২৩. ক-নির্ম্মাইল। খ-নির্ম্মাইলে। ২৪. ক, খ-অবদি। ২৫. ক-রোসন। খ-ঐ। ২৬. খ-কন্যা গাজির অঙ্গরি। ২৭. ক-পালঙ্গে দেখ আছেন। খ-গৃহীত পাঠ। ২৮. খ-দুইজন হইয়াছে বুঝি। ২৯. ক-মগম। খ-মগন। ৩০. খ-কাম। ক-কায।

গুণাগার হৈলু বুঝি আল্লার দরবারে।
কি করিতে কি হইল না বুঝি বিচারে ॥
আর পরী বলে বহিন বলি তোমার তরে।
কপালের লিখন ছিল দোষ দিব কারে ॥
কালুর ক্রন্দন[১] না পারি সহিবার।
ভাই ভাই[২] দুই জনাক করাই দীদার ॥
দুই জনার থাকে যদি কপালের লিখা।
যদি গাযী চম্পার হএ অবশ্য[৩] হৈবে দেখা ॥
আর পরী বলে বহিন ভাল কহিলা মোরে।
চল গাযীক লয়া জাই রাজ্য সোনপুরে ॥[৪]
এমত বিচার পরী করিলা সর্বজন।
চারিভিতে[৫] পালঙ্গ ধরিলা তখন ॥
ধরিয়া পালঙ্গ সবে আনিলা দ্বারে।
না জানে গাযী শুইয়া পালঙ্গের পরে।[৬]
ধরিয়া গাযীর পালঙ্গ যত হুর পরী।
শূন্যে উড়িল সবে বাএ[৭] ভর করি ॥
পালঙ্গ লইয়া পরী তারা যেন ছুটে ॥
এক মূর্তে আইলা মসজিদ নিকটে ॥
সবে বলে শীঘ্র লহ কালু মিঞার আগে।
গেল রাত্রি দিন হৈল কখন কালু জাগে ॥
নিদ্রাএ আছেন গাযী কিছু নাহি জানে।
গাযীর পালঙ্গ থুইল কালু বিদ্যমান ॥
পরী বলে পালঙ্গে রহুক দুইভাই।
চেতন পাইবে গাযী চল সবে জাই ॥
যার যেবা স্থানে পরী গেলেন চলিয়া।
রচে মিরা হালু গাইন ভাবনা করিয়া।[৮]

দিসা : বল রূপের চম্পাবতী লো।
তোর লাগিয়া হিয়া জর জর ॥[৯]

রাত্রি চলিয়া গেল হইল প্রভাত।
উঠিয়া বসিল কালু গাযীর সাক্ষাত ॥
নিদ্রাভঙ্গ সাহেব গাযী পালঙ্গে বসিলা।[১০]
বসিয়া চারিভিতে নযর করিলা ॥
উপরে মসজিদ দেখে[১১] আর কালুভাই।
রাত্রের সুন্দরী চম্পা রহে[১২] কোন ঠাঞি ॥
চম্পার পালঙ্গ দেখে[১৩] চম্পার অঙ্গুরী।
কোথা হৈতে কোথা আইলা[১৪] না দেখে সুন্দরী ॥
ব্যাকুল হইল[১৫] গাযী নাহি সরে বাত।
আচম্বিতে গাযীর শিরে পৈল বজ্রাঘাত ॥
পালঙ্গ হইতে গাযী পৈল[১৬] আছাড়িয়া।
মরা শরীরে যেন[১৭] রহিল পড়িয়া ॥
গড়াগড়ি কান্দে গাযী হাএ হাএ বলে।
প্রমাদ গণিঞা কালু গাযীক নিল কোলে ॥
মুখে পানি দিয়া গাযীক চৈতন্য করাইল।
কেনে হেন কর গাযীক পুছিতে লাগিল ॥
একান্তর[১৮] শুইয়া ছিলাম মসজিদ ভিতরে।
কি স্বপ্ন[১৯] দেখিয়া কান্দ বল দেখি মোরে ॥
পুন পুন[২০] পুছে কালু গাযীক লয়া কোলে।
অঙ্গ[২১] জার জার গাযী কিছু নাহি বলে ॥
ছটফট[২২] করে গাযী চক্ষে পড়ে পানি।
শরীর জ্বলিয়া[২৩] গেল বিরহ অগনি[২৪] ॥
গাযীর মুখের[২৫] পর কালু মুখ থুইয়া।
কান্দিয়া কান্দিলা কহে কেমন করে হিয়া ॥[২৬]
না দেএ উত্তর[২৭] গাযী কালুর বচনে।
কান্দিয়া লুটাএ[২৮] কালু গাযীর কারণে ॥
সোনাপুর রাজ্য[২৯] লয়া পড়িল ঘোষণা।
গাযীক দেখিতে চলে প্রজা সর্বজনা ॥
দেখিতে চলিলা তবে[৩০] কি নারী পুরুষ।
পণ্ডিত ব্রহ্মণ চলে কেহত[৩১] মুরুখ ॥
আন্ধল চলিল সবে[৩২] লাঠি লয়া করে।
কুলবতী নারী[৩৩] চলে কুল পরিহরে ॥
আর আর কত চলে গর্ভবতী[৩৪] নারী।
নিজ ছাওয়াল[৩৫] কেহ দূরে পরিহরি ॥

১. ক-কান্দোন। খ-ক্রন্দন। ২. ক-ভাইয়ে২। ৩. ক-অবর্শ্য। খ-অবশ্য। ৪. ক-চলহ গাজিকে লয়া রার্য্য সোনাপুরে। খ-গৃহীত পাঠ। ৫. খ-চতুরভিতে। ক-চারিভিতে। ৬. ক-নাজানে গাজি 'আছে কোন পালঙ্গ পরে। খ-গৃহীত পাঠ। ৭. খ-বাহে। ক-বাএ। ৮. খ-রচে মিরা হালু ভাবনা করিয়া। ৯. ক-পুথি থেকে গৃহীত। এটি পাণ্ডুলিপিতে ৬ পঙক্তি পরে আছে। এর আগে সেখানে একটি কথাও আছে : অষ্ট পালা সমেয়াপ্ত। নব পালা আরম্ব। ১০. খ-নিদ্রাভঙ্গ দিয়া গাজি উঠিয়া পালঙ্গে বসিলা। ক-গৃহীত্ পাঠ। ১১ খ-মজিদ উপরে দেখে। ১২. ক, খ-রহিল। ১৩. আ, ক, খ-দেখি চাম্পার অঙ্গরি। ১৪. আ-আইলা কথাতে ষুন্দরি। খ-কথা গেইলে কথা আইল কোথাএ ষুন্দরি। ১৫. আ-অস্ত ব্যস্ত হইল গাজি। খ-ব্যকুল হয়া চাহে গাজি। ক-গৃহীত পাঠ। ১৬. ক, খ-পড়িল। ১৭. আ-জেমত। ক, খ-জেন। ১৮. ক-একস্তর। ১৯. আ-সর্প্পন। ক-ঐ। খ-সসর্বন। ২০. আ, ক-পুন্ন্য২। খ-এ পাঠ খণ্ডিত। ২১. আ, ক-রঙ্গ। ২২. আ, ক, খ-ছুট বট। ২৩. আ-সরির জিনিঞা। ক-সরির জলিয়া। খ-এ পাঠ খণ্ডিত। ২৪. ক-অগ্ননি। ২৫. আ-মুক্কের। ক, খ-গাজি মুখের পর কালু থুইয়া মুখখান। ২৬. ক-কান্দিয়া বলেন সাহেব কেমন করে প্রাণ। ২৭. আ-উৎর। ক-উতৎর। ২৮. আ, ক, খ-লোটাএ। ২৯. আ-রার্জ্জ। ক-সোনাপুর লয়া তবে। ৩০. খ-তথা। ৩১. খ-কি হত মুরুখ। ৩২. আ-আন্দেলা সকল চলে। ক-আন্দল চলিল সবে হাতে লাটি ধরি। খ-আনন্দ সকল চলে লাটি লয়া হাতে। ৩৩. খ-কন্যা। ৩৪. আ-গর্ব্ববতি। ক-আর চলিলা সবে গন্তর্ব্ববতি। ৩৫. আ, ক, খ-ছাওাল।

বালকেক দুগ্ধ[১] দিতে কারো নাহি মোহ।
কোন কোন যুবতী চলে[২] হস্তে কাঁখে পোহ ॥
গাযীর ক্রন্দন শুনি এহি সব লোক।
পড়এ[৩] চক্ষের পানি বড় পাএ শোক ॥
উম্মর চৌধুরী আদি যত প্রজাগণ।
একে একে জিজ্ঞাসিল[৪] গাযীর সদন ॥
কাহার বচনে গাযী না দিল উত্তর[৫]।
কান্দিয়া লুটায় গাযী পালঙ্গ[৬] উপর ॥
পানি পড়ি দেএ কেহ ঔষধ[৭] বাটিয়া।
না খাএ সাহেব গাযী[৮] ফেলে পাক দিয়া ॥
কালু কান্দিয়া লুটাএ গাযীর কারণ।
শিরে হাত দিয়া প্রজা করএ রোদন ॥[৯]
তিন দিন তিন রাত্রি কিছু না খাইল[১০]।
গাযী আর কালু দুহে কান্দিয়া গোঙাল ॥
উম্মর চৌধুরী সেহি না ধরে জীবন।
প্রমাদ গণিঞা কান্দে গাযীর কারণ ॥
কহিতে লাগিল সর্বজনের পাস।
কিহেতু হৈল মিঞার কহোত প্রকাশ ॥
কেহ [কেহ] বলে তোরা শুন সমাচার।[১১]
না জানি গাযীর হৈল কোনবা প্রকার ॥
আর প্রজা বলে তোরা শুন[১২] মোর বাণী।
সেতাব করি আনি দেহ নিজা বিলের পানি ॥
জল পড়িয়া গাযীক কেহ কেহ দেএ।
তাহাক না খাএ গাযী পাকায়া ফেলাএ ॥
কেহ কেহ বলে তোরা আর কর্ম্ম[১৩] কর।
বাতাসের বেদনা নহে মোর কথা ধর ॥
আমি হেন কথা কহি শুন সমাচার।
সাহেব গাযী হৈছে পাচের আজার ॥
বন চালিতার আন অন্তমূলের বই[১৪]।
দালো ঠেচা টিলা ছোয়া নাটেবা খোলুই[১৫] ॥
ঔষধ বাটিয়া দেএ গাযীক খাইবারে।
না খাএ ঔষধ গাযী দূরে পাক মারে ॥
আর কেহ বলে শুন বেরামের নিশা।
নিশ্চএ হইছে গাযী ভূতের দিশা ॥
ভূতের ঔষধ আন আমি দেই বাটি।
গোটা কএক আনি-দেহ ধিয়ালের কাঠি[১৬] ॥
কেহ দেএ ঔষধ গাযীক কেহ পড়া পানি।
জ্বর জ্বালা[১৭] কিছু নহে পিরিতির অগনি ॥
এতেক শুনিঞা কেহ পানি আনি দিল।
আল্লার ফকীর গাযী কিছু না খাইল ॥
রোগ ব্যাধি হএ তবে ঔষধেত জাএ।
জবাব না দেএ গাযী চক্ষু[১৮] পাকাএ ॥
তাহা দেখি কালু দেওয়ান[১৯] কান্দি কান্দি কএ।
আল্লার ফকীর গাযী বাঁচিবার নএ ॥
উম্মর চৌধুরী আদি যত প্রজাগণ।
ভূমে[২০] লুঠায়া কান্দে গাযীর কারণ ॥
কান্দিতে কান্দিতে কেহ চিত্তে[২১] দিল বার।
মনুষ্য[২২] পাঠায়া দিল হাকিম আনিবার ॥
হাকিম আনিতে কেহ চলিল সত্বর[২৩]।
আবদুল্লা[২৪] হাকিম নাম সোনাপুরে ঘর ॥
তাহাকে বোলায়া আনে গাযীর কারণ।
নাড়ী ধরা হাকিম সেহি সর্বতত্ত্বজ্ঞান[২৫] ॥
আবদুল্লা হাকিম গাযীর হস্তধরি কএ।
রোগ ব্যাধি[২৬] কিছু নহে পিরিতির ঘাএ ॥
এতেক শুনিঞা গাযী ভাবিল অন্তরে।
গাযী বলে এ বেটা সব কহিতে পারে ॥
যদি এহি কথা কহে সর্বজনের স্থান[২৭]।
তবে মোক ফকীর করি কবে কোনজন ॥
লজ্জার কারণে গাযীর চিত্তে বাজে ডর।
ভাল হইল তোরা জাহ আপন ঘর ॥
রচে মিরা ছৈয়দ হেলু বিরহ বেদনা।
মন দিয়া শুন বিবি চাম্পার করুণা ॥

১৮ পালা সমাপ্ত।

১. আ-দুর্গ্ঙ্গ। ক-দুর্দ্ধ। খ-ঐ। ২. আ-চলে ছাড়িয়া নিজ গৃহ। ক, খ-হস্তে কাখে পোহ। পোহ শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। কলসী অর্থে? ৩. ক-পড়েন। ৪. ক-জির্গ্গাসিল। খ-ঐ। আ-একে ২ জির্গ্যাসা করিল জনে জন। ৫. আ-উৎতর। ক-উতৎর। খ-ঐ। ৬. ক-পালঙ্গের পর। ৭. আ-ঔসদ। ক-ঐসদি। খ-ঔসদ। ৮. আ-না খাএ গাজি তাখে। খ-না খাএ ঔষদ্ধি। ক-গৃহীত পাঠ। ৯. আ-সিরে হাত প্রজাগণ কান্দে সর্ব্ব জোন। ক-সাথে হাতে প্রজাগন করেন রোদন। খ-সিরে হাত দিয়া প্রজা কররে ক্রন্দন। ১০. ক-খায়েইল। ১১. এখান থেকে পরবর্তী নিম্নলিখিত পদগুলি ছাড়া এ পালায় ক, খ-পুঁথিতে আর কোন পদ নেই। যথা : ক পুথি : কেহো বোলে সাহেব গাজিকে হইছে নিসা। কেহ বোলে দেহ মুখে এক মুষ্ট সরিসা॥ কেহ বোলে ইহার ঐসদ আমি জানি। কেহ বোলে দেহ আনি এক কুয়া পানি॥ কেহ ঐসদ দেএ কেহ পড়ে পানি। জর জালা ব্যাদি নহে পিরিতি অগ্গনি॥ রচে মিরা হালু এহি বিরহে বেদনা। মোন দিয়া যুন বিবি চাম্পার করুনা। খ-পুথি : কেহ বোলে মিঞাজি কি হৈছে নিসা। কেহ বলে দেহ তুমি ... কেহ ঔসদ দেএ কেহ পড়া পানি। জর জালা ব্যাদি নএ পিরিতি আগুনি। রচে মিরা হালু ...। মন দিয়া যুন বিবি চাম্পার করুনা॥ ১২. আ-যুণ। ১৩. আ-কম্ম। ১৪. অন্তমূলের 'বই' শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। ১৫. এ পদের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে মনে হয়। ১৬. ধিয়ালের কাঠি শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল থাকতে পারে। ১৭. আ-জরজালা। ১৮. চক্ষ। ১৯. আ-দেওান কান্দিয়া২ কএ। ২০. আ-ভুম্মে। ২১. আ-চির্ত্তেৎ। ২২. আ-মনুর্স্য। ২৩. আ-সৎতর। ২৪. আ-সান্দুলা। ২৫. আ-সর্ব্বতৎগ্গান। ২৬. আ-রোগ ব্যাদ। ২৭. আ-স্তান।

১৯ পালা

দিসা : কলি আনি দারুণ বড়া বস্ত্র আনি দারুণ বড়।
আমি কোন সাধনে পাবহে ॥[১]

পদ

প্রভাত হইল রাত্রি গেল নিশাপতি[২]।
শয্যা[৩] তেজিয়া প্রভাতে উঠিল চম্পাবতী ॥
পালঙ্গে বসিয়া কন্যা[৪] চৌদিকে নেহালে।
কোন দিকে প্রাণনাথ না দেখে নযরে ॥
গাযীর পালঙ্গ আছে গাযীর অঙ্গুরী।
কোন দিগে গেল[৫] মোর প্রাণ করি চুরি ॥
অন্ধকার হৈল ঘর নঞানের[৬] নীরে।
কান্দিয়া পড়িল কন্যা পালঙ্গ উপরে ॥
ভাঙ্গিয়া ফেলিল কন্যা অষ্ট অলঙ্কার।
আউলাইল মাথার কেশ ছিড়িল গলার হার ॥
ধূলাএ লুটায়া কান্দে বুকে মারে ঘাও।[৭]
পড়এ চক্ষের পানি মুখে নাহি রাও ॥[৮]
গাএত বসন নাহি নাহি বান্ধে চুল।[৯]
ধূলার বাসরে কন্যা হৈছেন ব্যাকুল ॥[১০]
যমুনা মঞ্জুরী[১১] দাসী আইল বাসরে।
দেখে রাজ কন্যা কান্দে ধূলাএ ধূসরে[১২] ॥
লড় দিয়া গেল দাসী লীলা মাধাই স্থান।[১৩]
কান্দিয়া কহিল[১৪] সব দাসী দুই জন ॥
[১৫]শুন শুন ঠাকুরাণী[১৬] চল শীঘ্র গতি।
ধূলাএ লুটায়া[১৭] কান্দে কন্যা চম্পাবতী ॥
ব্যাকুল হইয়া রানী[১৮] জাএ উভ লড়ে।
অঙ্গের[১৯] বসন তার বাতাসেতে উড়ে।
সত্বরে চলিল রানী[২০] চাম্পার বাসরে।
দেখে কন্যা পড়ি আছে ধূলাএ ধূসরে ॥[২১]
আইল চম্পার মাও কিবা কিবা বলে।
বাছা বাছা বলি চম্পাক তুলি নিল কোলে ॥
কেন হেন কর বাছা মাএ কান্দি বলে।[২২]
মধু ধোওয়াইয়া চম্পাক বসাইল কোলে ॥[২৩]
বান্ধিলা মাথার কেশ কোলে বসাইয়া[২৪]।
পুছিতে লাগিল মাও যতন[২৫] করিয়া ॥
কি স্বপন[২৬] দেখিলা বাছা আজিকার রাতি।
কি কারণ কান্দ তুমি কহ শীঘ্র গতি ॥[২৭]
কেনে তুমি কান্দ বাছা কহ মোর স্থানে[২৮]।
মরমে হানিল শেল[২৯] বিন্ধিল পরানে ॥
সাত পুত্র মাঝে[৩০] তুমি সভার প্রধান।
পিতা মাতা দুই জনার পরানের পরান ॥
নিরবধি চিন্তি[৩১] বাছা তোমাকে লাগিয়া।
সমতুল্য[৩২] বর পাই তবে দেই বিয়া ॥

১. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। আ, খ-নেই। ২. নিসাপ্রতি। ক-প্রভাত হইল রাত্রি কুলির বাযেবতি। খ-গেল রতি। ৩. আ-সর্জ্জা। ক, খ-শর্জ্জ্যা। ৪. খ-চাম্পা। ৫. ক-গেল কেবা করি লইল চুরি। খ-গেল চলি কেবা কৈল চুরি। ৬. ক-নআনের। ৭-১০. এ চার পদ ক, খ-পুঁথিতে নেই। পরিবর্তে নিম্ন লিখিত পদগুলি আছে। যথা : ক-প্রাণে না সহেবার মদন আগুনি। ধুলাএ লোটায়া কান্দে উনমত পাগলি॥ খ-ধুলাএ লোটায়া কান্দে উলমত্ত পাগলি। কি হইল কি হইল বলি কান্দে উঞ্চে স্বরে॥ ১১. আ-জমুনা মর্যুরি। ক-জমুনা মুঞ্জরি। খ-ঐ। ১২. আ-ধাসরে। ক-ধসরে। খ-ধোসরে। ১৩. ক, খ-এ পদ নেই। ১৪. ক-বোলে তবে। খ-বলেন কথা। ১৫. এর আগে ক-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : ষুন ঠাকুরানী তোমার কন্যার বচন। ১৬. ক-ষুন ঠাকুরানি। খ-ষুন ঠ্যকুরানি তুম্হি। ১৭. ক-ধুলার বাসরে। খ-ধুলাএ লোটায়া। ১৮. ক-ষুনিঞা আকুল রানি। খ-ব্যাকুল হইল রানি। ১৯. আ-রঙ্গের। ক-রঙ্গের বশন তার বাসে উড়ি পড়ে। ২০. আ-সিগ্রগতি বলি গেল। ক-সতথরে চলিল রানি। খ-সিগ্র চলিয়া গেল। ২১. আ-পাগল বেসে পড়ি আছে ধুলাএ ধাসরে। খ-পাগলি কন্যা যেন ধুলাএ ধোসরে। ক-গৃহীত পাঠ। ২২. আ-কেন এমত করো মাও কান্দিয়া২ বলে। খ-কেন হেন করা বাছা কান্দিয়া কান্দিয়া বলে। ক-গৃহীত পাঠ। ২৩. আ-মুক্ষ ধোয়াইয়া চাম্পাক তুলিয়া নিল কোলে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৪. ক-উঠাইয়া। ২৫. আ-জতন। ক-জত্নন। খ-জতন। ২৬. আ-সর্প্নন। খ-ঐ। ক-সপ্নন। ২৭. ক-কি সপ্নন দেখি কান্দ রাত্রি নিসা কালে। খ-কি সপ্নন দেখিয়া কান্দ নিসা কালে। ২৮. আ-স্তানে। ক-কেন কান্দন বাছা কহ মোর কানে। খ-ঐ। ২৯. আ-প্রাণ। ৩০. আ-মাঝে বাছা তুমি পুত্রধন। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩১. ক-চিন্তা তোমাকে লাগিয়া। খ-চিন্তিত মোরা তোমাকে লাগিয়া। ৩২. আ-সমষুর্গ। ক-সমতুর্ল্য বর পাইলে তোমাকে দেই বিয়া। খ-ঐ।

পুন পুন[১] পুছে রানী বিবি চম্পার তর।
পড়িল চক্ষের পানি না দেএ উত্তর[২] ॥
শুনিঞা দেখিতে আইল সকল ব্রাহ্মণী।
সবে বলে কেনে কান্দ রাজার নন্দিনী ॥
নানান প্রকারে সবে চম্পাক বলে[৩] বাণী।
জবাব না দেএ চম্পা চক্ষে পড়ে পানি।
শুনিঞা মটুক রাজা আইল সেহি ঠাঞি।
সঙ্গে আইল তবে চম্পার সাত[৪] ভাই ॥
চম্পাক দেখিতে আইল তার নও মামা।[৫]
চম্পার নও মামী আঈল আর যত জনা ॥[৬]
চম্পার ভাই বধু আইল দৌড় দিয়া।[৭]
পড়এ[৮] চক্ষের পানি চম্পাক দেখিয়া ॥
রাজা বলেন কথা চম্পার বরাবরে।[৯]
কোন দুঃখে কান্দ মাও[১০] কহ দেখি মোরে ॥
তোমাক দেখিয়া মোর প্রাণ কেমন করে।
না জানি কি ব্যাধি[১১] হৈল তোমার শরীরে ॥
সবে[১২] এক কন্যা তুমি সভার নহন।
সকলে কাতর আছি তোমার কারণ ॥
শরীর দগধে মোর তোমাক দেখিয়া।
কেনে জবাব নাহি দেহ মোর মাথা খায়া ॥[১৩]
যতন করিয়া রাজা পুছে বারবার ॥[১৪]
শির হেঁটে কান্দে চম্পা না দেএ উত্তর ॥[১৫]
সাত ভাই পুছে চাম্পাক কান্দিয়া কান্দিয়া।[১৬]
উত্তর[১৭] না দেএ থাকে মুখ[১৮] ফিরাইয়া ॥
নও মামা চম্পাবতীর পুছে বারবার।
জবাব না দেএ চম্পা কান্দে জার জার ॥
ঔষধ করেন যত[১৯] ইষ্ট মিত্রগণ।
জ্বর জ্বালা ব্যাধি নহে[২০] পিরিতির আগুন ॥
তিন দিন তিন রাত্রি কান্দিয়া গঙাল।
বাপ মাও ভাই বধু কিছু না খাইল ॥
চম্পাবতী বলে তোরা জাহ নিজ স্থানে[২১]।
কহিব আজার[২২] মোর জননীর বিদ্যমানে[২৩] ॥
তিন দিবস বাদে কন্যা[২৪] কহিল বচন।
যার যেবা স্থানে[২৫] সবে করিল গমন ॥
বিবি রহিল এথা চম্পার বিদ্যমানে।[২৬]
মাএ ঝিএ দুহে রহিল একি স্থানে ॥[২৭]
মলিন বদনে রাজা বৈসে রাজপাটে।
কন্যার কারণে রাজার মোহে[২৮] প্রাণ ফাটে ॥
ভাই সব কান্দে তারা মনদুঃখী হয়া।
ভাউজ সকলে কান্দে[২৯] রন্ধন তেজিয়া ॥
রাজা প্রজা কান্দে সব চম্পার কারণ।
চম্পাবতী বলে মাও শুন নিবেদন ॥
তুমি এথা থাক আর সবে জাউক ঘরে।
এথা কিবা কাজ জাহ আপন বাসরে ॥
কহিব ব্যাধির কথা[৩০] যে হৈল আমার।
শরীর জ্বলিয়া মাও হৈল ছারখার ॥[৩১]
বাহির হইয়া সবে গেল নিজস্থানে[৩২]।
মাএ ঝিএ কেবল রহিল দুইজনে ॥
লীলাবতী বলে বাছা আর কেহ নাই।
কোন দুক্ষ পায়া কান্দ[৩৩] কহ মোর ঠাঁই ॥
এখন দিলের কথা না বলহ ঝি।
গরল খাইব মোর[৩৪] জীবনের আশাকি ॥
তোমার কারণে দেখ সবে[৩৫] পাএ ব্যথা।
হরগৌরীর দোহাই না বল দিলের কথা ॥
আমি তোমার জননী[৩৬] তুমি আমার ঝি।
মাএর আগে কহিবা তাতে শঙ্কা কি ॥[৩৭]
মুখ[৩৮] মুছাইল মাএ নেতের আঁচলে।
কহ বাছা দিলের কথা কান্দি[৩৯] কান্দি বলে ॥

১. আ-পুর্ণ্ন্যি২। ক-ঐ। খ-পুন পুন। ২. আ-উতৎর। ক-ঐ। ৩. ক-পুছে। খ-ঐ। ৪. ক-মাতা। ৫. ক-দেখিতে আইল চাম্পার নও মামি। খ-দেখিতে আইল চাম্পার নও মামি। ৬. ক-নও মামি আইল আর জতেক ব্রাহ্মনি। খ-ঐ। ৭. ক-সাত ভাইর বধু সকলে দাড়াইলা। ৮. আ-পড়ে। খ-পড়এ। ক-পড়েন। ৯. ক-রাজা বোলে বাছা কহ বরাবরে। খ-ঐ। ১০. ক-বাছা। খ-ঐ। ১১. আ-কি ব্যাদি। ১২. আ-ঘরে। ক-সবে এক কন্যা মোর সভার প্রধান। খ-সবে এক কন্যা তুমি সবার পরান। ১৩. আ-বাছা কেনে না দেহ জোবাব মোর পানে চায়া। ক-কেনে জবাব না দেয় মোর মাথা খায়া। খ-গৃহীত পাঠ। ১৪. ক-জত্ননে পুছে রাজা বিবি চাম্পার তর। খ-জতন করিয়া পুছে বিবি চাম্পাবতির। ১৫. ক-শির তলে কান্দে চাম্পা না দেএ উতৎর। খ-ঐ। ১৬. আ-সাত ভাই চাম্পার তরে পুছেন কান্দিয়া। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৭. আ, ক, খ-উতৎর। ১৮. আ-চক্ষ। ক, খ-মুখ। ১৯. ক-ঐসদ প্রকার তবে করে সর্ব্বজন। খ-ঔষদ প্রকার করে ইষ্ট মিত্রগণ। ২০. আ-জর জালা ব্যাদি নহে। ক-ঐ। খ-জর জালা ব্যাদ নএ। ২১. আ-ঘরে। ক, খ-স্তানে। ২২. আজার = ব্যাধি। ২৩. আ-হুজুরে। ক, খ-বির্দ্দমানে। ২৪. ক, খ-চাম্পা। ২৫. আ-স্তান। ক, খ-স্থানে। ২৬, ২৭. আ, খ-এ দুই পদ নেই। ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। ২৮. আ-মহে। ক. খ-মোহে। ২৯. আ-ভাই বধু কান্দে সবে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩০. ক, খ-কহিব ব্যাধ মোর। ৩১. আ-সরির জলিয়া মাও হৈল জর জর। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩২. আ-স্তানে। ক, খ-স্থানে। ৩৩. ক-কোন দুগ্ধে কান্দ বাছা। খ-কোন দুক্ষ পায়া কান্দ। ৩৪. আ-বিস খায়া মরিব। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩৫. আ-তোমার কারনে সকলে। ক-তোমার কারনে বাছা সবে। খ-গৃহীত পাঠ। ৩৬. আ-মাও। ক, খ-জননি। ৩৭. আ-মাএর আগে কবা তার দোস আছে কি। ৩৮. আ-মুক্ষ। ক, খ-মুখ। ৩৯. আ, ক-কান্দিয়া কান্দিয়া। খ-কহ বাছা দিব্য কর মোর সিয়েত্ত দিয়া হাত।

[১]চম্পাবতী বলে আমি তবে কহি বাত।
আগে দিব্য কর মোর মাথে[২] দিয়া হাত ॥
বিষম দারুণ কথা কহিতে সঙ্কটে।
সে কথা কহিতে মাও মোর প্রাণ ফাটে ॥
লীলা মাধাই বলে মাও কহ সত্য কথা।
কার স্থানে কহি যদি খাই তোমার মাথা ॥
চম্পাবতী বলে মাও[৩] বলি তোমার তরে।
দশ মাস দশ দিন রাখিলা[৪] উদরে ॥
যেমতে উদরে স্থান[৫] দিয়াছিলা মোরে।
তেমতি আমার ঘাইট রাখিবা অন্তরে[৬] ॥
লীলা মাধাই বলে শুনহ বচন।
প্রাণের অধিক তুমি আমার নহন ॥
কহ কহ আরে ঝি মরমের কথা।
কার স্থানে কহি যদি খাই তোমার মাথা।
এমত শুনিঞা কন্যা মাএর বচন।
কান্দিয়া মাএর আগে বলে নিবেদন ॥[৭]
শুক্রবারের[৮] রাত্রি মা পূর্ণিমার[৯] তিথি।
একেলা মন্দির ঘরে নিশাভাগ[১০] রাতি ॥
নিদ্রাতে কাতর আমি বড় অচেতন[১১]।
নিদ্রাতে আকুল মাও প্রহরী লক্ষজন ॥
স্বপন[১২] দেখিলু যেন শুন[১৩] মোর বাত।
আচম্বিতে[১৪] মোর কুঞ্চে কেবা দিল হাত ॥
নিদ্রাতে কম্পিত যেন উঠিল সেহিক্ষণে[১৫]।
নিদ্রাতে নএ্রান[১৬] লাগা ভাবি মনে মনে ॥
আমার মন্দিরে চোরা আইল কেমনে[১৭]।
এতেক প্রহরী এথা[১৮] আছে কি কারণে ॥
বাপুর সাক্ষাতে কাল[১৯] কহিব বচন।
কাল কাটাইব শির প্রহরী লক্ষজন ॥[২০]

কোন দুষ্ট প্রহরী মোক প্রকারে[২১] দেখিল।
প্রকারে প্রবন্ধে সেহি ঘরে প্রবেশিল ॥
মহাধারা খড়্গ আছে পালঙ্গ উপরে।
কাটিয়া চোরাক মুঞি পাঠাঙ যমঘরে ॥
নিদ্রাএ নএ্রান[২২] লাগা মনে কহি বাত।
খড়্গ[২৩] তলাশিতে পানু সেহি চোরার হাত ॥
ধরিয়া চোরার হাত নএ্রান মেলিনু।
চোরাক দেখিয়া মাও পাগলিনী[২৪] হনু ॥
কোন বিধি নির্মাইল[২৫] সেহি দারুণ চোর।
প্রাণ চুরি করি চোরা লয়া[২৬] গেল মোর ॥
কিবা কহিব চোরার রূপের বাখান।[২৭]
কত কুটি চন্দ্র জিনি জ্বলে মুখখান[২৮] ॥
হাতে পদ্ম পাএ পদ্ম[২৯] কপালে রত্ন জ্বলে।
সে রূপ দেখিলে মাও[৩০] মুনি মন ভুলে ॥
দেব গৰ্ন্ধৰ্ব আদি দেও পরিগণ।
রূপের তুলনা নহে এ তিন ভুবন ॥[৩১]
মোকে কিবা বল মুঞি জিয়ন্তে[৩২] মরা।
পাগলিনী করি মোকে থুইয়া[৩৩] গেল চোরা ॥
তাহার অনলে পোড়ে আমার শরীর।[৩৪]
ধক ধক[৩৫] করে প্রাণ হএত বাহির ॥
কহিতে চোরার[৩৬] কথা জ্বলএ অগনি।
ত্রিভুবনে[৩৭] আমা সমান নাহি অভাগিণী ॥
কিরূপ[৩৮] দেখিনু মাও যেন চন্দ্র ভানু।
প্রাণ লয়া গেল[৩৯] চোরা আছে শুধু তনু ॥
আহারে দারুণ বিধি কিবা দিলু দুঃখ[৪০]।
সে কথা কহিতে মোর বিদরিল বুক ॥
কান্দিয়া পড়িল কন্যা মাএর চরণে।
তুমি বিনে মোর দুঃখ[৪১] আর কেবা জানে ॥

১. এর আগে খ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : বিসম দারুন কথা মাএ কান্দিয়া বলে। ২. ক-মাথাত। খ-শিরেত। ৩. ক, খ-চাম্পা বোলে ষুন মাও। ৪. ক-রাখিছিলা। ৫. আ-স্তান। ৬. ক-উদরে। ৭. ক-কান্দিয়া মাএক বলে ষুন দিয়া মোন। খ-ঐ। ৮. আ-ষুক্ররবারের। ক, খ-ঐ। ৯. আ, ক, খ-পুর্ন্নিমার তিতি। ১০. আ-নিসিভাগ। ক-নিশাভাগ রাত্রি। খ-মন্দিরে ষুইয়া আছি মাও নিসা ভাগ রাতি। ১১. ক-চৈতন্য। আ, খ-অচৈতন। ১২. সপ্নন। ক, খ-ঐ। ১৩. আ, ক, খ-ষুন। ১৪. আ-অচম্ভিতে। ক, খ-অচম্ভিতে মোর কুঞ্চে চোরার পৈল হাত। ১৫. আ-তখন। ক-নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিল সেহিক্ষনে। খ-অচৈতন্য হয়া মাও উঠিলু সেহিক্ষণে। ১৬. ক-নিদ্রা চক্ষে। খ-নিদ্রায় চক্ষু লাগো। ১৭. আ-কোনজন। খ-ঐ। ক-কেমনে। ১৮. ক-মোর। ১৯. খ-কালিকা কহিমু। ক-কালি কহিমু। আ-কাইল কহিব। ২০. ক-কালি কাটিবে প্রহরি লক্ষজন। ক-খাল কাটাইমু সির ...। ২১. আ-কেমনে। ক, খ প্রকারে। ২২. ক-চক্ষ্য। খ-চক্ষ। ২৩. ক-খড়র্গ্য। খ-খড়গ তালাসিতে পাইল ডান হাত। ২৪. ক-পাগল হইনু। খ-পাগলি হইনু। ২৫. আ, কখ-নিষ্মাইল। ২৬. আ-প্রান চুরি করিয়া লইয়া। খ-ঐ। ক-গৃহীত পাঠ। ২৭. ক-কী কহিব তার রূপের রাখান। ২৮. আ-মুক্ষ। ক-মুখান। ২৯. আ-হাতে রত্ন পাএ রত্ন। ক, খ-হাত পাও পৰ্দ্দ। ৩০. আ-সেরূপ দেখিয়া মনির। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩১. আ-এরূপ তুলনা নহে ইত্রিভুবন। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩২. আ-জিয়ন্তের। ক-জিওতে। খ-জিয়তে। ৩৩. পাগর্লিনি করিয়া থুইয়া। ক-পাগলি করি মোখে রাখি। খ-পাগলি করিয়া মোক থুইয়া। ৩ পাঠ মিলিয়া গৃহীত পাঠ। ৩৪. ক-তাহার কারনে মোর পোড়ে কলেবর। ৩৫. আ-ধকো ধকো। খ-ধিক ধিক করে প্রান কেবল না হএ বাহির। ক-কতেক কহিব মাও তোমার গোচর। ৩৬. ক-তাহার। ৩৭. আ-ভুবনে। ক-সংসারে। খ-ত্রিভুবনে। ৩৮. আ-চোরাকে। ক, খ-কি রূপ। ৩৯. আ-গেইছে মোর। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৪০. আ-দুক্ষ। ক, খ-দুখ। ৪১. আ-তুমি মোর দুক্ষ বিনে। ক, খ-গৃহীত পাঠ।

মাএ ঝিএ গলাগলি করএ রোদন।
কান্দিয়া কান্দিয়া চাম্পা কহিতে বচন ॥
চিয়ানু চোরাক আমি[১] বসিনু একাত্তরে।
অনেক প্রকারে ভএ দেখানু তাহারে ॥[২]
কান্দিতে লাগিল সিহ[৩] শুনি হেন কথা।
তাহার কান্দনে মোর লাগিল বড় বেথা[৪] ॥
নাম গ্রাম বাপ মাএর পুছিনু খবর।
জাতি স্থিতি পুছিনু তোর কএ সহোদর ॥[৫]
কান্দিয়া কান্দিয়া সেহি কহিল উত্তর।
বলে মোর বাপের নাম বাদশা সেকন্দর ॥
বলি বাজার কন্যা[৬] ওসমা বিবি নাম।
তাহার উদরে হৈল আমার জনম ॥
বসতি আমার রাজ্য[৭] বেরাট নগর।
বড়খাঁ গাযী নাম মোর শুনহ খবর ॥[৮]
জাতি মুসলমান আমি বলি তোমার ঠাঞি।
ফকীর হৈয়া আইলাঙ সঙ্গে কালু ভাই ॥
নগর বসানু[৯] বলে সোনাপুর গ্রাম।
তথা আছে পালক ভাই কালু তার নাম ॥
তথাতে মসজিদ[১০] বিশ্বকর্মার নির্মাণ।
দুই পালঙ্গে শুইয়া ছিলাম ভাই দুইজন ॥
কেবা জানে[১১] তোমার রাজ্য ব্রাহ্মণ[১২] নগর।
স্বপনে[১৩] না জানি আমি এবা করে ঘর ॥
নিদ্রাতে আকুল আমি মসজিদ[১৪] মাঝারে।
না জানি কিমতে আইলু তোমার মন্দিরে ॥[১৫]
মরণে আনিল এথা শুনহ সুন্দরী।
এমত বলিয়া কান্দে ফিকরি ফিকরি ॥
দুই নঞান ঝুরিয়া পড়ে[১৬] চক্ষের পানি।
পরান ধরিতে নারি শুনহ জননী ॥
ধরিয়া বসালু তাক বদন ধোওয়াইয়া[১৭]।
চোরাক দেখিয়া গেনু মরমে মজিয়া[১৮] ॥
দেখিয়া মোহন রূপ প্রাণ নাহি ধরি।
বদলিয়া নিলু[১৯] তাহার হস্তের অঙ্গুরী ॥
তার অঙ্গে হৈল[২০] মোর ধর্ম দরিমানি।
আমি তার নারী হই সেহি মোর স্বামী ॥[২১]
তাহার পালঙ্গে আমি করিলু শয়ন[২২]।
আমার পালঙ্গে[২৩] শুইল সেহিজন ॥
আচম্বিতে[২৪] নঞানেত নিদ্রা লাগি গেল।
আমার পালঙ্গ লয়া চোর পলাইল ॥
তাহার অঙ্গুরী দেখি[২৫] তাহার পালঙ্গ।
দেখিয়া মরিব মাও নাহিযে বিলম্ব ॥
আহারে[২৬] প্রাণনাথ আমি কিমতে দেখিব।
তোমাক না দেখি আমি প্রাণ হারাইব ॥
কিমতে রহিব[২৭] আমি জাব কোন দেশে।
ঝুরিতে ঝুরিতে আমি মরিব হুতাসে ॥
বড় নিদারুণ নাথ তোমার নাহি দয়া।
কোন দেশে গেইলা তুমি আমাকে ছাড়িয়া ॥

দিসা : ও মন চোরারে।
কি ও চিত্ত চোরার ভাবে আমি জাব গঙ্গাজলে

পদ।[২৮]

বিরহ আনলে আমি পুড়িয়া মরিব।
যৌবনের ভারে আমি[২৯] প্রাণ হারাইব ॥
আসিয়া রসের কথা কহিলা[৩০] মোর ঠাঞি।
কেবা নিল কোথা গেল দেখিতে না পাই ॥
কিবা রাত্রি কিবা দিন সদাএ[৩১] পড়ে মনে।
মাংস গলিত হাড় বিন্ধিলেক[৩২] ঘুণে ॥
তোমার পালঙ্গ আর তোমার অঙ্গুরী।
দেখিতে দেখিতে আমি[৩৩] ঝুরি ঝুরি মরি ॥
এত কথা এত দিব্য[৩৪] করিলু আমারে।
হেন বুঝি পালাইলা দক্ষিণ রাএর ডরে ॥

১. আ-চৈতন করিনু চোরাক। ক-চিনুলু চোরাক বসিনু একাত্তরে। খ-চিয়ানু চোরাক ... বসিনু একাত্তরে। ২. আ-অনেক প্রকারে দেখাইনু ডর। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩. ক, খ-সে ষুনি মোর কথা। ৪. ক-ব্রেথা। ৫. ক-জাতি স্তিতি পুছিন কএক শোদর। ৬. আ-কন্যা ওসবা। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৭. আ-রার্জ্জ। ক-বৈরাট নগর গ্রাম। খ-ঐ। ৮. ক, খ-তথাতে ঘর মোর বড়খা গাজি নাম। ৯. ক-বসাইলাম। খ-বসাইলাঙ। ১০. আ-মজিদ আমি করিল নির্ম্মান। ক, খ-তথায় মছজিদ মোর নিসকর্ম্মার নিম্মাণ। ১১. ক-কে জানে। খ-ঐ। ১২. ক, খ-বামন। ১৩. আ-সপ্ননে। ক, খ-ঐ। ১৪. আ-মজিদ মাজারে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৫. ক, খ-কি জানি কিম্নতে আইল তোমার বাসরে। ১৬. ক, খ-পড়ে পানি। ১৭. ক-ধোলায়া। ১৮. ক, খ-মরিয়া। ১৯. আ-বদল করিয়া নিলু। ক, খ-বদলিয়া নিলু। ২০. ক-হইল ধব্ধ। ২১. আ-আমি তার নারি হই আমার স্বোমি। ক-সেহি আমার স্বামি আমি তার রানি। খ-ঐ। তিন পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ২২. আ-সয়ন। ক-সয়েন। খ-সয়ন। ২৩. আ-আমার পালঙ্গে গ্যা। ২৪. আ, ক, খ-অচম্ভিতে। ২৫. আ-দেখ। ২৬. আ-হাহা। খ-ঐ। ক-আহারে। ২৭. ক-কেমনে পাসরিব। খ-ঐ। ২৮. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ২৯. ক-আমি পাগল হইব। খ-আমি পাগলি হইব। ৩০. আ-কহ। ক-আসিয়া সকল কথা কহিলা মোর ঠাঞি। খ-আসিয়া সব কথা কহিলা মোর ঠাই। ৩১. ক, খ-তুমি। ৩২. খ-বান্ধিলেক ঘনে। ৩৩. আ-আমি কখনো বা মরি। খ-আমি কখন যেন মরি। ক-গৃহীত পাঠ। ৩৪. আ-দির্ব্ব। ক, খ-দিব্য।

তুমি প্রাণ লয়া গেলা[১] আমার মরণ।
এহি কর্ম্ম[২] করিলা মোকে দিয়া দরশন ॥
একখানা পাখা যদি দেএ হরগৌরী।
উড়াও দিয়া দেশে দেশে তোমার উদ্দিশ করি ॥
উড়িয়া পড়িতো[৩] জায়া তোমার চরণে।
কান্দিয়া দুঃখের কথা কহি[৪] বিদ্যমানে ॥
তাহার উদ্দিশ[৫] মাও যদি পাইব।
স্নান করিয়া তবে[৬] ভোজন করিব ॥
হর গৌরীর দোহাই যদি করি স্নানদান।
কহিলাঙ সত্য মাও তোমার বিদ্যমান[৭] ॥
কহিতে কহিতে[৮] কন্যা অচেতন হৈল।
কান্দিয়া লীলা মাধাই[৯] কোলে তুলি নিল ॥
মুখে[১০] পানি দিয়া বান্ধিল মাথার চুল।
কন্যার বচনে রাণী হইল[১১] ব্যাকুল ॥
জন্মের[১২] সাথী বাছা কর্ম্মে আছে কে।
প্রাণ স্থির কর বাছা[১৩] বুঝ আপন চিত্তে ॥
বড় সাধের তুমি[১৪] মোর কন্যা চম্পাবতী।
শুনিলে ব্রাহ্মণ সমাজ[১৫] জাবে কুলজাতি ॥
তোমাতে তাহাতে থাকে পালের লিখন।
কাহার শকতি তাকে খণ্ডাএ কোনজন ॥
কার স্থানে[১৬] না বলিহ থাক আরাধনে।
লিখন কপালে থাকে পাবে সেহিজন ॥
একথা না বলিহ[১৭] অন্য জনের পাশ।
জাতিকুল জাবে[১৮] লোকের হৈবে পরিহাস ॥
জননীর বচনে চম্পা প্রবোধ মানিল[১৯]।
গাযীর কারণে প্রাণ ঝুরিতে লাগিল ॥
এহি মতে বিবি চম্পা ঝুরে রাত্রিদিনে।
স্নান ভোজন চাড়ি রহে স্বামী আরাধনে ॥
রচে মিরা ছৈয়দ হেলু[২০] গাযীর কদমে।
সাহেব গাযীর কথা শুন সর্ব্বজনে ॥

১৯ পালা সমাপ্ত।

১. ক-তুমি পলাইয়া গেলা। ২. আ, ক, খ-কর্ম্ম। ৩. আ-পড়িত। ক-উড়িয়া পড়ি আমি তোমার কদমে। খ-ঈ। ৪. ক-কহি আদ্য হনে। খ-বলি তোর কদমে। ৫. আ-উর্দ্দি মাও জেদেসেত পাইব। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৬. ক-করিব স্নান তবে। খ-ঐ। ৭. আ-বিদ্বমান। ক, খ-বির্দ্দমান। ৮. আ-কান্দিতে২। ক, খ-কহিতে কহিতে। ৯. ক-মাধাই কন্যাকে কোলে নিল। ১০. আ-মুর্ঙ্কে। ক-মুখ ধোলাইল কন্যার বান্ধিল মাথার চুল। খ-ঐ। ১১. আ-কান্দিয়া। ক-হইল আকুল। খ-হইল ব্যাকুল। ১২. আ-জন্মের সাতি। ক-জন্মের সাথি মোরা কর্ম্মের বেন কে। খ-জন্মের সাথি মোরা বাছা কর্ম্মে রবেন কে। ১৩. ক-বাছা ইহা বুঝেজে। খ-ঐ। ১৪. ক-মোর তুমি চাম্পাবতী। খ-ঐ। ১৫. ক-মাঝে। খ-সমাজে। ১৬. ক-কাহার স্থানে। ১৭. আ-বোল গুরুজনের পাস। ক-এ কথা না বুলিহ অন্য জনে পাস। খ-এ কথা না কহিয় অন্যজনের পাস। ১৮. ক-আর লোকে করিবে পরিহাষ। খ-আর লোকের হৈব হাস। ১৯. ক, খ-প্রবধ হইল। ২০. ক-রচে মিরা হালু। খ-ঐ।

২০ পালা।

দিসা : আর কত নিভাএ না রে মনের আনল।
জল গঙ্গা যমুনার কুলে ॥[১]

পদ।[১]

গাযী কালু মসজিদে[২] ভাই দুই জন।
কান্দিয়া লুটাএ[৩] গাযী চম্পার কারণ ॥
কালু বলে শুন সাহেব[৪] নফরের কথা।
জবাব না দেহ কেনে খাও মোর মাথা ॥[৫]
অধম কালু আমি তোমার পালক ভাই।
না বল দিলের কথা আল্লার দোহাই ॥
আল্লার দোহাই কালু দেএ ঘনে ঘন।
শুনিঞা সাহেব গাযী ভাবে মনে মন ॥
গাযী বলে দীননাথ সয়ালের[৬] অধিকারী।
তোমার নাম লয়া আমি হয়াছি ভিখারী[৭]।
তোমার দোহাই লঙ্ঘি[৮] জবাব না দিব আর।
আল্লার দরবারে আমি[৯] হৈব গুনাগার ॥
এমত বিচার গাযী করে[১০] মনেমন।
ভাবিয়া চিন্তিয়া গাযী কহিল বচন ॥
গাযী বলে ভাই কালু প্রাণের দোসর।
মন দিয়া শুন ভাই আমার উত্তর[১১] ॥
এথা হৈতে কালু চল জাই অন্য[১২] দেশে।
কহিব তোমাক আমি যত মনে আছে ॥
এতেক শুনিহা কালু আনন্দ হইল।
উমর চৌধুরী আদি[১৩] প্রজাক ডাকিল ॥
শুনিঞা সকলে আইল[১৪] গাযীর স্থান।
গলাতে বসন দিয়া[১৫] করিল সালাম ॥
কালু দেওয়ান বলে[১৬] কথা শুন সর্বনরে।
রাজ্য ছাড়ি বিদাএ মাঙ্গে[১৭] বড়খাঁ গাযী পীরে।
দেখিব আল্লার দুনিঞা ভ্রমণ করিয়া।
তোমরা থাকহ ঘরে চিত্ত[১৮] নিভারিয়া ॥
এমত শুনিল যদি কালু মিঞার মুখে।[১৯]
আসমান ভাঙ্গিয়া পৈল সর্ব জনার বুকে[২০] ॥
গাযী বিদাএ হএ আইল সর্বজন[২১]।
গলাগলি ধরি[২২] সবে কান্দে প্রজাগণ ॥
মরিব মরিব সাহেব[২৩] তোমার বালাই লয়া।
কেমতে রহিব ঘরে[২৪] তোমা না দেখিয়া ॥
গাযী বলে তোমরা[২৫] সবে না কর রোদন।
আল্লা স্মরিয়া[২৬] কর চিত্ত নিবারণ ॥
যখন তোমাগেরে দেখিতে লএ মন।[২৭]
স্মরণ[২৮] করিলে আমার পাবে দরশন ॥
এমত শুনিল যদি[২৯] গাযীর বচন।
আল্লা বলি কৈল সবে চিত্ত নিবারণ ॥[৩০]
এখনে কমর বান্ধে গাযী জিন্দাপীরে।
শিরেত দস্তার বান্ধে[৩১] চারি চন্দ্র দোলে ॥

১. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। আ.খ-নেই। ২. আ, খ-মজিদে। ক-এ পদ দিসার আগে আছে। ৩. আ, ক, খ-লোটাএ। ক-এ পদ দিসার আগে আছে। ৪. ক-কান্দিয়া বোলে কালু ষুন নফরের কথা। খ-কান্দিয়া বোলে কালু ষুন ফকিরের কথা। ৫. ক-কেনে জবাব না দেহ খায়া মোর মাথা। খ-ঐ। ৬. আ-আপনে। ক, খ-সয়ালের। ৭. আ, ক-ভিকারি। খ-হইল কড়ার ভিকারি। ৮. আ-লঙ্গি জোবাব না দেই আর। ক-লঙ্গিয়া জবাব না দিব আর। খ-ঐ। ৯. ক-বড় হই গুণাগার। খ-বড় হইব গুনাগার। ১০. ক-ভাবে। ১১. আ-উৎতর। ক, খ-উতৎর। ১২. ক-আর। খ-ঐ। ১৩. ক, খ-আসি প্রজাক ডাক দিল। ১৪. আ-আইল মিঞা গাজি স্তান। ক-সকল লোক আইল গাজির স্থানে। খ-আইল মিঞা গাজির স্থান। ১৫. আ-জড়ি। ক-দিয়া। খ-দিয়া জানাইল ছার্ব্বাম। ১৬. ক-বলে ষুন সর্ব্ব নরে। ১৭. ক-মাঙ্গে গাজি পিরে। খ-মাঙ্গে গাজি ফকিরে। ১৭. ক-দেখিব দুনিঞা আমি ভ্রর্ম্মন করিয়া। খ-পাঠ খণ্ডিত। ১৮. আ-চিত্য। খ-চির্ত্ত। ১৯. ক-এমোন কথা কহিল কালু মিঞা দণ্ডে। খ-এমন কথা কহিল যদি কালু মিঞা ...। ২০. ক-মুণ্ডে। খ-ঐ। ২১. ক-গাজির বিদাএ আসি মিলে সর্ব্বজন। খ-ঐ। ২২. ক-ধরি কান্দে প্রজা সর্ব্বজন। খ-ধরিয়া কান্দেন সর্ব্বজন। ২৩. ক-মরি সাহেব গাজি। খ-পাঠ খণ্ডিত। ২৪. খ-প্রাণ। ২৫. আ-তোরা সবে না করো ক্রোন্দন। ক-গাজি তোমরা না কর রোদন। খ-গাজি বোলে তোমরা না করো ক্রন্দন। ৩ পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ২৬. আ-স্বৌরিয়া। ক-স্বরি কর। খ-স্বরিয়া। ২৭. আ-জখন তোমার দেখিতে লহে মোন। ক-জখন তোমার ঘরেক দেখিতে হএ মন। খ-জখন তোমাদেরে দেখিতে লএ মন। ২৮. আ-স্বৌরন। ক-স্বরণ। খ-ঐ। ২৯. ক-এমত ষুনিল সবে। খ-এমন ষুনিঞা মিঞা। ৩০. ক-আল্লা বলী করিল স্বরণ। খ-আল্লা আল্লা বলিয়া কৈল চিত্ত নিবারণ। ৩১. ক-দিস্তার বান্ধের শিরে। খ-দস্তার বান্ধে শিরে।

বিচিত্র খিলেকা গাযী গলে তুলি দিল।
সুবর্ণ[১] জিঞ্জির দিয়া কমর বান্ধিল ॥
সুবর্ণ তাগা মিঞা গলে তুলি দিল।[২]
সুবর্ণ খড়ম পাএ আসা[৩] করে নিল ॥
কমর বান্ধিল কালু[৪] দলক পরিয়া ॥
সর্ব জনার স্থানে জাএ বিদাএ হইয়া ॥[৫]
গাযীর চরণে সব বিদাএ হইল।[৬]
পাছে পাছে সর্বজন কান্দিয়া চলিল ॥[৭]
শুভ যাত্রা[৮] কালে দুহে সউরে পরয়ার।
যাত্রাকালে পাইল গাযী ডাইন নাকে স্বর ॥
আনন্দে চলিল গাযী ভাই কালু সাথে।
আইস বলিয়া[৯] কেবা ডাকে আচম্বিতে ॥
পুলকিত সর্ব অঙ্গ[১০] গাযী হরষিত।
সধবা নারীর কাঁখে কলস পূর্ণিত[১১] ॥
দধি লহ দধি লহ ডাকে গোয়ালিনী।
পুষ্পের[১২] পসার লয়া ভেটিল মালিনী ॥
ধেনুর বাছুর[১৩] দেখে গাযী যাত্রার সমুখে[১৪]।
গজ কন্ধে মাহুত[১৫] আসি অঙ্কুশ বাজাছে ॥
সুযাত্রা পাইয়া গাযী ভাবে মনে মন।
বাঞ্ছা সিদ্ধি করিবে[১৬] মালিক নিরাঞ্জন ॥
সোনাপুর ছাড়িয়া গাযী করিল গমন।
কনকা নগরে দুহে[১৭] দিল দরশন ॥
দিবস বহিয়া[১৮] গেল রাত্রি কাল হৈল।
নগরের মধ্যে দুহে আস্তানা[১৯] করিল ॥
নদীর কিনারে[২০] বৃক্ষ তথাতে[২১] বসিল।
কালু বলে সাহেব গাযী এমত কেনা হৈল ॥
গ্রামে না বসিলা গাযী বসিলা[২২] মৈদানে।
কিবা ভাবনা তোমার পড়িয়াছে মনে ॥[২৩]
খাইতে না চাহে বৈসে নিশ্বাস[২৪] ছাড়িয়া।
সদাই ভাবনা করে চম্পাক লাগিয়া ॥
কালু বলে শুন[২৫] মিঞা আমার বচন।
কিসের কারণে সদাএ করহ রোদন ॥
চারি দিবারাত্রি[২৬] তুমি কিছু নাহি খাও।
বিরলে বসিয়া মোকে[২৭] সেহি কথা কও ॥
গাযী বলে ভাই কালু শুন দিয়া মন।
রচে মিরা ছৈয়দ হেলু[২৮] দারুণ বচন ॥

নাচাড়ি। গুজরি রাগ।[২৯]
দিসা : তোর লাগি হিয়া জরজর।

রূপের চম্পাবতী লো তোর লাগি ॥[৩০]
শুনরে[৩১] কালু ভাই দুঃখ[৩২] বলি তোর ঠাঞি
মন দিয়া শুন মোর কথা।[৩৩]
কেনে আইনু পরবাস ছাড়ি বাপ মাএর আশ
কহিতে মরমে[৩৪] লাগে বেথা ॥
আমি কি জানিব যদি[৩৫] এমত লেখিছে বিধি[৩৬]
তবে কেনে ছাড়িব[৩৭] নিজ ঘর।

---

১. আ-সোবণ্ন্য। ক-শোবন্ন্য। খ-সোবর্ন্ন্য। ২. আ-সোবর্ন্ন্য দস্তার বান্ধে কালা উড়ে শিরে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩. আ-আশা ডাহিন করে। ক-গৃহীত পাঠ। খ-আসা করে লইল। ৪. আ-গাজি বির্দ্দমান। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৫. আ-বিদাএ মাঙ্গিল দুহে সর্ব্বজনে স্তান। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৬. ক, খ-সকলে করিল দুহার কদম বন্ধন। ৭. ক, খ-পাছে পাছে কান্দিয়া চলিল সর্ব্বজন। ৮. আ, ক, খ-ষুবজাত্রা। ৯. আ-আইস আইস বলি। ক-অইষ বলি। খ-আইস আইস বলিয়া সমুখে। ১০. আ-পুর্ল্ককিত সর্ব্বরঙ্গ। ক, খ-পুর্ল্যকিত সর্ব্ব অঙ্গ। ১১. আ-পুণ্নি্যত। ক, খ-ঐ। ১২. আ-পুস্কের। ১৩. আ-ধেনুর বাছেড়া। ক-ধেনুর বছ্ছর। খ-ধেনুর বাছুরি। ১৪. আ-সমুক্ষে। ১৫. আ-মাউতগণ অঙস বাজাইছে। ক-মাহুত অঙ্কুস বাঝাইছে। খ-গৃহীত পাঠ। ১৬. বঞ্চিসির্দ্ধি করিল। ক-বাঞ্চার্দ্ধি কর। খ-গৃহীত পাঠ। ১৭. ক, খ-জায়া। ১৮. ক, খ-চলিয়া। ১৯. আ-দস্তানা। ক-তবে দুইজন রহিল। খ-ঐ। ২০. ক-তিরে। ২১. খ-তার তলে বসিল। ২২. আ-মৈদানে বসিলা। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৩. ক, খ-না জানি কীবা কথা আছে তোমার মনে। ২৪. অ-নিসাস। ২৫. ক-ষুন সাহেব। ২৬. আ-আদি। ক-চারি দিন রাত্রি দিবা। ২৭. আ-ষুনি। ক-মোখে। খ-তুমি। ২৮. ক-রচে মিরা হালু। খ-ঐ। ২৯. আ-লাচাড়ী ত্রিপদি। ক-নাচাড়ি। খ-নাচাড়ি গুজরি রাগ। ৩০. খ-পুঁথি থেকে গৃহীতে। অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ৩১. আ, ক, খ-ষুনরে। ৩২. আ-দুক্ষ। ক, খ-দুখ। ৩৩. আ-মোন দিআ ষুন দুক্ষের কথা। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩৪. ক-মোর মনে। ৩৫. ক, খ-আমি কি জানিব। ৩৬. ক. খ-এমত বিধি লিখিব। ৩৭. আ-ছাড়ী নিজপুরি। ক-ছাড়ি নিজ দেস। খ-গৃহীত পাঠ।

কালু আমি কহি তোরে[১] মরণ দশা হৈল মোরে[২]
এহি কারণ না দিনু উত্তর ॥
আউয়াল জুম্মাবারে[৩] দুইভাই পালঙ্গ পরে
শুইয়াছিনু মসজিদ[৪] ভিতর।
বিধাতার কিবা লেখা সুন্দরী সহিতে দেখা
গেছিলাম[৫] ব্রাহ্মণ নগর ॥
মটুক[৬] রাজার কন্যা রূপে সংসারে[৭] ধন্যা
চম্পাবতী সেহি কন্যার[৮] নাম।
কি মতে গেনু তার ঘর[৯] না জানিলাম খবর[১০]
তার সঙ্গে দেখা সেহি ঠাম ॥[১১]
আনন্দিত[১২] দুইজন বিধাতার লিখন
বদল হৈল[১৩] পালঙ্গ অঙ্গুরী।
খোদাএ দরিমানি[১৪] তার সঙ্গে হৈল বাণী[১৫]
বিভার হেতু[১৬] করিল সুন্দরী ॥
নিদ্রা চক্ষে[১৭] লাগি গেল তথা ছাড়ি মসজিদে আইনু
হের দেখ তাহার অঙ্গুরী।
শুনি কালু [র] বিস্ময়এ[১৮] তবে হালু মিরা কএ
বলে কালু দস্ত জোর করি ॥

দিসা : ও আমি কেমনে পাসরিয়া রব হে।

পদ।

কালু বলে শুন সাহেব[১৯] আমার বচন।
গাযী বলে[২০] ভাই কালু প্রাণের নহন ॥
কালু বলেন তুমি ফকীর আল্লার।
গাযী বলেন ভাই লিখন করতার[২১] ॥
[২২]কালু বলে সেহি গ্রাম আছে কোন দিগে।
গাযী বলে সেহি গ্রাম দক্ষিণ ভাগে ॥
কালু বলে ফকীরেক[২৩] ইহা উচিত নএ।
গাযী বলে লিখন[২৪] তার রদ নাহি হএ ॥
কালু বলেন সেহি[২৫] জাইতে ব্রাহ্মণ।
গাযী বলেন ভাই কপালের লিখন ॥
কালু বলে সেহি কথা কিমতে জানি।
গাযী বলে হইয়াছে খোদাই দরিমানি[২৬] ॥
কালু বলে এহি কথা হইবেক ভিন্ন[২৭]।
গাযী বলে দেখাইব সেহি সব চিহ্ন[২৮] ॥
কালু বলে কর সাহেব চিত্ত নিবারণ।
গাযী বলে কালু বান্ধা না জাএ মন ॥
কালু বলে এমত হয়াছ চাম্পাক দেখি।

১. ক-কি কহিব কালু তোরে খ-ঐ। ২. আ-সদাএ মরন মোরে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩. আ-আউলি যুম্যার বারে। ক-আইয়াল যুম্বার বারে। খ-আওয়াল যুম্মার রাত্রে। ৪. আ-মজিদ মাজারে। ক-মসজিদের মাঝারে। খ-ছজিদ ভিতর। ৫. আ-গ্যাছিলাম। ক-আছিছিলাম। খ-আশিয়াছি। ৬. আ-ব্রাহ্মন। ক, খ-মটুক। ৭. আ-পরম। ক-সংসারের। খ-সংসারে। ৮. আ-কন্যার। ক, খ-কন্যার। ৯. ক-গেলাম তাহার ঘর। খ-কেমনে গেইলাম তার ঘর। ১০. আ-না পানু খবর। ক-না জানিঞা খবর। খ-গৃহীত পাঠ। ১১. ক-তাহার সহিতে হৈল দেখা। খ-তাহার সঙ্গে দেখা সেহি স্থানে। ১২. ক-আনন্দ। ১৩. ক-বদলিল। খ-বদল হইল। ১৪. আ-হৈল খোই দরি মানি। ক-গৃহীত পাঠ। খ-দার-মানি। ১৫. ক, খ-তাহার সঙ্গে করিলাম আমি। ১৬. খ-লগন। ক-কেমোনে আইল তোমার পাশ। ১৭. ক-চৈক্ষে। ১৮. আ-বিসরিত। ক-যুন কামু তরাতরি। খ-গৃহীত পাঠ। ১৯. আ-যুন ভাই আরজ আমার। ক, খ-যুন সাহেব আমার বচন। ২০. আ-কালু প্রানের দোসর। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২১. আ-খোদার। ক, খ-করতার। ২২. এ পদের আগে উপরে উল্লিখিত 'দিসা' শুধু মাত্র ক-পুঁথিতে আছে। ২৩. ক-ফকীরেক ইহা না যুয়াএ। খ-ফকীরেক ইহা নহে যায়। ২৪. ক-বিধির লিখন রদ হবার নএ। খ-বিধির লিখন রদ নাহি হএ। ২৫. আ-সেহি হএ কোন আছেন। খ-কালু দেওান বলে সে জাইত ব্রাহ্মণ। ক-গৃহীত পাঠ। ২৬. খ-দার মানি। ২৭. আ-ভির্ণ্য। ক-ভিণ্ন্য। খ-ঐ। ২৮. আ-চির্ণ্য। ক. খ-চিণ্ন্য।

গাযী বলে গাপল কৈলু চম্পা চন্দ্রমুখী[১] ॥
কালু বলে কর তুমি আপন প্রাণ স্থির[২]।
গাযী বলে প্রাণ কেনে না হএ[৩] বাহির ॥
[৪]কালু বলে মনেক[৫] তুমি আপনে বুঝাও।
গাযী বলে সেহি রূপ পাসরা না জাএ ॥
কালু বলে এমত উদাস ভাল নএ।
কালুর সাক্ষাতে গাযী পুন পুন কএ ॥[৬]
গাযী বলে ভাই[৭] কালু তোমার তরে বলি।
দেখিয়া দারুণ রূপ পাসরিতে নারি ॥
কিবা রাত্রি কিবা দিন সদাই পড়ে মনে।
মাংস গলিত হাড় বিন্ধিলেক ঘুণে ॥
দারুণ চম্পার রূপ মরণ[৮] সমান।
সঞান্নে হানিল বাণ বিন্ধিল পরাণ ॥
কমল নঞান[৯] চম্পার চন্দ্রমুখ[১০] খান।
দুই ভোঙা শোভে যেন বাঘের কামান ॥
চামর জিনিঞা কেশ লোটন দোলে পিঠে।
ক্ষীণ মাঞ্জাখানি তার[১১] ধরা জাএ মুঠে ॥
[১২]উভ স্তন ভার যেন[১৩] কদম্ব বিভোলে।
হাতে পাএ পদ্ম[১৪] কপালে রত্ন জ্বলে[১৫] ॥
লীলাএ[১৬] চলন তাহার দেখিনু হাঁটিতে।
মত্ত[১৭] হস্তী চলে যেন হালিতে ঢুলিতে ॥
নৌতুন যৌবন বিবি[১৮] ত্রিভুবনের সার।
অঙ্গে[১৯] পরিধান তার অষ্ট অলঙ্কার ॥
সত্য কহিল[২০] ভাই নহেত চাতুরী ॥
পাসরিতে নারি ভাই সেহিত[২১] সুন্দরী ॥
কহিতে কহিতে গাযী কান্দিতে লাগিল।
গাযীর ক্রন্দনে কালু ব্যাকুল হইল ॥
কালু বলে শুন ভাই[২২] মন কর স্থির।
তোমার ক্রন্দনে মোর[২৩] দহিল শরীর ॥
কালি প্রভাতে চল তাহার কারণ।
সেহি রাত্রি বৃক্ষতলে রৈল দুইজন ॥
রচে মিরা ছৈয়দ হেলু[২৪] গাযীর পদতলে।
একবার আল্লার নাম বলহ সকলে ॥

দিসা : ও রূপের চম্পাবতী লো।
তোর লাগি হিয়া জরজর ॥
পাঞ্জর বিন্ধিল ঘুণে হে।[২৫]

পদ।[২৫]

রাত্রি পোহায়া[২৬] গেল হইল প্রভাত।
পশ্চিম আকাশ[২৭] কোণে গেল নিশানাথ ॥
প্রভাতে উঠিয়া দুহে অযু[২৮] বানাইল।
নামাজ পড়িয়া দুহে আদাএ করিল ॥
অযিফা[২৯] পড়িয়া দুহে কমর বান্ধিল।
তথা হৈতে দুই ভাই পথে[৩০] মেলা দিল ॥
মিসির নগর গ্রাম[৩১] দক্ষিণে রাখিয়া।
পূর্ণ গ্রাম কাশীপুর বাম পাশে থুইয়া ॥[৩২]
সে রাত্রি রহিল দুহে মালিকা পাটনে।
রজনী[৩৩] প্রভাতে চলে ভাই দুইজনে ॥
চারি দিন হাঁটিয়া[৩৪] জাএ দক্ষিণ দেশে।
ব্রাহ্মণ নগর গ্রাম[৩৫] স্থানে স্থানে পুছে ॥
চারিদিন হাঁটিয়া পাইল দক্ষিণ দেশ।
নজদিক[৩৬] হৈল গ্রাম আক্ষির[৩৭] নিমিষ ॥

১. আ-চন্দ্রমুর্ক্ষী। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২. আ-স্তির। ক-থির। খ-স্তির। ৩. ক, খ-হইল। ৪. এঁর আগে আ-পুঁথিতে কতগুলি অতিরিক্ত পদ আছে। যথা : বারে২ কহে কালু সাহেব গাজি ঠাই। গাজী বোলে লাগে তোমাক আৰ্বা দোহাই॥ আৰ্বার দোহাই লাগে খাও আমার সির। এ মত না বোল আর কালু জিন্দাপির॥ এতেক ষুনিঞা কালু সির নিচে কৈর্ব্ব। তাহা দেখি সাহেব গাজি বুলিতে লাগিল॥ গাজী বোলে ভাই কালু না ভাবিহ মোনে। ইহার পরিক্ষা তুমি দেখিহ নঞানে॥ নঞান ভরিয়া তুমি দেখিহ নজরে। তবে সে জানিবা ভাই আওয়াল আখেরে॥ রচে মিরা ছৈয়দ হেলু গাজির কিঙ্করে। একবার বোল আৰ্ব্ব। গাজির খাতিরে॥ ৫. আ-গাজি তুমি সকলি বুজ ভাও। আপনার মন তুমি আপনে বুজাও। ৬. আ-এ পদ নেই। ৭. আ-ষুন কালু বুলি তোমার তরে। ৮. আ-মরম সন্তানে। খ-মরম সমান। ক-গৃহীত পাঠ। ৯. আ-নঞানি। ক, খ-নঞান। ১০. আ-মুক্ষ। ক, খ-মুখ। ১১. আ-খিন মাঞ্জা দেহা তার। ক-থিনু মাঞ্জাখানি বিবির। খ-খিন মাঞ্জাখানি তার। ১২. এ পদের আগে আ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : চাম্পার কলিকা হস্ত পাও সমতুল। আগুর বরণ তার এ দস অঙ্গুল॥ ত্রিভুবন জিনিঞা চাম্পা বড়ই সুন্দরি। কেনি নখের রঙ্গরূপ না পাইল হুরপরি॥ ১৩. আ-উচ্চ কুঞ্চভার জেন। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৪. আ-পার্দ্বে। ক, খ-পর্দ্দ। ১৫. আ, ক, খ-জলে। ১৬. আ-নির্ব্বএ। ক-লিলাএ। খ-লিলা চলন দেখিল হাটিতে হাটিতে। ১৭. অ-মস্ত। ক-ঐ। খ-মাতোয়াল হাতি চলে জেন ঢুলিত়ে ঢুলিতে। ১৮. আ-নৌতন জৌবন তার। ক, খ-নোতন জৌবন বিবি। ১৯. আ, ক, খ-রঙ্গে। ২০. ক, খ-কহিনু তোমাকে। ২১. আ-সেহেন। ক, খ-কেমনে পাসরিব ভাই সেহত ষুন্দরি। ২২. আ-ভাই আমার উৎতর। ক-সাহেব মোন কর থির। খ-ঐ। ২৩. আ-মোর দগদে অন্তর। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৪. ক-রচে মিরা হালু। খ-এখানে খ-পুঁথিতে কয়েক পাতা নেই। ২৫. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। আ-নেই। ২৬. ক-চলিয়া। ২৭. আ-পস্থিম আসাড় কুনে গেল দিননাত। ক-পশ্চিম আসাড় কোণে গেল নিশানাথ। ২৮. আ-রযু। ক-ঐ। ২৯. আ-রযিফা। ক-রযুবা। ৩০. আ-পত্র। ক-বামন নগর বলি গমন করিল। ৩১. ক-মিস্র্ গ্রাম কনাক নগর। ৩২. আ-পুর্ব্ব গ্রামে কাসিপুরে উৎতরিল গিয়া। ক-গৃহীত পাঠ। ৩৩. ক-রঞ্জনি। ৩৪. ক-চারিদিন হাটি দুহে। ৩৫. ক-সওাল ঠাঞি২ জির্গাসে। ৩৬. আ, ক-নজিক। ৩৭. আ-আক্ষের নিমস। ক-চক্ষের হইল লেস।

ত্রিপিনী গঙ্গার কূলে ব্রাহ্মণ নগর।
দালান কোঠা ইমারত আছে বিস্তর ॥[১]
নেতের পতাকা উড়ে সবাকার ঘরে ॥
নদীর তীরে মহাগ্রাম ঝলমল করে ॥
ফটিকের জাঙ্গাল আছে গ্রামের মাঝারে[২]।
সুবর্ণ[৩] ইটার ঘাটে সবে জল ভরে[৪] ॥
বিদ্যাধরি জিনি[৫] সব নারীর রূপ বেশ।
রত্ন অলঙ্কার অঙ্গে[৬] কাঁকেত কলস ॥
মণি মাণিক জ্বলে[৭] পুরীর মাঝার।
ঝলমল করে পুরী নাহি অন্ধকার ॥
অজএ অক্ষএ ভাই[৮] পুরীর গঠন।
কোন ভালে এমত পুরী করিছে নির্মাণ[৯] ॥
রচে মিরা হালু গাইন[১০] করিয়া ভাবনা।
একবার আল্লার নাম বলে সর্বজনা ॥[১১]

নাচাড়ী। ত্রিপদী।[১২]

ব্রাহ্মণ নগর অতি মনোহর
মটুক নামে[১৩] তার রাজা।
পুণ্যবান[১৪] রাজা করে শিব পূজা
তারে কৃপে[১৫] দশভুজা ॥
যেন রঘুরাজা তেমনি পালে[১৬] প্রজা
কর্ণের সমান[১৭] দাতা।
যুধিষ্ঠির সম জ্ঞানী[১৮] শুকদেব[১৯] হেন বাণী
দক্ষিণ রাজ্যের[২০] বরদাতা ॥
সেহি পুরীর কথা গড় চারি ভিতা
চৌদিগে বেউড়া বাঁশ।[২১]
রাজার সম্পদ[২২] না পাএ অন্ত[২৩]
যদি ফিরেন দুএ মাস ॥[২৪]
অতি[২৫] বাশের জড় শ্বেত[২৬] পাথরের গড়
কুরুট কাঙ্গরা তাতে শোভা।
সুবর্ণ[২৭] কলস গৃহের উপর
চৌদিগে সুবর্ণ পতাকা ॥
আসমানের মেঘঘটা যেন বিজলীর ছাটা
নবীন চান্দ দিছে দেখা।
রাজ্যের যতেক নারী যেন সব বিদ্যাধরি
ভূষণ ভূষিত সর্ব গাএ।
যতেক পুরুষ করি মোহন বেশ
পিড়িত বসন্তের বাএ ॥
নদীর তীরে ব্রাহ্মণ নগরে
দক্ষিণ রাএ গোসাঞি।
গাযী জিন্দা পাএ তবে হালু কএ[২৮]
আল্লা আল্লা বল সব ভাই ॥

১. আ-মোট মজিদ দালান কোটা ইমরাত বিস্তর। ২. আ-ভিতর। ক-মাঝারে। ৩. আ, ক-সোবর্ণ্য। ৪. আ-জল। ক-ভবে। ৫. আ-জিনিএগ্রা নারির। ক-জিনি সব নারি পুরুস। ৬. আ-রঙ্গে। ৭. আ, ক-জলে। ৮. ক-সব পুরির বিবর্ন্ন্যা। ৯. আ-নিস্কান। ক-এ পদ নেই। ১০. আ-রচে মিরা ছৈয়দ হেলু। ক-রচে মিরা হালু গাইন। ১১. ক-এ পদ নেই। ১২. ক-নাচাড়ি। আ-নাচাড়ি। ত্রিপদি। ১৩. ক-নামে রাজা। ১৪. আ-পুন্নিবান। ক-সেহিত রাজা। ১৫. আ-তাহাতে ক্রি। ক-তারে ক্রিপা। ১৬. ক-তেনমত পাপী প্রজা। ১৭. আ-কর্ণ্যের সমও। ক-কন্নের সমান। ১৮. আ-যুদিষ্ট সমর্গ্জানি। ক-যুদিষ্টির দান। ১৯. আ-ষুক্কদেব কহে বানি। ক-ষুকদেব হেন। ২০. আ-রাজ্জের। ক-দক্ষি বাএ রার্য্যের দাতা। ২১. আ-চারিদিগে বেউড় তারাই। ক-গৃহীত পাঠ। ২২. আ-সম্পত জত। ক-গৃহীত পাঠ। ২৩. ক-জদি ফিরি ত্রিমাস। ২৪. আ-তাহা কহিব কত। ২৫. আ-আতি। ক-অতি। ২৬. আ, ক-সেত। ২৭. আ, ক- সোবর্ন্ন্য। ২৮. আ-তবে মিরা হেলু কএ। ক-ঐ।

দিসা : ও কালু বলে চল জাই ফকীরে গো ।[১]

পদ ।[২]

এ পারে গ্রাম সেহি নাম কান্তাপুর ।[৩]
দুই পারে দুই গ্রাম বসতি[৪] প্রচুর ॥
কান্তা পুরে[৫] আইল গাযী সঙ্গে কালু লয়া ।
বসিল নদীর তীরে হাস্যবান হয়া ॥
সামনে[৬] করিয়া গাযী ব্রাহ্মণ[৭] নগর ।
দুই ভাই বসিল তথা[৮] কদম্বের তল ॥
পুরী দেখিয়া কালু হৈল চমৎকার[৯] ।
কেমনে পশিব গাযী[১০] পুরীর মাঝার ॥
রাজবাড়ী দেখি কালু ভাবে মনে মনে ।
মনুষ্য[১১] এমত পুরী নির্মাল কেমনে ॥
লোক মুখে[১২] শুনি দক্ষিণ রাএর[১৩] কথা ।
ত্রাসিত হৈল কালু হেট করিল মাথা ॥[১৪]
বড় বীর দক্ষিণ রাএ[১৫] ব্রাহ্মণ নগরে ।
রাজ্য[১৬] সমেত লোক তার[১৭] সেবা করে ॥
ব্রাহ্মণ নগরে যদি পাএ মুসলমান[১৮] ।
তিলেক না রাখে তাকে দেএ বলিদান ॥
কালু বলে শুন সাহেব বলি তোমার তরে ।
লোক মুখে শুনি কথা প্রাণ কাঁপে ডরে ॥
স্বপন স্বরূপ জান সাহেব দূর কর বেথা ।[১৯]
অন্য স্থানে[২০] চল জাই রাখ মোর কথা ॥
যদি প্রাণ নাহি ধরে চম্পার খাতিরে ।
চল দুই ভাই জাই[২১] বৈরাট নগরে ॥
তোমার বাপ সেকন্দর বিক্রমে ঠাকুর[২২] ।
আশি হাযার বাঘ যার[২৩] শ্রীকাল কুকুর ॥
চন্দ্র সূর্য[২৪] হালে শাহ্ সেকন্দরের ডরে ।
নানান দেশের রাজা যার সেবা করে ॥
বস্তুজ্ঞান না করে[২৫] দেবের শাসন ।
তাহাকে দেএ জের[২৬] আছে কোন জন ॥
চলহ তাহার স্থানে[২৭] জাই দুই ভাই ।
সকল কহিব জায়া[২৮] বাবাজির ঠাঁই ।
রাজ্য[২৯] সহিতে রাজাক লইবে বান্ধিয়া ।
চম্পাবতীর সনে তোমাক দিবে বিয়া ॥[৩০]
গাযী বলে জাব যদি বাবার হাযীর ।
আমি বৃথা[৩১] হৈলাম ভাই আল্লার ফকীর ॥
আল্লা নবীর নাম[৩২] আমি মনে করি দড় ।
বাবার[৩৩] বাদশাই হৈতে মোর বাদশাই বড় ॥
বাবাজি বাদশাই করে[৩৪] তক্তে বসিয়া ।
আমার বাদশাই আল্লার আলম জুড়িয়া[৩৫] ॥
জীয়ন্তে লয়াছি[৩৬] আমি মউতের[৩৭] কাফনি ।
কত কুটি[৩৮] রাজা আমি তিন্ন হেন জানি ॥
এহি বার্তা[৩৯] লয়া জাব বাবার সমাজ ।
রাজ্য[৪০] বেড়িয়া সবে আমাক দিবে লাজ ॥
আমার তরে দয়া যদি[৪১] করে আল্লাজি ।
দক্ষিণ রাএ গোসাঞি[৪২] করিতে পারি কি ॥
কালু বলে সাহেব আমাকে[৪৩] লাগে ভএ ।
না জানিবা এত দিনে ভাগ্য কিবা হএ ॥
আপনে ঝুর সাহেব[৪৪] কিবা দিবা রাতি ।
রাজ ভোগে ভুলিয়াছে কন্যা চম্পাবতী ॥
অন্ত নাহি রাজপুরে[৪৫] যত ইমারত ।
কেমনে দেখিব চাম্পা করিয়া কিমত ॥[৪৬]
গাযী বলে শুন তুমি কালু প্রাণের ভাই ।
অবশ্য[৪৭] চম্পার দেখা হবে এহি ঠাঁই ॥
কিবা পর্বত আর গহীন সাগর ।
আনলেত[৪৮] দিব ঝাপ তাথে নাহি ডর ॥
উহাতে আমাতে থাকে বিধাতার রেখ[৪৯] ।
এহি স্থানে থাকিয়া পাইব পরতেক ॥
আজি এথাতে থাকিব ভাই দুইজন ।[৫০]
এথাতে থাকিয়া পাইব[৫১] সব বিবরণ ॥

১. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। আ-নেই। ২. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। আ-নেই। ৩. ক-ইপারে গ্রাম তবে নাম কান্তুপুর। ৪. আ-বসিছে। ৫. ক-কান্তুপুরে। ৬. ক-সমুখ। ৭. ক-বামন। ৮. ক-কদম্ব গাছের তল। ৯. আ-চম্যতকার। ক-ঐ। ১০. আ-কেমতে পসিব ভাই। ক-গৃহীত পাঠ। ১১. ক-মনুষ্য হয়া এমন পুরি বানাইল কেমনে। ১২. আ মুক্ষো। ক-মুখে। ১৩. আ-রার্জ্জের। ক-রাএর। ১৪. ক-চিন্তিত হইল কালু তরাসে হেট মাথা। ১৫. আ-বড়২ বির আছে। ক-গৃহীত পাঠ। ১৬. আ-রার্জ্জ। ক-রায্যে। ১৭. ক-জার। ১৮. আ, ক-মোছলমান। ১৯. আ-সপ্নন রূপে জান সাহেব দুর করো বেথা। ক-সপ্নন সরূপ ...। ২০. আ-অর্ন্যেস্তানে। ক-আর দেশে। ২১. ক-দুই ভাই চল। ২২. আ-ডাঙ্গর। ক-ঠাকুর। ২৩. আ-আসি গাও বাঘ জার। ক-গৃহীত পাঠ। ২৪. আ-ষর্জ্জ। ক-ঐ। ২৫. আ-বস্তগ্যাননা করে বাদসা। ক-বস্তঙ্গান না করে। ২৬. আ-তাহা জের দেয়। ক-তাহাকে দিবে জের। ২৭. আ-স্তানে। ক-চল নিজ স্থানে আমরা দুই ভাই। ২৮. আ-সকল কহিব গ্যা। ক-সকল বলি জায়া। ২৯. আ-রার্য্য। ক-রাজ্য সহে মটুক রাজা লইবে বান্ধিয়া। ৩০. ক-চাম্পার সহিতে তোমার হবে বিয়া। ৩১. আ-ব্রেথা। ৩২. আ-নাম হ্রিদয় কৈল দড়। ক-গৃহীত পাঠ। ৩৩. আ-বাবাজির। ক-গৃহীত পাঠ। ৩৪. ক-বাবার বাদশাই। ৩৫. আ-যুড়িয়া। ক-বেড়িয়া। ৩৬. আ-ডালিছি। ক-লইয়াছি। ৩৭. আ-মৌউতের কাফিনি। ক-মৌওতের কাফনি। ৩৮. আ-কতে সতে। ক-কতকুটী। ৩৯. আ-কথা। ক-বার্ত্তা। ৪০. আ-রাজ্জ বেড়িয়া সবে আমাকে দিবে লাজ। ক-গৃহীত পাঠ। ৪১. ক-জদি আমাকে দোআ। ৪২. আ-দক্ষিণ রার্জ্জের রাজা। ক-গৃহীত পাঠ। ৪৩. ক-প্রাণে। ৪৪. আ-আপনে ঝুরেন মাত্র। ক-গৃহীত পাঠ। ৪৫. ক-রাজার জত। ৪৬. ক-কেমনে দেখিবে চাম্পাক ইবা কোন মতি। ৪৭. ক-অবস্য আমার হয়ে দেখিবা এহি ঠাঞি। আ-অবর্স্যে। ৪৮. আ-অগ্নি কুণ্ডে ঝাপ দিতে। ক-গৃহীত পাঠ। ৪৯. আ, ক-রেক। ৫০. আ-আজি দিবস থাকি জানিব দুইজন। ক-আজি এথাতে থাকিব দুই ভাই। ৫১. আ-বসিয়া বুজিব এথা। ক-এথাতে থাকিয়া পাইব সকল বচন।

এহি স্থানে পাই যদি চাম্পা দরশন।
তবে সে যাইব ভাই বিভার কারণ ॥
যদি চম্পাবতী না দেএ দরশন।
কাইল অন্য দেশে জাব ভাই দুইজন ॥
ব্রাহ্মণ নগরের ঘাট সমুখে[১] রাখিয়া।
আগাজ করিয়া বৈসে দুই ভাইয়া ॥
বিষম জঙ্গালে ফেলিল নিরাঞ্জন।
চম্পাবতীর পরীক্ষা জানিব অখন ॥
এমত বলিয়া গাযী[২] জপে নিরাঞ্জন।
সেহি কালে নড়ি গেল[৩] আল্লার আসন ॥
সাহেব বলেন জিব্রিল শুনহ বচন।[৪]
গাযী বসিয়া তৌলে বিবি চম্পার মন ॥
আজি না পাএ গাযী চম্পা[৫] দরশন।
না হৈবে চম্পার বিভা শুনহ কারণ ॥[৬]
অন্য[৭] দেশে জাবে গাযী কড়ার ভিখারী[৮]।
চম্পা রহিবে তবে হয়া অকুমারী ॥[৯]
বিলম্ব না কর জিব্রিল জাহ এহিক্ষণ।
বিবি চম্পার কর্ণে জায়া কহত স্বপন ॥[১০]
গাযীর কারণে যদি[১১] থাকে তোমার মন।
এহি ক্ষণে বান্ধা ঘাটে করহ গমন ॥
ওপারে বসিছে গাযী সঙ্গে[১২] কালু ভাই।
তোমার পরীক্ষা তারা[১৩] বুঝে সেহি ঠাঞি ॥
এহিক্ষণে জায়া যদি[১৪] দেহ দরশন।
তবে সে তোমার বিভা হএ গাযীর সন ॥
যদি না জাহ আজি গাযী দরশন।
প্রভাতে চলিয়া[১৫] জাবে ভাই দুইজন ॥
বান্ধা ঘাটে যদি তুমি না জাইবে আজি।[১৬]
তোমার কারার হৈতে ফারগ হৈল গাযী।[১৭]
হুকুম করিল যদি সাহেব পরয়ার।
বিদাএ হৈল জিব্রিল বান্ধিয়া কোমর ॥
লয়া আল্লার নাম উঠে শূন্য ভরে।[১৮]
সাত তবাক আসমান ছাড়ি আইল মর্তপুরে ॥[১৯]
শূন্য ভরে ফিরিস্তা চলিল সত্বর।[২০]
দরশন দিল জায়া ব্রাহ্মণ নগর ॥

২০ পালা সমাপ্ত।

১. আ-সমুক্ষে। ২. আ-গাজি করিল বৈসন। ক-মনে মনে জপে নাম নিরাঞ্জন। ৩. আ-সেকালে দুলিয়া গেল। ক-গৃ পাঠ। ৪. ক-সাহেব বোলের শুন ফিরিস্তা চারিজন। ৫. ক-আজি না পাএ বিবি চাম্পা। ৬. আ-না হইবে বিভা তবে কহিল কারণ। ৭. আ-আর্ণ্যো। ৮. আ, ক-ভিকারি। ৯. ক-চাম্পাবতী রহিল হইয়া অকুমারি। ১০. আ-বিবি চাম্পার তরে কহগ্যা নপনে। ক-রিবি চাম্পার কন্ন্যে জায়া কহত সপ্পন। ১১. ক-গাজিকে পাইতে জদি। ১২. আ-আর। ক-সঙ্গে। ১৩. ক-তোমার পরিক্ষ্যা শে। ১৪. ক-এহিক্ষণে জদি। ১৫. আ-উঠিয়া। ক-চলি জাবে। ১৬. ১৭. ক-এ দুই পদ নেই। ১৮. আ-আর্ল্লার নাম লয়া উঠিল শুন্বভরে। ক-লইয়া আল্লার নাম উড়িল শুর্ণ্যভরে। ১৯. আ-সাত তবাক আমান ছাড়ি আইল মর্থপুরে। ক-গৃ পাঠ। ২০. আ-সর্ত্তৎর। ক-সিগ্র গতি ফিরিস্তা চলিল সর্ত্তরে।

২১ পালা।

বিবি চাম্পাক লইয়া শুন বিবরণ।[১]
রাত্রি দিবা কান্দে চম্পা[২] গাযীর কারণ ॥
নও দিন নও রাত্রি কান্দিয়া গোঙাল[৩]।
স্নান ভোজন নিদ্রা কিছু না করিল।
সেহি কালেতে হৈল আল্লার ফরমান।
কান্দিয়া[৪] চম্পাবতী করিল শয়ন ॥
পালঙ্গ ছাড়িয়া কন্যা ধূলাএ ধূসরে[৫]।
অন্নজল[৬] ছাড়িয়া মাএ কন্যা নাহি ছাড়ে ॥
যমীনে[৭] পড়িয়া কন্যা করেন[৮] রোদন।
ঘিরিয়া রহিছে ব্রাহ্মণী[৯] যতজন ॥
কান্দিতে কান্দিতে চাম্পাক নিদ্রা লাগি গেল।
মাছিরূপে জিব্রিল[১০] কর্ণেত পশিল ॥
ফিরিস্তাক যত ইতি কহিল[১১] নিরাঞ্জন।
চম্পার কানেতে সব শুনাইল[১২] তখন[১৩] ॥
ওপারে বসিছে তোর[১৪] স্বামী আর দেওরে।
তোমার পরীক্ষা তারা[১৫] বুঝেন অন্তরে ॥
বান্ধা ঘাটের কূলে যদি নাহি জাহ আজি।
তোমার করার[১৬] হৈতে খালাশ হৈল গাযী।
ওপারে বসিছে গাযী তোমা আরাধনে।
তোমাক পরীক্ষা দেএ[১৭] কালুক বুঝানে ॥
বান্ধা ঘাটে তুমি নাহি জাহ এহিক্ষণ।[১৮]
বিলম্ব দেখিলে জাবে ভাই দুইজন ॥
স্বপন দেখায়া জিব্রিল[১৯] গেলেন দরবারে।
হাসিয়া উঠিয়া কন্যা গায়ের ধূলা ঝাড়ে ॥
নিকটে আছিল[২০] মাও যতেক ব্রাহ্মণী ॥
উঠিয়া বসিয়া কহে রাজার নন্দিনী।
নেতের আঁচলে[২১] মুছে দুই চক্ষের পানি।
মাএক কহেক কথা চন্দ্রবদনী।[২২]
নও দিন কান্দি মাও কি কহিব আর[২৩]।
স্নান করিব আজি[২৪] শুন সমাচার ॥
লীলামাধাই বলে বাছা শুন মোর বাণী।[২৫]
স্নান কর দাসিগণে আনি দেউক পানি ॥[২৬]
চম্পা বলে দুস্ক মাও ছিল ললাটে।[২৭]
স্নান করিতে আমি জাব বান্ধাঘাটে ॥
লীলা মাধাই শুনি[২৮] কথা চম্পাবতীক কএ।
শুনিলে[২৯] তোমার পিতা বধিবে নিশ্চএ ॥
প্রথমে আমাকে করিবে অপমান।
তার পাছে তোমার বাছা বধিবে পরাণ ॥
তোমার পিতা সেহি যে[৩০] জ্বলন্ত আগুন।
শুনিলে তোমাক বাছা করিবেক খুন ॥
না জাইও বান্ধাঘাটে শুনহ[৩১] বচন।
দাসীগণে জল দেউক এথা কর স্নান[৩২] ॥
স্নান কর জল আনি দেউক দাসিগণ।
ঘাটেত না জাহ বাছা বিবাদ কারণ ॥
চম্পাবতী বলে মাও পিতাক নাহি ডর।
তুমি আজ্ঞা[৩৩] কর মাগো জাঙ সরোবর ॥
কান্দিয়া গঙানু মাও নও রাত্রি দিন।
স্নান ভোজন বিনে মোর শরীর[৩৪] হৈছে হীন ॥
ব্রাহ্মণ কুলের নারী ব্রাহ্মণ কুলের বেটা।
কূপের জলে স্নান করি কেশ হৈছে জটা ॥
অনেক প্রকারে চম্পা মাএক বুঝাএ।
সরোবরে না গেলে দেহা শুদ্ধ[৩৫] নএ ॥

১. আ-বিবি চাম্পাক লয়া সুনহ বচন। ক-বিবি চাম্পা কন্যা কথা ষুন বিবরণ। দুই পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ২. ক-বিবি। ৩. আ-গঞাল। ক-গোঙাইল। ৪. ক-নিদ্রাভাবে। ৫. ক-ধাসড়ে। ৬. ক-অন্যজন। আ-রর্ন্ন্যোজল। ৭. আ-ভূমিত। ক-জমিনে,। ৮. আ-কবএ ক্রোন্দন। ক-করেন রোদন। ৯. ক-ব্রাহ্মণ জন। ১০. ক-ফিরিস্তা চাম্পার কন্ন্য পৈল। আ-মাখি রূপে জিব্রিল কন্ন্যেত পসিল। ১১. আ-কৈছে। ক-জত কহিল। ১২. আ-সুনাইল। ১৩. ক-ষুনাইল বিবরণ। ১৪. আ-তোমার। ক-তোর স্বামি আর দেওান। ১৫. ক-দুহে বুঝেন অন্তর। ১৬. ক-তোমার করারে খালাস হইল বড়খা গাজি। আ-করার হৈতে ফারগ হৈল গাজি। ১৭. ক-দেএ বুঝানে। ১৮. ক-স্নানের ছলে নাহি জাহ এহিক্ষোনে। ১৯. ক-সপ্ননে কহিয়া ফিরিস্তা। আ-সপ্নন। ২০. আ-আছএ। ক-আছিল। ২১. আ-মাএ মোছে চক্ষের পানি। ক-গৃহীত পাঠ। ২২. আ-মাএর সঙ্গে কহে কথা রাজার নন্দনি। ক-গৃহীত পাঠ। ২৩. ক-কার। ২৪. আ-আজি। ক-আজি। ২৫, ২৬. ক-এ দুই পদ নেই। ২৭. এ পদ ও পরবর্তী ১০ পদ ক-পুঁথিতে নেই। ২৮. আ-সুনি। ২৯. আ-সুনিলে। ৩০. আ-সেহিজে জলন্ত। ৩১. আ-সুনহ। ৩২. আ-স্তান। ৩৩. আ-আঙ্গা। ৩৪. আ-সরির হৈছে হিন। ৩৫. আ-সুৰ্দ্ধ।

লীলা মাধাই তরে চম্পা কহে হেন বাণী।
শুনিএগ্রা আনন্দ হৈল[১] যতেক ব্রাহ্মণী ॥
সবে বলে চল ঘাটে রাজার নন্দিনী[২]।
চম্পার বচনে সব আনন্দ হৃদয়[৩]।
পঞ্চ দাসী আনন্দিত নানা দ্রব্য[৪] লএ ॥
খৈল আউলা লএ কেহ সোনার খুরি।[৫]
বিষ্ণু তৈল নারায়ণ তৈল কেহ লএ কারি ॥[৬]
যতন[৭] করিয়া নিল দাসী যত জন।
খার খৈল নিল চম্পাক করিতে মাঞ্জন ॥[৮]
সাত ভাউজ সঙ্গে চলে আর নও মামী।
পঞ্চ দাসী চলে আর যতেক[৯] ব্রাহ্মণী ॥
সুবর্ণ[১০] কলস কাঁখে আর সোনার ঝারি।
রত্ন অলঙকার[১১] অঙ্গে পরিধান শাড়ি ॥
কর্পূর তাম্বুল মুখে[১২] গাএত চন্দন।
চন্দ্র জিনিএগ্রা শোভে[১৩] অঙ্গের বরণ ॥
নৌতন যৌবন সবের উভ স্তন ভার।[১৪]
রূপে মজাইতে পারে সয়াল সংসার ॥[১৫]
তার মধ্যে[১৬] চলে চাম্পা রাজার নন্দিনী।
তারাগণ মধ্যে[১৭] যেন শোভিছে চন্দনী ॥
স্বামীর বিচ্ছেদে অঙ্গে[১৮] পড়িয়াছে মলি।
মেঘে আচ্ছাদিছে যেন চান্দের পুতুলী ॥[১৯]
ধূলাএ ধূসর কন্যা পাগলিনী বেশ।[২০]
তৈল খৈল বিনে তার জটাভার কেশ ॥
তেমত চম্পার রূপে ত্রিভুবন ভুলে।
সকলেক লয়া কন্যা বান্ধা ঘাটে চলে ॥[২১]
চারিদিগ বেড়িয়া[২২] চলিল সব সখী।
সকলের আগে চলে চম্পা চন্দ্রমুখী[২৩] ॥
পুলকিত সর্ব অঙ্গ স্বামীক দেখিতে।[২৪]
মত্ত হস্তী চলে যেন হালিতে ঢুলিতে[২৫] ॥
বান্ধাঘাটে চলে ব্রাহ্মণী[২৬] সারি সারি।
সুবর্ণ ইটাতে বান্ধা ঘাট[২৭] মনোহরী ॥
চারি দিকে চারি মণ্ডপ[২৮] অতি উজ্জ্বল।
রাজঘাটে আইলা ব্রাহ্মণী সকল ॥[২৯]
বান্ধাঘাটে দাঁড়াইল চম্পা চন্দ্রমুখী।
কাঁখেতে সুবর্ণ কলস সঙ্গে সব সখী ॥[৩০]
সখিগণ সঙ্গে চম্পা ঘাটেত দাঁড়াল।[৩১]
ওপারে দুই ভাই এর নযরে পড়িল ॥[৩২]
গাযী বলে ভাই কালু দেখহ নএগ্রানে।
আইল রাজার কন্যা[৩৩] হেন লএ মনে ॥
তাহা শুনি কালু দেওয়ান উঠিয়া বসিল।
ধর্ম সাক্ষী[৩৪] করি কালু নযর করিল ॥
আপনার মন কালু আপনে বুঝাএ।
এমত সুন্দরী দেখি কেবা ঘরে রএ ॥
এমত সুন্দরী দেখি কেবা রহে ঘরে।[৩৫]
তত্ত্বজ্ঞানী[৩৬] সাহেব গাযী তাবতে প্রাণে ধরে ॥
সাত ভাউজ নও মামী আর পঞ্চদাসী।
সঙ্গে করি মঞ্চ পরে দাঁড়াইল রূপসী ॥
ওপার করিয়া[৩৭] চম্পা নযর করিলা।
স্বামী আর দেওর কন্যা নযরে দেখিলা ॥
চক্ষে চক্ষে গাযীর সনে হৈল দরশন।
কান্দিতে কান্দিতে চম্পা হৈল অচেতন ॥[৩৮]
ধরিয়া লইয়া কোলে যতেক ব্রাহ্মণী।
চেতন করাইল কন্যার মুখে[৩৯] দিয়া পানি ॥
চম্পা বলে সমুখে[৪০] না রহ কোনজন।

১. আ-মাও। ক-হইল। ২. ক-নন্দনি। ৩. আ-হ্রিদএ। ক-ঐ। ৪. আ-বস্ত্র। ক-দর্ব্ব্য। ৫. আ-গিলা আম্বুলা কেহ নিল হস্তে করি। ক-গৃহীত পাঠ। খ .... নিয়ে কেহ সোনার খুরি। এখানে খণ্ডিত খ-পুঁথির পাঠ আবার পাওয়া গেছে। ৬. আ-এ পদের পাঠ অত্যন্ত অস্পষ্ট। ক-বিষ্ণু তৈল্ব্য নারায়ন তৈল্ব্য কেহ নও বারি। খ-গৃহীত পাঠ। ৭. আ-জত্নন। ক, খ-এ পদ নেই। ৮. ক, খ-এ পদ নেই। ৯. আ-কুল্বাত। ক-জতেক। ১০. আ-সোবর্ন্ন্য। খ, খ-ঐ। ১১. আ-অত্ন অভরন রঙ্গে পরিধ্যান সাড়ি। ক-রত্নন অল্কার অঙ্গে পরিধান সাড়ি। খ-রত্নন অলঙ্কার অঙ্গে পরিধান পাটের সাড়ি। ১২. আ-করপুল তাম্বল মুক্ষে। ক-করপুর তাম্বুল মুখে। খ-ঐ। ১৩. আ-চন্দ্র জিনিএগ্রা সোবে রঙ্গের বরন। ক-চন্দ্র জিনি সবেব অঙ্গের বরণ। খ-চন্দ্র জিনিএগ্রা সবের অঙ্গের বরন। ১৪. আ-নৌতন জৌবন তার উঞ্চ কুঞ্চভার। ক-নৌত্তন জৌবন সবের উভ স্তন ভার। খ-নৌতন জৌবন সতীর উঞ্চ স্তনভার। ১৫. ক-এখজোনের রূপে জলে সয়াল সংসার। খ-এক জোনের রূপে জিনে সয়াল সংসার। ১৬. আ-মর্দ্ধে। খ-ঐ। ক-মাঝে। ১৭. আ-মর্দ্ধে। জেন চন্দ্রের রূহনি। ক-মাঝে জেন যুভিছে চন্দনি খ-জেন শোভিত চন্দনি। ১৮. ক-রঙ্গে। খ-অঙ্গে। আ-এ পদ নেই। ১৯. ক-মেঘে আছাদিছে জেন চান্দের পুথলি। খ-মেঘে আকছা দিয়াছে জেন চন্দ্রের পুতলি। আ-এ পদ নেই। ২০. ক-ধুলাধালা গাএ জেন পাগলের বেস। খ-ঐ। ২১. ক-সকলের উজালা কন্যা স্থান কাজে চলে। খ-ঐ। ২২. আ-ঘিরিয়া। ক, খ-বেড়িয়া। ২৩. আ-চন্দ্রমুক্ষি। খ-চন্দ্রমুখি। ক-এ পদ নেই। ২৪. আ-পুল্বাকিত সর্ব্বরঙ্গ স্বোমিক দেখিয়া। ক-আর্ল্বাকিত সর্ব্বরঙ্গ স্বামিকে দেখিতে। খ-ঐ। ২৫. আ-দুলিতে। ক-মস্ত হস্তী চলে কন্যা ঢুলিতে ঢুলিতে। খ-মও হস্তী চলে যেন ঢুলিতে ঢুলিতে। ২৬. ক-ব্রাহ্মনি সকলি। ২৭. ক-ঘাটের মহরি। আ-ঘাটের মবারি। খ-গৃহীত পাঠ। ২৮. ক-মঞ্চব। খ-ঐ। আ-এ পদ নেই। ২৯. আ-এ পদ নেই। ৩০. ক, খ-ওপারে বসিয়া দুইভাই তাহাকে দেখি। ৩১, ৩২. ক, খ-এ দুই পদ নেই। ৩৩. আ-স্নানের কারণে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩৪. আ-ধর্ম্মসাখি। ক-ধর্ম্মসাক্ষী। খ-মূর্জ্জ সাক্ষী থুইয়া কালু দাঁড়ায়া রহিল। ৩৫. ক, খ-এ পদ নেই। ৩৬. আ-তৎগ্যানি। ৩৭. আ-বলিয়া। ক-করিয়া। ৩৮. ক-কান্দিয়া পড়িল কন্যা হয়া অচৈতন্য। ৩৯. আ-মুক্ষে। ক, খ-মুখে। ৪০. আ-সমক্ষে। ক, খ-সমুখে।

বসিয়া খানিক করি গঙ্গা দরশন ॥
সমুখ ছাড়িয়া সবে এক ভিতে হৈল।
গাযী আর চম্পা দীদার হৈতে লাগিল ॥

দিসা : আরে ও দেখা হৈল আরে প্রাণ বন্ধুর সনে।

পদ ।[১]

গলে বসন দিয়া চম্পা সালাম[২] করিল।
হস্ত তুলি সাহেব[৩] গাযী দোওয়া ফরমাইল ॥
কপলে ঘাও মারে চম্পা গাযীর পানে চায়া।
নঞানের নীরে গেল বসন ভিজিয়া ॥
ওপারে প্রাণের নাথ মধ্যে[৪] আছে নদী।
উড়াঙ দিয়া পড় জায়া[৫] পাখী দেএ বিধি ॥
কান্দিয়া কদমে কহি[৬] সব বিবরণ।
তবে নিভিয়া জাএ[৭] মনের হুতাসন ॥
ওপারে সাহেব গাযী এপারে চম্পাবতী।
চন্দ্র আর ভানু যেন উদএ হৈল তাথি[৮] ॥
দুই কূলে চন্দ্র সূর্য হইল উদএ।
সাত ভাউজ নএ মামী চম্পার তবে কএ ॥
স্নান করিতে আইলা কান্দ কি কারণ ।[৯]
সকলে বলে আমরা না বুঝি কারণ ॥[১০]
চম্পা বলে শুন রূপসী[১১] যতজন।
মঞ্চ[১২] হৈতে ঘাটে নামি করহ বৈসন ॥
পঞ্চ দাসী নামায়া[১৩] দিল সবার তরে।
সাত ভাউজ নও মামী বসিল উপরে ॥
পঞ্চ দাসী বসিল জায়া চম্পার গোচরে।
ঘিরিয়া বসিল সবে চম্পাবতীর তরে ॥
কেনে কান্দ সকলে পুছেন বারেবার।
চম্পা বলে আমি কহি[১৪] সব সমাচার ॥
মনের কথা[১৫] যে বলিব সবার তরে।
দিব্য[১৬] করি কহ মোর হাত দিয়া শিরে ॥
কহিব মনের[১৭] কথা দিব দেখাইয়া।
যে কারণে অভাগিনী মরিত[১৮] বুঝিয়া ॥
চাম্পার শিরে হাত দিয়া কহে সবে কথা।
কার স্থানে কহি[১৯] যদি খাই তোর মাথা ॥
চম্পা বলে শুন মোর গুরুর[২০] কাহিনী।
কহিতে উঠিল দুঃখ[২১] জ্বলন্ত অগনি ॥
গাযীর সনে যত কথা হইল[২২] বাসরে।
কান্দিয়া কহিল কন্যা[২৩] সকলের তরে ॥
হের দেখ ওপারে বসিয়া[২৪] সেহি চোর।
অহি প্রাণ-চুরি করি লয়া গেল[২৫] মোর ॥
মধ্যে[২৬] চম্পাবতী চৌদিগে সর্বজন।
দাঁড়াইয়া[২৭] দেখে সবে গাযীর বরণ ॥
দেখিয়া গাযীর রূপ হইল মূর্ছিত।
চন্দ্র সূর্য দুই ভাই ভূমে[২৮] প্রকাশিত ॥
সকলে আকুল হৈল গাযীক দেখিয়া[২৯]।
ছটফট[৩০] করে প্রাণ নাহি ধরে হিয়া[৩১] ॥
চম্পা বলে নও মামী বলি তোমার ঠাঞি।
ভাল করে দেখ তোমার ভাগিনী জাঙাঞি[৩২] ॥
চম্পার নও মামী জিভ্যাত[৩৩] কামড় দেএ।
চম্পার বচনে তারা বড় লাজ[৩৪] পাএ ॥
মাথা তুলি গাযীক[৩৫] দেখিলা নিকট।
মঞ্চ হৈতে নামি সবে দিলেক ঘোঙ্গট ॥[৩৬]
প্রাণ বিদরিল সবার[৩৭] গাযীক দেখিয়া।

১. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। আ. খ-নেই। ২. আছার্ল্বাম। ক-সেলাম। খ-ছার্ল্বাম। ৩. ক-গাজি চাম্পাকে দোয়া দিল। খ-মিঞা গাজি চাম্পাকে দোয়া দিল। ৪. আ-মর্দ্ধে। ক-মোর্দ্ধে। খ-এ। ৫. আ-উড়াঙ দিয়া জাইতে চাই। ক-উড়াঙ দিয়া পড় জায়া। খ-উড়াও দিয়া পড়ো জায়া। ৬. ক-কহ সব বিভরন। খ-ঐ। ৭. আ-তবে সে নিভএ। ক-তবে সে নিবে মোর। খ-গৃহীত পাঠ। ৮. আ-রতি। ক-তাথি। খ-ঐ। ৯. ক-স্নান করিতে আইলা রহিলা মঞ্চ পরে। খ-স্নান করিতে আইলা রহিলা মঞ্চব পরে। ১০. ক-হাসিতে হাসিতে আইলা কান্দ কি খাতিরে। খ-ঐ। ১১. আ-উপরি। ক, খ-রূপসি। ১২. আ-মঞ্চ। ক-মঞ্চ। খ-মঞ্চব। ১৩. আ-নামায়া। খ-নাম্বাইয়া। ক-নামাঞা। ১৪. ক-কহি শমাচার। খ-কহিব সমাচার। ১৫. ক-মোনের সমাচার বলি। খ-মোনের সমাচার আমি কহিব তোমাঘেরে। ১৬. আ-দির্ব্ব। ক-দিব্য কর সবে হাত দিয়া মোর শিরে। খ-ঐ। ১৭. খ-দিলের। ১৮. ক-অনাথিনি মরিত। খ-অভাগিনি মরে ঝুরিয়া ঝুরিয়া। ১৯. খ-বলি তবে খাই তোমার মাথা। ২০. ক, খ-গুরুয়া। ২১. ক-কহিতে উঠে দুঃখ। আ-কহিতে ২ উঠে জলন্ত আগুনি। খ-কহিতে উঠিল দুক্ষ জলন্ত আগুনি। ২২. আ-হৈছে। ক-জত কথা গাজির সহে হইল বাশরে। খ-জত কথা গাজির সঙ্গে হইছিল বাসোরে। ২৩. আ-কর্ণ্ন্যা। ক-কন্যা সভার হুযুরে। খ-ঐ। ২৪. ক-বশিছেন। খ-বসিয়াছে। ২৫. আ-গেইছে। ক, খ-গেল। ২৬. আ-মর্দ্ধে। ক, খ-মৈর্দ্ধে। ২৭. ক-দাড়ায়া। খ-দাড়াইয়া দেখে সবের বরন। ২৮. ক-ভুমেত প্রকাশীত। খ-চন্দ্র ষুর্জ্জ উর্জ্জল দুই ভাই প্রকাশিত। আ-চন্দ্র-ষুর্জ্জ উদয়ে যেন গাজি প্রকাশিত। ২৯. ক-দেখি। ৩০. আ, ক, খ-ছটবট। ৩১. ক-রাখি। ৩২. ক-জামাঞি। ৩৩. আ-জিভাত কাম খাএ। ক-জিভ্যাতে কামড় দিলা। খ-ঐ। ৩৪. আ-লয্যা। ক, খ-লাজ পাইলা। ৩৫. আ-চাম্পা বোলে জাভাই তোমার দেখ নিকটে। খ-ভাগিনী জাঙাঞী। ক-গৃহীত পাঠ। ৩৬. আ-মোঞব হইতে নামে নাকেত ঘোঙ্গট। ক-গৃহীত পাঠ। খ-মঞ্চব হৈতে নাম্বি দিয়া নাসিকাত ঘোঙ্গট। ৩৭. আ-প্রান বিদরিয়া জাএ। ক, খ-গৃহীত পাঠ।

ভালতো চাম্পা ঝুরে[১] ইহাক দেখিয়া ॥
মঞ্চ হৈতে নামিয়া[২] বৈসে বান্ধাঘাটে।
গাযীক দেখি সভার মোহে প্রাণ ফাটে ॥
ভাউজ সবে হরষিত হৈলা সাতজনে।
হাস্যবান হয়া সবে চাহে গাযী পানে ॥
হাসিয়া হাসিয়া কেহ[৩] বড় খাঁ গাযীক বলে।
ঈষৎ হাসিয়া কেহ[৪] ডাকে হাত ছানে ॥
ওপারে বসিয়া কেনে কাতর[৫] হয়া চাও।
ধরিতে না পারি[৬] প্রাণ দরিয়া পার হও ॥
হাস্যবান চম্পাবতী[৭] সাত ভাউজ লয়া।
হাস্য পরিহাস্য তাক দিল দেখাইয়া ॥[৮]
জোড় হস্তে বলে কন্যা[৯] গলে বসন দিয়া।
গাযীক দেখি চম্পার কেমন করে হিয়া ॥[১০]
ধন্য ধন্য কালু দেওয়ান বলে সর্বক্ষণ।[১১]
শুভক্ষণে দুইজনের হয়াছে মিলন ॥[১২]
যেমন রাজার কন্যা তেন গাযী[১৩] গুণ নিধি।
এক তনু দুইভাগে নির্মাইল[১৪] বিধি ॥
এমন সুন্দরী দেখি কেবা[১৫] রহে ঘরে।
তত্ত্বজ্ঞানী[১৬] সাহেব গাযী তেঞি প্রাণে ধরে ॥
কালু বলে সাহেব[১৭] আমি বুঝিনু কারণ।
ওহাতে তোমাতে লেখা[১৮] খণ্ডাএ কোনজন ॥
মনের সন্দি দূরে গেল বুঝিনু অখন।[১৯]
তোমাক এথাথ রাখি[২০] কাল করিব গমন ॥
কহিব রাজার স্থানে তাতে[২১] কিবা ডর।
বিধি[২২] লিখিছে তোমার চম্পা সহে ঘর ॥
এহি বলি দুই ভাই বসিল একাত্তরে[২৩]।
চম্পার তামাশা কালু দেখিল নযরে ॥[২৪]
মঞ্চ[২৫] হৈতে নামে চম্পা সাত ভাউজ লয়া।
বসিলা ঘাটে কন্যা স্নানেক লাগিয়া ॥
স্নান[২৬] করে চম্পাবতী গাযী পানে চাএ।
হাত পাও মাঞ্জে[২৭] আর নঞান ফিরাএ ॥
আউলাল মাথার কেশ পড়িল ধরণী।
চন্দনের[২৮] গাছ যেন বেড়িল নাগিনী ॥
খৈলে[২৯] মাঞ্জি কেশ বান্ধে খোঁপাভার।
গগনে হইল[৩০] যেন মেঘ অন্ধকার ॥
পঞ্চদাসী চম্পার[৩১] অঙ্গ করিল মাঞ্জন।
নাপিতে ঘসিয়া যেন লইল[৩২] দর্পণ ॥
পানিতে লুকাএ[৩৩] তনু উপরে মুখ[৩৪] সাজে।
কমল বিকশিত যেন সরোবর[৩৫] মাঝে ॥
স্নান করি সর্ব নারী[৩৬] উঠিলা উপরে।
তেমনি রাজার কন্যা আছে ঘাটের পরে ॥[৩৭]
হাতসানে বলে গাযী জাহ তুমি ঘরে।
তোমার আমার হৈবে দেখা আল্লা যদি করে ॥
গলে বসন দিয়া চাম্পা সালাম[৩৮] করিলা।
হস্ত তুলি সাহেব গাযী তবে[৩৯] দোওয়া দিল ॥
ইসারায় বলে তারে গাযী যিন্দাপীরে।[৪০]
তোমার আমার এড়ান নাহি আউয়াল আখেরে ॥[৪১]
চলি জাএ রাজকন্যা[৪২] ফিরি ফিরি চাএ।
সকল ব্রাহ্মণী চাম্পার[৪৩] পাছে পাছে ধাএ ॥
স্নান করিয়া[৪৪] চাম্পার আইল নিজ[৪৫] ঘরে।
জননীর সাক্ষাতে[৪৬] লাগিল বলিবারে ॥
নও দিন হৈল মাও[৪৭] কিছু নাহি খাই।

---

১. আ-ভালো তেগ্নে চাম্পা ঝুরে। ক-ভালিতা চাম্পা ঝুরে। খ-গৃহীত পাঠ। ২. ক-মঞ্চবে নামিঞা। খ-মঞ্চব হৈতে নাম্বিয়া। ৩. ক-সবে। ৪. ক-গাজি ডাকে হাত সানে। খ-গাজিক ডাকে হাত সানে। ৫. আ-কাতার। ক-কাতর হয়া চাএ। খ-গৃহীত পাঠ। ৬. আ-ধবাইতে না পারো। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৭. আ-সস্যবান চাম্পা। ক-গৃহীত পাঠ। খ-এ পদ নেই। ৮. ক, খ-এ পদ নেই। ৯. ক-জোড় হাতে রহিল কন্যা। খ-এ পদ নেই। ১০. ক, খ-এ পদ নেই। ১১. খ-এ পদ নেই। ১২. আ-যুবক্ষণে আইল দুইজন হৈল দরসন। ক-যুবক্ষনে দোহার হয়াছে মিলন। খ-গৃহীত পাঠ। ১৩. আ-গাজি নিধি। ক-গৃহীত পাঠ। খ-ঐ। এর আগে খ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : জেমত রাজ কন্যা সেহিমত গাজির বরন। ১৪. আ-নিক্ষাইছে। ক-নির্ম্মাইল। খ-ঐ। ১৫. খ-কে রহে দুবে। ক-গৃহীত পাঠ। আ-এ পদ নেই। ১৬. ক-তর্ত্তগ্যানি। খ-তর্ত্তগ্যানি সাহেব গাজি তবে সে প্রানে ধরে। আ-এ পদ নেই। ১৭. ক-মিঞা আমি বলিব কারন। খ-মিঞা আমি বুঝিল কারন। ১৮. আ-লিখা না জাএ খণ্ডন। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৯. আ-আমার মোনের সন্দি গেল সে অখন। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২০. আ-গাজিক রাখি। খ-তোমাক এথাত থুইয়া। ক-গৃহীত পাঠ। ২১. ক-তাহাতে। খ-ইহাতে। ২২. আ-বিধাতা। ক-বিধা। খ-বিধাতা লিখিয়াছে তোমার সনে চাম্পার ঘর। ২৩. আ-একাতৎর। ক, খ-একার্ত্তরে। ২৪. ক, খ-রাজ কন্যার তামাসা দেখেন নজরে॥ ২৫. আ-মোঞ্চব। ক, খ-মঞ্চ। ২৬. ক-স্থান। আ-স্নান করেন চাম্পা। ২৭. ক-মাঞ্জি আন আন ফিরাএ। খ-মাজ্ঞিয়া নয়ান ফিরাএ। ২৮. আ-চন্দ্রনের। ২৯. আ-ঘিৃতে। ক-খইলে মার্জ্জিয়া বান্ধিল খোপাভার। খ-খইলে মাজ্ঞিয়া কন্যা বান্ধিল খোপার। ৩০. আ-সুভিত। ক, খ-হইল। ৩১. আ-চাম্পারঙ্গ॥ ক, খ-চাম্পার রঙ্গ (র-আগমে)। ৩২. আ-তুলিল দর্প্যন। খ-ঐ। ক-লইল দর্পন। ৩৩. আ-লুকায়া। ক, খ-লুকাএ। ৩৪. আ-মুখ। ক, খ-মুখ। ৩৫. ক-সাগরের। ৩৬. আ-রাজ কর্ণ্যা। ক, খ-সর্ব্বনারী। ৩৭. ক, খ-তেমন রাজার কন্যা রহে ঘাটের কিনারে। ৩৮. আ-ছার্ল্লাম জানাইল। ক-সেলাম করিলা। খ-ছার্ল্লাম করিলা। ৩৯. ক-তারে। ৪০, ৪১. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। আ, খ-নেই। ৪২. আ-চলিল রাজার কন্যা। খ-চলিল রাজকন্যা ফিরিয়া ফিরিয়া চায়। ক-গৃহীত পাঠ। ৪৩. আ-কন্যার চারি পাসে জাএ। খ-চাম্পার চারি পাসে জায়। ক-গৃহীত পাঠ। ৪৪. ক-করি চাম্পাবতি। খ-ঐ। ৪৫. ক, খ-আপন। ৪৬. খ-ছামনে। ৪৭. ক-আমি। খ-ঐ।

নও দিন হৈল আমি ভবানী পূজি নাই ॥
তোমার সাক্ষাতে আমি[১] করি নিবেদন।
আজি আমি পূজিব ভবানীর[২] চরণ ॥
কন্যার মুখেত[৩] রানী এমত শুনিঞা।
যমুনা দাসীর তরে বলে ডাক দিয়া ॥
রানী বলে যমুনা শুন মোর কথা।
পেম মালিনীক[৪] ডাকি আনহ সর্বথা ॥
শীঘ্র[৫] ডাক দেহ দাসী না কর বিলম্ব।
ডাকিয়া মালিনীর[৬] তরে আন এহিক্ষণ ॥
লড় পাড়ে যমুনা না বান্ধে মাথার[৭] কেশ।
মালিনীর[৮] পুরে জায়া হইল প্রবেশ ॥
দাসীক দেখি মালিনী প্রাণে পাইল ডর।
আরে যমুনা দাসী কেনে পাড় লড় ॥
শুনিঞা যমুনা দাসী বলে খরতর।
তিলেক বিলম্ব হৈলে গালে খাবু চড় ॥
শুনিঞা মালিনী তবে হইল ত্রাসিত।
কিবা ছিদ্র পায়া রাণী হৈছে ক্রোধিত ॥
সেহিক্ষণে মালিনী চলিল দড়বড়ি।
যমুনা দাসীক আইল অর্ধ পথে ছাড়ি ॥[৯]
রানী আর চাম্পা বসিয়াছে একাত্তরে[১০]।
হেন কালে মালিনী আইল হাযীরে ॥
দণ্ড ব্য হৈল আসি দুহার চরণে।
দেখিয়া দুহার ক্রোধ[১১] ভএ বাসে মনে ॥
কতক্ষণ রহি রানী কহেন গর্জিয়া।
শুনরে[১২] মালিনী তোর এত বড় হিয়া ॥
ক্রুদ্ধ[১৩] হইয়া রানী কহে ধড়ফড়[১৪]।
কেহ এথা নাহি যে তোর গালে মারে চড় ॥
তবে চম্পাবতী বলে ক্রোধ খেম মাও।
কিছু না বল উহাক ধরি[১৫] তোমার পাও ॥
যে কারণে উহাক আনিলা ডাকিয়া।
সেহি সব কথা তুমি কহ বিবরিয়া ॥
কন্যার[১৬] বচনে রানী ক্রোধ খেমা দিল।
হস্তে পান দিয়া তবে কহিতে লাগিল ॥
শুনহ মালিনী[১৭] তুমি আমার নিকটে।
এহিক্ষণে জাহ তুমি ভাদাইপুর[১৮] হাটে ॥
এ পঞ্চ কাহন কড়ি দিলেন আনিঞা।
পূজার দ্রব্য[১৯] জত আনহ কিনিঞা ॥
চম্পা করিব আজি কলিকার ব্রত[২০]।
সকালে আসিহ তুমি লয়া দ্রব্যযত ॥
জন[২১] চারি দাসী চেড়ী সঙ্গে করি লও।
বান্ধহ কড়ির ছালা এহিক্ষণে জাও ॥
হরিষ বদনে তবে চম্পা সুন্দরী।
চিড়া কলা মালিনীক দিল থালভরি ॥
মালিনী চলিল হাটে পিষ্টে কড়ির ছালা।
কি কি দ্রব্য লাগে তাহা কহ চম্পামালা ॥
হাসিয়া হাসিয়া চম্পা কহে অনুরাগে।
তুমি কি না জান ব্রতের কি কি দ্রব্য লাগে ॥
কহি আমি দ্রব্য যত শুনহ[২২] প্রবন্ধে।
দ্রব্যের[২৩] নাম কহি আমি নাচাড়ির ছন্দে ॥
কহে মিরা ছৈয়দ হেলু ভাবিয়া খোদাএ।
আল্লা নবী বিনে ভাই আর কিছু নএ ॥

নাচাড়ী। ত্রিপদী ছন্দ।

শুনরে মালিনী সই দ্রব্য জাতের নাম কই
তাতে তুমি দিয়া রহ মন।
নিহ[২৪] মালিয়ার ফুল সত্যকড়ি দিহ মূল
তাহা লৈয় করিয়া যতন[২৫] ॥
পাথরের সঙ্গে যুদ্ধ তাহার বর্ণে[২৬] পূজা শুদ্ধ
যতনে তাহার নিহ মূল।
শুক্‌ল[২৭] গঙ্গার জল আকাশের জএ ফল
আর নিহ গগনের গোটা।

১. আ-মাও। ক, খ-আমি বলি। ২. আ, খ-চণ্ডির। ৩. আ-মুক্ষেত। এখান থেকে পরবর্তী ২৭৫ পদ ক, খ-পুথিতে নেই। খোদা বখ্‌শের পুথিতে অবশ্য আছে। ৪. আ-মাইলানিক ডাকিয়া। ৫. আ-সিগ্র। ৬. আ-মাইলানির। ৭. আ-মাতার। ৮. আ-মাইলানি। ৯. আ-জমুনা দাসি আইল আৰ্দ্ধেক পত ছাড়ি। ১০. আ-একার্তরে। ১১. আ-ক্রোর্দ্ধ। ১২. আ-সুনরে। ১৩. আ-ক্রোর্দ্ধ। ১৪. আ-ধড়পড়। ১৫. আ-ধরো। ১৬. আ-কর্ণ্যার। ১৭. আ-ষুন মাইলানি। ১৮. আ-ভাদাই পুরের। ১৯. দর্ব্ব। ২০. আ-ব্রতৎ। ২১. আ-ঝন। ২২. আ-সুন। ২৩. আ-দর্ব্বের। ২৪. আ-আর নিহ। ২৫. আ-জতন। ২৬. আ-বর্ণ্যে পুজা সুর্দ্ধ। ২৭. আ-ষুকান।

ফুল ফল নাহি জাত সেহি গাছের নিও পাত
কালি[১] পূজা করিব সর্বথা ॥
মধু কুণ্ডের পানি নিহ সত্যকড়ি গণি দিহ
আর নিহ সাগরের দধি।
অগ্নি জ্বালে[২] ফুটে ফুল তাহার লইহ মূল
আর নিহ কেশরী চম্পাবতী ॥
হরিতাল বর্ণ[৩] ফুল মধু মিষ্ট মনোহর
সেহি ফুল বনের প্রধান।
অকুলিন কুলিন চিনি চম্পা নামে লহ কিনি
যার পিণ্ডে তুষ্ট দেবগণ ॥
বসুমতীর[৪] ডিম্ব নিহ সত্যকড়ি গণি দিহ
আর নিহ ব্রহ্মার[৫] আহুতি।
এহি সব দ্রব্য জাতে প্রথমে জাইহ হাটে
ঘরে তুমি আসিহ সকালে।

দিসা : ও মালিনী সই[৬] ঘরে তুমি আসিহ সকালে।

পদ।

এহি সব দ্রব্যের নাম কন্যাএ কহিল।
বুঝিয়া মালিনী তবে হাটেত চলিল ॥
এ পঞ্চ কাহন কড়ি বোচকা বান্ধিয়া।
দাসী দুই জনাক নিল সঙ্গতি করিয়া ॥
দুই ঠোঁট লাল[৭] করে খয়ার খাইয়া।
আগে পিছে দাসী (চলে) বাহু লাড়া দিয়া ॥
মালিনী চলিয়া জাএ খরতর হাঁটে।
পলকে চলিয়া গেল ভাদাইপুর হাটে ॥
ক্ষণেক বৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া রৈল।
পথশ্রমে ঘাম যত অঙ্গেত[৮] শুকাল ॥
কড়ির মাথুয়া ছালা দাসীর কান্ধে দিয়া।
হাট মধ্যে[৯] দ্রব্য যত বেড়াএ কিনিঞা ॥
প্রথমে কিনিল ঘৃত[১০] ব্রহ্মার আহুতি।
মধু কুণ্ডের পানি নিল[১১] চিনি সের চারি ॥
গুয়া নামে গগনের গোটা ধরে নানা গুণ।
সাগরের দধি নিল পান খাইতে চূণ ॥
ভাণ্ড ভরি দুগ্ধ নিল শুকল গঙ্গার জল।[১২]
জএফল নিল কিনি নাম নারিকেল ॥
ফল ফুল নাহি গাছে সিদ্ধা পরিমাণ।
সেহি গাছের পাত নিল সপ্তবিড়া পান ॥
অগ্নি জ্বালে ফুটে ফুল কিনি নিল খই।
শালি[১৩] ধানের চিড়া নিল কন্যা নামে সই ॥
হরিতাল বর্ণ[১৪] ফল পাকাকলা নাম।
বাছিয়া কিনিল কলা চম্পা বর্তমান[১৫] ॥
বানিঞার ফুল নিল সিন্দুর বড়ারি।
বসুমতীর ডিম্ব নিল বলেত কেসরী ॥
কিনিল পক্ষী পো বাছা গোটা চারি।
চন্দন কিনিল [যে] পাথরে যুদ্ধ[১৬] করে ॥
কিনিঞা দ্রব্য যত মালিনী মনে গণে।
কি জানি কোন দ্রব্য বিসরিত হই মনে ॥
যদি কোন দ্রব্য আজি জাই বিসরিয়া।
বুড়া রানী গালি দিবে গর্জিয়া[১৭] গর্জিয়া ॥
প্রস্তুত[১৮] করিয়া দ্রব্য বসিল একঠাঞি।
দাসি গণেক ডাক দিল আইস হের রাই ॥
শুনিতে[১৯] মাত্র দাসী আইল লড় দিয়া।
কিনি দিল নাড় কলা আঞ্চল ভরিয়া ॥
দাসী সঙ্গে মালিনী হৈল ওলামেলা।
আপনি কিনিঞা খাইল গোটা চারি কলা ॥

১. আ-কলি। ২. আ-জালে। ৩. আ-বর্ণ্ন্যে। ৪. আ-বসমতির। ৫. আ-ব্রাক্ষার। ৬. আ-অ মাইলানি আন সই। আদর্শে 'দিসা' শব্দ নেই। ৭. আ-উট ভলভল। খোদা বখশের পুঁথি থেকে গৃহীত পাঠ। ৮. আ-রঙ্গেত মুকাল। ৯. মৈদ্ধে। ১০. আ-ঘ্রিত ব্রাহ্মণ আহুতি। ১১. আ-নিহ। ১২. আ-ভালু ভরি দুর্গ্ধ নিল সুকন গঙ্গার জল। ১৩. আ-সর্ব্ব্যা। ১৪. আ-বর্ণ্যে। ১৫. আ-বৎতমার। ১৬. আ-যর্দ্ধ করি। ১৭. আ-গর্য্যিয়া ২। ১৮. আ-প্রস্তব। ১৯. আ-সুনিতে।

খায়াদায়া মুখ[১] তারা মুছিল বসনে।
কেবা কোথা দেখে মোক লজ্জা[২] লাগে মনে ॥
মালিনী বলেন দাসী বোঝা লহ মাথে।
বেলা অসকাল হৈল ঘর চাহি জাইতে।
শুনিতেহি[৩] দাসিগণ বোঝা লয়া ধাএ।
হস্তে পানের বিড়ী মালিনী আগে জাএ ॥
হাঁটিতে হাঁটিতে হৈল বেলা অবশেষ।
চম্পাবতীর ঘরে জায়া হইল প্রবেশ ॥
দাসীর মাথার বোঝা নামাইল হস্তে।
গণিএগ্রা লইল দ্রব্য আপন সাক্ষাতে ॥
তবে কন্যা চাম্পাবতী হরিষ অন্তরে।
একে একে দ্রব্য যত থুইল লয়া ঘরে ॥
কালি করিব ব্রত সংকল্প করিয়া।
মালিনীক কহিল কিছু তুমি ভুঞ্জিয়া ॥
শুনহ[৪] মালিনী তুমি আজি জাহ ঘরে।
কালি প্রভাতে তুমি আসিহ সত্বরে[৫] ॥
এথাত আসিয়া তুমি করিহ স্নানদান।
তুমি আমি সংকল্প করিব দুইজন ॥
কালি করিব আমি কালিকার[৬] ব্রত।
আজি নিমন্তনা তোমাক দিলাম আগত ॥
যদি গর্ব করি না আইস পুনর্বার[৭]।
যমুনা দাসীর হাতে করার প্রতিকার ॥
চিড়া কলা গুয়া পান মালিনীক দিল।
কন্যাক প্রণাম করি বিদাএ হইল ॥
চলি জাএ মালিনী পাড়িয়া পাচাল।
কতেক কহিব আমি কি মোর জঞ্জাল ॥
এহি মতে মালিনী গেল নিজ ঘরে।
রান্ধিয়া[৮] না খাইল থাকিল অনাহারে[৯] ॥
মালিনী রহিল ঘরে নিঃশব্দে[১০] শুইয়া।
আর কথা শুন ভাই চাম্পাবতীক লয়া ॥
কালিকা পূজিতে কন্যা দাঁড়াইছে চিত।
শুক্ল[১১] বসন পাড়ি শুইল[১২] ভূমিত ॥
মালঞ্চে ভমরাগণ ঘন করে নাদ।
মালিনী জানিল রাত্রি হইল প্রভাত ॥

রজনী প্রভাত হৈল কুলি কাড়ে রাও।
শয্যা[১৩] হইতে মালিনী বাড়ায়া দিল পাও ॥
সমুখ পথে[১৪] মালিনী আইল চলিয়া।
দেখে চম্পাবতী কন্যা[১৫] আছেন শুইয়া ॥
দ্বারে পদ দিয়া পেমা ডাকে ঘনে ঘন।
ভালত[১৬] নিমন্তণ দিলা পূজার কারণ ॥
রজনী প্রভাত হৈল সূর্য[১৭] উতপন।
কোন বেলা ঘর দ্বার করিবা মাঞ্জন ॥
উঠ উঠ চম্পাবতী ছচু স্থানে চল।
চক্ষু মেলি দেখে কন্যা হয়াছে উজ্জ্বল[১৮] ॥
অস্তব্যস্ত করি কন্যা ভূমিত দিল পাও।
স্নান করি চম্পাবতী শুদ্ধ[১৯] কর্ল গাও ॥
পুলরি মধ্যে চম্পা করিল শঙ্খধ্বনি[২০]।
কালিকা পূজিব আমি রাজার নন্দিনী ॥
স্নান করি পরে[২১] কন্যা শুক্ল বসন ॥
সর্বাঙ্গে ভূষিত করল[২২] আগর চন্দন ॥
অনাহারে সংকল্প রহিল দিনমান।
সন্ধ্যাকালে শঙ্খধ্বনি পূজার পয়ান ॥
সুবর্ণ[২৩] মন্দির স্থান লেপিয়া চন্দনে।
সুবর্ণ মণ্ডিকা ঘট বসাল স্থানে স্থানে ॥
পূজার বিদিত দ্রব্য থুইল স্থানে স্থানে।[২৪]
ঘৃত[২৫] ঘড়ি পঞ্চবাতি থুইল[২৬] সাবধানে ॥
বলি রক্ত মধু শক্ত প্রস্তুত করিয়া।[২৭]
সারি সারি থুইল সব কোটরা ভরিয়া ॥
নানা উপহার দ্রব্য সেহি স্থানে রাখে।
কালিকা পূজার বাক্য জপ[২৮] করে মুখে ॥
আসন করিয়া বৈসে হেঁট করি মুণ্ড।
হাতে গণে মুখে[২৯] জপে দেবের মহামন্ত্র ॥
স্বর্গেত আছিল দেবী কৌতুক উৎসবে[৩০]।
পড়িল জটের পুষ্প[৩১] মন্ত্রের প্রতাপে ॥
ভাবিত হইল দেবী স্বর্গেত[৩২] থাকিয়া।
কে মোকে স্মরণ[৩৩] করে অসহায়[৩৪] পড়িয়া ॥
ধ্যানে বসিয়া দেবী সকলি জানিল।
খাট পাট সহে দেবী মর্তেত[৩৫] নামিল ॥

১. আ-মুক্ষ। ২. আ-লর্গ্যা। ৩. আ-সুনিতেহি। ৪. আ-সুনহ। ৫. আ-সৎতরে। ৬. আ-কার ব্রতো। ৭. আ-পুন্যর্ব্বার। মালিনীর প্রতি রাজকন্যা ও মহিষীর এ রূঢ় আচরণের কোন হেতু পাওয়া গেল না। অতীতে হয়ত মালিনীর কোন অবহেলা বা ত্রুটি ছিল। সে কাহিনী এ গ্রন্থে অথবা খো, ব-এর গ্রন্থে নেই। হয়ত অন্য কোন গ্রন্থে ছিল। ৮. আ-আন্ধিয়া (র-বিলোপে)। ৯. আ-অনহারে। ১০. আ-নিসব্দে সুইয়া। ১১. আ-সুকল। ১২. আ-সুইল। ১৩. আ-সর্য্যা। ১৪. আ-সমুক্ষে পত। ১৫. আ-কর্ণ্যা আছেন সুইয়া। ১৬. আ-ভালিতে। ১৭. আ-মুর্জ্জ উত্তৎপন। ১৮. আ-উর্জ্জল। ১৯. আ-সুর্দ্ধ। ২০. আ-সঙ্কধুনি। ২১. আ-পৈরে কন্যা সুকল বসন। ২২. আ-সর্ব্বঙ্গ ভুসিত কৈর্ল্ল্যা। ২৩. আ-সোবর্ন্ন্য। ২৪. আ-স্তানে ২। ২৫. ঘ্রিত। ২৬. আ-থুল সম্বাধানে। ২৭. আ-বলি রক্ত মধু সক্ত প্রস্তব করিয়া। এ পদের অর্থ ঠিক বুঝা গেল না। ২৮. আ-জাপ্য করে মুক্ষে। ২৯. আ-মুক্ষে। ৩০. আ-উর্চ্ছবে। ৩১. আ-পুষ্ক মোন্ত্রের প্রতাবে। ৩২. আ-সর্গ্গেত। ৩৩. স্বৌরন। ৩৪. আ-অসএ। ৩৫. মর্থেত।

ধূপ দীপ দিয়া তথা প্রদীপ জ্বালিলা।
রহিতে না পারে দেবী ভগত বৎসলা ॥
[1]ভক্ত বৎসলা দেবী[2] রহিতে না পারে।
রথ আরোহণে[3] চলে চম্পার খাতিরে ॥
উচ্চ[4] দেখে গুয়া গাছ নীচে[5] দেখে তাল।
সমুখে[6] দেখিল দেবী আম্র[7] কাঁঠাল ॥
রথে চড়ি শীঘ্র[8] চলিল মহামায়া।
মণ্ডপে[9] বসিল দেবী জয় জয় দিয়া ॥
চণ্ডী বলে রাজ কন্যা শুনহ বচন।
আমাক স্মরণ[10] কর কিসের কারণ ॥

দিসা : এ ভব সংসার মাঝে
তোমার অনেক আছে।
ও ভবানী মাও আমার কেবল তুমি ॥[11]

পদ।[11]

চাম্পা বলে শুন মাতা[12] মোর নিবেদন।
তোমার স্মরণ করি স্বামীর[13] কারণ ॥
মোর ভাগ্যে[14] উদএ হইলা ভগবতী।
ত্রিভুবনে অভাগিনীর[15] কে হইবে পতি ॥
চণ্ডী বলে শুন[16] বাছা মন কর স্থির।
হৈব তোমার স্বামী[17] বড়খাঁ গাযী পীর ॥
তুমি নাহি জান বাছা আমি জানি তারে।
সেকন্দরের পুত্র বাড়ি বৈরাট নগরে ॥
গাযীর বাপের নাম বাদশা সেকন্দর।
বাড়ি[18] বেড়িয়া দিচ্ছে অষ্ট লোহার গড় ॥
গাছ মাছ দরিয়ার কর লইছে গণিঞা।
বলি রাজার কন্যা ওসমাক[19] করিছে বিয়া ॥
গাযীর মাএর নাম ওসমা[20] সুন্দরী।
বলি রাজার কন্যা তোমার সুন্দর শ্বাশুরী[21] ॥
কার্তিক গণেশ[22] হৈতে গাযীক বড় দয়া।
বর দিলু গাযীর সহে তোমার হবে[23] বিয়া ॥
চাম্পাবতী বলে মাও শুন[24] নিবেদন।
কেবল ভরসা মাও তোমার চরণ ॥
আউয়াল জুম্মাবারে পূর্ণিমার তিথি।[25]

১. এখান থেকে ক ও খ-পুথিব পাঠ আবার আরম্ভ হয়েছে। এব আগে উভয় পুঁথিতে নিম্ন লিখিত পদগুলি আছে :

ক-পুথি :
ষুনি হরসিত হইল সর্ব্বজন।
পূজাব দ্রব্য জোগাএ ততক্ষণ॥
তিতা বস্ত্রে চাম্পাবতি করিল গমন।
মোণ্ডব ঘরেত জায়া দিল দরসন॥
ঝাড় দিয়া ফেলিল অপএ মাটি।
আগর চন্দনে তথা দিল ছড় ঝাটি॥
আগে আরহন করিল গনপতির বারি।
কাঞ্চন পাটের পর স্থাপিলা মহেশ্বরি॥
অষ্ট ভাগ নর্বদ্র কৈল অষ্টখানি কলা।
ধূপ দিপ দিয়া প্রদিপ জলাইলা॥
এক লক্ষ ছাগল দিল আর সাত পাড়া।
জএ জএ দিয়া পুজে সর্ব্ব মঙ্গলা॥

দিসা : ওরে কোন ফুলে পুজিব ভবানি গো।

পদ

অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা হস্তেত করিয়া।
ভোবানির নিজ নাম মোনেত জপিয়া॥
নিজ নাম জাপিয়া ঘটেত দিত জল।
কৈলাসেত আৰ্দ্দ হইল সর্ব্ব মোঙ্গল॥

খ-পুথি
ষুনিঞা হরসিত হৈল সর্ব্ব জোন।
পুজার দর্ব্ব জোগায় ভাণ্ডারি জত জোন॥
তিতা বস্ত্রে চাম্পাবতি করিলা গমন।
মণ্ডব ঘবেতে জায়া দিলা দরসন॥
ঝাড়া দিয়া ফেলিলা দেখি ঘরের মাটি।
আগর চন্দনে তথা দিল ছড়াঝাটি॥
আগে আবহন কৈল গণপতির বারি।
কাঞ্চন পাটের পর স্থাপিলা মএস্বরি॥
অস্ট ভাগ নৈবর্দ্য অস্টখানা কলা।
ধুপ দিপ দিয়া তথা প্রদিপ জালিলা॥
একলক্ষ ছাগল দিল আর সত পেড়া।
জয় জয় দিয়া কন্যা পুজিল সর্ব্ব মঙ্গলা॥
অষ্ট তণ্ডুল দুই দুর্বা হস্তেত করিয়া।
ভবানির নিজ নাম মোখেত জপিয়া॥
নিজ মন্ত্র জাপিয়া ঘটেত দিল জল।
কৈলাসে আকুল হৈল সর্ব্ব মঙ্গল॥

২. আ-ভগত বছর্ছলা দেবি। ক-ভগত বছছললা মাও। খ-ভগত বছর্ছলা মাও। ৩. আ-আরাধনে। ক-বাহনে। খ-আরোহনে। ৪. খ-উঞ্চল। ৫. ক-নির্ছ। আ-উটে দেখে বৃক্ষ নিচে দেখে তাল। ৬. আ-সমুক্ষে। ক-সমুখে এড়াএ কথ অম্র কাঁঠাল। খ-দেখিতে সমুখে এড়াএ আম্র কাঠাল। ৭. আ-অম্ম। ৮. আ-সিগ্র। ক-এ পদ নেই। ৯. আ-মণ্ডবে। ক-এ পদ নেই। ১০. আ-স্বৌরন। ক-স্বরণ। খ-স্বরণ কৈর্ব্বা কি কারন। ১১. খ-পুঁথি থেকে গৃহীত। আ, ক-নেই। ১২. আ-ষুন মাও করি নিবেদন। ক-ষুন মাতা মোর নিবেদন। খ-এ পদ নেই। ১৩. আ-স্বৌমি। ক-স্বামির। খ-এ পদ নেই। ১৪. আ-ভাগ্য সদয় হইবে ভগবতি। ক, খ,-মোর ভার্গ্যে সদাএ হইলা ভগবতি। ১৫. ক-আমার। খ-অনাক্ষিনির। ১৬. আ-সুন। ক-দূর্গা বোলেন বাছা। খ-জানি। ১৭. ক-পতি। ১৮. আ-প্রিথিবি। ১৯. আ-ওসবাক। ক-কন্যাক বিভা করিছে জিনিঞা। খ-কন্যাক বাদসা করিলে বিয়া। ২০. আ-ওসবা। ক-ওসোমা। খ-ঐ। ২১. আ-সাসুড়ি। ক-সাষুড়ি। খ-ঐ। ২২. ক-গনাইক। খ-গনাঞি। ২৩. আ-হউক। ক-হবে। খ-হৈবে। ২৪. আ-করি। ক, খ-ষুন। ২৫. আ-ভরা ষুক্ষাবারে পুন্নিমান স্তিতি। ক-আউয়াল যুর্ম্মার বারে পুর্ন্নিমার তিথি। খ-ঐ।

একেলা মন্দিরে আছি[১] নিশাভাগ রাতি ॥
বিধির লিখন আর কিবা তোমার[২] বাত।
আচম্বিতে মোর কুচে[৩] চোরা দিল হাত ॥
হৃদয়[৪] কম্পিত মাও উঠিয়া বসিনু।
চোরাক দেখিয়া মাও[৫] তার চেতন পাইনু ॥
পালঙ্গে বসিয়া[৬] তাক চেতন করিনু।
জাতি কুল মাতা পিতা[৭] সকলি পুছিনু ॥
বলিল আমার[৮] বাড়ি বৈরাট নগর।
আমার বাপের নাম শাহ[৯] সেকন্দর ॥
বলি রাজার কন্যা ওসমা[১০] অনুপাম।
তার গর্ব্ভে[১১] জন্ম মোর বড় খাঁ গাযী নাম ॥
নও বচ্ছরের যখন[১২] হৈলাম বাপের ঘরে ॥
বাপে বলিল বাদশাই করিবারে ॥
না করিব[১৩] বাদশাই কহিনু হাযীর।
গলাএ খিলিকা দিয়া হইনু ফকীর ॥
ক্রোধ[১৪] করি বাপ মোর ঢালে[১৫] হস্তী তলে
পালাইল হাতী মোক রাখে পরয়ারে ॥
গলাএ পাথর বান্ধি সাগরে ফেলিল।[১৬]
কমল পুষ্প[১৭] হৈয়া পাথর সাগরে ভাসিল ॥
কড়ার সূই দিল পিতা দরিয়াত[১৮] ঢালিয়া।
সূই তুলি দিলু আনি দরিয়া ঢুঁড়িয়া ॥[১৯]
বাপ মাএর চক্ষে আমি[২০] কালনিদ্রা দিয়া।
রাত্রিকালে আইনু[২১] আমি গ্রাম ছাড়িয়া ॥
বাপ মাও ছাড়িনু[২২] আর সকল বাদশাই।
আসিতে হইল দেখা কালু প্রাণের ভাই ॥
ধন মাল হস্তী ঘোড়া সকলি তেজিয়া।[২৩]
গলে খেতা দিয়া কালু আইলু চলিয়া ॥[২৪]
বংশ[২৫] নদী পার হৈনু পোশ বিছাইয়া।
চাপাই নগরে আইনু[২৬] সন্ধ্যাতে চলিয়া ॥
রাজার বাড়ীতে গেনু[২৭] জাগার খাতিরে।
রাজার হুকুমে কোতালে ধাক্কা মারে ॥[২৮]
পরিচএ পাইল রাজা চাপাই নগরে।[২৯]
কলেমা পড়াইল তাক সভার মাঝারে ॥
শিরনী[৩০] করিয়া দিল মসজিদ বানাঞা।
তথা হৈতে ঘোর[৩১] বনে গেলু দুই ভাইয়া ॥
তিন দিবস হাঁটিলাম বসকের[৩২] বনে।
চলিতে শক্তি নাহি তাম নাহি তনে ॥[৩৩]
তাম খিলাইল[৩৪] কাঠুরিয়া সাতজন।
খণ্ডাইল তার দুঃখ দিয়া সাত লক্ষ ধন ॥
নগর[৩৫] বসানু তথা বড় অনুপাম।
বাছিয়া রাখিনু তার সোনাপুর নাম ॥
বিশ্বকর্ম্মা[৩৬] মসজিদ তথা দিয়াছে বানাঞা।
দুই পালঙ্গে দুই ভাই[৩৭] আছিলাম শুইয়া ॥
কি জানি কেমতে আইল শুন[৩৮] দুঃখ দশা।
তোমার হস্তেত হৈল মরণের[৩৯] দশা ॥
মগম হইলু দেখি[৪০] পরম সুন্দরী।
বদল করিনু[৪১] তার পালঙ্গ অঙ্গুরী ॥
ধর্ম্ম[৪২] দরিমানি করিনু বিভার খাতিরে ॥
দুই জন শুইলু বদল পালঙ্গ পরে ॥[৪৩]
নিদ্রাএ কাতর হৈলু যেন আধামরা।
আমার পালঙ্গ লয়া পালাইল চোরা ॥
নও দিন কান্দি আমি তেজি অন্নপানি[৪৪]।

১. আ-ছিলাম। ক-বাসরে ছিলাম। খ-গৃহীত পাঠ। ২. আ-ছিল। ক, খ-তোমার। ৩. আ, খ-আচম্ভিতে মোর কুঞ্চে। ক-অচম্ভিতে মোর কুঞ্জে। ৪. আ-হ্রিদএ। ক-হ্রিদয়ে কাপিয়া। খ-ঐ। ৫. ক-মায়ে অচৈতন্য হইল। ৬. ক-বসি তাক চৈতন্যন করাইল। ৭. খ-বাপ মাএর সমাচার পুছিনু। ৮. আ-তাহাতে বলিল। ক-বলিল আমার। খ-ঐ। ৯. আ, ক, খ-বাদসা। ১০. আ-ওসবা। ক, খ-ওসমা। ১১. আ-গর্ব্বে জন্ম। ক-উদরে জন্ম। খ-উদরে জনম আমার। ১২. আ-জখম। ক, খ-আমি। ক, খ-আমার বাপে। ১৩. আ-করিনু। ক, করিল। খ-করিব। ১৪. আ-ক্রর্দ্ধ। ক, খ-ক্রোধ। ১৫. আ-দালিল। ক-ঢালে। ১৬. ক-বোলে গলাতে পাথর বান্ধি ফেলিল সাগরে। খ-ঐ। ১৭. আ-পুসৃফ। খ-পৃষ্ঠা ইয়া পাথর ভাসিল দরিয়ার পরে। ক-ঐ। ১৮. আ-দরিয়াত দালিয়া। ক-দরিয়াত ফেলায়া। খ-দরিয়াত পাক দিয়া। ১৯. ক-আমাকে বুলিল মুই দেহত আনিঞা। ২০. ক-আমি নিদ্রা দিয়া। খ-ঐ। ২১. আ, ক-আইলাম। খ-আইল। ২২. আ-ছাড়ি আনু কুর্ব্বাত। বাদসাই। খ-ছাড়িলাঙ আর সকল বাদসাই। ক-গৃহীত পাঠ। ২৩. ক-স্ত্রি পুত্র কাল সকল তেজিলা। খ-স্ত্রী পুত্র হস্তী ঘোড়া কালু সকলি তেজিলা। কালু বিবাহিত ছিল বলে কোন বর্ণনা নেই। এ পাঠ ভুল বলে মনে হয়। ২৪. ক-গলাতে খিলিকা দিয়া ফকির হইলা। খ-গলে কেথা দিয়া আমার সঙ্গে ফকির হৈলা। ২৫. ক, খ-বোলে বংস। ২৬. আ-চলি আইলাম দুই ভাইয়া। খ-ঐ। ক-গৃহীত পাঠ। ২৭. আ-গেইল। ক, খ-এ পদ নেই। ২৮. ক-বোলে রাজার বচনে কোতালে ধাকর্ক্যা মারে। খ-রাজার বচনে কোতালে ঢার্কা মারে। ২৯. ক, খ-এ পদ নেই। ৩০. আ-সিরিনি। ক-সিরনি। খ-ঐ। ৩১. আ-অর্ণ্যে দেসে গেইল। ক, খ-ঘোর বনে গেইলাম। ৩২. এ শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। পাঠে ভুল আছে মনে হয়। ক-বোলে তিন দিবস খানা নাহিক উদরে। খ-ঐ। ৩৩. ক-বেলো বড় দুঃখ পাইল কানন মাঝারে। খ-ঐ। ৩৪. ক-বোলে তাম খাইল। খ-বলে তাম খাওয়ালই। ৩৫. ক-গ্রাম বসাইল। খ-ঐ। ৩৬. আ-বিসকর্ম্মা। ক-বিষু কর্ম্মাঁ। খ-বিসকর্ম্মা। ৩৭. ক-মুইয়া আছিল দুই ভাইয়া। খ-ঐ। ৩৮. আ-মুন দুক্কদসা। ক-মুন দুখ কথা। খ-গৃহীত পাঠ। ৩৯. আ-মউতের। ক-তোমার হস্তে পড়ি মোর মরনের দশা। খ-ঐ। ৪০. ক-মুনি। খ-সুনিঞা। ৪১. ক-করিয়া নিল হস্তের অঙ্গরি। খ-বদলিয়া লইনু তার হস্তের অঙ্গরি। ৪২. আ-ধর্ম্ম। ৪৩. আ-তবে মুইয়াছিল দুইজন পালঙ্গের পরে। ক-গৃহীত পাঠ। খ-ঐ। ৪৪. আ-রন্ন্যে পানি। ক, খ-অর্ন্ন্য পানি।

নও দিন না পূজিল তোমার চরণখানি ॥
স্বপন[১] দেখিয়া মাও গেনু বান্ধা ঘাটে।
ওপারে স্বামীক[২] দেখি মোহে প্রাণ ফাটে ॥
স্বামী[৩] আর দেওরেক ওপারে দেখিয়া।
পুজিল তোমার চরণ মণ্ডপে[৪] আসিয়া ॥
চণ্ডী বলে আকুল[৫] তুমি কিসের কারণ।
বিলম্বেতে কার্য[৬] সিদ্ধি যদি থাকে মন ॥
গাযী তোমার পতি[৭] হবে তাতে নাহি দ্বিধা।
দুই হস্তে না খাএ কেহ যদি লাগে খিধা ॥
শ্রী রামের সীতা দেখ হরিল রাবণে।
সেতু বন্ধ করি তাক বধিল সন্ধানে ॥
শ্রীকৃষ্ণ[৮] জগন্নাথ অখিলের পতি।
সন্ধানে ননী[৯] খাইল রাখাল সঙ্গতি ॥
জগন্নাথ জাইতে কবিরের[১০] তোড়ানি খাএ।
জাতি কুল আচার লোকে সন্ধানে সে পাএ ॥[১১]
কমণ্ডলে গঙ্গা ছিল ব্রহ্মাদেবের কাছে।
সন্ধানে[১২] ভগীরথ আনে পৃথিবী মাঝে ॥
বেস্ত হইলে কিছু নাহি লাগে হাত।
সন্ধানে পাইবা গাযী শুন আমার বাত ॥
গাযীর কারণে চিন্তা না করিহ তুমি।
সন্ধানে আনি গাযীক মিলাইব আমি ॥[১৩]
চিন্তা না করিহ বর দিলাঙ[১৪] মহামায়া।
বড় খাঁ গাযী সহে তোমার হবে বিয়া ॥
জোড়হাতে চম্পা লাগিল কহিবার।[১৫]
স্বামী বসিয়া আছে ওপার কান্তাপুর ॥[১৬]
অনাহারে উপবাসে স্বামী আর দেওর[১৭]।
কেমনে অভাগিনী খাইব অন্নজল ॥[১৮]
কহিলু মনের কথা শুন বিদ্যমান।[১৯]
স্বামীর উচ্ছিষ্ঠ[২০] পাইলে করিব জলপান ॥
স্বামী আর দেওর কিছু খাএ কান্তাপুরে।
তবে সে খাইব আমি আপনার ঘরে ॥
আর কেবা দিবে তাক[২১] খাইতে আনিঞা।
জলপান পাঠাব আমি কার হস্তে দিয়া ॥
কাহাকে কহিব আমি[২২] দিলের বচন।
জাতি কুল জাএ মাও শুনিলে অন্যজন[২৩] ॥
অন্যজন শুনে যদি না থাকিবে মূল।
ব্রাহ্মণ সভাত মোর জাবে জাতি কুল ॥
এহি বলিয়া চাম্পা লাগিল কান্দিবারে।
এমত বান্ধব নাহি মর্ম বলি তারে ॥
রাঙা পাএ নিবেদিতে প্রাণে ভএ বাসি।
দয়া করে তোমার পাএ রাখ আপন দাসী ॥[২৪]
তুমি বিনে আর মোকে কে করিবে দয়া।
রাঙাপদে স্থান দেহ কৃপাযুক্ত[২৫] হয়া ॥
তোমার দাসী হয়া রব জনমে জনমে।
স্বামীর বার্তা আনিঞা দেহত আপনে ॥
চণ্ডী বলে চম্পাবতী বলি তোমার আগে।
পুত্রের চাহিতে মোক গাযীক দয়া লাগে ॥
বড় খাঁ গাযীক জানি পুত্রের সমান।
আমি (নিজে) লয়া জাব গাযীর জলপান ॥
চণ্ডীর বচনে চম্পা[২৬] আনন্দিত হৈল।
নানা উপহারে[২৭] চাম্পা থাল পুরাইল ॥
জলপান গাযীক দিতে মনে বড় সাধ।[২৮]
থাল ভরি দিল কন্যা[২৯] ভবানীর প্রসাদ ॥
আনিঞা দিলেন চাম্পা রাজার নন্দিনী।
থাল লয়া রথ ভরে চলিল ভবানী ॥
গাযীর সাক্ষাতে চলিল মহামায়া।
ত্রিপিনী পার হইল রথেত চড়িয়া ॥
রথে থাকিয়া তবে ভবানী নযর করে।[৩০]
দেখে গাযী বসি আছে কদম্বের তলে ॥[৩১]
[৩২]শূন্য ভরে[৩৩] রথখান রাখিয়া আকাশে।

১. আ, ক, খ-সপ্নন। ২. আ-স্বৌমিক। ক-স্যামি। খ-সামিক। ৩. আ-স্বামি। ক, খ-স্বৌমি। ৪. ক, খ-মোণ্ডবে। ৫. ক-চিন্তা কিসের কারন। ৬. আ-কার্জ্জ। খ-ঐ। ক-কাজ্য। ৭. আ-স্বৌম খোদার আছে লেখা। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৮. ক-তথা প্রভু। খ-তথা প্রভু দেবনাথ। ৯. আ-নবন্য। খ-ঐ। ক-ননি। নবনি। ১০. আ-জগন্ন্যাত কবিরের। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১১. ক-জাতি ভির্ন্ন্য আচার সন্ধানে সে হএ। খ-জাতি ভিন্ন্য জাতি আচার সন্ধানে সে হএ। ১২. ক-কৌষলে। ১৩. আ-সন্ধানে২ গাজিক আনিঞা দিব আমি। ১৪. আ-দিল। ক-বোলে মোহামায়। খ-গৃহীত পাঠ। ১৫. আ-নেই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৬. আ-স্বৌমি তোমার বসিয়া আছে কান্তাপুর। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৭. অনাহারে উপবাসে তোমার স্বৌমী দেওরে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৮. আ-চাম্পা বোলে কিমতে খাইবে অন্ন্যপানি। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৯. আ-ষুন। নারায়নি। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২০. আ-উর্দ্দিস। ক-উচিস্ট। খ-ঐ। এ পদের পরে আদর্শের অতিরিক্ত পদ : কান্দিয়া কহিল কন্যা ভবননির স্তান। ২১. ক-মাও। খ-ঐ। ২২. আ-মাও কে আছে আপন। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৩. আ-ষুনিলে অর্দ্ধ্যজন। ক, খ-ষুনিলে অন্নজন। ২৪. আ-দয়া জদি করো মাতা রাখো তোমার দাসি। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৫. আ-ত্রিপাযুক্ত। ক-কৃিপা। খ-ঐ। ২৬. ক-এমত্ত ষুনি চাম্পা। খ-এমন ষুনিঞা চাম্পাবতী। ২৭. ক-উপহার তবে থালে করি নিলা। খ-উপহার তবে থালেত করিলা। ২৮. ক-স্বামিক জলপান দিবে মন বড় সাদ। খ-জলপান স্বামিক দিবে মনে বড় সাদ। ২৯. ক-গাজিক জল পান দিল। খ-ঐ। ৩০. আ-এ পদ নেই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩১. আ-দারাকের তলে। ক-কদম্বের তলে। খ-দবকের। ৩২. এর আগে আদর্শের অতিরিক্ত পদ : উড়াও হইল খাড়া গাজির হাযুরে। ৩৩. আ-ষুন্ন্যেভরে। ক, খ-ষুন্ন্যভরে।

গাযীর সামনে আইল ব্রাহ্মণীর বেশে ॥
চণ্ডীক দেখিয়া গাযী উঠিলা জোড় করে।
চণ্ডী বলে গেছিলাম[১] তোমার শ্বশুরে ঘরে।
চম্পাবতীর নও মামী পরম সুন্দরী।
লীলা মাধাই তোমার সুন্দরী শ্বাশুরী[২] ॥
চম্পার কারণে বাছা যত পাইল দুখ।
বিসরিবা[৩] সব দেখি মামী শ্বাশুরীর মুখ ॥
হাসিয়া চণ্ডী দেবী গাযীক কহে কথা।
লাজ পায়া গাযী পীর হেঁট কৈল মাথা ॥
চণ্ডী বলে গাযী তুমি স্থির কর হিয়া।
কে খণ্ডাতে পারে তোমার চম্পার সাথে বিয়া ॥
আমি সহাএ[৪] আছি কাকে তোমার ডর।
জিনিঞা করহ বিভা ব্রাহ্মণ নগর ॥
তোমার কারণে চম্পা না ধরে পরান।
হের দেখ চম্পা তোমাক দিছে জলপান ॥[৫]
জোড় হাত বাড়াইল[৬] গাযী গুণমণি।
থাল ধরি উপহার দিলেন ভবানী ॥
থালের উপহার গাযী তিন ভাগ করিল।
রুমাল ঢালিয়া[৭] গাযী এক ভাগ নিল ॥
আর এক ভাগ দিল ভাই কালুর তরে।
আর ভাগ রাখে গাযী চম্পার খাতিরে ॥
জলপান করিয়া গাযী শান্ত হৈল মন।
গাযী বলে মহামায়া শুন নিবেদন ॥
চাম্পা দিল উপহার খাইনু দুই ভাই।
আমার প্রসাদ দেহ চম্পাবতীর ঠাঁই ॥
ভকত বৎসলা[৮] দেবী রহিতে না পারে।
থাল লয়া আরবার[৯] উঠিলা রথভরে ॥
চম্পাবতী আছে তথা[১০] পথ পানে চায়া ॥
সেহি কালে মণ্ডপেতে[১১] গেল মহামায়া ॥
চণ্ডী বলে চম্পা তোর পুরিল মনের সাধ।
জোড় হস্তে লেহ তোর স্বামীর[১২] প্রসাদ ॥
আকুল হৈয়া চম্পা দাঁড়াইল জোড় করে।
থাল ধরিয়া প্রসাদ তুলিয়া নিল শিরে ॥[১৩]
গাযীর প্রসাদ চণ্ডী রাজকন্যাক দিয়া।
স্বর্গে[১৪] গেল মহামায়া রথ চালাইয়া ॥
অথা চম্পাবতী গাযীর প্রসাদ পায়া।
জলপান করিল কন্যা মনে শান্ত হয়া ॥[১৫]
এহিরূপে চম্পাবতী রৈল নিজ ঘরে।
দরাকের তলে গাযী রৈল কান্তাপুরে ॥
রচে মিরা হালু গাইন[১৬] মধুর বচন।
একবার আল্লার নাম বল সর্বজন ॥[১৭]

২১ পালা সমাপ্ত

১. আ-আইল তোমার সসুরের ঘরে। ক-গেছিলা তোমার সষুরের ঘরে। খ-গিয়াছিলাঙ তোমার সষুরের বাড়ি ঘরে। ২. আ-সাসুড়ি। ক, খ-সাষুড়ি। ৩. ক-পাসারিব। ৪. আ-সএ। ক-সহাএ। খ-স্বাহায়। ৫. ক-হের দেখ লহ চাম্পজলপান। খ-হের দেখ নেও চাম্পা দিয়াছি জলপান। ৬. আ-জোড়হাতে দাঁড়াইল। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৭. ক-উরূমাল ডালি। ৮. আ-ভগত বছর্ছলা। ক, খ-ঐ। ৯. আ-তোবানি। ১০. ক-তবে। খ-ঐ। ১১. আ-মণ্ডবেতে। খ-ঐ। ক-মণ্ডবে। ১২. আ-স্বোমির। ক-জোড় হস্ত করি লেহ গাজির প্রসাদ। খ-জোড় হস্ত করিয়া নেও তোমার স্বোমির প্রসাদ। ১৩. ক-থালি ধরি চাম্পা তুলি নিল সিরে। খ-থাল ধরিয়া ...। ১৪. আ, ক, খ-সর্গে। ১৫. ক-সান্ত হৈল কিছু জলপান করিয়া। খ-ঐ। ১৬. আ-রচে মিরা ছৈয়দ হেলু। ক-রচে মিরা হালু গাইন। খ-রচে মিরা হালু গাইন। ১৭. এর পরে খ-পুঁথিতে আছে : অষ্ট পালা সমাপ্ত। নও পালা আরম্ভ।

পালা ২২।

দিসা : প্রাণের কালু আরে ও প্রাণের কালুরে।
তুমি জাও বামন নগর।

পদ বন্ধ।[১]

ছৈয়দ মরতুজা বলে শুনরে কালিয়া।[২]
পরকী আপন হএ পিরিতি লাগিয়া ॥[৩]
বাত্রি পোহায়া[৪] গেল হইল বিহান।
উঠিয়া বসিল গাযী[৫] কালু যে দেওয়ান ॥
অযু[৬] বানাইঞা দুনে মাজ পড়িল।
অযীফা[৭] পড়িয়া দুহে ফারগ হইল ॥
মুনাজাত পড়িয়া বসিলা একান্তর[৮]।
কালুর তবে গাযী[৯] লাগিল বলিবার ॥
জাহ তুমি[১০] ভাই কালু ব্রাহ্মণ নগরে।
বিভার বার্তা[১১] কহ জায়া রাজার গোচরে ॥
কহিও উচিত ভাই[১২] না করিহ ভর।
ইহাতে যেমন করে সাহেব পরয়ার ॥
কালু বলে জাব আমি রাজার গোচরে ॥
কহিব উচিত কথা আল্লা যেবা করে ॥[১৩]
প্রাণ দিতে পারি সাহেব তোমার কারণ।[১৪]
এক আরয করি সাহেব শুন দিয়া মন ॥[১৫]
যদি রাজা মারে কাটে বান্ধিয়া থোয় মোরে[১৬]।
এ পারে আসিয়া বার্তা[১৭] কে দিবে তোমারে ॥
গাযী বলে ভাল[১৮] কথা বলিয়া আমারে।
যখন বিপত্য[১৯] দশা পড়িবে তোমারে ॥
আমা গাযী বলে ভাই করিহ স্মরণ[২০]।
মাথার দস্তার[২১] মোর পড়িবে তখন ॥
তখনে জানিব ভাই বিপত্য হৈল তোর।
খান খান করিব জায়া[২২] বামন নগর ॥
গাযী কহিলা যদি এমত বচন[২৩]।
শুনিঞা হইলা কালু আনন্দিত মন ॥
সালাম করিয়া কালু করিলা গমন।
পার ঘাটের কুলে জায়া দিল দরশন ॥
শ্রীরা[২৪] পাটনীকে বলে কালু ফকীরে।
পার করি দেহ জাই ব্রাহ্মণ নগরে ॥
ছিরা বলে ফকীর বেটা বলি তোমার তরে।
মরিতে আইলা[২৫] কেনে ব্রাহ্মণ নগরে ॥
সকলি ব্রাহ্মণ তথা শূদ্রে[২৬] কেহ নাঞি।
যবনের কালযম[২৭] দক্ষিণ রাএ গোসাঞি।

দিসা : সকালে করহ পার ঝটিতে করহ পার।
জাব আমি ব্রাহ্মণ নগর ॥[২৮]

পদ।

কালু বলে শুন ছিরা বলিহে তোমারে।
কি করিবে দক্ষিণ রাএ রাখিবে পরয়ারে ॥[২৯]
পাটনী বলেন আমি তবে পার করি।

১. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ২, ৩. এই দুই পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। 'ছৈয়দ মরতুজা' কি কবি হালু মীরের গুরু? না তিনিই এ কাব্যের আদি রচয়িতা? তা যদি হয় তবে খোদা বখশ ও হালুমীর উভয়েই তার রচনা অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন বলে ধারণা করা যেতে পারে। ৪. ক, খ-চলিয়া। ৫. ক, খ-তবে। ৬. আ-রযু। ক, খ-ঐ। ৭. ক, খ-নামাজ। ৮. ক-একতৎর। ক-একান্তরে। খ-ঐ। ৯. আ-কালু আর গাজি। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১০. ক-জাহ জাহ। খ-জাও জাও। ১১. ক, খ-কথা কহ জায়া মটুক রাজার ঘরে। ১৩. ক-উচিত কথা আল্লা জেবা করে। খ-কহিব উচিত কতা রাজার বির্দ্দমানে। ১৪. ক-প্রান বিদড়ে মিঞা তোমার খাতিরে। খ-প্রান বিদড়ে ... তোমার কারনে। ১৫. ক-এক রাজ করি তোমার হুযুরে। খ-এক আরজ করি যুন দিয়া মন। ১৬. ক-ঘরে। খ-ঐ। ১৭. আ-বার্ত্রা। ক-বার্ত্তা। খ-ঐ। ১৮. ক, খ-ভাই বলিলা আমারে। ১৯. ক, খ-বিপত্যের। ২০. আ-স্বৌরন। ক, খ-স্বরন। ২১. ক-পাগুড়ি। খ-ঐ। ২২. আ-গ্যা। ক, খ-জায়া। ২৩. আ-উৎতর। ক-এমত বচন। খ-এমন বচন। ২৪. আ-ছিরাই। ক-ছিরা। খ-শ্রীরা। ২৫. আ-আইলু। ক-জাবে। খ-জাইবে। ২৬. আ-সূদ্র। ক-যুদ্র। খ-ঐ। ২৭. আ-জৌবনের কাল বটে দক্ষিণ রাএ গো-সাঞি। ক-কাল জম। খ-গৃহীত। ২৮. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। আ, খ-নেই। ২৯. ক-জেথাকে কপালে পার করহ আমার। খ-জে থাকে কপালে মোর পার করিয়া দেও মোরে।

মোর তরে দেহ সোনার[১] পাঁচ কড়া কড়ি ॥
গাযীক স্মরিয়া[২] কালু জামনিত[৩] হাত দিল।
সোনার পাঁচ কড়া[৪] কড়ি তখনি পাইল ॥
পাটনীকে কড়ি দিয়া কালু হৈল পার।
চলিয়া গেলেন কালু নগর মাঝার[৫] ॥
কড়িয়া জাঙ্গাল দিয়া কালুর গমন।[৬]
রাজার পুরীত[৭] জায়া দিল দরশন ॥
বারাম দিয়া বসি আছে মটুক[৮] নৃপতি।
মহাপাত্র পরিবার করিয়া সঙ্গতি ॥
সাত পুত্র নও নাতি আঠার ভাগিনা।
গুণীজনে গান করে বাজাইয়া বীণা ॥
পাটেত বসিছে রাজা মটুক প্রচণ্ড।
রাজার শিরেতে ধরা[৯] ছত্র নবদণ্ড ॥
পুণ্য[১০] সভাতে রাজা বসিছে আনন্দিত।
সেহি কালে কালু দেওয়ান হৈল উপস্থিত[১১] ॥
দুই চারি দ্বার কালু পাছ[১২] করি জাএ।
দ্বারী প্রহরী তারা দেখিতে না পাএ ॥[১৩]
রাজসভাএ দাঁড়াল[১৪] কালু দস্তগীর।
আল্লা নবীর নাম লয়া ছাড়িল যিগির ॥
যবন[১৫] ফকীরেক রাজা দেখিলেন[১৬] তথা
রাম রাম[১৭] বলি রাজা হেঁট কৈল মাথা ॥
কোতাল কোতাল বলি[১৮] ডাকে ঘনেঘন।
আসিয়া প্রণাম করে কোতাল দুইজন ॥
রাজা বলে শুন কোতাল হস্তে লও পান।
হের দেখ সভা মধ্যে[১৯] ফকীর মুসলমান ॥
ঢেকা দিয়া ফকীরেক বাড়ীর বাহির কর।
গ্রাম হৈতে বেটাক নদীর পার কর।
আজি সভাতে হইল ফকীর সহে বাত।[২০]
তেরাত্রি করিয়া তবে আমি খাব[২১] ভাত ॥
কালু বলে মূঢ়মতি[২২] বলি তোমার তরে।

যে কার্য্যে[২৩] আসিনু তোমার দরবারে ॥
রাজা বলে রাখ রাখ ফকীরের তরে।
কি কার্য্যে আসিয়াছে বলিবে ফকীরে ॥
কালু বলে শুন রাজা অবধান কর ॥
বৈরাট নগরে আছে বাদশা সেকন্দর ॥
বাড়ি[২৪] বেড়িঞা দিছে অষ্ট লোহার গড়।
পৃথিবী জিনিঞা যে গনিঞা নিছে কর।
গাছ মাছ দরিয়ার কর লৈছে কতুহলে[২৫]।
পাহাড় পর্বতের কর লইছে বাহুবলে[২৬]।
কর সাধিতে গিয়াছিল রবি রাজার তরে।[২৭]
পরীর পাখা খসি পৈল গউরের বাড়ি ঘরে।[২৮]
পাতালেত গয়াছিল করের কারণ।
প্রাণ ডরে[২৯] বলি রাজা না করিল রণ ॥
কর লয়া মিলিল রাজা বাদশাক আসিয়া।
যোল দানে ওসমা[৩০] কন্যাক দিল বিয়া ॥
তার গর্ব্ভে[৩১] পুত্র হৈল যুল হাউস নাম।
ত্রিলোক[৩২] জিনিঞা সেহি রূপে অনুপাম ॥
পাতালেত গেল সেহি শুন মন দিয়া।
জঙ্গরাজার কন্যা পাঁচ তোলাক করিছে বিয়া ॥
আর পুত্র হৈল বাদশার বলিব[৩৩] হাযীর।
আল্লার পিয়ারা[৩৪] নাম বড়খাঁ গাযীপীর ॥
নও বচ্ছরের গাযী[৩৫] হৈল বাপের ঘরে।
বাপে বলিল তাক[৩৬] বাদশাই করিবারে ॥
বাদশাই না করিব বলে[৩৭] সভার হাযীর।
গলাএ খিলিকা দিয়া হইব ফকীর ॥
ক্রোধ[৩৮] করিয়া বাদশা ঢালিল[৩৯] হস্তী তলে।
পলাইল হাতি তাক রাখিল পরয়ারে ॥
সাগরে ঢালিল গাযীক গলে[৪০] পাথর দিয়া।
কমল পুষ্প[৪১] হইল পাথর গাযীক দেখিয়া ॥
কড়ার সুই দিল বাদশা দরিয়াএ ঢালিয়া[৪২]।

১. আ-সোবর্ন্ন্য নও বুড়ি কড়ি। ক, খ-সোনার পাচ কড়া কড়ি। ২. আ-স্বৌরিয়া। ক-স্বরি। খ-স্বরিয়া। ৩. আ-জামিত। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৪. আ-নওকড়া কড়ি জামিনিত পাইল। খ-সোনার পাঁচ কড়ি আচম্ভিত পাইল। ক-গৃহীত পাঠ। ৫. আ-রাজার। ক-দবসন দিল জায়া রাজার গোচর। ৬. ক-এ পদ নেই। ৭. ক-বাড়িতে। এর পরে ক-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : দেখিয়া রাজবাড়ি আনন্দিত মোন। ৮. আ-রাজা নরপতি। ক-মটুক নির্প্পতি। খ-মটুক নরপতি। ৯. ক-রাজা বসিবে ধরিছে তার। ১০. আ, ক, খ পুর্ন্ন্য। ১১. আ-উবর্স্তিত। খ-উপনীত। ক-দ্বারি প্রহরি তারা দেখিয়া পুলকীত। ১২. খ-চলিয়া সে জাএ। ক-এ পদ নেই। ১৩. ক-এ পদ নেই। ১৪. আ-তথাতে দাড়াল গিয়া। ক-রাজার সভাতে দাঁড়াইল। খ-রাজ সভায় দাঁড়াইল। ১৫. আ. ক, খ-জৌবন। ১৬. ক-দেখিলাঙ। ১৭. আ-মারো মারো। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৮. ক, খ-করি ১৯. আ-মর্দ্ধে। ক, খ-সভাতে ফকির। ২০. ক, খ-জে সভাতে মুনি ফকিরের বাত। ২১. ক-খাই। খ-ঐ। ২২. আ-মুড়মতি ক, খ-ঐ। ২৩. আ-জে কারনে আইলাম। ২৪. আ-দুনিঞা। ক-বাড়ি। খ-আল্লার দুনিঞা বেড়িয়া দিয়াছেন তাম্বার গড় ২৫. ক-বাহুবলে। খ-ঐ। ২৬. ক, খ-কৌতুহলে। ২৭. ক-এ পদ নেই। ২৮. ক-এ পদ নেই। ২৯. আ-ভয়ে। ক, খ-ডরে ৩০. আ-ওসবা কর্ন্যাক। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩১. আ-ঘরে। ক. খ-গর্ব্বে। ৩২. আ-ত্রিকর্ন্ন্যা। ক-ত্রিলক্ষ। খ-অরূন ৩৩. আ-বলিল। ক, খ-বলিব। ৩৪. আ-প্যার। ক-প্যিারা। খ-প্যারা। ৩৫. আ-জখন। ক, খ-গাজি। ৩৬. গাজিক। ক-এ শব্দ নেই। ৩৭. ক-বলিল হাজির। ৩৮. আ-ক্রর্দ্ধ। ক, খ-ক্রোধ। ৩৯. আ-দালিল। ক, খ-ডালিল। ৪০. ক-পাথর বান্ধি গলে। ৪১. আ-পুষ্ক। ক-কমল হয়া পাথর ভাসিল দরিয়ার পরে। ৪২. আ-দালিয়া। ক-ফেলায়া। খ-পাকদিয়া।

গাযী আনিল সুই দরিয়া ঢুঁড়িয়া[১] ॥
বাদশার নন্দন নাম[২] বড়খাঁ গাযীপীর।
গলাএ খিলেকা দিয়া হইল[৩] ফকীর ॥
গাযীর পালক ভাই কালু মোর নাম।
রাত্রিকালে দুই ভাই ছাড়িল[৪] নিজগ্রাম ॥
চাপাই নগরে আইলু শ্রীরাম রাজার পুরে[৫]।
[৬]গাযীর নামে মসজিদ দিল চাপাই নগরে ॥[৭]
বিদাএ হৈয়া দুই ভাই করিল গমন।
কাঠুরিয়ার[৮] দুঃখ খণ্ডাইল ঘোর বন ॥
সোনাপুর নগর বসাইল গাযীপীরে!
আড়াই প্রহর সোনা বরষিল নগরে ॥
বিশ্বকর্মা[৯] মসজিদ তথা দিয়াছে বানাঞা।
দুই পালঙ্গে দুই ভাই আছিলাম শুইঞা ॥[১০]
বিধির লিখন তাহা খণ্ডাএ কোন জন[১১]।
গাযীর পালঙ্গ এথা আনিল পরিগণ ॥[১২]
আর কি কহিব রাজা বিধাতার লেখা ॥[১৩]
রাত্রে তোমার কন্যার সঙ্গে গাযীর হৈছে[১৪] দেখা ॥
মগম হইয়া চাম্পা[১৫] পরম সুন্দরী।
বদল করিছে গাযীর[১৬] হস্তের অঙ্গুরী ॥
আপন অঙ্গুরী[১৭] চাম্পা গাযীর হস্তে দিয়া।
গাযীর অঙ্গুরী[১৮] নিল বদল করিয়া ॥
করিছে পালঙ্গ বদল[১৯] অতি বড় রঙ্গ।
তোমার কন্যার ঘরে আছে গাযীর পালঙ্গ ॥
খোদাই[২০] দরিমানি হৈছে দুইজন।
তকারণে এথা হৈল গাযীর আগমন[২১] ॥
নও দিন হৈল গাযী কিছু নাহি খাএ।
কালি আইলাম কান্তাপুর[২২] শুন মহাশএ ॥
ঘাটে গেল তোমার কন্যা গোসলের ছলে।
গাযীর সঙ্গে অনেক কথা হৈল হাত সানে ॥

তোমার স্থানে চণ্ডী আপনে পূজা লয়া।[২৩]
আমাদেব তরে আইল আলচাউল দিয়া ॥[২৪]
সে কারণে গাযী মোক দিলেন পাঠায়া।[২৫]
দিবে কি না দিবে[২৬] রাজা তোর[২৭] কন্যা বিয়া ॥
ঠাঞি ঠিকানার কথা কালু সকলি[২৮] বলিল।
সভার ভিতরে রাজা বড় লাজ পাইল ॥[২৯]
ক্রোধ জ্বলিল রাজা প্রলয়ের অগনি।
থর থর কাঁপি কোতালেক কহে বাণী ॥
কি কর কোতাল বেটা[৩০] সভার ভিতরে।
ঢেকা দিয়া ফকীর বেটাক লহ পোতাঘরে ॥
বিয়াল্লিশ[৩১] বন্ধনে বেটাক রাখ[৩২] বান্ধিয়া।
গোসাঞি পূজিব কালি ইহাক কাটিয়া[৩৩] ॥
একেত কোটাল বেটা[৩৪] রাজার হুকুম পাএ।
ঢেকা[৩৫] দিয়া কোতালে কালুক লয়া জাএ ॥
কালু বলে অবিচারে কেনে কর রোষ।
পরিণামে জানিবা রাজা মোর নাহি দোষ ॥
মারমার করিস বেটা করিস ধরধর।[৩৬]
তোর ডউল কত গণ্ডা রাজা মোর বাপের আগেপাছে[৩৭]
মার মার করিয়া রাজা করিস অহঙ্কার।
কত শত রাজা মোর বাপের নফর ॥
মোর পিতার ভাণ্ডারী তার গঙ্গাধর নাম।
তোর রাজাই সহিতে নহে তাহার সমান ॥
কালু দেওয়ান বলে রাজা শুনহ নিশ্চএ।
তোরণে কাল কত রাজা মোর পিতার হুকুড়িয়া খাএ।
আদ্যন্ত কৈলে বেটা না বুঝিবু সুদ।
তিন দিনিঞা হয়াছ বেটা ভারানিঞার[৩৮] পুত ॥
ঢেকা[৩৯] দিয়া কোতালে কালুক লয়া জাএ।
অন্ধকার ঘর মধ্যে[৪০] প্রবেশ করাএ ॥
সোওয়া[৪১] কোশ ঘর তার একখানি[৪২] দ্বার।

১. ক, খ-ধুড়িয়া। ২. ক-খ-এ শব্দ নেই। ৩. ক-হইলাম। ৪. আ-ছাড়ি আইল গ্রাম। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৫. ক-খ-ঘরে। ৬. এর আগে ক-পুঁথির অতিরিক্ত পদ . রাজার বচনে কোতালে ধাক্কা মারে। সযুদ করিল তাকে বলি তোমার স্থান। কলমা পড়ি হইল মোছলমান॥ মুরিদ হইল রাজা গাজির হুযুরে। ৭. ক-মসজিদ বানায়া দিল চাপাইনগরে॥ ৮. আ-কাটারিয়ার দুক্ষ। ক-কাঠরিয়ার দুঃখ ঘোচাইল। ৯. আ-বিসকক্ষা। ক, খ-বিষকক্ষা। ১০. ক-দুই পালঙ্গে মুইয়া আছিল দুই ভাইয়া। খ-ঐ। ১১. ক-বিধির লিখন খণ্ডাইতে না পারি। খ-ঐ। ১২. ক-গাজির পালঙ্গ এথা অনিল হুরপরি। খ-ঐ। ১৩. ক-এ পদ নেই। ১৪. খ-হৈল। ক-এ পদ নেই। ১৫. আ-মগমহৈছে চাম্পাবতী। খ-মগম হয়া চাম্পাবতী। ক-গৃহীত পাঠ। ১৬. ক-বদল করিল কন্যা। খ-বদল করিলা গাজি। ১৭. ক-গাজির তরে দিলা। খ-এ পদ নেই। ১৮. ক-অঙ্গরি চাম্পা নখেত করিলা। খ-এ পদ খণ্ডিত। ১৯. ক, খ-পালঙ্গ বদল হৈল। ২০. ক-খোদাএ। খ-খোদায়। ২১. আ-গমন। ক-তেকারনে হইল আমার এথাত গমন। খ-তেকারনে পত্র দিলা গাজির গমন ; ২২. কান্তপুর। ২৩. আ-তোমার কর্ন্ন্যা এথা আসি চণ্ডি পুজির। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৪. আ-আমার তরে চণ্ডি গেল প্রসাদ লইয়া। ক, খ গৃহীত পাঠ। ২৫. আ-সেকারনে তোমার স্তানে দিয়াছে পাঠায়া। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৬. ক-দিবু কি না দিবু। ২৭. আ-তের। ২৮. ক-জদি কহিল। খ-জদি কালু কহিলা। ২৯. খ-মৃত সরির রাজা সভাত লাজ পাইলা। ৩০. ক-কি করিচ কোতাল। ৩১. আ-ব্যালিস। ক, খ-ঐ। ৩২. আ-থোগ্যা। ক-রাখহ। খ-আন গিয়া। ৩৩. ক-দক্ষিন রায়ে গোসাঞীকে দিবগা কাটিয়া। খ-দক্ষিণ রাএ গোসাঞিক কলি দিবগা কাটিয়া। ৩৪. ক, খ-এ শব্দ নেই। ৩৫. আ-ধাক্কা। ক, খ-ঢেকা। ৩৬. ক, খ-এ পদ নেই। ৩৭. ক, খ-এ পদ নেই। পরবর্তী ৮ পদও অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ৩৮. ধান ভেনে যে খায় সে স্ত্রীলোককে গ্রামাঞ্চলে ভারানিয়া বলে। ৩৯. আ-ধকক। ক, খ-ঢেকা। ৪০. ক-এক মুহাড়া ঘরে। খ-এক মড়ার ঘরে। ৪১. ক-সত্তা। ক, খ-সয়া। ৪২. ক-একহি দুয়ার। খ-একই দ্বার।

দিবস দুই প্রহরে[১] সেহি ঘর অন্ধকার ॥
বন্ধন করিল কালুক আন্ধারিয়া কোণে।
লক্ষ লক্ষ বন্দী তথা আছেন[২] সেখানে ॥
বন্দী দেখিয়া কালু বলে ভাই ভাই।[৩]
ওদিগে সরিয়া বৈসে মোরে দেহ ঠাঁই ॥
হাতে দোহাতা কালুর কমরে জিঞ্জির।[৪]
পাএত দাড় কা দিয়া বান্ধিল ফকীর ॥
বুকে তুলিয়া দিল বাইশ[৫] মণ পাথর।
পাথর চাপনে কালু[৬] কাঁপে থর থর ॥
মনেত ভাবিল কালু সঙ্কট নিদান।
গাযী সঙরিয়া কালু জুড়িল ক্রন্দন ॥
অহি ক্রোধে গেল রাজা[৭] আন্দর ভিতরে।
গাযীর পালঙ্গ দেখে চম্পার বাসরে ॥
দাসী দিয়া পালঙ্গ[৮] বাহির করিল।
খড়ুগে কাটিয়া পালঙ্গ অগ্নিতে জ্বালাইল ॥
গাযীর অঙ্গুরী ছিল[৯] চম্পাবতীর করে।
দাসী দিয়া আনাইল দেখিল নযরে ॥
ক্রোধে ফেলাইল[১০] রাজা দূরে পাক দিয়া।
প্রাণ উড়িল চম্পার ডরে[১১] ডরাইয়া ॥
হস্তে খড়্গ করি জাএ চাম্পা কাটিবারে।
সকল ব্রাহ্মণী আসি[১২] রাজার তরে ধরে ॥
চম্পাক লয়া পালাইল[১৩] চাম্পার জননী।
রাজাক ঘিরিয়া রৈল সকল[১৪] ব্রাহ্মণী ॥
আর ঘরে চম্পাবতী রহিল পলায়া ॥[১৫]
দরবারে বসিল রাজা মহা[১৬] ক্রোধ হয়া ॥
[১৭]ভাবিতে লাগিল রাজা আর মূল[১৮] নাঞি।
রাজা বলে মৃত্যু কেনে না দিল গোসাঞি ॥[১৯]
অথা রৈল মটুক রাজা ভাল ভাল জানি।
গাযী কালুক লয়া কিছু শুনহ কাহিনী ॥
অখনে শুনহ কালুর বিবরণ।[২০]
রচে মিরা হালু এহি মধুর বচন ॥[২১]

দিসা : কালু কান্দেরে কী ও কালু কান্দেরে।
ওরে ভাই বন্ধনে পড়িয়া ॥[২২]

পদ।

বল ভাই আল্লার নাম নবী কর সার।[২৩]
নবীর কলেমা বিনে[২৪] নাম নাহি আর ॥
কালু বলে মরি গাযী তোমার বলাই লয়া।
আর না দেখিব ভাই[২৫] তোমাক লাগিয়া ॥
তুমি বড়খাঁ গাযী পীর ত্রিভুবনের সার।
বিপত্য বন্ধনে মরি করহ উদ্ধার ॥[২৬]
বারেক নফরেক লহ উদ্ধার[২৭] করিয়া।
পাথর চাপনে গেল প্রাণ বিদরিয়া ॥
তুমি মোর জপ তপ তুমি মোর[২৮] সার।
তুমি বিনে নিদান[২৯] কালে কে আছে আমার ॥
সকল ছাড়িনু গাযী তোমার খাতিরে।
সঙ্কটে গেলহ প্রাণ রাজ কারাগারে ॥
আমি কি জানিব রাজা করিবে বন্ধন।
তবে কেনে আসি আমি ব্রাহ্মণ ভুবন ॥
নফর বলিয়া[৩০] দয়া না করিলা তুমি।
তোমার কদম আর না দেখিব আমি ॥
কারাগারে পড়ি আমি বড় পাই[৩১] তাপ।
আপনে করহ গাযী আমার ইনসাফ[৩২] ॥
বন্ধনে[৩৩] পড়িয়া কালু করিছে রোদন।
সাহেব গাযীর কথা শুন[৩৪] দিয়া মন ॥
যখন কালু গেল রাজার দরবারে।
গাযী ভাবনা করে নদীর কিনারে ॥
বিভার বার্তা[৩৫] লয়া কালু গেল দরবারে।
না জানি কি কথা হএ রাজার গোচরে ॥
সেহি কথা গাযীর সদাই পড়ে মনে।

১. ক-প্রহরের পথ ঘোর অন্ধকার। খ-প্রহরের পথ জার অন্ধকার। ২. খ-আছে পোনে পোনে। ৩. আ-বন্ধ্যান দেখিয়া কালু বোলে প্রানের ভাই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৪. ক-হাতে দড়ি দিল কালুর গলাতে জিঞ্জির। ৫. ক-সাত সাঙ্গের পাথর। খ-দুই সাঙ্গের পাথর। ৬. ক-কালু করে ধড়পড়। খ-এ পাঠ খণ্ডিত। ৭. ক-রাজা চাম্পাবতীর ঘরে। খ-ঐ। ৮. আ-সামনে আনিল। ৯. খ-দেখে। ক-এ শব্দ নেই। ১০. আ-ক্রর্দ্ধ করি ফেলাইল। ক, খ-ক্রোধে ফেলিল। ১১. আ-ডরে ছালে হিয়া। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১২. ক-চাম্পার তরে ঘিরে। ১৩. ক, খ-চাম্পা পলাইল আর। ১৪. আ-কুর্ব্বাত। ক, খ-সকল। ১৫. ক-এ পদ নেই। ১৬. ক, খ-মহালাজ পায়া। ১৭. এর আগে ক-পুথির অতিরিক্ত পদ : উস্বাস করেন রাজা পাটেত বসিয়া। ১৮. আ-মেলি। ক-বুর্দ্ধি। খ-মূল। ১৯. আ-না জানিবা এতদিনে কি হৈলো গোসাইঞি। খ-রাজা বোলে মউত কেনে না করিলা গোসাঞি। ক-গৃহীত পাঠ। ২০. আ-এ পদ নেই। ২১. আ-এ পদ নেই। ২২. ক-পুঁথি থেকে গৃহীত। অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ২৩. আ-নেই। ২৪. খ-বাহ। ক-বিনে। আ-এ পদ নেই। ২৫. ক-আমি নঞান ভরিঞা। খ-আর নাকি দেখিব নঞান ভরিঞা। ২৬. ক-বিসম সাগরে ডুবি মোখে কর পার। খ-বিসম সাগরে ডুবি হও মোর কাণ্ডার। ২৭. ক-উদ্ধারিয়া। খ-ঐ। ২৮. খ-কর্ন্ন্য ধার। ২৯. আ-অভাগিয়া বান্ধব নাহি আর। খ ... মরিলে নিদানে কে আছে আমার। ক-গৃহীত পাঠ। ৩০. ক-দেখিয়া। খ-ঐ। ৩১. খ-পাইলাঙ। ৩২. আ-প্রস্তাব। ক-ইনসাফ। খ-ঐ। ৩৩. ক, খ-বিপদে। ৩৪. ক-মুনহ অখন। খ-ঐ। ৩৫. আ-বার্ত্রা। ক, খ-কথা।

কালু ক্রন্দন করে পড়িয়া বন্ধনে ॥
যখন বন্দী হৈল কালু কোতালের হাতে।
মাথার দস্তার[১] গাযীর পড়িল সাক্ষাতে[২] ॥
ভাই ভাই বলি গাযী পড়িল কান্দিয়া ॥
লুটায়া পড়িল[৩] গাযী নদীর কিনারে।
ভাই ভাই বলি গাযী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
আহারে প্রাণের ভাই কালু হে দেওয়ান।
আমার কারণে ভাই হারালা পরাণ ॥
মরি মরি ভাই[৪] তোমার বালাই লয়া ॥
বিপাকে হারাল প্রাণ আমাকে লাগিয়া ॥
রচে মিরা হালু গাইন পাঁচালির সার।[৫]
কান্দিয়া চলিল গাযী বাঘ আনিবার[৬] ॥

নাচাড়ী। দিসা। পট মঞ্জরি রাগ।[৭]

কান্দে কান্দে[৮] গাযী পীর প্রাণ নাহি[৯] হএ স্থির
দুই চক্ষু[১০] বয়া পড়ে পানি।
কালু ভাই বলি কান্দে শিরে দস্তার[১১] নাহি বান্ধে
ভাইর শোকে[১২] মলিন বদন ॥
হেন বুঝি কালু মৈল বুকে মোর শেল রৈল[১৩]
কেনে মুঞি করিতে চানু বিয়া
দিন[১৪] গেল সন্ধা হৈল কান্দি গাযী অকুল হৈল
বনে চলে মহাশোক[১৫] পায়া ॥
বিভার মোর কাজ নাঞি যার কারণ মৈল ভাই
আমি মরি সাগরে ডুবিয়া।[১৬]
রাত্রি হৈল অবসর রচে গাযীর কিঙ্কর
হেলু মিরা ভাবনা করিয়া ॥

দিসা : কালিয়া নিদারুণ বড়। বন্ধুয়া নিদারুণ বড়।
কোন সাধনে আনিবার হে ॥[১৭]

পদবন্ধ।[১৮]

কান্দিয়া চলিল গাযী অসকাল[১৯] জঙ্গলে।
নাঙ্গা শির করি তথা সাহেব গাযী চলে ॥
সোনাপুর জঙ্গলে গেল গাযী জিন্দাপীর।
চেলা বাঘ বলি গাযী ছাড়িল যিকির[২০] ॥
গাযী ছাড়িল যিকির নিদানেতে পড়ি।[২১]
গাযীর আওয়াজে বাঘ পাড়ে লড়ালড়ি ॥[২২]
প্রথমে আইল বাঘ[২৩] নাম খানদৌড়া।
দুই কান লম্বিত যার মাথা ধানের[২৪] পুড়া ॥
আড়াপোড়া[২৫] বেড়াভাঙ্গা আইল বড় ঠাঁটে।
যে বাঘের ডাকে মেদনী খান ফাটে[২৬] ॥
হাড়িয়া চাড়িয়া বাঘ ঘোর অন্ধকার।
কানামুঞা ব্যাঘ্র আইল[২৭] জিনি পাট যায় ॥

১. ক-পাগুড়ি। ২. ক-অচম-ভিতে। খ-এ পদ খণ্ডিত। ৩. ক-লোটায়া কান্দে। ৪. ক-কালু। খ-প্রাণ কালু। ৫. আ-রচে মিরা ছৈয়দ হেলু গাজি চমৎকার। ক-রচে মিরা হালু গাজির চমৎকার। খ-রচে মিরা হালু গাইন ... সার। ৬. ক-সাজিবার। খ-ঐ। ৭. ক-ত্রিপদি। খ-নাচাড়ি পট মঞ্জরি রাগ। আ-গৃহীত পাঠ। ৮. ক-কান্দেন। খ-কান্দিলা। ৯. ক-নহে স্তীর। খ-প্রাণ ... স্তির। ১০. আ-চক্ষ। ক-চক্ষের পড়ে পানি। খ-চক্ষে ঝরিয়া পড়ে পানি। ১১. আ-দস্তান। ক, খ-দস্তার। ১২. ক-সোগে। আ-ভাই সোভো। খ-ভাইর শোকে ... খানি। ১৩. ক-থুইল। ক-ঐ। ১৪. আ-দিবস। ক, খ-দিন। ১৫. আ-বড় দুক্ষ। ক, খ-মোহাসোগ। ১৬. ক-পড়িয়া। খ-সলিলে পড়িয়া। ১৭. ক-পুথি থেকে থেকে গৃহীত। আ-নেই। খ-ও প্রানের ভাই মৈল কালু দেওান। ১৮. ক-পদ। খ-নেই। ১৯. আ-বসক। খ-অসক। ২০. আ-জিগির। ক-ঐ। খ-জিগির চাড়িল গাজি বেলা বল স্বরে। ২১. গিজির ছাড়ী গাজি চলা বাঘ স্বগুরে। খ-ঐ। ২২. ক-গাজিকে দেখিতে বাঘ আইসে নড়ে নড়ে। খ-গাজির সাক্ষ্যাতে বাঘ আইল সত্তবে। ২৩. ক-বেঘ্রে। ক, খ-বাঘ। ২৪. আ, খ-ধনার পুড়া। ক-গৃহীত পাঠ। ২৫. আ-বড়া গোফা। ক, খ-আড়াপোড়া। ২৬. খ-কাপে। ক-আনি দিল পাটওার। ২৭. ক-বাঘ চলে। খ-চলে বাঘ।

তার পাছে ব্যাঘ্র[১] আইল নেকারি থেকারি।
বাএ ভর করি চলে ব্যঘ্র নাগেশ্বরী[২] ॥
ভাঙরিয়া ব্যাঘ্র আইল ভাঙরে লুকাএ[৩] ॥
উলট মারিয়া সে কিষাণ[৪] ধরি খাএ ॥
যুগিয়া পাষ্থা বাঘ চলে[৫] শুন তার কথা।
মনুষ্য[৬] মারি রক্ত খাএ কাদাএ লেপে মাথা ॥
কেন্দুয়া চিতা পদু মানি সুনারিগণ।[৭]
হেড়া কাঙ্গালিয়া বাঘের হইল নাচন ॥[৮]
সাত শও বাঘ চলে গণিতে[৯] না পারি।
গাযীক ভেটিতে বাঘ পাড়ে লড়ালড়ি ॥[১০]
সাত শও বাঘ চলে মিঞা গাযী যথা ॥
গাযীক দেখিয়া সবে নোড়াইল[১১] মাথা ॥
মাংস কাঙ্গালী বাঘ আইল গাযীর হাযীর ॥[১২]
হাযার লাঠি পৈলে না ছাড়ে গৃহস্থের[১৩] বাছুর ॥
তার পাছে আইল বাঘ নামে রণসিঙ্গ।
তার সঙ্গে আইল বাঘ হাযার দুই তিন ॥
তার পাছে আইল বাঘ নামে লোহাজঙ্গ।
হস্তী মারি পিষ্টে তড় পেড়ে জাএ গাঙ্গ ॥
সালাম[১৪] জানাল আসি গাযীর হাযীর।
হস্ত তুলি দোওয়া দিল গাযী জিন্দাপীর ॥
বাঘে[১৫] বলে শুন সাহেব করি[১৬] নিবেদন।
কিসের কারণে সাহেব করিলা স্মরণ[১৭] ॥
গাযী বলে শুন বাছা আমার উত্তর[১৮]।
ভাই কালু বন্দী হৈল[১৯] ব্রাহ্মণ নগর ॥
এমত নিদান আমার কি বলিব আর।
আদ্য অন্ত কৈল[২০] গাযী সকল সমাচার ॥
শুনিঞা বাঘ হইল অগ্নি অবতার।
জিনিব ব্রাহ্মণ নগর মোরা সভার মাঝার ॥[২১]
গাযী বলে ব্রাহ্মণ নগর পড়িছে প্রবৃতি।[২২]
নিদান পড়িছে বাছা কুলাহ আরতি ॥[২৩]

বাঘে বলে মিঞা গাযী স্থির কর হিয়া।
আমরা থাকিতে চিন্তা[২৪] কিসের লাগিয়া ॥
ভাবনা না কর সাহেব জপ আল্লাজি।
জিনিব ব্রাহ্মণ নগর রাজার ডর কি ॥
গাযী বলে কালুর[২৫] মরণের দশা।
তোমরা আছ কেবল আমার ভরসা ॥
সুবর্ণের[২৬] খড়ম পাএ[২৭] সোনার আসা করে।
বাঘ[২৮] লয়া জাএ গাযী ব্রাহ্মণ নগরে ॥
নগর বাজার দিয়া বাঘ লয়া জাএ।
দেখিয়া নগরের লোক তরাশে পলাএ ॥
লোকজনে বলে ভাই প্রমাদ কারণ।
এমত সুন্দর ফকীর জানে এত জ্ঞান[২৯] ॥
কত কুটি চন্দ্র অঙ্গে পড়ে চোয়াইয়া[৩০]।
এত বাঘ লয়া জাএ জ্ঞান[৩১] করিয়া ॥
নগরীয়া লোকে যদি জ্ঞান করি কএ।
তাহা শুনি মিঞা গাযী বড় লাজ পাএ ॥
গাযী বলে আল্ল জানিহ নিরাঞ্জন।
লোকে জ্ঞানী ফকীর বলে করিব কেমন ॥
দোগুনা নামাজ পড়ি শুকুর ভেজিল।
আল্লার দরবারে গাযী মুনাজাত[৩২] ভেজিল ॥
আল্লা নবী[৩৩] যেহী করে সেহি কাম হএ।
সাহেব গাযীর আওয়াজ বৃথা[৩৪] হবার নএ ॥
সকল বাঘ গাযী বাথান করাইল।[৩৫]
আল্লা সঙরিয়া গাযী আসন করিল ॥[৩৬]
আসনে বসিল যদি গাযী জিন্দাপীর।
আল্লা নবীর নাম লয়া ছাড়িল যিকির ॥
গাযী বলে বাঘ সব তোমাক দিলাম বর।
দুম্বা রূপ হও দেখি আমার গোচর ॥
সোনা মুখে পীর গাযী এহি কথা কহিল।
সাত শও বাঘ সবে দুম্বা রূপ হৈল ॥

১. আ-বেঘ্রে নাকেস্বরি। ক-নামে কীস্বরী। খ-বাঘ নস্বরে। ২. ক-ছাপাএ। খ-ছাপায়ে; ৩. ক-উলটায়া চাহিতে কিসান। খ-উলটিয়া মারি সে কিসান। ৪. আ-যুগিয়া পন্তা পড়ার বেঘ্রে। ক-গৃহীত পাঠ। খ-পন্তা পাড়া বাঘ চলে। ৫. আ-মনিস্য। ক-মনস্য মারি ঘিনাএ না খাএ কদাচিত। খ-মনস্য মারিয়া খাএ ... বদচিতা। ৭. আ-এ পদ নেই। খ-কেন্দুয়া জেথা পলম কাটিরিয়া সরগন। ক-গৃহীত পাঠ। আ-এ পদ নেই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৮. ক-কত কর খাড়। খ-সাত লক্ষ বাঘ চলে কত কহিত পারি। ৯. খ-গাজির সাক্ষ্যাতে চলে বাঘ লক্ষ কুড়ি। ১০. খ-এ পদ খণ্ডিত। ১১. ক-নামাইল। ১২. এ পদ এবং পরবর্তী ৭ পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ১৩. আ-গারস্তের। ১৪. আ-ছার্ল্বাম। ১৫. আ-বেঘ্রে। ক, খ-বাঘে। ১৬. ক-মোর। ১৭. আ-স্বৌর্রন। ক-স্বরন। খ-ঐ। ১৮. আ-উৎতর। ক-উৎব। খ-এ পদ খণ্ডিত। ১৯. আ-পেল। ক, খ-হৈলা। ২০. ক-কহিনু সকল সোমাচার। খ-পাঠ আংশিক খণ্ডিত। ২১. ক-বামন সগরো জিনিতে আমার সভার রবি। খ-ব্রাহ্মণ নগর আমরা করিব ...। ২২, ২৩. তিন পুঁথির পাঠ প্রায় একই রকম এবং খুব অর্থ বোধক নয়। ২৪. আ-চিনস্তা কর কিসের লাগি। ২৫. ক-কালুর কারন। খ-কালুর করিলে। ২৬. আ-শোরনার। ক-শোনার। খ-সোবন্ন্যের। ২৭. আ-পাএ আশা নিল করে। ক-গৃহীত পাঠ। খ-ঐ। ২৮. আ-বেঘ্রে। ক, খ-বাঘ। ২৯. আ, ক, খ-গ্যান। ৩০. আ-চুয়া। খ-চোয়াইয়া। খ-গলিয়া। ৩১. আ-গ্যানি। ৩২. খ-আরজ ভেজিল। ৩৩. ক-আল্লামিঞা। খ-ঐ। ৩৪. আ-ব্রেথা। ক-ঝুটা। খ-ঐ। ৩৫. সকল বাঘের তবে বাথান ধরাএ। খ-এ। ৩৬. আ-আল্লা স্বরিয়া গাজি আসন করাএ।

সুবর্ণ আসা হাতে করি নৈল খেদাইয়া।[১]
নগর বাজার দিয়া জাএ দুম্বা লয়া ॥[২]
বেপারী মহাজন তারা পাছে পাছে ধাএ।[৩]
গোটা কতেক দুম্বা ফকীর জাওত বেচিয়া ॥
পথের সম্বল কড়ি জাহত লইয়া ॥
গাযী বলেন ভাই ভাল কইলা তুমি।
এ রাজ্যেতে দুম্বা না বেচিব আমি ॥
মটুক রাজা দুম্বার কড়ি দিয়াছেন মোরে।
এহি দুম্বা বেচিব আমি ব্রাহ্মণ নগরে ॥
হাসিতে হাসিতে জাএ দুম্বা খেদাইয়া।
ত্রিপিনী গঙ্গাব কূলে উত্তরিল[৪] জায়া ॥
ছিরা হরা নামে ঘাটে পাটনী[৫] দুইজন।
গাযীক দেখিয়া তারা কি বলে[৬] বচন ॥
ছিরা বলে হরা ভাই শুন মন দিয়া।
এত গুলি দুম্বা ফকীর আনিল খেদায়া ॥
এক ফকীরেক রাজা রাখিছে বান্ধিয়া।
না জানি তাহাক কখন ফেলাবে কাটিয়া ॥
আর ফকীর আইল দেখ এত দুম্বা লয়া।
দুই খানি পাটের নৌকা ফেলাবে ভাঙ্গিয়া ॥
এমত বলিয়া নৌকা পানিতে ভাসাইল।
আসা তুলি সাহেব গাযী ডাকিতে রাগিল ॥
২২ পালা সমাপ্ত।

১. ক, খ-এ পদ নেই। ২. ক-সাত সত বাঘ দুম্বা রূপ করিয়া। ৩. ক-বেপারি মহাজন কিনিতে জাএ ধায়া। ৪. আ-উৎতরিল। ক-পারঘাটে সাহেব গাজি উৎতরিল জায়া। খ-ঐ। ৫. আ-দুই পাটুনি। ক-গৃহীত পাঠ। খ-ঐ। ৬. আ-কি বুলিছে বানি। ক, খ-গৃহীত পাঠ।

২৩ পালা।

দিসা : ও আরে পার করিয়া দেওরে হনা।
আমি জাব ব্রাহ্মণ পাড়া ॥[১]

পদ।

গাযী বলে পাটনী শুনহ খবর।
পার করি দেহ জাব ব্রাহ্মণ নগর ॥
পাটনী বলে ফকীর তোর জীবার[২] নাহি চিন।
হেন বুঝি ফকীর[৩] তোর মরিবার দিন ॥
কাইল এক ফকীর গেল রাজ দরবারে।
হাতে গলে বান্ধি তাক রাখিছে[৪] পোতাঘরে ॥
না জানি কখন তাক ফেলাএ কাটিয়া[৫]।
তুমি তথা জাইতে[৬] চাহ মরিবা লাগিয়া ॥
গাযী বলেন আমরা হই দুই ভাই।
দুম্বার টাকা লয়াছি মটুক রাজার ঠাঞি ॥
পাছে আছিলাম আমি এহি[৭] দুম্বা লয়া।
দুম্বার খাতিরে তাহাক থুইছে বান্ধিয়া ॥[৮]
পাটনী বলেন তবে[৯] দুম্বা পার করি।
আমাকে দেহ সোনার একুশ বুড়ি কড়ি ॥[১০]
বেপারে আইলাম ছিরা কড়ি নাহি আর[১১]।
সোনার আসা রাখি[১২] মোরে কর পার ॥
পাটনী বলে ফকীর ছাড়রে[১৩] চাতুরি।
এমত কত আছে মোর বৈঠার আছাড়ী ॥[১৪]
গাযী বলে শুন ছিরা বচন আমার।[১৫]
গলার খিলিকা দিব যদি[১৬] কর পার ॥
পাটনী বলে ফকীব শুনিলাম[১৭] কথা।
এমত কত আছে[১৮] মোর ঘরে খেতা ॥
হাসিতে লাগিল গাযী বলে[১৯] আরবার।
সোনার তাগা লহ[২০] মোরে কর পার ॥
পাটনী বলে ফকীর কহিছেন ভাল।[২১]
এমত কত মোর ঘরে আছে জাল ॥[২২]
গাযী বলে ছিরা[২৩] তুমি শুন সমাচার।
সুবর্ণ[২৪] জিঞ্জির লয়া মোরে কর পার ॥
পাটনী বলে ফকীর ছাড়হ[২৫] চাতুরী।
এমত কত আছে[২৬] মোর নাএর দড়ি ॥
গাযী বলে ছিরা তুমি না হও বেজার।[২৭]
কড়ির কারণে রাখ পৈরনের ইজার ॥
ছিরা বলে হরা তুমি শুন মন দিয়া।[২৮]
পেট ফুলিয়া মারিতে চাএ ইজার পিন্দায়া ॥
ঈষৎ হাসিয়া গাযী[২৯] বলে আরবার।
দুই দুম্বা লয়া বাছা[৩০] মোরে কর পার ॥
ছিরার সাক্ষাতে হরা[৩১] বলিতে লাগিল।
দুই দুম্বা দিবে[৩২] ফকীর বড় ভাল হৈল ॥

১. আ-নেই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২. খ-জিবনের। ক-পাটুনি বোলেন ফকির বাচিবার নাহি চিন। ৩. খ-তোমার হয়াছে কুদিন ৪. ক-থুইল। খ-পাও পাও বান্ধিয়া থুইল পোতাঘরে। ৫. ক-মারিয়া। ৬. ক-জাত চাইস মরিতে লাগিল। খ-আপনে জাইবা তবে মরিবার লাগিয়া। ৭. আ-দুই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৮. আ-দুম্বা খাতিরে ভাইয়েক ফেলাইছি বান্ধিয়া। ৯. আ-আমি। ক, খ-তবে এ পদের আগে ক, খ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ :

ক–এহি দুম্বা দেখ মটুক রাজার।
দুম্বা গেইলে ভাই খালাস হৈবে আমার॥

ক–এহি দুম্বা দেখ ছিরা মটুক রাজার।
এহি দুম্বা গেইলে ভাই খালাস আমার॥

১০. আ-মোর তরে দেহ সোনার নও কড়া কড়ি। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১১. আ-সাতে। ১২. আ-মোর ছিরা রাখো তোর হাতে। খ-রাখি'পার কর মোখে। ক-গৃহীত পাঠ। ১৩. আ-কথা কহ উটা। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৪. আ-এমোত মোর ঘরে আছে কতোটা বৈটা। খ-এমত কত আছে মোর ঘরে লড়ি। ক-গৃহীত পাঠ। ১৫. ক-গাজী [বলে] ষুনিলাম তোমার উত্তর। খ-গাজি বলে ছিরা ষুন সমাচার। ১৬. ক-সোনার খিলিকা রাখ মোখে। খ-সোনার খিলিকা লয়া মোকে। ১৭. খ-ষুন আমার কথা। ১৮. গণ্ডা আছে মোর ঘরে খেতা। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৯. খ-ধরি। ২০. ক-রাখি। খ-ঐ। ২১. ক-শ্রুরো ফকীর আগে দেহ কড়ি। খ-ঐ। ২২. ক-এমত কত মোর নাএ আছে দড়ি। ২৩. আ-ষুন ছিরা আমার উৎতর। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৪. আ-সোবর্ণ্ন্য। ২৫. ক-বলিয়াছ ভাল। খ-এ পদ নেই। ২৬. ক-মোর নাএ আছে জাল। খ-এ পদ নেই। ২৭-খ এ পদ নেই। ২৮. ক, খ-নেই। ২৯. ক-ছিরার তরে গাজি। খ-গাজি বলেন ছির ষুন সমাচার। ৩০. ক-এ শব্দ নেই। খ-এপদ শেষের দিকে খণ্ডিত। ৩১. ক-ছিরার তরে ধারা। খ-তাহা ষুনি ছিরা ধারার তরে কএ। ৩২. ক-দিল। খ-দুইদুম্বা দিল ফকীর বড় ভাল হএ।

দুই ভাই যুক্তি করে[১] চলে আগে পাছে।
আমাগেরে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ কর্ম আছে ॥[২]
জ্ঞাতীর তরে আমরা[৩] এহি দুম্বা দিয়া।
তুষিব সকল জ্ঞাতী দুম্বা খাওয়াইয়া ॥[৪]
এতেক বলিয়া নৌকা ঘাটেতে আনিল[৫]।
সাহেব গাযীর আগে[৬] বলিতে লাগিল ॥
কোন দুইটা দুম্বা দিবা[৭] দেহ দেখাইয়া।
আর সব দুম্বা দিব[৮] পার করিয়া ॥
গাযী বলে জাহ বাছা পালের ভিতরে[৯]।
যে দুইটা মনে লহে বাছি লহ তারে ॥[১০]
হাতে বৈঠা নিয়া[১১] ছিরা পালেত সামাএ[১২]।
একে একে সব দুম্বা নিরক্ষিয়া[১৩] চাএ।
খানদৌড়া বেড়াভাঙ্গা দেখিতে সুন্দর।
সকল বাঘের মধ্যে শরীর[১৪] ডাঙ্গর ॥
সেহি দুই দুম্বার ধরিল[১৫] দুই কান।
টানিঞা আনিল দুহে গাযী বিদ্যমান[১৬] ॥
খানদৌড়া বেড়াভাঙ্গা ক্রোধে[১৭] জার জার
কোন ছাব পাটনী কান ধরিল আমার ॥
ইহার ফল দিতে পারি পাটনীর তরে।
মনে শঙ্কা[১৮] লাগে সাহেব গাযীর খাতিরে ॥
বারেক ফিরিয়া দেখা[১৯] পাই আরবার।
তবে শুজিয়া জাইব পাটনীর ধার ॥[২০]
যদি গাযী পীর নাহি থাকে এহি স্থানে।
এহিক্ষণে তোর ধার শুজাই দুইজনে ॥[২১]
রহিল আমার মনে এহি সব লেখা।
বারেক তোমার সনে আল্লা করাএ[২২] দেখা ॥
যে করিব তোর হাল তাহা আছে[২৩] মনে।
ছিরাক দেখিয়া বলে গাযী দেওয়ানে ॥
গাযী বলে ছিরা তোক চতুর[২৪] দেখি বড়ি।
বাছিয়া লয়াছ দুম্বা যার[২৫] বেশি কড়ি ॥
ফকীর দেখিয়া দয়া না হৈল তোমার।
বাছিয়া লইলা দুম্বা যাহাতে[২৬] বেপার ॥
লইলা লইলা দুম্বা[২৭] রাখগা বান্ধিয়া।
আর দুম্বা দেহ ছিরা পার উতারিয়া[২৮] ॥
ছিরা বলে ব্যাপারেত নহিক ফকিরী।[২৯]
মিন্নত করিলে পাএ সকলে মযুরী ॥[৩০]
গলে দড়ি দিয়া ছিরা দুম্বা লয়া গেল।[৩১]
ঘাটের কূলে বৈঠা[৩২] সঙ্গে বান্ধিয়া রাখিল ॥
একে একে সকল[৩৩] দুম্বা পার করি দিল।
ব্রাহ্মণ নগরে গাযী খেদায়া চলিল ॥[৩৪]
দুই প্রহর রাত্রি গগনেত হৈল।[৩৫]
দুম্বা লয়া[৩৬] গাযী ব্রাহ্মণ নগরে আইল ॥
রাজার বান্ধাঘাটে গাযী করিল বৈসন।
আল্লা নবীর নাম গাযী করিল সঙরণ ॥[৩৭]
সেহি কালে নড়ি[৩৮] গেল আল্লার আসন।
নিরাঞ্জন বলে তোরা শুন হুরপরী ॥
ব্রাহ্মণ নগরে তোরা জাহ তরাতরি।
এত দুঃখ পাএ গাযী তোমার কপটে।
বিছানা লয়া জাহ রাজার বান্ধাঘাটে ॥
এমত কহিল যদি পাক[৩৯] নিরাঞ্জন।
গাযীর সাক্ষাতে পরী করিল গমন ॥
বিছানা লইয়া তারা চলে তরাতরি।
গাযীর সাক্ষাতে আইল সব হুরপরী ॥
আইল পরী সবে না করে বিলম্ব।
গাযীক বিছায়া দিল সুবর্ণ[৪০] পালঙ্গ ॥
সুবর্ণ[৪০] নিশান তথা সকলে গাড়িল।
সুবর্ণ[৪০] চান্দোয়া তবে শিয়রে টানাইল ॥
অযু[৪১] করিয়া গাযী পালঙ্গে বসিল।

১. ক-করে আগ পাছ হয়া। খ-এ পদ এখানে পন্ডিত। ২. আ-আমার ঘেরে পিত্রি লোকে স্রাদ কক্ষ আছে। ক-ঐ। খ-ঐ। এব আগে ক, খ-পুথির অতিরিক্ত পদ : গাজির সামনে আইল বড় খোসাল হয়া। ৩. ক-তুসিব সকল ঙ্গাতিক। খ-তুলিল সকল পিতে। আ-গ্যাতিক। এই পদের আগে ক-পুথির অতিরিক্ত পদ : মারিয়া খিলাইব ঙ্গাতিক মোনে ক্ষুধা আছে। খ-এ পদ নেই। ৪. ক-আমা ঘরে বার্ল্লাক কবি জাবে দোয়া। খ-ঐ। ৫. ক-ঘাটে লাগাইল। খ-ঐ। ৬. ক-তরে। খ-এ পদ নেই। ৭. ক-কোন দুম্বা দিবেন। ৮. ক-দেও। খ-দেই। ৯. খ-মাঝারে। ক-ঐ। ১০. খ-যাহাক লৈবা তুমি বাছিয়া আন তাহারে। ১১. খ-করি। ১২. আ-সামাইল। ক, খ-সামাএ। ১৩. আ-দেখিতে লাগিল। খ-খেদাইয়া [লএ]। ক-গৃহীত পাঠ। ১৪. আ-সরিল। ক, খ-সরিল। ১৫. আ-দরিয়া। ক, খ-দরিল। ১৬. আ-বিদ্বমান। ক, খ-বির্দ্দমান। ১৭. আ-ক্রোর্দ্ধে। ক, খ-ক্রোধে। ১৮. ক-সংর্খ্যা। খ-কালি সঙ্কা। আ-মোনে ভএ বড় লাগে সাহেব গাজির ডরে। ১৯. আ-জাইতে দেখা পাই আর। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২০. ক, খ-তবে মুজিব ছিরা তোমার এহি ধার। ২১. ক-তোর ধার মুজিয়া জাব দুই জনে। খ-ঐ। ২২. ক-করাএ জদি দেখা। আ-করে। খ-ঐ। ২৩. ক-রহিল। ২৪. আ-চাতুর। ক-সাহেব বোলে ছিরা তুমি চাতু বড়ি। খ-চাতুরি তুমি বড়ি। ২৫. ক-জাহার হবে কড়ি। ২৬. ক-জাহারত হবে ব্যাপার। খ-জাহাতে ... বেপার। ২৭. খ-লইলা দুম্বা ছিরা। ২৮. ক, খ-করিয়া। ২৯. আ-এ পদ নেই। ৩০. আ-এ পদ নেই। খ-মেহনত করিলে পায়েত মজুরি। ৩১. আ-এ পদ নেই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩২. ক-বইল গাছে। খ-ধিরির গাছে। ৩৩. ক-সাত সত। খ-ঐ। ৩৪. ক-দুম্বা খেদায়া গাজি বামন নগরে আইল। খ-দুম্বা লয়া সাহেব গাজি ব্রাহ্মণ পুরি আইল। ৩৫. খ-এ পদ নেই। ৩৬. খ-খেদায়া। খ-এ পদ নেই। ৩৭. ক, খ-এ পদ নেই। ৩৮. আ-নড়িল তথা। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩৯. খ-আপনে। ৪০. আ, ক, খ-সোবর্ন্ন্য। ৪১. আ-রযু। ক, খ-রযু করি সাহেব গাজি।

এশার নামাজ গাযী[১] তখনে পড়িল ॥
দুম্বা দেখিয়া গাযী হুঙ্কার[২] ছাড়িল।
দুম্বা রূপ ছাড়ি সব বাঘ রূপ হৈল ॥
গাযীর হুযুরে বৈসে কাতারে কাতারে ॥
হুর পরিগণ বৈসে গাযীর হুযুরে[৩] ॥
দুই বাঘ আছে গাযীর পাটনীর ঘরে।
সেহি কথা গাযী সদাএ পড়িল অন্তরে ॥
সকল বাঘের মধ্যে[৪] সরদার দুইজন।
পাটনীকে লয়া অখন[৫] শুনহ বচন ॥
দুম্বা পায়া দুইজন[৬] হরষিত হৈল।
দড়ি ধরি দুই দুম্বা বাড়িতে আনিল ॥
গোহাল ঘরে দুই দুম্বা বান্ধিয়া রাখিয়া।[৭]
পাঞ্জা খানেক ঘাস দিল খাইতে আনিঞা ॥
সাঞীয়া ধূয়া [তার] ঘর মধ্যে দিল।[৮]
দ্বার বান্ধিয়া তারা বাড়িতে চলিল ॥[৯]
ভোজন করিল গ্যা বসি নিজ ঘরে।[১০]
গোহাল ঘর মধ্যে দুই বাঘ যুক্তি করে ॥[১১]
খানদৌড়া বলে তবে বেড়াভাঙ্গা ভাই।
মিঞা গাযীর দৌলতে ঘাস[১২] ধুঙা খাই।
যখনে গাযীর নাম দুই বাঘে লৈল।[১৩]
দুম্বা রূপ ছাড়ি তবে বাঘরূপ হৈল ॥[১৪]
আপন মুরতি হৈল কায় বদলিয়া।[১৫]
বড় দুই বাঘ হৈল কায় বদলিয়া ॥
ভোজন করিয়া ছিরা লোটা হাতে লয়া।
গোহালে দ্বারে তবে আইল চলিয়া ॥
হাসিতে হাসিতে আইল আনন্দ কৌতুকে।
দেখি দুই দুম্বা আজ আছে কোন মুখে ॥
নযর করিল যদি দুয়ার ঘুচাইয়া।
বড় দুই বাঘ দেখে আছেন বসিয়া ॥
বাঘ দেখি পাটনীর প্রাণ উড়িল।
লোটা দ্বারে ফেলি উঠিয়া লড় দিল ॥
পাছে কাটিয়া বেড়া ঘরের বাহির করে।
মাথে হাতে পাটনী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
বড় পীর যবন জানিনু এতদিনে।
মোর বাড়ি হৈতে বাঘ জাউক এহিক্ষণে ॥
পার হৈতে কোন ফকীর আইসে যদি আর
বিনে কড়ি তাহাক করি থুই পার ॥
দুই বাঘে যুক্তি করে গোহালের ঘরে ॥[১৬]
পাটনী মারিতে হুকুম না করিল মোরে ॥
লাথির প্রহারে ঘরের বেড়া ভাঙ্গিল।
দুই লাফে ত্রিপিনী গঙ্গা পার হৈল ॥
বান্ধাঘাটে সাহেব গাযী আছেন বসিয়া।

১. ক-ইসারানজ গাজি। খ-গাজি শব্দ নেই। ২. ক-হুহুঙ্কার। খ-ঐ। ৩. আ-হাযুরে। ৪. আ-সর্ব্ব বাঘ মৈর্দ্ধে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৫. আ-রথাএ। খ-সবে। ৬. ক-দুম্বা পার করি। খ-দুম্বা পার কবিয়া শ্রীরা হরষিত মন। ৭. ক-গোহাইলের ঘবে দুম্বা রাখিয়া। খ-গোয়াইল ঘরে দুই দুম্বা রাখিয়া। ৮. আ-একটি জাইয়া ধুঙা ঘর মৈর্দ্ধে ছিল। ক-সাঙ্গীয়া ধুমা দিয়া গেল তবে খাইবার ভাত। তিন পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ৯. ক, খ-এ পদ নেই। ১০. ক, খ-এ পদ নেই। ১১. ক-দুই বাঘে যুক্তি করে বসি একাত্তরে। খ-দুই ভাই যুক্তি করে বসিয়া একাত্তর। ১২. ক-ধুঙা ঘাস। খ-ভাল ঘাস। আ-আমরা ঘাস ধুঙা খাই। ১৩. ক-জে কালে সাহেব গাজি স্বরন করিল। খ-জে কালে দুই বাঘ গাজির নাম লইল। ১৪. ক-খান দৌড় বেড়াভাঙ্গাব নিজ রঙ্গ হইল। খ-আপনার নিজ মুর্ত্তি তখনি ধরিল। ১৫. এ পদ এবং পরবর্তী ১৫ পদ ক, খ-পুঁথিতে নেই। পরিবর্তে নিম্ন লিখিত পদগুলি আছে। ক-দ্বার খুলি পাটুনি দেখিল আসিয়া। বাঘ দেখি লোটা ফেলি গেল লড় দিয়া। খ-ভাত খাই পাটনি তখনি আইল। দ্বার কুলিয়া দুম্বা দেখিবার গেল॥ দেখে জে দুই বাঘ আছেন বসিয়া। নোট ফেলাইয়া তবে গেল পালাইয়া॥
১. ক, খ-পুঁথিতে এ পদ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী ৩৯ পদ পর্যন্ত পাঠ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যথা :
ক-গাজি হুকুম নাহি পাটুনিক মারিবারে। নহেত পাটুনিকে পঠাইত জমঘরে॥
এতেক কহিল তবে বাঘ দুইজন। বেড়া টাটী ভাঙ্গি চলে গাজির সদন॥
গাজি কদমে লইল মাথা। হাসিয়া সাহেব গাজি পুছে শত কথা॥
গাজি বলে বাঘ সবে শুন বিবরণ। এত দুঃখ পাইলা বাছা আমার কারণ॥
এত বলি সাহেব গাজি দোয়া ফরমাইল। সকল বাঘ একাশ্তর হইয়া গাজির সাক্ষাত বসিল॥
বাঘ সবে বোলে সাহেব বলি নিবেদন। কোন কর্ম্ম করিব আমরা বোল এহিক্ষণ॥
গাজি বোলে বাঘ সবে কী বলিব তোরে। বামন নগর তেমরা ঘিরহ ঘরে ঘরে॥
এতেক ষনিঞা বাঘ সবে আনন্দিত মোন। বামন নগর ঘিরি বৈসে বাঘগণ॥
বান্ধা ঘাটে সাহেব গাজি রহিল বসিয়া। বাঘ সবে রহিল নগর ঘিরিয়া॥
দেখিয়া লোকজন হইল চমৎতকার। নগর মাঝারে দেখে বাঘ অবতার॥
রচে মিরা হালু গাএন করিয়া ভাবনা। একবার আল্লার নাম বল সর্বজনা॥
খ-এথা হইতে দুই বাঘ করিল গমন। গাজির সাক্কাতে জায়া দিল দরসন॥
ছাৰ্ল্লাম করিল তবে গাজির কদমে। গাজি বলিল বাছা আইলা কেমনে॥
বাঘ বলে পাটুনি আইল মারিবার। বেড়া ভাঙিয়া আইলাম তোমাক দেখিবার॥
এতেক বচন জদি দুই বাঘ করিল। হুর পরি সহিতে গাজি হাসিতে লাগিল॥
যতদুক্ষ পাইছ বাছা আমার খাতিরে। এহি নিদানে বাছা তরাও আমারে॥

খাড়া হৈল দুই বাঘ সালাম করিয়া ॥
গাযী বলে কহ বাছা পাটনীর খবর।
কি কর্ম করিয়া আইলা আমার গোচর ॥
বড়খাঁ গাযী পুছে পাটনীর কথা।
কহিতে লাগিল বাঘে পাটনীর অবস্থা ॥
গোহালের মাঝে থুইল ঘরের দ্বার দিয়া।
পাঞ্জা খানেক ঘাস দিল খাইতে আনিঞা ॥
ধূঙা দিয়া গেল সবে ভাত খাইবারে।
দুই জনে যুক্তি করি বসি একান্তরে ॥
আমিহ কহিল তবে বেড়াভাঙ্গা ভাই।
মিঞা গাযীর দৌলতে মোরা ঘাস খাই ॥
যে কালে তোমার নাম করিনু স্মরণ।
আপনার নিজ অঙ্গ হইল তখন ॥
দ্বার খুলি পাটনী দেখিল আসিয়া।
লোটা ফেলি নড় দিয়া গেল পালাইয়া ॥
তোমার হুকুম নাহি পাটনীক মারিতে।
বেড়া ভাঙ্গিয়া আইলাম তোমার সাক্ষাতে ॥
এমত বচন যদি দুই বাঘে কৈল।
হুর পরী মধ্যে গাযী হাসিতে লাগিল ॥
গাযী বলে এত দুক্ষ আমার খাতিরে।
এহি নিদানে বাছা তরাও আমারে ॥
সকলের প্রধান বাঘ তোরা দুইজন ॥
সাত আলি সকল বাঘ করহ এখন ॥
[১]সাত আলি হৈয়া গাযীর হুযুরে দাঁড়াল।[২]
নগর ঘিরিতে গাযী হুকুম করিল ॥
সালাম করিয়া বাঘ[৩] যাত্রা করি জাএ।
সাত আলি হৈল বাঘ দেখি লাগে ভএ ॥
যাত্রা করিয়া বাঘ চলিল সত্বর।[৪]
কাতারে কাতারে ঘিরে ব্রাহ্মণ নগর ॥
কাতারে কাতারে[৫] গ্রাম রহিল ঘিরিয়া।
নদীর তীরে বৈসে গাযী হুরপরী লয়া ॥
বেড়িয়া রহিল রাজ্য[৬] ব্রাহ্মণ নগর।
মেঘের বরণ যেন দেখিতে লাগে ডর ॥[৭]
রচে মিরা হালু গাএন পয়ারের সার ॥[৮]
বাঘের গর্জনে লোক হৈল চমৎকার ॥[৯]

দিসা : বো বিতোনার বো বিতোনার।[১০]

লাচাড়ি।[১১]

[১২]রাত্রি হৈল অবসান[১৩] হইল বিহান[১৪]
উঠিল[১৫] প্রজা সকল।
রাখালে গরু মেলে[১৬] কিষানে যমীনে চলে[১৭]
বাঘ বাঘ কলরব হৈল ॥[১৮]
বাঘ দেখি চারি পাশে[১৯] গাভী নিয়া রাখাল আসে
গোহালে থুইল দ্বার দিয়া।

১. খ-পুথিতে অতিরিক্ত পদ : সাত আলি হইয়া রহ ব্রাহ্মণ নগর। প্রভাতে উঠিয়া জেন পাএ ডর॥ খান দৌড়া বেড়া ভাঙা বাঘ গণ হৈল। ২. খ-সাত আলি হৈয়া বাঘ সব গাজির সামনে আইল। ৩. খ-বাঘ সব বিদাএ হইল। ৪. খ-এ পদ নেই। ৫. আ-বসিল। খ-রহিল। ৬. খ-বেড়ি রাজার পুরি। ৭. খ-প্রভাতে উঠিয়া জেন রাজা পাএ ডর। ক-বাঘের প্রবল জেন দেখে লাগে ডর। ৮. খ-রচে মিরা হালু পাচ আসে সার। আ-রচে মিরা ছৈদ হালু পয়ারের সার। ক-গৃহীত পাঠ। ৯. খ-এ পদ নেই। ১০. এর আগে আদর্শে আছে : সিনা পালা সমাপ্ত। ১১. খ-পুঁথি থেকে গৃহীত। আ, ক-নেই। ১২. এর আগে ক-পুঁথিতে আছে : গাজি বোলে বাঘগণ/ষুন তোমরা বচন/সাত আলি হইয়া বৈস নগর মাঝারে। সাত আলি হও দেখি/প্রজার আহাল দেখি/ঘরে ঘরে কি নগর বাজার॥ ষুনি গাজির বচন/বাঘ সব আন্দীত মোন/বৈসে সবে সা আলি হয়া। ১৩. ক-রাত্রি চলিয়া গেল। ১৪. ক-প্রতষ্য বিহান হৈল। ১৫. ক-উঠি বৈসে। ১৬. ক-হালুয়া হাল মেলে। ১৭. ক-কৃশানে খেতে চলে। ১৮. খ-বাঘ বাঘ হইল কলরব। ক-নেই। পরিবর্তে আছে : রাখালে মেলিল ধেনু। ১৯. ক-পুঁথির পাঠ ব্যতিক্রম আছে। যথা :

রার্য্যে হইছে বাঘ মত্রে/ দেখি সবে পাইল ভএ/ থর থর করিয়া কাপে তনু।
রার্য্যের ব্রাহ্মণি জত/ উঠে সবে সত সত/ জাএ সবে রাজার বান্ধাঘাটে।
বাঘ দেখি নগরে/ ভএ পাইল অন্তরে/ ফিরি আইল সবে ঘরে।
গরু মনষ্য রহে ঘরে/ না বারাএে বাঘের ডরে/ রহিল সবে হুড়কা লাগায়া।
সবে বোলে বানি/ এমত কভু নাহি জানি/ অপূর্ব্ব দেখিলাম বান্ধাঘাটে।
সোবর্ন্ন্য পালঙ্গ পরে/ বসি আছে ঘাটের পরে/ সোবর্ন্ন্য চান্দয়া টানায়া।
সোনার নিশান উড়ে/ বসি গাজি চন্দ্র জেন জলে/ পরি করে পুষ্প বরিসন।
লাগিয়া গাজির পাএ/ তবে মিরা হালু কয়ে/ আল্লা আল্লা বোল সর্ব্বজন॥

রাজ্যের যত ব্রাহ্মণী[১] ভরিতে চলিল[২] পানি
সুবর্ণ[৩] কলস কাঁখে লয়া ॥
দেখিয়া[৪] নদীর তীর সবে হৈল অস্থির
পলাইল কলস[৫] ফেলায়া।
ঘাটে ঘাটে বাঘ ময়[৬] দেখি প্রজা পাএ ভএ[৭]
ঘরে ঘরে রৈল দ্বার দিয়া ॥[৮]
গরু মনুষ্য[৯] ঘরে না বারায় প্রাণ ডরে[১০]
গাযী রহিল নদী তীরে।
সঙ্গে যত হুরপরী চৌদিগে সারি সারি[১১]
আছে লয়া পালঙ্গে পরে ॥[১২]
সোনার নিশান উড়ে সোনার চান্দয়া শিরে
বসিয়া আছেন গাযী পীর।[১৩]
লাগিয়া গাযীর পাএ তবে মিরা হালু কএ
আল্লা আল্লা বল সর্বজনা ॥[১৪]

২৩ পালা সমাপ্ত।

১. আ-রার্জ্জের ব্রাহ্মণি। খ-দেসের জত ব্রাহ্মণি। ২. খ-জাএ। ৩. আ, খ-সোবর্ন্ন্য। ৪. আ-বসিয়া। খ-দেখিয়া। ৫. খ-সব ফেলাইয়া। ৬. খ-জাএ। ৭. খ-দেখি সবে পাইল ভয়। ৮. খ-ঘরে রহিল পলাইয়া। ৯. খ-গরু মনস্য রহিল ঘরে। ১০. খ-সারা রাত্রি বাঘের ডরে। ১১. খ-আইল তরাতরি। ১২. খ-চন্দ্র জেন জলে গাজির রূপ। ১৩. খ-এ পদগুলি নেই। ১৪. খ-মল্লিকের হাতের এহি পুথি।

পালা ২৪।

দিসা : ভাবিতে জনম গেল চিন্তিতে গেল কাল।[১]

পদবন্ধ।[২]

কান্দিয়া চলিল প্রজা রাজার[৩] গোচর।
কান্দিয়া বলে সবে করি জোড় কর ॥[৪]
কৌতুকে বসিয়া[৫] রাজা আছে রাজপাটে।
কান্দিয়া দাঁড়াল প্রজা রাজার নিকটে ॥[৬]
প্রজাক দেখিয়া রাজা হৈল চমৎকার।
কেনে তোরা কান্দ বাছা কহ[৭] সমাচার ॥
এমত পুছিলা[৮] রাজা দণ্ডের মদন।
কান্দিয়া বলেন তবে যত প্রজাগণ ॥[৯]
[১০]কাইল এক ফকীরেক থুইলা বান্ধিয়া।[১১]
আব এক ফকীর আইল[১২] বাঘ সাজাইয়া ॥
কাতারে কাতারে রাজ্য[১৩] লইছ ঘিরিয়া।
গরে ঘরে লোক সব আছে বন্ধ হয়া ॥[১৪]
গরু মনুষ্য[১৫] সব আছে আছে ঘরে ঘরে।
ঘাটে মাঠে ফিরে বাঘ দুয়ারে দুয়ারে ॥[১৬]
সুবর্ণ পালঙ্গে ফকীর বসিছে[১৭] নদী তীরে।
চারি দিকে বাঘ সব[১৮] কাতারে কাতারে ॥
কি উপাএ করি রাজা কহ বিদ্যমান।
জাতিকুল গেল রাজা আর গেল প্রাণ ॥
রাজা বলে শুন সবে য়ধম বর্ বর্।
দক্ষিণ রাএ থাকিতে কাকে আছে ডর ॥
মারিয়া ফকীব আজি আনিব বান্ধিয়া।[১৯]
দুই জনাক কাটিব একাত্তর[২০] করিয়া ॥
সবে বলে কাটিহ একাত্তর করিয়া ॥[২১]
চারি দিকে বাঘ দেখ নঞান ভরিয়া ॥[২২]
প্রজার বচনে রাজা দালানে চড়িল[২৩]।
একগুণ বাঘ রাজা পঞ্চগুণ দেখিল[২৪] ॥
থর থর কাঁপে রাজা গাএ আইল[২৫] জ্বর।
হৃদয়ে কাঁপে রাজা পাএ বড় ডর ॥
দালান হৈতে নামে রাজা কাঁপে থরথর।
কি মতে যবন বেটাক করিব প্রহার ॥
রাজা বলে প্রমাদ হৈল[২৬] এত কালে।
না জানি কি দুঃখ আছে মোর কপালে।[২৭]
প্রজা সকলেক রাজা সঙ্গে করি লয়া।
দক্ষিণ রাএর আগে[২৮] আইল চলিয়া ॥
ভার চারি দধি কলা[২৯] চাম্পা বর্ত্তমান।
অখণ্ড সরস গুয়া[৩০] বিড়া বান্ধা পান ॥
গাছের বাদা লইল জোড় জোড় নারিকেল।[৩১]

১. আদর্শ পুঁথি থেকে গৃহীত। ক-আবে বোল ভাবিতে জনম গেল। খ-এ পদ নেই। ২. ক-পদ। খ-নেই। আ-পদবন্ধ। ৩. আ-আজার গোছোর। ক-গৃহীত পাঠ। খ-নেই। ৪. আ, খ-এ পদ নেই। ৫. খ-আনন্দে আছিল। ৬. আ-কান্দিয়া রার্জ্জের প্রজা চলিল নিকটে। খ-কান্দিয়া সকল প্রজা আইল নিকটে। ক-কান্দিয়া দাঁড়াইল রাজার নিকটে। তিন পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ৭. ক-কি দুঃখ পায়া কান্দ বোল। খ-কেনে কান্দ সবে বোল। ৮. খ-এতেক কহিল। ৯. খ-কান্দিয়া সকল বলিল তখন। ১০. ক, খ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : ক-জোড় হস্তে বোলে সবে রাজার হাজির। খ-জোড় হাতে বোলে সবে রাজার হাজির। ১১. ক-কালি বান্ধিছ রাজা এক ফকিব। খ-কাইল বান্ধিয়া থুইলা এক ফকিব। ১২. ক-আইল বিস্তর বাঘ লয়া। খ-অনেক বাঘ লয়া। ১৩. আ-রার্জ্জ। ক-রার্য্যে লইল ঘিরিয়া। খ-আছে নগর ঘিরিয়া। ১৪. ক, খ-এ পদ নেই। ১৫. ক-গরূ মনষ্য সব রহিল ঘবে। খ-গরূ মনস্য জত সব রহিল ঘবে। আ-গাবি মনস্যা। ১৬. আ-এ পদ নেই। ক, খ-পুঁথির পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ১৭. আ-বসিল। ক-বসিছে। খ-সোনার পালঙ্গে বসি ফকির আছে নদি তিরে। ১৮. আ-চৌদিগে গন্ধর্ব্ব সব। ১৯. আ-মারিয়া ফকিরের বাঘ লইব বান্ধিয়া। খ-মারিয়া ফকিরেক আন গিয়া বান্ধিয়া। ক-গৃহীত পাঠ। ২০. আ-একার্ত্রো॥ ক-একাতর। খ-একাত্তর। ২১. আ, খ-প্রজা বলে কেমনে জাব ফকিরের তরে। ক-গৃহীত পাঠ। আ-প্রজা বলে কাট২ জোবনের ডরে। ২২. আ-এ পদ নেই। খ-চাইর দিকে বাঘ আছে দেখহ নজরে। ক-গৃহীত পাঠ। ২৩. আ-এ পদ নেই। খ-চড়িয়া। ২৪. আ-ধরে। ক-দেখিল। খ-দেখিয়া। এর আগে ক-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : দালানে চড়ি রাজা নজর করিল। ২৫. ক-জর আইল। ২৬. আ-ঘটিল। ক-হইল। খ-ঐ। ২৭. আ-না জানিবা কিবা হএ আমার কপালে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৮. ক-গোচরে। খ-ঐ। ২৯. আ-এ পদ নেই। ক-ভার দুই দধি কলা। খ-ভার চারি দধি নিল। ৩০. আ-দেসওাল গুআ লইল। ক-দৌখণ্ডি সবঞ্চা গুয়া। খ-গৃহীত পাঠ। ৩১. আ-গাছ বান্ধা লইল রজা জোড় নারিকল। খ-বাধা সহে নিল রাজা ডাব নারিকল। ক-গৃহীত পাঠ।

ঘড়া ভরি লইল চিনি নাড়ু[১] গঙ্গার জল ॥
কান্ধে ভার করি চলে[২] ভারি কতজন।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা করিল গমন[৩] ॥
মঠ মধ্যে দক্ষিণ রাএ আছেন বসিয়া।
সামনে দাঁড়াল রাজা ক্রন্দন[৪] করিয়া ॥
পশ্চাতে[৫] সকল প্রজা আগে নরপতি।[৬]
কান্দিয়া গোসাঞীক রাজা[৭] করেন প্রণতি ॥
দক্ষিণ রাএ বলে রাজা কান্দ কি কারণ।
প্রজা সব লয়া কেনে এথা আগমন ॥[৮]
কিবা দুঃখে[৯] কান্দ রাজা কহ অনুসার[১০]।
না কান্দ না কান্দ রাজা কহ[১১] সমাচার ॥
রাজা বলে শুন প্রভু বলি তোমার[১২] তরে।
এ রাজ্যের রাজাই মোর গেল এতকালে[১৩] ॥
কালি এক যবনেক[১৪] রাখিছি বান্ধিয়া।
তার ভাই আইল দেখ[১৫] এত বাঘ লয়া ॥
যত বাঘ আনিল প্রভু[১৬] এত গণা নাহি জাএ।
তকারণে কান্দি আমি শুন মহাশএ ॥
মোর কন্যা চম্পাবতী করিতে চাহে বিয়া।[১৭]
জাতিকুল জাএ গোসাঞী শুন মনদিয়া ॥[১৮]
কান্দিয়া কহিল রাজা যত সব বাণী।
ক্রোধে জ্বলে দক্ষিণ রাএ জ্বলন্ত আগুনি[১৯] ॥
না কান্দ না কান্দ রাজা জাহ নিজ ঘরে।
কোন বেটা যবন আসে[২০] ব্রাহ্মণ নগরে ॥
এহিক্ষণে বাঘ সব ফেলাব মারিয়া।
তোমার সাক্ষাতে বেটাক[২১] আনিব বান্ধিয়া ॥
কোন চিন্তা না করিহ আনন্দে জাহ ঘরে।
বান্ধিয়া আনিব আমি যবনের তরে ॥
দক্ষিণ রাএ রণেত জাবে পড়িল ঘোষণা।
বাজিতে লাগিল যত জঙ্গের বাজনা ॥
আশি গণ্ডা কাড়া বাজে বেয়াল্লিশ[২২] গণ্ডা ঢাক।
রক্ত লোচন সদাএ[২৩] গোফে দেএ পাক ॥
বাইশ হাত ভুলি বীর আঁটিয়া পড়িল।
বাইশ মণ লোহার[২৪] শিকল কমরে[২৫] বান্ধিল ॥
বাইশ মণ লোহার টোপ মাথে[২৬] তুলি দেএ।
বাইশ মণ লোহার খড়ম দিল দুই পাএ ॥
বাইশ মণ লোহার ডাঙ্[২৭] ধরে দুই হাতে।
গাও ঝাড়া দিয়া বীর চাহে চারিভিতে ॥
ক্রোধে গাও ঝাড়া[২৮] দেএ করি মহাদর্প।
দক্ষিণ রাএর সাজনে দুনিঞা ভূঞি কম্প ॥
আছিল রবির ছটা[২৯] হৈল অন্ধকার।
স্বর্গ মর্ত[৩০] পাতাল লাগিল কাঁপিবার ॥
সকল ব্রাহ্মণী দেএ জএ জএ কার।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে[৩১] রাজ্যের মাঝার ॥
জএ জএ জোগার দেএ যতেক ব্রাহ্মণী।
কাঁসি ঘণ্টা[৩২] বাজে আর বাজে শঙ্খধ্বনি[৩৩] ॥
রাজার পুরীতে হএ বিয়াল্লিশ[৩৪] বাজন।
আগমে সাহেব গাযী জানিল তখন ॥[৩৫]
গাযী বলে বাঘ সব[৩৬] বলি তোমার তরে।
দক্ষিণ রাএ সাজিল আমার উপরে ॥[৩৭]
সাত আলি ভাঙ্গি তোরা হও একাত্তর[৩৮]।
আমার সাক্ষাতে বৈস কাতারে কাতার ॥[৩৯]
গাযীর মুখেতে[৪০] বাঘ এমত শুনিল।
সাত আলি ভাঙ্গি তারা একাত্তর হৈল ॥[৪১]
গাযীর হুযুরে বৈসে কাতারে কাতারে ॥[৪২]
হুর পরিগণ বৈসে গাযীর গোচরে ॥
দক্ষিণ রাএ যাত্রা করে রণ করিবারে।
বাইশ মন লোহার ডাঙ্গ লৈল বাম করে ॥
দালানে বসিয়া রাজা[৪৩] নযর করি চাএ।
যাত্রা করি দক্ষিণ রাএ রণভূমে[৪৪] জাএ ॥
যাত্রা করিল বীর মাহেন্দ্র ক্ষণে[৪৫]।

১. আ-নাড় ষুকল গঙ্গার জল। খ-ঘড়াতে ভরিয়া নিল সুরুজ গঙ্গার জল। ২. ক-চলে ভাণ্ডারি সকল। খ-ঐ। ৩. খ-এ পদ নেই। ৪. খ-প্রন্নন। ৫. ক-প্রচাতে। খ-পাছেতে। ৬. ক-নরতি। খ-প্রজাপতি। ৭. খ-গোসাঞীর আগে করিল মিন্নাতি। ৮. আ-প্রজা লয়া এথা কেনে তোমার গমন। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৯. আ-দুস্কে। ক, খ দুঃখে। ১০. খ-হইয়া পেনুসার। ১১. ক, খ-না কান্দ মহারাজা। ১২. আ-বলি তোমারে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৩. আ-এতদিনে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৪. আ-জৌবনেক। ক-ফকির। খ-ফকিরেক থুইন বান্ধিয়া। ১৫. ক-আইল বিস্তর বাঘ লইয়া। খ-আইল এত্ত বাঘ লইয়া। ১৬. ক, খ-এ শব্দ নেই। ১৭, ১৮. ক, খ-এ দুই পদ নেই। ১৯. ক-অগুনি। ২০. ক-কোন বেটা আসিবে। খ-কুন বটা আসিবে। ২১. ক-জৌবন আনিব ধরিয়া। খ ফকিরেক আনিব বান্ধিয়া। ২২. খ-বিআল্লিষ। আ-ব্যালিস। ক-ঐ। খ-ব্যাআল্লিষ। ২৩. খ-সাজিল। ২৪. আ-লোয়ার ছিফাই। ক-লোহার ছিকল। খ-ঐ। ২৫. খ-করে। ২৬. খ-মাথাত তুলিজে গাগাএ। ২৭. ডাঙ্গ তুলে নিল হাতে। ২৮. খ-কাপাএ বীর। ক-জাকএ বীর। ২৯. ক-জালা। ৩০. আ-সগগ্য মর্থ্য। ক-সর্গ মর্ত। খ-ঐ। ৩১. ক-নানা বাজনা বাজে। ৩২. আ-ঘণ্ডা। খ-গণ্ডা। ৩৩. আ-সঙ্খধুনি। ক-সঙ্খধনি। খ-ঐ। ৩৪. আ-ব্যালিস্র। ক-ঐ। খ-নানার। ৩৫. আ-আগেমে বসিয়া গাজি করিছে ভাবনা। ক-আগমে সাহেব গাজী জানে ত্রিভুবন। খ-গৃহীত পাঠ। ৩৬. ক-সবে কি বলিব তোরে। খ-ঐ। ৩৭. আ-আর দক্ষিণ সাজে মোর পরে। ক-এ পদ নেই। খ-গৃহীত পাঠ। ৩৮. আ-একান্তরে। ক-এক স্থারে। খ-এ পদ নেই। ৩৯. খ-এ পদ নেই। ৪০. আ-মুক্ষেত। ক, খ-এ পদ নেই। ৪১. ক, খ-এ পদ নেই। ৪২. ক-এ পদ নেই। ৪৩. ক-রাজা আনন্দে নজর করে। খ-এ পদ নেই। ৪৪. আ-ভুম্মি। ক, খ-এ পদ নেই। ৪৫. আ-মাহিন্দের ক্ষেনে। ক-মিহিন্দ্র ক্ষেনে। খ-মহেন্দ্র ক্ষনে।

যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখে স্থানে স্থানে ॥[১]
যাত্রা করি চলে বীর পাছে পড়ে হাঁচি[২]।
উড়িয়া নঞান যোগে হানি গেল মাছি ॥[৩]
উঝট[৪] লগিল পাএ মাথে ঠেকে চাল[৫]।
রহ রহ বলি কেবা পাছে দিল[৬] ডাক ॥
কাঠুরিয়া কাষ্ঠ[৭] লয়া আগে আগে জাএ।
গঙ্গার কূলেত হিন্দু মুরদার জ্বালাএ[৮] ॥
ঝড়ঝঞ্ঝা মেঘবৃষ্টি[৯] বিপরীত শিল।
জড়াজড়ি করিয়া সামনে পইল চিল ॥[১০]
অযাত্রা দেখিয়া বীর ভাবে মনে মন।
আপনার বশ[১১] নহে করিব কেমন ॥
বাপের বড় রাজা[১২] মোর সেবা করে।
তকারণে জাঙ মুঞি রণ করিবারে ॥
হাতে ডাঙ্গ করি বীর করিল গমন।
বান্ধা ঘাটের কূলে বীর দিল দরশন ॥
দূরে থাকি দক্ষিণ রাএ[১৩] দেখিল নযরে ॥
লাখে লাখে[১৪] বাঘ দেখে কাতারে কাতারে ॥
এক গুণ বাঘ বীর পঞ্চ[১৫] গুণ দেখিল।
চারি পাশে জেন চায়া বীর[১৬] অন্তরে কাঁপিল ॥
দালানে থাকিয়া রাজা দেখিল[১৭] বসিয়া।
বড় লজ্জা পাইল বীর রাজাক[১৮] দেখিয়া ॥
মনে মনে দক্ষিণ রাএ ভাবিল তরাসে।
একেলা কেমনে জাব এত বাঘের কাছে ॥[১৯]
একটা মারিতে[২০] বাঘ আরটা ধরিব।
এত বাঘের সনে রণ কি মতে করিব ॥
এতেক বলিয়া রাএ ভাবে মনে মন।[২১]
অথা হৈতে[২২] দক্ষিণ রাএ করিল গমন ॥

ত্রিপিনী গঙ্গার কূলে দিল দরশন।
উরাত জলে নামি বীর[২৩] করিল আসন ॥
গঙ্গা মাতা বলি বীর[২৪] ডাকে ঘনে ঘন।
দুই চক্ষে বহে বীরের ধারা এ শ্রাবণ ॥[২৫]
পাতালে নড়ি গেল গঙ্গার আসন।[২৬]
আন্তর্যামিনী গঙ্গা তখনে[২৭] জানিল ॥
মগরের পিষ্ঠে গঙ্গা ভাসিয়া উঠিল।
সাক্ষাতে[২৮] আইল গঙ্গা দক্ষিণ রায়ের স্থান ॥
ধরণী লুটায়া বীর করিল প্রণাম।
গঙ্গা বলে দক্ষিণা রাএ শুনহ বচন ॥
আমাকে সঙরণ[২৯] বাছা কর কি কারণ।
কান্দিয়া কহিল[৩০] বীর যত বিবরণ ॥
মন দিয়া শুন মাও আমার বচন।
বাপের বড় সেবা রাজা মোর তরে করে ॥[৩১]
সে রাজার জাতি কুল গেল[৩২] এতকালে।
এক ফকীরেক[৩৩] রাজা থুইছে[৩৪] বান্ধিয়া ॥
তার ভাই আইল[৩৫] মাও বাঘ সাজাইয়া ॥
সাগরের কুম্ভীর[৩৬] মাও দেহত তুলিয়া।
বাঘ আর কুম্ভীরে রণ[৩৭] দেহত লাগাইয়া ॥
তবে সে যবন[৩৮] বেটাক ফেলাব মারিয়া।
সেবকের বিপত্য[৩৯] মাও লহ তরাইয়া ॥
এমত শুনিল যদি তাহার[৪০] বচন।
গঙ্গা বলে শুন বাছা যবনের[৪১] কথন ॥
উহার বাপের নাম বাদশা সেকন্দর।
বাড়ি বেড়িয়া দিছে অষ্ট লোহার গড় ॥
গাছ মাছ দরিয়ার কর লইছে বাহু বলে।[৪২]
পাহাড় পর্বতের কর লইছে[৪৩] কতুহলে ॥

১. আ-জাত্রা কালে কুমঙ্গল পড়ে স্তানে। খ-ঐ। ক-গৃহীত। ২. আ-হাছি। খ-হাছি। ক-জাত্রা কালে করিতে তার পাছে পড়ে হাছি। ৩. ক-উড়িয়া দুই চক্ষে হানিলেক মাছি। খ-আসিয়া নয়ান জোগে হানি গেল মাছি। ৪. ক-উষ্টা। ৫. ক-চাক। খ-নখেত উঝুটি লাগে মাথে ঠেকে চাল। ৬. ক, খ-ছাড়ে। ৭. আ-কাটরিয়া কাস্ট। ক, খ-এ পদ নেই। ৮. আ-জলাএ। ক, খ-এ পদ নেই। ৯. আ-বিষ্ট। ক, খ-পদ নেই। ১০. ক, খ-এ পদ নেই। ১১. ক-বসন। ১২. আ-বাপের বড় বাজা প্রজা। ক-বাপে বড় বাপে। খ-বাপে বড় বাপ রাজা। ১৩. ক-রায়ে নজর করে। খ-রাএ এখন নজর করে। ১৪. আ-লৈক্ষে ২। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৫. আ-পঞ্চাস। ক, খ-পঞ্চ। ১৬. আ-বিরের হিদেয়ে কাপিল। কবির হিদয়ে কাপিল। খ-গৃহীত পাঠ। ১৭. ক-দালানের উপর রাজা দেখেন। খ-দালানের উপর রাজা আছেন। ১৮. ক-রাজার পানে চায়া। খ-ভাবেন দক্ষিণ রায় রাজার পানে চায়া। ১৯. আ-কেমতে জাইব আমি এত বাঘের বাঘে পাসে। ২০. ক-মারিতে আবটা ধরিব আসিয়া। খ-এ। ২১. ক, খ-এ পদ নেই। পরিবর্তে আছে : ভাবিল দক্ষিণ রাএ শির তলে লয়া। ২২. ক, খ-এ পদ নেই। ২৩. আ-উরাত জলের বির। ক-এ পদ নেই। খ-গৃহীত পাঠ। ২৪. ক-গঙ্গ মাও বুলিয়া। খ-গৃহীত পাঠ। আ-এ পদ নেই। ২৫. খ-দুই চক্ষের জল পড়ে আষাড় শ্রাবন। ক-গৃহীত পাঠ। আ-এ পদ নেই। ২৬. আ-এ পদ নেই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৭. খ-অন্তরে। ২৮. ক-সাখ্যাতে। ২৯. ক-শ্বঙরণ করিলা কি কারন। খ-স্বঙরণ বাছা করিলা কি কারন। ৩০. খ-বলেন বির নিজ নিবেদন। ক-ঐ। ৩১. ক-বাপে বড় রাজা মোর সেবা করে। খ-বাপ বড় ধাপ রাজা মোর সেবা করে। ৩২. আ-গেলতো সবারে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩৩. আ-জৌবন। ক-ফকির। খ-ফকিরেক। ৩৪. খ-থুইল। ৩৫. ক-আইল বিস্তর বাঘ লইয়া। খ-আইল অনেক বাঘ লয়া। ৩৬. আ-কুভ্যির। ক, খ-কুম্ভির। ৩৭. ক-দেহ যুর্দ্ধি লাগাইয়া। খ-দেহ যুর্দ্ধ লাগাইয়া। ৩৮. আ-জৌবনের ফেলাব মারিয়া। খ-জৌবন ফেলাব মারিয়া। ৩৯. ক-তরে। ৪০. আ-জদি দক্ষিণ রাএর বচন। খ-এতেক ষুনিল জদি সাএর বচন। ৪১. আ-জৌবনের। ক-গঙ্গা বোলে বাছা ষুনহ বচন। ৪২. খ-গাছের মাছের দরিয়ার কর লয়াছে বাহু বলে। ক-এ পদ নেই। ৪৩. খ-নিল। ক-এ পদ নেই।

সেকন্দরের যত কথা গঙ্গা দেবী[১] বলে।
তাহার ধন মাল আছে আমার হাওয়ালে ॥
বলি রাজার কন্যা ওসমা[২] অনুপাম।
তাহার উদরে হৈল গাযীর জনম ॥[৩]
নিরাঞ্জনের পিয়ারা গাযী সংসারে ধন্যা।
উনার কপালে আছে[৪] ব্রাহ্মণের কন্যা।
তাগরের দিকে[৫] বাছা মন নাহি দিবা।
নিশ্চএ গাযীর সঙ্গে চাম্পার হবে বিভা ॥[৬]
আমি আর দুগা উহার ভগত[৭] আছি।
কি করিতে পারে উহাক কার[৮] দাগাবাজি ॥
পুত্রের চাহিতে মোর গাযীক লাগে দয়া।
আমরা আনন্দে আছি গাযীক[৯] দেখিয়া ॥
কি করিবা[১০] যুদ্ধ বাছা কহ রাজার স্থানে।
গাযীর দেউক বিয়া চাম্পাবতীর সনে ॥[১১]
না পারিবা রণে[১২] বাছা বড়খাঁ গাযীর সনে।
হেলাএ জিনিতে পারে এতিন[১৩] ভুবনে ॥
আমি আর দুর্গা দিব চাম্পার অলঙ্কার।
রাজাকে বুঝাও জায়া বিভার প্রচার ॥
এমত বচন যদি গঙ্গাএ বলিল।
শুনিঞা দক্ষিণ রাএ বিসরিত হৈল ॥
যেহউক সেহউক মাও কপালের লিখন।
আমি বৃথা[১৪] করিনু তোমার সঙরণ[১৫] ॥
অপযশ হৈবে মাও[১৬] মটুক রাজার স্থানে।
কি মত কহিব জায়া রাজার বিদ্যমানে[১৭] ॥
যদি কুম্ভীর মাও[১৮] না দেহ আমারে।
প্রাণ ছাড়িব মাও তোমার গোচরে[১৯] ॥
যবনের সহাএ হয়া পাবা কি সম্পদ।[২০]

এ কোন অধর্ম[২১] মাও সেবকে কর বধ ॥
মরিবার তরে বীর ডাঙ্গ হস্তে নিল।[২২]
ব্যাকুল হইয়া[২৩] গঙ্গা কহিতে লাগিল ॥
দিব দিব কুম্ভীর বাছা[২৪] তোমার কারণে।
পুছিলে না কহ জানি[২৫] গাযী মিঞার স্থানে ॥
গঙ্গা বলে পদ্মা[২৬] শুন বিদ্যমান।
দক্ষিণ রাএ আইল কুম্ভীরের[২৭] কারণ ॥
করিল[২৮] অনেক বিনএ[২৯] আমার হাযীর।
দক্ষিণ রাএকে[৩০] দেহ দহের কুম্ভীর।
পদ্মাকে বলিয়া গঙ্গা[৩১] পাতলেতে গেল।
বার হাযার কুম্ভীর পদ্মা তুলি দিল ॥[৩২]
হাতে ডাঙ্গ করি বীর খেদায়া লইল[৩৩]।
নল খাগড়ার[৩৪] বন পিশিয়া চলিল ॥
কুম্ভীর খেদায়া বীর করিল গমন।
বাঘের আগে জায়া বীর[৩৫] দিল দরশন ॥
দূরে থাকি পীর গাযী কুম্ভীর দেখিল।
হুর পরীর তরে গাযী কহিতে লাগিল ॥
গঙ্গা মাসীর কর্ম পরী[৩৬] দেখ কৌতূহলে।
হেটে কাটিয়া গাছ[৩৭] উপরে পানি ঢালে ॥
ভাল দয়া করিল মাসী পুত্র বলিয়া।[৩৮]
মোর নামে এত[৩৯] কুম্ভীর দিয়াছে তুলিয়া।
নিরাঞ্জন[৪০] বিনে মোর নাহি কোন জন।
মেলিছি[৪১] সাগরে খেয়া যে করে নিরাঞ্জন ॥
[৪২]গাযী বলে বাঘ সব কি কর বসিয়া[৪৩]।
হের দেখ আইল বীর[৪৪] কুম্ভীর লইয়া[৪৫] ॥
খানিক করহ রণ কুম্ভীরের সনে।
পাছে পাছে আসি আমি তোরা জাহ রণে ॥

১. ক, খ–দক্ষিন রাএক। ২. আ–ওসবা। ক–পরম সুন্দরি। খ–ওসমা সুন্দরি। ৩. ক–তাহার উদরে জন্ম উহার নাম বড় খা গাজি। খ–ঐ। ৪. আ–সকলে করিছে বিভা। খ–উহারা করিয়াছে বিয়া। ক–গৃহীত পাঠ। ৫. আ–তার ঘেরে দিগে। ক, খ–এ পদ নেই। ৬. ক, খ–এ পদ নেই। ৭. আ–গত। ক–পর। খ–ভগত। ৮. ক, খ–কাহার। ৯. আ–গাজিকে দিতে বিয়া। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ১০. আ–করিতে। ক–করিব। খ–গৃহীত পাঠ। ১১. ক–গাজিকে বিয়া দেও চাম্পাবতী সনে। খ–চম্পাকে বিভা দি...গাজির সনে। ১২. খ–এ শব্দ নেই। ১৩. খ–কল। ১৪. ক–বেথা। খ–মিছা। আ–ব্রেথা। ১৫. আ–স্বোরন। ক–স্বরন। খ-ঐ। ১৬. ক–গেইলে। খ–মোর। ১৭. আ–বিদ্বমানে। ক–কি মতে জাইব রাজার বিদ্দমানে। ১৮. ক–এ শব্দ নেই। খ–মাতা। ১৯. আ–বরাবরে। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ২০. আ–জৌবনের হয়া পাবা কি সম্বদ। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ২১. আ–অধর্ম্ম। ক–এ কোন ধর্ম্ম সেব কে কবধ। খ–ইবা করিম্ম মাতা সেবক কর বশ। ২২. আ–মারিতে দক্ষিণ রাএ ডাঙ্গ হস্তে নিল। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ২৩. আ–হৈল। ক–আকুল হইয়া। খ–ঐ। ২৪. ক–কুমির দিব বাছা। খ–দিলাঙ কুম্ভির বাছা। ২৫. ক–পুছি না বলিহ। খ–পুছিলে না কহিবে গাজির দরসন। ২৬. আ–পদ্ধ্যা। ক–পর্দ্দা। ২৭. ক–কুম্ভির লইবারে। আ–কুম্ভির কারণ। খ–গৃহীত পাঠ। ২৮. আ, ক–কহিল। খ–করিল। ২৯. ক–বিসএ। ৩০. আ–রাএ তুলি। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ৩১. আ–পদ্দার তরে বুলি গঙ্গা। ক–পর্দ্দাকে বলি। খ–গৃহীত পাঠ। ৩২. খ–বার হাজার কুম্ভির দক্ষিণ রাএক দিল। ৩৩. ক, খ–চলিল। ৩৪. আ–খাকড়া। ক, খ–খাগড়া। ৩৫. ক, খ–বাঘ মোকাবেলা জায়া। ৩৬. ক, খ–পরী শব্দ নেই। ৩৭. আ–হেটে গাছ কাটে। খ–উপরে গাছ কাটি নিচে পানি ডালে। ক–গৃহীত পাঠ। ৩৮. আ–ভাল দয়া বাসে গঙ্গা বহিন পুত্র বুলি। খ–ভাল মাসি কহিল পুত্র বলিয়া। ক–গৃহীত পাঠ। ৩৯. ক–এত শব্দ নেই। ৪০. ক–গঙ্গা। খ–এ পদ নেই। ৪১. আ–মেছিল। ক–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ নেই। ৪২. এর আগে ক–পুঁথিতে আছে : অলি মেঘ ভুনামি আছে। ৪৩. খ–এ পদ নেই। ৪৪. আ–এর দেখ দর্ত্য আইল। ৪৫. ক–খোদায়া। খ–ঐ।

কুম্ভীর দেখিয়া বাঘ মহা ক্রোধ[১] হৈল।
গর্জিয়া সকল রণেত[২] চলিল ॥
বাঘের ডাকে কাঁপে[৩] যমীন আসমান।
ব্রাহ্মণ নগরে জুড়ি হৈল কম্পমান ॥

দিসা : প্রাণ আর বাঁচেনা রে বাপ বাঘের ভয়ে।[৪]

পদ।

দালানে বসিয়া রাজা বলেন[৫] হাযীর।
হের দেখ গোসাঞী[৬] মোর আনিল কুম্ভীর ॥
সাতশও বাঘ তবে[৭] চলে লড়ালড়ি।
হাড়িয়া কোণেতে[৮] যেন ডাকিয়া চলে ঝড়ি ॥
ডাঙ্গ হাতে দক্ষিণ রাএ বলে মার মার।
সাতশ বাঘ আইল যম অবতার ॥
গর্জিয়া পড়িল বাঘ কুম্ভীরের পরে।
বাঘ আর কুম্ভীরে মহারণ[৯] করে ॥
লাফে লাফে বাঘ সব গর্জিয়া আইসে।[১০]
কুম্ভীরের গাএতে[১১] কামড় নাহি বৈসে ॥
ডাকিয়া ডাকিয়া বাঘ কুম্ভীরের গাএ পরে।
ক্রেধে কামড় দেএ দন্ত নাহি ভিড়ে ॥[১২]
কুম্ভীরের শরীর যেন[১৩] কাঠ পাষাণ।
বাঘের কামড় কুম্ভীর না করে বস্তুজ্ঞান[১৪] ॥
ইটা গোহাড় কুম্ভীর[১৫] মারে বাঘের পরে।
যেখানে লাগে বাঘের[১৬] সেখানে ঘাও করে ॥
কুম্ভীরের মাইরে বাঘের হইল অবস্থা।
কার ভাঙ্গে হাত পাও কার ভাঙ্গে মাথা ॥
পাছে থাকি দক্ষিণ রাএ বলে মার মার।
মহা মার কুম্ভীর যেন যম অবতার ॥
মহা মাইর কুম্ভীর বাঘের পর কর্ল।
কুম্ভীরের মাইরে বাঘ রণে পিষ্ট দিল ॥
রণে হারি আইল বাঘ গাযীর হাযীরে।[১৭]
কান্দিয়া কহিল বাঘ গাযীর গোচরে ॥[১৮]
কুম্ভীর মারিতে মোরা গেনু বড় আশে।[১৯]
কুম্ভীরের গাএ থাপা কামড় নাহি বৈসে ॥[২০]
ইটা গোহাড়ে মারে আমা সভার গাএ।[২১]
যেখানে লাগে সেখানে ভাঙ্গিয়া জাএ।[২২]
[২৩]বিসরিত হৈল গাযী শির তলে করে।
মনে মনে গণে গাযী আল্লা নবী সউরে ॥[২৪]
মারফতের কলেমা গাযী বসিয়া পড়িল।[২৫]
সংসারের রৌদ্র কুম্ভীরের গাএ পৈল[২৬] ॥
রৌদ্রতাপে কুম্ভীরের গাও শুকাইল।[২৭]
রৌদ্র জ্বালাএ[২৮] কুম্ভীর ব্যাকুল[২৯] হইল ॥
পানি পানি করি সবে[৩০] ফিরে পলাইয়া।
গাযী বলে বাঘ সব মাইর[৩১] দেহ জায়া ॥
ফিরিয়া দেহ[৩২] মাইর কুম্ভীরের তরে[৩৩]।
এবার জিনিবা রণ[৩৪] আল্লা যদি করে ॥
সালাম[৩৫] করিয়া বাঘ চলিল আরবার[৩৬]।
কুম্ভীরের তরে[৩৭] জায়া দিল মহামার ॥
ফিরিয়া জড়িল রণ কুম্ভীরের সনে।[৩৮]
পানি পানি করি কুম্ভীর পলাএ তখনে ॥[৩৯]
কুম্ভীর বলে দক্ষিণ রাএ শুনহ বচন।
পানি বিনে আমাগেরে না রহে জীবন ॥
মহা মার করে বাঘ কুম্ভীরের তরে।[৪০]
জিভ্যা মেলি কুম্ভীর সব পলাএ সত্বরে ॥[৪০]
কুম্ভীরের লেঞ্জ ধরি বাঘে দেএ পাক।
তাহা দেখিয়া কুম্ভীর পলাএ ঝাঁকে ঝাঁকে ॥

১. আ–কোর্দ্ধ। ক–অগ্নি হেন জলে। ২. ক–রনে লাগি চলে। ৩. খ–কান্দে। ৪. খ–পুঁথি থেকে গৃহীত। অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ৫. আ–বুলিছে। খ–সবার। ক–গৃহীত পাঠ। ৬. আ–গোসাঞি আই লইয়া কুম্ভির। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ৭. আ–তারা চলে দউড়া দউড়া। খ–তবে ক্রোধে জলিল। ক–গৃহীত পাঠ। ৮. ক–আসাড়িয়া কোণে। খ–হাড়িয়া কোনেতে জেন দেওয়া হড়কীল। ৯. খ–মহামাইর। ১০. ক–লাফালাফি করে বাঘ গর্জিয়া আইসে। খ–লাখে লাখে বাঘ সব ডাকিয়া ডাকিয় আইসে। ১১. ক–গাএ নখ নাহি বৈসে। খ–ঐ। ১২. ক–কামড় দেএ কুম্ভিরের গাএ নাহি পৈঠে। ১৩. খ–কিবা। ১৪. আ–বস্তুগান। ক, খ–ঐ। ১৫. ক–এ শব্দ নেই। ১৬. আ–বাঘের সেহি ভাঙ্গি পরে। খ–বাঘের ভাঙ্গিয়া সে পড়ে। ক–গৃহীত পাঠ। ১৭. ক–রনে হারিয়া আইল গাজির বিদ্যমানে। খ–আইল সকল বাঘ গাজির হাজিরে। ১৮. ক–কান্দিয়া কান্দিয়া কএে সকল বিবরনে। ১৯—২২ খ–এ চার পদ নেই। ২৩ এর আগে ক–পুঁথির অতিরিক্ত পদ : কুম্ভিরে করিল সভে এতেক আবস্তা। কার ভাঙ্গে হাত পাও কার ভাঙ্গে মাথা ॥ কান্দিয়া কহিল বাঘ সাহেব গাজির তরে। ২৪. ক, খ–এ পদ নেই। ২৫. খ–মারফতি কলমা তবে গাজি পড়িল। ২৬. আ–হৈল। ক,খ–পৈল। ২৭. ক–কুম্ভিরের গাও তবে ষুকায়া পড়িল। খ–ঐ। ২৮. আ–রৈদ্রে হুতাসে। ক–রৈদ্রের জালাতে। খ–রৈদ্রের জালা পায়া। ২৯. খ–আকুল। ক–ঐ। ৩০. আ–কুম্ভির। ক, খ–সবে। ৩১. ক–রন খ-বল। ৩২. খ-বল দেহ। ৩৩. ক-পরে। খ-সনে। ৩৪. আ-তোরা। খ-এহি বার জিনিবা বাছা ...। ৩৫. আ-ছার্ল্লাম। ক–সেল্লাম। খ–ছার্ল্লাম। ৩৬. ক–পুর্ন্ন্যবার। ৩৭. ক–কুম্ভিরের পরে যুড়িল মহা–মাইর। খ–কুম্ভিরের পরে জায়া করে মহামার। ৩৮—৩৯. ক–পুঁথিতে নেই। ৪০. ক-জন্তা বাহির করি কুম্ভির পলাইয়া ফিরে। খ–জিভ্রা বাইর করি সবে পলাএ ফিরিয়া।

একদিকে দক্ষিণ রাএ ডাঙ্গ কান্ধে[১] আছে।
আর দিকে পলাএ কুম্ভীর সাগরের মাঝে ॥[২]
ঝুপঝুপ করি সব সাগরে পড়িল।[৩]
সপ্ত পাতালে সবে[৪] তলায়া পড়িল ॥
কুম্ভীর পলায়া গেল বীরেক[৫] ছাড়িয়া
সর্ব বাঘে দক্ষিণ রাএক লইল ঘিরিয়া ॥
দক্ষিণ রাএ বলে হৈল[৬] কর্মের ফের।
যবনের বাঘের হাতে প্রাণ গেল মোর ॥
গঙ্গা দিছিল কুম্ভীর গেল পলাইয়া।
কাহাক করিব স্মরণ কে করিবে দয়া ॥
দালানে বসিয়া রাজা দেখিল নঞানে।
পলাইলে অপযশ হৈবে ত্রিভুবনে ॥
সঙ্কট[৭] দেখিয়া বীর করেন রোদন।
দুর্গা[৮] মাও বলিয়া তবে করিছে স্মরণ[৯] ॥
রক্ষা কর ভবানী[১০] মা রাখ এহিবার।
বাপের বড় রাজা সেবা করিল তোমার ॥[১১]
যবনের[১২] বাঘের হাতে প্রাণ গেল মোর।
অসহায়[১৩] কালে মাও হওত কাণ্ডার ॥
কি উপাএ করি মাও বুদ্ধি নাহি আর।[১৪]
দুর্গা মাও বলি কান্দে চক্ষের[১৫] পড়ে পানি ॥
রথভরে নামে[১৬] দুর্গা হরের ঘরণী।
রথের ষোল ঘোড়া তারা যেন ছুটে ॥
এক দণ্ডে[১৭] আইল দক্ষিণ রাএর নিকটে।
শূন্যভরে[১৮] ভবানী রথ খানা থুইয়া ॥
দক্ষিণ রাএর তরে[১৯] বলে ডাক দিয়া।
চণ্ডী বলে দক্ষিণ রাএ[২০] শুনহ বচন ॥
আমাকে স্মরণ[২১] বাছা করিলা[২২] কি কারণ।
দক্ষিণ রাএ বলে মাও রাখ এহিবার ॥
বাপের বড় বাপে সেবা করিল তোমার।[২৩]
গঙ্গা মাসী[২৪] দিল মোক কুম্ভীর তুলিয়া ॥
যবনের বাঘের মাইরে[২৫] গেল পলাইয়া।
এহিসে কারণে[২৬] মাও করি যে ভাবনা ॥
মোর তরে দেহ মাও ভূত প্রেত দানা।[২৭]
দুর্গা বলে দক্ষিণ রাএ[২৮] শুনহ বচন ॥
কদাচ[২৯] না পারিবা বড় খাঁ গাযীর সন।
রাজাকে বুঝাহ তুমি মোর নাম লয়া ॥[৩০]
চম্পাবতীর সনে গাযীর দেউক[৩১] বিয়া।
সামগ্রী করিছি[৩২] গাযীর বিভার কারণ
না জানিঞা কর তুমি গাযী সনে রণ ॥
কার্তিক গণেশ হৈতে গাযীক লাগে[৩৩] দয়া।
আপন অভরণ দিয়া গাযীর দিব বিয়া ॥[৩৪]
ভূত প্রেত দানা দৈত্য না দিব তোমারে।
ইরাজ্য করিব[৩৫] তল গাযীর খাতিরে ॥
আর মোর তরে না চাহ ভূত[৩৬] দানা।
ফিরিয়া দক্ষিণ রাএ রণ কর মানা ॥[৩৭]
ধন প্রাণ রক্ষা চাহে মটুক অধিকারী।
ষোলদানে বিভা দেউক চম্পা সুন্দরী ॥
কত বড় তোমার মটুক রাজা হএ।
গাযীর বাপের[৩৮] নফরের যুগ্য নএ ॥
উহার[৩৯] বাপের নাম বাদশা সেকন্দর।
পৃথিবী জিনিঞা যে গনিয়া লৈছে কর ॥[৪০]
বলি রাজার কন্যা বিভা করিল[৪১] সেকন্দর।
তার পুত্র গাযীর সনে বান্ধহ কমর ॥
দক্ষিণ রাএ বলে মাও শুনিলাম[৪২] কথা।

১. ক–লয়া। খ–ঐ। আ–ডাঙ্গ লয়া কান্দে। ২. আ–আর দিগে কুম্ভির সব পালাএ ঝাকে ঝাকে। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ৩ আ–ধুপধুপ করিয়া কুম্ভির সাগরে পড়িল। ক,খ–গৃহীত পাঠ। ৪. আ–কুম্ভির তলায়া গেল। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ৫. আ–দক্ষিণ রাএক। ৬. ক–মোর হৈল কন্মের ফল। খ–হইল মোর ফল। ৭. ক–সঙ্কটে ঠেকা। খ–সঙ্কাটে পড়িয়া। ৮. আ–দুর্গ্যা। ৯. আ, ক, খ–স্বোরন। ১০. ক–ভগবতি। ১১. আ–বাপে বড় রাজা প্রজা সেবা করিতো আমার। ক–বাপে বড় বাপে সেবা করিল তোমার। খ–বাপ বড় বাপে সেবা করিল তোমাব। ১২. আ–জৌবনের। ক–জৌবনের হাতে মিৃতু হইল আমার। খ–জৌবনের হাতেত দেখ মিৃতু হৈল মোর। ১৩. আ–অসোয়ে। ক–অসমকালের মাও হয়ত কাণ্ডার। খ–অসময় কালে মাও রাখহ সর্ত্তর। ১৪. ক, খ–এ পদ নেই। ১৫. ক–চক্ষীর মোছে পানি। খ–বীর চক্ষের পানি। ১৬. ক–নামিল হরে ঘরনি। খ–ঐ। ১৭. ক–মুর্ত্তে। মুর্ত্তে গের। ১৮. আ–ষুন্যভরে। ক, খ–ষণ্য–কারে। ১৯. অ –তরে মাও। ক–দক্ষি রায়েক দেবী। ২০. ক–চণ্ডি বোলেন বাছা। ২১. আ–স্বোরন ক, খ–ঐ। ২২. আ–কৈর্ল্ব। ক, খ–করিলা। ২৩. আ–বাপে বড় বাপে সেবা করিলা তোমার। খ-ঐ। ক–বাপে বড় বাপে সেবা করিছেন তোমার। ২৪. আ–গঙ্গা মাও। ক–গঙ্গা। খ–গঙ্গা মাসি। ২৫. ক–স্থানে। খ–বাঘের তরাসে তারা। ২৬. ক–এহিত নিদানে মাও নাহি কোন জন। ২৭. খ–তোমার তরে কহি মাতা দেহ...। ২৮. ক–দুর্গা বোলে বাছা। ২৯. আ–কদাসচ। ক–দদাছো। খ–কদাচ। ৩০. আ–মোর বচন রাখ রাজাক কহ গিয়া। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ৩১. ক, খ–হবে। ৩২. আ–সামেগ্রিরি করিয়াছি। ক–স্বামি গ্রিহো করিছে গাজি বিভার কারন। খ–ভাবনা করিয়াছি আমি গাজির কারন। ৩৩. আ–বড়। ক–কার্ত্তিক নাই চাইতে গাজিক মোর দয়া। খ–কার্ত্তিক গণেশ চাহিতে গাজিকে লাগা দয়া। ৩৪. ক–আপার নার অভরনে গাজিক দিব বিয়া। খ–আপনার অভরণ দিব গাজির হবে বিয়া। ৩৫. ক, খ–করিমু। ৩৬. আ–ভূত্য। ক, খ–ভুত। ৩৭. আ–ফিরি আইস দক্ষিণ রাএ না কর ভাবনা। ক–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ নেই। ৩৮. আ–বখ্যা গাজির বাপের। খ–বড় খা গাজির বাপের। ক–গৃহীত পাঠ। ৩৯. খ–গাজির। ৪০. আ–প্রিথিবি জিঞা সে গনিঞা লৈছে কর। ক–গৃহীত পাঠ। খ–বাড়ি বেড়ি দিয়াছে অষ্ট লোহার গড়। ৪১. আ–কৈর্ল্ব। ক–করে। খ–করিছে। ৪২. আ–ষুনিলাম ক-ষুনিল তোমার কথা। খ–ষুনিনু তোমার কথা।

আপনার ডাঙ্গে হানিব[১] আপন মাথা ॥
যবনের সহাএ[২] মাও কি পাবে সম্পদ।
এ কোন অধর্ম[৩] সেবক্কে কর বধ ॥
মরিবার কারণে বীর ডাঙ্গ নিল হাতে।
রহ রহ বল চণ্ডী ধরিল[৪] তার হাতে ॥
মোর কথা না কহিও গাযী[৫] বিদ্যমানে।
দিব ভূত প্রেত দানা[৬] সেবকের কারণে ॥
ভাটি বাঁকে জায়া দেবী ছাড়ে হুহুঙ্কার[৭]।
আজ্ঞাকারী[৮] দানাগণ ধরিল পাটোয়ার ॥
আজ্ঞা দিল যুদ্ধ[৯] কর ডাকিল ভবানী।
ভূত প্রেত[১০] দানা আইল চৌষট্টি যোগিনী[১১] ॥
দানা দৈত্য ভূত দূর্গা দক্ষিণ রাএক দিয়া।[১২]
স্বর্গে গেল দুর্গা দেবী রথেত চড়িয়া ॥[১৩]
ইটা গোহাড় দানা[১৪] হস্তে করি লয়া।
শতে শতে[১৫] বাঘের তরে মারে ফেরিয়া ॥
শূন্য ভরে[১৬] দানাগণ ইটা ফেলি মারে।
মহা মাইরে পৈল বাঘ লাফালাফি করে ॥[১৭]
লাফালাফি করে বাঘ করে হাই[১৮] ফাই।
চারিদিকে চাহে কিছু মানুষ জন[১৯] নাই ॥
লড়ালড়ি করে বাঘ কারো[২০] নাগ্রি পাএ।
রণে পিষ্ঠ[২১] দিয়া বাঘ সকলি পলাএ ॥
গাযীর সাক্ষাতে[২২] বাঘ আইল কান্দিয়া।
সামনে দাঁড়াএ সবে কাতর হইয়া ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে গাযী মিঞার তরে।[২৩]
কুম্ভীরেক মারিয়া ফেলাইনু সাগরে[২৪] ॥

চৌদিকে বেড়িল জায়া দক্ষিণ রাএর তরে।[২৫]
ইটা গোহাড় কেবা শূন্য ভরে মারে ॥[২৬]
হাত পাও মাথা মোর ফেলাএ ভাঙিয়া।
আমার দুক্ষ শুন সাহেব চিত্ত লাগাইয়া ॥[২৭]
বাঘের বচনে গাযী শির হেঁট কৈলা।[২৮]
এতিন ভুবন গাযী[২৯] ধিয়ানে গণিলা ॥
ভূত প্রেত দানা উহার[৩০] দিয়াছে ভবানী।
মারফতের কলেমা গাযী পড়িল তখনি[৩১] ॥
ভূত প্রেত দানা বেড়ি[৩২] হৈল অগ্নি গড়।
যে দিকে জাএ দানা সেদিকে অগনি[৩৩]।
লড়ালড়ি পাড়ে দানা হৈল হতজ্ঞানী[৩৪] ॥
অগ্নি দেখিয়া দানা বড় ভএ[৩৫] পাএ
দক্ষিণ রাএক ছাড়ি সকলি পলাএ ॥[৩৬]
গাযী বলে বাঘ সবে[৩৭] কি কর বসিয়া।
পলাইল দানা[৩৮] গণ রণ দেহ জায়া ॥
সাহেব গাযী কহিল[৩৯] এমত বচন।
গাও ঝাড়া দিয়া বাঘ[৪০] উঠলি তখন ॥
ডাকিয়া চলিল বাঘ দক্ষিণ রাএর তরে।
দেখিয়া দক্ষিণ রাএ কাঁপে থর থরে ॥[৪১]
দক্ষিণ রাএ বলে মোক খাইবে ধরিয়া।[৪২]
চণ্ডী দিয়াছিল দানা গেল পলাইয়া ॥[৪৩]
নিশ্চএ বাঘের হাতে মোর জাবে প্রাণ।[৪৪]
যবনেক মারিতে[৪৫] পারি হবে মোর নাম ॥
[৪৬]আগে মরণ পাছ মরণ মরণ অবশষে।[৪৭]
প্রিয় হিতে মউত হৈলে লোকে গুণ ঘুশে ॥[৪৮]

১. আ–ভাঙ্গিব। ক–হানিমু। খ–হানিব। ২. আ–সনে। ক–সহাত্রে। খ–সহায়ে। ৩. আ–অধৰ্ক্ষ। ক–ধৰ্ক্ষ। খ–এ কোন ধৰ্ক্ষ মাথা সেবকের বধ। ৪. আ–ধরিল তাহাতে। ক–নিসদ করে তাথে। খ–ধরে তাহার হাতে। ৫. আ–বখ্যা গাজির স্তনে। ক–বড় খা গাজির স্থানে। খ–গৃহীত পাঠ। ৬. খ–প্রেত দান দিলু আমি। ৭. আ–হুহাঙ্কার। ক, খ–ঐ। ৮. আ–আঙ্গাকারি। ক–আঙ্গাকারি দান দান। ৯. আ–আঙ্গা দিল যুর্ধ। ক–আঙ্গা দিল যুৰ্দ্ধ। খ–ঐ। ১০. আ–প্রেত্য। ক, খ–প্রেত। ১১. আ–ষুগুনি। ক–যুগীনি। খ–যুগিনি। ১২. আ–ভুত প্রেত্য দানা যুগনি চণ্ডি দিয়া। ক–দান দত্য ভুত দুর্গ ভাপন দিয়া। খ–দান দৈত্য দুর্গা দক্ষিণ রাএক দিয়া। ১৩. আ–সঙ্গে গেল চণ্ডিকা রত চলাইয়া। ক–স্বর্গে গেল দুর্গ রথ চাইয়া। খ–গৃহীত পাঠ। ১৪. খ–সব হাতেত করিয়া। ১৫. আ, ক–সাতশত। খ–গৃহীত পাঠ। ১৬. ক–মারে ফেলি। খ–ষুন্ন্যে থাকিয়া দান ইটা গোহ মারে। ১৭. ক–তাহা দেখি বাঘগণ পাড়ে লড়ালড়ি। খ–লাফালাফি করি বাথ পড়ে দুরান্তরে। ১৮. ক–হাঞর পাঞুর। খ–এ পদ নেই। ১৯. আ–মনস গন্ন। ক–গৃহীত পাঠ। খ-এ পদ নেই। ২০. ক, খ–কাহার। ২১. ক–প্রিষ্ঠ। খ–রন হইত বাঘা সকল পলাএ। ২২. আ–গাজি মিঞার কাছে। খ–গাজির সামনে। ক–গৃহীত পাঠ। ২৩. ক–এ পদ নেই। ২৪. খ–কুম্ভির নামির সাগরের...। ক–এ পদ নেই। ২৫. ক–চারিদিকে বেড়িল দক্ষিণ রাএক জায়া। খ–চার পাশে হৈল দক্ষিণ রাএর তরে। ২৬. ক–ইটা গোহাড কেবা ফেলায় মারিয়া। ২৭. ক, খ–এ পদ নেই। ২৮. আ–সির হেটে রহে গাজি এতক মুনিঞা। ক–বঘের বচনে গাজি শির তলে কৈলা। খ–বাঘের বচনে গাজি শির তলে লয়া। ২৯. ক–গাজি গণিতে লাগিলা। খ–গাজি আগমে গণিল। ৩০. ক–ভবানি উহাক দিল। খ–ঐ। ৩১. ক–সৎর। খ–সর্ত্তরে। ৩২. ক–ভুত প্রেত বেড়ি। খ–দান ভুত প্রেত বেড়ি। ৩৩. ক–অগ্নুনি। ৩৪. ক–আকুল। খ–জে দিগে চাহে সে দিগে গুনমনি। ৩৫. ক–ডর। খ–দানা পাইল ভএ। ৩৬. খ–নড়ানড়ি করিয়া সব দানা পলাএ। ৩৭. আ–গন। ক. খ–সবে। ৩৮. আ–সৰ্ব্ব বির। ক, খ–দানাগন। ৩৯. আ–কইল জদি। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ৪০. আ–উঠিল বাঘগন। খ–গৃহীত পাঠ। ক–উঠিল সৰ্ব্বজন। ৪১. আ–বিপাকে পড়িল বাঘ সৰ্ব্ব বাঘের ডরে। খ–দক্ষিণ রাএ বোলে আমি জাইব কোথাকারে। ক–গৃহীত পাঠ। ৪২. খ–এ পদ নেই। ৪৩. ক, খ–এ পদ নেই। ৪৪. ক–এ পদ নেই। ৪৫. ক–মারি তবে। আ–জৌবনে মারিলে মোর কি হইবে নাম। ৪৬. এর আগে ক-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : দক্ষিণ রায়ে বোলে আমার এহি কাম। ৪৭, ৪৮. ক, খ-এ দুই পদ নেই।

হুঙ্কার ছাড়িয়া[১] বীর করিলেন দর্প।
দক্ষিণ রাএর[২] গর্জনে দুনিঞা ভূঞিকম্প ॥
হাতে ডাঙ্গ লয়া বীর মহাডাক[৩] ছাড়ে।
দক্ষিণ রাএর ডাকে বাঘ লাখে[৪] লাখে পড়ে ॥
দক্ষিণ রাএর ডরে বাঘ হৈল অচেতন।[৫]
গাযীক ছাড়িয়া পলাএ হুর পরিগণ ॥
আছিল রবির ছাটা[৬] হৈল অন্ধকার।
স্বর্গ মত পাতাল লাগিল কাঁপিবার ॥
ডাঙ্গ হাতে চলে বীর গাযীক মারিবারে।[৭]
লড় দিয়া চলে বীর ডাকে উচ্চৈঃস্বরে[৮] ॥
আজি যবন[৯] তোক পাঠাব যমঘরে।
এহি বলি আইসে বীর কাল অবতার ॥[১০]
দৌড় দিয়া জাএ বীর গাযীক মারিবার ॥[১১]
চার দিকে চাহে গাযী কাতর[১২] হইয়া।
হুরপরি গেল সবে[১৩] আমাক ছাড়িয়া ॥
গাযী বলে নিরাঞ্জন[১৪] রাখ পরয়ার।
কমর বান্ধিল গাযী ক্রোধে জর জর ॥
ডাঙ্গ হাতে দক্ষিণ রাএ গর্জিয়া চলিল।
সুবর্ণের[১৫] আসা গাযী হাতে[১৬] করি নিল ॥
গাযী বলে সোনার আসা বলি তোমার তরে।
রাজার ঘরের দৈত্য মারিতে আইল মোরে ॥
খানিক লড়হ তুমি[১৭] দেও বেটার সনে।
কমর বান্ধিয়া আমি পাছে আসি রণে ॥
বিছমিল্লা বলি গাযী আসা নিল[১৮] হাতে।
মার মার করি ফিকে দক্ষিণ রাএর ভিতে ॥[১৯]
সাঞি সাঞি করিয়া ডাকিয়া চলিল।[২০]
যেমতে সাহেব গাযী আসা ফিকিল ॥[২১]
ঘুমিঞা চলিল[২২] আসা পরম কৌতুকে।
শূন্যভরে[২৩] বাজিল দক্ষিণ রাএর বুকে ॥
কোড়ার বাড়ি যেন লাগিল তখনে।[২৪]
দক্ষিণ রাএ বলে বিধি জাউক জীবনে ॥[২৫]

দক্ষিণ রাএ বলে মোর কর্মের[২৬] ফল।
যবনের আসা ধরে এত বড় বল ॥
ভাল আইলাম আমি যবন[২৭] মারিবার।
যবনের আসা না পারি ছাড়াইবার ॥
লোহার ডাঙ্গ বীর দুই হাতে নিল।
সুবর্ণ আসার পর এক বাড়ি দিল ॥
আসা ভাঙ্গিয়া গাযীর দুইখান হৈল।
ত্রিপিনী সাগরে আসা তখনে[২৮] ফেলিল।
যেখানে গাযীর আসা পড়িল সত্বর।
শুকাইল নদীর পানি দিল বালুচর ॥
আসা দেখি গঙ্গা দেবী বিসরিত হৈল।
গাযীর আসা বুঝি বীরে[২৯] ভাঙ্গিল ॥
দূত দিয়া গঙ্গা দেবী আসা আনাইয়া ॥
বিশ্বকর্মা স্থানে আসা দিল পাঠাইয়া ॥
বিশ্বকর্মা গড়ে আসা আপন ভুবন।
দক্ষিণ রাএক লয়া শুন বিবরণ ॥
আসা ভাঙ্গিয়া বীরের বড় বল হৈল।
মার মার করি বীর ডাকিয়া চলিল ॥
গাযী বলে পরয়ার এহি ছিল লিখন।
কাফেরের[৩০] হাতে মোর হইল মরণ ॥
চৌদিগে চাহে গাযী কাকে নাহি দেখে।
সুবর্ণ খড়ম গাযী দেখিল সমুখে[৩১] ॥
গাযী বলে দুই খড়ম বলি তোমার তরে।
মারিতে মারিতে বীরেক আন এথাকারে ॥
চলিল খড়ম দুই জন ঘুমিঞা ঘুমিঞা।[৩২]
দক্ষিণ রাএর পিষ্ঠে পৈল উড়াও দিয়া ॥
এক খান পড়ে (খড়ম) আর খান উড়ে।[৩৩]
দক্ষিণ রাএর পর মহামার জুড়ে ॥[৩৪]
এক খান ধরিতে (জাএ) আর খান পড়ে।[৩৫]
মাথা আর ঘাড় খড়মে ভাঙ্গি পড়ে ॥[৩৬]
বুকে পৃষ্ঠে তবে খড়মে মারিল।[৩৭]

১. ক–ছাড়িল বির করিয়া মহাদর্প। খ–হুহুঙ্কার করিল বির করি মহাদর্প। ২. খ–রাএ ডাকিলে। ৩. আ–হুহুঙ্কার। ক, খ–ময়াডাক। ৪. আ–খাকে লাগি পড়ে। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ৫. ক–শত শত বাঘ হইল অচৈর্ন্য। ৬. খ–কর। ৭. খ–এ পদ নেই। ৮. আ–উচার্স্বরে। ক, খ–এ পদ নেই। ৯. আ–জৌবন। ক–অখন ফকিরেক পঠাঙ জমঘরে। ১০, ১১. ক, খ–এ দুই পদ নেই। ১২. আ–ব্যিকুল। ক–কাতর। খ–আকুল। ১৩. ক, খ–হুর পরিগন গেল। ১৪. খ-নাথ আপন পরবার। ১৫. ক, খ–সোনার। ১৬. আ–দস্তে। ক, খ–হাতে। ১৭. ক–খানিক লড় তুমি। খ–খানিক লড় জাইয়া দেও বেটার সনে। ১৮. ক–হাতে নিল। খ–হাতে আসা নিল। ১৯. ক–মার মার বলি আসা ফেলিয়া মারিল। খ–মার মার বলিয়া দক্ষিণ রাএক মারিল। ২০. ক–সাঞা করি আসা চলিল। খ–এ পদ নেই। ২১. ক–দক্ষিণ রাএ আগে আসা ঘুরিয়া চলিল। খ-এ পদ নেই। ২২. ক–ঘুরিয়া আইল। খ–ক্রোধ হইয়া। ২৩. ক–নিরভএ। খ–ঐ। ২৪. ক, খ–এ পদ নেই। ২৫. ক, খ–এ পদ নেই। ২৬. ক–কম্মোরে হইল ফল। খ-ঐ। ২৭. আ, ক–জৌবন। খ–ফকির। ২৮. খ–ক্রোধে ফেলাইল। ২৯. ক–বলেত হারিল। খ–গাজির আসা দক্ষিণ রাএ ভাঙ্গিয়া ফেলাইল। ৩০. ক–ফকিরের। খ–কাফের। আ–দেও কাফেরের। ৩১. আ–সমুক্ষে। ক–সমুখে। খ–ঐ। ৩২. ক–চলিল সব জেন দুই খান ঘুরিয়া। খ–চলিল স্বর জেন দুখান ঘুরিয়া। ৩৩. আ–এ পদ নেই। খ–এক খান উড়ে আর খান পড়ে। ক–গৃহীত পাঠ। ৩৪. আ–এ পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ নেই। ৩৫. আ, খ–এ পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। ৩৬. ঐ। ৩৭. ক, খ–এ পদ নেই।

খড়মের মারে বীর অচেতন[১] হৈল ॥
অচেতন হয়া বীর পড়িল তখনে।[২]
আপনে পীর গাযী দেখিল নঞানে ॥[৩]
হেন কালে[৪] সাহেব গাযী আপনে উঠিল।
খসায়া ছুরি খানা হস্তে করি নিল ॥
দক্ষিণ রাএর বুকে বসিল মূর্তিমান।
ছুরি দিয়া কাটিল তার বাম কান ॥[৫]
কান কাটিয়া নাক কাটিবার চাএ।[৬]
দক্ষিণ রাএর বলে পীর ইহা উচিত নএ ॥[৭]
নাকের পর ছুরি গাযী দেএ সেহি ঠাঞি।[৮]
দক্ষিণ রাএ বলে আল্লার দোহাই ॥[৯]
আল্লা নবীর[১০] দোহাই লাগে তোমা তরে।
নাক কান যদি লোকসান কর মোর ॥[১১]
যেমত করিনু সাহেব সেমত হৈল কাজ।[১২]
বাম কান কাটিলা জগতে হৈল লাজ ॥[১৩]
এক আরয করি তোমা বিদ্যমানে।[১৪]
মোকে মারিলে বিভার ঘটক হৈবে কোনজনে ॥[১৫]
দয়া কর প্রাণ[১৬] রাখ শুন মনদিয়া।
রাজকন্যা চম্পাবতী তোমাক দিব বিয়া ॥[১৭]
এমত বচন যদি দক্ষিণ রাএ কৈল।
ঈষৎ হাসিয়া গাযী ছুরি রাখিল ॥
পাঁচ হাত টিকি বীরের মাথার উপরে।
বাম হাতে ধরে টিকি গাযী যিন্দা পীরে ॥
সচল পর্বত বীরেক টানিঞা[১৮] আনিল।
পালঙ্গের পায়ার সাথে বান্ধিয়া রাখিল ॥[১৯]
হাত পাএ দড়ি দিয়া করিল বন্ধন।
তখনে আইল যত হুর পরিগণ ॥
সালাম করিল সবে[২০] গাযী মিঞার তবে।
গাযীরে ঘিরিয়া বৈসে[২১] কাতারে কাতারে ॥
গাযী বলে শুন যত হুরপরিগণ।
বিপত কালে ছাড়িয়া পলাইলে কি কারণ ॥[২২]
পরী বলে গেলাম সাহেব প্রাণে[২৩] ডরায়া।
দক্ষিণ রাএর তরাসে গেনু পলাইয়া ॥
তুমি বড় খা গাযী পীর জানে সর্বজনে।
অপরাধ খেম তুমি রাখহ চরণে ॥
হেন কালে বাঘ সব পাইল চেতন।[২৪]
ধীরে ধীরে গাযী সনে আইল সর্বজন ॥[২৫]
সালাম করিল বাঘ গাযী মিঞার[২৬] তরে।
মাথা হেঁট বৈসে সবে কাতারে কাতারে ॥[২৭]
গাযী বলে শুন বাঘ মরি বালাই লয়া।
সবে পলাইলা বাছা আমাকে ছাড়িয়া ॥
খানদৌড়া বেড়াভাঙ্গা জোড় হাত[২৮] হৈল।
সাহেব গাযীর স্থানে কহিতে লাগিল ॥
এমত হুঙ্কার বেটা ছাড়ে[২৯] এহি দেও।
অচেতন হৈলাম সবে না রহিল কেও ॥
তুমিত সাহেব গাযী জানে সংসারে।
দক্ষিণ রাএ বেটাক দেহ মোর তরে ॥
শরীর ডাঙ্গর বেটা রাজার গোসাঞী।
হুকুম করহ মোরা বীরের রক্ত খাই ॥[৩০]
এমত বচন যদি বাঘে কহিল।
তরাসে দক্ষিণ রাএ কান্দিতে লাগিল ॥
দক্ষিণ রাএ তবে বলেন কান্দিয়া।
আমার আরয সাহেব শুন মনদিয়া ॥
বাঘের ঠাঞি আমাক না দেহ ধরিয়া।
সত্য সত্য চাম্পা সঙ্গে তোমার দিব বিয়া ॥[৩১]
হাসিতে লাগিল বাঘ পরী সকল।
পালঙ্গের পরে গাযী হাসে খল খল ॥
গাযী বলে বাঘ সব তোরা না খাও ধরিয়া।
সত্য করিল রাএ চাম্পাক দিবে বিয়া ॥[৩২]
হাসিয়া হাসিয়া[৩৩] বৈসে সর্বজন।
মটুক রাজাক লয়া শুন বিবরণ ॥
যখন দক্ষিণ রাএ পড়িল[৩৪] বন্ধন।
দালানে পড়িল রাজা হয়া অচেতন[৩৫] ॥
চেতন করাইল তাক পাত্র মিত্রগণ[৩৬]।
রচে মিরা ছৈয়দ হালু গাযীর বচন ॥[৩৭]

ইতি ২৪ পালা সমাপ্ত।

১. আ–অচৌতন। ক–খড়মের মাইবে বির হৈলঅচৈতন্য। খ–ঐ। ২. ক, খ–এ পদ নেই। ৩. ক, খ–এ পদ নেই। ৪. খ–সেহিকালে। ৫. ক–ছুরি দিয়া বিরের কাটিবে নাক কান। খ–ছুরি দিয়া বিরের কাটিল বাম কান। ৬, ৭. ক, খ–এ দুই পদ নেই। ৮. ক–নাকে ছুরি দিতে চাহে সেহি ঠাঞি। খ–নাকে ছুরি দিতে গাজি হস্ত বাড়াএ। ৯. খ–দক্ষিণ রাএ গাজিক আল্লার দোহাই দেএ। ১০. ক–রছুরের। ১১. আ–নাক কান এহি সব বকসহে আমারে। ১২. ক–এ পদ নেই। খ–জেমত করিলা সাহেব তেমন পাইলাম লাজ। ১৩. ক–এ পদ নেই। খ–প্রান বাচিলে বল না করিব এমন কাজ। ১৪. আ, খ–এ পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। ১৫. আ, খ–এ পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। ১৬. ক–পাএ। খ-এ পদ নেই। ১৭. ক–চাম্পাবতীর সহে তোমার দিব বিয়া। ১৮. খ–বিরেক বন্ধন করিল। ১৯. খ–এ পদ নেই। ২০. ক–সাহেব গাজির তরে। খ–তবে সাহেব গাজির তরে। ২১. খ–রৈল। ২২. ক, খ–আমাকে ছাড়িয়া পলাইলে সর্ব্বজন। ২৩. আ–প্রানে ভএ পায়া। ক–প্রানে ডর পাইয়া। খ–গৃহীত পাঠ। ২৪, ২৫. ক, খ–এ দুই পদ নেই। ২৬. গাজি মিঞা জথা। খ–সাহেব গাজি জথা। ২৭. ক–কাতারে কাতারে বৈসে হেট করি মাথা। খ–ঐ। ২৮. ক–হাতে দাড়াইল। খ–সামনে দাড়াইল। ২৯. ক–ছাড়িল দেও। এমত বিসম ডাক ছাড়িল এহি দেও। ৩০. ক–হুকুম কর আমার বিপর্ত্তিয়া খাই। খ–হুকুম কর আমার সকলে বসি খাই। ৩১. খ–এ পদ নেই। ৩২. ক–সত্য করিল বির আমাকে দিব বিয়া। খ–ঐ। ৩৩. ক–আনন্দ। খ–আসিয়া আনন্দে। ৩৪. খ–হইল। ৩৫. ক–অচৈতন্য। ৩৬. ক–মিঞাগণ। ৩৭. এর পরে খ–পুঁথির অতিরিক্ত পদ : একবার আল্লার নাম বল সর্ব্বজোন।

২৫ পালা।

ত্রিপদী।

বন্দী হইল[১] বীর দেখি রাজা[২] অস্থির
ভূমে পড়ি করেন রোদন[৩]।
কান্দিয়া রাজা[৪] বলে ঘাও মারে কপালে
খেনে খেনে হএ অচেতন[৫] ॥
রাজা বলে পাত্রগণ করিব (আমি) কেমন
হেন[৬] বুঝি গেল জাতিকুল।
কন্যাক করিব বিয়া[৭] জাতিকুল সব লয়া[৮]
এহি বলি হইল আকুল[৯] ॥
পাত্রগণে বলে বাণী শুন রাজা নৃপমণি[১০]
তোমার আছে এতেক লস্কর।
তেরশ কামান তোর[১১] মরিচা বান্ধা থরে থর[১২]
বাণে বাণে করহ্ জর্ জর্ ॥[১৩]
হেন[১৪] কথা পাত্র কএ রাজ হৈল নির্‌ভএ
সাজ সাজ পড়িল ঘোষণা।
দামা দগড়া[১৫] ঢাক কাঁসি আর পিনাক[১৬]
মহারোল[১৭] হইল বাজনা ॥
শতে শতে চলে হাতি জঙ্গে চলে সেনাপতি
শুণ্ডে বান্ধে লোহার মুদগর[১৮]।
তেরশ[১৯] কামান চরে উট গাড়ীর উপরে
মরিচা দিলেন থরে থর ॥
তীরঞ্জী[২০] পাইক চলে ঢালী পাইক পাট্টা[২১] খেলে
রাএবাঁশী[২২] চলে ফনধর।
বাজন নেপুর[২৩] পাএ বার হাযার পাইক ধাএ[২৪]
বাঁশে বান্ধ[২৫] হাড়িয়া চামর ॥
বন্দুক কামান শেল[২৬] ঝাটি ঝগড়া শেল[২৭]
নানা অস্ত্র সাজিল হাতিয়ার[২৮]

১. আ–পাইল। ক–বন্দি পেলে দক্ষিণ রাএ বির। খ–বন্দি হইল দক্ষিণ রাএ বির। ২. আ–রাজা হৈল। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ৩. ক–করূনা। ৪. ক- কন্দিয়া কান্দিয়া। খ–ঐ। ৫. আ–অচৈতন। ক–অচৈতন। খ–অচৈতন। ৬. ক–হের। ৭. ক–বিহা। ৮. আ–র্জাইত কুল সকল লয়া। ক–জাতিকুল সকলের লয়া। খ–কুল মোর লয়া। ৯. আ–বিকুল। ক, খ-আকুল। ১০. আ-নির্প্পমানি। ক, খ-ঐ। ১১. ক-তির কামান তেরি। খ-তির কামান ...। ১২. আ-সবে বন্ধ্যে কমর। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ১৩. আ–বোনের বাঘ মারহ সৎর। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ১৪. ক–এত। খ–ঐ। ১৫. আ–মাদল। ক, খ–দগড়। ১৬. ক, খ–বাজে ওরি বাক। ১৭. আ, ক–গণ্ডগোল। ১৮. আদমগর। ক–মদর্গর। খ–শতে শতে চলে হাড়ি/ সঙ্গে চলে সেনা কুড়ি হস্তি চলে মুণ্ডেতমুদগর। ১৯. খ-তিন লাখ। ২০. আ–তীরাঞ্জি। ক–তিরন্দাজি। খ–তিরাঞ্জি। ২১. আ–পর্দ্ধ। ক–ঢালি পাইক পাঠান করে। খ–ঢাল পাট্টা খেলে। ২২. আ–আএ বাসি। ক–রাএ বাসিয়া চলে ফনধরি। খ–রাএ বাসিয়া চলিল ফনধরি। ২৩. আ–নেফুর। ক–নপুর। খ–নেপুর। ২৪. আ–ব্যালিস গোণ্ডা পাইক ধাএ। ক–ঐ। খ–গৃহীত পাঠ। ২৫. খ–বাসে বাসে। ২৬. আ, ক, খ–সেল। ২৭. আ–ঝাড়ে কেচা সেল। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ২৮. আ–হাইতার। ক–হাতিয়ার। খ–নিল হাতিয়ার।

পাইক গণা নাহি জাএ ঝড়ে যেন পক্ষী ধাএ[১]
এক লাখ ঘোড়ার[২] সোওয়ার ॥
আশি কাহন বাজে ঢোল তের কাহন[৩] বাজে খোল
রাজপুরে হৈল মহারোল[৪]।
বাদ্য বাজে মহাদম্প[৫] পৃথিবীতে[৬] ভূঞিকম্প
কেহ কারো নাহি শুনে বোল ॥
লাগিয়া গাযীর পাএ তবে মিরা হালু কএ
আল্লা আল্লা বল সর্বজন।

দিসা : আল্লা বিনে বিদেশে বিপাকে।
সোনার তনু হইল জরজর ॥[৭]

পদ।

আল্লা ভাব পথ চল সাধু সঙ্গে লয়া।[৮]
ঘড়ি ঘড়ি[৯] তিলে তিলে দিন জাএ বয়া ॥
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া[১০] গেল সাড়া।
আগা দলে সাজি আইল বার লাখ ঘোড়া ॥[১১]
লড়া লড়ি পাড়ে রাজা পুরের[১২] মাঝার।
বাইশ লাখ লস্কর চলে যুঝিবার ॥
আনন্দে পুলকিত[১৩] রাজা পাত্র পরিবার।
রাজার তরে বলে কালু থাকি বন্দী[১৪] ঘর ॥
কালু বলে শুন রাজা অধম বর্বর।[১৫]
তোমার বল হৈল দেখি এতেক লস্কর ॥[১৬]
লক্ষকুটি সেনা[১৭] যদি জাএ তো সাজিয়া।
হুহুঙ্কারে দিব গাযী যমঘরে পাঠায়া ॥
আমার তবে দেহ বন্ধন[১৮] খালাস করিয়া।
ঘোলদানে তোমার কন্যাক[১৯] দেহ বিয়া ॥
তবে সে পিরীতি হৈবে গাযী মিঞার সনে।
না ধবিবা আমার কথা জানিবা আমলে[২০] ॥
রাজা বলে আরে বেটা ফকীর দুরাচার।
খানিক অন্তরে তোকে দেখাব বিচার ॥
বাঘ মারিয়া আনিব[২১] তোর বিদ্যমান[২২]।
চণ্ডীর দুয়ারে তোক দিব বলিদান ॥[২৩]
ক্রোধে শির তলে করি কালু রহিল।[২৪]
ফউয লইয়া রাজা রণেতে চলিল ॥[২৫]
লস্কর লইয়া রাজা মৈদানে আইল।
নযর করিয়া রাজা গাযীক দেখিল ॥[২৬]
দেখে গাযীর স্থানে বাঘ কাতারে কাতারে।[২৭]
হুর পরিগণ আছে গাযীর গোচরে ॥[২৮]
রাজার সাজনে গাযী ভাবে মনে মন।
গাযী বলে ভরসা মোর আল্লা[২৯] নিরাঞ্জন ॥
আল্লা স্মরিয়া[৩০] গাযী করিল বৈসন।
আইল রাজার লোক[৩১] করিবার রণ ॥
তেরশ কামাণ লয়া আইল[৩২] মৈদানে।
কামাণ থুইল তারা বাঘের সামনে ॥[৩৩]

১. আ–ঝড়ে জেন পড়ে বাএ। ক–ঝড়ে জেন পক্ষি ধাএ। খ–ঝড়ে জেন পশু ধাএ। ২. আ–ঘোড়াএ সোওার। ক–এক লক্ষ ঘোড়াতে সোয়ার। খ–গৃহীত পাঠ। ৩. খ–হাজার। ৪. আ–গণ্ডগোল। ক–ঐ। খ–মহারোল। ৫. আ–মহাসন্দ। ক, খ–মহাদম্প। ৬. আ–প্রিথিবি। ক–প্রিথিবি ভূমিকম্প। খ–ঐ। ৭. আ–পুঁথি থেকে গৃহীত। ক, খ–নেই। ৮. ক, খ–এ পদ নেই। ৯. খ–যুড়ি যুড়ি। ক–এ পদ নেই। ১০. আ–জাও২ বলি। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ১১. আ-আগে দল চলে হস্তি পাথরিয়া ঘোড়া। খ-আগা দলে সাজ ... পাথারিয়া ঘোড়া। গৃহীত পাঠ। ১২. আ–বাড়ির। খ–পুরের। ক–দিসা : ও রাজা সাজিলরে। পদ : লড়ালড়ি পাড়ে রাজা বাড়ির মাঝার। ১৩. আ–পুসপতি। ক–পুল্যক। খ–হরিষ। ১৪. ক–রয়া বন্দিঘরে। ১৫. আ–কালু বোলে বাজা কুবুর্দ্ধি বর্বর। ক–গৃহীত পাঠ। খ–ঐ। ১৬. আ–এতো লস্কর দেখি তোমার বাহুবল। খ–এতো লস্কর দেখি তোমার হইল বল। ক–গৃহীত পাঠ। ১৭. আ–লৈক কুটি রাজা। ক–রণ করিতে জাহ রাহ রাজা লস্কর লয়া। খ–লাখে লাখে সেনা রাজা জদি জাহত সাজিয়া। ১৮. ক–আমার তরে লয়া জাহ। খ–আমার...দেহ রাজা। ১৯. আ–কন্যা গাজিক দেহ বিয়া। ক–গৃহীত পাঠ। খ–তোমার চম্পাকে। ২০. ক–কারন। খ–ঐ। ২১. আ, ক, খ–আনিমু। ২২. আ–বিদ্বমান। ক, খ–ঐ। ২৩. ক–চণ্ডিপুজা করিমু দিয়া বলিদান। ২৪. ক–শির তলে কালু ক্রোধ করি রৈল। খ–শির তুলি কালু তবে মুনিঞা রহিল। ২৫. ক, খ–এ পদ নেই। ২৬. ক, খ–এ পদ নেই। ২৭. ক–গাজির সামনে বাঘ কাতারে কাতারে। খ–এ পদ নেই। ২৮. খ–এ পদ নেই। ২৯. আ–অহি নিরানজন। ক,খ–আল্লা নিরাঞ্জন। ৩০. আ–সাউরিয়া। ক–নিরাঞ্জন। স্বরিয়া। খ–এ পদ নেই। ৩১. ক–তরে। খ–এ পদ নেই। ৩২. ক–মৈদানে আইল। খ–এ পদ নেই। ৩৩. ক–বাঘ সমখ করি কামান গাড়িল। খ-এ পদ নেই।

ডাকিয়া বলে রাজা সভা বিদ্যমানে[১]।
একি পলিতাএ ছাড়[২] তেরশ কামান ॥
তেরশ কামাণে পলিতা করে একিবার ।[৩]
আছিল রবির ছাটা[৪] হৈল অন্ধকার ॥
গাছ পর্বত ভাঙ্গি পড়ে গুলির ধমকে ।[৫]
মাটির ধূলা উড়ে[৬] ত্রিভুবন কাঁপে ॥
ধূঙা উড়িয়া গেল ফরসা[৭] হইল।
দাঁড়াইয়া বাঘ দেখিতে লাগিল ॥[৮]
বাঘ মারিতে রাজা আইল বড় আশে।
গুলি বৃথা গেল বাঘের লোম নাহি খসে[৯] ॥
কপালে ঘাও দিয়া[১০] রাজা করিল রোদন।
মহামন্ত্র জানে বেটা[১১] বিষম যবন ॥
তেরশ কামাণ মুঞি[১২] ছাড়িনু একিবারে।
না পারিনু একটি বাঘ মারিবারে।
রণে ভঙ্গ দিয়া রাজা জাএ পলাইয়া ।[১৩]
গাযী বলে বাঘ সবে কি কর বসিয়া ॥
দেখহ রাজার সেনা[১৪] জাএ পালাইয়া।
জাইতে না দেহ সেনা ফেলাহ মারিয়া ॥[১৫]
খানদৌড়া বেড়াবাঘ চলিলেক[১৬] ধায়া।
তার পাছে সর্ব বাঘা চলিল[১৭] ডাকিয়া ॥
বাঘের ডকে[১৮] পৃথি করে টলমল।
দেওয়া যেন ডাকিল বাঘ[১৯] সকল ॥
সাত হাযার[২০] বাঘ সব সাত আলি হৈয়া।
রাজার লস্কর সব লইল[২১] ঘিরিয়া ॥
লাখে লাখে সেনা [গণে][২২] ফেলাএ মারিয়া।
থাপা কামড় (মারে) কাখ মারে আছড়িয়া ॥[২৩]
খানদৌড়া বেড়াভাঙ্গা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে[২৪]।
ডাকের চোটে কেহ কর্ণ[২৫] ফাটি মরে ॥
যমীনে পড়িয়া কেহ মাটিতে কামড়াএ ।[২৬]
পাছে থাকিকেন্দুয়া বাঘে রক্ত চাটি খাএ ॥[২৭]
দূরে থাকি খানদৌড়া নযর করিল ।[২৮]
দৌড় দিয়া কেন্দুয়ার গালে চড় দিল ॥[২৯]
যে কর্মে আসিয়াছ তাহা কর বেন ।[৩০]
পীরের কর্মে আসিয়া রক্ত চাট কেন ॥[৩১]
এহি বলি কেন্দুয়ার লেঙ্গুড় ধরিয়া ।[৩২]
গোটা চারি দিয়া পাক ফেলাএ আছাড়িয়া ॥[৩৩]
রণ নাহি কর বড়[৩৪] খাইবার মন।
যে কাজে আইলা তাহা না কর কি কারণ ॥[৩৫]
অগ্নিমএ[৩৬] বাঘ সব মহারণ করে।
লাখে লাখে লোক মারে হাযারে হাযারে ॥
মটুক রাজা কর্ণধার[৩৭] ব্রাহ্মণের মাঝে।
রাজার বাড়ীতে এক জিয়তকুয়া[৩৮] আছে ॥
যত যত সেনা[৩৯] বাঘে ফেলাএ মারিয়া।
জিয়তকুণ্ডের[৪০] পানি আনি দেএ ছিটাইয়া ॥
জিয়তকুণ্ডের পানি[৪১] পাএ যেবা জন।
অহিখনে প্রাণদান পাএ সেহি জন ॥[৪২]
যত যত লোক বাঘে ফেলাএ মারিয়া।
আরবার জিয়া উঠে সবে পানি পায়া ॥[৪৩]
রাজার দল না মারিতে পারিল বাঘে ।[৪৪]
একলাখ মারি ফেলে আইসে আর লাখে ॥[৪৫]

১. ক–বিদ্বমান। আ–বিদ্বমানে। ২. ক–ছাড়ীল। খ–ছোটে তেরো লাখ কামান। ৩. ক–তের সও কামান ছাড়িল একবার। ৪. ক–জালা। খ–গৃহীত পাঠ। আ–সর্গ্য মর্থ পাতাল লাগিল কাপিবার। ৫. আ–সবদের দবকে। ক–গাছ পাথর ভাঙ্গি পড়ে গুলির ধমকে। খ–গাছ পাথর পড়ে গুলির ধমকে। ৬. আ–মাটির দুগুনা উড়ে। ক–মাটির দুবুলা উড়ে। খ–মাটির ধলা উড়ে বসুমতি কাপে। ৭. ফারাসা। ক–ধূঙা চলি গেল ফারসা হইল। ৮. আ–আগে দাড়াইয়া রাজা বাঘ দেখিল। ক–গৃহীত পাঠ। খ–দাড়ায়া বাঘ রাজাক দেখিতে লাগিল। ৯. আ–খইসে। ক–এত গুনা বঘের লোম নাহি খৈসে। খ–এতগুলা বাঘের পসম নাহি খসে। ১০. খ–মারি করেন রোদন। ১১. আ–এহি। ক–বেটা। খ–ঐ। ১২. খ–আমি ছাড়িলাঙ। ১৩. খ–এ পদ নেই। ১৪. আ–লস্কর। ক–সেনা। খ–ঐ। ১৫. আ–এ পদ নেই। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ১৬. আ–উটিল লাপিয়া। ক–চলিলেক ধায়া। খ–চলে ভুবন কাপায়া। ১৭. আ–উঠিল। ক, খ–চলিল। ১৮. আ–গর্জ্জেনে প্রিথিবি। ক–প্রিথি। খ–প্রিথিখানা। ১৯. আ–আসমান গর্জ্জনে গর্জ্জে। ক–গৃহীত পাঠ। খ–ঝড় জেন ডাকিয়া চলে। ২০. ক–সত। খ–সতে সতে বাঘ সবে চলিল ডাকিয়া। ২১. আ–লইছে। ক–লইল। খ–ঐ। ২২. আ-লাকে২ মানিস। ক-লাখে লাখে সেনা। খ-এ পদ নেই। ২৩. ক, খ-এ পদ নেই। ২৪. উর্চ্যাসরে। উচ্চস্বরে। ক. উচ্চ স্বরে। খ-ঐ। ২৫. আ–কর্ন্যফুটি। কন্ন্য ফাটি। খ–ঐ। ২৬. ক–বাঘের কামড়ে লোক চলিল লড় দিয়া। খ-এ পদ নেই। ২৭. ক–কেন্দুয়া বাঘ ফিরে লহ চাটিয়া। খ–এ পদ নেই। ২৮, ২৯. ক, খ-এ-দুই পদ নেই। ৩০, ৩১. ক, খ–এ দুই পদ নেই। ৩২. ক–কেন্দুয়া বাঘের লেঙ্গুড়খান দোড়া ধরিয়া। খ–এ পদ নেই। ৩৩. খ–গোটা চার পাক দিয়া ফেলাএ আছাড়িয়া। আ–গোটা চারি দিল পাক ফেলে আছাড়িয়া। ৩৪. ক–বেটা। খ–এ পদ নেই। ৩৫. খ–এ পদ নেই। ৩৬. ক–অগ্নিবর্ন্ন্য। খ–অগনি বর্ন্য। ৩৭. আ–মটুক রাজা বড় সে ব্রাহ্মনের মাঝে। ক–মটুক রাজা কন্যধার বামন নগরে। খ-এ পদ নেই। ৩৮. আ–কুণ্ড। ক–কুয়া। খ-এ পদ নেই। ৩৯. আ–জতো মনিস্য। ক–জত সেনা। খ-জত লোক। ৪০. আ–জিন্য কুণ্ডে। ক–টানিঞা ফেলাএ রাজা কুণ্ডা ভরাইয়া। খ–ঐ। ৪১. ক–কুণ্ডার পানি বাস। খ–ঐ। ৪২. ক–অহি মুর্ত্তে দাড়াএ পায়াত জিবন। খ–সেহিক্ষনে প্রান দান পাএ সর্ব্বজোন। ৪৩. ক–আরবার জিয়াএ কুয়ার পানি দিয়া। খ–আরবার বাচাএ রাজা কুয়ার পানি দিয়া। ৪৪. ক–ছিড়াই মনিষ্য অপজার না পারে বাঘে। খ–ছিড়াইত্তে মনস্য নাহি পারে বাঘ। ৪৫. ক–মারিতে আইসে লাখে লাখে।

অফুরাণ হৈল লোক মারিতে না পারে।[১]
[২]হাতে মুখে হৈল ঘাও কত বল ধরে ॥[৩]
রণ ভঙ্গ দিয়া বাঘ গেল গাযীর স্থান।[৪]
কান্দিয়া কহেন কথা বাঘ যতজন ॥[৫]
এতেক লস্কর আছে মটুক রাজার পুরী।[৬]
আমার মুখে[৭] ঘাও হৈল মারিতে না পারি ॥
বাঘের বচনে গাযী আসনে বসিল ॥[৮]
জিয়তকুণ্ড আছে গাযী ধ্যানে জানিল।[৯]
গাযী বলে খানদৌড়া শুন[১০] মন দিয়া
শীঘ্র গতি এক গাবি[১১] আনহ মারিয়া ॥
শুনিঞা খানদৌড়া তবে চলিল সত্বর[১২]।
আনিয়া দিল গাবি গাযীর হুযুর[১৩] ॥
অহিখণে গাবি পীর কুরবানি করিল।[১৪]
শঙ্খচিলা[১৫] বলি গাযী ডাকিতে লাগিল ॥
ডাক শুনি শঙ্খচিলা করিলা গমন।
সাহেব গাযীর স্থানে দিল দরশন ॥[১৬]
গাযী বলে শঙ্খচিলা শুন অনুপাম।
আমার নিদানে[১৭] তুমি কর এহি কাম ॥
এহি গোস্ত লয়া জাহ শূন্য[১৮] উড়া দিয়া।
রাজার জিয়তকুণ্ডে দেহত[১৯] ফেলায়া ॥
এক দাগা গোস্ত[২০] গাযী হস্তে করিয়া।
শঙ্খচিলার তরে দিলেন ফেলায়া ॥[২১]
ঠোঁটেত[২২] লয়া গোস্ত শূন্যে উড়াইল।
শূন্য ভরে শঙ্খচিলা গোস্ত লয়া[২৩] গেল ॥
এহি মতে শঙ্খচিলা গেল গোস্ত লয়া।
রাজার জিয়তকুণ্ডে দিলেন ফেলায়া ॥
কুণ্ডাএ গোবধ কৈল[২৪] গাযী জিন্দাপীর।
এহি হৈতে গেল সেহি কুণ্ডার যাহির ॥[২৫]
গাযী বলে শুন তোরা বাঘ যতজন।[২৬]
এখনে হৈবে রাজার সৈন্য[২৭] নিপাতন ॥
এখনে ফুরাইল রাজার কারিকুরি[২৮]।
সব নিপাতন হৈল ভাঙ্গিল চাতুরি ॥
রণে[২৯] যাইতে বাঘের হুকুম করিল।
সালাম[৩০] করিয়া বাঘ ডাকিয়া চলিল ॥
ফিরিয়া বাঘ আসি মহামার[৩১] দেএ।
টানিঞা টানিঞা[৩২] লোক কূণ্ডাতে ফেলাএ ॥
আর নাহি বাঁচে লোক কূয়ার পানি খায়া।
পর্বত সমান[৩৩] লোক রহিল পড়িয়া ॥
কপালে ঘাও দিয়া রাজা জুড়িল ক্রন্দন।
শ্বেত কূণ্ডাতে গোবধ করিল যবন ॥
শিরে ঘাও দিয়া[৩৪] রাজা গেল পলাইয়া
শীতল মন্দিরে বহে বজ্র কপাট দিয়া ॥[৩৫]
এহি মতে মটুক[৩৬] রাজা পলায়া রহিল।
সৈন্য সেনা যত[৩৭] রণেতে রহিল ॥
সকল লস্কর বাঘে[৩৮] মারিয়া ফেলিল।
রণ জএ করি বাঘ নাচিতে লাগিল ॥
বন্দী ঘরের দ্বারে বাঘ গেলত[৩৯] চলিয়া।
পোতা ঘরের প্রহরী[৪০] ফেলাএ মারিয়া ॥
পোতাঘরের দ্বারে বাঘ দাঁড়াইল জায়া।[৪১]
[৪২]বন্ধনে কালু দেওয়ান আছেন পড়িয়া ॥[৪৩]

১. অফুবান্ত হৈল লোক কতেক মারিবেক। খ–এ পদ নেই। ২. এ পদের আগে ক–পুঁথির অতিরিক্ত পদ : মারিতে মারিতে লোক বাঘ সবেব ঘা হইলেক। ৩. ক–হাতে মুখে বাঘ সবের ঘাও হইয়া গের। খ–ঐ। ৪. ক–রণে ভঙ্গ দিয়া বাঘ গাজির স্থানে আইল। খ–ঐ। ৫. ক–কান্দিয়া কান্দিয়া বোলে জত বাঘ গণ। খ–কান্দিয়া বলেন বাঘ গাজির বরাবরি। ৬. খ–এ পদ নেই। ৭. ক–হাতে মুখে। খ–মটুক রাজার সেনা ফুরাইতে নাহি পারি। ৮, ৯. ক, এ দুই পদ নেই। ১০. আ–ষুন। ১১. ক–গরূপ আনহ ধরিয়া। ১২. আ–সতৎর। ক–ষুনি খান দৌড়া চলিল সৎতরে। ১৩. ক–গোচরে। ১৪. ক–সেহিকালে গাজি গরূ জবে করিল। ১৫. আ–সঙ্কচিলা। ক–সঙ্খচিলা। খ–এ পদ নেই। ১৬. খ–এ পদ নেই। ১৭. আ–নিদানে কিছু কর হেতু কাম। ক–গৃহীত পাঠ। খ–ঐ। ১৮. আ–ষুর্ন্নে্য উড়াও। ক–ষুর্ন্নে্য উড়ায়া। খ–এ পদ নেই। ১৯. আ–দেহগ্যা। ক–রাজার বাড়ির কুণ্ডাত দেহত ফেলায়া। ২০. আ–গোছ। ক, খ–এ পদ নেই। ২১. ক, খ–এ পদ নেই। ২২. আ–ঠোটত। ক–নরূনে লইয়া গোস্ত ষুর্ন্নে্য উড়াইল। ২৩. ক–ফেলি দিল। খ–কুণ্ডতে ফেলি দিল। ২৪. আ–কণ্ডাএ গোবৰ্দ্ধ কৈৰ্ব্ব। ক–কুণ্ডাতে গোবধ করিল। খ–কুণ্ডা গবদ করিল। ২৫. আ–আর কুণ্ডাত নাহি দেবতার জাহির। ক–আবেল কুণ্ডাতে নাহিকা জাহির। খ–গৃহীত পাঠ। ২৬. ক–গাজি বোলে বাঘ সবে ষুনহ বচন। খ–গাজি বলেন বাঘ ষুন সৰ্ব্বজোন। ২৭. আ–সন্য মরন। ক–এতোক্ষণে হবে রাজা ষুর্ণ্য নিপাতন। খ–অখন রাজার সেনা কর নিপাতন। ২৮. আ–ফারিফুরি। ক–ঐ। খ–ফারিকুরি। ২৯. আ–রন্যে। ক–রনেত। খ–ঐ। ৩০. আ–ছাৰ্ব্বাম। ক–সেৰ্ব্বাম। খ–ছাৰ্ব্বাম করিয়া বাঘ রনেত চলিল। ৩১. ক, খ–মহারন। ৩২. খ–সকল। ৩৩. আ–পৰ্ব্বত পাসান। ক–বৰ্জ্জ সমান। খ–ময়দানে লোক রহিল পড়িয়া। ৩৪. ক–রক্তে ঘাও দিয়া। খ–মাতে হাতে মহারাজা। ৩৫. খ–শিতল মন্দিরে রহিল কপাট লাগাইয়া। ৩৬. খ–এহি মত ভাবি। ৩৭. ক–সন্ন্য সেনা জতো রনেতে রহিল। খ–এখানে জতো লোক বাঁচিয়া আছিল। আ–এথাতে জতেক লস্কর রাজার আছিল। ৩৮. আ–রাজার। ক–সকল সেনা বাঘে। খ–সকল সেনাকে বাঘ। ৩৯. ক–চলি গেল। খ–বন্দিখানা ঘরের দুয়ারে বাঘ চলি গেল। ৪০. আ–পৈরি। ক–পোতা মাঝির তবে মারিয়া ফেলিল। খ–পোতাঘরের দ্বারি বাঘ ফেলিল মারিয়া। ৪১. ক–ঘরের দ্বারে তবে দাড়াইল গিয়া। ৪২. এর আগে ক–পুঁথির অতিরিক্ত পদ : আকল হইল সবে বন্ধন দেখিয়া। ৪৩. ক, খ–বন্ধনে কালু দেওান বসি আছে তথা।

সাতশ বাঘ তখন নযর করিল।[১]
কালু দেওয়ানক দেখি সালাম করিল ॥
টানিঞা[২] পাএর বেড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
খালাস করিয়া তাকে সকল বাঘে নিল ॥
খান দৌড়া কালুকে পিষ্টে করি নিল।[৩]
বেড়িয়া সকল বাঘ চার[৪] পাশে চলিল ॥
দূরে থাকি[৫] গাযী মিঞা কালুকে দেখিল।
ভাই ভাই বলি গাযী বাহু পসারিল ॥
আইসহে প্রাণের ভাই কালু দেওয়ান।
না দেখিয়া তোমাক[৬] মোর আকুল পরাণ ॥
বাঘের পিঠে হৈতে কালু যমীনে নামিল।[৭]
আইস ভাই বলি গাযী কান্দিতে[৮] লাগিল ॥[৯]
চক্ষের পানি পড়ে কালুর চলিল হাঁটিয়া।
গাযীর পাএত কালু পড়িল কান্দিয়া ॥
কান্দিয়া কালুর তরে গাযী নিল কোলে।[১০]
কালুর মুখে চাহি গাযী কান্দি কান্দি বলে ॥
এত দুস্ক[১১] পাইলা ভাই আমার কারণে।
মহা কপট পাইলা ভাই রাজার বন্ধনে ॥[১২]
কালু বলে বলি সাহেব ভাগ্য হৈল মোরে।[১৩]
এত দুঃখ পাইলাম তোমার খাতিরে ॥[১৪]
সব দুঃখ যাবে[১৫] সাহেব শুন মনদিয়া।
যদি দেখিতে পারি[১৬] সাহেব গাযীর বিয়া ॥
কালুয়ে কহিল যদি এমত বচন।
গলাগলি দুই ভাই করেন[১৭] রোদন ॥
কালু আর গাজী তবে অনেক কান্দিল।[১৮]
লইয়া আল্লার নাম চিত্ত নিভারিল ॥[১৯]
বদন ধুইয়া সবে হৈল[২০] হাস্যবান।
দক্ষিণ রাএর কালু দেখিল[২১] বন্ধন।
হাসিয়া বলেন কালু দক্ষিণ রাএর তরে।
ভাল শাস্তি হৈছে[২২] তোর দেখিলু নযরে ॥
চন্দ্র সূর্য জিনি দুই ভাই এর বরণ[২৩]।
একি পালঙ্গে দুহে[২৪] করিল বৈসন ॥
খানদৌড়া বেড়াভাঙ্গাক গাযী ডাকিল।
রাজাক আনিতে গাযী হুকুম করিল ॥
প্রাণের অধিক মোর তোমরা দুইজন।[২৫]
মটুক রাজাক তলাসিয়া আনহ এখন।[২৬]
সরদার দুই বাঘ হুকুম পাইল।[২৭]
রাজাকে আনিতে বাঘ যাত্রা করিল ॥[২৮]
দেউড়ী পাছ[২৯] করি জাএ মনের কৌতুকে।
পার হৈল পাচীর[৩০] জায়া এক লাফে ॥
মধ্য উঠানেত বৈসে বাঘ দুইজন।[৩১]
রাজার ঘরের দ্বারে[৩২] করে নিরীক্ষণ ॥
দালান কোঠা মঠ দেখিল সারি সারি।
চৌষট্টি[৩৩] ঘর দেখে দক্ষিণ দুয়ারী ॥
ঘরের দ্বারেত আছে মাণিকের তারা।
ঘরের কিনারে[৩৪] আছে মনিমুক্তার ঝারা ॥
তার মধে গাঁথা [আছে] মাণিক প্রবাল।[৩৫]
চিত্র করিয়েছি তাতে[৩৬] হিঙ্গুল হারতলি ॥
দেখিয়া তারিফ করে বাঘ দুইজনে।[৩৭]
মনুষ্য হৈয়া এমত পুরী করিছে কেমনে[৩৮] ॥
বনের বাঘে রাজার[৩৯] বাড়ী তারিফ করিল।
দ্বারে দ্বারে রাজাক তালাশ করিল[৪০] ॥
সকল ঘরে তলাশিল[৪১] বাঘ দুইজন।
রাজার সাত পুত্রের ঘর[৪২] দেখিল তখন ॥

১. ক–সাত শত বাঘে আসি নামাইল মাথা। খ–ঐ। ২. ক, খ–টান দিয়া। ৩. আ–এ পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। খ–খানদৌড়া কালুকে কান্ধে করি নিল। ৪. আ–চৌদিগে। ক–ঐ। খ–গৃহীত পাঠ। ৫. ক–রয়া। খ–দুরে থাকি সাহেব গাজি নজরে দেখিল। ৬. খ–তোমার কারনে। ক–তোমাকে না দেখি। ৭. ক–বাঘ হইতে নামিঞা কালু চলিল। খ–বাঘ হইতে নামি কালু তখনি চলিল। ৮. ক–কান্দিয়া বলিল। ৯. খ–কান্দিয়া সাহেব গাজি কালুক লইল কোলে। ১০. আ–কালুব মুক্ষ চায়া। ক–গৃহীত পাঠ। খ–ঐ। ১১. খ–বড় দুখ। ক–এ পদ নেই। পরিবর্তে আছে : কান্দিয়া বলে গাজি নসিবে ছিলা লেখা। অত্তিভার্গ্যে পুনচচয়ে তোমার সহে দেখা। ১২. ক–হেন গেছিল প্রান তোমার রাজার বন্ধনে। হইতে তরায়া নিল সাহেব নিরাঞ্জনে। ১৩. আ–এ পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। খ–ঐ। ১৪. আ–এ পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। ১৫. আ–গেল ভাই মুন মন দিয়া। ১৬. আ–পারি তোমার ভায়ের বিয়া। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ১৭. আ–করয়ে রোদন। ১৮. আ–এ পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ নেই। ১৯. খ–এ পদ নেই। ২০. আ–হাস্যবান হৈল। ক–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ নেই। ২১. আ–বন্ধন দেখিল। ক–গৃহীত পাঠ। ২২. ক–এ শব্দ নেই। ২৩. ক–চন্দ্র মুর্জ্জ দোহার অপুর্ব্ব মিলন। ২৪. ক–এথি পালঙ্গের পর। ২৫. আ–প্রানের অধিক আমার নহন। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ২৬. ক–আন এহিক্ষণ। খ–এ পদ নেই। ২৭, ২৮. ক, খ–এ পদ নেই। ২৯. আ–পাচ। ক–দেউড়ি পাচকি চলে পলাএ দ্বারি লোক। খ-এ পদ নেই। ৩০. আ–পাচিড়ে জাইয়া। ক–পাচি পার হইল বাঘ দিয়া এক লাফ। ৩১. আ–মৌধাচত বাত বৈসে বাঘ দুইজন। ক–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ নেই। ৩২. ক, খ–ঘরের দুয়ারে। ৩৩. আ–চৌসট। ক–তিসষ্ট। ৩৪. ক–কিনারে লাগা। খ–দুয়ারে আছে। ৩৫. আ–মৈর্দ্ধে ২ গাতা তারা মতি প্রবাল। ক–তার মৈর্দ্ধে গাথা মনি প্রবাল। ৩৬. আ–রূপক লাগায়াছে। ক–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ নেই। ৩৭. খ–বাড়ি দেখিয়া বাখান করিল দুইজন। ৩৮. আ–গঠন। ক–বানাইল কেমনে। খ–এ পদ নেই। ৩৯. ক–রাজাক তারিপ করিল। খ–এ পদ নেই। ৪০. ক–করিতে লাগিল। খ-এ পদ নেই। ৪১. ক–ফিরে। খ–এ পদ নেই। ৪২. আ–পুত্র বাঘ। ক–পুত্র বাঘ। খ–গৃহীত পাঠ।

বিবি চাম্পা মাএ ঝিএ আছে সেহিঘরে।
ভুলকি দিয়া দুই বাঘ গেল ঘরের দ্বারে ॥[১]
বাঘ দেখিয়া চম্পা[২] চন্দ্র বদনী।
কান্দিয়া মাএর গলা ধরিল তখনি ॥
চন্দ্রের পতলী যেন দুই বাঘে দেখিল।[৩]
মূর্ছা খায়া দুই বাঘ ভূমিতে পড়িল ॥[৪]
চেতন পাইয়া[৫] বাঘ খানিক অন্তরে।
দেখিয়া চম্পার রূপ লাগিল বলিবারে ॥[৬]
ভালত[৭] আকুল গাযী এনার কারণ।
ঘরেতে[৮] সালাম করে বাঘ দুইজন ॥
পুলকিত দুই বাঘ হরষিত মন।[৯]
চম্পাবতীর তরে বাঘ কি বলে বচন ॥[১০]
ভয় নাই ভয় নাই[১১] আমাকে দেখিয়া।
রাজাকে লইতে গাযী দিয়াছে পাঠায়া ॥
না পাই রাজার লাইগ[১২] পুরী ঢুঁড়িয়া[১৩]।
কোথাতে[১৪] মহারাজা রহিল পলাইয়া ॥
গাযীর নাম শুনি চম্পার ভএ গেল দূরে।
হাস্যবান হয়া চম্পা দাঁড়াইল দ্বারে ॥
চম্পা বলে শুন[১৫] বাছা বাঘ দুইজনে।
সালাম কহিও মোর স্বামীর[১৬] কদমে ॥
বাপুর খবর বলি[১৭] শুন মনদিয়া।
শীতল[১৮] মন্দিরে আছে বজ্র কপাট দিয়া।
লয়া জাহ বাপুক তোরা[১৯] বাঘ দুইজনে।
এমত কর্ম করিও না মরে পরাণে ॥[২০]
শুনিঞা দুই বাঘ সালাম করি চলে।[২১]
আনন্দে রহিল[২২] চম্পা জননীর কোলে ॥

ধীরে ধীরে দুই বাঘ করিল গমন।
শীতল মন্দির দ্বারে[২৩] দিল দরশন ॥
লাথির প্রহারে দ্বারের[২৪] কপাট ভাঙ্গিল।
পালঙ্গের পরে জায়া রাজাক ধরিল ॥
হাতাহাতি রাজাক[২৫] লয়া বাঘে চলিল।
বাড়ির বাহিরে বাঘ রাজাক লয়া গেল ॥
দূরে থাকি[২৬] কালু দেওয়ান নযরে দেখিল।
পালঙ্গ হইতে কালু[২৭] আগে চলি আইল ॥
বাঘের মুখ হৈতে কালু রাজাক লইল।[২৮]
হস্ত ধরিয়া কালু আনিতে লাগিল ॥[২৯]
থর থর কাঁপে রাজা মিঞা[৩০] গাযীর ডরে।
জোড় হস্তে কহে রাজা কালুর গোচরে ॥[৩১]
আপনে কহ কালু গাযী[৩২] মিঞাক জায়া।
ষোলদানে এহিখণে চম্পাক দিব বিয়া ॥[৩৩]
আমার গুনা মাফ করো জামাতার তরে।[৩৪]
রাজার সঙ্গে কালু আইল গাযীর হাযীরে ॥[৩৫]
রাজাকে পাছে[৩৬] থুইয়া কালু হৈল আগুয়ান।
জোড় হস্তে কহে কালু[৩৭] গাযী বিদ্যমান ॥
রাজার গুণা মাফ করো আমার খাতিরে।[৩৮]
এহিক্ষণে কন্যা বিভা দিবেক তোমারে ॥[৩৯]
মটুক রাজা হয়[৪০] তোমার শ্বশুর।
গুরুজনের তক্সির নাহি ক্রোধ[৪১] কর দূর ॥
ক্রোধ করি মিঞা গাযী মাথা[৪২] নাহি তুলে।
রাজাক দেখিয়া গাযী[৪৩] শির কৈল তলে ॥
বাঘ আর পরী তারা হাসে খলখল।[৪৪]
রাজার তরে উপহাস[৪৫] করে সর্বজন ॥

১. আ–হেন কালে দুই বাঘ দেখিল নজরে। খ–ভুল্লিকি দিল বাঘ ঘরের মাঝারে। ক–গৃহীত পাঠ। ২. ক–চাম্পা রাজার নন্দনি। খ–চাম্পবতি রাজার নন্দনি। ৩. ক–চন্দ্রের পুথলি জেন দেখে বাঘ দুইজন। খ–চান্দের পতুলি বাঘ তখনে দেখিল। ৪. ক-মছর্ছা খায়া ভূমিতে পড়িল তখন। খ-মুছর্ছা খায়া বাঘ জমিনে পড়িল। ৫. আ-চৈতন পাইল। ক–চৈতন্য পায় বাঘ খেনেকে উঠিল। খ–কানিক অন্তরে বাঘ চৈতন্য পাইল। ৬. ক–চাম্পাকে দেখি বাঘ বলিতে লাগিল। খ–ঐ। ৭. আ–ভালতসে। ৮. আ–ঘরের দ্বারে। ক–ঐ। খ–গৃহীত পাঠ। ৯. আ–পুল্যকিত দুই বাঘ হিদয়ে আনন্দ। ক–গৃহীত পাঠ। খ–হরসিত হইল বাঘ ততক্ষণ। ১০. খ–চাম্পাকে দেখিয়া দোহে কি বোলে বচন। ১১. ক–না ডরাও না ডরাও। আ–না পলাও না পলাও। খ–গৃহীত পাঠ। ১২. আ–নাগাইল। ক–লাইগ। খ–এ পদ নেই। ১৩. আ–বেড়িয়া। ক–ধুড়িয়া। ১৪. আ–কতাত। ক–কোন ঘরে আছে রাজা দেহত বলিয়া। খ–এ পদ নেই। ১৫. আ–ষুন ষুন। ক–গৃহীত পাঠ। খ–ঐ। ১৬. আ–স্বোমির। ক–গাজির। খ–সাহেব গাজির স্তান। ১৭. আ–তোরা। ক, খ–বলি। ১৮. আ–এহি। ক, খ–শিতল। ১৯. আ–মোর। ক–তোরা। খ-এ পদ নেই। ২০. আ–এমত কন্ম করিও বাপু না বদিও জিবন। ক–গৃহীত পাঠ। খ–ঐ। ২১. খ-ষুনিঞা ছাৰ্ল্লাম করে বাঘ দুইজন। ২২. আ–ষুইল। ক–রহিল। খ–ঐ। ২৩. ক–জায়া। খ-শিতল মন্দির ঘরের দুয়ারে। ২৪. ক–এ পদ নেই। খ–লাথির প্রহারে কপাট ভাঙ্গিল তখন। ২৫. খ–রাজাক ধরিয়া লইল। ২৬. ক–রয়া। ২৭. খ–কালু চলিয়া আইল। ২৮. আ–এ পদ নেই। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ২৯. আ, খ–এ পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। ৩০. ক–সাহেব। খ–বড়খা। ৩১. ক–কান্দিয়া রাজা বোলে জোড় করে। খ–কান্দিয়া কালুকে বলে জোড় করে। ৩২. ক–গাজিকে লাগিয়া। খ–জোড় হাতে কহে রাজা প্রাণে ডরাইয়া। ৩৩. ক–সোলোদানে দিব চাম্পাবতিক বিয়া। খ–সত্য করিলাম আমি কন্যাকে দিব বিয়া। ৩৪. ক–আমার গুনা মাপ করিবা জামতার গোচরে। খ–এ পদ নেই। ৩৫. খ–এ পদ নেই। ৩৬. আ–পাচ করি। ক, খ–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ নেই। ৩৭. ক–জোড় হাতে বোলে। খ–এ পদ নেই। ৩৮. ক–রাজার গুণা সাহেব আপ দিবেন আমারে। খ–এ পদ নেই। ৩৯. খ-এ পদ নেই। ৪০. আ–ভাই। ক–হয়ে। খ–এ পদ নেই। ৪১. আ–কোর্দ্ধ। ক–ক্রোধ। খ–এ পদ নেই। ৪২. ক–মাথা তুলিল। ৪৩. ক–মহালার্জ পাইল। খ–এ পদ নেই। ৪৪. ক–বাঘ লয়া পরিগণ হাসিতে লাগিল। অতিরিক্ত পদ : এতদিনে রাজা ভাল সাস্তী হইল। ৪৫. ক–উপহাস্য। খ–এ পদ নেই।

হাসিয়া বসিল সব বাঘ পরিগণ।[১]
সর্বজনে বলে রাজা হও আগুয়ান ॥[২]
মিঞা গাযীর তরে তুমি করহ সালাম।[৩]
লাজে হেঁট মাথা গাযী না দেখে নঞানে ॥[৪]
মাথা হেঁটে রহে গাযী নাহি বলে বোল।[৫]
বাঘ আর পরিগণ হাসে খলখল ॥
হাসিয়া বাঘসবে গাযীর তরে কএ।[৬]
তোমার শ্বশুর হৈলে আমার কেবা হএ ॥
খানদৌড়া বেড়াভাঙ্গা টলকি মারি চাএ।
মাথা ধরিয়া রাজার মুখে চুম্ব খাএ ॥
নানা মায়া করে বাঘ বসি এক ঠাঞি।
রাজা বলে মউত কেনে না দিলা গোসাঞী ॥
দেখিয়া রাজার রোদন কালু দেওয়ানে।
গালে চড় মারিয়া খেদাএ বাঘগণে ॥
হস্তে ধরিয়া কালু রাজাকে লইল[৭]।
গাযী তাযিম করি পালঙ্গে বসাইল ॥
লাজে হেঁট মাথা গাযী না বলে বচন।
রাজা বলেন কথা কালু[৮] মিঞার সন ॥
শুন বাছা কালু[৯] মিঞা করি নিবেদন।
বারেক খালাস দেহ গোসাঞীর বন্ধন ॥
বাঘ সকলেক দেহ বিদাএ করিয়া।
চল মোর ঘরে[১০] অখন কন্যা দিব বিয়া ॥
কান্দিয়া গাযীক তবে রাজা[১১] লৈল কোলে।
কান্দিয়া কান্দিয়া রাজা গাযীর তরে বলে ॥[১২]
সাত পুত্রের কনিষ্ঠ[১৩] চম্পা প্রাণের নহন।
আউয়ালে আখেরে তোমাক[১৪] করিব সমর্পন ॥
পালিহ আমার কন্যা[১৫] আল্লার দিকে চায়া।
ধর্মের দিকে চায়া মোর চম্পাক করিহ দয়া ॥[১৬]
কান্দিয়া মটুক রাজা এতেক কহিল।
রাজার বচনে গাযীর দয়া উপজিল ॥[১৭]
কালুর তরে সাহেব গাযী হুকুম করিল।[১৮]
দক্ষিণ রাএর[১৯] বন্ধন কালু খারাস করিল ॥
দক্ষিণ রাএ উঠিয়া হুযুরে[২০] দাঁড়াইল।
হস্ত ধরিয়া কালু পালঙ্গে বসাইল ॥[২১]
দক্ষিণ রাএ বলে গাযীর পানে[২২] চায়া।
হুর পরী বাঘ দেহ বিদাএ করিয়া ॥
চল জায়া বিভা দিব চম্পা রূপসী।
আর মনে থাকে যদি হব নরক বাসী[২৩] ॥
এমত বলিল যদি বীর দক্ষিণ রাএ।
হুপরী বাঘ গাযী করিল বিদাএ ॥
[২৪]গাযী বলে বাঘ তোরা জাহত চলিয়া।
তোমার প্রাসাদে বাছা আমার হৈবে বিয়া ॥
বাঘগণে বলে সাহেব শুন মনদিয়া।
বিদাএ করিলে মোরা না দেখিব[২৫] বিয়া ॥
গাযী বলে বাছা তোরা জাহত কাননে।
দেখিবা আমার বিভা আল্লা যদি করে ॥
সোনা মুখে[২৬] পীর গাযী এমত কহিল।
সালাম করিয়া বাঘ বিদাএ হইল ॥
বিদাএ হয়া বাঘ সবে করিল গমন।
আপনার স্থানে জায়া দিয়া দরশন ॥
বিদাএ হইল সব হুর পরিগণে।
পালঙ্গ আর চান্দয়া গেল নিজস্থানে ॥
বাঘ আর পরি তারা আপন স্থানে[২৭] গেল।
গাযীক লইয়া রাজা আনন্দে চলিল ॥
আগে জাএ দক্ষিণ রাএ মটুক রাজা পাছে।
পশ্চাতে কালু জাএ মিঞা গাযীর মাঝে।
মালিকা দালানে তবে আইল সর্বজন।
বিচিত্র পালঙ্গে গাযীক করাইল বৈসন ॥
ভাণ্ডারি নফর যত আই কতুহলে।
কেহ পানি দেএ কেহ চরণ পাখালে[২৮] ॥
সাত পুত্র মটুক রাজার আইল তখন[২৯]।
গাযী আর কালু সঙ্গে প্রেম আলিঙ্গন ॥

১. ক–হাসিয়া বিকল জত বাঘ পরিগণ। খ–এ পদ নেই। ২. খ–এ পদ নেই। ৩. ক–সাহেব গাজি করেন করিবা সেলাম। খ–এ পদ নেই। ৪. ক, খ–এ পদ নেই। ৫. খ–এ পদ এবং পরবর্তী ১৭ পদ নেই। ৬. আ–এ পদ এবং পরবর্তী ৭ পদ নেই। এই ৮ পদ ক–পুঁথি থেকে গৃহীত। ৭. আ–বসাইল। ক–লইল। ৮. আ–মিঞা গাজির স্থান। ৯. আ–গাজি তুমি করি নিবেদন। ১০. ক–ঘরে কন্যাকে দিব বিয়া। ১১. ক, খ–কান্দিয়া রাজা গাজিক। ১২. খ–কান্দিয়া মটুক রাজা সাহব গাজিক বলে। ১৩. আ–কনষ্টে। ক–ছাট চাম্পা সকলের নহন। খ-ছোট চাম্পা প্রানের নহন। ১৪. আ–সম্পিব এখন। ক–গৃহীত পাঠ। খ–করিল সমপর্পন। ১৫. আ–বাছা আল্লার নাম লয়া। ক–আউয়াল আখেরে। খ-গৃহীত পাঠ। ১৬. ক–ধর্ম্মের দোহাই দিল রাজা সাহেব গাজির তরে। ১৭. খ-এ পদ নেই। ১৮. ক–কালুর তরে গাজি রাক্ষি ঠার দিল। খ–ঐ। ১৯. খ–রাএর তরে বন্ধন। ২০. আ–হাযুরে। ক, খ–দক্ষিণ রাএ আসিয়া সামনে দাড়াইল। ২১. ক–আদর করিয়া গাজি পালঙ্গে বসাইল। খ–হাত ধরি বিবেক পালঙ্গে বসাইল। ২২. আ–প্রানে। ক, খ–দক্ষিণ রাএ বোলে গাজি মুন মোন দিয়া। ২৩. অ-নর্ক বাসি। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ২৪. এর আগে আছে : ক–রচে মিরা হালু পয়ারের গতি। একবার বোল আল্লা খণ্ডুক দুর্গতি ॥ দিসা ঃ *ও সৈ চল জাই গাজিক দেখিবার। খ–রচে মিরা হালু পয়ারের গতি। আল্লা আল্লা বলভাই জাইবে দুর্গতি ॥ দিসা : গাজির ও গাজির রূপে ভুবন মজিল হে। এই পালায় ক, খ–পুঁথিতে আর কোন পদ নাই।* ২৫. আ–দেখিল। ২৬. আ–মুক্ষে। ২৭. আ–স্তানে। ২৮. আ–পাকালে। ২৯. আ–তখনে।

সকলে করিল গাযীর চরণ বন্ধন।
প্রেম কথা আলাপনে বসিল সর্বজন ॥
বাদশাই বিছানা করি গাযীকে বসাইল।
সুবর্ণ[১] চান্দয়া তবে শিরে টানাইল ॥
সুবর্ণ গির্দায়[২] গাযী হিলাইল গাও।
দুই দিকে পড়ে তার শ্বেত[৩] চামরের বাও ॥
আনন্দ হইয়া সবে নিশ্চিন্তে[৪] বসিল।
সেহি কালে মটুক রাজা[৫] কহিতে লাগিল ॥
রাজা বলে কহ কালু জামাতার তরে।
এক বছর রহুক ব্রাহ্মণ[৬] নগরে ॥
গোত্র পাত্র নফর গেলেন মরিয়া।
অশোচ[৭] হইল কন্যা কিমতে দিব বিয়া ॥
এমত বচন যদি কহিল রাজন।
জোড় হস্তে কহে কালু গাযী বিদ্যমান[৮] ॥
রাজার যতেক কথা গাযীক কহিল।
শুনিঞা সাহেব গাযী মহালজ্জা[৯] পাইল ॥
যোহরের[১০] নামাজ গাযী তখনে পড়িল।
অযীফা[১১] পড়িয়া গাযী আরয করিল ॥
দয়া করহ আহাদ রাখ[১২] পরয়ার।
রাজার[১৩] লস্করে প্রাণ দেহ[১৪] আরবার ॥
ব্যাকুল হইয়া[১৫] গাযী সঙরে নিরাঞ্জন।
ব্রাহ্মণ নগরে হএ নূর বরিষণ।
আল্লার করমে হৈল নূর বরিষণ।
যতেক লস্কর সব পাইল প্রাণদান ॥
গাও মোড়া দিয়া উঠে[১৬] গাযী গাযী বলে।
আল্লা আল্লা শব্দে[১৭] মহা গণ্ডগোল হৈলে ॥
সেনাগণ লয়া রাজার [আনন্দের] নাহি সীমা।
ধন্য ধন্য গাযী পীর তোমার মহিমা ॥
সার্থক[১৮] চাম্পা কন্যা হৈল মোর ঘরে।
গাযী হেন গুণনিধি স্বামী হৈল তারে ॥
রচে মিরা ছৈদ হালু পয়ারের গতি।
একবার বল আল্লা খণ্ডিবে দুর্গতি ॥
ইতি ২৫ পালা সমাপ্ত।

১. আ-সোবর্ণ্ন্য। ২. আ-গ্রিধাএ। ৩. আ-সেত। ৪. আ-নিচিত্যে। ৫. আ-রাজাক। ৬. আ-বাম্ভন। ৭. আ-অসন্ত। ৮. আ-বিদ্বমান। ৯. আ-মহালর্জ্জ্যা। ১০. আ-জহরের। ১১. আ-রজিফা। ১২. আ-আখ। ১৩. আ-আজার। ১৪. আ-দেহ আর। ১৫. আ-হইল। ১৬. আ-উটে। ১৭. আ-সব্দে। ১৮. সার্ত্তক।

পালা ২৬।

দিসা : গাযীর রূপে ভুবন কর্ল আলো।
অলির রূপে গাযীর রূপে ভুবন কর্ল আলো ॥[১]

পদ।

আল্লা আল্লা বল ভাই আল্লা আল্লা বল।[২]
দমকদম থাকিতে জানে আল্লার নাম [না] ভোল ॥[৩]
আনন্দের অবধি[৪] নাহি ব্রাহ্মণ নগরে।
রাজা প্রজা আনন্দিত[৫] প্রতি ঘরে ঘরে ॥
আইল সাহেব গাযী পড়িল ঘোষণা।
গাযীক দেখিতে চলে প্রজা[৬] যত জনা ॥
দেখিবার চলিলেক যতেক[৭] ব্রাহ্মণী।
গাযীর পাশে দক্ষিণ রাএ[৮] বসিল তখনি ॥
দেখিতে চলিল সবে[৯] কি নারী পুরুষ।
ব্রাহ্মণ সুজন[১০] চলে কেহত মুরুখ ॥
আন্দল[১১] সকল চলে লাঠি লয়ে করে।
কুলবতী নারী[১২] চলে কুল পরিহরে ॥
দেখিতে চলিল কেহ গর্ভবতী[১৩] নারী।
নিজ ছাওয়াল কেহ দূরে পরিহরি ॥[১৪]
বালকেক দুগ্ধ[১৫] দিতে কারো নাহি মোহ[১৬]।
কোন কোন যুবতী চলে হস্তে কাঁখে[১৭] পোহ ॥
সুবর্ণ জাঙ্গালে[১৮] চলে দিয়া বাহুনাড়া।
আঁখির পলকে ভাঙ্গে আশি খান পাড়া ॥[১৯]
কেহ চলে আগে আগে কেহ চলে পাছে।
সকলে দাঁড়ায় আসি গাযী মিঞার কাছে ॥
দরশন দিল সভে গাযী বিদ্যমানে[২০]।
সুবর্ণ পুতুলী[২১] তনু দেখিল নঞানে ॥
গাযীক দেখিল যদি এহি সব লোক।[২২]
বিসরিত হৈয় সব মনের যত শোক ॥[২৩]
গাযীর রূপে সভার হানিল মদন।
ধন্য ধন্য বলে যতেক[২৪] প্রজাগণ ॥
সোনার পুতলী গাযী চন্দ্রের সমান।[২৫]
গাযীক দেখিয়া সভার না ধরে পরান ॥[২৬]
সবে বলে মরি[২৭] মরি রূপের বালাই লয়া।
কোন বিধি নির্মাইছে[২৮] নিরলে বসিয়া ॥
সংসার জিনিঞা[২৯] দেখে রূপে গুণনিধি।
ভুবন মোহন রূপ দিয়াছেন[৩০] বিধি ॥
আমরা মরিয়া জাই রূপের[৩১] বলাই লয়া।
প্রাণ আইলাইল সই গাযীক দেখিয়া ॥[৩২]
যে বাড়িত আছিল[৩৩] সে বাড়ি হৈছে বন্ধ।
ব্রাহ্মণ নগর হৈছে পূর্ণিমার[৩৪] চান্দ ॥

১. খ–গাজির রূপে ও গাজির রূপে ভুবন মজিলহে। ক–ও সৈ চল জাই গাজি দেখিবার। ২. ক–এ পদ নেই। ৩. আ, খ–এ পদ নেই। খ–গৃহীত পাঠ। ৪. আ, ক, খ–অবদি। ৫. আ–আনন্দিত সব প্রতি ঘরে। ক, খ–রাজার প্রজা সবে আনন্দে ঘরে ঘরে। ৬. আ–প্রর্জ্জা। ক–প্রজা সর্ব্বজনা। ৭. আ–কুর্ল্বাত ব্রাহ্মণ। খ–সকল ব্রাহ্মণি। ক–গৃহীত পাঠ। ৮. আ–রাএ করিল বৈসন। ক–গৃহীত পাঠ। খ–সোনার পুতুলি তনু করে ঝলমলি। (অতিরিক্ত পদ)। গাজির পাশে দক্ষিণ করিল বৈসন। ব্রাহ্মণ সুজন আসি করিল আসন ॥ (অতিরিক্ত পদ)। ৯. আ–আর। ক–এ শব্দ নেই। খ–ঐ। ১০. আ–বৈস্টম ব্রাহ্মণ ' ক–ব্রাহ্মণ সকল। খ–ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ১১. আ–আন্দেলা। ক–আন্দলা। খ–আন্দল। ১২. আ–কন্যা। ক–নারি। খ-এ পদ নেই। ১৩. আ–গর্ব্ববতি। ক, খ–ঐ। ১৪. খ–এ পদ নেই। ১৫. আ–দুর্গ্ব। ক–ঐ। খ–এ পদ নেই। ১৬. আ, ক–মহ। ১৭. আ–কাকেত কলস। ক–পোহ। ১৮. আ–সোবর্ণ্ন্য। ক, খ–ঐ। আ–জাঙ্গাল দিয়া। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ১৯. আ–আখির নিমসে ভাঙ্গে আসি ২ পাড়া। ক–রাঙ্কের পর্ব্বকে ভাঙ্গী আইল সাইট সহস্র পাড়া। খ–আখির পলকে আইল সাত সত পাড়া। তিন পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ২০. আ–বিদ্বমানে। ক–ঐ। খ–ছামনে। ২১. আ–পুতুলি। ক–পুথলি জেন। খ–এ পদ নেই। ২২. ক–গাজিকে দেখি লোক কি বোলে বচন। খ-দেখিয়া গাজিকে লোক কি বলে বচন। ২৩. ক–সোবর্ণ্ন্য প্রতিমা তনু রূপ নিরক্ষন। খ–গাজিকে দেখিয়া লোকে হানিল মদন। ২৪. ক–জত। খ-এ পদ নেই। ২৫. ক–মহিমা পুরুস গাজী চন্দ্র সমান। খ–এ পদ নেই। ২৬. ক–গাজিকে লোক নাহি ধরে হিয়া। খ–গাজিকে দেখিয়া সবার নাহি ধরে হিয়া। ২৭. ক–মরি রূপের। ২৮. আ–নিম্মাছে বিরলে। ক–নির্ম্মাইছে নিরলে। খ–নির্ম্মাইলে নিরলে। ২৯. ক–জিনি দেখ। খ–জিনিঞা দেখ। ৩০. ক–দিয়াছে কোন বিধি। খ–গটিয়াছে বিধি। ৩১. আ–উপের। ক, খ–রূপের। ৩২. ক, খ–এ পদ নেই। ৩৩. ক–আছিল তাহার আনন্দ। খ–জাহার ঘরে আছিলা তাহার বড় আনন্দ। ৩৪. আ–পুণ্ন্যিমা। ক–আইল পুন্যীমার। খ–জেন পণ্ন্যিমার চন্দ্র।

সেহি নারী ভাগ্যবতী হইাক[১] লৈল কোলে।
জনম সফল[২] তার মাও করি বলে ॥
ত্রিভুবন[৩] জিনিঞা রূপ দেখিল নযরে।
এহার[৪] বাপ মাও কেমনে আছে ঘরে ॥
গাযীক দেখিয়া সবে হৈল মূরছিত[৫]।
আকাশের চন্দ্র যেন ভূমে প্রকাশিত ॥
কেহ কেহ দেখে কেহ দেখিতে না পাএ।
যে জন দেখে কেহ তার[৬] নঞান জুড়াএ ॥
দুই[৭] নঞানে গাযী যার পানে চাএ।
হাড়[৮] মাংস থুইয়া তার প্রাণ কাড়ি লএ ॥
যেন[৯] রাজার কন্য তেন গাযী গুণনিধি।
এক তনু দুই ভাগে নির্মাইছে[১০] বিধি ॥
ব্রাহ্মণী[১১] সকলে গাযীক দেখিল নযরে।
আপন আপন পতি নিন্দা সর্বজনে করে ॥[১২]
এক যুবতী বলে[১৩] শুন স্বামীর কথন।
শাক ডাইল ঘৃত[১৪] বিনে না করে ভোজন ॥[১৫]
যেদিন আমি আখড় ব্যঞ্জন রান্ধি।
মারে মোক পিড়ার বাড়ি কোণাএ বসে কান্দি ॥
আর যুবতী বলে সই স্বামী মোর নুলা।
অন্যের সোহাগী[১৬] স্বামী সেহি মোর জ্বালা[১৭] ॥
ঠারে ঠারে কহ কথা কর্ণ[১৮] পাতি শুনে।
রাত্রি[১৯] হৈলে নিদ্রা জাএ গরুর শয়নে[২০] ॥
আর যুবতী বলে সই স্বামী[২১] মোর কানা।
আইলে সোহাগ[২২] মোর স্বামী সেহি জনা ॥
ধনেতে দুঃখিত[২৩] নহে আমার পিয়ারা।
কোলে পিষ্ঠে থাকিতে সদাই হও হারা ॥
আর যুবতী বলে সই শুন দুস্ক ভাষা।
এহি ছিল মোর ভাগ্যে স্বামী মোর ঠসা[২৪] ॥

আটে দশে স্বামীর আগে কহ দুক্ষের কথা।
বুঝে বা না বুঝে সে সদাএ নাড়ে মাথা ॥
আর যুবতী বলে সই গোদা মোর পতি।
গোদের ঔষধ [সই] আমি পাব কতি ॥[২৫]
ভদ্র মাসেত যেমত[২৬] গাছে পাকা তাল।
গোদের তৈল[২৭] দিতে মোর কথা বিফলে গেল কাল ॥
আর যুবতী বলে সই মোর কথা বুঝ।
অভাগিনীর পতি মোর পৃষ্ঠে[২৮] বড় কুজ ॥
আশে পাশে শুইয়া[২৯] থাকে চিত হৈতে নারে।
আড়াই হাত গাও থাকে বিছানা উগরে ॥[৩০]
এহি মতে নারী সবে আপনা আপনি।[৩১]
স্বামী[৩২] নিন্দা করে সবে নানান বাচনি[৩৩] ॥
এহি সব যুবতী এক বুড়িক না লএ কাছে।[৩৪]
বুড়ী বলে তৈলে [মোর] চুল পাকিয়াছে ॥[৩৫]
সকল রাইও মাঝে[৩৬] বুড়ীক পাইল রসে।
কাঁচা হলিদ্রা তৈল বুকে মুখে[৩৭] ঘসে ॥
বিভোর হইল বুড়ি রাইগণের মাঝে।[৩৮]
রাইগণের মাঝে বুড়ি কাঁকাল ধরি নাচে ॥[৩৯]
সুন্দর নাতিন এক মোর[৪০] ঘরে আছে।
হেন বরেক বিয়া দিয়া থোঙ মোর কাছে ॥[৪১]
রাইগণের আড়ে থাকি[৪২] চম্পার জননী।
দেখিল জামাতা যেন চন্দ্র চূড়ামণি ॥[৪৩]
আনন্দের সীমা[৪৪] নাই লীলা মাধাই।
রাইগণ লয়া গেল চম্পাবতীর ঠাঁই ॥
সবে বলে চম্পাবতীর[৪৫] স্বামী হৈল ভাল।
ভুবন মোহন রূপ[৪৬] করিয়াছে আলো ॥
পাদ্য অর্ঘ্য[৪৭] দিল লীলা সিন্দুর চন্দন।
বিদাএ হইয়া ঘরে গেল রাইগণ ॥

১. আ–য়েনাক লইছে। ক-ইক লইল। খ–তোমাক লয়। ২. আ–সাফল। ক–সাফল তার মাও মাও বোলে। খ–ঐ। ৩. খ–সংসার। ৪. আ–এনার। ক–এহার। খ–ইহার। ৫. ক–মহিত। ৬. ক–জেদিকে চাএ তাহার। খ–জাহার দিকে চায় তাহার প্রান উড়ি জাএ। ৭. আ–দ্বতিয়া নয়ানে। ক–দ্বতিয়া নআননে। খ-দুই নঞানে। ৮. খ–অস্তি। ৯. ক–জেমন। খ–জেমত রাজকন্যা তেমন। ১০. আ–নির্ম্মাইছে। ক, খ–ঐ। ১১. আ–ব্রাহ্মণ। ক–গৃহীত পাঠ। খ-এ পদ নেই। ১২. খ–আপন আন পতিকে সকলে নিন্দা করে। ১৩. ক–বোলে মোর সাঁমী দরসন। খ–এ পদ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী ৩৩ পদ নেই। ১৪. ক–এ পদ ও পরবর্তী ১৪ পদ নেই। ১৫. আ–সাগ ডাইল ঘ্রির্ত্য। ১৬. আ–সোয়াগি স্বোমি। ১৭. আ–জ্বালা। ১৮. আ–কর্ণ্ন্য। ১৯. আ–আত্রি। ২০. আ–সইয়নে। ২১. আ–স্বোমি। ২২. আ–সোয়াগ। ২৩. আ–দুক্ষিত। ২৪. আ–টসা। ২৫. আ–খোয়াজের ক্রিপাএ সদাই পাই পতি। ক–গোধের ঐসদ আমি পাব কতি। ২৬. আ-সই। ক-যেমন। ২৭. আ-তৈর্ব্ব্য। ক-তৈল্য দিতে মোর জাএ সর্ব্বকাল। ২৮. আ, ক-প্রিস্টে। ২৯. আ–ষুয়া। ক–আসে পাসে থাকে চীত রইতে। ৩০. আ–আড়াই হাতের পান মাজিয়ার ভিতরে। ৩১. আ–এ পদ এবং পরবর্তী পদ নেই। ৩২. ক–সামী। ৩৩. ক–বাছলি। ৩৪. আ–আইয়র মিসানে বুড়ি নানা কাছ কাছে। ক–গৃহীত পাঠ। ৩৫. আ–পাক তৈল্য দিয়া মোর চুল পাকি আছে। ক–গৃহীত পাঠ। ৩৬. আ–সকল আইয় থাকিতে বুড়িক পাইল রেসে। ক–সকল আইয় মাঝে বুড়ি গেল রোসে। দুই পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। ৩৭. আ–মুক্ষে। ক–বুড়ির মুখে ঘোসে। ৩৮. ক-বেভরম হইল বুড়ি সকলের মাঝে। ৩৯. ক-সকল রাইয় বুড়ি কাকালি ধরিয়া নাচে। ৪০. ক-রূপের নাগরি আমার। ৪১. ক-মালসাট দেয়ে বুড়ি সকল রাইয় কাছে। ৪২. আ-আইর আড়ে লয়া। ক-গৃহীত পাঠ। খ-রাও গণের আড়ে থাকি দেখে। ৪৩. খ–দেখিল জামাতাক...মনি। (পাঠ খণ্ডিত)। ৪৪. খ–অবধি। ৪৫. আ-রাজকর্ন্যার। ক-ঐ। খ-চাম্পাবতির। ৪৬. আ–বেসে ঘরে হইল আলো। ৪৭. আ–অগ্র। ক-সকলের তরে দিল সেন্দুর চন্দন।

এহি মত প্রকারে দিন চলি গেল।
খাইবার তাম পনি[১] আন্দরে পাকাইল ॥
তাম আনি দিল তবে গাযী বিদ্যমানে[২]।
তাম খায়া দুই ভাই শুইল[৩] দালানে ॥
রচে মিরা হালু এহি[৪] দিলেত ভাবিয়া।
বল ভাই আল্লার নাম বদন ভরিয়া ॥[৫]

দিসা : বল সে মরি মরি।
রূপের বালাই লয়া মরি ॥[৬]

পদ।

বল ভাই আল্লার নাম নবী[৭] কর সার।
হক্কের হামিক আল্লা পরয়ারদিগার ॥[৮]
রাত্রি পোহাইল যদি[৯] হইল প্রভাত।
বিহানে বসিল সবে রাজার[১০] সাক্ষাত ॥
লিখন করিয়া রাজা পাঠাইল পাতি[১১]।
দেশে দেশে হৈতে আইল কুটুম্ব জ্ঞাতি[১২] ॥
কালুর স্থানে কহে রাজা বিভার[১৩] বিবরণ।
শরা বিভা হবে কালু বলিল বচন ॥[১৪]
কান্তাপুর হৈতে আনে[১৫] কাযী আর মোল্লা।
তাহার সাথে আইল মুসলমান[১৬] কত জনা ॥
গাযীর দালানে তার বাসা করি দিল।[১৭]
সকল ব্রাহ্মণ এক দালানে রহিল[১৮] ॥
যার যে খাইবার দ্রব্য[১৯] তাহাকে জোগাএ।
বাজিনা[২০] সকলেক বোলায়া আনাএ ॥
নানা রঙ্গেতে রাজাএ নহবত[২১] বাজনি।
ভেউড় করণাল বাজে আর নাগ ফেনি ॥[২২]
বাজানে কুউল হেল ব্রাহ্মণ নগর।
আনন্দের অবধি[২৩] নাহি প্রতি ঘরে ঘর ॥
খায়া দায়া সেহি[২৪] দিন রহিল সর্বজনে।
আড়াই প্রহর রাত্রি হইল গগনে[২৫] ॥
বাও রূপে সাহেব গাযী করিল গমন।
ত্রিপিনী গঙ্গার কূলে[২৬] দিল দরশন ॥
গঙ্গার তীরেত তবে[২৭] সাহেব গাযী আইল।
গঙ্গামাসী বলি[২৮] গাযী ডাকিতে লাগিল ॥
সেহিদিন আছিল গঙ্গা[২৯] দুর্গার বাসরে।
গাযীর বিভার দ্রব্য[৩০] লইবার খাতিরে ॥
সাতলক্ষ টাকা লৈল দূতের মাথাত দিয়া।[৩১]
দুই সতীনের অলঙ্কার লইল খুলিয়া ॥[৩২]
সুবর্ণ বাটাত করি নিল অলঙ্কার।[৩৩]
ভাসিয়া উঠিল গঙ্গা[৩৪] গাযী বরাবর ॥
চাম্পার অলঙ্কার গঙ্গা গাযীক আনি দিল।[৩৫]
দূতে[৩৬] মাথাএ ধন দিয়া বিদাএ করিল ॥
[৩৭]অলঙ্কার বাটা লয়া গাযীর গমন।[৩৮]
দালানে আসিয়া গাযী[৩৯] দিল দরশন ॥
[৪০]আনন্দে সাহেব গাযী পালঙ্গে বসিল।
চারি প্রহর রাত্রি এহি রূপে গেল ॥
প্রভাতে উঠিয়া রাজা দেখিলেন ধন।

১. ক-এ শব্দ নেই। খ-তবে। ২. আ, ক, খ-বির্দ্বমানে। ৩. আ-ষুইল দলানে। ক-বসিলা দলানে। খ-ষুইল দালানে। ৪. ক, খ-এ শব্দ নেই। ৫. ক, খ-আল্লা আল্লা বোল ভাই বদন ভরিয়া। ৬. আ-পয়ার : দিসা : আজ বড় আনন্দ হৈল গাজীর রূপ দেখিয়া। য়নির রূপ দেখিয়া। খ-কোন দিসা ইত্যাদি নেই। ৭. আ-নিধনি। খ-নবি। ক-এ পদ এবং পরবর্তী পদ নেই। ৮. আ-হকেকর হাকিম পাক পরবদিগার। ৯. ক-রাত্রি চলিয়া গের। খ-রাত্রি পোহাইল। ১০. খ-গাজির। ১১. আ-পতি। ক, খ-পাতি। ১২. আ-ঙ্গ্যাতি। ক-সকল জ্ঞাতি। খ-সকল জাতি। ১৩. ক-বিহা কেমন। খ-বিয়া কেমন। ১৪. আ-বোভার সরাহ কালু বোলহ বচন। ক-বিহার সাস্ত্রে কালু বলিল বচন। খ-সরা বিয়া হবে কালু বলিল বচন। ১৫. আ-আনএ কাজি মোর্ল্যা। ক-আনাএ কাজি আর মৌর্ল্ব্যা। খ-আনিল কাজি আর মৌর্ল্ব্যা। ১৬. ক-পদার্ত্তী সর্ব্বজনা। ১৭. ক-এ পদ এবং পরবর্তী ৮ পদ নেই। খ-দালানেত তবে বাসা করি দিল। ১৮. আ-বসিল। খ-রহিল। ১৯. খ-জাহার জুগ্য দ্রব্য। ২০. আ-রাজসেনা। খ-বাজিনা সকলেক বাসা দিল তথাএ। ২১. আ-নবদ। খ-এ পদ নেই। ২২. খ-এ পদ ও পরবর্তী পদ নেই। ২৩. আ-অবদি। ২৪. আ-সিহদিন। খ-সেরাত্রি। ২৫. ক, খ-তখন। ২৬. ক-ত্রিপীনি সাগরের কুলে। খ-ত্রিপিনি সাগরের তীরে। ২৭. আ-গঙ্গার কুলেত তবে। ক-সগারের কুলে। ক-গঙ্গার ত্রিরে। ২৮. আ-করি গাজী। ক-বলি ডাকিতে লাগিল। খ--বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ২৯. আ-দুর্গ্গী গঙ্গার। ক-সেদিন আসিছে গঙ্গার দুর্গার বাসরে। ক-সেহি দিন গিয়াছিল গঙ্গা দুর্গার বাসরে। ৩০. আ-দর্ব্ব। ক-দর্ব্য লইবারে। খ-দর্ব্ব আনিবারে। ৩১. আ-সাত লৈক্ষ টাকা দুর্ত্তের মাথাএ দিয়া। ক-সাত লক্ষী টাকা লইল দুতের মাথাত তুলিয়া। খ-সাত লক্ষ্য টাকা লইল দুর্তের মাথে দিয়া। ৩২. আ-চাম্পার অলঙ্খার লইল তথাত গিয়া। ক-দুই সওতিনের অলঙ্কার লইল খুলিয়া। খ-ঐ। ৩৩. আ-এ পদ এবং পরবর্তী ২ পদ নেই। ক-সোবর্ন্ন্য বাটাতে করি রত্নন অলঙ্খার। খ-সোবর্ণ্ন্য বাটা করি নিল অলঙ্খার। ৩৪. ক-সবে। খ-গঙ্গা গাজীর সাক্ষাত। ৩৫. খ-গঙ্গা আর পর্দ্দা আনি অলঙ্খার দিল। ৩৬. আ-দুর্ত্তের। ক-দুতের। খ-সাত লক্ষ ধন দিয়া বিদাএ করিল। ৩৭. এর আগে আ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : পান খাইতে বাটা গাজীর হস্তে দিল। ৩৮. আ-অথা হইতে সাহেব গাজী করিল গমন। ক-গৃহীত পাঠ। খ-অবিলম্বে টাকা লইয়া করিল গমন। ৩৯. ক-আরবার দালানে। খ-আরবার দালানে আসি। ৪০. এর আগ আ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : সাত লক্ষ টাকা থুইয়া দুর্ত্তের গমন। গঙ্গা দুর্গ্গী কাছে জায়া দিল দরসন।

কালুকে ডাকিয়া বলে ধন কি কারণ ॥[১]
অনেক আছে ধন সাহেব গাযীর পাএ ।[২]
ধন লয়া বিভা হবে ইহা উচিত নএ ॥[৩]
গাযীর হুযুরে[৪] তবে রাজার কহে কথা ।
লাজ পায়া সাহেব গাযী[৫] হেঁট করে মাথা ॥
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণেক রাজা লুটাইল ধন ।[৬]
কেবল লইল রাজা গঙ্গার অভরণ ।[৭]
আনন্দিত হৈল রাজা[৮] দণ্ডের মদন ।
কালুকে ডাকিয়া রাজা কি বলে বচন ॥[৯]
কালু বলে শুন রাজা আমার বচন ।[১০]
রবিবার দিন কর বিভার লগন ॥[১১]
[১২]রবিবার দিন তবে মাড়য়া গাড়িল ।[১৩]
সোমবারের দিন তার হলিদ্রা ছোয়াইল ॥
রচে মিরা ছৈওদ হালু গাযীর কিঙ্করে[১৪] ।
একবার বল আল্লা গাযীর খাতিরে ॥

দিসা : কলিয়া মেঘ বয়ে কৈল অন্ধকার ।[১৫]

পদ ।

বল ভাই আল্লার নাম[১৬] বারে এহিবার ।
মনুষ্য দুর্লভ জনম[১৭] না হইবে আর ॥
পূর্বে গাযীর সঙ্গে পবনের ছিল বাদ ।[১৮]
বিভার রাত্রে পবন[১৯] করিল প্রমাদ ॥
ছাড়িয়া কোণেতে দেওয়া আরম্ভিল[২০] ।
পৃথি বেড়িয়া তবে অন্ধকার হৈল ॥[২১]
অন্ধকার করিল দেওয়া[২২] সেহি সে কারণ ।
বহিতে লাগিল তবে ঊনপঞ্চাশ পবন ॥[২৩]
ঝড় বৃষ্টি মেঘ বৃষ্টি হএ প্রতিদিন ।[২৪]
দিবা রাত্রি কিছু তার নাহি পাএ চিন ॥
বিসরিত হৈল সব পবনের ডরে ।
আছুক বিভার কাজ্য বাহির হৈতে নারে ॥[২৫]
রাজা বলে কহ কালু[২৬] জামাতার তরে ।
না হএ বিভার কর্ম কি উপাএ হবে ॥[২৭]
রাজা স্থানে শুনি কালু গাযী স্থানে কৈল ।[২৮]
মহা ক্রোধ করি[২৯] গাযী বাহির হইল ॥
আল্লা নবী বলি গাযী যিকির ছাড়িল ।
আশে পাতালে গাযীর একি[৩০] দম হৈল ॥
দুই চক্ষু জ্বলে[৩১] গাযীর সূর্যের[৩২] সমান ।
আসার বাড়ি দিয়া মেঘ করে দুইখান ॥
পলাইল পবন ঘুচিল অন্ধকার ।
ব্রাহ্মণ নগরে লোক হৈল চমৎকার ॥
পবন খেদায়া গাযী ছাড়িল জিগির ।
হুঙ্কারে হৈল গাযীর পূর্ব শরীর ॥
রাজা বলে সার্থক[৩৩] জনম আমার ।
মহাপীর[৩৪] জামাতা মোর ত্রিভুবনের সার ॥
সালাম[৩৫] করিল গাযীক সকল ব্রাহ্মণ ।
জাতিকুল নাহি বুঝে করে আচরণ ॥
যতেক ব্রাহ্মণী চম্পাক ধন্য ধন্য বলে ।
আরাধনে হেন সাহেব মিলিছে কপালে ॥
আরবার রবিবার মাড়য়া গাড়িল ।
সোমবারের দিন হলিদ্রে ছোঁয়াইল ॥
মঙ্গল বারের দিন খার ছোঁয়াইল ।
নাপিত আনিঞা গাযীক হাজামত করাইল[৩৬] ॥
হাতে পাএ মেন্দি দিয়া[৩৭] গোসল করাইল ।
বৈরাতি[৩৮] কাপড় মিঞাক পরাইতে লাগিল ॥

১. ক–কালুর তরে রাজা কি বোলে বচন। ২. আ–অনেক ধন আছে মোর গাজী জিন্দা পাএ। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ৩. ক–ধন লয়া হবে কার্য্যা ইহা কিযু আএ। খ–ধন লয়া বিভা দিব ইহা কি উচিত হয়। ৪. আ-গাজী হাযুরে। ক-গাজী হুযুর রাজা কহে কথা। খ–গাজীর ছামনে। ৫. আ–লজ্জ্যায়ে লজ্জিত। খ–লাজে সাহেব গাজী। ক–গৃহীত পাঠ। ৬. আ–ভাট বেদ বস্টম ভিঙ্গক ব্রাহ্মন। সকলে হাতে রাজা লুটাইল ধন। খ–ভাট ভিক্ষুক দিয়া লুটাইল ধন। ক–গৃহীত পাঠ। ৭. আ–কেবল লইল গঙ্গা দুর্গার অভরণ। খ–কেবল লইল গাজী গঙ্গার অভরণ। ক–গৃহীত পাঠ। ৮. আ–আনন্দ পুল্যকিত রাজা। খ-আনন্দ হৈল রাজা। ক–ঐ। ৯. আ–এ পদ এবং পরবর্তী ২ পদ নেই। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ১০. ক, খ–গৃহীত পাঠ। ১১. খ–লিখন। ১২. এর আগে ক-পুথিতে আছে : কালি বিভার দিন গাজির খনগার। সেহিকালে কথা মেঘে করিল অন্ধকার ॥ ১৩. ক, খ–এই পদ এবং পরবর্তী ৩ পদ নেই। ১৪. আ–কিনকরে। ১৫. ক, খ–'দিসা' নেই। আ–পুঁথি থেকে গৃহীত। ১৬. খ–নাম নবি কর সার। ক-এ পদ নেই। ১৭. আ–মনুস দুলব জর্ম। খ–গৃহীত পাঠ। ক–এ পদ নেই। ১৮. ক–পুর্ব্বে গাজীর সোনে পবান ছিল বাদ। ১৯. আ–পবনে ডালিল প্রমদ। ক–ডাকিল প্রমাদ। খ–পবন করিল প্রস্বাদ। ২০. আ-আড়াম্ভিত। খ-হড়কিল। ক–গৃহীত পাঠ। ২১. আ–ঘোর অন্ধকার তবে হইল প্রিবিত। খ-প্রিথিবি কাপায়া জেন গগনে সাজিল। ক–গৃহীত পাঠ। ২২. আ–দেও। ক–অনথ। খ–অন্ধকার লরিপকবন। করিল পবন সেহিকালে। ২৩. ক–ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার হইল ত্রিভুবন। খ–ঝড় ব্রিষ্টি হইল অন্ধকার এ তিন ভুবন। ২৪. ক, খ-এ পদ এবং পরবর্তী পদ নেই। পরিবর্তে আছে : ক–পত্রদিন সকল লেক আইল দেখিবারে। ২৫. খ–আট করিভার কাজ বারাইতে নাহি পারে। ২৬. ক–কালু জামাতারে। ২৭. ক–না হইল বিভা পবনের ভরে। ২৮. ক–এ পদ এবং পরবর্তী ১৮ পদ নেই। ২৯. খ–হয়া গাজী ঘরের বাহির হইল। ৩০. খ–এক খরদ হইল। ৩১. আ–জলে। ৩২. আ–ষুর্জ্জ্যের। ৩৩. আ–সার্তক। ৩৪. আ–মোহাফীর। ৩৫. আ–ছার্ল্বাম। ৩৬. ক–বানাইল। খ–এ পদ এবং পরবর্তী ১৫ পদ নেই। ৩৭. ক–দিআ। খ–এ। ৩৮. খ–বিরাতে।

শিরে দস্তার বান্ধে চারি চন্দ্র দোলে ।[১]
সুবর্ণ পতুকা গাযী বান্ধিল কমরে[২] ॥
বিচিত্র পামার শাল গাএত ঢালিল ।[৩]
কনক[৪] দর্পন মিঞা হস্তে করি নিল ॥[৫]
[৬]ঘোড়া সাজাইতে গাযী হুকুম করিল ॥[৭]
রাজার তুরকী ঘোড়া করে হিন হিন[৮] ।
তাহার উপর দিল সুবর্ণের জিন[৯] ॥
ঘাগার চৌরশি দিয়া ঘোড়া কৈল সাজ ।
দুইদিকে[১০] গাঁথিয়া দিল সুবর্ণের জাদ ॥
কপালে কলিকা দিল মাণিকের তারা ।
হীরা নালে গাঁথিল গজমতি হারা ॥
বসান কিঙ্কিনি দিয়া বান্ধিল নেঙ্গুড়[১১] ।
হীরা নালে বান্ধিল ঘোড়ার চারি খুর ॥
সাজাইল ঘোড়া যেন গুঞ্জরে ভমর ।
মাথাতে[১২] বান্ধিয়া দিল হাড়িয়া চামর ॥
বাজন নূপুর[১৩] দিল ঘোড়ার চারি পাএ ।
সাহেব গাযীর আগে[১৪] নাচিয়া বেড়াএ ॥
বিসমিল্লা[১৫] বলি গাযী হইল সোওয়ার[১৬] ।
কালু চড়িল আর এক ঘোড়া পর ॥
চারিদিকে বোড় লোক চরে[১৭] সারি সারি ।
শতে শতে চলে আগে ফুলের কেয়ারি ॥
গণা নাহি জাএ মশাল সারি সারি ।
সুবেশ করিয়া নাচে যত বিদ্যাধরি ॥[১৮]
পৃথি গণ্ডগোল হৈল লোকের কলকলি ।[১৯]
তের কাহন বরকন্দাজ বার কাহন ঢালী ॥
নও কাহন রাএবাঁশী[২০] দশ কাহন ধানুকী ।
শতে শতে লোক চলে মাথে ফুলের চকি ॥[২১]
এক হাযার ঘোড়া চলে সাত হাযার হাতি ।[২২]
উট গাড়ি চলে তার নাহি অব্যাহতি[২৩] ॥
[২৪]নানান বাজন বাজে[২৫] ঢাক ঢোল কাড়া ।
জোড়ে[২৬] হস্তী চলে বেজোড়ে চলে ঘোড়া ॥[২৭]
সহর বাযার দিয়া গস্ত ফিরি জাএ ।[২৮]
দুই দিগে সহরের লোক হিলকি দিয়া চাএ ॥[২৯]
গস্ত করিয়া সবে রাজবাড়ি আইল ।[৩০]
চান্দয়া টানায়া গাযীক বসাইল ॥[৩১]
মুসলমান কাযী[৩২] আসি সামনে বসিল ।
বাবুল্লা[৩৩] নামে মোল্লা (বিভা) পড়াতে লাগিল ॥
চম্পাবতীর সাত ভাই[৩৪] ইসাদ রাখিল ।
উকীল বসায়া মিঞার আক্ত পড়াইল ॥[৩৫]
আক্ত পাড়ায়া মোল্লা মোহর বান্ধিল ।[৩৬]
পান শিরনি সরবত বিবরতিয়া দিল ॥[৩৭]
[৩৮]একভিতে বসিল যতেক ব্রাহ্মণ ।
আপন মতে পান সরবত খাইল সর্বজন ॥[৩৯]
কন্যা সিঙ্গারিতে রাজা[৪০] হুকুম করিল ।
লীলা মাধাই ব্রাহ্মণী সব[৪১] কান্দিতে লাগিল ॥

দিসা : ও বাছা চান্দবদন রূপ
না দেখিলে মরি হে ॥[৪২]

পদ ।

যোগ ধ্যান লীলা মাধাই অনেক করিল ।[৪৩]
কান্দিয়া চম্পাবতীক সিঙ্গার করাইল ॥[৪৪]
আওলাইল মাথার কেশ পড়িল ধরণী ।
চন্দনের গাছে যেন বেড়িল[৪৫] নাগিনী ॥

১. ক–সোবর্ণ্ন্য দিস্থার বান্ধে জেন চন্দ্র দোলে। খ–সোবর্ন্ন্য দিস্তার বান্ধে চাইর চন্দ্র দোলে। ২. –কোমর বান্ধি গাজী আল্লা আল্লা বোলে। সোবর্ণ্ন্য পটুকা দিয়া কমর বান্ধিল। খ–ঐ। ৩. ক–ডালিল। আ–উড়াইল। খ–এ পদ নেই। ৪. আ–নেউজ। ক–কনক। ৫. আ–এ পদ নেই। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ৬. এর আগে আ–পুঁথির অতিরিক্ত পদ : কমর বান্ধিল সবে বসিল সভাএ। ৭. আ–ঘোড়া সাজ করিতে বিকার দার জাএ। ক–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ এবং পরবর্তী ৩৮ পদ নেই। ৮. ক–ঘিনঘিন। ৯. আ–বান্ধিল সোবর্ণ্ন্যের জিন। ক–তুলিয়া বান্ধে সোবর্ণ্ন্যের জিন। ১০. ক–দুই করে। ১১. ক–নাঙ্গুড়। ১২. ক–পলাতে। ১৩. আ–নফুর। ক–নপুর। ১৪. আ–আগে ঘোড়া। ১৫. আ–বিছমিল্যা। ক–বিছমির্ব্ব্যা। ১৬. আ–সোয়ার। ক–সোওার। ১৭. আ–চলে কুর্ব্বাত লস্কর। ১৮. আ–মুবেস করিয়া নাছে জতো বির্দ্দধরি। ১৯. ক–এ পদ নেই। ক–ঐ। ২০. ক–রায়ে, বাস দস কাহন হাতি। আ–রাএ বাসী দস কাহন ধনুকি। ২১. ক–এক হাজার ঘোড়াতে সোওার সেনাপতি। ২২. ক–এ পদ নেই। ২৩. আ–বরাহতি। ক–অব্যাহতি। ২৪. এর আগে ক–পুঁথির অতিরিক্ত পদ : সোল সও রাজ মারাজে আর পদার্ত্তী। ২৫. ক–বাজে আর বাজে কাড়া। ২৬. ক–ভেউর ক্রনাল বাজে আর বাজে সিঙ্গা। ২৭. ক–সকল সহর গাজি গস্তফিরি আইল। ২৮. ক–দুই দিগে লোক সব দেখিতে লাগিল। ২৯. ক–গস্ত ফিরি সবে রাজার বাড়িত আইল। ৩০. ক–চান্দ্র আর তলে সাহেব গাজীক বসাইল। ৩১. ক–ছিলমান গাজী। ৩২. ক–আর্ব্ব নামে। ৩৩. ক–নও ভাই সাইদ ডাকীল। ৩৪. ক–মহর বান্ধীল নিকা আক্ত পড়াইল। ৩৫. ক–এ পদ নেই। ৩৬. ক–পান সরবত সবে বিবরতিয়া খাইল। আ–পান সিন্যি সরপত বিবরতিয়া দিল। ৩৭. এর আগে ক–পুথির অতিরিক্ত পদ : কাজী মোর্ল্লা এক ঠাঞি বসিল। ৩৮. আ-এ পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। ৩৯. ক–কন্যা সিঙ্গারাইতে। খ–কন্যাকে সাজাইতে রাজা তথনে কহিল। ৪০. ক–সতেক। খ–এ পদ নেই। ৪১. ক–পুঁথি থেকে গৃহীত। আ, খ–নেই। ৪২, ৪৩. ক, খ–এ দুই পদ নেই। ৪৪. খ–বেড়িছি।

তৈলে মাঞ্জিয়া কেশ[১] বান্ধিল খোপা ভার।
গগণে হইল যেন মেঘ অন্ধকার ॥
সুবর্ণ[২] কাকই দিয়া আচড়িল চুল।
মল্লিকা মাধবী লতা[৩] গাঁথে নানা ফুল ॥
কানড়া[৪] জিনিঞা যে খোঁপার কর্ল সাজ।
খোঁপাএ গাঁথিয়া দিল সুবর্ণের জাদ[৫] ॥
সুবর্ণের জাদ দিল[৬] মানিকের থোপা।
স্থানে স্থানে দিল তাতে সুবর্ণের ঝোপা[৭] ॥
গলাএ তুলিয়া দিল[৮] হার শতেশ্বরী।
কর্ণেতে পরাএ পাত হেম রত্ন বালি ॥
সুবর্ণ সেতিপাটি[৯] মাণিকের ছাটা।
নামা কর্ণে[১০] পরিল সুবর্ণ[১১] চাকি ভেটা ॥
হাঁসুলী মাদুলী পরে গলে[১২] শোভে হার।
দুই বাহে[১৩] পরিল সুবর্ণ দুই তাড় ॥
বাযুবন্ধ পরে তার ঝলমল মণি[১৪]।
তাহার পাছে পরে অঙ্গুলে[১৫] অঙ্গুরী ॥
বিভাস[১৬] উঝটি পরে অতি বড় রঙ্গ।
মোহন মালা পরে[১৭] দোলে কুচের সঙ্গ ॥
ভুবন মোহন কন্যা পরম সুন্দরী।
দুই হাতে পরিল সুবর্ণের চুড়ি ॥
গজ মাণিক পরে মৃণাল বাহুলতা।[১৮]
সুবর্ণ কঙ্কণ তাতে পরিল[১৯] বিবি চাম্পা ॥
সুবর্ণ বাঁক পাও পাতা সুবর্ণ নূপুর।[২০]
পাএত পরিলা কন্যা চলন মধুর ॥[২১]
শিশেত সিন্দুর পরে অরুণ[২২] বরণ।
ফুঠিল তিমিরে যেন রবির কিরণ[২৩] ॥

চন্দনের বিন্দু দিল নঞানের[২৪] কোণে।
চন্দ্রমা উদএ যেন গগন মণ্ডলে[২৫] ॥
দুই চক্ষে পরিল কাজলের রেখ[২৬]।
বেকত খঞ্জন পক্ষী যেন পরতেক ॥
দন্তের বরণে[২৭] যেন গুঞ্জরে ভমর।
বাছিয়া পরিল শাড়ি মেঘডুম্বর ॥
রত্নের[২৮] বেসর নাকে ঝলমল করে।
চম্পার বরণে যেন মুনি মন হরে[২৯] ॥
মোহ লাগিল[৩০] যতেক আছিল ব্রাহ্মণী।
চৈতন্য করাইল সভার মুখে দিয়া পানি ॥
সিঙ্গারের কথা হৈল সভা বিদ্যমানে।[৩১]
মহলে চলিল সবে গাযীক লয়া সনে ॥[৩২]
রত্ন মন্দিরে লয়া গেল গাযীর তরে।[৩৩]
চম্পার দুই ভাই জায়া কাণ্ডার ধরে ॥
দ্বারে রহিয়া মোল্লা যুলুয়া দেএ।[৩৪]
গাযীর রূপে ব্রাহ্মণী সব মোহ জাএ[৩৫] ॥
যেমত চম্পা তেমন গাযী গুণ নিধি ॥[৩৬]
এক তনু দুই ভাগে নির্মাইল[৩৭] বিধি ॥
যুলুয়া নিবিড়িল[৩৮] বসিল সভাএ।
চারি চক্ষে মিলন হয়া গেড় য়া[৩৯] খেলাএ ॥
ক্ষীর কাঞ্জি দুগ্ধ পান্তা করিল ভক্ষণ।[৪০]
অঙ্গুরী দিয়া রাজা কৈল[৪১] বরের বরণ ॥
সুবর্ণ[৪২] পালঙ্গ দিল সুবর্ণ বালিশ।
সুবর্ণ বিছানা দিল মোহর চালিশ ॥
সুবর্ণ থাল লোটা ঝারি[৪৩] আভরণ।
নানা ধন দিয়া করে বরের বরণ[৪৪] ॥

১. খ–তৈল মাখিয়া তবে। ২. আ, ক, খ–সোবর্ণ্ন্য। ৩. আ–মালা। ক–লতা পাতিল। খ–মনি মাদব জতো গাতে দিল ফুল। ৪. আ–কামরূপ। ক–কানড়া জিনিঞা খোপার সাজন কবে। খ–কান নড়া জিনিঞা খোপার সাজ করে। ৫. খ–জাহাদ। ৬. আ–রর্ত্ন মানিকের। খ–রত্ন জাহাদ মণি মুক্তা মানিকে ঝোপা। ক–রত্ন জাদ মনি মানিকে কৈল ঝাপা। ৭. আ–চাপা। ক–স্থানে২ দিল সোবর্ণ্ন্যের চিত্র পরে মানিকের ছটা। খ–মানিকের ঝোপা। ৮. আ–পৈরে। ক–এ পদ নেই। খ–গলাতে পরিল সোবর্ণ্ন্য হাসুলি। ৯. আ–কাচলি। খ–সেতিপাটি। ক–এ পদ নেই। ১০. আ, ক–কর্ণ্ন্যে। খ–নাকে। ১১. আ, ক, খ–সোবর্ণ্ন্য। ১২. ক–গলীত পরে। ১৩. আ–বাউয়ে। ১৪. ক–ধুনি। খ–ঝলক পাসলি। ১৫. আ–নঙ্গেত অঙ্গরি। ক–অঙ্গরি পাসলি। খ–গৃহীত পাঠ। ১৬. আ, খ–বিলাস। ক–বিভাস। ১৭. আ–মহনমালা চাপা কলি। ক–গৃহীত পাঠ। খ–মহন বালছর্ছা পরে কর্ণ্যের সঙ্গে। ১৮. খ–এ পদ নেই। ১৯. আ–সোবর্ন্নে কাঙ্কন পরাইল বিদাতা। ক–পাইল। খ–এ পদ নেই। ২০. ক–সোবর্ন্নে বাকমল পাত মল নপুর। খ–সোবর্ণ্ন্য বাক পরে পায়েতে নফুর। আ–নফুর। ২১. আ–গলাত পরিল সেনা চলন মাধব। ক–গৃহীত পাঠ। খ–সংসার জিনিঞা তার বচন মধুর। ২২. বরুন বরনে। ক–দিল অরূপ ধরন। খ–জেন অরুন লোচন। ২৩. আ, ক–কিনর। খ–ঐ। ২৪. আ–সেন্দুরের। ক–সেরের। খ–নঞানের। ২৫. খ–মণ্ডলে। ২৬. আ–রেক। ক, খ–এখ। ২৭. আ–দণ্ড বানাই। ক–দণ্ড বানাইল। খ–গৃহীত পাঠ। ২৮. আ–সোবর্ণ্ন্য। ক–রত্ন। খ–রত্নের। ২৯. আ–ভুলে। ক–ঐ। খ–হরে। ৩০. ক–গেল। খ–এ পদ নেই। ৩১. ক–সিঙ্গারানের কথা কহিল সভার বির্দ্ধমান। খ-এ পদ নেই। ৩২. ক–মহলে চলিল গাজি আপন আসন। খ-এ পদ নেই। ৩৩. খ-এ পদ এবং পরের পদ নেই। পরিবর্তে আছে : আরবী কলেমা এ বিভা পড়াএ তখন। মোর্ল্লা আসিয়া তবে বিভা পড়াএ ॥ ৩৪. খ–দুয়ারে থাকি মোর্ল্লা যুলুয়া দেএ। আ–দ্বারে থাকিয়া মোর্ল্লা যুলুর নামা দিল। ৩৫. আ–গেল। ক–জএ। খ–ঐ। ৩৬. ক–জেমন রাজার কন্যা তেন গাজি গুননিধি। ৩৭. আ, ক, খ–নিন্মাইল। ৩৮. আ–নিভায়া গেল। খ–যুলুয়া নামা নিভিরিল। খ–যুলুয়া নিভিরিল। ৩৯. আ–গেড় য়া। ক–গিরুয়া। খ–পাশা। ৪০. আ–খির কাঞ্জি দুর্গ্ধ পন্তা করিল তক্ষণ। ক–খির কাঞ্জি র্দ্ধ পান থানে করিল ভক্ষ্যন। খ–গৃহীত পাঠ। ৪১. খ–রঙ্গ বিদায়া করিল। ৪২. আ, ক, খ–সোবর্ণ্ন্য। ৪৩. খ–মানা। ৪৪. খ-তোসন।

সেহি স্থানে আছিল চম্পার সাত ভাই।
তাহার করিল দান শতে শতে গাই ॥
সেহি স্থানে[১] আছিল চম্পার নও মামা।
তাহারা করিল দান নও মণ সোনা ॥
পুরী সহিতে দান গাযী মিঞা পাইল।
গাযীর হস্তে রাজা[২] চম্পাকে সঁপিল ॥
কান্দিয়া আকুল রাজা গাযীর তরে কএ।
পালিহ চম্পাক সঁপিনু তোমার পাএ ॥[৩]
প্রাণের দুর্লভ বাছা সঁপিনু তোমার ঠাঞি।[৪]
পূর্ব কথা মনে কর আল্লার দোহাই ॥[৫]
চম্পাবতীর সাতভাই গলাধরি কান্দে।
লীলার কান্দনে প্রাণ স্থির নাহি বান্ধে ॥
চম্পার নও মামা কান্দে ভূমিতে পড়িয়া।[৬]
ভাউজ মামী কান্দে তারা[৭] অঙ্গ আছাড়িয়া ॥
দাসদাসিগণ কান্দে পড়ে চক্ষের[৮] পানি।
গলাগলি ধরি কান্দে সকল ব্রাহ্মণী ॥[৯]
শির হেঁটে রহে গাযী মাথা নাহি তোলে।[১০]
গাযীর হাতে সঁপে[১১] চম্পাক ব্রাহ্মণী সকলে ॥
পালিহ চম্পাক আল্লার দিগে চায়া।[১২]
গাযী বলে মাও সবে বলি বিদ্যমানে।[১৩]
উনার আমার এড়ান নাহি সাত জনমের মনে ॥[১৪]
বিভা হইল গাযী[১৫] বাহিরে আইল।
কাযী মোল্লা তারা নানান ধন পাইল ॥
[১৬]বাজনিঞা[১৭] সকলে তারা আইল তখন।
বিদাএ করিল রাজা দিয়া নানা ধন ॥
কুটুম্ব জ্ঞাতি[১৮] আছিল যত জন।
যার যার ঘরে তারা[১৯] গেল সর্বজন ॥
কালু মিঞা তবে পাইল নানা ধন।
সকলেক তুষ্ট তবে করিলেক রাজন ॥
রচে মিরা হালু গাইন ভাবনা করিয়া।[২০]
একবার বল আল্লা দিলেত ভাবিয়া ॥[২১]

দিসা : ও বাছা চান্দবদন
রূপ না দেখিলে মরিহে।[২২]

নাচাড়ি ; ত্রিপদী।[২৩]

হৈল সন্ধ্যাকাল[২৪] রন্ধন হৈল সকাল
তাম খাইল ভাই কালু লয়া।[২৫]
চম্পার ভাই সনে কালু শুইল আপনে
গাযী রহে পালঙ্গে শুইয়া[২৬] ॥
চম্পা খাইল তাম মা ভাউজ একি ঠাম।
সবে বলে জাহ স্বামী[২৭] পাশে।
শুনিঞা সকল[২৮] কথা চম্পা কৈল হেঁট মাথা
গড়াগড়ি সাত ভাউজ জাএ।
নানা অভরণ পরি হস্তেতে সুবর্ণ[২৯] ঝারি
সুবর্ণ বাটা বাম করে।
সোনার নফুর পাএ হংস গমনে জাএ
চলি গেল স্বামীর[৩০] বাসরে ॥

১. আ–সেহিকালে। ক–সেকিখানে। খ–সেহিস্তানে। ক–গাজির হাত ধরি রাজা। ৩. আ–পালিহ আমার বাছাক তোমার পাএ। ৪, ৫. আ–এ দুই পদ নেই। খ–ঐ। ক–গৃহীত পাঠ। ৬. ক–চাম্পাবতি কান্দে আর চাম্পার নও মামি। খেলাধরি কান্দে সব খেলার সঙ্গতি। (অতিরিক্ত পদ)। খ–এ পদ নেই। ৭. ক–নও মামা কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া। আজি হৈতে বাছা গেলারে ছাড়িয়া ॥ (অতিরিক্ত পদ)। খ–এ পদ নেই। ৮. ক–চৈক্ষের। খ–এ পদ নেই। ৯. খ–এ পদ নেই। ০. ক–সাহেব গাজী মাথা নাহি তোলে। খ–এ পদ নেই। ১১. আ–সর্প্পে। ক–সপে। ক–এ পদ নেই। ১২. আ, খ–এ পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। ১৩, ১১৪. আ, খ–এ দুই পদ নেই। ক-গৃহীত পাঠ। ১৫. ক, খ–হইল বিয়া গাজী। ১৬. এর আগে খ–পুঁথির অতিরিক্ত পদ : আপনে কালু তবে পাইল নানাধন। ১৭. ক–বাজিনা। খ-এ পদ নেই। ১৮. আ–গিয়াতি। ক–জ্ঞাতি জত আছিল। খ–এ পদ নেই। ১৯. ক–তারা বিদাএ হইল। খ–এ পদ নেই। ২০. আ–রচে মিরা ছৈদ হালু গাজির হইল বিয়া। ক–রচে মিরা হালু গাজির হইল বিদাএ। খ–গৃহীত পাঠ। ২১. আ–গৃহীত পাঠ। ক–আর্দ্ধা২ বোল সবে দিন বয়া জায়ে। খ–অনেক প্রকারে গাজীর হইল বিয়া। ২২. ক–পুঁথি থেকে গৃহীত। আ, খ–এ পদ নেই। ২৩. ত্রিপদীর কোন পদ। খ–পুঁথিতে নেই। ২৪. ক–রাত্রিকাল। ২৫. ক–তাম খাইল দুই ভাই। এর পরের ৫ পদ ক–পুঁথিতে নেই। ২৬. আ–ষুরা। ২৭. আ–স্বোমির পাসে। ২৮. আ–সকলের। ২৯. আ–সোবর্ন্ন্য। ৩০. আ–স্বোমির।

চলে সব বরাবর গাযী [মিএগার] গোচর
বসিল পালঙ্গের উপরে।[১]
বসিল ভাউজগণ সবে বলে বিবরণ
পানের বাটা জোগাএ চম্পাবতী।[২]
লাগিয়া গাযীর পাএ তবে মিরা হালু কএ
আল্লা আল্লা বল সর্বজন।[৩]

দিসা : ও কাঞ্চা বাঁশেত ঘুণ লাগিল দারুণ বিধি।[৪]

পদ।

বল ভাই আল্লার নাম বদন ভরিয়া।[৫]
আজি কালি বলি ভাই দিন জাএ বয়া ॥[৬]
নিদ্রাতে আছিল গাযী কিছু নাহি জানে।[৭]
চম্পাক থুইয়া[৮] গেল ভাউজ সাত জনে ॥
দ্বারেত কপাট কন্যা[৯] লাগাইয়া দিল।
হেন কালে সাহেব গাযী চৈতন্য[১০] পাইল ॥
চক্ষে চক্ষে চম্পা সঙ্গে গাযীর হৈল ভেট।[১১]
লাজ পায়া চম্পাবতী মাথা[১২] কৈল হেঁট ॥
হংস গমনে জাএ[১৩] হালিতে ঢুলিতে।
চাম্পার আঞ্চল[১৪] গাযী ধরে বাম হাতে ॥
বসনে ঢাকিয়া মুখ[১৫] চম্পা বিবি হাসে।
গাযী বলে প্রাণ প্রিয়া বৈস মোর কাছে ॥[১৬]
গাযী বলে নিদারুণ রাজার নন্দিনী[১৭]।
তোমা লাগি এত দুস্ক[১৮] পাইলাম আমি ॥
ভাত পানি নিদ্রা মোর নাহি কোন সুখ[১৯]।
জ্বলিয়া জ্বলিয়া[২০] উঠে তোমা লাগি দুখ ॥
ভাই কালু এতেক দুঃখ পাইল বন্দীশালে।
তোমা লাগি এত দুঃখ[২১] আমার কপালে ॥
রাজাভোগে তুমি[২২] চম্পা আছিলা ভুলিয়া।
জানিলাম আমা পরে তোমার নাহি দয়া ॥[২৩]
গাযী যত বলে চম্পা তাহা [সব] শুনি।[২৪]
কান্দিয়া বলেন কন্যা চক্ষে পড়ে পানি ॥[২৫]
জানিলাম সাহেব তোমার যত দয়া।[২৬]
নিদ্রাকালে ছাড়ি গেলা না গেলা বলিয়া ॥[২৭]
[২৮]প্রভাতে পালঙ্গ দেখি তোমার অঙ্গুরী।
তোমার কারণে প্রাণ ধরিতে[২৯] না পারি ॥
পালঙ্গ হইতে আমি[৩০] পড়িনু কান্দিয়া।
নও দিন আছিনু আমি ভূমিতে[৩১] পড়িয়া ॥
পালন করিছে মাও জোগায়া[৩২] ভাত পানি।
বিষ যেন লাগে মোর সেহেন জননী ॥[৩৩]
স্বপন দেখিনু মুঞি নও দিন বাদ।
স্নানের ছলে তোমাক দেখিনু প্রাণনাথ ॥
মরা শরীরে প্রাণ আইল ফিরিয়া।[৩৪]
পাখা থাকে তোমার পাএ পড়ি উড়া দিয়া ॥[৩৫]
চণ্ডী পূজা করিনু তোমাক লাগিয়া।

১. আ–এ পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। ২. আ–এ পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। ৩. আ–সাত ভাউজ চাম্পার দ্বারে। ক–গৃহীত পাঠ। ৪. ক–পুঁথি থেকে গৃহীত। আ–স্বোমির ভাবে মোন মজিয়া রৈল বান্ধা। খ–নেই। ৫. ক–এ পদ নেই। ৬. খ–মবিলে এমত জন্ম না হইবে ফিরিয়া। ৭. আ–নিদ্রাএ আছে গাজি না পাএ চৈতন। ক–গৃহীত পাঠ। ৮. খ–লযা। ক–গৃহীত পাঠ। আ–যুয়া। ৯. আ–তবে। ক–কন্যা লাগাইলা। খ–কন্যা দিল লাগাইয়া। ১০. আ–চৈতন। ক–চৈতন্য। খ–ঐ। ১১. খ–এ পদ নেই। ১২. আ–লর্জ্জাএ লর্জ্জ্যিত চাম্প মাতা। ক–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ নেই। ১৩. ক–চলে ঢুলিতে ঢুলিতে। খ–জাএ ঢুলিতে ঢুলিতে। ১৪. আ–চাম্পার আঞ্চল। ক–বিবি চাম্পার আঞ্চল। খ–গৃহীত পাঠ। ১৫. আ–মুক্ষ। খ–মুখ পানে চায়া গাজি লাগিল হাসিতে। ক–এ পদ নেই। ১৬. ক–গৃহীত পাঠ। আ–ছার্ব্বাম করিয়া বৈসে স্বোমির পাশে। খ–ছার্ব্বাম করিয়া কন্যা বসিল গাজির বাম পাশে। ১৭. আ–নন্দনি। ক, খ–ঐ। ১৮. ক–দুঃখ। খ–তোমার কারনে এত দুখ। ১৯. আ–ষুক। ক–ঐ। খ–ভাত পানি খাইয়া আমার নাহি ষুখ। ২০. আ–জলিয়া২। ক–জলি২ উটে এহি সব দুঃখ। খ–জজিয়া জজিয়া উটে মনে জত দুখ। ২১. আ–দুক। ক–দুঃখ। ২২. ক–তুমি আছিলা। খ–আপনি আছিলা। ২৩. আ–এ পদ নেই। ক–জানিলাম তোমার কীছু নাহি দয়া। খ–গৃহীত পাঠ। ২৪. আ–এ পদ নেই। খ–গাজির কথা তবে চাম্পাবতী ষুনিল। ক–গৃহীত পাঠ। ২৫. আ–এ পদ নেই। খ–কান্দিয়া গাজির তরে কহিতে লাগিল। ক–গৃহীত পাঠ। ২৬. আ–জানিয়াছি২ সাহেব তোমার বড় দয়া। খ–জানিলাম সাহেব তোমার নাহি দয়া। ক–গৃহীত পাঠ। ২৭. ক–নিদ্রাকালে আমাক গেল ছাড়িয়া। খ–নিদ্রকালে গেইলা সাহেব আমাক ছাড়িয়া। ২৮. এর আগে আ–পুঁথির অতিরিক্ত পদ : আত্রি বিবা ঝুরি আমি তোমারে লাগিয়া। ২৯. আ–ধরাতে। ক, খ–ধরাইতে। ৩০. আ–ভুমে। ক, খ–আমি। ৩১. আ–ভুমে। ক, খ–ভুমিতে। ৩২. আ–খিলায়া। ক–জোগায়া। খ–এ পদ নেই। ৩৩. খ–এ পদ নেই। ৩৪. আ–মরার সরিলে জেন আইলাম২ ফিরিয়া। ক–গৃহীত পাঠ। খ–ঐ। ৩৫. আ–পাগা থাকে তোমার পাএ পড়ো উড়ায়া।

তোমাক পাইব চণ্ডী গেলত বলিয়া ॥
যেদিন কালু দেওয়ান আইল দরদারে।[১]
বন্ধি করি বাপু মোক আইল কাটিবারে।
পলাইল মাও মোক কোলেত করিয়া।
অঙ্গুরী পালঙ্গ তোমার[২] ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
[৩]জ্বলিয়া উঠেল চিত্ত শুন প্রাণনাথ।[৪]
এক মাস হৈল[৫] মোর উদরে নাহি ভাত ॥
কান্দিয়া দেখাএ উদর কাপড় ঘুচায়া[৬]।
খোলে খোলে চম্পার উদর[৭] আছে শুকায়া ॥
উদর দেখিয়া গাযীর বড় দয়া হৈল।
মুখে চুম্ব[৮] দিয়া চম্পাক কোলে বাসাইল ॥
বুঝিল চম্পার মন গাযী সুজন[৯]।
হাতে হাত বন্দী হেল নঞানে নঞান ॥[১০]
দুই তনু হয়া গেল একহি শরীর।[১১]
দুই চন্দ্র মিলিল চম্পা গাযী পীর ॥[১২]
দুই তনু হয়া গেল একই[১৩] বন্ধন।
হৃদয়ে হৃদয়ে লাগা বদনে বদন ॥
উঠন্তী বসেত চম্পা গাযীর তাতা লৌ।[১৪]
অগ্নি পায়া যেন উনিয়া গেল জৌ ॥[১৫]
বস্ত্র খসিল চম্পার দুরে গেল বেশ।
ছিড়িল গলার হার আউলাইল[১৬] কেশ ॥
সর্ব দুস্ক দূরে গেল[১৭] আনন্দ বিভোলে।
সুখে নিদ্রা গেল গাযী চম্পাবতীর[১৮] কোলে ॥
রচে মিরা ছৈদ হালু অপূর্ব মিলন।
পূর্ণ করি[১৯] আল্লার নাম বল সর্বজন ॥
দিসা : ও মন মজিলরে।
কালার ভাবে মন মজিলরে ॥[২০]

পদ।

বল ভাই আল্লার নাম এহি চন্দ্র মুখে।[২১]
বাঁচিবা দোজখের দাএ ভিস্তে জাবে সুখে ॥[২২]
আলিঙ্গন প্রেম রসে[২৩] রাত্রি প্রভাত।
পশ্চিম আকাশ[২৪] কোণে গেল নিশানাথ ॥[২৫]
বাহিরে আসিল[২৬] গাযী গোসল করিয়া।
পাত্র মিত্র প্রজাগণ সঙ্গেতে লইয়া ॥[২৭]
অথা চম্পাবতীর কথা শুন সর্বজন।
সকল ব্রাহ্মণী লয়া ঘাটেতে গমন ॥[২৮]
ভিতর মহলে তবে জোড় শঙ্খ[২৯] বাজে।
গর্ভিতগণ[৩০] দেখি চাম্পা হেঁট মাথা লাজে ॥
সাত ভাউজ তারা হাসে কৌতূহলে[৩১]
ব্রাহ্মণী সকলে চাম্পার শিরে পানি ঢালে[৩২] ॥
হলিদ্রা চুলে মাখি[৩৩] টানাটানি করে।
হাসিয়া হাসিয়া কেহ গড়াগড়ি পাড়ে[৩৪] ॥
লীলামাধাই[৩৫] আনন্দে করে ওলামেলা।
নও ভাউজ লয়া সঙ্গে করে নানা খেলা[৩৬] ॥
আনন্দে বসিলা চাম্পা রন্ধনশালে[৩৭]।
অন্ন[৩৮] বেঞ্জন তবে রান্ধিল[৩৯] কৌতূহলে ॥
সাত ভাউজ জোগাএ দর্ব্ব যে চাএ যখন।
আনন্দেতে চম্পাবতী[৪০] করেন রন্ধন ॥
ধিকধিক করিয়া অগ্নি[৪১] খানি জ্বলে।
ঘৃতে[৪২] ভাজিয়া কন্যা নারিচা শাক[৪৩] তোলে ॥
শাক শুকুতা[৪৪] ভাজে আর ভাজে বড়ি।
ঘৃতে জে ভাজে করিয়া কড়ি কড়ি ॥[৪৫]
তৈল দিয়া ভাজে কন্যা মাছ[৪৬] গোটাদশ।

১. ক-এ পদ এবং পরের দুই পদ নেই। খ–এ পদ এবং পরবর্তী ৩ পদ নেই। ২. আ–মোর। ক–তোমার। ৩. এর আগে। ক–পুঁথির অতিরিক্ত পদ : এত দুখ পাইনু যুন মন দিয়া। ৪. ক–জলিয়া উঠে যুন প্রানের নাথ। ৫. আ–দেখ। ক, খ–হইল। ৬. ক–খুলিয়া। খ–প্রলাদ খুলিয়া। ৭. আ–খোলে খোলে পেট চাম্পার। খ–খোলে২ পেট চাম্পার আছেত পড়িয়া। ক–গৃহীত পাঠ। ৮. আ–মুক্ষে চুম্বা। ক-গৃহীত পাঠ। খ–মুক চুম্বিয়া। ৯. আ–সুজানে। ক–সুজান খ–সুজান। ১০. ক–হাতে হাতে বন্ধন দোহার সরির। খ–চক্ষে২ ঠারাঠারি করে দুইজন। হাতে বন্ধন জেন দুই জনার সরির ॥ ১১. ক–দুইচন্দ্র মিলিল জেন চাম্পা তেন গাজী পীর। ১২. ক–এ পদ নেই। খ–চন্দ্র মিলিল জেন বড় খা গাজী পীর। ১৩. আ–হেঙ্গুল বরন। ক–হেঙ্গর বন্ধন। খ–গৃহীত পাঠ। ১৪, ১৫. আ, খ–এ দুই পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। ১৬. ক, খ–খসিল মাথার কেস। ১৭. আ–সর্ব্ব দুস্ক গেল গাজী। ক–সব দুখ দূরে গেল। খ–এ। ১৮. আ–আজকন্যার। ক, খ–চাম্পাবতীর। ১৯. ক–পুর্ণ্যবার। খ–মুসকিল আসান হএ চিত্ত নিরাঞ্জন। ২০. আ–কালার ভাবে মোন মজিলহে। খ–গৃহীত পাঠ। ক–ও প্রাণ বান্ধিয়াছ কেমন কালিয়ার মরমে। ও সৈ পরান বান্ধিয়াছে কেমন কালিয়া আর মরমে হে ॥ ২১. আ–চান্দ মুখ। খ–চন্দ্রমুখে। ক–এ পদ নেই। ২২. ক–এ পদ নেই। ২৩. খ–রঙ্গ অতি রসে হইল। ২৪. আ–আসার। ক–আসাড়। খ–ঐ। ২৫. আ–দিননাথ। ক–নিসানাথ। খ–ঐ। ২৬. আ–বসির। ক, খ–ঐ। ২৭. আ–পাত্রমিত্র রাজপুত্র সঙ্গতি করিয়া। ক–পাত্র মিত্র প্রজা সঙ্গে লয়া। খ–গৃহীত পাঠ। ২৮. আ–ব্রাহ্মণি লয়া করে পানি আচরন। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ২৯. আ–সঙ্ক। ক–সংখ্য। খ–এ পদ নেই। ৩০. আ–গর্ব্বিতগন। ক–গবর্ব্বিত। খ–এ পদ নেই। ৩১. আ–খলে খল। খ–ঐ। ক–গৃহীত পাঠ। ৩২. আ–সিরে পানি চালে চাম্পার ব্রাহ্মনি সকল। খ–ব্রাহ্মীণ সকলে চাম্পার শরীরে ঢালে জল। ৩৩. আ–চুলেত মকি। ৩৪. আ–করে। ক-পাড়ে। খ–গড়ি দিয়া পড়ে। ৩৫. আ–তরে আনন্দ কুহলি। ক–গৃহীত পাঠ। খ–লীলামাধাই সবাকে ওলামেলা। ৩৬. আ–কেলি। ক, খ–গৃহীত পাঠ। ৩৭. আ–অন্ধন পাক সালে। ক–আপনে বসিলা চাম্পা রন্ধন পাকসালে। খ–আপনে বসিলা চাম্পা রন্ধন সালে। ৩৮. আ–পঞ্চাস। ক–গৃহীত পাঠ। খ–পঞ্চাশ। ৩৯. আ–আন্ধে। ক–রান্ধেন। খ–রান্ধিলা করে ...। ৪০. ক–আনন্দে বসিয়া তবে। ৪১. আ–অগ্নিনি। ক–এ পদ নেই। ৪২. আ–ঘ্রিতে। ক–ঘিৃতেত। খ–তৈলেত। ৪৩. আ, ক, খ–সাগ। ৪৪. আ–সাগ যুকতা। ক–সাগ যুকতা রান্ধে কুমড়ের বড়ি। খ–এ পদ নেই। ৪৫. ক–ঘিৃতে২ জর২ ভাজে মান বড়ি। খ–এ পদ নেই। ৪৬. আ–মচ্ছ। ক, খ–এ পদ নেই।

খুড়িয়া শাক[১] রান্ধে দিয়া আদার রস ॥
ইলিশা[২] মাছ কাঁচাকলা করিল রন্ধন।
পাকা কলার বড়ি ভাজিল[৩] তখন ॥
রন্ধন করে চম্পা[৪] রন্ধনের জানে ভাও।
ঘৃতে ভাজিয়া তোলে কবিতোরের ছাও ॥[৫]
রন্ধন রান্ধে চম্পা কানের নড়ে সোনা।[৬]
তৈলেতে ভাজিয়া তোলে শৌল[৭] মাছের পোনা ॥
রুই মচ্ছ[৮] ভাজে যার বড় বড় মুড়া।
তাহাতে ফেলি দিল মরিচের গুড়া ॥
মাগুর মাছ রান্ধে রক্ত ডুমা ডুমা ॥[৯]
তাহাতে ফেলিয়া দিল মরিচের গুড়া ॥[১০]
এতেক রন্ধন করে মটুক রাজার বেটি।
রান্ধিল খলিশা মচ্ছ করি পরিপাটি ॥[১১]
আদা দিয়া ভাজিয়া তুলে চিতলের কোল।[১২]
মরিচ দিয়া রান্ধিল কৈ মাছের ঝোল ॥[১৩]
থৈকর পাবতা দিয়া করিল সুপাক।
রান্ধিল দাড়িকা মচ্ছ যার বড় ঝাক ॥
ঘাগট মাগুর মচ্ছ দিয়া রান্ধিল পোগল।
চান্দা মৎস্য[১৪] দিয়া রান্ধিল অম্বল[১৫] ॥
ছাইতান মৎস্য রান্ধিল পেপেন দিয়া ঝোল।
সুরস করিয়া রান্ধে মৎস্য কাতল ॥
আইড় মচ্ছ রান্ধিল যার মুড়া মিছা।
তৈলেত ভাজিয়া তোলে বড় বড় ইচা[১৬] ॥
এহি মত মচ্ছ সব করিল রন্ধন।
তিলেকে রান্ধিল ভাত পঞ্চাশ বেঞ্জন ॥
রন্ধন রান্ধে রাজকন্যা করি পরিপাটি।
রান্ধিল খুড়িয়া শাক কাঁঠালের আটি ॥
[১৭]এহি মতে রন্ধন রান্ধিল গোটা দশ।[১৮]

চেঙ্গ ভাজিয়া দিল জামিরের রস ॥[১৯]
দুগ্ধ আউটিয়া কন্যা[২০] খিরিসা করিয়া।
শাইল ধানের ভাত লইল রান্ধিয়া ॥[২১]
এহি মত প্রকারে করিল[২২] রন্ধন।
কালু আর গাযীক ডাকি আনিলা তখন ॥[২৩]
সাত ভাউজ তারা পরম সুন্দরী।
সেহি খানে[২৪] গাযী সনে করেন চাতুরী ॥
বসিতে আনিঞা দিল সুবর্ণ[২৫] পালঙ্গ।
আনন্দে বসিলা তথা ভাই দুইজন ॥
শুধু সুবর্ণ ঝারি পানি নাহি তাত।[২৬]
দুই ঝারি দুইজনে তুলিল[২৭] বাঁ হাত ॥
তুলিল হাতের পর তাতে[২৮] নাহি পানি।
আঁখে আঁখি ঠারাঠারি করেন ব্রাহ্মণী ॥[২৯]
তাহার লজ্জাএ তবে দুহে রাখে ঝারি।[৩০]
সাত ভাউজ তারা হাসিয়া গড়াগড়ি ॥[৩১]
তাহার পাছে আনি দিল অযুর[৩২] পানি।
পাও ধুইয়া[৩৩] দুই ভাই বসিলা তখনি ॥
বিচিত্র আসনে বসিলা দুইজন।
হাত ধুইতে হস্তে পানি আনিল তখন ॥[৩৪]
চাম্পার বড় ভাউজ হস্ত ধোলাইল।[৩৫]
সুবর্ণ থালেত চাম্পা তাম আনিল[৩৬] ॥
থাল লয়া চলে কন্যা স্বামীর নিকট।[৩৭]
কমরে কছটি কাপড়[৩৮] মাথাতে ঘোঙ্গট ॥
মত্ত হস্তীচলে যেন হালিতে ঢুলিতে।[৩৯]
দুই থাল লয়া জাএ[৪০] স্বামীর সাক্ষাতে ॥
সুবর্ণ কোটরাতে আনিয়া দিল ঘি।[৪১]
হাসিয়া পরশে[৪২] ভাত মটুক রাজার ঝি ॥
আনন্দে বসি তাম[৪৩] খাইল দুইজনে।

১. আ–সাগ। ক, খ–এ পদ নেই। ২. আ–ইর্ল্বসা। ক–ইলিসা মস্য কাচ কাকলা কবিল রন্ধন। খ–এ পদ নেই ৩. আ–ভাজে করিয়া জতন। ক–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ নেই। ৪. আ–রন্দন করে পাম্পা। ক–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ নেই। ৫. খ–এ পদ নেই। ৬. খ–এ পদ নেই। ৭. আ–সউলের। ক–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ এবং পরবর্তী ২১ পদ নেই। ৮. ক–মস্য। ৯, ১০. ক–এ পদ নেই। আ–জোয়ারের বেঞ্জন রান্ধে খসর্ব্বা মচ্ছ মুড়ি। ক–গৃহীত পাঠ। ১১. ক–গৃহীত পাঠ। আ–এহিমতে আন্ধন আন্ধিল গোটাদস। ১২. আ–কবাই মচ্ছ ভাজে দিয়া জামিরের রষ। ক–গৃহীত পাঠ। ১৩. আ–এ পদ এবং পরবর্তী ১১ পদ নেই। ১৪. ক–মহস্য। ১৫. ক–অর্মল। ১৬. ক–ইচ্ছা। ১৭. এর আগে ক–পুঁথিতে আরও দুটি পদ আছে : ঘিত্য পাড়ি নলিতা ভাজিল পরিপাটি। খাসা খাসা দিব্ব্য রান্ধিল পরি পাটি ॥ ১৮. পূর্ব পৃষ্ঠার ৩৩ পাদটীকা দ্রঃ। ১৯. পূর্ব পৃষ্ঠার ৩৪ পাদটীকা দ্রঃ। ২০. ক–এ শব্দ নেই। ২১. আ–সাইল্য ধানের ভাত রান্ধে জতন করিয়া। খ–সাল্যাধানের ভাত রান্ধিল তখন। ক–গৃহীত পাঠ। ২২. আ–হইল। ক–করিল। খ–নানা প্রকারে চাম্পা করিল রন্ধন। ২৩. আ–গাজি আর কালু ডাকিল ততাক্ষণ। খ–গৃহীত পাঠ। ২৪. আ–এহিখনে। ক–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ, পূববর্তী ৯ পদ নেই। ২৫. আ–বিচিত্র। ক, খ–সোবর্ণ্ন্য। ২৬. ক–সোবার্ন্ন্য ঝারিতে পানি নাহি তাথ। আ–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ এবং পরবর্তী ৯ পদ নেই। ২৭. ক–লইল অচর্ঘাত। ২৮. ক–তুলিয়া লইল ঝারিত। ২৯. ক–রাঙ্খে রাঙ্খে করে ঠারাঠারি করে ব্রাহ্মনি। ৩০. আ–লর্জ্জাএ লজ্জিত দুহে রাখিল তখনি। ক–গৃহীত পাঠ। ৩১. আ–সাত ভাউজ হাসে সবে জাএ গড়াগড়ি। ক–গৃহীত পাঠ। ৩২. আ–রযু করিতে পানি। ক–রযুর পানি। ৩৩. ক–ধুইতে। ৩৪. ক–পিবার পানি তবে আনিলা তখন। আ–গৃহীত পাঠ। ৩৫. ক–চাম্পার ভাইএ তবে হাত ধোলাইল। খ–চাম্পার বড় ভাই হাত ধোলাইল। ৩৬. ক–লইল। খ–এ পদ নেই। ৩৭. ক–দুই থাল লয়া জাএ স্বামী সাক্ষাতে। খ–দুই হাতে লইয়া চলে স্বামীর নিকটে। আ–গৃহীত পাঠ। ৩৮. ক–কমরে কাপড় সঙরে। খ–কামিনি করিয়া দিল। ৩৯. ক–মাতোআল হস্তী জেন ঢুলিতে ঢুলিতে। খ–মস্ত হস্তী চলে জেন ঢুলিতে ঢুলিতে। ৪০. খ–দুইখানি থাল থুইল। ৪১. আ–সোবর্ন্ন্য খারাতে বড় ভাউজ জোগাএ ঘি। ক–সোবর্ণ্ন্য কোটরাতে আনি দিল ঘি। খ–সোবর্ন্ন্য খোরাতে আনিঞা দিল ঘি। ৪২. আ–পরিসে। ক–পরোসে। খ–হাসিয়া হসিয়া পরসে মটুক রাজার ঝি। ৪৩. খ–ভাত ক–গৃহীত পাঠ। আ–আনন্দিতে দুই ভাই তাম খাইল।

তস্ত আনিয়া হস্ত ধোলাইল তখনে ॥[১]
করপূর তাম্বুল বিবি চাম্পাএ জোগাএ।
তাম্বুল খায়া গাযী বহির বাড়ি জাএ ॥
হেন কালে চাম্পার সাতভাইর লাগ পাএ।[২]
হলিদ্রা চূর্ণেত মাখি গাএ ফেলি দেএ ॥
কালু গেল বাহিরে গাযী মন্দিরে শয়ন[৩]।
কাপড় বদলি গাযী[৪] শুইল তখন ॥
চাম্পার সাত ভাউজ চাম্পাক ধরিয়া।
গাযীর কোলের পর দিলেক ফেলিয়া ॥
উঠিয়া বসিলা কন্যা স্বামীর পৈতানে।
ঘিরিয়া বসিল গাযীক ভাউজ সাতজনে[৫] ॥
গাযীর গাএত কেহ চন্দন ছিটাএ।
দুই পাশে কেহ গাযীক চামর ঢুলাএ ॥
কেহত বানায়া খাইতে দেএ পান।
হাসিয়া কহে কথা গাযী বিদ্যমান ॥
শুইবার চাহে কেহ কথা গাযীর পালঙ্গ পরে[৬]।
কেহ গাএ জল দেএ ঝারি লয়া করে ॥[৭]
কেহ বলে ঠাকুরঝি[৮] কহ তোমার কথা।
মহা ঢং জান তুমি অনেক বেবস্থা ॥
গাযী বলে ভাউজ[৯] সব আছ মোর ঘরে।
তোমার ঘরের[১০] স্বামী যদি আসে এথাকারে ॥
ধরিয়া কিলাএ যদি কাটে[১১] নাক চুল।
না বলিতে বসি আছে হারাইবা মূল ॥[১২]
এমত বলিল যদি গাযী[১৩] সত্ত্বর।
ঈষৎ হাসিয়া সবে দিলেন উত্তর[১৪] ॥
আমাকে কিলাএ যদি[১৫] আর কাটে নাসা।
সকলে মিলিয়া তোমাক দিব ঢাসা ॥[১৬]
গাযী বলে এহি কর্ম[১৭] পার করিবারে।
হাসিয়া হাসিয়া সবে গড়াগড়ি[১৮] পাড়ে ॥
বিবি চম্পাক[১৯] তবে সকলে ধরিলা।
গাযীর কোলেত লইয়া সকলে বসাইলা[২০] ॥
মন্দির দ্বারে তবে কপাট লাগাইলা[২১]।
যার যার ঘরে তবে[২২] সকলে চলিলা ॥
এহি মতে রাত্রি হইল অবসান।
গোসল করিয়া তাম খাইল দুইজন[২৩] ॥
নও দিন আছে[২৪] গাযী রাজার মন্দিরে।
অভিমান[২৫] হয়া কালু ভাবেন অন্তরে ॥
হতাস হয়া[২৬] কালু ভাবে মনেমন।
মিঞা গাযীর স্থানে আমি রব কি কারণ ॥
মায়া জালে বন্দী গাযী কতা নাহি জাবে।
রাজভোগে রাজ কন্যা লইয়া বঞ্চিবে ॥
একেলা বসিয়া কালু এতেক ভাবিয়া।[২৭]
দুই চক্ষের পানি পড়ে বুক বাহিয়া ॥[২৮]
দুই চক্ষু বহে যেন ধারা এ শ্রাবণ।
সেহি কালু মঞিা গাযী তথাতে গমন ॥
২৬ পালা সমাপ্ত।

১. আ–তস্ত আনি ভাউজ দস্তো ধোয়াইল। খ–তস্ত আনি দিল হাত ধোয়ায় তখন। ক–গৃহীত পাঠ। ২. আ–চাম্পার ভাউজ দুইজনের লাগ পাএ। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩. আ–রহিল। ক–শয়ন। খ–সোঞন। ৪. আ–গাজি মন্দিরে ষুইল। ক–ষুইল তখন। খ–ঐ। ৫. আ–জতোজনে। ক–ঘিরিয়া বসিল গাজীক সালা সমুন্ধী সাতজনে। খ–ভাউজ সাতজনে। ৬. আ–পালঙ্গে। ক–পালঙ্গের পরে। খ–কেহ ষইতে চাহে পালঙ্গ উপরে। ৭. আ–কেহ গাজীক জল দিতে ঝারি লহে জে হাতে। ক–গৃহীত পাঠ। খ–ঐ। ৮. আ–ঠাকুরান। ক–ঠাকুরঝি কহিব তোমার কথা। খ–ঠাকুরঝি বলি তোমার কথা। ৯. ক–বহুসব। খ–ঐ। ১০. আ–তোর ঘেরে স্বোমি। ক–তোমার ঘরে স্বামি। খ–তোমার ঘরের পতি আসি দেখে এথাকারে। ১১. আ–কাটে মাথার চুল। ক–গৃহীত পাঠ। খ–কাটে নাক চুল নসা। ১২. আ–নাবুতে বুলিছো পাছে হারাইবা মূল। ক–গৃহীত পাঠ। খ–এ পদ নেই। ১৩. আ–গাজির উতৎর। ক–গাজী সর্ত্তর। খ-এ পদ নেই। ১৪. আ–উৎব। ক–বোলেন উৎর। খ-এ পদ নেই। ১৫. আ–জদি কাটে তো নাসিকা। ক–জদি আর কাটে নাসা। খ–ধরিয়া ফেলাএ জদি কাটে নাক চুল নাসা। ১৬. খ–আমরা সকলে বলিব তোমাকে দিব্য চাসা। ১৭. আ–কক্ষ। খ–একাজ গো। ১৮. ক–ভুমিতলে পড়ে। খ–ভুমিতে পড়ে। ১৯. ক–চাম্পার তরে। ২০. আ–সোয়াঈলা। ২১. আ–লাগাইয়া দিল। ক–গৃহীত পাঠ। খ–বাসরে কপাট সবে লাগায়া দিল। ২২. আ–তবে গমন করিল। ক–গৃহীত পাঠ। খ–জাহার২ ধরে সকলি চলিল। ২৩. ক–সর্ব্বজন। ২৪. ক–আছিল। খ–নও দিন এহিরূপে গাজী রাজার বাসরে। ২৫. আ–অবিরথ। ক–অভিমান হয়া। খ–অভিমানে কালু দেওান ভাবে বারোবার। ২৬. আ–হুতাসনে। ক–হুহাস হয়া। খ–হুতাসনে। ২৭. খ–বসিছিল কালু দেওান এতেক ভাবিয়া। ২৮. আ–পড়ে দুই চক্ষের পানি ধরন বহিয়া। ক–পড়ে চক্ষের পানি বুক বহিয়া। খ-গৃহীত পাঠ।

২৭ পালা।

দিসা : ওরে কালিয়ার ভাবে হিয়া জরজর।
পাঞ্জর বিন্ধিল ঘুণে হে ॥[১]

পদ।

দেখিল কান্দে কালু চক্ষের পড়ে পানি।[২]
আকুল হইল গাযী কালুক পুছে বাণী ॥[৩]
কেনে কান্দ ভাই কালু কহ মোর[৪] তরে।
আমার দিব্য[৫] লাগে যদি না কহ মোরে[৬] ॥
কালু বলে সাহেব আমি কি বলিব তোরে।
কান্দিয়া কান্দিয়া কালু বলে জোড় করে ॥
মায়াজালে বন্দী তুমি রহিলা রাজভোগে[৭]।
বিদাএ দেহ সাহেব যে থাকে মোর ভাগ্যে[৮]॥
গাযী বলে কালু তুমি কহিলা[৯] বড় ভাল।
আল্লার ফকীর[১০] আমি কিসের মায়াজাল ॥
আল্লার ফকীর তুমি গলাএ দিছ হাল।[১১]
তোমার পাএ বেড়ি হৈল দারুণ মায়াজাল ॥[১২]
বড় ভাই হাউস (মোর) গেছেন পাতালে।[১৩]
নিরবধি ঝুরে প্রাণ তাহার খাতিরে ॥[১৪]
এহি আছিল মোর কপালের লেখা।[১৫]
জন্মিয়া ভাইএর সনে না হৈল দেখা ॥[১৬]
এথাতে রহুক চাম্পা[১৭] শুন মন দিয়া।
আজি রাতে[১৮] দুই ভাই জাইব পলায়া ॥
দিবস বহিয়া[১৯] গেল সন্ধ্যাকাল হৈল।
তাম খায়া দুই ভাই একি[২০] ঘরে শুইল ॥
ঘর মধ্যে[২১] বেড়া তাক কাপড়ের দিল।
দুই দিকে দুই ভাই শুইয়া রহিল ॥[২২]
আইল রাজার কন্যা শুইলা গাযীর পাশে।
মনে মনে চিন্তে[২৩] চম্পা নিদ্রা নাহি আসে ॥
আজি কেন দুই [ভাই] শুইল[২৪] একি ঘরে।
হেনু বুঝি প্রাণ স্বামী[২৫] ছাড়ি জাবে মোরে ॥
আপনার মনেক তবে[২৬] আপনে বুঝাএ।
নিদ্রা তেজিয়া কন্যা জাগিয়া[২৭] গোঙাএ ॥
রাত্রি চলিয়া গেল প্রভাত[২৮] হইল।
ইসারা প্রবন্ধে[২৯] দুই ভাই জাগিয়া উঠিল ॥
কমর বান্ধিয়া গাযী আসা নিল হাতে।
হেন কালে চম্পাবতী লাগিল কান্দিতে ॥[৩০]
গাএর কাপড় নাহি[৩১] নাহি বান্ধে চুল।
ধরিল স্বামীর পাও[৩২] হইয়া ব্যাকুল ॥
গাযীর পাও ধরি চম্পা[৩৩] কান্দি কহে বাত।
কি দোষে আমাক ছাড়ি[৩৪] জাহ প্রাণনাথ ॥
জাতি কুল গেল মোর হৈনু[৩৫] কলঙ্কিনী।
কথাতে রহিব বল মুঞি অভাগিনী[৩৬] ॥
সকলে কুলেত আছে মোর[৩৭] গেল জাতি।
তোমার কারণে মোর হৈল কুল ক্ষেতি ॥[৩৮]

---

১. ক–পুঁথি থেকে গৃহীত। আ, খ–নেই। ২. খ–কান্দিল কাল পড়ে চক্ষের পানি। ৩. খ–আকুল হইল পোছনত বানি। ৪. আ–দেখি। ক–মোর। খ–বলত মোর তরে। ৫. আ–দিব। ক–দিব্য। খ–ঐ। ৬. আ–সমাচার। ক–মোরে। খ–আমারে। ৭. ক–রাজ্যভোলে। ৮. ক–জে থাকে কপালে। ৯. ক–কহিলা ভাল। খ–কালু কহিলা ভাল। ১০. আ–ফকিরের কিসের ময়াজাল। ক–গৃহীত পাঠ। খ–ঐ। ১১. আ–এ পদ নেই। খ–ঐ। কগৃহীত পাঠ। ১২. আ, খ–এ পদ নেই। ক-গৃহীত পাঠ। ১৩—১৬. আ, খ–এ চার পদ নেই। ক–গৃহীত পাঠ। ১৭. আ–থাউক মিঞা রাজকন্যা যুন মন দিয়া। ক–রাজার কন্যা। খ–চাম্পা। ১৮. আ–আত্রে। ক–রার্ত্রে। খ-গৃহীত পাঠ। ১৯. ক–চলিয়া। খ–ঐ। ২০. আ–এখি ঘরে ষুইল। ক–একাত্র ষুইল। খ–গৃহীত পাঠ। ২১. আ–মৈর্দ্ধে। ক–ঘরের মাঝারে কাপড়ে বেড় দিল। খ-এ পদ নেই। ২২. খ–এ পদ নেই। ২৩. ক–মোনেত চিন্তী। ২৪. আ–ষুইল এথি ঘরে। খ–ষুইলা একি ঘরে। খ–ঐ। ২৫. ক–হেন বুঝি পতি। খ–ঐ। ২৬. আ–আপনার মোনে কন্যা। ক–গৃহীত পাঠ। খ–ঐ। ২৭. আ–জাগিয়া সে রএ। ক–ঐ। খ–গৃহীত পাঠ। ২৮. ক–হইল বিহান। খ–এ। ২৯. ক–প্রবন্ধে উঠিলা দুইজন। খ-ইসারামতে তারা উঠিল দুই জন। ৩০. আ–কান্দিয়া বিবি চাম্পা উঠে অচমভিতে। ক–কান্দিয়া বিবি চাম্পা কহিল সাক্ষাতে। খ–গৃহীত পাঠ। ৩১. ক–গাএ কাপড় নাহি দেও। খ–না পরে কাপড় চাম্পা। ৩২. খ–ধরিয়া স্বামির পদ। ৩৩. ক–চাম্পা বিবি কহে বাত। খ–চাম্পা বোলে বাত। ৩৪. খ–ছাড়া প্রাণ নাথ। ৩৫. আ-হুনু কঙ্ককিনি। ক-হইনু কলঙ্কীনি। খ-এ পদ নেই। ৩৬. আ-রভাগিনি। ক-অভাগিনি। খ-এ পদ নেই। ৩৭. ক-মুঞী হারাইনু জাতি। ৩৮. আ-তোমা লাগি মোর কুলের খ্যাতি। ক-গৃহীত পাঠ। খ-তোমাকে লাগিয়া মোর হৈল কুলে খেতি।

তোমার কারণে সবে[১] করিল আদর।
তেকারণ স্থান পাই বাপ মাএর ঘর ॥
তুমি ছাড়ি গেলে না রাখিবে[২] একদণ্ড।
কাটিয়া আমাকে ফেলাবে অগ্নিকুণ্ড ॥
তুমি মোর জপতপ তুমি কর্ণধার।[৩]
তুমি বিনে অভাগিনীর[৪] কেহ নাহি আর ॥
শীতের ওড়ন স্বামী গ্রীষ্মকালের বাও।[৫]
অসময়ের[৬] কাণ্ডার তুমি সাগরের[৭] নাও ॥
সর্বশাস্ত্রে[৮] কহে স্বামী নারীর গোসাঞী।
স্বামী বিনে নারীলোকের আর কেহ[৯] নাঞি ॥
স্বামী হর্তা[১০] স্বামী কর্তা স্বামী সর্বধন।
যে নারীর স্বামী নাই বৃথাই[১১] জীবন ॥
যে নারী সদাই করে স্বামীর সেবন।
ঘরেত বসিয়া সে [যে][১২] পাএ নিরাঞ্জন ॥
নারীর অপরাধ[১৩] স্বামী নাহি ক্ষেমে।
স্বামী না ক্ষেমিলে না ক্ষেমে নিরাঞ্জনে ॥[১৪]
হেন স্বামী ছাড়ি জাইতে চাহ আমারে।
কোন লক্ষ্যে রাখি জাও অভাগিনীর[১৫] তরে ॥
তুমি ফকীর আমি ফকির্ন্নি হইয়া জাব।
যথা তথা ঠাঁই[১৭] তোমার কদমে লাগিব ॥
তথাতে করিব তোমার কদম সেবন।[১৬]
তোমাকে মানাইলে আমি পাব নিরাঞ্জন ॥[১৮]
যদি না লয়া জাহ[১৯] অভাগিনীর তরে।
এহিক্ষণে জাব[২০] আমি বাপুর গোচরে ॥
গাযী বলে ভাই কালু[২১] শুনহ কাহিনী।
পাএর দাঁড়ুকা[২২] হৈল রাজার নন্দিনী ॥
সাত পাঁচ ভাবি গাযী স্থির কৈল মন।
আমি ছাড়ি গেলে চম্পার হবে বিড়মন[২৩] ॥
চাম্পার হাত ধরি গাযী বাহিরে আনিল।
পাছে পাছে কালু দেওয়ান জাইতে লাগিল ॥
বাও রূপে তিনজন যাত্রা করি জাএ।
প্রভাতে জায়া সোনাপুর গ্রাম[২৪] পাএ ॥
বনমধ্যে[২৫] বট বৃক্ষ[২৬] বৈসে তার তলে।
পূর্ণিমার[২৭] চন্দ্র যেন চম্পার রূপ[২৮] জ্বলে ॥
এথা প্রভাতে রাজা কাক না দেখিয়া।
চিত্তে খেমা দিল রাজা বিস্তর কান্দিয়া ॥
রচে মিরা হালু এহি[২৯] দারুণ বচন।
একবার আল্লার নাম বল সর্বজন ॥[৩০]

দিসা : বন বিতোনার হও।[৩১]

নাচাড়ি। ত্রিপদী।

দেখিয়া চম্পার রূপ গাযী পাএ মনে[৩২] দুঃখ
পুছে গাযী ভাই কালু তরে।[৩৩]
আমরা ভাই ভিখারী[৩৪] সঙ্গে[৩৫] পরম সুন্দরী
কি মতে ফিরিব নগরে[৩৬] ॥
লোকে বলিবে মোরে[৩৭] নারী লয়া ফকিরী করে[৩৮]
মরিব গরল বিষ খায়া।

১. আ-মোক সবে করিল য়াদর। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২. আ-যুবে। ক, খ-তুমি গেইলে বাপ্ না রাখিবে একদণ্ড। ৩. আ-তুমি আমার জগতপতি তুমি ধনুধর।। ক-গৃহীত পাঠ। খ-এ পদ নেই। ৪. ক-মোর। খ-এ পদ নেই। ৫. আ-সিস্তের ওড়ন স্বোমি গ্রিস কালে বাও। ক-সিতের ওড়ন স্বামি গ্রিসের কালে বাও। খ-ঐ। ৬. আ-আসয়ের। ক-অসমের। খ-আসোমোর. ৭. ক-দোতোরের। খ-বরসাকালের। ৮. আ-সর্ব্বসাস্ত্রে। ক,খ-সর্ব্বসাশ্র। ৯. ক-লক্ষ। খ-নখ্য। ১০. আ-ধর্ত্ত্য। ক-হর্তা। খ-পাঠ আংশিক খণ্ডিত। ১১. আ,ক, খ-ব্রেথাই। ১২. আ-সে মানাত্র। ক,খ-সোপাএ। ১৩. আ-জদি স্বোমি না খেমে। ক-গৃহীত পাঠ। খ-পদ নেই। ১৪. খ-এ পদ নেই। ১৫. ক-অনাথিনির। ১৬. ক-জাহ। খ-থাক। ১৭. খ-এ পদ নেই। ১৮. খ-এ পদ নেই। ১৯. ক জদিনালহ। ২০. ক-জাব বাপুর গোচরে। খ-কব জাইয়া বাপুর গোচরে। ২১. ক-কালু এহি সব বানি। খ-কালু বিসম হৈল বানি। ২২. আ, খ-ডাড় কা। ক-দাড় কা। ২৩. ক-বিড়ক্ষণ। আ, ক-বিড়মোন। ২৪. খ-বন। আ-প্রভাতে সোনাপুর দেখিবার পাত্র। ক-গৃহীত পাঠ। ২৫. আ-মৈর্দ্ধে। ক-ঐ। খ-মাঝে। ২৬. বৃক্ষ্য। খ-ঐ। ২৭. আ-আ-পুন্নিম। ক-পুন্নিমার। খ-ঐ। ২৮. আ-উপজলে। ক-রূপ জলে। খ-ঐ। ২৯. ক-এহিসব। খ-দারুন বচন। ৩০. এর পরে আ-পুঁথিতে আছে ঃ নিসাপালা সমাআপ্ত। সনবারে পালা আক্ষ।' ৩১. খ-পুঁথি থেকে গৃহীত। অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ৩২. আ-বড় ষুক। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩৩. আ-ব্যাকুলে পুছে কালুর তরে। ক-আপনে পুছে কালুর তরে। খ-গৃহীত পাঠ। ৩৪. আ-ভিকারি। ক, খ-আমরা ভিকারি। ৩৫. আ, ক-হৈল। খ-সঙ্গে সুন্দরি। ৩৬. ক, খ-সহরে। ৩৭. আ-লোক জনে কি করো। ক-গৃহীত পাঠ। খ-সবে বলিবে মোরে। ৩৮. আ-মোনের অধিক হর। ক-আড় লয়া ফকির করে। খ-নারি লয়া ফকিরে। তিন পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ।

কালু বলে নহে[১] ভাল হৈল বড়[২] জঞ্জাল
লাজ পাবা জগত[৩] ভরিয়া।
কহে গাযী কথন শুনহ কালু বচন
কি করিব বল আরবার।[৪]
কালু বলে গাযী শুন হউক চম্পা হরিদ্রা ফুল
হলিদ্রার ফুল হৈল চম্পাবতী।[৫]
ফুল হৈল চম্পাবতী[৬] রুমালে বান্ধিল পতি[৭]
বান্ধিয়া গাযী লইল বাম হাতে ॥[৮]
চলে গাযী ধীরে ধীরে আইল মিসির[৯] নগরে
ভিক্ষা মাঙ্গিল দুই ভাই।
দিন গেল সন্ধা হৈল গ্রামের বাহির হৈল
দরিয়ার কূলে[১০] কর্ল ঠাঞি ॥
হাঁড়ি পাতিল কালু আনে[১১] চৌকা কাটে রন্ধনে[১২]
নড়ি গেল আল্লার আসন।
সাহেব বলে হুর পরী জাহ তোরা তরাতরি
মিসির পুর[১৩] নদীর কিনারে।
লাগিয়া গাযীর পাএ তবে মিরা হালু কএ
আইল পরী গাযীর হাযীরে ॥

দিসা : রসের চম্পা লো
চলো আমার দেশে জাই।[১৪]

পয়ার।

বল ভাই আল্লার নাম বদন ভরিয়া।
ও ধনি মানি যে নাম প্রেম লাগিয়া ॥
হলিদ্রার ফুল গাযী হাতে করি নিল।[১৫]
হুহুঙ্কারে চম্পাবতী নিজ মূর্তি[১৬] হৈল ॥
বসিয়া চম্পাবতী করেন রন্ধন।
হেন কালেতে আইল হুর পরিগণ ॥
কাণ্ডার টানায়া সবে চম্পাক ঘিরিল।
রন্ধন হইল সবে তাম খাইল ॥
বাহিরে শুইল কালু[১৭] মন কৌতূহলে।
পালঙ্গে শুইল গাযী রাজকন্যা কোলে ॥
প্রভাতে করিলা চম্পা হরিদ্রার ফুল।[১৮]
হুর পরিগণ গাযী বিদাএ করি দিল ॥
পরী সবে গেল তবে আপনার স্থানে।
আনন্দে চলিল তবে ভাই দুই জনে ॥
এহি রুপে পথে (পথে) কতদিন গেল।[১৯]
বাদশাই সইবানে গাযী ফুল রুপিল ॥
গাযী বলে ফুল রহ যমীন মাঝ[২০]।
আমার হুকুমে হও শড়ার[২১] গাছ ॥
সাহেব আল্লা যাহা করে দুনিঞাতে হএ।[২২]
সাহেব গাযীর বচন ঝুটা হবার নএ ॥[২৩]

১. ক, খ-হইল। ২. ক-এ বড় জঞ্জাল। খ-দেখি বড় জঞ্জাল। আ-হইল জঞ্জাল। ৩. ক-জগত ভিতরে। খ-সবার ভিতরে। ৪. আ-এ পদ নেই। ক-গৃহীত পাঠ। খ-বলে গাজি বচন/ষুন কালু কথন/কি করিব কহ সমাচার। ৫. আ-কহে গাজী চাম্পা ষুন/হও তুমি হলিদ্রা ফুল/হলিদ্রা ফুল হও বালি। ক-গৃহীত পাঠ। খ-কালু বোলে বোল/হউক চাম্পা হলিদ্রার ফুল/হলিদ্রা হৈল চাম্পাবতী। ৬. আ-ফুল চাম্পাবতি। ক-হলিদ্রার ফুল ইতি। খ-হলিদ্রা ফুল হতে। ৭. আ-উমালে বান্ধিল পতি। ক, খ-হইল চাম্পাবতি। ৮. আ-বান্ধিয়া গাজী লইল হাতে। ক-গাজি লইল বাম হাতে। খ-ঐ। ৯. আ-মিছির। ক-আইল নগরে। খ-আইল ক্ষেত্রি নগরে। ১০. ক-কিনারে। খ-ঐ। ১১. ক-পাতিল কালু আনে। ১২. আ-চুলা খোড়া রন্ধনে। ক-চৌকা কাটে রন্ধন করে। খ-পাঠ খণ্ডিত। ১৩. ক-মিস্রপুরে। খ-সিগ্রপুর। ১৪. আ-পুঁথি থেকে গৃহীত। অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ১৫. এ পদ এবং পরবর্তী ২০ পদ আ-পুঁথিতে খণ্ডতি। ১৬. ক-মুর্ত্ত। খ-মুর্ত্তি। ১৭. ক-কালু হুরপরি। ১৮. খ-প্রভাতে চাম্পাকে ফুল করিল। ক-গৃহীত পাঠ। ১৯. ক-এহি রূপে কতদিন গুযুর করিল। খ-গৃহীত পাঠ। ২০. খ-মাঝার। ২১. খ-সড়ের। ২২, ২৩. খ-এ পদ নেই।

সোনামুখে সাহেব গাযীর এহি কথা কৈল।
গাযীর হুকুমে ফুল সড়ের গাছ হৈল ॥
যমীনে সড়ের গাছ হইল আকুল।
সড়ের গাছে তবে ধরিছে চম্পাফুল ॥
গাছ হয়া কান্দে কন্যা রাজার[১] নন্দিনী।
কান্দিয়া কান্দিয়া কন্যা গাযীক কহে বাণী ॥[২]

দিসা : হাএরে ফকীরের সনে
দেখা হবার নএ রে।[৩]

পদ।

গাযী বলে তোমাক কন্যা না ছাড়িব আমি।
বড় ভাই না দেখি ফিরির হইলাম আমি ॥[৪]
পাতালেতে জাব[৫] বড় ভাএর কারণে।
ইহাতে তোমাকে[৬] আমি লৈব কেমনে ॥
যে কালে জাইব আমি[৭] আপনার ঘরে।
আল্লার দোহাই যদি[৮] ছাড়ি জাই তোরে ॥
এহি চিন্নি করি আমি থুই এথাকারে।[৯]
বিবি চম্পার নামে দরগা হৈবে সত্বরে ॥[১০]
একিদা[১১] করিয়া যেবা আসিব দেখিবারে।
আচম্বিতে[১২] চম্পা ফুল পাবে গাছের গোড়ে ॥
নিঞাত হাসিল তবে হইবে তখনি[১৩]।
তারা করিবে সবে চম্পার শির্‌নি ॥[১৪]
দোদিলা হইয়া যে আসিবে দেখিবারে।[১৫]
বিয়াল্লিশ রোগ হৈবে পড়িবে ফেরে ॥[১৬]
ইকিদা দড়াইয়া যে বান্দা না আসিবে।[১৭]
সহস্র ঝড় হইলে এক ফুল না পড়িবে ॥[১৮]
মুরাদ দিয়া হৈল[১৯] পীর গাযীর গমন।
ত্রিপিনী সাগরে জায়া দিল দরশন ॥
দাঁড়াইল তথা জায়া গাযী জিন্দাপীর।[২০]
আল্লা নবীর নাম লয়া ছাড়িল জিগির ॥[২১]
ষোল শও সিদ্ধা তথাতে তপ করে।
গঙ্গা আরাধনে আছে ই বার বৎসরে ॥[২২]
আসা গাড়িল গাযী[২৩] ভাই কালুর সঙ্গ।
ষোল শও সিদ্ধার তপ হইল ভঙ্গ ॥[২৪]
গাছ পাথর[২৫] সবে হস্তপর ধরে।
উভ নড়ে[২৬] চলে গাযীক মারিবারে ॥
কথা হৈতে আইল বেটা[২৭] জাত যবন।
বার বছরের ধ্যান কর্ল[২৮] নিপাতন ॥
মারিতে আইল সিদ্ধা গাযী জানিল।
গাযী বলে নিরাঞ্জন প্রমাদ[২৯] হইল।
আল্লা নবীর নাম লয়া ছাড়িল যিগির।
স্বর্গ মর্ত পাতাল[৩০] লাগি হৈল গাযীপীর ॥
দুই চক্ষু[৩১] জ্বলে যেন সূর্যের সমান[৩২]।
গাছ পাথর ফেলায়া[৩৩] পলাএ সিদ্ধাগণ ॥
তাহা দেখি কালু[৩৪] দেওয়ান হাসে মনে মন
ধীরে ধীরে গেল কালু সিদ্ধা বিদ্যমান ॥
না পালাও না পালাও শুন[৩৫] সর্বজন।
স্থির[৩৬] হয়া শুন সবে আমার বচন ॥
কি কার্য[৩৭] কর তোরা চাহ কোন ফল।
কি কারণে আরাধন করহ সকল ॥[৩৮]
সিদ্ধা বলেন ফকীর বলি তোমার তরে।
গঙ্গা আরাধনে আছি বার বচ্ছরে ॥
কালু বলে শুন তোরা[৩৯] যত সিদ্ধাগণ।
যদি দেখাইতে পারি গঙ্গা দরশন ॥
সিদ্ধা বলেন ফকীর শুনহ বচন।
যদি দেখাইতে পার গঙ্গা দরশন ॥
তবে তোমাক আমরা দিলাম ঈমান।[৪০]

১. আ-আজাব। ২. আ, খ-এ পদ নেই। ক-গৃহীত পাঠ। ৩. ক-পুথি থেকে গৃহীত। অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ৪. আ, খ-এ পদ নেই। ক-গৃহীত পাঠ। ৫. আ-জাইব আমি ভায়ের কারণে। ক-বাজ বড় ভাই এব কারন। খ-জাইব আমি ভাইর কাবন। ৬. আ-কেমতে লইব সনে। ক-কেমনে লইব। খ-গৃহীত পাঠ। ৭. ক-আমি পাতাল নগরে। ৮. ক-আমি জদি চাড়ি তোমারে। ৯. ক-গৃহীত পাঠ। খ-এহি চিন্তা করি তোমাক বাখিনু এথাকাবে। অ-চৈতন করিয়া তোমাক তুই এথাকারে। ১০. আ-এথাকারে। ক-সর্ত্তরে। খ-ঐ। ১১. আ-ইকিন্দা। ক, খ-ঐ। ১২. আ, ক, খ-অচমভিতে। ১৩. ক-সংসারে। এ দুই পদ নেই। ১৪. ক, খ-এ পদ নেই। ১৫. ক-তবে দোদিলা হয়া দেখিতে আসিবে তোমারে। খ-এ পদ নেই। ১৬. আ-ব্যলিস ঝড় হইলে ফুল না পাইব তারে। খ-এ পদ নেই। ১৭, ১৮. আ, খ-এ-দুই পদ নেই। ১৯. ক-মুরাদ বকসিয়া। খ-চাম্পাকে দোওয়া করি। ২০, ২১. ক, খ-এ দুই পদ নেই। ২২. আ-এ পদ নেই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৩. খ-মনে বড় রঙ্গ। ২৪. আ-জপ ভঙ্গ হইল তার গাজীর জিগিরে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৫. আ-তার হস্তের উপরে। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ২৬. খ-তরাতরি। ২৭. আ-এথা জাইত জৌবন। ক-বেটা জাত জখন। খ-বেটা জাইতে জৌবন। ২৮. আ-কৈল্ব। ক-করিল। ২৯. আ-প্রবাদ। ক-প্রমাদ। খ-ঐ। ৩০. আ-পাতালে হইল গাজি পির। ক-গৃহীত পাঠ। খ-পাতাল হৈল গাজি পির। ৩১. আ-চক্ষ জলে জেন মুর্জ্জর। ৩২. ক-প্রমান। ৩৩. আ-ফেলি। ক-ফেলায়া। খ-ফেলিয়া। ৩৪. ক-কাল ভাবে মনে মন। ৩৫. ক, খ-বাও নাহি কাড় তোমরা। ৩৬. ক, খ, আ-স্তির। ৩৭. আ-কার্জ্জ্য। ক-কায্য তোমরা চাহ কোন ধন। খ-কি কায্য কর তোমরা চাহ কোন ফল। ৩৮. ক-কী কারনে কর তোরা এত আরাধনা। খ-কি কায্যে কাহারে আরাধন। ৩৯. ক-তোমরা জত জন। ৪০. খ-গঙ্গা দেখিলে মুসলমান হইব সর্ব্বজোন। আ-গঙ্গা আসিয়া জর্দি দেয়ে দরোসন।

কলেমা পড়িয়া সবে হৈব মুসলমান ॥[১]
কালু বলে সর্বজনে দেহত লেখিয়া ।[২]
এহিক্ষণে দেখাব গঙ্গা শুন মন দিয়া ॥
সকল সিদ্ধাএ লেখি দিল বিদ্যমান।
যদি আমরা গঙ্গা দেখি ভরিয়া নঞান ॥
তবে কহিলাম [মোরা সিদ্ধা] সর্বজন।
কলেমা পড়িয়া [সবে] হৈব মুসলমান ॥
লিখন লৈয়া আইল কালু গাযীর হাযীর[৩]।
পড়িয়া আনন্দ হৈল বড়খাঁ[৪] গাযী পীর ॥
[৫]হুঙ্কারে হইল গাযী পূর্বের শরীর ।[৬]
রাজপথে খাড়া হৈল গাযী জিন্দাপীর ॥[৭]
হাতে আসা করি গাযী আগে দাঁড়াইল ।[৮]
কাতারে কাতারে সিদ্ধা পাছে খাড়া হৈল ॥[৯]
গঙ্গা মাসী বলি গাযী তিন ডাক দিল ।[১০]
মধ্য সাগরে গঙ্গা হস্ত তুলিল ॥[১১]
গঙ্গার দিব্য বাহু [আর] রত্ন অভরণ ।[১২]
[১৩]দেখিয়া অচৈতন হইল সিদ্ধাগণ[১৪] ॥
আল্লা আল্লা বলে যত তপোধন ।[১৫]
গাযীর চরণ[১৬] ধরি করে নিবেদন ॥
দেখিব গঙ্গার মুখ[১৭] শুন জিন্দাপীর।
সর্ব পাপ দূরে জাউক[১৮] প্রাণ করি স্থির ॥
গাযী বলে গঙ্গা মাসী বড় পানু দুঃখ।
ভাসিয়া খানিক উঠ দেখি[১৯] সবে মুখ ॥
ত্রিনঞানী গঙ্গাদেবী উঠিল ভাসিয়া।
দেখিয়া মুনি পড়ে অচেতন হইয়া ॥
সিদ্ধা বলে সাহেব তোমার তরে বলি।
বারেক দেখিব সবে গঙ্গার কাচুলী ॥
গাযী বলে গঙ্গা মাসী শুন[২০] মন দিয়া।
পদ্ম[২১] পত্র পর খানিক বেড়াহ ভাসিয়া ॥
আপনে উঠহ মাও সশরীরে ভাসিয়া ।[২২]
দেখুক সকল লোক[২৩] নঞান ভরিয়া ॥
গাযীর বচনে গঙ্গা হরষিত[২৪] হয়া।
পদ্ম[২৫] পত্রের উপর উঠিল ভাসিয়া ॥
সর্ব শরীর দেখিল সর্ব[২৬] তপোধন।
গাযী বলে মাসী তুমি জাহ নিজ স্থান ॥
দুই দিগে দুই ধারা মধ্যে[২৭] দেহ চর।
মসজিদ দিব আমি ত্রিপিনী সাগর ॥
দুই দিগে দুই ধারা বহিতে[২৮] লাগিল।
মধ্যে চর দিয়া গঙ্গা পাতালেত গেল ॥
সিদ্ধা সকলেক গাযী[২৯] পড়াতে লাগিল।
দুই সিদ্ধা তাহার মধ্যে পলায়া রহিল ॥
বালু দিয়া সর্ব শরীর ছাপায়া[৩০] রহিল।
[৩১]ডাকিয়া দুইজন বলিতে লাগিল ॥
শিবের মণ্ডব এহি শুনরে যবন।
কি কারণে জাইত লইলা সিদ্ধাগণ ॥
শিবের দোহাই তারা দেএ দুইজন।
চতুরদিগে চাহে গাযী না দেখে কোন জন ॥[৩২]
গাযী বলে বেটা দেখা না দেও মোরে ।[৩৩]
গঙ্গা সারক[৩৪] হয়া থাক সংসার মাঝারে ॥
যেমন ছাপায়া আছ আপনার ধড়।
দরিয়ার কূলে হএ যেন তোমার ঘর ॥
আল্লা যাহা করে সে[৩৫] দুনিঞাত হএ।
মিঞা[৩৬] গাযীর বচন ঝূটা হবার নএ ॥
যে কহিল সাহেব গাযী সেহি[৩৭] সিদ্ধ হৈল।
গঙ্গাসারক হয়া সবে[৩৮] উড়িয়া চলিল ॥
আব ষোলশত সিদ্ধা[৩৯] বসে গাযী বিদ্যমান।

১. খ-এ পদ নেই। ২. এ পদ এবং পরবর্তী ৫ পদ আ-পুঁথিতে নেই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩. আ-গোছর। ক-হাজির। খ-এ পদ আংশিক খণ্ডিত। ৪. আ, খ-গাজি জিন্দাপির। ক-গৃহীত পাঠ। ৫. আ-হুঙ্কারে হই মিঞার পূর্ব্ব সরিল। ক-গৃহীত পাঠ। ৬. এর আগে আ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ: আল্লা নবির নাম লয়া ছাড়িল জিগির। ৭. আ-এ পদ নেই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৮. আ-এ পদ নেই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৯. আ-এ পদ নেই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১০. আ-এ পদ নেই। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১১. আ-মৈর্দ্ধে ত্রিপিনি গঙ্গা রাম হাতে নিল। ক-মৈর্দ্ধে সাগরে গঙ্গা হস্ত তুলিল। খ-মধ্য সাগরে গঙ্গা ভাসিয়া উঠিল। ১২. আ-হৃিদয়ে ভাবিয়া তবে তথাতে রহিল। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ১৩. এর আগে আ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : হৃিদ বাহে গঙ্গা সঙ্ক বর্ন্ন্য বড় বল। ১৪. ক-সর্ব্বজোন। খ-দেখিয়া মুরছিত হইল সিদ্ধাজনেজন। ১৫. খ-এ পদ নেই। ১৬. ক-কদম। খ-এ পদ নেই। ১৭. আ-মুক্ষ। ক-মুখ। খ-এ পদ নেই। ১৮. ক-জাও প্রান হৌক স্তির। খ-এ পদ নেই। ১৯. আ-সবে দেখুক মুখ। ক-গৃহীত পাঠ। খ-মুক। ২০. আ, ক, খ-শুন। ২১. আ-পর্দ্ধোর। খ-পর্দ্দ। ২২. আ-এ পদ নেই। খ-ঐ। ক-গৃহীত পাঠ। ২৩. আ-দেখুক সিদ্ধাগণ তোমাক। ক-গৃহীত পাঠ। খ-এ পদ নেই। ২৪. খ-আনন্দ হয়া। ২৫. আ-পদ্মের। ২৬. ক-সির্ধা। খ-জতো। ২৭. আ-মৈর্দ্ধে। ক, খ-ঐ। ২৮. ক-দেখিতে। ২৯. খ-কলেমা পড়াইল। ৩০. ক-ঢাকিয়া। ৩১. এর আগে ক-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : দুই চক্ষ মাত্র খালি রাখিল। খ-ঐ। ৩২. ক-গাজী বোলে ভাই কালু দোহাই দেএ কিসের কারন। খ-গাজী বোলে ভাই কালু দোহাই দেএ কোন জোন। ৩৩. ক-পরে বোলে বেটা কেনে দেখা না দেহ মোরে। ৩৪. আ-সারঙ্গ। ক, খ-গৃহীত পাঠ। ৩৫. ক-সাহেব আল্লা জাহা করে। খ-এ পদ নেই। ৩৬. ক-সাহেব। খ-এ পদ নেই। ৩৭. ক-সেকথা হৈল। খ-(বৃথা) নাহি হইল। ৩৮. খ-তাহারা তখনে পলাইল। ৩৯. আ-আর সোলো সির্দ্ধা। ক-আর নও শোও সির্দ্ধা। খ-সকল সির্দ্ধা।

কলেমা পড়িয়া তারা হৈল মুসলমান ॥
কেহ হৈল জটাধারী কেহত মাদারী।
কেহত মলঙ্গ হৈল কেহত সন্ন্যাসী ॥
ফকীর হইয়া সভে করিল বৈসন।
বিশ্বকর্মা[১] বলি গাযী করিল সঙরণ ॥
শিষ্য[২] সবল ইয়া চলিল লোকমান।
দরশন দিল সাহেব গাযী বিদ্যমান ॥
গাযী বলে লোকমান হাতে লও পান।
এহিক্ষণে[৩] করি দেহ মসজিদ নির্মাণ[৪] ॥
মসজিদ গঠিতে তথা[৫] নিশান গাড়িল।
সংসারের পাথর আনিতে লাগিল ॥[৬]
মসজিদে লাগায়া দিল ফটীকের স্তম্ভ[৭]।
উপরে গড়িল তার ষোলটি গম্বুজ[৮] ॥
দুয়ারে গাঁথিয়া দিল মানিকের তারা।
চৌদিগে লাগাইল সিঁড়ি[৯] মুকুতার ঝারা ॥
চুণি মুক্তা[১০] নানা রত্ন গাঁথিল প্রবাল।
বর্ণ করিল তাতে হিঙ্গুল হরিতাল ॥
উপরে চান্দয়া দেএ মসজিদে টানায়া।
সুবর্ণ নিশান গাড়ে চামর বান্ধিয়া ॥
সোনার চান্দোয়া দিয়া না করে বিলম্ব।
মসজিদে ঢালিয়া দিল সুবর্ণ পালঙ্গ ॥
সুবর্ণের পালঙ্গে গাযী হিলাইল গাও।
দুই দিগে পড়ে শ্বেত চামরের বাও ॥
বিদাএ হয়া লোকমান করিল গমন।
আপনার স্থানে জায়া দিল দরশন ॥
কত দিন গাযী সেহি মসজিদে আছিল।
পাতালে জাইতে দুহে কমর বান্ধিল ॥
কমর বান্ধিয়া দুহে করিল বৈসন।
রচে মিরা হালু এহি অপূর্ব কথন ॥[১১]

২৭ পালা সমাপ্ত।

১. আ-বিস্বোকম্মা। ক, খ-ঐ। ২. আ-সিইস্য। ক-সন্য সব। খ-সিস্য লইয়া। ৩. আ-দণ্ডে। ক-গৃহীত পাঠ। খ-এ পদ খণ্ডিত। ৪. আ, ক-নিম্মান। ৫. ক-বিসাই। খ-মজিদ বানাএগ্রা বিসাই। ৬. ক-সংঙ্গসাররের পাথর আইল সুর্ন্ন্য ভরে। খ-এ পদ নেই। ৭. আ-থোম্ভ। ক-স্তম্ভ। খ-এ পদ নেই। ৮. আ-গুমজ। ক-গমজ। খ-এ পদ নেই। ৯. ক-চৌ-দিগে গাথি দিল। ১০. ক-মুনি মুকুর্ত্তা। ১১. খ-রচে মিরা হালু ভাবনা করিয়া। একবার আল্লার নাম লহ মন দিয়া।

২৮ পালা।

দিসা : আজি থাকিয়া কালি জাইব।
ও আল্লা মিছাই পরবাস হে ॥[১]

পয়ার।[২]

আল্লার নাম লহ ভাই নবীর গুণ গাও।[৩]
সহজে সহজে লোক ভব তরি জাও ॥[৪]
সালাম[৫] করিয়া গাযী খাকের তরে কএ।
বারেক আমার তুমি[৬] হওত সদএ ॥
পথ দেহ জাব আমি[৭] পাতালে ভুবনে।
প্রাণ বিদরে মোর ভায়ের[৮] কারণে ॥
গাযী করুণা করে খাকী বিদ্যমান[৯]।
গাযীর কান্দনে খাকি না ধরে পরান[১০] ॥
গাযীর কান্দনে খাকির শুদ্ধ[১১] হৈল মন।
গাযীকে ডাকিয়া খাকি কহিল বচন ॥[১২]
চিন্তা না করিহ বাছা শুন দিয়া মন।[১৩]
এহি পথে জাইও তুমি পাতাল ভুবন ॥[১৪]
এতেক শুনিঞা দুই ভাই করিল গমন।[১৫]
অহি পথে আইল পাতাল ভুবন ॥[১৬]
বড়ই সুন্দর দেখে[১৭] পাতাল নগর।
সারি সারি দেখে সব[১৮] সোনারূপার ঘর ॥
বিচিত্র পতাকা[১৯] উড়ে রাজ্যের[২০] উপর।
প্রতি ঘরে ঘরে আছে সুবর্ণ[২১] কলস ॥
মণি মানিক জ্বলে রাজ্যের মাঝার।
ঝলমল করে রাজ্য নাহি[২২] অন্ধকার ॥
রাজার বাড়িতে দেখে সুবর্ণের ঘর।
দালান কৌঠা ইমারত দেখিল বিস্তর ॥[২৩]
বাজারে বসিল তবে[২৪] গাযী আর কালু।
দুই ভায়ের[২৫] বরণ যেন চন্দ্র আর ভানু ॥
বাজারে বসিল তবে ভাই দুইজন।[২৬]
সেহি কালে নড়ি গেল আল্লার আসন ॥[২৭]
নিরাঞ্জন বলে জিবরিল শুন[২৮] দিয়া মন।
গাযী পাতালে আইল যুলহাউস কারণ ॥
জাহ জাহ জিবরিল পাতাল ভুবন।
রাত্রিকালে হাউসেক দেখাহ স্বপন[২৯] ॥
এতেক শুনি[৩০] জিবরিল করিল গমন।
পাতাল ভুবনে জায়া দিল দরশন ॥
যেদিন হইল অথা গাযীর গমন।
সেহিদিনে যুলহাউস দেখিল স্বপন ॥[৩১]
বড়খাঁ গাযী আইল তোমার[৩২] ছোট ভাই।
তোমাকে লইতে আইল গাযী এহি ঠাঞি ॥[৩৩]
এতেক কহি ফিরেস্তা গেল দরবারে।[৩৪]
কান্দিয়া উঠিল হাউস পালঙ্গ উপরে ॥
আহারে প্রাণের ভাই গাযী দিওয়ান[৩৫]।
এত বড় ভাগ্য হইব ভায়ের সনে দরশন ॥

১. ক-আজি থাকিয়া কালি জাইব মিছা পরবাষ। খ. ... মিছা পরবাষ। আ-গৃহীত পাঠ। ২. ক, খ-পদ। আ-পয়ার। ৩, ৪. ক, খ-এ পদ নেই। ৫. আ, খ-ছার্ল্বাম। ক-সেলাম। ৬. ক, খ-এ শব্দ নেই। ৭. আ-পথ ছড়ি দেহ জাব। ক, খ-পথ দেহ জাব আমি সপ্ত পাতালে। ৮. ক-ভাই এর খাতিরে। ৯. ক-বিদ্বমানে। আ, খ-এ পদ নেই। ১০. ক-পরানে। ১১. ক-মুর্দ্ধ। আ, ক-এ পদ পদ নেই। ১২. আ, খ-এ পদ নেই। ১৩, ১৪. আ, খ-এ দুই পদ নেই। ১৫. আ-গাজীর করুণাতে দুই ভাই মুরঙ্গ হৈল। খ-গাজির বচনে তবে খাকির দয়া হইল। ১৬. আ-অহিপতে দুই ভাই পাতালেতে গেল। খ-সেহিপতে দো ....। ১৭. আ-রার্জ্জ। ক-রাজার। খ-দেখে। ১৮. ক-তথা। খ-এ শব্দ নেই। ১৯. আ-পতুকা। খ-ঐ। ক-ফারটা। ২০. আ-আর্জ্জের। ক-রার্য্যের। খ-ঘরের। ২১. আ, ক, খ-সোবর্ণ্ন্য। ২২. আ-আর্জ্জ। ক-পুরি। খ-রার্য্য। ২৩. আ-দুলান কোটা মোট ইমরাত বিস্তর। খ-দালান কোটা মট দেখিল বিস্তর। ক-গৃহীত পাঠ। ২৪. আ-বাজারে বসিল দুই ভাই। ক-গৃহীত পাঠ। খ-বাজারে বসিল গাজি আহার কালু। ২৫. খ-দোহার। ২৬, ২৭. আ, খ-এ দুই পদ নেই। ২৮. ক-ষুন। আ, খ-এ পদ এবং পরবর্তী ৫ পদ নেই। ২৯. ক-সপ্পন। ৪০. ক-ষুনি। ৩১. আ-সেহিদিন যুলহাউস দেখিল সপন। খ-ঐ। ক-সেহি রাত্রে ফিরিস্তা দেখাইল সপ্পন। ৩২. খ-আমার। আ-আমার। ৩৩. ক-ফকির রূপে সেহি আসিব এহি ঠাঞি। ৩৪. আ, খ-এ পদ এবং পরবর্তী ৭ পদ নেই। ক-গৃহীত পাঠ। ৩৫. ক-দেওান।

সেহি রাত্রে হাউস স্বপন দেখিয়া।
রাত্রি পোহাইল মিঞা অনেক কান্দিয়া ৷৷
বড়খাঁ গাযী হইল আমার ছোট ভাই।
ফকীর রূপে সে আইল এহি ঠাঞি ৷৷
রাত্রে স্বপন দেখে যুলহাউস পীর।[১]
আগমে জানিল[২] বার্তা প্রাণ নহে[৩] স্থির ৷৷
ভায়ের শোকে[৪] তনু কাটে করিল গমন।
বাযারেত জায়া মিঞা দিল দরশন ৷৷[৫]
আপনে চলিল রাজা ভাএক টুঁড়িবারে।[৬]
দুই ফকীর বসি তবে আছেন বাযারে ৷৷[৭]
যে রূপে দেখিয়াছিল রাত্রে[৮] স্বপনে।
সেহি মূরতি[৯] রাজাএ দেখিল নঞানে ৷৷
আগম[১০] ধরিয়া তবে ধিয়ানে জানিল।
ভাই ভাই বলি গাযীক কোলে তুমি নিল ৷৷[১১]
গলাগলি দুই ভাই[১২] অনেক কান্দিল।
রাজার বাড়িতে গাযীক লইয়া আইল ৷৷
রাজপাটে বৈসে তবে ভাই দুইজন।
চন্দ্র সূর্য[১৩] জ্বলে যেন দুহার বরণ ৷৷
একি হাত একি পাও একি মুখ[১৪] কান।
দুই জনের গাএর বরণ একই সমান ৷৷
একি শরীর তাহার একই গঠন।[১৫]
একি কোখে দুই ভায়ের হয়াছে জনম ৷৷[১৬]
হাত পাএ পদ্ম[১৭] কপালে রত্ন[১৮] জ্বলে।
দেখিয়া রাজ্যের[১৯] লোক ধন্য ধন্য বলে।
[২০]সেহি কালে জঙ্গ রাজা দিল দরশন।
গাযীর সনে সম্ভাষা[২১] করি করেন বৈসন ৷৷
যত তাপ পাইল গাযী দেশে বিদেশে।
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে বড় ভায়ের কাছে ৷৷
নিদ্রা কালে আইনু মাএক ছাড়িয়া।
মৈল কি আছেন মাও বার্তা[২২] লই জায়া।
চল চল জাই ভাই বৈরাট নগরে।
জাবা কি না-জাবা ভাই বল[২৩] দেখি মোরে ৷৷
কান্দিয়া হাউস মিঞা বলেন উত্তর[২৪]।
আর কি রহিতে পারি পাতাল নগর ৷৷
প্রাণ বিদরিল[২৫] ভাই মাএর কারণ।
গলাগলি দুই ভাই করিল[২৬] ক্রন্দন ৷৷
পাঁচ তোলা শুনিল[২৭] যদি গাযীর বচন।
শীঘ্র করি[২৮] পাঁচতোলা করিল রন্ধন ৷৷
গোসল করিল তবে ভাই তিনজন।
রন্ধন মন্দিরে জায়া[২৯] করিল বৈসন ৷৷
আইল পাঁচতোলা গাযীর বরাবরে[৩০]।
সালাম করিয়া রানীক[৩১] বলে ধীরে ধীরে ৷৷
বিলম্বেত কাজ্য নাই চল[৩২] নিজঘরে।
কান্দিয়া কান্দিয়া রানী বলে গাযীর তরে ৷৷[৩৩]
গাযীকে পাঁচতোলা নিল কোলে ৷৷[৩৪]
চন্দ্রমুখ চায়া রানী কান্দি কান্দি বলে ৷৷[৩৫]
তাম খাহ তাম খাও[৩৬] প্রাণের দেওর।
আর কিছু[৩৭] বিলম্ব নাহি পাতাল নগর ৷৷
তাম খাইল তথা ভাই তিনজন।
বাড়িতে জাইতে তবে লএ[৩৮] নানাধন ৷৷
শিরে হাত জঙ্গ রাজা করেন রোদন।
জামাতা বিদাএ করে দিয়া নানাধন ৷৷
সুবর্ণ দোলাতে রানী চড়িল তখন।[৩৯]
আর এক মাফা লএ চম্পার[৪০] কারণ ৷৷
এক হাজার সোওয়ার চলে গাযীর সনে।
দেড় হাজার লোক[৪১] চলে পয়েদলে ৷৷
শতেক সেহলি[৪২] চলে রূপে ঝলমল।
রণশিঙ্গা করতাল[৪৩] বাজে নাগ ফেনি।

১. আ-প্রভাতে উটিল রাজা যুলহাউস পির। খ-প্রভাতে উটিল হাউস পির। ২. ক-জানিঞা। ৩. আ-হৈল স্তির। ক-নহে স্তীর। খ-হৈল স্তির। ৪. ক-সোগে। আ, খ-এ পদ নেই। ৫. আ, খ-এ পদ নেই। ৬. ক-এ পদ নেই। ৭. ক-দেখে দুই ফকিরে আছেন বাজার দুই ভায়ের রূপ দেখি হাউস জার। জার৷৷ (শেষোক্ত পদ আ, খ-পুঁথিতে নেই)। ৮. আ-আর্ত্রে সপ্বনে। ক-জেরূপ দেখিছিল রাত্রে সপ্পনে। ৯. আ-সেহি মুরর্ত্য। ক-সেহি রূপ দেখিল আপন নঞানে। খ-সেহিমতে দেখিল আপন নঞানে। ১০. আ-রাগম। খ-আগম করে হাউস তখনে জানিল। ১১. ক-ভাই ভাই বলিয়া কোলেত লইল। ১২. ক-গলাগলি ধরি দুই ভাই। খ-ঐ। ১৩. আ, ক, খ-মুর্জ্জ জলে। ১৪. আ-মুক্ষ। ১৫, ১৬. আ, খ-এ দুই পদ নেই। ১৭. আ-পর্দ্ধো ' ক-পর্দ্দ। ১৮. আ-রর্ত্না। ক-রত্নন। ১৯. ক-রাজার। খ-সকল ধন্যা ধন্যা বোলে। ২০. এখান থেকে অবশিষ্ট পুঁথির কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শব্দ ছাড়া খ-পুঁথি খণ্ডিত বললেও চলে। ২১. আ. সমভাসা একার্ত্রে বৈসন। ক-গৃহীত পাঠ। ২২. আ-বাত্রা। ক-মৈল কি বাছে মাও মাও কহ দড়াইয়া। ক-বোলহ আমারে। ২৩. ক-এ শব্দ নেই। ২৪. আ, ক-উতৎর। ২৫. ক-বিদড়ে। ২৬. ক-করেন রোদন। ২৭. ক-ষুর্নি গাজির বচন। ২৮. আ-সিগ্র করি। ক-সিগ্র গতি। ২৯. আ-রর্ত্ন মন্দির ঘরে। ক-গৃহীত পাঠ। ৩০. ক-গোচরে। ৩১. আ-রানি বোলে ধিরে২। ক-রানিক বিভরন বলে। ৩২. ক-চল সতথরে। ৩৩. আ-কান্দিয়া গাজির তরে রানি দিল কোলে। ক-গৃহীত পাঠ। ৩৪. আ-এ পদ নেই। ৩৫. ক-চন্দ্র মুখ চায়া কান্দিয়া কান্দিয়া বোলে। ৩৬. ক-তাম খাওরে মোর। খ-তাম খাওমোর সোনার .... । ৩৭. ক-এ শব্দ নেই। ৩৮. আ-লহে। কলএে। খ-নিল। ৩৯. এ পদে আগে আ-পুঁথিতে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পদগুলি আছে : বিদাএ হৈল কন্যার চড়িয়া দোলায়ে। পোটারি দাসি কত জন জায়ে৷৷ তিন পালুকিতে চড়িয়া তিনজন। ৪০. ক-জাএের। ৪১. ক-লোক প্রদলে প্রদল। ৪২. আ-সেয়ালি চলে করে ঝলমল। ৪৩. ক-কৃলার্দ্ধ। আ-করতাল। এর আগে আ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ : এহিমতে চলে সভে নানা কতুহলে। বাদ্যে তোলপাড় তবে করিলা পাতালে।

কাড়া দামা বাজে দূরে রয়া শুনি ॥
সুড়ঙ্গের[১] পথ দিয়া করিল গমন।
ত্রিপিনীর মসজিদের[২] আসি দিল দরশন ॥
তাম্বু কানাত তথা[৩] টানায়া থরে থরে।
তিন ভাই বসিলেন মন্দিরের[৪] ভিতরে ॥
কমর খুলিল তবে সকল[৫] লস্কর।
পাঁচতোলা চলিল চম্পাক আনিবার[৬] ॥
মাফাতে চড়িয়া তবে চলিল সত্বর।[৭]
সঙ্গে চলিল কালু ঘোড়ার উপর ॥[৮]
খালি মাফা কান্ধে লয় কাহের সকল।
চাম্পাক আনিতে জাএ আনন্দ কউতুহল ॥
ত্রিপিনী ছাড়িয়া চম্পা এক কোশ দূরে।
উত্তরিল সর্বজন সড়ের গাছের গোড়ে ॥
কাহেরে আনিল মাফা[৯] গাছের গোড়ে।
মাফা রাখিয়া কাহের চলি গেল দূরে ॥
বসিল পাঁচতোলা সড়ের গাছের গোড়ে।
একশত দাসী বৈসে কাতারে কাতারে ॥
কালু আর পাঁচতোলা বৈসে গাছের তলে।
লোক লস্কর সব বৈসে দূরান্তরে ॥
নিজ নাম জপি কালু ধরে গাছের ডাল।
বিলম্ব না কর মাও বারাহ্ সকাল ॥
গাছের মধ্য থাকি চম্পা কালুর কথা শুনি।
কান্দিয়া বাহির হৈল রাজার নন্দিনী ॥
বরণ উদয় যেন চন্দ্রের পুতলী[১০]।
দেখিতে সুন্দর[১১] কন্যা যৌবন অগনি ॥
চন্দ্র সূর্য[১২] জিনি বিবি চম্পার বরণ।
মুর্ছা খাইয়া পৈল সকল দাসিগণ ॥
পাঁচতোলা রানী পৈল মূর্ছাগত হয়া।
কালুর তরে চম্পাবতী[১৩] পুছে ডাক দিয়া ॥
শুন বাপু কালু [দিওয়ান] আমার বচন।
ইহ দেখি রাজকন্যা হএ কোন জন ॥
কালু বলে কহি কথা শুন [তুমি] মাও।
ইনার নাম পাঁচতোলা তোমার বড় জাও ॥
এমত বচন যদি কালু মিঞা বলে।
প্রাণ বহিন বলি চম্পা মাথা ধরি তোলে ॥
তবে পাঁচতোলা রানী পাইল চেতন[১৪]।
একে একে দাঁড়াইল সকল দাসিগণ ॥
নেতের বসন চম্পা গলাতে জড়িয়া।
পাঁচতোলাক সালাম করে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
তোমাকে দেখিতে মোর বড় ছিল সাধ[১৫]।
মুখে চুম্বা দিয়া [রাণী] করিল আশীর্বাদ ॥
রানী আর চম্পা [দুহে] রূপ গুণবতী।
সাতলি যৌবন[১৬] চাম্পা মোহন যুবতী ॥
একই[১৭] মাফাতে চড়িলা দুইজন।
কালু বলে কাহার আইস এহিক্ষণে ॥
জোগান কাহার সব মাফা লইলা কান্ধে।
ত্রিপিনী মসজিদে আইল পরম আনন্দে ॥
সে রাতে সর্বজন মসজিদে রহিল।
রজনী প্রভাতে সভে কমর বান্ধিল ॥
গাযী বলে ভাই বলি তোমার তরে।
আজি রাত্রি রহি আমার শ্বশুরের[১৮] ঘরে ॥
চলিয়া আইল সবে ব্রাহ্মণ নগরে।
ত্রাসে মটুক রাজা কাঁটি গেল ডরে ॥
ঘোড়াতে চড়ি কালু আগে চলি গেল।
সকল সমাচার [জায়া] রাজাকে কহিল ॥
আনন্দে পুলকিত মটুক অধিকারী।
কলার গাছ রাজা রুপে সারি সারি ॥
ভরণ কলস প্রতি গাছের গোড়ে।
রাজা প্রজা দেখিবার দাঁড়াইল সকলে ॥
তাম্বু কানাট সব মৈদানে ঢালিল[১৯]।
কুল্লাত লস্কর তবে কোমর খুলিল ॥
আদর করিয়া রাজা তিন ভাএক নিল।
দুই জাও মাফাত চড়ি বাড়ি মধ্যে[২০] গেল ॥
মাফা হইতে নামিল রাজার নন্দিনী[২১]।
সাথেতে লইয়া চলে শতে ব্রাহ্মণী ॥
অঙ্গেতে[২২] চন্দন দিল পুষ্প মালা গলে।
ত্রিভুবন জিনিঞা দুহের রূপ জ্বলে[২৩] ॥
চন্দ্র সূর্য[২৪] জিনিঞা দুহের বরণ।
এক উদরের যেন বহিন দুইজন ॥
মালিকা বাসরে নামে অতি বড় রঙ্গ।
বিছায়া দিল তথা সুবর্ণ[২৫] পালঙ্গ ॥
সুবর্ণের পালঙ্গে দুহে হিলাইল গাও।

১. আ, ক, খ-ষুরঙ্গের। ২. আ-মজিদে আসি। ক-মসজিদে জাইয়া। ৩. ক-তবে। ৪. ক-মছজিদ মাঝারে। ৫. আ-কুর্ব্বাতে। ক-সকল। ৬. আ-পাঁচতোলা রানি চলে চাম্পার খাতিরে। ৭. আ-মফায়ে চড়ি পাঁচতোলা চলিল সতথরে। ৮. এখানে আ-পুঁথির পাঠ খণ্ডিত। আ-পুঁথির লিপিকর সরিপ মাহমুদ। লিপিকাল ১২৩১ সন। এখান থেকে অবশিষ্ট পুঁথি একমাত্র ক-পুঁথি অবলম্বনে সম্পাদিত। ৯. ক-নড়ের গাছের গোড়ে। ১০. আ-পুথলি। ১১. ক-সোন্দর কন্যা জৌবন আগনি। ১২. ক-মুর্জ্জ। ১৩. ক-চাম্পা। ১৪. ক-চৈতন। ১৫. ক-সাদ। ১৬. ক-জৌবন। ১৭. ক-একি। ১৮. ক-সষুরের। ১৯. ক-ডালিল। ২০. ক-মৈর্দ্ধে। ২১. ক-নন্দনি। ২২. ক-য়ঙ্গেত। ২৩. ক-জলে। ২৪. ক-মুর্জ্জ। ২৫. ক-সোবর্ন্ন্য।

লীলা মাধাই আইল তথা[১] চম্পার মাও ॥
দুহে করিল মাএর চরণ বন্দন।
আশীর্বাদ করি রানী চুম্বিল[২] বদন ॥
এক স্থানে সকলে করিল বৈসন।
এথাতে গাযীক লয়া শুন[৩] বিবরণ ॥
তিন ভাই দালানে বসিলা একাত্তর[৪]।
রাজপুত্র বসিল সবে যতেক[৫] দ্বিজবর ॥
ময়দানে[৬] গাযীর যত লস্কর আছিল।
সকলের তরে [তবে] ভোজন করাইল ॥
এথাতে তাম খাইল তিন ভাই।
দুই জাএক ভোজন করাএ লীলামাধাই ॥
যার যার স্থানে সবে শুইয়া নিদ্রা গেল।
তিন দিবস ব্রাহ্মণ নগরে আছিল[৭] ॥
বিদাএ কালেতে রাজা করিল রোদন।
জামাতা বিদাএ করে দিয়া নানাধন ॥
চম্পার বিদাএ কালে মিলে সর্বজন।
লীলামাধাই তাঞি না ধরে পরাণ ॥
চম্পাবতী কান্দে আর চম্পার নও মামী।
গলা ধরি কান্দে চম্পার খেলার সঙ্গিনী[৮] ॥
লীলামাধাই তবে অনেক রোদন করে।
সালাম করিয়া দুহ[৯] বৈসে মাঝার পরে ॥
বিদাএ হইয়া সবে করিল গমন।
সোনাপুর জায়া তবে দিল দরশন ॥
মসজিদ দেখিলা আর গাযীর নগর।
সে রাত্রি রহিল তথা তিন সহোদর ॥
প্রভাত কালে সবে দরিয়া হৈল পার।
নযদিগ[১০] হৈল তবে বৈরাট নগর ॥
এক কোশ দূরে কাফিলা সহর।
তথাতে আইল চলি গাযীর লস্কর ॥
কাফিলা সহরে [তারা] তাম্বু টানাইল।
সকল লস্কর তবে তথাতে রহিল ॥
আনন্দ প্রকারের তবে পোহাল রজনী[১১]।
রচে মিরা হালু গাইন অপূর্ব কাহিনী ॥

ইতি ২৮ পালা সমাপ্ত।

১. ক-তথা বিধি চাম্পার। ২. ক-চম্বিল। ৩. ক-ষুন। ৪. ক-একাত্তরে। ৫. ক-সবে দ্বিজবর। খ-গৃহীত পাঠ। ৬. খ-মর্দ্দ দালানে। ৭. ক-রহিল। ৮. ক-সঙ্গনি। ৯. ক-দুই। খ-গৃহীত পাঠ। ১০. ক-নজিগ। খ-নজদিগ। ১১. ক-রঞ্জনি।

২৯ পালা।

ত্রিপদী।

গাযী বলে কালু ভাই জাহ তুমি বাপুর ঠাঞি[১]
সালাম[২] কহিবা তথাকারে।
কহিবা[৩] সব বিবরণ যত দুঃখ বিড়ম্বন[৪]
তাগাদা আসিহ এথাকারে ॥[৫]
চড়ি কালু ঘোড়া পরে জাএ কালু নিজ ঘরে
এক শত[৬] লস্কর সঙ্গে চলে।
আধ প্রহর অন্তর আইল বৈরাট নগর
লোকে দেখি হাহাকার করে ॥[৭]
বাদশার বরাবরে আইল তথাকারে
দেখি বাদশা কি বলে বচন।[৮]
আএরে প্রাণের কালু মোর গাযী[৯] কথা গেল[১০]
তুমি আইলা গাযীক কথা থুইয়া।
সালাম করি কালু কএ আরয করিয়া পাএ
গাযী আছে কাফিলা সহরে।[১১]
কালু সঙ্গে বাদশা চলে আরবার বিবি মহলে
দুইজন আইলা আন্দরে[১২] ॥
গাযীর কথা কালু কএ কান্দিয়া পড়িল মাএ
অচেতন হৈলা সেহিক্ষণে।[১৩]
অনেক যতন[১৪] করি উঠে রাজ সুন্দরী
হা হা গাযী বলিয়া কান্দে ॥[১৫]
আইস কালু মোর কোলে মোর গাযী কোথা থুইলে
একেলা কেনে আইলা ঘরে ॥
কালু বলে মা মাজি আইল তোমার গাযী
[১৬]আইল হাউস বড় ভাই।
দুই রাজার দুই কন্যা[১৭] দুই বধু পরম[১৮] ধন্যা
এহিক্ষণে[১৯] পাবে এহি ঠাঞি ॥
শুনহ গাযীর কথা[২০] যে দুঃখ পাইল যথা
বসিয়া শুনহ জননী।

---

১. ক-জাহ বাপ মাএর ঠাঞি। খ-গৃহীত পাঠ। ২. ক-সেলাম। খ-ছার্ল্লাম। ৩. ক-কহিয়। খ-কহিবা। ৪. ক-জে দুঃখ পাইল জখন। ক-গৃহীত পাঠ। ৫. খ-এ পদ নেই। ৬. ক-সর্ত্ত। খ-এ পদ নেই। ৭. খ-এ পদ নেই। ৮. খ-এ পদ নেই। ৯. ক-কালু। ১০. ক-গেলু। ১১. খ-এ পদ খণ্ডিত। ১২. ক-আনন্দে। খ.-এ পদ খণ্ডিত। ১৩. ক-অচৈতন হৈলা সেহিক্ষণে। খ-এ পদ খণ্ডিত। ১৪. ক-জত্নন। ১৫. খ-এ পাঠ খণ্ডিত। ১৬. ক-আল্ল আইল। খ-গৃহীত পাঠ। ১৭. ক-দুই রাজার কন্যা। খ-গৃহীত পাঠ। ১৮. খ-পবন। ১৯. ক-এহিক্কেনে। খ-এ পদ খণ্ডিত। ২০. ক, খ-মুম তোমার গাজির কথা।

জাইবার সময়[১] কালে গাযীর দেখা মোর সনে
হাতধরি লয়া মোকে[২] চলে।
গাযী মোকে বলে বাণী পড়েন চক্ষের পানি
খেলেকা দিল মোর গলে ॥[৩]
নদীর কূলে গেলাঙ[৪] তথাতে নাহিক নাও[৫]
পোষ বিছায়া হৈলাম পার।
চাপাই নগর গ্রাম রাজা তার শ্রীরাম
তথা নাহি যবনের প্রচার ॥
গেলাম তাহার ঘরে[৬] কোতয়ালে ঢেকা মারে
রাজাক করিনু মুসলমান।
কাঠুরিয়াক দিনু ধন গ্রাম বৈসে অনুপাম
সোনাপুর থুইল তার নাম ॥[৭]
মসজিদ দেএ গাযী[৮] পালঙ্গে শুইয়া আছি
নিদ্রাতে হইয়া অচেতন।
বাহে ভর[৯] করি আইল সব হুরপরী
দ্বারে দাঁড়াইল সর্বজন ॥
গাযীর রূপে পরীরা[১০] করিলা সবে ঝগড়া[১১]
সবে আইলা মসজিদ মাঝারে।
গাযীর পালঙ্গ ধরি[১২] বাহির করে হুরপরী[১৩]
লয়া গেল ব্রাহ্মণ নগরে ॥
মটুক রাজন ধন্যা চম্পাবতী তার কন্যা
তাহার ঘরে লক্ষ প্রহরী।
চলে পরী শূন্য ভরে[১৪] চম্পাবতীর মন্দিরে[১৫]
গাযীকে লইয়া গেল পরী ॥
গাযীক লয়া যত পরী আইলেন তরাতরি
গাযীক থুইল চম্পাবতীর ঘরে।
এক ঠাঞি পালঙ্গ থুইয়া পরিগণ দ্বারে রয়া
দুই জনার দেখিল বরণ।[১৬]
দুই চন্দ্র বিদ্যমান খোশ হৈল পরির প্রাণ
ধন্যা ধন্যা বলে পরিগণ ॥
গাযীক তথা থুইল পরিগণ উড়াইল
দেখিতে গেল রাজার মধুবন।
এথা গাযী রহিল কন্যা সঙ্গে মিলন হৈল
পরী লইয়া আইল সোনাপুর।
বিভালগ্ন[১৭] কৈতে গেনু আমি শুনি গোশ্‌মা[১৮] নৃপমণি
আমাক থুইল পোতাখানা ঘর।
[১৯]সাত শত বাঘ লয়া রাজার তরে জিনিঞা
মোর তরে করিল খালাষ।

১. ক-প্রভাত। খ-সময়। ২. ক, খ-মোখে। ৩. ক-এ পদ নেই। খ-গৃহীত পাঠ। ৪. ক-গেলাম। খ-গেলাঙ। ৫. ক-নাও তথা না পাইলাম। খ-গৃহীত পাঠ। ৬. ক-সন্ধাকালে গেল তার ঘরে। খ-গেইলাঙ তাহার ঘরে। ৭. খ-সোনাপুর তার নাম। ৮. ক-সোনপুর মছজিদ দেএ গাজি। খ-সোনপুর মজিদ গাজীর। ৯. খ-রাত্রি ভোর। ১০. খ-গাযীর রূপে ভগোড়া। ক-গৃহীত পাঠ। ১১. ক-করিলা ঝগড়া। খ-করে সবে ঝগড়া। ১২, ১৩. খ-এ পাঠ নেই। ১৪. ক, খ-ষুন্ন্যভরে। ১৫. খ-বাসরে। ১৬. এখানে খ-পুঁথির ত্রিপদীর পাঠ খণ্ডিত। ১৭. ক-লগ্নন। ১৮. ক-গোর্স্বা নিপর্পমনি। ১৯. ক-গাজীর সাতে।

ষোলদানের ধন্যা　　　পূর্ণ [দানে] দিল কন্যা
গাযীর তরে [তবে] দিল বিয়া[১]।
নয় দিন সেহি স্থান[২]　　　আমি কৈলাম রোদন[৩]
চলে গাযী বিবি চম্পাক লয়া
হলিদ্রার ফুল করি　　　থুইল চাম্পা সুন্দরী
রাখিলেন সড়া গাছের গোড়ে।
তবে চলি[৪] দুইজন　　　ষোল শত সিদ্ধা লয়া
করাইল গঙ্গা দরশন।
লইল সিদ্ধার জাতি　　　মসজিদ দিল[৫] গুণমতি
গঙ্গাসারিক হৈল সিদ্ধা দুইজন ॥
খাকেক আরম্ভ করি　　　গেলাম পাতাল পুরী
বড় ভাএক লইয়া গমন।
ত্রিপিনী [গঙ্গা] তরিয়া　　　চম্পাবতীক আনিঞা
আইলাম ব্রাহ্মণ নগরে।
বড় গঙ্গা পার হৈয়া　　　দুই ভাই বহু লয়া
আছে গাযী কাফেলা সহরে ॥
আমাকে ভেজিল এথা　　　কহিনু সকল কথা
পুত্রবধু আন জায়া ঘরে।
লাগিয়া গাযীর পাএ　　　তবে মিরা হালু কএ
আল্লা আল্লা বল সর্বজনে ॥

দিসা : বলরে জননীর কেহ নাঞি।
বাছা আরে মাও কান্দিয়া বলেরে ॥

পদ।

বাদশা আর বাদশাজাদী শুনি কালুর কথা।
হাতে যেন[৬] চন্দ্র পাইল দূরে গেল ব্যথা[৭] ॥
হাস্যবান ওসমা নানা কর্ম্ম[৮] করে।
কালুর সঙ্গে চলে বাদশা কাফেলা সহরে ॥
রাজ্য বেড়িয়া তবে হৈল গণ্ডগোল।
গাযী আইল বলিয়া হৈল কোলাহল ॥
ঘন ঘন বাজে ঢাক ঢোল [আর] কাড়া।
রণশিঙ্গা ক্রনাল বাজেত নাকাড়া[৯] ॥
হাতি ঘোড়া সেনা চলে লিখিতে না পারি।
হাতিতে বসিলা বাদশা টানায়া আএম্বারী ॥
চারিদিকে বেড়িয়া শতে শতে লস্কর।
পলকে[১০] পহুছিল [জায়া] কাফেলা সহর ॥
এথাতে ওসমা রাইগণ লইয়া।
সুবর্ণ[১১] সাতাতি রাখিল জ্বালাইয়া ॥
নানা রঙ্গে কলার গাছ রুপিল সারি সারি।
সুবর্ণ কলস সব থুইলা পানি ভরি ॥
সুবর্ণ চান্দয়া টানয়া স্থানে স্থানে।
নেত বস্ত্র ঢালিলা[১২] বর বধুর কারণে ॥
চারিদিকে রাই সঙ্গে করি নিল।
পুত্রবধূর কারণে মাও দাঁড়ায়া রহিল ॥
বাদশা চলিয়া গেল কাফিলা সহরে।
সহর ছাড়িয়া ফৌয আইল ময়দানে ॥
দূরে রহিয়া দেখে ভাই দুইজনে।
লড় দিয়া চলে [তবে] ভাই দুইজনে ॥
বাপের সোওয়ারী জানিলা তখনে।
দূরে রহিয়া বাদশা পুত্র দেখিল।
হাতির[১৩] সোওয়ার বাদশা তখনে নামিল ॥
বাহু তুলিয়া বাদশা ডাকে সেহি ঠাঞি।
বাপের কদমে কান্দি পৈল দুই ভাই ॥
ডাহিনে বামে বাদশা পুত্র নিল কোলে।
এথাতে কালু সঙ্গে মাফা লয়া চলে ॥

১. ক-বিহা। ২. ক-সেহিস্তানে। ৩. ক-রোদনে। ৪. ক-চলিলাম। ৫. ক-গাজি গুনমতি। ৬. ক-হাতে হাতে। ৭. ক-বেথা।
৮. ক-কষ্ম। ৯. ক-নাগেড়া। ১০. ক-পর্ব্বোকে। ১১. ক-সোবর্ণ্ন। ১২. ক-ডালিলা। ১৩. ক-হাথির সোয়ার।

আম্বারিতে বসিলা দুই পুত্র সাথে[১]।
পুত্র নিয়া বাদশা জাএ হরষিতে ॥
উত্তরিল দুইজন বৈরাট নগরে।
রাজ্যের[২] সকল প্রজা জাএ দেখিবারে ॥
কোমর খুলিলা তবে সকল লস্করে।
হাতি[৩] ঘোড়া স্থান লাগাই থরে থরে ॥
দুই ভাএর দুই বহু আনন্দে চলিল।
উমরা সকল লয়া বাদশা তক্তে বসিল ॥
হাস্যবান বাদশা পুত্রবধূ পাইয়া।
ওসমা বিবি বৈসে রাইগণ লয়া ॥
আগে চলে হাউস পাছে পাঁচতোলা রানী।
দুই জনের রূপে যেন পড়েন বিজলী ॥
মাএর কদম দুহে সালাম করিলে।
পাঁচতোলার রূপে মুনির মন ভুলে ॥
পুত্র আর বধূক মাও থুইয়া আন্দরে।
তবে চলিল মাও গাযীক আনিবারে ॥
আগে দাঁড়াইল গাযী চম্পাবতী পাছে।
কত কুটি চন্দ্র যেন উজ্জ্বল হয়া আসে ॥
বিবি চম্পাক দেখিয়া ধন্যা ধন্যা বলে।
এমন সুন্দরী নাহি এ তিন ভুবনে ॥
হাত পাও বিবির বড়ই সুটান।
কত কুটি চন্দ্র জিনি জ্বলে[৪] মুখ খান ॥
দুই চক্ষের[৫] তারা জ্বলে কাজলের নীর।
দুই ভোঙা শোভে যেন বাঘের কামান ॥
অধর প্রবাল জিনি উচ্চ স্তন ভার।
রূপে মজাইতে পারে সয়াল সংসার ॥
চামর জিনিএগ নোটন দোলে পিষ্ঠে।
ক্ষীণ[৬] মাঞ্জাখানি বিবির ধরা জাএ মুষ্ঠে ॥
গাযীর পাছে বিবি চলিল হাঁটিতে হাঁটিতে।
মত্ত[৭] হস্তী চলে যেন হালিতে ঢুলিতে ॥
যে নারী চম্পাবতীক দেখিল নযরে।
মূর্ছা খায়া পড়িল যমীনের পরে ॥
চৈতন্য পাইয়া বলে শুনহ বচন।
এমত সুন্দরী [আমি] না দেখি কখন ॥
ঘরে ঘরে কহে কথা হইল সহরে।
পরশিয়া নিল মাও মালিকা বাসরে ॥
গাযীক কোলে করি নিল বড় পুত্রের ঘরে।
দুই পুত্র লয়া [মাও] বসিলা একত্তরে[৮] ॥
যত দুঃখ পাইল মাও দুই পুত্র বিনে।
কান্দিয়া কহিল মাও দুই জনের স্থানে ॥
দুই ভাইএ যত দুঃখ পাইলা যখনে।
কান্দিয়া কহিলা সব মাএর বিদ্যমানে ॥
শাহ সেকন্দর বাদশা দুই পুত্র লইলা।
বাপে পুত্রে কহিলা যত দুঃখ পাইলা ॥
হুকুম করিলা বাদশা রন্ধন করিতে।
পাঁচতোলা রান্ধে আর বিবি চম্পা সাথে ॥
চকি পাড়ি সমুখে বৈসে ওসমা সুন্দরী।
যে রূপ দুই বধূ সেহিরূপ শ্বাশুরী[৯] ॥
একি রূপ তিনজনা পরম ধন্যা।
তিনজন হএ [যে] ব্রাহ্মণের কন্যা ॥
বলি রাজার কন্যা ওসমা সুন্দরী।
জঙ্গ রাজার কন্যা রূপে বিদ্যাধরি ॥
মটুক রাজার কন্যা রূপের নাগরী।
তিন জনার মধ্যে পরম সুন্দরী ॥
সদাই পড়িছে রূপ মুখ চুইয়া।
শ্বাশুরী পুলকিত[১০] বধূকে দেখিয়া ॥
হেন সময়ে[১১] সবে তাম খাইল।
তিন ঘরে তিন পালঙ্গ ঢালিল ॥
গুরু পরম ধন সদাই বল মুখে।
তাম খাইয়া সবে বসিল কৌতুকে ॥
শীতল মন্দিরে হাউস গেল চলি।
তাম্বুল লইয়া গেল পাঁচতোলা রানী ॥
মালিকা বাসরে গাযী করিল শয়ন[১২]।
তাম্বুল লয়া বিবি চম্পার গমন ॥
বাম হাতে পানের বাটা ডাইন হাতে ঝারি।
ঢুলিতে ঢুলিতে জাএ চম্পা সুন্দরী ॥
পালঙ্গে জায়া চম্পাবতী বসিল।
গাযী আর চম্পা সুখে মন্দিরে রহিল ॥[১৩]
এহি মতে সকলে রহিল ঘরে।
নিরবধি[১৪] বাদশাই করে তক্তের উপরে ॥
নানা সুখে[১৫] বৈসে বৈরাট নগরে।
দুই পুত্র লইয়া বাদশা সেকন্দরে ॥
এহি মতে সবে একাত্তর[১৬] রহিল।
বড়খা গাযীর পুস্তক[১৭] সমাপ্ত হৈল ॥
রচে মিরা হালু কএ মধুর বচন।
একবার আল্লা নাম বল সর্বজন ॥
আল্লা আল্লা বল ভাই নবী কর সার।
হক্কের হাকীম আল্লা পরয়ারদিগার ॥

২৯ পালা সমাপ্ত।

গাযী সাহেবের পুঁথি নকল তামাম শোদ। ১৮৮ একশত ও অষ্টানব্বই পাতে কাতে একশও ব্যািলিষ মৈৰ্দ্দে সামায়ে হৈল ইতি সন ১২৫৯ অনুসাইট—২৪ শ্রাবণ রোজ বুদবার লিখিতং শ্রী শেখ কবেজনষু তরফ নারচি অন্তপাতি নিজ নারচীঘর। ১৪২।

১. ক-সাতে। ২. ক-রায়্যের। ৩. ক-হাথি। ৪. ক-জলে। ৫. চক্ষ্য। ৬. ক-খেনু। ৭. ক-মস্ত। ৮. ক-একান্তরে। ৯. ক-সাষুড়ী। ১০. ক-সাষুড়ীর পুলকিত। ১১. ক-সনে। ১২. ক-সয়েন। ১৩. এখানে ক-পুঁথির একটি পৃষ্ঠা নেই। ১৪. ক-নিরবদি। ১৫. ক-ষুকে। ১৬. ক-একান্তর। ১৭. ক-পুস্তক লিখা তামাম হইল। খ-পুস্তক সমাপ্ত হইল।